

কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

بَلْهُوَ

قُرْآنٌ مُّجِيدٌ

فَلَوْحٌ مَّحْفُوظٌ

بِاللُّغَةِ الْبَنَغَالِيَّةِ الْمِيسَّرَةِ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন



কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় মুদ্রিত



**AL QURAN
ACADEMY
LONDON**

SPREADING THE WORD OF ALLAH
www.alquranacademy london.org

কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশক :



**AL QURAN
ACADEMY
LONDON**
SPREADING THE WORD OF ALLAH

London Office:

Unit 3.21, 65 Whitechapel Road.
London E1 1DU, UK
Tel : 00 44 020 7650 8770

Bangladesh Office:

House 1, Road 12/16
Block J, Baridhara, Dhaka
Phone : 00 88 02 8811357
Mobile : 01786 331 416

E-mail: info@alquranacademylondon.org
www.alquranacademylondon.org
UK Charity Registration No. 1135391

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

সূরা ‘আল ক্বামার’ মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় একটি বিশেষ আয়াত চার বার উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, ‘অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?’

বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোরআন পাঠকের মতো আমার মনকেও এক সময় এই আয়াতটি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে যখন দেখি, আল্লাহ তায়ালা নায়িল করা আলোর এই একমাত্র উৎসটির ভাষান্তর করতে গিয়ে মানুষরা একে সহজ করার বদলে দিন দিন কঠিন ও দুর্বোধ্য করে ফেলছে। যে ‘আলো’ একজন পথিককে আঁধারে পথ দেখাবে তা যদি নিজেই স্বচ্ছ না হয়, তাহলে ‘আলো’ সামনে থাকা সত্ত্বেও পথিক তো আঁধারেই হাঁচট খেতে থাকবে।

কোরআন লওহে মাহফুযের অধিপতি আল্লাহ তায়ালা কলাম, এর ভাষাশৈলী, এর শিল্প সৌন্দর্য সবই আল্লাহ তায়ালা একান্ত নিজস্ব। এ কারণেই বিশ্বের সব কোরআন গবেষকই মনে করেন, এই মহান গ্রন্থের যথার্থ ভাষান্তর কিংবা এর পূর্ণাংগ অনুবাদ কোনোটাই মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁর কাছে এই বিস্ময়কর গ্রন্থটি নায়িল করা হয়েছিলো তাঁকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই কিতাবের মর্মোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছিলো। এ কারণেই কোরআন যাদের সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছিলো রসূল (স.)-এর সে সাহাবীরাও কোরআনের কোনো বক্তব্য অনুধাবনের ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। যদিও তারা নিজেরা সে ভাষায়ই কথা বলতেন, যে ভাষায় কোরআন নায়িল হয়েছিলো। সম্ভবত এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামদের বিদায়ের বহুকাল পরও ভিন্ন ভাষাভাষী কোরআনের আলেমরা কোরআনের অনুবাদ কাজে হাত দিতে সাহস করেননি, কিন্তু দিনে দিনে কোরআনের আলো যখন আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে অনারব জনপদে ছড়িয়ে পড়লো, তখন কোরআনের প্রয়োজনে তথা ভিন্ন ভাষাভাষীদের সামনে কোরআনের বক্তব্য তুলে ধরার জন্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকলো না। এমনি করেই অসংখ্য আদম সন্তানের অগণিত ভাষায় কোরআন অনুবাদের যে স্রোতধারা শুরু হলো, আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায়ও একদিন এর প্রভাব পড়লো। কোরআনের পণ্ডিত ব্যক্তির একে একে এগিয়ে এলেন নিজেদের স্ব-স্ব জ্ঞান গরিমার নির্যাস দিয়ে এই অনুবাদ শিল্পকে সাজিয়ে দিতে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাষা হিসেবে আরবীর পরেই ছিলো ফার্সী ও উর্দুর স্থান। স্বাভাবিকভাবেই কোরআন অনুবাদের কাজও তাই এ দুটো ভাষায়ই বেশী হয়েছে। সুলতানী আমলের শুরু থেকে মুসলমান শাসক নবাবরা যখন সংস্কৃত ভাষার সীমিত গণ্ডি থেকে বাংলা ভাষাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিমন্ডলে নিয়ে এলেন, তখন থেকেই ধীরে ধীরে এই ভূখণ্ডে কোরআনের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনও অনুভূত হতে লাগলো।

৪৭ ও ৭১ সালের পর পর দুটো পরিবর্তনের ফলে এ ভূখণ্ডের মুসলমানরা নিজেদের ভাষায় কোরআন বুঝার একটা ব্যাপক পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলে। অল্প কিছুদিনের মাঝেই কোরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ বেরিয়ে গেলো। নিতান্ত সীমিত পরিসরে হলেও আমাদের পশ্চিম বাংলার মুসলমানরাও এ সময়ের মধ্যে কোরআনের কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদক ও প্রকাশকরা তাদের অনুবাদকর্মকে ‘কোরআনের বাংলা অনুবাদ’ না বলে ‘বাংলা কোরআন শরীফ’ বলে পেশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আমাদের এই বাংলায়ও কিন্তু ইদানীং কোরআনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের গায়ে ‘বাংলা কোরআন শরীফ’ লেখার একটা অসুস্থ মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজের দু’একজনের এই অজ্ঞতাপ্রসূত প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা এগুলোকে কোরআনের বাংলা অনুবাদ বলেই গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টিকে বাদ দিলে আমাদের দেশে অনূদিত ও প্রকাশিত কোরআনের প্রতিটি গ্রন্থই নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ

তায়ালার কিতাবের মর্মকথা মানুষের কাছে পৌছানোর কাজে যে যতোটুকু অবদান রেখেছেন আল্লাহ তায়ালার তাহদের সবাইকে সে পরিমাণ ‘জাযায়ে খায়ের’ দান করুন।

কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রসূল (স.)-এর কাছে পাঠানো তাঁর বাণীসমূহের এক অপূর্ব সমাহার। সূদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিপ্লবের সিপাহসালারকে তাঁর মালিক যে সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তার অধিকাংশই বলতে গেলে পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ- তথা এক একটি ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে জড়িত। এ কারণেই কোরআনের তাফসীরকাররা কোরআন অধ্যয়নের জন্যে সমসাময়িক পরিস্থিতি জানার ওপর এতো বেশী জোর দেন।

তারপরও কোরআনের মূল অনুবাদ কিন্তু সমসাময়িক কোরআন পাঠকের কাছে জটিলই থেকে যায়। অনেক সময় মূল কোরআনের আয়াতের হুবহু বাংলা অনুবাদ করলে কোরআনের বক্তব্য মোটেই পরিস্কার হয় না। সে ক্ষেত্রে কোরআনের একজন নিষ্ঠাবান অনুবাদককে অনুবাদের সাথে ভেতরের উহ্য কথাটি জুড়ে দিয়ে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা মিলিয়ে দিতে হয়। আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রচলন থাকলেও বাংলাভাষায় এ বিষয়গুলো কোরআনের পাঠককে মাঝে মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। তারা হেদায়াতের এই মহান গ্রন্থে অনুবাদের অসংলগ্নতা দেখে বর্ণনাধারার ‘মিসিং লিংক’ খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ কারণেই সচেতন অনুবাদকরা এ সব ক্ষেত্রে নিজের কথার জন্যে ‘ব্রাকেট’ কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ধরনের টাইপ ব্যবহার করে সেই মিসিং লিংকটাকে মিলিয়ে দেন। আমাদের মধ্যে যারা ‘তাহসীরে জালালাইন’ পড়েছেন তারা সেখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকবেন। এই তাফসীরে বিত্ত তাফসীরকার তার নিজের কথাকে ‘আভার লাইন’ করে আল্লাহ তায়ালার কথা থেকে আলাদা করে নিয়েছেন। কোরআনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে, এখানে উদাহরণ হিসেবে সূরা ‘আল মায়দা’ ৬, সূরা ইউসুফ ১৯, সূরা ‘আর রাদ’ ৩১, সূরা ‘আব্বা বুমায’ ২২, সূরা ‘কাফ’ ৩ এ আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ আয়াতগুলোর অনুবাদের প্রতি তাকালে একজন পাঠক নিজেই এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন, কি ধরনের ধারাবাহিকতার কথা আমি এখানে বলতে চেয়েছি। আমাদের এই গ্রন্থে অনুবাদের সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে আমরা আল্লাহ তায়ালার কথা থেকে নিজেদের কথা আলাদা করার জন্যে এ ধরনের () ‘ব্রাকেট’ ব্যবহার করেছি। কোরআনের মালিককে হাযির নাযির জেনে আমরা যেমন চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের ভেতর আল্লাহ তায়ালার কথা না ঢুকতে- তেমনি চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের বাইরে অনুবাদকের কথা না ছড়াতে। তারপরও যদি কোথাও তেমন কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যায় তা আগামীতে শুদ্ধ করে নেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি আমার মালিককে বিনীত চিহ্নে বলবো, হে আল্লাহ, তুমি আমার ভেতর বাইর সবটার খবরই রাখো, আমার নিষ্ঠার প্রতি দয়া দেখিয়ে তুমি আমার সীমাবদ্ধতা ক্ষমা করে দিয়ো।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কোরআনের এই নতুন ধারার অনুবাদটি একান্ত আমার নিজস্ব চেষ্টা সাধনার ফল। কিশোর বয়স থেকে যখন আমি কোরআনের সাথে পথচলা শুরু করেছি তখন থেকেই আমি কোরআনের এমনি একটা সহজ অনুবাদের কথা ভাবতাম। আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম, আল্লাহ তায়ালার নিজে যেখানে বলেছেন ‘আমি কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছি সেখানে আমরা কেন কোরআনের অনুবাদটা সহজ সরল করার বদলে দিনে দিনে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছি। বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের অনুবাদ দেখে অনেকের মতো আমিও বহুবার নিরাশ হয়েছি, মনে হয়েছে আরবী কোরআনের চাইতেও বুঝি এর বাংলা অনুবাদ বেশী কঠিন। এমনটি বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে, অনুদিত অংশটি বার বার পড়েও একজন পাঠক বুঝতে পারেননি, আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতে আসলে কী বলতে চেয়েছেন। অথচ আমরা সবাই জানি, আল্লাহ তায়ালার এই কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন।

আমার মালিক আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর তিনি আমার মনের কোনে লালিত দীর্ঘদিনের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার একটা সুন্দর সুযোগ এনে দিলেন। বিশ্ববরেণ্য তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’ এর যখন বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার কাজ আমি শুরু করলাম, তখন যেন আমি কোরআনকে আমার নিজের করে বুঝবার ও বুঝাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’-এ ব্যবহারের জন্যে আমাদের তখন একটি মানসম্পন্ন বাংলা তরজমার প্রয়োজন দেখা দিলো। বহুদিন পর কোরআন যেন নিজেই আমাকে হাতছানি দিয়ে নিজের দিকে ডাক দিলো। আমিও মনে হয় এমনি একটা ডাকের জন্যে দীর্ঘ দিন থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

সাইয়েদ কুতুব শহীদেদের অমর স্মৃতি, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’-এর বাংলা অনুবাদ প্রকল্প আমি যখন হাতে নেই তখন আমি ভাবতেও পারিনি, কোরআনের কথা বলতে গিয়ে যিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর মহান তাফসীর গ্রন্থের পাতায় আমার মতো একজন নগণ্য বান্দার এই অনুবাদকর্মটিও এভাবে স্থান পেয়ে যাবে। মালিকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আজ আমার দেহমন আপ্ত হয়ে ওঠে। এটা আমার প্রতি আমার মালিকের একান্ত দয়া যে, তিনি একজন মহান শহীদেদের মহান তাফসীরের হাজার হাজার পৃষ্ঠার বিশাল পরিমন্ডলে আমার জন্যেও একটু জায়গা করে দিলেন! ১৯৯৫ সালে এই তাফসীরের আমপারার অনুবাদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন থেকে এই তাফসীরকে যারা ভালোবেসেছেন তারা এই অধমের কোরআনের অনুবাদকেও তাদের ভালোবাসা দিয়েছেন। আমি একান্ত আশ্রয়ের সাথেই এই নতুন ধারার অনুবাদটির ব্যাপারে দেশের ওলামায়ে কোরাম ও সুধী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ! শহীদী নয়রানা হিসেবে এই তাফসীরকে যেমন এখানকার সর্বস্তরের মুসলমানেরা ভালোবেসেছেন, তেমনি এই তাফসীরে ব্যবহৃত অধমের কোরআনের এই অনুবাদকেও তারা ভালোবাসা দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, তারা এই প্রথম কোরআনের এমন একটি অনুবাদ হাতে পেয়েছেন যা কোনোরকম ব্যাখ্যা বা টীকার আশ্রয় ছাড়াই তাদের কোরআনের বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালার রহমতে এই বিশাল তাফসীরের প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার কোরআনের অনুবাদের কাজও শেষ হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’-এর অসংখ্য পাঠক শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন কোরআনের এই অনুবাদকে আলাদা প্রকাশ করি। তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই আমরা ‘কোরআন শরীফ স্প সহজ সরল বাংলা অনুবাদ’ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন করুণায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থটি দেশে কোরআন অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। কেউ কেউ আবার কোরআনের শুধু অনুবাদ অংশটিকে আলাদা পুস্তকাকারে প্রকাশেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। আমরা কোরআনের ‘মতন’ ছাড়া কোনো অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশনার নীতিগত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যুগান্তকারী প্রকাশনা ও বিশ্বের সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক রংগিন পরিবেশনা ‘আমার শখের কোরআন মাজীদ’ এর সাথে দেয়ার জন্যে এমন একটি শুধু অনুবাদ গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, বিগত দু’তিন দশকে দেশে বিদেশে এ ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় অবশেষে আমরাও শুধু অনুবাদ অংশ নিয়ে আলাদা একটি বই প্রকাশ করেছি। তাছাড়া অমুসলিম বাংলালীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এরও এ ধরনের একটি অনুবাদ গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন ছিলো।

আলহামদু লিল্লাহ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের চাহিদার আলোকে আমরা আরো ১১/১২ ধরনের কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের সাহসী প্রকল্প কোরআন ডিস্ট্রিবিউশান ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আওতায় আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় ও আরাকান অঞ্চলের ১৫০ কোটি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলের কোরআনের এই অনুবাদটি প্রকাশ করেছি।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসীরের পটভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, কোরআন অধ্যয়ন করার সময় মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, কোরআন নিজেই বুঝি এক এক করে আমার সামনে নিজের জটিল গ্রন্থগুলো খুলে দিচ্ছে। আসলে এ হচ্ছে কোরআনের মালিকের সাথে কোরআনের একজন নিবেদিত প্রেমিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার! এ পরিবেশের সাথে শুধু সে ব্যক্তিই পরিচিত হতে পেরেছে যে নিজের জীবনটাকে কোরআনের ছায়াতলে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি জানি, শহীদ কুতুবের কোরআনের ছায়াতলে জীবন কাটানো, আর আমার মতো এক গুনাহগার বান্দার সেই কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার সংকল্পের মাঝে আসমান যমীন ফারাক, কিন্তু আমাদের উভয়ের মাঝে এই বিশাল ফারাক সত্ত্বেও জানি না, আমরা উভয়ে একই অনন্ত যাত্রার যাত্রী হবার সুবাদে কিনা- কোরআনের অনুবাদ করার সময় আমিও বহুবার এটা অনুভব করেছি, আমি কোনো আয়াতের

সামনে তার বক্তব্য অনুধাবনের জন্যে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছি, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান যখন আর আমাকে সাহায্য করতে পারছিলো না, তখনি দেখেছি কে যেন আমাকে বলে দিচ্ছে, ওহে দ্বিধাগ্রস্ত পথিক, এই নাও তোমার কাণ্ঠখিত বস্তু।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমি একান্ত নিবিষ্ট চিন্তে একথাটা বলতে পারছি, কোরআনের এই অনুবাদকর্মটি যেমনি আমার দিবস রজনীর পরিশ্রম, তেমনি তা আল্লাহর গায়বী মদদ নিসৃত নিষ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। তারপরও আমার অনুবাদে ভুল থাকবে না এমন কথা বলার ঔদ্ধত্য আমি কখনোই দেখাবো না। সে ধরনের ভুলের দিকে আমি নিজে যেমন তীক্ষ্ণ নয়র রাখবো তেমনি সুধী পাঠকদের- বিশেষ করে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদেরও আমি তীক্ষ্ণ নয়র দিতে বলবো। যখনি এ ধরনের কোনো ভুলত্রুটি কারো কাছে ধরা পড়বে, আমরা ইনশাআল্লাহ সাথে সাথেই তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। এ সংশোধন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্যে আমরা আমাদের অফিসে একটি স্বতন্ত্র রেজিস্টার সংরক্ষণ করি। এ ধরনের কোনো সংশোধনী এলে তা সাথে সাথে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করি এবং পরবর্তী সংস্করণেই তা সংশোধন করে দেই।

যাদের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা আমাকে কোরআনের সাধনা ও কোরআনকেন্দ্রিক জীবন গঠনে দিবানিশি প্রেরণা দিয়েছে, তারা হলেন আমার মহান আব্বা মরহুম মাওলানা মানসূর আহমদ ও জান্নাতবাসিনী মা জামিলা খাতুন। আজ তারা কেউ তাদের সন্তানের এ খেদমতটুকু দেখার জন্যে দুনিয়ায় জীবিত নেই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার করুণা দিয়ে তাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে দিন।

আমার স্ত্রী, খ্যাতিমান লেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ী- যে মহীয়সী নারী তার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা শুধু কোরআনের জন্যেই উজাড় করে দিয়েছেন তার কথা বাদ দিয়ে কোরআনের এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখবো কি করে? বলতে দ্বিধা নেই, তিনি পাশে আছেন বলেই আল্লাহর নামে মাঝে মাঝে ছেঁড়া পালেও আমি সাগর পাড়ি দেয়ার সাহস করি। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যে অপূর্ণতা রয়েছে তাকে তুমি তোমার দয়া ও মাগফেরাত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়ো।

‘আল কোরআন একাডেমী লন্ডন’ কার্যালয়ের কম্পোজ, ডিজাইন, প্রুফ, প্রেস ও বাইন্ডিং বিভাগে নিয়োজিত আমার সহকর্মীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই বরকতময় পুস্তকের প্রকাশনা ত্বরান্বিত করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের এই মহান কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার সাথে আমাদেরও জান্নাতের ফুল বাগিচায় একই সামিয়ানার নীচে সমবেত করুন। আমীন! □

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

চেয়ারম্যান

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

রমযানুল মোবারক ১৪৩৫ হিজরী, জুলাই ২০১৪ ইসসায়ী

লন্ডন

কোরআন শরীফ অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ বা ভাষান্তর এমনই একটি জটিল বিষয়। কোরআনের মতো একটি আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে জটিলতার সাথে স্পর্শকাতরতার বিষয়টিও জড়িত। মানুষের তৈরী গ্রন্থের বেলায় বক্তার কথার হুবহু ভাষান্তর না হলে তেমন কি-ই বা আসে যায়। বড়োজোর বলা যায় অনুবাদক মূল লেখকের কথাতার সাথে যথাযথ ইনসাফ করতে পারেননি, কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনুবাদের একটু হেরফের হলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় কথাই বিতর্কিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এসব কারণেই মুসলমানদের মাঝে কেউই এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআনের অনুবাদের ঝুঁকি নিতে চায়নি। এমনকি বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার আলেমরা ফতোয়ার মাধ্যমে তাতারী ভাষায় কোরআনের যাবতীয় অনুবাদ প্রচেষ্টা বন্ধ করে রাখেন। আফ্রিকা মহাদেশে বিশেষ করে নাইজেরিয়া ও নাইজারে হাউসা হচ্ছে আরবীর পর সর্বাধিক সমৃদ্ধ ভাষা। এক সময় এই ভাষার আলেমরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদের ভাষায় কোরআনের অনুবাদ এই বলে বন্ধ করে রাখেন যে, এতে কোরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এক সময় এই মহাদেশের ক্যামেরুন রাজ্যের সুলতান সাঈদ নিজেও আলেমদের প্রবল বিরোধিতার কারণে ‘বামুম’ ভাষায় কোরআন অনুবাদ কাজ থেকে ফিরে আসেন। মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বোর্ডও এই সেদিন পর্যন্ত কোরআনের যাবতীয় অনুবাদকর্মের বিরোধিতা করে আসছিলো।

১৯২৬ সালে তুরস্কে ওসমানী খেলাফত বিলুপ্তির পর তুর্কী ভাষায় কোরআন অনুবাদ প্রচেষ্টার তারা বিরোধিতা করেন। কোরআনের ইংরেজী অনুবাদক নও মুসলিম মার্মাডিউক পিকথল যখন কোরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন হায়দারাবাদের শাসক নিয়াম তাকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা দিলেও আল আযহার কর্তৃপক্ষ এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য দীর্ঘ দিন পর হলেও মক্কাভিত্তিক মুসলিম সংস্থা রাবেতা আল আলমে ইসলামী আয়োজিত বিশ্বের সর্বমতের ওলামায়ে কেলাম কোরআন অনুবাদের একটি ঘোষণাপত্রে সই করে এ পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ করেন, কিন্তু এটা তো ১৯৮১ সালের কথা, মাত্র সেদিনের ঘটনা। অবশ্য এরও বহু আগে ইংরেজ লেখক জর্জ সেল কোরআনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ১৭৩৪ সালে এই অনুবাদ কর্মটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৭৬৪ সালে তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮২৫ সালে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। জর্জ সেল-এর অনুবাদটি ছিলো সরাসরি আরবী থেকে। এর আগে অবশ্য কোরআনের আরেকটি ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে ১৬৪৯ সালে। আলেকজান্ডার রস অনূদিত কোরআনটি ছিলো ফরাসী ভাষা থেকে। নাম ছিলো ‘আল কোরআন অব মোহামেট।’

আমরা যদি আজ কোরআনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো, কোরআন অনুবাদের এই মোবারক কাজ স্বয়ং তাঁর হাতেই শুরু হয়েছে যার ওপর এই কোরআন নাযিল হয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহর রসূল তাঁর দাওয়াতের এক পর্যায়ে তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো এসব চিঠিতে অবশ্যই একাধিক কোরআনের আয়াত লেখা থাকতো। যেসব দেশের রাজা বাদশাহরা আরবী বুঝতেন না, রসূলের দূত তাদের কাছে গোটা চিঠির সাথে সেসব আয়াতের তরজমাও পেশ করতেন। এ কারণেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক প্রিয় নবী যে দূতকে যে দেশে পাঠাতেন, তাকে আগেই সে দেশের ভাষা শিখতে বলতেন। অধিকাংশ নতুন এলাকায় তিনি পারদর্শী দোভাষীও পাঠাতেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেছেন, আল্লাহর নবী সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদেরই দূত করে পাঠাতেন। ইবনে সাদ আরো বলেছেন, প্রিয়নবী তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ওহী লেখক হযরত য়ায়েদ বিন সাবিতকে সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমির বিন উমাইয়া যে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছে লেখা রসূলুল্লাহ

(স.)-এর আরবী চিঠিকে আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তারও একাধিক প্রমাণ ইতিহাস গ্রন্থে মজুদ রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ের কোরআনের এসব আংশিক অনুবাদ ছিলো অনেকটা মুখে মুখে। কোথাও লিখিত আকারে এগুলোকে কোরআনের আয়াতের অনুবাদ হিসেবে কেউ সংরক্ষণ করেনি। পরবর্তী সময়ে যখন কোরআনের বাণী নিয়ে আল্লাহর রসূলের জাঁবায় সাথীরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন তখন এর প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে দেখা দিলো। কোরআনের বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীর সম্পর্কাতরতার কারণে কোরআনের গবেষকরা প্রথম দিকে নানান রকম আপত্তি উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কোরআন অনূদিত হতে শুরু করলো। এভাবেই কোরআনের আবেদন মূল আরবী ভাষার পরিমন্ডল ছাড়িয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম ঐতিহাসিক পরিভ্রাজক ইবনে শাহরিয়ার গবেষক আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইবনে আমর ইবনে হুমুবিয়ার সূত্রে তার বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী ‘আজায়েবুল হিন্দ’ গ্রন্থে হাজার বছরের আগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা মতে ১৭০ হিজরী সালে মধ্য কাশ্মীরের রাজা মাহরুক ইবনে রায়েক মানসুরার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লেখেন যে, আমার কাছে এমন একজন লোক পাঠিয়ে দিন যিনি হিন্দী ভাষায় আমাদের কাছে কোরআনের বাণী ও শরীয়তের বিধিবিধান বর্ণনা করতে পারেন। মানসুরার শাসক এই চিঠি পেয়ে একজন মুসলমানকে কাশ্মীরে পাঠান। এই ব্যক্তি হিন্দী ভাষা জানতেন, তিনি কাশ্মীর রাজের সান্নিধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করে তাকে কোরআন ও তার মর্মার্থ সম্পর্কে অভিহিত করেন। পরে কাশ্মীর রাজার অনুরোধে তিনি হিন্দী ভাষায় কোরআনের সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত অংশের অনুবাদ ও তাফসীর পেশ করেন। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এ কথাটি সহজেই বলা যায় যে, হিন্দী ভাষায়ই সর্বপ্রথম কোরআন অনূদিত হয়।

বাইরের পরিমন্ডলে এসে সম্ভবত এরপরই ফার্সী ভাষায় কোরআন অনূদিত হয়েছে। প্রিয় নবীর ইনতেকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশাহ আবু সালাহ মানসুর বিন নূহ কোরআনের পূর্ণাঙ্গ ফার্সী অনুবাদ করেন। কোরআনে ফার্সী অনুবাদের এই বিরল কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ ইমাম মোহাম্মদ বিন জারীর আত তাবারীর ৪০ খন্ডে সমাপ্ত বিশাল আরবী তাফসীর ‘জামেউল বয়ান ওয়াত তাওয়ীলুল কোরআন’ -এরও ফার্সী অনুবাদ করেন। আমাদের এই উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাম্মদে দেহলভী কোরআনের যে ফার্সী অনুবাদ করেছেন তা ছিলো আরো ৮০০ বছর পরের ঘটনা। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দীন ও ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদের কোরআনের উর্দু অনুবাদ করেন।

বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের কাজ আসলেই অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। এর পেছনে কারণ ছিলো অনেক। প্রথমত আমাদের এই ভূখন্ডে যারা কোরআনের এলেমের সাথে সুপরিচিত ছিলেন- সেসব কোরআন সাধকদের অনেকেরই কোরআন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিলো ভারতের উর্দু প্রধান এলাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ, সাহারানপুর, নদওয়া, জামেয়াতুল এসলাহ, জামেয়াতুল ফালাহসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর সবকয়টির ভাষাই ছিলো উর্দু কিংবা ফার্সী, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর সনদ নিয়ে বের হন তাদের কোরআন গবেষণার পরিমন্ডলও সে ভাষার বাইরে ছড়াতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত পলাশীর ট্রাজেডির ফলে আমাদের এ অঞ্চলে কোরআন গবেষণার কাজ নানাভাবে এ রকম দেউলিয়াই হয়ে পড়েছিলো। ফলে বাংলা আসামে কোরআনের আশানুরূপ কোনো অনুবাদই হয়নি। তৃতীয় কারণ হিসেবে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৭৭৭ সালে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৮১৫ সালের আগে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের সাথে পরিচিত হবার কোনো সুযোগই পায়নি।

কে প্রথম কোরআনের বাংলা অনুবাদের সৌভাগ্যজনক এ কাজটি শুরু করেন, তা নিয়ে আমাদের মাঝে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। কে বা কারা আমাদের সমাজে একথাটা চালু করে দিয়েছে, ব্রাহ্মণ ধর্মের নববিধান মন্ডলীর নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রচারক গিরিশ চন্দ্র সেন সর্ব প্রথম কোরআনের বাংলা অনুবাদ করেছেন। আসলে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে দীর্ঘ দিন ধরে যাদের সর্বময় আধিপত্য বিরাজমান ছিলো তারাই যে কথটা ছড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখ লাগে যখন দেখি আমাদের এ অঞ্চলের দু'একজন কোরআন মুদ্রাকর প্রকাশকও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে ঐতিহাসিকভাবে অসমর্থিত এমনি একটি কথা অবোধে প্রচার করে চলেছেন। অথচ কোরআন ও কোরআনের শিক্ষার প্রতিটি ছাত্রই জানে তার অনুবাদের পাতায় কোরআনের শিক্ষা সৌন্দর্য বাকধারার সাথে ব্রাহ্মণবাদের প্রচারনীতিতে কোরআনের প্রতি ক্ষমাহীন বিদ্বেষ ছড়ানো রয়েছে। গিরিশ চন্দ্র সেনের ৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে আরেকজন অমুসলিম রাজেন্দ্রলাল মিত্র কোরআনের প্রথম পারার অনুবাদ করেন। কলকাতার আয়ুর্বেদ প্রেস নামক একটি ছাপাখানা থেকে এক ফর্মার (১৬ পৃষ্ঠা) এই অনুবাদ ৫০০ কপি ছাপাও হয়েছিলো।

১৮৮৫ সালে গিরিশ চন্দ্র সেনের এই অনুবাদের প্রায় ৮০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮০৮ সালে পূর্ব বাংলার রংপুর নিবাসী একজন সাধারণ কোরআন কর্মী মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেন। তিনি সে সময় কোরআনের আমপারার অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এ ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন রয়েছে ঢাকা ও কলকাতার প্রায় সবকয়জন কোরআন গবেষকের লেখায়। উভয় বাংলার প্রায় সবকয়টি কোরআন গবেষণা সংস্থা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে একমত, মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়াই সে সৌভাগ্যবান মানুষ যিনি বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের এই মহান কাজটির শুভ সূচনা করেছেন। গত এক দুই দশকে আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের ইতিহাসের ওপর যেসব পি এইচ ডি থিসিস লেখা হয়েছে, তাতেও এ তথ্য সমভাবে সমর্থিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের শুরু হওয়ার পর পর কলকাতার মির্জাপুরের পাঠোয়ার বাগানের অধিবাসী আকবর আলী এ কাজে এগিয়ে আসেন। তিনিও মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়ার মতো শুধু আমপারা ও সূরা ফাতেহার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার অনূদিত অংশটি ছিলো পুথির মতো। তার এ অনুবাদ কোরআনের কোনো মৌলিক অনুবাদও ছিলো না। তিনি যেটা করেছেন তা ছিলো ১৭৮০ সালে অনূদিত শাহ আবদুল কাদেরের উর্দু অনুবাদের বাংলা। সরাসরি কোরআনের অনুবাদ নয় বলে সুধী মহলে এটা তেমন একটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। আসলে ব্যক্তি যতো গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, তিনি যদি কোরআনকে কোরআন থেকে অনুবাদ না করেন তাহলে তা কখনো কোরআনের অনুবাদ বলে চালিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোরআনের ব্যাকরণ বিধি, বিশেষ বাকধারা, 'ফাছাহাত বালাগাত' ভাষাশৈলী, শিল্প সৌন্দর্য- না জেনে কোরআনের অনুবাদে হাত দেয়া কারোরই উচিত নয়।

কোরআনের প্রথম অনুবাদক মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া কোরআনের পূর্ণাংগ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী সময়ের গিরিশ চন্দ্র সেনের পূর্ণাংগ অনুবাদ কর্ম যেটা তখন বাজারে প্রচলিত ছিলো, তাও ছিলো নানা দোষে দুষ্ট, তাই তার অনুবাদের মাত্র ২ বছরের ভেতরই কোরআনের বিশ্বস্ত ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কর্ম নিয়ে হাযির হয়েছেন বিখ্যাত কোরআন গবেষক মওলানা নায়ীমুদ্দীন। এর আগে কলকাতার একজন ইংরেজ পাদ্রীও কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন। শোনা যায়, মওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া থেকে গিরিশ চন্দ্র সেন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০৮ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে আরো ৯ জন ব্যক্তি কোরআন অনুবাদ করেছেন। আব্বাহ তায়ালার শোকর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদের ২০০ বছর পূর্তি বছর হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এ বিষয়ে আরো অনেক অজানা তথ্য জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে। □

বিশ্বব্যাপী কোরআন বিতরণ কর্মসূচী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের একটি মহাপরিকল্পনা

আমার আপনার সবার প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূরণ লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামতগুলো যেন দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন এখানে। ওপরে শত ফসলের সমারোহ ও নীচে তেল গ্যাসসহ অগণিত সম্পদ। এ যমীনের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ডে যেন সোনা ফলে। আয়তনে ছোটো হলেও এর অধিবাসীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। সবমিলে প্রায় ১৬ কোটি মানব সন্তান এ যমীনে বাস করে।

আমাদের মতো করে আমাদের ভাষায় কথা বলে এমনি আরো কয়েকটি ভূখণ্ড আমাদের পাশে আছে। একটি ভূখণ্ড রয়েছে আমাদের সীমান্তের পশ্চিম দিকে, যার নাম পশ্চিমবংগ, এ ছাড়া আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমানায় অবস্থিত, হচ্ছে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরাম— ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি প্রদেশ। সর্বশেষে রয়েছে মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল আরাকান। পশ্চিমবংগের বাংলাভাষীর সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন ও আসামসহ এ এলাকায় রয়েছে আরো ১০ মিলিয়ন মানুষের বাস। কয়টি অঞ্চলের ২৫০ মিলিয়ন মানুষের মাঝে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন মানুষই হচ্ছে মুসলমান। আজকের পৃথিবীতে যে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ বাংলায় কথা বলে, এদের ২০০ মিলিয়ন মানুষই এ অঞ্চলে বাস করে। এদের কাছে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ গ্রন্থ কিতাব কোরআন মাজীদ মজুদ আছে। এক সময় এ উভয় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ঘরে ঘরে কোরআনের চর্চা হতো। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কোরআনের এতোগুলো অনুবাদ গ্রন্থ তখন না বেরলেও মুসলমানরা তাদের জীবনের এক বিরাট অংশ এই কোরআন দিয়ে পরিচালনা করতো। অনেকেই বলেন— আগের তুলনায় দেশে কোরআনের আনাগোনা নাকি অনেক বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এগুলো দিয়ে আমাদের নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক রাষ্ট্রিক অধপতন ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের চর্চা ও প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝাতে চান তার থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই ৩টি ভূখণ্ডের ২৫ কোটি মানুষের কয়জনের ঘরে কোরআন আছে? জবাবে বলা হবে, উভয় বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী এসব অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষের ঘরেই কোরআন আছে; কিন্তু সে কোরআন তো সপ্তাহান্তে শুধু পড়ার জন্যে, মকতব মাদ্রাসায় দুলে দুলে সুর করে পড়ার জন্যে। আপনিই বলুন, কোন্ অনুষ্ঠান আছে যা কোরআন দিয়ে শুরু করা হয় না। দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় কি কোরআন নেই, কিন্তু যে আইন কানুন ওখানে প্রতিনিয়ত প্রণীত ও রচিত হচ্ছে, তা কি কোরআনের প্রতি চরম অবহেলা ও উল্লাসিকতা নয়? বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের ঐতিহাসিক ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশে বিদেশে গুণীজনরা এ নিয়ে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, এ সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম পন্থা হচ্ছে জাতি ও ধর্মের সীমানা পার করে এ অঞ্চলের ১৫ কোটি শিক্ষিত বাংলাভাষী নাগরিকদের হাতে অনুবাদসহ কোরআন শরীফ তুলে দেয়া। এ অঞ্চলের এমন প্রতিটি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান— যারা বাংলা পড়তে জানে, তাদের সবার হাতে এক কপি কোরআনের অনুবাদ তুলে দেয়াই হচ্ছে আজ সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন।

ইউরোপ আমেরিকাসহ সমগ্র খৃষ্টান জগতে কয়েকশ চ্যারিটি অর্গানাইজেশান প্রতিনিয়ত কোটি কোটি কপি বাইবেল ছাপছে। এর সাথে আরো রয়েছে সেসব দেশের অগণিত জেলখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, নারী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদেরই প্রচেষ্টায় এরা এ যাবত বিশ্বের প্রায় ৩ হাজার ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছে। বাইবেলের বন্যায় বাংলা দেশের উপজাতীয় গরীব জনগোষ্ঠীরও পুরনো ধর্ম বিশ্বাস ভেঙ্গে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য

অঞ্চল, ময়মনসিংহের গারো, সিলেটের মণিপুরী ও অন্যান্য হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এদের কয়জন লোকের কাছে আমরা অনুবাদসহ কোরআন মাজীদ পৌছাতে পেরেছি?

কোরআনের স্মৃতিভূমি পবিত্র নগরী মদীনায় বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স দীর্ঘ দিন থেকেই এ কাজ করছে। আসলে কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয়; কিন্তু তারপরও আমরা আশা করি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালায় দয়ায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ মহা পরিকল্পনার কার্যকর ফলাফল ভোগ করতে পারবে।

মোস্ট এম্বাসাস এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে গুণীজনরা সময় বরাদ্দ করেছেন ১৫ বছর। অর্থাৎ ২০২৮ সালের ভেতর আমাদেরকে ১৫ কোটি (বর্তমান ১২ কোটির সাথে সে সময় পর্যন্ত শিক্ষিত লোকের তালিকায় আরো যে ৩ কোটি মানুষ शामिल হবে তাদের সব) মানুষের হাতে অনুবাদসহ কোরআন পৌছাতে হবে। ১৫ বছর পর আল্লাহ তায়ালা চাইলে এ ৩টি ভূখন্ডের হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সব জাত সব ধর্মের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের হাতে অনুবাদসহ এক কপি কোরআন থাকবে— এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের হাতে আমাদের বীর সেনাবাহিনীর ১০ হাজার অফিসারদের জন্যে ১০ হাজার কপি কোরআন তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ কাজের শুভ সূচনা করা হয়েছে। তারপর থেকে (২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) বিভিন্ন সেন্টারে আরো ৪ লক্ষাধিক কপি কোরআন ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে।

আমাদের স্কুল মাদরাসা থেকে প্রতি বছর যে লাখের মতো সন্তান জিপিএ-৫ পেয়ে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করছে, এখন থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর দেশের এই ভাবী কারিগরদের হাতে বাংলা অনুবাদসহ কোরআন তুলে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এদের সাথে আছে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকমণ্ডলী, বিচারপতি, জজ, মেজিস্ট্রেট, সরকারী বেসরকারী দপ্তর অধিদপ্তর, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, গার্মেন্টস কর্মী, শিল্প কারখানার শ্রমিক, নির্মাণ শিল্প, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিনোদনকর্মী, সেনা, বিডিআর, পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী। জেলখানার কয়েদীদের সংশোধন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তাদেরও বাংলা অনুবাদসহ এক কপি কোরআনের প্রয়োজন। কোরআনের কর্মী হিসেবে মাসজিদের ৬ লাখ ইমাম মোয়াযযীনেরও তো বিনামূল্যে ১ কপি অনুবাদসহ কোরআন পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা জানি, একটা পুল, সেতু কিংবা রাস্তা বানাতে তা একশ বছরের বেশী থাকবে না, কিন্তু সাদকায়ে জারীয়া হিসেবে এক কপি ‘কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ’ মানুষদের হাতে তুলে দিতে পারলে তার ফল কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কোরআনের ছায়ায় স্থান করে দিন।

কোরআন শরীফ ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

প্রথম ওহী

‘পড়ো তোমার মালিকের নামে যিনি সব কিছু পয়দা করেছেন। (সূরা আল আলাক ১-৫) সর্বশেষ ওহী’- সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।’ (সূরা আল বাকারা ২৮১)। ‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনবিধান হিসেবে আমি ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট হলাম।’ (সূরা আল মায়দা ৩) কোরআন নাযিলের মোট সময় প্রায় ২২ বছর ৫ মাস।

কোরআন নাযিলের শুরু

কোরআন নাযিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে এ মহান কাজের জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। ইতিহাসের প্রমাণ অনুযায়ী প্রথম ওহী এসেছিলো রমযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। মোহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিলো তখন ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (স.)-এর ওপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিনের আলোর মতো তাঁর জীবনে প্রতিভাত হতো। এক টুকরো দৃশ্যমান নূর তাঁর অন্তরে সদা ভাস্বর হয়ে থাকতো। জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহীপ্রাপ্তির আগে আস্তে আস্তে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে ওঠেন, হেরা গুহায় নিভূতে আল্লাহ তায়ালায় ধ্যানে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন এবং বিশাল সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। এভাবেই হেরা গুহায় তাঁর রাত আর দিন কাটে। খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেলে সেসব নেয়ার জন্যেই তিনি শুধু বাড়িতে ফিরেন। মাঝে মাঝে প্রিয় স্ত্রী খাদিজাও হেরা গুহায় তাঁকে খাবার দিয়ে আসেন। এমনি করে একদিন আল্লাহর ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে গম্ভীর কণ্ঠে তাঁকে বললেন, ‘ইকরা’- পড়ুন। মোহাম্মদ বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন ‘আমি তো পড়তে জানি না’। ফেরেশতা তাঁকে বুকে চেপে ধরে আবার বললেন, পড়ুন। তিনি পুনরায় বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ফেরেশতা আবার তাঁকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরলেন এবং বললেন, পড়ুন। তৃতীয় বার যখন ফেরেশতা তাঁকে বুকে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন, এবার মোহাম্মদ (স.) ওহীর প্রথম পাঁচটি আয়াত পড়লেন। অতপর তিনি ঘরে ফিরলেন। প্রিয়তমা স্ত্রীকে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’। হযরত খাদিজা (রা.) প্রিয় নবীকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে আপনার? আপনি এমন কাঁপছেন কেন?

রসূল (স.) বললেন, একজন অভিনব ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি তিন তিন বার আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, অতপর তার সাথে আমি পড়তে শুরু করলাম। তার কথা শুনে খাদিজা (রা.) বললেন, আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আপনি মানুষের উপকার করেন, মানবতার সেবা করেন, এতীমদের আশ্রয় দেন, মহান আল্লাহ আপনার কি কোনো ক্ষতি করতে পারেন!

খাদিজা (রা.) প্রিয় নবীকে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গেলেন। ওরাকা ইবনে নওফাল ছিলেন ঈসায়ী ধর্মের আলেম এবং হিব্রু ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তি। সে সময় তিনি বয়সের ভারে ক্লান্ত এবং দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) বললেন, ভাইজান, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন, রসূল (স.) তাকে হেরা গুহার সব ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন। শুনে ওরাকা বললেন, তিনি সে-ই দূত জিবরাঈল, যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে ওহীর বাণী নিয়ে আসতেন। হায়, আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম- যখন তোমার কণ্ঠের লোকেরা তোমাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেবে। রসূল (স.) অবাক হয়ে বললেন, কেন আমাকে তারা মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, তুমি যে ওহী লাভ করেছো, এ ধরনের ওহী যখনই কোনো নবী পেয়েছেন তার সাথে স্বজাতির পক্ষ থেকে এভাবেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি সেদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবো।

কোরআন লিপিবদ্ধকরণ

যখন থেকে কোরআন নাযিল শুরু হয়, সেদিন থেকেই আল্লাহর রসূল তা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য পারদী সাহাবীদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন। হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.) ছাড়া আরো ৪২ জন সাহাবী এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে রসূল (স.) বলেন, তোমরা কোরআন ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লেখো না।

কোরআনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান

কোরআনে মোট একশ চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা.) এ সংখ্যা নির্ণয় করেন। কোনো কোনো সূরার আয়াত সম্বলিত তথ্য স্বয়ং রাসূল (স.) থেকেই পাওয়া যায়। যেমন ‘সূরা ফাতেহার ৭ আয়াত-এর যে কথা রয়েছে তা রসূল (স.) নিজেই বলেছেন। সূরা মুলক-এ ত্রিশ আয়াতের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

কোরআনের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে এমন একটি বর্ণনা রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-কে বলেছেন, অমুক আয়াতটি সূরা বাকারার ২৮০ নং আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করুন। অন্য এক রেওয়াজাতে তিনি রসূল (স.)-কে সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের আরো কিছু কিছু রেওয়াজাত পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে রসূল (সা.)-এর যুগে কোরআনের সূরা ও আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কিত আর তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগেও কোরআনের আয়াতের গণনা হয়েছে এমন কোনো রেওয়াজাত পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রা.)-এর যুগেই সম্ভবত আয়াত গণনার কাজ শুরু হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) তারাবীর নামাযের প্রতি রাকাতে তিরিশ আয়াত করে তেলাওয়াত করার একটা নিয়ম জারি করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত আবুদ দারদা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবী কোরআনের আয়াত সংখ্যা নির্ণয় করেছেন।

আয়াতের সংখ্যার মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এর কারণ, কিছু কিছু আয়াতের শেষে রসূল (স.) মাঝে মাঝে ওয়াকফ করেছেন, আবার কখনও ওয়াকফ না করে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে তা তেলাওয়াত করেছেন। এমতাবস্থায় কেউ কেউ প্রথম বর্ণনার দিকে লক্ষ্য রেখে এক ধরনের গণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ পরবর্তী অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। এতে করে কোরআনের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে সাধারণত হযরত আয়েশার গণনাকে এ ব্যাপারে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

‘বিসমিল্লাহ’ নেই- কোরআনে এমন সূরা হচ্ছে সূরা ‘আত তাওবা’, দুই বার ‘বিসমিল্লাহ’ আছে এমন সূরা হচ্ছে সূরা ‘আন নামল’। নয়টি মীম অক্ষর সম্বলিত সূরা হচ্ছে সূরা আল কাফেরন, কোনো মীম নেই যে সূরায় তা হচ্ছে সূরা ‘আল কাওসার’।

কোরআনের প্রথম মোফাসসের হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), কোরআনের প্রথম সংকলক হচ্ছেন হযরত ওসমান (রা.)। কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক হচ্ছেন মাওলানা আমিরউদ্দীন বসুনিয়া।

কোরআনে উল্লিখিত কোরআনের নাম ৫৫টি, কোরআন প্রথম যাঁর মাধ্যমে এসেছে তিনি হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আ), কোরআনে যে ভাগ্যবান সাহাবীর নাম আছে তিনি হচ্ছেন হযরত যায়দ (রা.)।

কোরআনে তেলাওয়াতে সাজদার সংখ্যা সর্বসম্মত ১৪ (মতপার্থক্যে ১৫)।

কয়েকজন বিশিষ্ট ওহী লেখকের নাম

০১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

০২. হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)

০৩. হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.)

০৪. হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.)
০৫. হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)
০৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রা.)
০৭. হযরত যোবায়র বিন আওয়াম (রা.)
০৮. হযরত খালেদ বিন সা'দ (রা.)
০৯. হযরত হানযালা বিন রবী (রা.)
১০. হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)
১১. হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)
১২. হযরত মোহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)
১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সালুল (রা.)
১৪. হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা.)
১৫. হযরত মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
১৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)
১৭. হযরত জাহম ইবনুস সালত (রা.)
১৮. হযরত শোরাহবিল বিন হাসানা (রা.)
১৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন আরকাম আয যুহরী (রা.)
২০. হযরত সাবেত বিন কায়স (রা.)
২১. হযরত হোযায়ফা বিন আল ইয়ামান (রা.)
২২. হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)
২৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবয়র (রা.)
২৪. হযরত আবান বিন সায়ীদ (রা.)

কোরআনের মুদ্রণ ইতিহাস

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতেই লেখা হতো। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ কোরআনের 'কাতেব' মজুদ ছিলেন যাদের একমাত্র কাজ ছিলো কোরআন শরীফ লেখা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষরকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি নিসন্দেহে এক নয়িরবিহীন ঘটনা। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর ইউরোপের হামবুর্গ নামক স্থানে হিজরী ১১১৩ সনে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। এরপর বিশ্বের এখানে সেখানে অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদ্রণ শুরু করেন, কিন্তু মুসলিম জাহানে নানা কারণে প্রথম দিকে মুদ্রিত কোরআন শরীফ তেমন একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা ওসমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোরআন মুদ্রণের কাজ করেন। প্রায় একই সময় কায়ান শহর থেকেও কোরআনের একটি নোসখা মুদ্রিত হয়।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথো মুদ্রণযন্ত্রে প্রথম কোরআন শরীফের একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে আস্তে আস্তে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন মুদ্রণের রেওয়াজ চালু হতে থাকে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে কোরআনের আয়াতসমূহ সাধারণত পাথর, শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর চামড়ার ওপর লেখা হতো।

কোরআনে নোকতা

আরবদের মধ্যে আগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করার কোনো রীতি প্রচলিত ছিলো না। তারা নোকতাবিহীন অক্ষর লেখতো। এতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ব্যাপারে কোনো

অসুবিধা হতো না। কেননা কোরআনের তেলাওয়াত কোনোদিনই অনুলিপি নির্ভর ছিলো না। হাফেযদের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতো। হযরত ওসমান (রা.) যখন মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের 'মাসহাফ' প্রেরণ করতেন, তখন তার সাথে তিনি বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেযদেরও পাঠাতেন। সে যুগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করা দৃশ্যীয় কাজ মনে করা হতো। এ কারণেই ওসমানী মাসহাফেও প্রথম দিকে কোনো নোকতা ছিলো না। এতে করে প্রচলিত সব কয়টি কেরাতেই কোরআন তেলাওয়াত করা সহজ হতো, কিন্তু পরে অনারব লোকদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

কোরআনুল কারীমের হরফসমূহে কে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলন করেছিলেন এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো মতে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী (র) এ কাজটি সর্বপ্রথম আনজাম দেন। অনেকে মনে করেন, আবুল আসাদ দুয়েলী এ কাজটি হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশেই সম্পাদন করেছেন।

কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান আবুল আসাদ দুয়েলীর দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন করিয়েছেন। আবার অন্যদের মতে তিনি এ কাজ আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে সম্পাদন করেছেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি হযরত হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াসের ইবনে ইয়ামার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

অনেকে আবার এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, যিনি কোরআনের হরফসমূহে নোকতা সংযোজন করেছেন তিনি সর্বপ্রথম আরবী বর্ণমালায়ও নোকতার প্রচলন করেন। প্রখ্যাত বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক আল্লামা কালকাশানী এ অভিমতের প্রতিবাদ করে বলেছেন, মূলত এর বহু আগেই আরবদের মাঝে নোকতার আবিষ্কার হয়েছে। তাঁর মতে আরবী লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন মোয়ামের ইবনে মুরার, আসলাম ইবনে সোদরাহ এবং আমর ইবনে জাদারা নামক এ তিন ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোয়ামের হরফের আকৃতি আবিষ্কার করেন। পড়ার মাঝে থামা, শ্বাস নেয়া এবং একত্রে মিলিয়ে পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও তিনি আবিষ্কার করেন। আরেক বর্ণনায় হযরত আবু সুফিয়ানকে নোকতার আবিষ্কারক বলা হয়েছে। তাঁদের মতে তিনি নোকতার এ পদ্ধতি হীরাবাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর হীরাবাসীরা তা গ্রহণ করেছিলেন আশ্বারবাসীদের কাছ থেকে। এতে বুঝা যায়; পরবর্তীকালে যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোরআনের নোকতার প্রচলন শুরু হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই নোকতার মূল আবিষ্কারক নন; বরং তিনি ছিলেন কোরআনে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলনকারী মাত্র।

কোরআনের হরকত

নোকতার মতো প্রথম অবস্থায় কোরআন কারীমে হরকত বা যের যবর পেশ ইত্যাদিও ছিলো না। সর্বপ্রথম কে হরকতের প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল আসাদ দুয়েলীই কোরআনে হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন। বিশেষত অভিমত হচ্ছে, হযরত আবুল আসাদ দুয়েলীই সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের জন্যে হরকত আবিষ্কার করেছিলেন; কিন্তু তার আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মতো ছিলো না। তাঁর আবিষ্কৃত হরকতে যবর-এর জন্যে হরফের উপরিভাগে একটা নোকতা এবং যের-এর জন্যে নীচে একটা নোকতা বসিয়ে দেয়া হতো। পেশের উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে এক নোকতা এবং তানওয়ীনের জন্যে দুই নোকতা ব্যবহার করা হতো। পরে খলীল বিন আহমদ হামযা-এর সাথে তাদীদীদের চিহ্ন তৈরি করেন।

এরপর বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত হাসান বসরী (র.), ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার ও নসর বিন আসেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের কাজে নিয়োজিত করেন। একে আরো সহজবোধ্য করার জন্যে ওপরে, নীচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার ব্যাপারে হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী প্রবর্তিত পদ্ধতির জায়গায় বর্তমান আকারের হরকত প্রবর্তন করা হয়, যাতে করে হরফের নোকতার সংগে হরকত নোকতার মিশ্রণজনিত কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

হরকত ও নোকতা ইত্যাদির সংখ্যা

যবর ৫৩২২৩, যের ৩৯৫৮৩, পেশ ৮৮০৪, মদ ১৭৭১, তাশদীদ ১২৭৪, নোকতা ১০৫৬৮৪।

বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা, ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল, ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঙ্গিন ৯২২০, গাঙ্গিন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -ও কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তার গণনা মতে কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবয়ীদের মাঝে মোজাহেদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কোরআনের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরাম তাদের যুগে কোরআনের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো রেওয়াজাত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী শব্দের সংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০।

কোরআনের আয়াত সংখ্যা

হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হযরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হযরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আয়েশার গণনাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কোরআনের নোসখাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুনলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত

জান্নাতের ওয়াদা ১০০০, জাহান্নামের ভয় ১০০০, নিষেধ ১০০০, আদেশ ১০০০, উদাহরণ ১০০০, কাহিনী ১০০০, হারাম ২৫০, হালাল ২৫০, আল্লাহর পবিত্রতা ১০০, বিবিধ ৬৬।

রুকূর সংখ্যা

কোরআনের নোসখায় প্রথম দিকের ‘আখমাস’ এবং ‘আশারের’ আলামত পরবর্তী যুগে এসে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। এ নতুন পদ্ধতির চিহ্নটিকে রুকূ বলা হয়। আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে চিহ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসংগ যেখানেই এসে শেষ হয়েছে সেখানেই পৃষ্ঠার পাশে রুকূর চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

এ চিহ্ন কখন কার দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয়েছে, এ সম্পর্কিত কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য যদিও পাওয়া যায় না, তবে এই চিহ্ন দ্বারা যে আয়াতের মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য তা বুঝা যায়। যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাতের পড়া যায় তাই এখানে পরিমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেহেতু নামাযে এই পরিমাণ তেলাওয়াত করে রুকূ করা যায়, সে কারণেই বোধহয় একে রুকূ বলা হয়।

সমগ্র কোরআন মজীদে মোট পাঁচশ চল্লিশটি রুকূ রয়েছে। প্রতি রাকাতে যদি এক রুকূ করে তেলাওয়াত করা হয় তাহলে রমযান মাসের সাতাশে রাতে তারাবীর নামাযে কোরআন তেলাওয়াত শেষ হয়ে যায়।

পারাসমূহ

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে পারা বলা হয়। আরবীতে বলা হয় ‘জুয’। পারার এ বিভক্তি কোনো বিষয়বস্তুভিত্তিক ব্যাপার নয়; শুধু তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি ভাগে

একে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তিরিশ পারায় এ বিভক্তি কার দ্বারা প্রথম সম্পন্ন হয়েছে সে তথ্য উদ্ধার করা আসলেই কঠিন। অনেকের ধারণা, হযরত ওসমান (রা.) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করান, তখন তিনিই এটা করেছেন এবং তা থেকেই তিরিশ পারার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা প্রমাণিত হয়নি। আব্দুল্লাহ বদরুদ্দীন যারকাশীর মতে তিরিশ পারার এ নিয়ম বহু আগে থেকেই চলে আসছে। তিরিশ পারার এ রেওয়াজ কোরআনের ছাত্রদের মাঝেই আসলে বেশী প্রচলিত হয়েছে। তিরিশ পারার এ বিভক্তি মনে হয় সাহাবায়ে কেরামের যুগেই চালু হয়েছে। শিক্ষাদান কার্যের সুবিধার জন্যেই হয়তো এটা করা হয়েছে।

মনযিলসমূহ ও এর বিভক্তিকরণ

মনযিল কিভাবে এলো তার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মোসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী একদিন বনী সাফাবী গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রসূল (স.)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাদের কাছে আসতে কিছু বিলম্ব হয়। এই দেরী হওয়ার কারণ উল্লেখ করে রসূল (স.) বলেন, আমি কোরআন তেলাওয়াতে ছিলাম, আজকের দিনের নির্ধারিত অংশ পুরো করতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

প্রথম মনযিল সূরা আল ফাতেহা থেকে সূরা আন নেসা, দ্বিতীয় মনযিল সূরা আল মায়দা থেকে সূরা আত তাওবা, তৃতীয় মনযিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা আন নাহল, চতুর্থ মনযিল সূরা বনী ইসরাঈল থেকে সূরা আল ফোরকান, পঞ্চম মনযিল সূরা আশ শোয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন, ষষ্ঠ মনযিল সূরা আস সাফফাত থেকে সূরা আল হুজুরাত, সপ্তম মনযিল সূরা ক্বাফ থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত।

কোরআনে বর্ণিত কয়েকজন মহিলা

ক্র.	নাম (কোরআনে যেভাবে এসেছে)	সূরার নাম
১.	মারইয়াম	অনেক সূরাতেই তার নাম এসেছে কোরআনে এই নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাও আছে
২.	আয়েশার বর্ণনা কোরআনে আছে, তবে সরাসরি তার নাম উল্লেখ করা হয়নি	সূরা আন নূর
৩.	উম্মে মূসা	সূরা আল কাছাছ
৪.	উখতে মূসা	সূরা আল কাছাছ
৫.	ইমরাতে ফেরাউন	সূরা আল কাছাছ
৬.	ইমরাতে ইমরান	সূরা আলে ইমরান
৭.	ইমরাতে ইবরাহীম	সূরা হুদ, সূরা আয যারিয়াত
৮.	ইমরাআতুহু (আবু লাহাবের স্ত্রী)	সূরা লাহাব
৯.	ইমরাতাইনে	সূরা আন নামল
১০.	ইমরাত	সূরা আন নামল
১১.	ইমরাতুল আযীয	সূরা ইউসুফ

কোরআনে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের নাম

১. আ'দ, ২. সামূদ, ৩. লূত, ৪. নূহ, ৫. সাবা, ৬. তুব্বা, ৭. বনী ইসরাঈল, ৮. আসহাবে কাহফের সাথে সৎশিষ্টরা, ৯. আসহাবুস সাবত, ১০. আসহাবুল কারইয়াহ, ১১. আসহাবুল আইকা, ১২. আসহাবুল উখদুদ, ১৩. আসহাবুর রাস, ১৪. আসহাবুল ফিল। □

কোরআনের কয়েকটি বিখ্যাত মোজেশা

কোরআন শরীফের সূরা ‘আল ফজর’-এর ৭ নম্বর আয়াতে ‘ইরাম’ নামক একটি গোত্র কিংবা শহরের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু ‘ইরাম’-এর নাম কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই কোরআন শরীফের তাফসীরকাররাও সুস্পষ্টভাবে এ শব্দটির অর্থ বলতে সক্ষম হননি।

১৯৭৩ সালে সিরিয়ায় একটি পুরনো শহরে খনন কার্যের সময় কিছু পুরনো লিখন পাওয়া যায়। এ সব লিখন পরীক্ষা করে সেখানে চার হাজার বছরের একটি পুরনো সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ লিখনগুলোর মধ্যে দেখা গেছে ‘ইরাম’ শহরের উল্লেখ আছে। এক সময় এ অঞ্চলের লোকজন ‘ইরাম’ শহরের লোকজনের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এ সত্যটা আবিস্কৃত হলো মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে। প্রশ্ন হচ্ছে, দেড় হাজার বছর আগে নাযিল করা কোরআন শরীফে এ শহরের নাম এলো কি করে? আসলে কোরআন শরীফ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ তায়ালা এখানে ‘ইরাম’ শহরের উদাহরণ দিয়েছেন।

কোরআন শরীফে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর একজন দুশমনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে হচ্ছে আবু লাহাব। ওহী নাযিল হওয়ার পর যদি আবু লাহাব ইসলাম কবুল করতো তাহলে কোরআন শরীফের আয়াত মিথ্যা প্রমাণিত হতো, কিন্তু আবু লাহাব ইসলাম কবুল করেনি এবং কোরআন শরীফের বাণী চিরকালের জন্য সত্য হয়েই রয়েছে।

কোরআন শরীফে সূরা ‘আর রোম’-এ পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং যে সময় এ ওহী নাযিল হয় তখন মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা অকল্পনীয় ছিলো, রোমকদের যারা পরাজিত করলো তারা অচিরেই তাদের হাতে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু কোরআন শরীফ এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং তা এ আয়াত নাযিল হবার ৭ বছর সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ৬২৭ খৃষ্টাব্দে এসে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এ আয়াতে ‘ফী আদনাল আরদ’ বলে আল্লাহ তায়ালা গোটা ভূ-মন্ডলের যে স্থানটিকে ‘সর্বনিম্ন অঞ্চল’ বলেছেন তা ছিলো সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্দানের পতিত ‘ডেড সা’ এলাকা। এ ভূখন্ডেই ৬২৭ খৃষ্টাব্দে রোমানরা ইরানীদের পরাজিত করে। মাত্র কিছুদিন আগে আবিস্কৃত ভূ-জরিপ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়েছে, এ এলাকাটা সারা দুনিয়ার মধ্যে আসলেই নিম্নতম ভূমি। ‘সী লেবেল’ থেকে ৩৯৫ মিটার নীচে। এটা যে গোটা ভূ-খন্ডের সবচেয়ে নীচু জায়গা এটা ১৪শ বছর আগের মানুষরা কি করে জানবে। বিশেষ করে এমন একজন মানুষ, যিনি ভূ-তত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি কোনো তত্ত্বেরই ছাত্র ছিলেন না।

কোরআন শরীফের এক জায়গায় সমুদ্রের তরংগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ঢেউ যখন অগ্রসর হয় তখন দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান অন্ধকার থাকে। আমরা জানি, হযরত মোহাম্মদ (স.) মরুভূমি অঞ্চলের সন্তান ছিলেন, তিনি কখনো সমুদ্র দেখেননি। সুতরাং সমুদ্র তরংগের দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান যে অন্ধকার হয় তা তিনি জানবেন কি করে? এতে প্রমাণিত হয়, হযরত মোহাম্মদ (স.) নিজে কোরআন রচনা করেননি। আসলেই প্রচন্ড ঝড়ের সময় সমুদ্র যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন দ্রুতগতিসম্পন্ন তরংগগুলোর মধ্যবর্তী অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

কোরআনের আরেকটি বিশ্বয়কর বিষয় হচ্ছে, লোহা ধাতুটির বিবরণ। কোরআনের সূরা ‘আল হাদীদ’-এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আমি লোহা নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচুর শক্তি ও মানুষদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ।’ লোহা নাযিলের বিষয়টি তাফসীরকাররা নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন; কিন্তু যেখানে আল্লাহ তায়ালায় স্পষ্ট ‘নাযিল’ শব্দটি রয়েছে সেখানে এতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে আমরা যদি কোরআনের আক্ষরিক অর্থের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবনীও ঠিক একথাটাই বলেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, লোহা উৎপাদনের জন্যে যে ১৫ লক্ষ সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন তার কোনো উপকরণ আমাদের পৃথিবীতে নেই। এটা একমাত্র সূর্যের তাপমাত্রা দ্বারাই সম্ভব। হাজার হাজার বছর আগে সূর্যদেশে প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলে লোহা নামের এ ধাতু মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে তা পৃথিবীতে ‘নাযিল’ হয়। লোহা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কৃত তথ্য ঠিক একথাটাই প্রমাণ করেছে। দেড় হাজার বছর আগের আরব বেদুঈনরা বিজ্ঞানের এ জটিল সূত্র জানবে কি করে?

এ সূরার আরেকটি অংকগত মোজেশাও রয়েছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী ‘সূরা আল হাদীদ’ কোরআনের ৫৭তম সূরা। আরবীতে ‘সূরা আল হাদীদ’-এর সংখ্যাগত মান হচ্ছে ৫৭। শুধু ‘আল হাদীদ’ শব্দের অংকগত মান হচ্ছে ২৬, আর লোহার আণবিক সংখ্যা মানও হচ্ছে ২৬। □

কোরআন শরীফ শব্দ ও আয়াতের পুনরাবৃত্তির রহস্য

কোরআনে অনেক জায়গায়ই একের সংগে অন্যের তুলনা উপস্থিত করা হয়েছে। এ তুলনা উপস্থিত করার ব্যাপারে একটি অবিশ্বাস্য মিল লক্ষ্য করা গেছে এবং তা হচ্ছে, সে দু'টি নাম অথবা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সমান সংখ্যাত্তেই উল্লেখ করেছেন। যেমন কোরআন শরীফে সূরা 'আলে ইমরান'-এর ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা কাছের ঈসার তুলনা হচ্ছে আদমের মতো।'

এটা যে সত্য তা আমরা বুঝতে পারি। কারণ, এদের কারোরই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়নি। আদম (আ.)-এর মাতাও ছিলো না, পিতাও ছিলো না এবং ঈসা (আ.)-এরও পিতা ছিলো না। এখন এই তুলনাটি যে কতো সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা কোরআন শরীফে এ দু'টি নামের মোট সংখ্যা অনুসন্ধান করি। দেখা যাচ্ছে, কোরআন শরীফে ঈসা (আ.) নামটি যেমন পঁচিশ বার এসেছে, তেমনি আদম (আ.) নামটিও এসেছে পঁচিশ বার। কোরআনের বাণীগুলো যে মানুষের নয় তা বোঝা যায় এ দু'টি নামের সংখ্যার সমতা দেখে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু বলেছেন, এ দুটো একই রকম। তাই সেগুলোর সংখ্যা গণনাও ঠিক একই রকমের রাখা হয়েছে।

এ তুলনার ক্ষেত্রে আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো, যেখানে তুলনাটি অসম সেখানে সংখ্যা দুটিকেও অসম রাখা হয়েছে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে, 'সুদ' এবং 'বাণিজ্য' এক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ শব্দ দু'টির একটি কোরআনে এসেছে ছয় বার এবং অন্যটি এসেছে সাত বার। বলা হয়েছে, 'জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসী সমান নয়'। জান্নাতের সংখ্যা হচ্ছে আট, আর জাহান্নামের সংখ্যা হচ্ছে সাত। কিন্তু 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম' শব্দ দুটো কিন্তু একই রকম এসেছে, মোট ৭৭ বার করে। ঠিক তেমনিভাবে 'কাজ'-এর পরিণাম হচ্ছে 'বিনিময়', তাই এই দুটো শব্দ এসেছে ১০৭ বার করে। কাউকে ভালোবাসলে তার আনুগত্য করা যায়, তাই এ দুটো শব্দও কোরআনে সমান সংখ্যক অর্থাৎ ৮৩ বার করে উল্লেখ করা হয়েছে।

'নারী ও পুরুষ'-যে আল্লাহ তায়ালা কাছের সমান তা কোরআনের এই শব্দ দুটোর সমান সংখ্যা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। কোরআনে এ দুটো শব্দ এসেছে ২৪ বার করে। আরেকটি অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, নর নারীর সম্মিলিত 'এগ' ও 'স্পারম' দিয়ে মানব শিশুর যে ক্রোমোজম তৈরী হয় সে বিষয়টি, এর মোট সংখ্যা ৪৬। (২৩ নারী ও ২৩ নর মিলে এর সংখ্যা হয় ৪৬)

সূরা 'আরাফ'-এ, এক আয়াতে আছে 'যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মতো'। বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় যখন আমরা দেখি, 'যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে' এ বাক্যটি কোরআনে সর্বমোট পাঁচ বার এসেছে। যেহেতু তাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে কুকুরের সাথে, তাই সমগ্র কোরআনে 'আল কালব' তথা কুকুর শব্দটাও এসেছে পাঁচ বার।

'সাবয়া সামাওয়াত' কথাটার অর্থ হলো 'সাত আসমান'। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোরআনে এ 'সাত আসমান' কথাটা ঠিক সাত বারই এসেছে। 'খালকুস সামাওয়াত'- আসমানসমূহের সৃষ্টির কথাটাও ৭ বার এসেছে, সম্ভবত আসমান ৭টি তাই। 'সাবয়াতু আইয়াম' মানে ৭ দিন। একথাও কোরআনে ৭ বার এসেছে। 'সালাওয়াত' শব্দটি সালাতের বহুবচন। কোরআনে সালাওয়াত শব্দটি ৫ বার এসেছে, সম্ভবত ৫ বার নামায ফরয হওয়ার কারনেই এটা এভাবে বলা হয়েছে।

কোরআনের অংকগত মোজেনা এখানেই শেষ নয়। 'দুনিয়া ও আখেরাত' এ দু'টো কথাও কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, অর্থাৎ সর্বমোট ১১৫ বার করে। 'ঈমান ও কুফর' শব্দ দু'টোও সমপরিমাণে বলা হয়েছে, অর্থাৎ ২৫ বার করে। 'উপকার' ও 'ক্ষতি' সমানভাবে এসেছে, ৫০ বার করে। ঠিক একইভাবে 'শান্তি' ও 'অশান্তি' শব্দটি এসেছে ১৩ বার করে। 'গরম' ও 'ঠাণ্ডা' যেহেতু দুটো বিপরীতমুখী ঋতু, তাই এ শব্দ দু'টো কোরআনে সমানসংখ্যক অর্থাৎ ৫ বার করে এসেছে। 'সূর্য' 'আলো' দেয় বলে দুটো শব্দই কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, ৩৩ বার করে। কাজ করলে কাজের পুরস্কার দেয়া হবে বলেই সম্ভবত 'কাজ করা' ও 'পুরস্কার' শব্দটি এসেছে ১০৮ বার করে।

আরবী ভাষায় ‘কুল’ মানে বলো, তার জবাবে বলা হয় ‘কালু’ মানে তারা বললো। সমগ্র কোরআনে এ দু’টো শব্দও সমান সংখ্যক, অর্থাৎ ৩৩২ বার করে এসেছে। ‘বক্তৃতা’ বা ‘ভাষণ’ ‘মুখ’ থেকে আসে, তাই উভয় শব্দ এসেছে ২৫ বার করে। একইভাবে রসূল শব্দটি এসেছে ৫০ বার, আর যাদের কাছে রসূলদের পাঠানো হয়েছে সে মানুষের কথাও এসেছে ৫০ বার। পুনরাবৃত্তিসহ কোরআনে সব নবীদের নাম এসেছে ৫১৩ বার। বিশ্বয়ের ব্যাপার রসূল শব্দের মূলধাতু অর্থাৎ ‘রেসালাহ’ শব্দটিও কোরআনে ৫১৩ বার এসেছে। জিহ্বা দিয়ে মানুষ বক্তৃতা করে বলে ‘জিহ্বা’ ও ‘বক্তৃতা’ শব্দ দুটোও সমান সংখ্যক অর্থাৎ ৫০ বার করে এসেছে। মানুষ যখন জনগনের সামনে কথা বলে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে একটু জোরে কথা বলতে হয়, তাই কোরআনে ‘জোরে কথা বলা’ ও ‘জনগনের সামনে’ এ উভয়টাই এসেছে ১৬ বার করে।

আলোর সাথে স্পর্শক মানুষের মনের। মনে আলো জ্বললেই তা দিয়ে দুনিয়ায় আলো ছড়ানো যায়। এ কারনেই সম্ভবত ‘মন’ ও ‘আলো’ শব্দ দুটি কোরআনের একই সংখ্যায় এসেছে, মোট ৪৯ বার করে। আল্লাহ তায়ালা ‘বিপদে’ ‘শোকর’ আদায় করতে বলেছেন, তাই এ উভয় শব্দই এসেছে ৭৫ বার করে। আল্লাহর ‘রহমত’ হলে ‘হেদায়াত’ আসে, তাই এই দুটো শব্দও সমান সংখ্যায় এসেছে, ৭৯ বার করে। কোরআনে ‘খেয়ানত’ শব্দটি এসেছে ১৬ বার, আর যে খেয়ানত করে সে একজন ‘খবিস’ কিংবা খারাপ ব্যক্তি, তাই এ শব্দটিও এসেছে ১৬ বার।

‘মালাকুন’ কিংবা ‘মালায়েকা’ মানে ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতারা। কোরআনে এটি এসেছে ৮৮ বার- একইভাবে ফেরেশতার চির শত্রু ‘শয়তান’ কিংবা ‘শায়াতীন’ এটিও এসেছে ৮৮ বার। আবার ‘আল খাবিস’ মানে অপবিত্র, ‘আত তাইয়েব’ মানে পবিত্র, সমগ্র কোরআনে এ দু’টি শব্দ মোট ৭ বার করে, অর্থাৎ একই সংখ্যায় নাযিল হয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে দুনিয়ায় ভালোর চাইতে মন্দ তো বেশী, তাহলে এখানে এ দুটো শব্দ সমান রাখা হলো কিভাবে। এ কথার জবাবের জন্যে কোরআনের সূরা আনফালের ৩৭ নম্বর আয়াতটির দিকে লক্ষ্য করা যাক। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘অপবিত্রকে পবিত্র থেকে আলাদা করার জন্যে তিনি অপবিত্রকে একটার ওপর আরেকটা রেখে তাকে পুঞ্জীভূত করেন এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন।’ এতে বুঝা যায়, যদিও ‘পাপ পুণ্য’ সমান সংখ্যায় এসেছে, কিন্তু ‘পুঞ্জীভূত’ করা দিয়ে তার পরিমাণ যে বেশী তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

‘ইয়াওমুন’ মানে দিন, সমগ্র কোরআনে এ শব্দটি ৩৬৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বছরে যে ৩৬৫ দিন, এটা কে না জানে। ইয়াওমুন শব্দের বহুবচন ‘আইয়াম’ মানে দিনসমূহ, এ শব্দটি এসেছে ৩০ বার। আরবী ভাষায় ‘চাঁদ’ হচ্ছে মাসের সূত্র সূচক, গড়ে বছরের প্রতি মাসে ৩০ দিন, এটাই হচ্ছে চান্দ্রবছরের নিয়ম। হতবাক হতে হয় যখন দেখি, চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ ‘কামার’ শব্দটি কোরআনে মোট ৩০ বারই এসেছে। ‘শাহরুন’ মানে মাস, কোরআন মাজীদে এ শব্দটি এসেছে মোট ১২ বার। ‘সানাতুন’ মানে বছর, কোরআনে এ শব্দটি এসেছে ১৯ বার। কারণ হিসেবে আমরা সম্প্রতি আবিষ্কৃত গ্রীক পণ্ডিত মেতেনের ‘মেতনীয় বৃত্তের’ কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিই প্রথম এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন যে, প্রতি ১৯ বছর পর সূর্য ও পৃথিবী একই বৃত্তে অবস্থান করে। কোরআনের আরেকটি বিশ্বয়কর শব্দ হচ্ছে ‘রাত’ ও ‘রাতগুলো’- এ উভয় সংখ্যা কোরআনে এসেছে সর্বমোট ৯২ বার, আর কোরআনে ‘আল লাইল’ অর্থাৎ রাত- নামের সূরাটির ক্রমিক সংখ্যাও হচ্ছে ৯২। কোরআনে চাঁদ শব্দটি সর্বমোট ২৭ স্থানে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ঠিক ২৭.০৩ দিন অর্থাৎ ২৭ দিন ৭ ঘন্টা ৪৩ মিনিট।

কোরআনে ‘ফুজ্জার’ পাপী শব্দটি যতোবার এসেছে, ‘আবরার’ পুণ্যবান শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ ‘ফুজ্জার’ ৩ আর ‘আবরার’ ৬ বার। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সব সময় শান্তির তুলনায় পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কোরআনের সূরা সাবা’র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ‘এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। এটা হচ্ছে বিনিময় সে কাজের যা তারা দুনিয়ায় করে এসেছে’। এ কারণেই দেখা যায়, গোটা কোরআনে ‘পাপী’ ও ‘পুণ্যবান’ শব্দের মতো ‘আযাব’ শব্দটি যতোবার এসেছে, ‘সওয়াব’ শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ আযাব ১১৭ বার, ‘সওয়াব’ ২৩৪।

কোরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে তিনি তার বিনিময় বাড়িয়ে দেবেন। সম্ভবত এ কারণেই কোরআনে ‘গরীবী’ শব্দটি এসেছে ১৩ বার, আর তার বিপরীতে ‘প্রাচুর্য’ শব্দটি এসেছে ২৬ বার। কোরআনে ‘স্থলভাগ’ এসেছে ১৩ বার, আর ‘জলভাগ’ এসেছে ৩২ বার। উভয়টা মিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫, আর এ সংখ্যাকে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ২৯ (২৮.৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯%), আবার ৩২ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ৭১ (৭১.১১১১১১১১১%), আর এটা ই হচ্ছে এই গ্রহে জল ও স্থলভাগের সঠিক আনুপাতিক হার।

কোরআন কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে গাণিতিক সংখ্যার অদ্ভুত মিল দেখে যে কোনো কোরআন পাঠকই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এটা নিসন্দেহে কোনো মানুষের কথা নয়।

কোনো একটা কাজ করলে তার যে অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে তার উভয়টিকে আশ্চর্যজনকভাবে সমান সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। ‘গাছের চারা’ উৎপাদন করলে ‘গাছ’ হয়। তাই এ দুটো শব্দই এসেছে ২৬ বার করে। কোনো মানুষ ‘হেদায়াত’ পেলে তার প্রতি ‘রহমত’ বর্ষিত হয়, তাই এ দুটো শব্দ কোরআনে এসেছে ৭৯ বার করে। ‘হায়াতের’ অপরিহার্য পরিণাম হচ্ছে ‘মউত’ এ শব্দ দুটোও এসেছে ১৬ বার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ‘যাকাত’ দিলে ‘বরকত’ আসে, তাই কোরআনে কারীমে ‘যাকাত’ শব্দ এসেছে ৩২ বার ‘বরকত’ শব্দও ৩২ বার এসেছে। ‘আবদ’ মানে গোলামি করা, আর ‘আবীদ’ মানে গোলাম। গোলামের কাজ গোলামি করা, তাই কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১৫২ বার করে। ‘মানুষ সৃষ্টি’ কথাটা এসেছে ১৬ বার, আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘এবাদাত’; তাই এ শব্দটিও এসেছে ১৬ বার। ‘নেশা’ করলে ‘মাতাল’ হয়, তাই এ দুটো শব্দও এসেছে ৬ বার করে। প্রতিটি ‘দুঃখ কষ্টে’ আল্লাহ তায়ালা মানুষদের ধৈর্য ধরতে বলেছেন— কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১০২ বার করে। ‘উপকার’ ও ক্ষতি এসেছে ৫০ বার করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন, সম্ভবত এই কারণে কোরআনে যতোবার ‘শয়তানের’ নাম এসেছে ঠিক ততোবারই ‘আশ্রয় চাওয়ার’ কথাও এসেছে, অর্থাৎ উভয়টাই ১১ বার করে এসেছে।

আর মাত্র ৩টি রহস্যের কথা বলে আমরা ভিন্ন আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো।

সূরা আল কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীরা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছে সে ব্যাপারে কোরআন মাজীদে বলছে, ‘তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট ৩০০ বছর, তারা (এর সাথে) যোগ করেছে আরো ৯ বছর’। প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে দু’ভাগে না বলে আল্লাহ তায়ালা সংখ্যাটা একত্রেও তো বলতে পারতেন। অর্থাৎ এভাবেও বলা যেতো যে, ‘তারা সেখানে ৩০৯ বছর কাটিয়েছে’। কোরআনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় কেউ সৌর গণনা ও চন্দ্র গণনার বিষয়টি জানতো না। পরে দুনিয়ার মানুষরা জেনেছে যে, চন্দ্র মাস সৌর মাসের চাইতে ১১ দিন কম। প্রতি বছরে ১১ দিনের এই তফাৎটা হিসাব করলে সময়টা হবে ঠিক ৯ বছর। অপর কথায় গুহায় তাদের অবস্থানের সময়টা সৌর গণনার হিসেবে হচ্ছে ৩০০, আর চন্দ্র মাস হিসেবে হবে ৩০৯। কোরআন এই উভয় হিসাবটাই উৎসাহী পাঠকদের সামনে সুন্দর করে বর্ণনা করেছে।

কোরআনে ‘ইনসান’ শব্দটি এসেছে ৬৫ বার। এবার ইনসান বানাবার উপকরণগুলোকে কোরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ করে মিলিয়ে দেখা যাক। প্রথম উপাদান ‘তোরাব’ (মাটি) শব্দটি এসেছে ১৭ বার, দ্বিতীয় উপাদান ‘নুতফা’ (জীবনকণা) শব্দ এসেছে ১২ বার, তৃতীয় উপাদান ‘আলাক’ (রক্তপিণ্ড) শব্দ এসেছে ৬ বার, চতুর্থ উপাদান ‘মোদগা’ (মাংসপিণ্ড) এসেছে ৩ বার। পঞ্চম উপাদান হচ্ছে ‘এয়াম’ (হাড়), এটি এসেছে ১৫ বার। সর্বশেষ উপাদান হচ্ছে ‘লাহম’ (গোশত), এ শব্দটি এসেছে ১২ বার। কোরআনে উল্লিখিত (সূরা হজ্জ ৫)-এ উপাদানগুলো যোগ করলে যোগফল হবে ঠিক ৬৫। আর এসব উপাদান দিয়ে যে ‘ইনসান’ বানানো হয়েছে তাও কোরআনে ঠিক ৬৫ বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের সূরা ‘আল ক্বামার’-এর প্রথম যে আয়াতটিতে চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার সাথে কেয়ামতের আগমন অত্যাসন্ন কথাটি বলেছেন, আরবী বর্ণমালার আক্ষরিক মান হিসাব করলে তার যোগ ফল হয় ১৩৯০, আর এ ১৩৯০ হিজরী (১৯৬৯ খৃস্টাব্দ) সালেই মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণ করে, জানি না এটা কোরআনের কোনো মোজেন্দা, না তা এমনিই এক ঘটনাচক্র, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ মহান সৃষ্টিতে তো ঘটনাচক্র বলতে কিছুই নেই। এ কারণেই হয়তো মানুষের চাঁদে অবতরণের সালের সাথে কোরআনের আলোচ্য আয়াতটির সংখ্যামানের এ বিস্ময়কর মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। □

কোরআন শরীফ
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু নাম

০১. কিতাবুম মুবীন	সূরা আয যোখরুফ	১-২
০২. নূর	সূরা আন নেসা	১৭৪
০৩. হেদায়াত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৪. রহমত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৫. ফোরকান	সূরা আল ফোরকান	১
০৬. শেফা	সূরা বনী ইসরাঈল	৮২
০৭. মাওয়েযাত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৮. যিকরুম মোবারাক	সূরা আল আশিয়া	৫০
০৯. হেকমাত	সূরা আল ক্বামার	৫
১০. মোহাইমেন	সূরা আল মায়েদা	৪৮
১১. হাকীম	সূরা ইউনুস	১
১২. হাবল	সূরা আলে ইমরান	১০৩
১৩. কাওল	সূরা আত্ তারেক	১৩
১৪. আহসানুল হাদীস মোতাশাবেহাম মিনাল মাছানী	সূরা আঝ বুমার	২৩
১৫. তানযীল	সূরা আশ শোয়ারা	১৯২
১৬. রুহ	সূরা আশ শূরা	৫২
১৭. অহী	সূরা আল আশিয়া	৪৫
১৮. বাছায়ের	সূরা আল জাছিয়া	২০
১৯. বায়ান	সূরা আলে ইমরান	১৪৮
২০. ইলম	সূরা আল বাকারা	১৪৫
২১. তযকেরাহ	সূরা আল হাক্কাহ	৪৮
২২. ছেদক	সূরা আঝ বুমার	৩৩
২৩. আমর	সূরা আত্ তালাক	৫
২৪. বুশরা	সূরা আল বাকারা	৯৭
২৫. মাজীদ	সূরা আল বুরুজ	২১
২৬. আযীয	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৪১
২৭. বালাগ	সূরা ইবরাহীম	৫২
২৮. বাশীর	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৩
২৯. নায়ীর	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৩
৩০. ছুহুফ	সূরা আবাসা	১৩

কোরআন শরীফ কিছু মৌলিক তাজওয়ীদ

মাখরাজ : মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান। আরবী হরফগুলো যে যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় তার প্রতিটি স্থানকে মাখরাজ বলে। যেমন, হামযা হরফটি কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হয়। অতএব, কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ হলো হামযার মাখরাজ।

মাখরাজ চেনার পদ্ধতি : কোন হরফকে সাকিন দিয়ে তার ডানে হরফত বিশিষ্ট কোনো হরফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে স্বর যে স্থানে থেমে যায় তা-ই হচ্ছে সে হরফের সঠিক মাখরাজ। যেমন, **أَبَـ** **أَيَّـ**—

মাখরাজের সংখ্যা : আরবী ২৯টি হরফের ১৭টি মাখরাজ রয়েছে। মাখরাজগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) জাওফ (মুখ ও কণ্ঠনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (২) হাল্ক (কণ্ঠনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (৩) লেসান (জিহ্বা), (৪) শাফাতায়নে (দুই চোঁট), (৫) খায়শূম (নাসিকামূল)।

মদের পরিচয় : মদের অর্থ লম্বা করা, অতিরিক্ত করা। মাদের হরফ তিনটি, (১) আলিফ, যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যবর থাকে। যেমন **أَلِفٌ**; (২) ওয়াও যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে পেশ থাকে। যেমন, **وَاوٌ** (৩) ইয়া— যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যের থাকে। যেমন, **يَاءٌ**

মদে আসলী : মদের হরফের পূর্বে যদি হামযা (ء) না থাকে এবং পরেও হামযা বা সুকুন না থাকে, তাহলে এ মদকে ‘মদে আসলী’ বলে। উদাহরণ, **وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ**

মদে মোত্তাসেল : একই শব্দে মদের হরফের পরে যদি হামযা (ء) আসে, তাহলে তাকে ‘মদে মোত্তাসেল’ বলে। উদাহরণ, **جَاءَ - شَاءَ - جِئْتُ - سِئِيَ**, মদে মোত্তাসেল চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়।

মদে মোনফাসেল : পাশাপাশি অবস্থিত দু’টো শব্দের প্রথমটির শেষ হরফ মদের এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম হরফটি হামযা (ء) হলে তাকে মদে মোনফাসেল বলে। উদাহরণ— **قَالُوا أَمَّا - ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا**— মদে মোনফাসেল দুই বা তিন আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যায়।

মদে আরেযী : মদের হরফের পরে যদি ওয়াকফ করার কারণে সাকিন হয়, তবে তাকে মদে আরেযী বলে। উদাহরণ : **أَلْعَلَّيْ - الرَّحِيمِ** মদে আরেযী এক থেকে তিন আলিফ লম্বা করতে হয়।

নূন সাকিন ও তানওয়ীনের হুকুম চারটি : (১) এযহার, (২) এদগাম, (৩) কলব (৪) এখ্ফা

১. এযহার : এর অর্থ স্পষ্ট করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে হালকের হরফসমূহের কোন একটি হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুল্লাহ না করে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। হালকের হরফ ছয়টি।

যথা, **ع-غ-خ-ح-ج-ح-ع-ع-ع-ع**

نُحْلُ اٰمَنَ، عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ, তানওয়ীনের উদাহরণ, اَلَا نُهْرُ - اَنْعَمْتَ - নূন সাকিনের উদাহরণ

২. এদগাম : এদগাম অর্থ প্রবেশ করানো। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে এদগামের কোনো হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীন উচ্চারণ না করে পরবর্তী হরফের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হরফটিকে তাশদীদ সহকারে পড়তে হয়।

এদগামের হরফ ছয়টি। যথা, য-র-ল-ও-ন-এর মধ্যে চারটি হরফে গুনাহ হয়। এ হরফ চারটি হচ্ছে, ও-ল-ও-এবং দু'টি হরফে গুনাহ হয় না। এগুলো ও ও ল

نُحْلُ اٰمَنَ، عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ, তানওয়ীনের উদাহরণ, مِّنْ يَّقُوْلُ - مِّنْ نَّعِيْمَةٍ, নূন সাকিনের উদাহরণ

৩. কলব : কলব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে ব বর্ণ আসলে, সে নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে ২ হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে গুনা সহকারে পড়তে হয়।

نُحْلُ اٰمَنَ، عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ, তানওয়ীনের উদাহরণ: - رُوْجٌ بُهِيْجٌ - مِّنْ يَّقُوْلُ - مِّنْ نَّعِيْمَةٍ, নূন সাকিনের উদাহরণ

৪. এখফা : এখফা অর্থ গোপন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে এখফার কোনো একটি হরফ আসলে ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুনাহসহকারে উচ্চারণ করতে হয়।

نُحْلُ اٰمَنَ، عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ, তানওয়ীনের উদাহরণ: - رُوْجٌ بُهِيْجٌ - مِّنْ يَّقُوْلُ - مِّنْ نَّعِيْمَةٍ, নূন সাকিনের উদাহরণ

نُحْلُ اٰمَنَ، عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ, তানওয়ীনের উদাহরণ: - رُوْجٌ بُهِيْجٌ - مِّنْ يَّقُوْلُ - مِّنْ نَّعِيْمَةٍ, নূন সাকিনের উদাহরণ

ওয়াজেব গুনা : নূন ও মীমের উপর তাশদীদ হলে অবশ্যই সেখানে গুনা করতে হবে, একে ওয়াজেব গুনা বলে। যেমন, اٰمَنَ, اٰمَنَ, اٰمَنَ

কোরআন শরীফ বিরতি চিহ্নসমূহ

- ب এটা হচ্ছে وقف مطلق কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ, এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে, এখানে থামাটাই উত্তম।
- ج হচ্ছে وقف جائز শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ হচ্ছে এখানে প্রয়োজন হলে থামা যেতে পারে।
- ز থামাটা হচ্ছে وقف مزوج-এর সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না ভালো।
- ص হচ্ছে وقف ۲-এর সংক্ষেপ। এর মানে এখানে কথা শেষ হয়নি, তবে বাক্য দীর্ঘ হওয়ার কারণে যদি থামতে হয় তাহলে এখানেই থামা উচিত।
- ۲ হচ্ছে وقف مخصص-এর সংক্ষেপ। এখানে না থামলে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামতেই হবে। কেউ কেউ একে وقف واجب ও বলেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ওয়াজেবের অর্থ এ নয়, এখানে না থামলে কোনো বড় রকমের গুনাহ হয়ে যাবে; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে; যতগুলো বিরতি চিহ্ন রয়েছে; তন্মধ্যে এখানে থামাটাই হচ্ছে বেশী প্রয়োজন।
- لا হচ্ছে لا تقف শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই যে অনুচিত তাও নয়; বরং এ চিহ্নবিশিষ্ট এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে থামা মোটেও অন্যায্য নয়। এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। এখানে থামতে হলে সামনে অগসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের কিছু অংশের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। এ চিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আল্লামা সাজাওয়ান্দী কর্তৃক আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এটিও এমনি একটি চিহ্ন।
- مع হচ্ছে معانقة শব্দের সংক্ষেপ। যেখানে দুই ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে, অর্থাৎ এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বুঝায়। সুতরাং এর যে কোনো এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে প্রথম জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতে থামা ঠিক নয়। এ চিহ্নটির আরেক নাম হচ্ছে مقابله এ চিহ্নটি ইমাম আবু ফযল প্রচলন করেছেন।

سكته চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা, এখানে একটু না থেমে পরবর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে।

قف এ চিহ্নটির জায়গায় সাকতার চাইতে একটু বেশী পরিমাণ থামতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

وقف অর্থ এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের মনে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এখানে মনে হয় থামা যাবে না।

صلے হচ্ছে الوصل اولی বাক্যটির সংক্ষিপ্ত। এর অর্থ আগের পরের দুটি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভালো।

صل হচ্ছে قیومل বাক্যের সংক্ষেপ, এখানে থেমে যাওয়া উত্তম।

وقف النبى ﷺ এ বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয় যেখানে রসূলুল্লাহ (স.) তেলাওয়াত করার সময় থামতেন। □

কোরআন শরীফ কতিপয় পরিভাষা

০১. আল্লাহ	আল্লাহ	৩৭. এত্তেবা'	অনুসরণ
০২. আখেরাত	পরকাল	৩৮. এত্তেগফার	ক্ষমা প্রার্থনা করা
০৩. আ'রাফ	জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান	৩৯. এসরাফ	অপচয়
০৪. আহ্দ	অঙ্গীকার করা	৪০. এলম	জ্ঞান
০৫. আবাদান	সর্বদা	৪১. ওসিলা	মাধ্যম, নৈকট্যের উপায়
০৬. আমর নাহী	আদেশ, নিষেধ	৪২. অছিয়ত	অছিয়ত
০৭. আরাফাত	আরাফাত ময়দান	৪৩. ওলিয়ুন	বন্ধু, সাহায্যকারী
০৮. আহলুল কিতাব	যাদের ওপর আসমানী কিতাব নাখিল হয়েছে	৪৪. ওয়াসওয়াসা	মনে খারাপ কথা সৃষ্টি করা
০৯. আহলুয যিম্মাহ্	দায়িত্বশীল	৪৫. ওফাত	মৃত্যু
১০. আনসার	সাহায্যকারী	৪৬. ওহী	ওহী
১১. আদল	ন্যায়বিচার	৪৭. কিতাব	লেখা, লিখিত পুস্তক
১২. আলেম	জ্ঞানী	৪৮. কেয়ামত	কেয়ামত
১৩. আজমী	অনারব	৪৯. কাবা, কেবলা	কাবা, কেবলা
১৪. আরশ কুরসী	আরশ কুরসী	৫০. কাফ্ফারা	জরিমানা
১৫. ইল্লিয়ীন	নেক লোকদের রূহ যেখানে থাকে	৫১. কেছাছ	বদলা
১৬. ইলহাম	মনে কোনো কিছু জাগিয়ে দেয়া	৫২. কেফল	অংশ
১৭. আজালুন	মৃত্যু	৫৩. করয	ঋণ
১৮. ইহসান	অনুগ্রহ	৫৪. কুফর	অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
১৯. এনাবুন	ফিরে আসা	৫৫. কেয়ামা	কেয়ামত
২০. ইসতেকামাত	দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া	৫৬. কেব্র	অহংকার
২১. ইয়াকীন	আস্থা, বিশ্বাস	৫৭. খাতা	ভুল
২২. ইনসান	মানুষ	৫৮. খুশু'	বিনয়
২৩. এছম	গুনাহ	৫৯. খুয়ু'	নম্রতা
২৪. ঈলা	স্ত্রী গমন না করার শপথ	৬০. গায়ব	গোপন বিষয়
২৫. ইদত	গণনা, তালুকপ্রাপ্তা মহিলাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষার সময়, অন্যথায় শোকের কাল	৬১. গনী	অভাবমুক্ত
২৬. ঈমান	বিশ্বাস	৬২. সওয়াব	সওয়াব
২৭. উম্মাত	আদর্শভিত্তিক জাতি	৬৩. ছেহর	যাদু
২৮. এখলাস	নিষ্ঠা	৬৪. জান্নাত	বেহেশত
২৯. এহরাম	এহরাম	৬৫. জাহান্নাম	দোষখ
৩০. এখওয়াতুন	ভাই	৬৬. জাযা	পুরস্কার
৩১. এলহাদ	নাস্তিক হওয়া	৬৭. জিন, ইবলীস	জিন, ইবলীস
৩২. একামা	স্থির করা	৬৮. জানবুন	পার্শ্বদেশ
৩৩. এতায়াত	আনুগত্য	৬৯. জানাবাত	অপবিত্রতা
৩৪. এছতেতায়াত	সামর্থ	৭০. জেহাদ	আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রাম করা, যার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে ময়দানের যুদ্ধ
৩৫. এবাদাত	বন্দেগী, আনুগত্য	৭১. তাওবা	তাওবা
৩৬. এজতেহাদ	শক্তি বুদ্ধি ব্যয় করা	৭২. তাগুত	সীমালংঘনকারী
		৭৩. তাহারাতি	পবিত্রতা
		৭৪. তালাক	তালাক
		৭৫. তায়াত	নেকী
		৭৬. তাওয়াক্কুল	ভরসা করা

৭৭. তাবৈঈন	অনুসরণকারী	১১৬. মেসকীন	দরিদ্র, যার কিছু নেই
৭৮. দলীল	দলীল	১১৭. মোত্তাকী	পরহেযগার
৭৯. দালালাত	গোমরাহী	১১৮. যানবুন	পাপ
৮০. দ্বীন-মিল্লাত	জীবন ব্যবস্থা, জাতি	১১৯. যাকাত	যাকাত
৮১. দায়ন	ঋণ	১২০. যুলম	অত্যাচার
৮২. দিয়াত	রক্তের দাবী	১২১. যেকর	স্মরণ
৮৩. নফস	প্রাণ, রক্ত, ব্যক্তি, মানুষ, মন	১২২. যালেম	অত্যাচারী
৮৪. নফল	অতিরিক্ত	১২৩. রসূল	আল্লাহর বাণীবাহক
৮৫. নেকাহ	বিয়ে	১২৪. রুহ	জীবন, হযরত
৮৬. নাফাকাত	ভরণ পোষণ		জিবরাঈল (আ.)
৮৭. নেফাক	দ্বিমুখী চরিত্র	১২৫. রেযক	জীবনোপকরণ
৮৮. ফরয	অবশ্য পালনীয়	১২৬. রাযায়াত	দুধ খাওয়ানোর সময়সীমা
৮৯. ফেদইয়া	বিনিময়	১২৭. রেবা	সূদ
৯০. ফুসুক	নাফরমানী	১২৮. শাফায়াত	সুপারিশ
৯১. ফাসেক	নাফরমান	১২৯. শূরা	পরামর্শ
৯২. ফাছাদ	ধ্বংস, ক্ষতি	১৩০. শেরক	অংশীদারিত্ব
৯৩. ফেকর	চিন্তা	১৩১. শাহাদাত	আল্লাহর পথে জীবন
৯৪. ফেকহ	উপলব্ধি		দান করা
৯৫. ফকীর	বিত্তহীন	১৩২. শহীদ	যিনি শাহাদাত বরণ করেন
৯৬. বারযাখ	দুনিয়া ও আখেরাতের	১৩৩. শৌকর	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
	মধ্যবর্তী স্থান	১৩৪. যেন্দা	বিপরীত করা
৯৭. মালায়েকা	ফেরেশতার	১৩৫. সাওম	রোযা
৯৮. মীযান	দাঁড়িপাল্লা	১৩৬. সিঙ্জীন	দোযখীদের রুহের
৯৯. মউত	মৃত্যু		কয়েদখানা
১০০. মুলক-হুকুম	সার্বভৌমত্ব, বিধান	১৩৭. সুন্নত	পথ, পদ্ধতি
১০১. মাহেল্লাহ্	ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়	১৩৮. সালাত	নামায
১০২. মীকাত	কোনো কাজ সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময়	১৩৯. সাদাকা	যাকাত, সাদাকা
		১৪০. সেদক	সত্য
১০৩. মোহর	মোহর	১৪১. হুর	সাথীরা, হুরসমূহ, যেসব
১০৪. মীরাস	মৃতের মালে উত্তরাধিকার		মেয়ের চোখ ও চুল কালো
১০৫. মোমেন	বিশ্বাসী	১৪২. হাওয়ালী	সাহায্যকারী
১০৬. মোশরেক	অংশীবাদী, পৌত্তলিক	১৪৩. হেদায়াত	হেদায়াত
১০৭. মোনাফেক	মোনাফেক, ভন্ড	১৪৪. হক বাতিল	সত্য মিথ্যা
১০৮. মোরতাদ	ধর্মান্তরিত	১৪৫. হায়াত	জীবন
১০৯. মোখলেস	একনিষ্ঠ ব্যক্তি	১৪৬. হালাল	হালাল
১১০. মুনীব	আল্লাহ তাযালার দিকে	১৪৭. হারাম	নিষিদ্ধ
	প্রত্যাবর্তনকারী	১৪৮. হজ্জ, ওমরাহ	হজ্জ, ওমরাহ
১১১. মোলহেদ	দ্বীন থেকে সরে যাওয়া নাস্তিক	১৪৯. হাদী	দিক নির্দেশনাদানকারী
	ব্যক্তি	১৫০. হায়েয	হায়েয, মাসিক ঋতুস্রাব
১১২. মোসতাকীম	সরল পথ	১৫১. হিজাব	পর্দা
১১৩. মোহাজের	জন্মভূমি ত্যাগ করে যিনি	১৫২. হিজরত	ত্যাগ করা
	অন্যত্র চলে যান	১৫৩. হেকমা	বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান
১১৪. মোজাহেদ	যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে	১৫৪. হাছাদ	হিংসা
	জেহাদ করে	১৫৫. হামদ	প্রশংসা
১১৫. মাগফেরাত	ক্ষমা করা	১৫৬. হানীফ	ন্যায়পন্থী □

**কোরআন শরীফ
সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী**

তাওহীদ

অধ্যায় ১ : আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকূলের সৃষ্টিকর্তা

সূরা আল বাকারা ২৯, আল আনয়াম ১, ৭৩, ১০১, আল আশিয়া ৩৩, আল মোমেনুন ১২-১৪, আন নূর ৪৫, আল ফোরকান ২, লোকমান ১০, আর রহমান ১৪-১৫

অধ্যায় ২ : আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকূলের একমাত্র সার্বভৌম মালিক

সূরা আলে ইমরান ২৬, আন নেসা ৫৩, আল মায়দা ১৭, ৭৬, আন নাহল ৭৩, বনী ইসরাঈল ১১১, আল মোমেনুন ৮৮, সাবা ২২, আল ফাতের ১৩, আরা বুমার ৪৩, আয যোখরুফ ৮৬, আল ফাতহ ১১, ১৪

অধ্যায় ৩ : ভালো মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায়ই সাধিত হয়

সূরা আল মায়দা ৪১, আল আ'রাফ ১৮৮, ইউনুস ৪৯, ১০৭, আর রা'দ ১৬, বনী ইসরাঈল ৫৬, আল ফোরকান ৩, আল ফাতহ ১১, আল মোমতাহেনাহ ৪, আল জ্বিন ২১

অধ্যায় ৪ : রেযেক শুধু আল্লাহর ইচ্ছায়ই বাড়ে কমে

সূরা আল বাকারা ২১২, আল মায়দা ৮৮, হুদ ৬, আর রা'দ ২৬, আল হাজ্জ ৫৮, আল আনকাবুত ১৭, ৬০, আর রোম ৪০, ফাতের ৩, আল মোমেন ১৩, আশ শূরা ২৭, আয যারিয়াত ৫৮, আত ত্বালাক ৩, আল মুলক ২১

অধ্যায় ৫ : আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই

সূরা আল বাকারা ১৬৩, ২৫৫, আলে ইমরান ৬২, আন নেসা, ১৭১, আল মায়দা ৭৩, আল আনয়াম ৪৬, আল আ'রাফ ৬৫, ইবরাহীম ৫২, আন নাহল ২২, ৫১, বনী ইসরাঈল, ২২, আল কাহফ ১১০, আল আশিয়া ১০৮, আল

হাজ্জ ৩৪, আল মোমেনুন ৯১, আন নামল ৬০, আল কাছাছ ৭১, ছোয়াদ ৬৫, হা-মীম আস সাজদাহ ৬, আয যোখরুফ ৮৪, আত তূর ৪৩

অধ্যায় ৬ : আল্লাহ তায়ালাই শুধু গায়বের খবর জানেন

সূরা আল বাকারা ৩৩, আল মায়দা ১০৯, ১১৬, আল আনয়াম ৫৯, ৭৩, আত তাওবা ৭৮, ৯৪, ১০৫, ইউনুস ২০, হুদ ১২৩, আল কাহফ ২৬, আল ফাতের ৩৮, সাবা ৩, আল হুজুরাত ১৮

অধ্যায় ৭ : রসূল (স.) গায়েব জানতেন না

সূরা আল আনয়াম ৫০, আল আ'রাফ ১৮৭, ১৮৮, আল জ্বিন ২৫

অধ্যায় ৮ : আল্লাহ তায়ালা যাকে যতো ইচ্ছা দান করেন

সূরা আলে ইমরান, ৩৭

অধ্যায় ৯ : সম্ভান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা

সূরা আশ শূরা ৯৯-৫০

অধ্যায় ১০ : শেফাদানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা

সূরা আশ শোয়ারা আয়াত, ৮০

অধ্যায় ১১ : বিপদের সাথী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা

সূরা ইউনুস ১২, আল আশিয়া ৮৪, বনী ইসরাঈল ৫৬, আরা বুমার ৩৮

অধ্যায় ১২ : প্রার্থনা করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে

সূরা আল আনয়াম ৪০-৪১, আল আ'রাফ ২৯, ইউনুস ১০৬, আর রা'দ ১৪, আল ফোরকান ৬৮, আল মোমেন ১৪

অধ্যায় ১৩ : আল্লাহ তায়ালাই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন

সূরা আল বাকারা ১৮৬, আন নামল ৬২, আবু
ঝুমার ৪৯

রেসালাত

**অধ্যায় ১ : মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত
রসূল**

সূরা আল বাকারা ১১৯, আন নেসা ৭৯, আর
রা'দ ৩০, বনী ইসরাঈল ১০৫, আল আশিয়া
১০৭, আল আহযাব ৪৫, সাবা ২৮, ইয়াসীন
৩

**অধ্যায় ২ : নবীদের মানবরূপী মাবুদ মনে
করা কুফরী**

সূরা আল মায়দা ৭২-৭৪

**অধ্যায় ৩ : নিজেদের দিকে নয় বরং
আল্লাহর দাসত্বের দিকেই নবীদের আহ্বান**

সূরা আলে ইমরান ৭৯

**অধ্যায় ৪ : রসূল (স.) সকল নবীদের মধ্যে
উত্তম**

সূরা আল আহযাব ৪০, সাবা ৩৮

অধ্যায় ৫ : রসূল (স.)-এর বিশেষ গুণাবলী

সূরা আত তাওবা ১২৮, আল আশিয়া ১০৭,
আল আহযাব ৪৫-৪৬, সাবা ২৮

অধ্যায় ৬ : আল্লাহর রসূলের দায়িত্ব

সূরা আলে ইমরান ২০, আল মায়দা ৬৭,
আল মায়দা ৯২, ৯৯, আর রা'দ ৪০, আশ
শূরা ৮৪

**অধ্যায় ৭ : রসূল (স.) হচ্ছেন নামাযীদের
ইমাম**

সূরা আন নেসা ১০২, আত তাওবা ১০৩

**অধ্যায় ৮ : রসূল (স.) হচ্ছেন আল্লাহর
তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক**

সূরা আন নেসা ৬৫, ১০৫

**অধ্যায় ৯ : রণাঙ্গনের সেনাপতি আল্লাহর
রসূল (স.)**

সূরা আলে ইমরান ১২১, আন নেসা ৮৪, আল
আনফাল ৫৭, ৬৫

**অধ্যায় ১০ : শূরা কাউন্সিলের প্রধান মহানবী
(স.)**

সূরা আলে ইমরান ১৫৯

**অধ্যায় ১১ : রসূল হচ্ছেন সর্বোত্তম চরিত্রের
নমুনা**

সূরা আলে ইমরান ১৫৯, আত তাওবা ১২৭,
আল কালাম ৪

**অধ্যায় ১২ : রসূল (স.) ছিলেন শত্রুদেরও
কল্যাণকামী**

সূরা আল কাহফ ৬

**অধ্যায় ১৩ : সকল নবীই তার উম্মতের
ব্যাপারে সাক্ষী**

সূরা আন নাহল ৮৪, ৮৯

**অধ্যায় ১৪ : উম্মতে মোহাম্মদী অন্য সব
উম্মতের সাক্ষী**

সূরা আল বাকারা ১৪৩

**অধ্যায় ১৫ : নবীদের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়;
বরং আল্লাহর ইচ্ছায়ই তারা মোজেযা দেখাতে
পারেন**

সূরা আল আনয়াম ১০৯, আর রা'দ ৩৮

তাকদীর

অধ্যায় ১ : ভাগ্যলিখন সম্পর্কিত আলোচনা

সূরা ইউনুস ৫, আল হেজর ২১, ৬০, আল
মোমেনুন ১৮, আল ফোরকান ২, আল আহযাব
৩৮, সাবা ১৮, ইয়াসীন ৩৯, হা-মীম আস
সাজদা ১০, আশ শূরা ২৭, আল কামার ১২,
৪৯, আল ওয়াকিয়া ৬০, আল মোযযাম্মেল
২০, আল মোরসালাত ২২, ২৩, আবাসা ১৯,
আল আ'লা ৩

আল কোরআন

**অধ্যায় ১ : আল্লাহ তায়ালাই কোরআন
অবতীর্ণ করেছেন**

সূরা আল বাকারা ২৩, ৯৭, ১৮৫, আলে
ইমরান ৩, ৭, ৪৪, আন নেসা ৮২, আল
মায়দা ৪৮, আল আনয়াম ১৯, ৯২, ১১৪,
১৫৫, আল আ'রাফ ২, ইউনুস ৩৭, ৫৭,

হুদ ১৩-১৪, হুদ ৪৯, ইউসুফ ২, ১০২, ইবরাহীম ১, আন নাহল ৮৯, বনী ইসরাঈল ৮২, ৮৮, ত্বোয়া-হা ২, ১১৩, আন নূর ৩৪, আল ফোরকান ১, আশ শোয়ারা ১৯২, আস সাজদা ২, ইয়াসীন ৫, সোয়াদ ২৯, আব্বা ২৩, হা-মীম আস সাজদা ২, আশ শূরা ৭, আয যোখরুফ ৩, আদ দোখান ৩, ৫৮, আত তুর ৩৩-৪, আল ওয়াকিয়া ৮০, আদ দাহর ২৩, আল কাদর ১

অধ্যায় ২ : কোরআন মাজীদ নাখিলের উদ্দেশ্য

সূরা আলে ইমরান ১৩৮, আল মায়েদা ১৫-১৬, ৪৮, আল আনয়াম ৯০, ১৫৭, ইউনুস ৫৭, আন নাহল ৬৪, ৮৯, বনী ইসরাঈল ৯-১০, ৮২

অধ্যায় ৩ : কোরআনের মোজেনা

সূরা আল বাকারা ৫৫-৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৭২-৭৩, ২৪৩, ২৪৮, ২৫৯, ২৬০, আলে ইমরান ১৩, ৩৭, ৩৯-৪১, ৪৫-৪৬, ৪৯, ১২৩-১২৫, আন নেসা ১৫৭, ১৫৭-১৫৮, ১৫৯, আল মায়েদা ৬০, আল আরাফ ১০৭-১০৮, ১১৫-১২২, ১৩০-১৩৩, ১৭১, আল আনফাল ৯, আত তাওবা ২৫-২৬, ৪০, হুদ ৩৬-৪৪, ৬৪-৬৮, ৬৯-৭৩, ৭৭-৮৩, ৯৩-৯৫, ইউসুফ ২৩-২৭, ৮৩, ৯৩, ৯৪-৯৬, বনী ইসরাঈল ১, আল কাহফ ১০-১২, ১৭-১৮, ২৫, ৬০-৬৩, মারইয়াম ১৬-১৭, ২৪-২৫, ২৯-৩১, ত্বোয়া-হা ১৯-২২, ২৫-৩৬, ৬৬-৭০, ৯৭, আল আখিয়া ৬৯, ৭৯, ৮১-৮২, আশ শোয়ারা ৬০-৬৬, আন নামল ৭-১২, ১৬-১৯, ২০-২৮, ৩৭-৪০, ৪৮-৫১, আল কাসাস ৭-১৩, ২৪-৩৫, আল আনকাবুত ৫১, আল আহযাব ৯, সাবা ১০-১৪, আস সাফফাত ১৪০-১৪৬, সোয়াদ ১৭, ৩৬-৩৮, ৪২-৪৩, আল মো'মেন ২৬-২৭, আদ দোখান ২৪, আয যারিয়াত ২৮, আন নাজম ১-১৮, আল কামার ১, ৩৭, আল ফীল ১-৫

অধ্যায় ৪ : কোরআন মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত

সূরা আল ফাতেহ, ১-৭, আত তাওবা, ১৪-১৫, সূরা ইউনুস, ৫৭-৫৮, আন নাহল, ৬৯, বনী ইসরাঈল, ৮২, আল আখিয়া, ৮৩, আশ শোয়ারা, ৭৮-৮২, ছোয়দ, ৪১, হা-মীম আস সাজদা, ৪৪।

ফেরেশতা

অধ্যায় ১ : ফেরেশতাদের দায়িত্ব কর্তব্য

আল বাকারা ৩০-৩৪, ৯৭-৯৮, ১০২, আল আনয়াম ৯৩, আল আ'রাফ ২০৬, আর রা'দ ১১, আন নাহল ৪৯-৫০, মারইয়াম ৬৪, আল আখিয়া ১৯-২০, ২৬-২৯, আল ফোরকান ২৫-২৬, আশ শোয়ারা, ১৯২-১৯৪, সাবা ২২-২৩, ফাতের ১, আস সাফফাত ১৬৪-১৬৬, আল মো'মেন ৭-৯, হা-মীম আস সাজদা ৩৮, আশ শূরা ৫, আয যোখরুফ ৭৭, ৮০, ক্বাফ ১৬-১৮, ১৯-২৬, আন নাজম ২৬, তাহরীম ৬, আল হাক্বাহ ১৬-১৮, আল মোদ্দাসসের ৩০-৩১, আত তাকওয়া ১৯-২১, আল ইনফেতার ১০-১২, আল ক্বাদর ১৪

কেয়ামত

অধ্যায় ১ : কেয়ামতের আলামত

(যেমন ইয়াজুজ মাজুজ, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব এবং পুনরায় হয়রত ঈসা (আ.)-এর আগমন)

সূরা আল কাহফ ৯৮-৯৯, আল আখিয়া ৯৬, আন নামল ৮২, আয যোখরুফ ৬১, আদ দোখান ১০-১১, মোহাম্মদ ১৮, আন নাজম ৫৭-৫৮, আল কামার ১, আল মাযারেজ ৬-৭

অধ্যায় ২ : পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রমাণ

সূরা আল বাকারা ৭২-৭৩, ২৫৯-২৬০, আল আ'রাফ ২৯, ৫৭, আন নাহল ৩৮-৪০, ৭৭, বনী ইসরাঈল ৯৮-৯৯, আল কাহফ ২১, মারইয়াম ৬৬-৬৭, ত্বোয়া-হা ১৫, আল আখিয়া ১০৪, আল হাজ্জ ৫-৭, আন নামল ৮৬, আল আনকাবুত ১৯-২০, আর রোম ১৯, ২৭, ৫০, সাবা ৩, ফাতের ৯, ইয়াসীন ৩৩, ৭৮-৮২, আস সাফফাত ১১, সোয়াদ, ২৭-২৮, আব্বা

ঝুমার ৪২, আল মোমেন ৫৭, হা-মীম আস সাজদা ৩৯, আদ দোখান ৩৯-৪০, আল জাসিয়া ২১-২২, আল আহকাফ ৩, ৩৩, ক্বাফ ৬-১১, ১৫, আয যারিয়াত ১-৬, আত তুর ১-১০, আল ওয়াক্কায়া ৫৭-৬২, আল কেয়ামাহ ৩-৪, ৩৬-৪০, আল মোরসালাত ১-৭, আন নাবা ৬-১৭, আন নাযেয়াত ২৭-৩২, আত তারেক ৫-৮, আত তীন ৪-৮

অধ্যায় ৩ : মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালীন অবস্থা

সূরা আল বাকারা ১৫৪, আলে ইমরান ১৬৯-১৭১, আন নেসা ৯৭, আল আনয়াম ৬২, আল আ'রাফ ৪০, আল মোমেনুন ১০০, আস সাজদাহ ১১, আল মোমেন ৪৬, ক্বাফ ৪

অধ্যায় ৪ : শিক্ষায় ফুৎকার

সূরা আল আনয়াম ৭৩, আল কাহফ ৯৮-১০১, আন নামল ৮৭-৮৮, সোয়াদ ১৫, আঝ ঝুমার ৬৮, ক্বাফ ২০, ৪১-৪২, আল হা-ক্বাহ ১৩-১৭

অধ্যায় ৫ : ময়দানে হাশরের অবস্থা

সূরা আল বাকারা ১১৩, ১৪৮, ১৭৪, ২১০, আলে ইমরান ১০৬-১০৭, আন নেসা ৪১-৪২, আল আনয়াম ৩১, ৩৬, ৩৮, আল আ'রাফ ২৯, ৫৩, আত তাওবা ৩৪-৩৫, ইউনুস ৪, ২৬-৩০, ৪৫, হুদ ১৮, ৯৮, ১০৩-১০৮, ইবরাহীম ৪৮-৫১, আল হেজর ২৪-২৫, বনী ইসরাঈল ৫২, ৭১-৭২, ৯৭, ১০৪, আল কাহফ ৪৭, ৫২-৫৩, মারইয়াম ৩৭-৩৯, ৬৮-৭২, ৮৫-৮৬, ৯৩-৯৫, ত্বোয়া-হা, ১০০-১১২, ১২৪-১২৬, আল আযিয়া ৪০, ১০৩-১০৪, আল হাজ্জ ৭৮, আল মোমেনুন ১০০-১০১, আল ফোরকান ২২, ৩৪, আশ শোয়ারা ৯০-৯৫, আন নামল ৮৩-৮৫, আল কাসাস ৬৫-৭৫, আর রোম ১৪-১৬, ২২-২৫, ৫৫-৫৭, আস সাজদা ৫, ইয়াসীন ৪৮-৫৯, আস সাফফাত ২০-২৬, আঝ ঝুমার ৭৫, আল মোমেন ১৫-১৭, আশ শূরা ৪৭, আয যোখরুফ ৬৬-৬৭, আদ দোখান, ৪০, ক্বাফ ১১, আত তুর ৭-১২, ৪৫, আল ক্বুমার

৬, আর রাহমান ৩৭-৪৪, আল ওয়াক্কায়া ১-৬, ৪৯-৫০, আল হাদীদ ১২-১৫, আত তাগাবুন ৯, আল কালাম ৪২-৪৩, আল হা-ক্বাহ ১-২, আল মায়ারেজ ১-১০, ৪৩-৪৪, আল মোযযাম্মেল ১২-১৪, ১৭-১৮, আল মোদ্দাসসের ৮-১০, আল কেয়ামাহ ৭-১২, আল মোরসালাত ৮-১৫, আন নাবা ১৭-২০, ৪০, আন নাযেয়াত ৬-৯, ১৩-১৪, ৩৪-৩৯, আবাসা ৩৩-৪২, আত তাকওয়ায়ী ১-১৪, আল ইনফেতার ১-৫, ১৫-১৯, আল মোতাফফেফীন ১৫-১৭, আল ইনশেক্বাক ১-২, আল ফাজর ২১-৩০, আয যেলযাল ১-৮, আল আদিয়াত ৬-১১, আল ক্বারেয়া ১-৫

অধ্যায় ৬ : কেয়ামত দিবসের কঠোরতা এবং মানুষের ব্যাকুলতা

সূরা আল মায়েরদা ৩৬, আল আনয়াম ৩১, ইবরাহীম ৪২-৪৩, মারইয়াম ৩৯, ৭১, ত্বোয়া-হা ১০৮, আল আযিয়া ৪০, ৯৭, আল হাজ্জ ১-২, আন নূর ৩৭, আল ফোরকান ২৭, সাবা ৩৩, আস সাফফাত ২০, ২২-২৩, আঝ ঝুমার ৪৭-৪৮, ৬০, আল মোমেন ১৮, হা-মীম আস সাজদা ২৯, আশ শূরা ২২, ৪৫, আয যোখরুফ ৩৭-৩৯, আল জাসিয়া ২৭-২৮, আয যারিয়াত ১৩-১৪, আত তুর ৪৫-৪৬, আল কামার ৮, ৪৬, আল হাদীদ ১৩-১৫, আল মুলক ২৭, আল কালাম ৪৩, আল হা-ক্বাহ ২৫-২৯, আল মায়ারেজ ১১-১৪, আল মোযযাম্মেল ১৭, আল মোদ্দাসসের ৯-১০, আল কেয়ামাহ ৭-১২, আদ দাহর ১০-১১, আল মোরসালাত ৩৭-৩৯, আন নাবা ৪০, আন নাযেয়াত ৮-৯, আবাসা ৩৪-৩৭, আত ত্বুরেক ১০, আল গাশিয়াহ ১-৩, আল ফাজর ২৩-২৬, আল লায়ল ১১, আয যেলযাল ৩, আল কারেয়া ৪-৫

অধ্যায় ৭ : না-ফরমানদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাংখা

সূরা ইবরাহীম ৪৪-৪৫, আস সাজদাহ ১২, আশ শূরা ৪৪

অধ্যায় ৮ : অনুসারীদের সাথে পাপিষ্ঠ নেতাদের শত্রুতা ও তাদের অক্ষমতা

সূরা আল বাকারা ১৬৬-১৬৭, আর রোম ১৩
**অধ্যায় ৯ : কেয়ামতের দিন কেউ কারো
কাজে আসবে না**

সূরা আল বাকারা ১৬৫-১৬৭, আল আনয়াম
৭০, ৯৪, ১৬৪, ইউনুস ২৭-৩০, ইবরাহীম
২১-২২, আন নাহল ৮৬-৮৭, আল কাহফ
৫২, মারইয়াম ৮১-৮২, আল মোমেনুন ১০১,
আল ফোরকান ১৭-১৯, আশ শোয়ারা ৮৮,
আল কাসাস ৬৩-৬৪, আল আনকাবুত ২৫,
আর রোম ১৩, লোকমান ৩৩ সাবা ৩১-৩৩,
৪২, ফাতের ১৪, ১৮, আস সাফফাত ২৫-৩৩,
আল মোমেন ১৮, হা-মীম আস সাজদা ৪৮,
আশ শূরা ৪৬, আয যোখরুফ ৬৭, আদ
দোখান ৪১-৪২, আল আহকাফ ৬, ক্বাফ
২৩-২৭, আল মোমতাহেনা ৩, আল হাক্বাহ
২৫-৩৫, আল মাযারেজ ১০-১৪, আবাসা
৩৪-৩৬, আল ইনফেতার ১৯

**অধ্যায় ১০ : শাফায়াত কেবল আল্লাহর
অনুমতিতেই পাওয়া যাবে**

সূরা আল বাকারা ৪৮, ২৫৪, ২৫৫, ইউনুস ৩,
বনী ইসরাঈল ৭৯, মারইয়াম ৮৭, ত্বোয়া-হা
১০৯, আয যোখরুফ ৮৬, আন নাজম ২৬

**অধ্যায় ১১ : কেয়ামতের দিন মিথ্যা মা'বুদ,
কাফের সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের সাথে
আল্লাহর কথাবার্তা**

সূরা আল মায়েদা ১০৯-১১৯, আল আনয়াম
২২-২৩, ৩০, ৯৪, ১২৮-১৩০, আল আ'রাফ
৬-৭, ইবরাহীম ৪৪-৪৫, আন নাহল ২৭-২৯,
আল কাহফ ৪৮, ত্বোয়া-হা ১২৫-১২৬, আল
মোমেনুন ১০৫-১১৪, আল ফোরকান ১৭-১৯,
আন নামল ৮৪, আল কাসাস ৬২-৬৬, আস
সাজদাহ ১২-১৪, সাবা ৪০-৪২, ইয়াসীন
৬০-৬৪, আস সাফফাত ২৪-২৫, আব্ব
ঝুমার ৫৯, হা-মীম আস সাজদা ৪৭, আল
জাসিয়া ২৮, ক্বাফ ২২-২৯, আল মোরসালাত
৩৮-৩৯

**অধ্যায় ১২ : কেয়ামতের দিনে হিসাব নিকাশ
গ্রহণ**

সূরা ইবরাহীম ৫১, আন নাহল ৯৩, বনী
ইসরাঈল ১৩-১৪, আল কাহফ ৪৯, ১০৫,

মারইয়াম ৩৯, আল আযিয়া ৪৭, লোকমান
১৬, ইয়াসীন ৬৫, আল মোমেন ৭৮, আয
যোখরুফ ১৯, ৪৪, আর রাহমান ৩১, আল
মোমতাহেনা ৩, আল গাশিয়াহ ২৬, আত
তাকাছুর ৮

**অধ্যায় ১৩ : কেয়ামতের দিন পাপ পুণ্যের
পরিমাপ**

সূরা আল আ'রাফ ৮-৯

অধ্যায় ১৪ : আমলনামা নির্ধারণ

সূরা আলে ইমরান ৩০, আল হা-ক্বাহ ১৯-২৯,
আত তাকওয়ীর ৮-১০, আল ইনশেক্বাক

**অধ্যায় ১৫ : আমল অনুযায়ী পুরস্কার ও
শাস্তি নিশ্চিতকরণ**

সূরা আলে ইমরান ১৮৫, ইউনুস ৪, হুদ
১০৬-১০৮, ১১১, আন নাহল ১১১, আল হাজ্জ
৫৬-৫৭, আল মোমেনুন ১০২-১০৩, আন
নূর ২৩-২৫, আন নামল ৮৫, ৯০-৯৩, আল
আনকাবুত ১৩, আর রোম ১৪-২৩, ইয়াসীন
৫৩-৫৪, আব্বাঝুমার ১০, ৭০, আল মোমেন
১৭, ৫২, হা-মীম আস সাজদা ২৪, আল
জাসিয়া ৩৪-৩৫, ক্বাফ ২৮-৩১, আত তুর
১৬-১৭, আল ওয়াক্কায়া ৭-৪৪, ৮৮-৯৪,
আত তাগাবুন ৯-১০, আত তাহরীম ৭, আল
হা-ক্বাহ ১৮-৩২, আল কেয়ামাহ ২২-২৫, আল
মোরসালাত ১১-১৫, ৩৫-৩৯, আন নাযেয়াত
৩৪-৪১, আয যেলযাল ৪-৮, আল কারিয়া
৬-৯

পবিত্রতা

অধ্যায় ১ : ওয়ুর মাসআলা

সূরা আল মায়েদাহ, ৬

অধ্যায় ২ : তায়াশ্বুমের মাসআলা

সূরা আন নেসা, ৪৩

অধ্যায় ৩ : গোসলের মাসআলা

সূরা আল মায়েদাহ, ৬, আন নেসা, ৪৩

অধ্যায় ৪ : মাসিক ঋতুস্রাবের মাসআলা

সূরা আল বাকারা, ২২২

নামায	যাকাত
অধ্যায় ১ : জামাতের সাথে নামাযের হুকুম সূরা আল বাকারা, ৪৩	অধ্যায় ১ : যাকাত, সদকাহ এবং তা ব্যয়ের খাতসমূহ সূরা আল বাকারা ২১৫, ২৬৭, ২৭১, ২৭৩-২৭৪, আল আনয়াম ১৪১, আত তাওবাহ ৬০, আন নূর ৫৬, আল ফোরকান ৬৭, আর রোম ৩৯, আদ দাহর ৮-৯
অধ্যায় ২ : মাকামে ইবরাহীমে নামাযের হুকুম সূরা আল বাকারা, ১২৫	রোযা অধ্যায় ১ : রোযা, এ'তেকাফ এবং লায়লাতুল কাদর সূরা আল বাকারা ১২৫, ১৮৩-১৮৫, ১৮৭, আদ দোখান ৩-৫, আল কাদর ১-৫
অধ্যায় ৩ : নামায হেফাযতের গুরুত্ব সূরা আল বাকারা, ২৩৮ সূরা আল মোমেনুন, আয়াত ২	হজ্জ অধ্যায় ১ : কাবাঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সূরা আল বাকারা ১২৫, আলে ইমরান ৯৬-৯৭, আল হাজ্জ ২৬-২৭
অধ্যায় ৪ : কসর নামায এবং যুদ্ধের ময়দানে নামাযের পদ্ধতি সূরা আন নেসা, ১০১-১০৩	অধ্যায় ২ : হজ্জের মহান দিন সূরা আল বাকারা ১৯৭-১৯৯
অধ্যায় ৫ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৮-৭৯	অধ্যায় ৩ : তওয়াফে যেয়ারতের বর্ণনা সূরা আল হাজ্জ, ২৯
অধ্যায় ৬ : প্রকাশ্য নামাযে মধ্যম আওয়াযে কেরাত পাঠের হুকুম বনী ইসরাঈল, ১১০	অধ্যায় ৪ : সাফা এবং মারওয়ায় দৌড়ানোর সূরা আল বাকারা, ১৫৮
অধ্যায় ৭ : নামাযের সময় সূরা ত্বোয়া-হা, ১৩০	অধ্যায় ৫ : ওমরার বর্ণনা সূরা আল বাকারা ১৯৬
অধ্যায় ৮ : নামাযে খুশু খুশু সূরা আল মোমেনুন, ২	অধ্যায় ৬ : ওমরায় মাথা মুড়ানো অথবা চুল ছাটা সূরা আল ফাতাহ, ২৭
অধ্যায় ৯ : ব্যস্ততা আল্লাহপ্রেমীদের নামাযে বাধা হয় না। সূরা আন নূর, ৩৭	অধ্যায় ৭ : এহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করা সূরা আল মায়দাহ ১, ৯৫, ৯৬
অধ্যায় ১০ : নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে সূরা আল আনকাবুত, ৪৫	অধ্যায় ৮ : হজ্জে তামাত্ত্ব সূরা আল বাকারা, ১৯৬
অধ্যায় ১১ : জুমার দিনে মাসজিদে যাওয়ার তাগিদ সূরা আল জুমুয়া, ৯	অধ্যায় ৯ : কোরবানীর জন্যে নির্ধারিত পট্ট বাঁধা পশু
অধ্যায় ১২ : লোক দেখানো নামাযীদের কঠোর শাস্তি সূরা আল মাউন, ৪-৬	

সূরা আল মায়েদা ৯৭, আল হাজ্জ ২৮	সূরা আল বাকারা, ২৩০
অধ্যায় ১০ : কোরবানীর পশুর নিখুঁত হওয়া	অধ্যায় ১১ : জ্বীকে তালাকের অধিকার দেয়া
সূরা আল হাজ্জ, ৩০-৩৩, ৩৬-৩৭	সূরা আল আহযাব, ২৮-২৯
অধ্যায় ১১ : হজ্জে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হলে ফিরে যাওয়া	অধ্যায় ১২ : যে তালাক থেকে ফিরে আসা যায় তার আলোচনা
সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৯৬	সূরা আল বাকারা, ২২৮
নারী ও পারিবারিক জীবন	অধ্যায় ১৩ : জ্বীর কাছে না যাওয়ার কসম
অধ্যায় ১ : পর্দার বিধান	সূরা আল বাকারা, ২২৬-২২৭
সূরা আন নূর, ২৭-৩১, ৫৮-৬০, আল আহযাব ৫৩-৫৫, ৫৯	অধ্যায় ১৪ : খোলা'র বিধান
অধ্যায় ২ : বিয়ের হুকুম	সূরা আল বাকারা, ২২৯
সূরা আন নেসা, ৩	অধ্যায় ১৫ : যেহারের হুকুম
অধ্যায় ৩ : যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম	সূরা আল মোজাদালাহ, ২-৪
সূরা আল বাকারা ২২১, আন নেসা ২৩-২৪	অধ্যায় ১৬ : স্বামী জ্বী একে অন্যের প্রতি ব্যাভিচারের অভিযোগ করলে তা মিমাংশার পদ্ধতি
অধ্যায় ৪ : বিয়ের ওলী (অভিভাবক)-এর বর্ণনা	সূরা আন নূর, ৬
সূরা আন নেসা, ২৫	অধ্যায় ১৭ : ইদতের বিধান
অধ্যায় ৫ : মোহরের বিধান	সূরা আল বাকারা, ২২৮
সূরা আল বাকারা ২৩৬-২৩৭, আন নেসা ২৪, আল কাসাস ২৭-২৮, আল আহযাব ৫০	অধ্যায় ১৮ : বিধবার ইদত
অধ্যায় ৬ : মুসলমানদের অবিবাহিত থাকা উচিৎ নয়	সূরা আল বাকারা, ২৩৪, ২৪০
সূরা আন নূর, ৩২	অধ্যায় ১৯ : স্বামীগমন হয়নি এমন মহিলাদের জন্যে কোনো ইদত নেই
অধ্যায় ৭ : একাধিক জ্বীর মাঝে ন্যায্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা	সূরা আল আহযাব, ৪৯
সূরা আন নেসা, ১২৯	অধ্যায় ২০ : অপ্রাপ্ত বয়স, বৃদ্ধা এবং গর্ভবতীদের ইদত
অধ্যায় ৮ : শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান ও তা ছাড়ানোর সময়	সূরা আত ত্বালাক, ৪
সূরা আল বাকারা ২৩৩, আল আহকাফ ১৫	অধ্যায় ২১ : তালাকপ্রাপ্তাদের খোরপোষ
অধ্যায় ৯ : তালাকের বিধান	সূরা আত ত্বালাক ৬-৭
সূরা আল বাকারা ২২৯, ২৩১, ২৩২	দন্ডবিধি
অধ্যায় ১০ : তিন তালাকের আলোচনা	অধ্যায় ১ : হত্যার শাস্তি
	সূরা আল মায়েদা, ৪৫
	অধ্যায় ২ : চোরের শাস্তি

সূরা আল মায়দা, ৩৮	অধ্যায় ৬ : গাযওয়ায়ে বনী কোরায়যা
অধ্যায় ৩ : সত্ত্বাসের শান্তি	সূরা আল আহযাব, ২৬-২৭
সূরা আল মায়দা, ৩৩	অধ্যায় ৭ : হোদায়বিয়ার সন্ধি এবং বাইয়াতে রেদওয়ান
অধ্যায় ৪ : ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর শান্তি	সূরা আল ফাতাহ, ১
সূরা আন নেসা ১৫-১৬, আন নূর ২-৪	অধ্যায় ৮ : মক্কা বিজয়
অর্থনীতি	সূরা আন নাহর, ১
অধ্যায় ১ : অহ্মিয়ত এবং উত্তরাধিকারের বিধান	অধ্যায় ৯ : গাওয়ায়ে হোনায়ন
সূরা আল বাকারা ১৮০-১৮২, ২৪০, আন নেসা ৭-৮, ১১-১২, ৩৩, ১৭৬, আল মায়দা ১০৬-১০৮, আল আনফাল ৭৫	সূরা আত তাওবা, ২৫-২৬
অধ্যায় ২ : ক্রয় বিক্রয়ের বিধি-বিধান	অধ্যায় ১০ : গাযওয়ায়ে তাবুক
সূরা আল বাকারা ১৯৮, ২৭৫, ২৮২-২৮৩, আন নেসা ২৯, আন নূর ৩৭, আল জুমুয়াহ, ১০, আল মোযযামেল ২০	সূরা আত তাওবা, ৪২-৫৯, ৮১-৮৩, ৯০-৯৬
অধ্যায় ৩ : সুদের বর্ণনা	অধ্যায় ১১ : গনীমতের মাল এবং ফাই-এর হুকুম
সূরা আল বাকারা ২৭৫, ২৭৮-২৮০, আন নেসা ১৬১	সূরা আল বাকারা ১৯০-১৯৪, ২১৭, আন নেসা ৭১, ৭৫-৭৬, ৮৯-৯১, ৯৪, আল আনফাল ১, ১২-১৩, ১৫-১৬, ৩৯, ৪১, ৪৫-৪৭, ৫৭-৫৮, ৬০-৬১, ৬৭-৬৯, ৭২-৭৩, আত তাওবা ১-৭, ১১-১২, ২৮-২৯, ৩৬-৩৭, ৪১, ৭৩-৭৪, আন নাহল ১২৬, আল হাজ্জ ৩৯-৪০, আল আহযাব ৬০-৬২, মোহাম্মদ ৪, আল হাশর ৫-১০, আল মোমতাহেনা ১০-১১
জেহাদ	অধ্যায় ১২ : বিশ্বাসঘাতক এবং দুশমনদের সাথে ব্যবহার
রসূল (স.)-এর স্বশরীরে অংশগ্রহণে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ	সূরা আল আনফাল, ৫৬-৫৮
অধ্যায় ১ : গাযওয়ায়ে বদর	অধ্যায় ১৩ : যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের সন্ধি প্রস্তাব
সূরা আলে ইমরান ১৩, আল আনফাল ৫-১৮, ৪১-৪৪, ৪৮	সূরা আল আনফাল, ৬০-৬৩
অধ্যায় ২ : গাযওয়ায়ে ওহুদ	অধ্যায় ১৪ : শত্রুর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন করা
সূরা আলে ইমরান, ১২১-১২৭, ১৪০-১৪৩, ১৫২-১৫৫, ১৬৫-১৭১	সূরা আত তাওবা, ১-৪
অধ্যায় ৩ : গাযওয়ায়ে বনী নযীর	অধ্যায় ১৫ : শত্রু নিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দেয়া
সূরা আল হাশর, ২-৬	সূরা আত তাওবা, আয়াত ৬
অধ্যায় ৪ : গাযওয়ায়ে বদরে ছোগরা	অধ্যায় ১৬ : ইসলাম গ্রহণে দুশমনকে বাধ্য না করা
সূরা আলে ইমরান, ১৭২-১৭৫	সূরা আল বাকারা, ২৫৬-২৫৭
অধ্যায় ৫ : গাযওয়ায়ে আহযাব	
সূরা আল আহযাব ৯-২৫	

অধ্যায় ১৭ : শত্রুর ওপর অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি না করা

সূরা আল বাকারা ১৯০-১৯৪

বান্দার হক

অধ্যায় ১ : পিতামাতা, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের হক

সূরা আল বাকারা ১৭৭, আন নেসা ৩৬, আন নাহল ৯০, বনী ইসরাঈল ২৩-২৫, ২৬, ২৮, মারইয়াম ১৪, ৫৫, ত্বোয়া-হা ১৩২, আন নূর ২২, আল আনকাবুত ৮, আর রোম ৩৮, লোকমান ১৪-১৫, আল আহযাব ৬, আল হুজুরাত ১০, আত তাহরীম ৬, আল বালাদ ১৫

অধ্যায় ২ : স্বামী-স্ত্রীর হক এবং পরম্পরিক সৌহার্দ্য

সূরা আল বাকারা ১৮৭, ২২৩, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, আন নেসা ৩-৪, ১৯-২১, ৩৪-৩৫, ১২৮-১৩০, আত তাগাবুন ১৪, আত ত্বালাক ৬-৭

অধ্যায় ৩ : চাকর, এতীম, মেসকীন এবং ভিক্ষুকদের হক

সূরা আল বাকারা, ৮৩, ১৭৭, ২২০, ২৬২-২৬৪, ২৭৩, ২৮০, আন নেসা ২-৬, ৫-৬, ২৫, ৩৬, ১২৭, বনী ইসরাঈল ৩৪, আন নূর ২২, ৩৩, আর রোম ৩৮, আল হাশর ৭, আল ফাজর ১৭-১৮, আল বালাদ ১৩-১৬, আদ দোহা ৯, আল মাউন ২-৩

অধ্যায় ৪ : মেহমানদের হক

সূরা আল কাহাফ, ৭৭

অধ্যায় ৫ : শত্রুর হক

সূরা আল মায়েদা, ৮, ৪১-৪২

অধ্যায় ৬ : আল্লাহভীতিই হচ্ছে সম্মানের মানদণ্ড

সূরা আল বাকারা ৬২, আল আনয়াম ৫২-৫৩, আন নাহল ৯৭, আল কাহফ ২৮, আল হুজুরাত ১৩, আবাসা ১-১২

আদব

অধ্যায় ১ : আল্লাহর নাম স্মরণের আদব

সূরা আল আনফাল, ২

অধ্যায় ২ : কোরআনের আদব

সূরা আল আ'রাফ ২০৪, আল আনফাল ২, আত তাওবা ১২৪

অধ্যায় ৩ : রসূল (স.)-এর মজলিসের আদব

সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১-৩

অধ্যায় ৪ : মাসজিদের আদব

সূরা আন নূর, ৩৬-৩৭

অধ্যায় ৫ : পিতামাতার আদব

সূরা লোকমান, ১৪-১৫

অধ্যায় ৬ : মুসলমান সমাজে নাগরিকদের মান ইয়যতের সংরক্ষণ

সূরা আল হুজুরাত, ১০-১২

অধ্যায় ৭ : সালামের আদব

সূরা আন নেসা, ৮৬

কোরআনের দোয়াসমূহ

অধ্যায় ১ : আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

সূরা আল ফাতেহা ৫, আল বাকারা, ১২৬, ১২৭-১২৯, ২০১, ২৮৫, ২৮৬, আলে ইমরান ৬, ৮, ২৬-২৭, ৫৩, ১৪৭, ১৯১-১৯৪, আল মায়েদা ১১৪, আল আ'রাফ ৮৯, ১২৬, ১৫১, ১৫৫-১৫৬, আত তাওবা ১২৯, ইউনুস ৮৫-৮৬, ৮৮, হুদ ৪১, ৪৭, ইউসুফ ১০১, ইবরাহীম ৪০-৪১, বনী ইসরাঈল ২৪, ৮০, আল কাহফ ১০, মারইয়াম ৪-৬, ত্বোয়া-হা ২৫-২৬, ১১৪, আল আশ্বিয়া ৮৩, ৮৭, ৮৯, ১১২, আল মোমেনুন ২৬, ২৯, ৯৩-৯৪, ৯৭-৯৮, ১০৯, ১১৮, আল ফোরকান ৬৫, ৭৪, আশ শোয়ারা ৮৩-৮৭, ১১৮, ১৬৯, আন নামল ১৯, ৪৪, ৫৯, আল কাসাস ১৬-১৭, ২১, ২৪, আল আনকাবুত ৩০, আস সাফফাত ১০০, সোয়াদ ৩৫, আল মোমেন ৭-৯, আল আহকাফ ১৫, আল কামার ১০, আল হাশর

১০, আল মোমতাহেনা ৪-৫, আত তাহরীম ৮, ১১, নূহ ২৪, ২৮, আল ফালাক ১-৫, আন নাস ১-৬

কোরআনের উপমাসমূহ

অধ্যায় ১ : আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ

সূরা আল বাকারা, ১৭১, ১৭-২০, ২৬১, ২৬৪-২৬৬, আলে ইমরান ৫৯, ১১৭, আল আ'রাফ ১৭৬, ইউনুস ২৪, হুদ ২৪, ইবরাহীম ১৮, ২৪-২৬, আন নাহল ৭৫-৭৬, ১১২, আল কাহফ ৩২-৪৩, ৪৫, আন নূর ৩৫, আল আনকাবুত ৪১, আর রোম ২৮, আঝ বুমার ২৯, আল হাদীদ ২০, আল জুমুয়া ৫, আত তাহরীম ১১-১২

হালাল হারাম

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত হালাল ও হারাম সমূহ

সূরা আল বাকারা, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, আল মায়েদা, ১, ৩, ৪-৫, ৮৭-৮৮, ৯০-৯২, ৯৬, ১০০, আল আনয়াম, ১১৯-১২০, ১২২, ১৪৬, আল আ'রাফ, ৩২-৩৩, আন নাহল, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭।

মোমেনের গুণাবলী

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত মোমেনের গুণাবলী

সূরা আল বাকারা, ৩-৫, ২০৬, আলে ইমরান, ২৮, আল আনফাল, আত তাওবা, ৭১-৭২, ১১২, ২-৪, আর রা'দ, ১৯-২৪, আল হাজ্জ, ৩৪-৩৫, আল মোমেনুন ১-১১, ৫৭-৬১, আল ফোরকান, ৬৩-৭৬, আল কাসাস ৫৩-৫৫।

মোনাফেকের পরিচয়

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত মোনাফেকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

সূরা আল বাকারা, ৮-১৬, ২০৪-২০৬, আলে ইমরান ২৩, ২৫, ১১৯, ১২০, আন নেসা ৪৪-৪৬, ৫১, ৬০-৬৬, ৭৭-৭৮, ৮১, ৮৮, ৯১, ৯৭, ১৩৮, ১৪৫, আল মায়েদা ৪১, ৫২, ৬১-৬৩, আনফাল ৫, ৬, ৪৯, তাওবা ৪২,

৪৩, ৪৭, ৪৮-৫৯, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭৪-৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪-৯৮, ১০১, ১০৭-১১০, ১২৪, ১২৭, নূর ৪৭-৫৩, আনকাবুত ২-৪, ১০, ১১, আহযাব ১২-২০, ২৪, ৬১, ৭৩, মোহাম্মদ ১৬, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ফাতাহ ৬, ১১-১৬, হুজুরাত ১৪, ১৬, ১৭, হাদীদ ১৩-১৬, মোজাদালা ৭-১২, ১৪-১৮, ১৯-২০, হাশর ১১-১৪, মোনাফেকুন ১-৮, মাউন ৪-৭

আল্লাহর পথে জেহাদ

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত জেহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতসমূহ

সূরা আল বাকারা, ২১৬, ইল ইমরান ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৫৪, ১৭৭, ২১৭, ২৪৪, ১৩, ১২১, ১২৮, ১৫১, ১৫৮, ১৬৫, ১৭২, আন নেসা ৭৪, ৭৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০২, আনফাল ৭-১৯, ৩৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, আত তাওবা ৫, ১২-১৬, ২৪-২৬, ২৯, ৩৫, ৩৮-৪২, ৭৩, ১২৩, হাজ্জ ৩৯, ৪১, ৭৮, ফোরকান ৫২, আনকাবুত ৬৯, আহযাব ২৫-২৭, মোহাম্মদ ৪, ২০, ফাতাহ ২৫, হুজুরাত ১৫, হাদীদ ১০, ১৯, মোমতাহেনা ১, ৮, ৯, সফ ৪, ১১, তাহরীম ৯, মোযাযামেল ২০

কোরআনের ঘটনাসমূহ

অধ্যায় ১ : হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এবং ইবলীসের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৩০-৩৯, ১০২, ১৬৮-১৬৯, ২৬৮, আলে ইমরান ৩৩, আন নেসা ১২০, আল আ'রাফ ১১-২২, ২৭, ১৮৯, আল আনফাল ৪৮, ইউসুফ ৫, ৪২, আল হেজর ১৭-১৮, ২৮-৪৪, আন নাহল ৬৩, বনী ইসরাঈল ৫৩, ৬১-৬৫, আল কাহফ ৫০-৫১, ত্বোয়া-হা ১১৫-১২৪, আল হাজ্জ ৩-৪, ৫২, আন নূর ২১, আল ফোরকান ২৯, আশ শোয়ারা ২১০-২১২, ২২১, ২২৩, সাবা ২০-২১, ফাতের ৬, আস সাফফাত ৭-১০, সোয়াদ ৭১-৭৪, হা-মীম আস সাজদা ২৫, ৩৬, আয যোখরুফ ৩৬-৩৭, মোহাম্মদ ২৫, আল মোজাদালা ১৯, আল হাশর ১৬-১৭, আন নাস ৪-৬

অধ্যায় ২ : আদম (আ.)-এর সন্তানদের ঘটনা

সূরা আল মায়েদা, ২৭-৩১

অধ্যায় ৩ : হযরত নূহ (আ.) এবং তার জাতির ঘটনা

সূরা আলে ইমরান ৩৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আ'রাফ ৫৯-৬৪, ইউনুস ৭১-৭৩, হুদ ২৫-৪৮, ইবরাহীম ৯-১৭, বনী ইসরাঈল ৩, আল আশিয়া ৭৬-৭৭, আল মোমেনুন ২৩-২৯, আল ফোরকান ৩৭, আশ শোয়ারা ১০৫-১২০, আল আনকাবুত ১৪-১৫, আস সাফফাত ৭৫-৮৩, আয যারিয়াত ৪৬, আন নাজম ৫২, আল কামার ৯-১৪, আল হাদীদ ২৬, আত তাহরীম ১০, আল হা-ক্বাহ ১১, নূহ ১-২৮

অধ্যায় ৪ : হযরত হুদ (আ.) এবং আদ জাতি

আল আ'রাফ ৬৫-৭২, হুদ ৫০, ইবরাহীম ৯-১৭, আল ফোরকান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১২৩-১৩৯, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মীম আস সাজদা ১৩-১৬, আল আহকাফ ২১-২৬, আয যারিয়াত ৪১-৪২, আন নাজম ৫০, আল ক্বামার ১৮-২০, আল হা-ক্বাহ ৪-৮, আল ফাজর ৬-১৩

অধ্যায় ৫ : হযরত সালেহ (আ.) এবং সামুদ জাতি

সূরা আল আ'রাফ ৭৩-৭৯, হুদ ৬১-৬৭, ইবরাহীম ৯-১৭, আল হেজর ৮০-৮৪, আল ফোরকান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১৪১-১৫৮, আন নামল ৪৫-৫৮, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মী-ম আস সাজদা ১৩-১৪, ১৭-১৮, আয যারিয়াত ৪৩-৪৫, আন নাজম ৫১, আল কামার ২৩-৩১, আল হা-ক্বাহ ৪-৫, আল ফাজর ৯-১৩, আশ শামস ১১-১৫

অধ্যায় ৬ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১২৪-১৩২, ১৩০-১৩৬, ২৫৮, ২৬০, আলে ইমরান ৬৫-৬৭, আন নেসা ১২৫, আল আনয়াম ৭৪-৯০, আত তাওবা ১১৪, হুদ ৬৯-৭৬, ইউসুফ ৬, ইবরাহীম ৩৫-৪১, আল হেজর ৫১-৬০, আন নাহল ১২০-১২৩, মারইয়াম ৪১-৪৯, আল আশিয়া ৫১-৫৩, আল হাজ্জ ২৬-২৭, আশ শোয়ারা, ৬৯-৮৭, আল আনকাবুত ১৬-২৭, ৩১-৩২, আস সাফফাত ৮৩-১০৬, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আয যোখরুফ ২৬-২৭, আয যারিয়াত ২৪-৩২, আল হাদীদ ২৬, আল মোমতাহেনা ৪

অধ্যায় ৭ : হযরত লুত (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আনয়াম ৮৬-৯০, আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হুদ ৭৪-৮৩, আল হেজর ৫৮-৭৭, আল আশিয়া ৭৪-৭৫, আশ শোয়ারা ১৬০-১৭৩, আন নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩০, ৩৩-৩৫, আস সাফফাত ১৩৩-১৩৮, আয যারিয়াত ৩২-৩৭, আল কামার ৩৩-৩৮, আত তাহরীম ১০

অধ্যায় ৮ : হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১২৫-১২৯, ১৩৩, আল আনয়াম ৮৬-৯০, মারইয়াম ৫৪-৫৫, আল আশিয়া ৮৫, আস সাফফাত ১০১-১০৭, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ৯ : হযরত ইসহাক (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১৩৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৬, আল আশিয়া ৭২-৭৩, আস সাফফাত ১১২-১১৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭

অধ্যায় ১০ : হযরত ইয়াকুব এবং ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১৩২, আলে ইমরান ৯৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৪-১০১, আল আশিয়া ৭২-৭৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আল মোমেন ৩৪

অধ্যায় ১১ : হযরত শোয়ায়ব (আ.), আসহাবে আইকা এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা

সূরা আল আ'রাফ ৮৫-৯৩, হুদ ৮৪-৯৫, আল হেজর ৭৮-৭৯, আশ শোয়ারা ১৭৬-১৮৯, আল আনকাবুত ৩৬-৩৭

অধ্যায় ১২ : হযরত মুসা (আ.), হারুন (আ.), বনী ইসরাঈল, ফেরআউন এবং হামানের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৪-৮৭, ৯২-৯৩, ১০৮, ১৩৬, ২৪৩-২৫১, আন নেসা ১৫৩-১৫৬, ১৬৪, আল মাদেদা ১২-১৩, ২০-২৫, ৩২, ৪৫, ৭০-৭১, ৭৮-৭৯, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯, আল আ'রাফ ১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১, আল আনফাল ৫৪, ইউনুস ৭৪-৯৩, হুদ ৯৬-৯৯, ১১০, ইবরাহীম ৫-৬, ৮, আন নাহল ১২৪, বনী

ইসরাঈল ২-৭, ১০১-১০৪, আল কাহফ ৬০-৮২, মারইয়াম ৫১-৫৩, ত্বোয়া-হা ৯-৯৮, আল আশ্বিয়া ৪৮-৪৯, আল মোমেনুন ৪৫-৪৯, আল ফোরকান ৩৫-৩৬, আশ শোয়ারা ১০-৬৬, আন নামল ৭-১৪, আল কাসাস ৩-৪৮, আল আনকাবুত ৩৯-৪০, আস সাজদা ২৩-২৪, আল আহযাব ৬৯, আস সাফফাত ১১৪-১২২, আল মোমেন ২৩-৪৫, আয যোখরুফ ৪৬-৫৬, আদ দোখান ১৭-৩৩, আল জাসিয়া ১৬-১৭, আয যারিয়াত ৩৮-৪০, আল কামার ৪১-৫৫, আস সাফ ৫, আল জুমুয়া ৫-৬, আত তাহরীম ১১, আল হাক্বাহ ৯-১০, আল মোযযাম্মেল ১৫-১৬, আন নাযেয়াত ১৫-২৫, আল ফাজর ১০-১৩

অধ্যায় ১৩ : কারুনের ঘটনা

সূরা আল কাসাস ৭৬-৮২, আল আনকাবুত ৩৯-৪০, আল মোমেন ২৩-২৪

অধ্যায় ১৪ : হযরত দাউদ এবং সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১০২, ২৫১, আন নেসা ১৬৩, আল মায়েদা ৭৮, আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আশ্বিয়া ৭৮-৮২, আন নামল ১৫-৪৪, সাবা ১০-১৪, সোয়াদ ১৭-২৬, ৩০-৪০

অধ্যায় ১৫ : হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা

আল আনয়াম ৮৬-৯০, ইউনুস ৯৮, আল আশ্বিয়া ৮৭-৮৮, আস সাফফাত ১৩৯-১৪৮, আল কালাম ৪৮-৫০

অধ্যায় ১৬ : হযরত ইদরীস (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আনয়াম ৮৫-৯০, মারইয়াম ৫৬-৫৭, আল আশ্বিয়া ৮৫, আস সাফফাত ১২৩-১৩২

অধ্যায় ১৭ : হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আশ্বিয়া ৮৩-৮৪, সোয়াদ ৪১-৪৪

অধ্যায় ১৮ : হযরত যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আলে ইমরান ৩৮-৪১, আল আনয়াম

৮৫-৯০, মারইয়াম ৬-১৫, আল আশ্বিয়া ৮৯-৯০

অধ্যায় ১৯ : হযরত আল-ইয়াসা'য়া (আ.)-এর ঘটনা

আল আনয়াম, ৮৬-৯০, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ২০ : হযরত যুল কেফল (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল আশ্বিয়া ৮৫, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ২১ : হযরত ওযায়র (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ২৫৯, আত তাওবা ৩০

অধ্যায় ২২ : হযরত ঈসা (আ.) এবং মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৮৭, ১৩৬, আলে ইমরান ৩৫-৩৭, ৪২-৫৯, আন নেসা ১৫৬-১৫৯, ১৭১, আল মায়েদা ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০-১১৮, আল আনয়াম ৮৫-৯০, আত তাওবা ৩০, মারইয়াম ১৬-৩১, আল আশ্বিয়া ৯১, আল মোমেনুন ৫০, আয যোখরুফ ৫৯-৬১, আল হাদীদ ২৭, আস সাফ ৬, ১৪, আত তাহরীম ১২

অধ্যায় ২৩ : হযরত লোকমান (আ.)-এর ঘটনা

সূরা লোকমান ১২-১৯

অধ্যায় ২৪ : যুলকারনায়নের ঘটনা

সূরা আল কাহফ ৮৩-৯৮

অধ্যায় ২৫ : কাওমে সাবার ঘটনা

সূরা আন নামল ২০-৪৪, সাবা ১৫-২১

অধ্যায় ২৬ : আসহাবুল উখদুদ-এর ঘটনা

সূরা আল বুরুজ, আয়াত ৪-১১

অধ্যায় ২৭ : আসহাবে কাহাফ এবং রকীম-এর ঘটনা

সূরা আল কাহফ ৯-২২, ২৫

অধ্যায় ২৮ : হারুত এবং মারুতের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১০২

অধ্যায় ২৯ : আসহাবুর রাহ্-এর ঘটনা

সূরা আল ফোরকান ৩৮-৩৯, ক্বাফ ১২-১৪

অধ্যায় ৩০ : আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

সূরা আল ফীল ১-৫ □

কোরআন শরীফ
সূচীপত্র ও নুয়ুলের ধারাবাহিকতা

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	নামিঃ ক্রঃ নং	ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	নামিঃ ক্রঃ নং
০১.	সূরা আল ফাতেহা	২	৪৮	২৯.	সূরা আল আনকাবুত	৪৫৯	৮১
০২.	সূরা আল বাকারা	২	৯১	৩০.	সূরা আর রোম	৪৬৮	৭৪
০৩.	সূরা আ'লে ইমরান	৫৩	৯৭	৩১.	সূরা লোকমান	৪৭৫	৮২
০৪.	সূরা আন নেসা	৮৪	১০০	৩২.	সূরা আস সাজদা	৪৮০	৭০
০৫.	সূরা আল মায়দা	১১৬	১১৪	৩৩.	সূরা আল আহযাব	৪৮৪	১০৩
০৬.	সূরা আল আনয়াম	১৩৯	৮৯	৩৪.	সূরা সাবা	৪৯৫	৮৫
০৭.	সূরা আল আ'রাফ	১৬৪	৮৭	৩৫.	সূরা ফাতের	৫০৩	৮৬
০৮.	সূরা আল আনফাল	১৯৩	৯৫	৩৬.	সূরা ইয়াসিন	৫১০	৬০
০৯.	সূরা আত তাওবা	২০৪	১১৩	৩৭.	সূরা আছ ছাফফাত	৫১৮	৫০
১০.	সূরা ইউনুস	২২৭	৮৪	৩৮.	সূরা ছোয়াদ	৫২৯	৫৯
১১.	সূরা হুদ	২৪২	৭৫	৩৯.	সূরা আব্বা বুমার	৫৩৬	৮০
১২.	সূরা ইউসুফ	২৫৯	৭৭	৪০.	সূরা আল মোমেন	৫৪৬	৭৮
১৩.	সূরা আর রা'দ	২৭৫	৯০	৪১.	সূরা হা-মীম আস সাজদা	৫৫৭	৭১
১৪.	সূরা ইবরাহীম	২৮৩	৭৬	৪২.	সূরা আশ শূ-রা	৫৬৪	৮৩
১৫.	সূরা আল হেজ্র	২৯০	৫৭	৪৩.	সূরা আয যোখরুফ	৫৭১	৬১
১৬.	সূরা আন নাহল	২৯৮	৭৩	৪৪.	সূরা আদ দোখান	৫৮০	৫৩
১৭.	সূরা বনী ইসরাঈল	৩১৫	৬৭	৪৫.	সূরা আল জাছিয়া	৫৮৪	৭২
১৮.	সূরা আল কাহ্ফ	৩২৯	৬৯	৪৬.	সূরা আল আহকাফ	৫৮৯	৮৮
১৯.	সূরা মারইয়াম	৩৪৫	৫৮	৪৭.	সূরা মোহাম্মদ	৫৯৪	৯৮
২০.	সূরা ত্বাহা	৩৫৪	৫৫	৪৮.	সূরা আল ফাতাহ	৫৯৯	১০৮
২১.	সূরা আল আশ্বিয়া	৩৬৭	৬৫	৪৯.	সূরা আল হুজুরাত	৬০৪	১১২
২২.	সূরা আল হাজ্জ	৩৭৯	১০৭	৫০.	সূরা ক্বাফ	৬০৭	৫৪
২৩.	সূরা আল মোমেনুন	৩৯১	৬৪	৫১.	সূরা আয যারিয়াত	৬১১	৩৯
২৪.	সূরা আন নূর	৪০১	১০৫	৫২.	সূরা আত তূর	৬১৫	৪০
২৫.	সূরা আল ফোরকান	৪১২	৬৬	৫৩.	সূরা আন নাজম	৬১৯	২৮
২৬.	সূরা আশ শোয়ারা	৪২০	৫৬	৫৪.	সূরা আল ক্বামার	৬২৩	৪৯
২৭.	সূরা আন নামল	৪৩৬	৬৮	৫৫.	সূরা আর রাহমান	৬২৭	৪৩
২৮.	সূরা আল কাছাছ	৪৪৬	৭৯	৫৬.	সূরা আল ওয়াক্কেয়া	৬৩২	৪১

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	নামিঃ ক্রঃ নং	ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা	নামিঃ ক্রঃ নং
৫৭.	সূরা আল হাদীদ	৬৩৭	৯৯	৮৭.	সূরা আল আ'লা	৭১৪	১৯
৫৮.	সূরা আল মোজাদালাহ	৬৪৩	১০৬	৮৮.	সূরা আল গাশিয়াহ	৭১৫	৩৪
৫৯.	সূরা আল হাশর	৬৪৭	১০২	৮৯.	সূরা আল ফজর	৭১৬	৩৫
৬০.	সূরা আল মোমতাহেনা	৬৫১	১১০	৯০.	সূরা আল বালাদ	৭১৮	১১
৬১.	সূরা আস সাফ	৬৫৪	৯৮	৯১.	সূরা আশ শামস	৭১৯	১৬
৬২.	সূরা আল জুমুয়াহ	৬৫৬	৯৪	৯২.	সূরা আল লায়ল	৭২০	১০
৬৩.	সূরা আল মোনাফেকুন	৬৫৮	১০৪	৯৩.	সূরা আদ দোহা	৭২১	১৩
৬৪.	সূরা আত তাগাবুন	৬৫৯	৯৩	৯৪.	সূরা আল এনশেরাহ	৭২২	১২
৬৫.	সূরা আত তালাক্ব	৬৬২	১০১	৯৫.	সূরা আত তীন	৭২২	২০
৬৬.	সূরা আত তাহরীম	৬৬৪	১০৯	৯৬.	সূরা আল আলাক্ব	৭২৩	১
৬৭.	সূরা আল মুলক	৬৬৭	৬৩	৯৭.	সূরা আল ক্বদর	৭২৪	১৪
৬৮.	সূরা আল ক্বালাম	৬৭০	১৮	৯৮.	সূরা আল বাইয়েয়নাহ	৭২৪	৯২
৬৯.	সূরা আল হাক্বাহ	৬৭৪	৩৮	৯৯.	সূরা আয য়েলযাল	৭২৫	২৫
৭০.	সূরা আল মায়ারেজ	৬৭৭	৪২	১০০.	সূরা আল আদিয়াত	৭২৬	৩০
৭১.	সূরা নূহ	৬৮০	৫১	১০১.	সূরা আল ক্বারিয়াহ	৭২৬	২৪
৭২.	সূরা আল জ্বিন	৬৮৩	৬২	১০২.	সূরা আত তাকাসুর	৭২৭	৮
৭৩.	সূরা আল মোযাশ্মেল	৬৮৫	২৩	১০৩.	সূরা আল আসর	৭২৭	২১
৭৪.	সূরা আল মোদাসসের	৬৮৭	২	১০৪.	সূরা আল হুমাযাহ	৭২৮	৬
৭৫.	সূরা আল ক্বুয়ামাহ	৬৯১	৩৬	১০৫.	সূরা আল ফীল	৭২৮	৯
৭৬.	সূরা আদ দাহর	৬৯৩	৫২	১০৬.	সূরা কোরায়শ	৭২৮	৪
৭৭.	সূরা আল মোরসালাত	৬৯৬	৩২	১০৭.	সূরা আল মাউন	৭২৯	৭
৭৮.	সূরা আন নাবা	৬৯৯	৩৩	১০৮.	সূরা আল কাওসার	৭২৯	৫
৭৯.	সূরা আন নাযোয়াত	৭০১	৩১	১০৯.	সূরা আল কাফেরুন	৭২৯	৪৫
৮০.	সূরা আবাসা	৭০৩	১৭	১১০.	সূরা আন নাসর	৭৩০	১১১
৮১.	সূরা আত তাকওয়ীর	৭০৬	২৭	১১১.	সূরা লাহাব	৭৩০	৩
৮২.	সূরা আল এনফেতার	৭০৭	২৯	১১২.	সূরা আল এখলাস	৭৩০	৪৪
৮৩.	সূরা মোতাফ্ফেফীন	৭০৮	৩৭	১১৩.	সূরা আল ফালাক্ব	৭৩১	৪৬
৮৪.	সূরা আল এনশেক্বাক	৭১০	২৬	১১৪.	সূরা আন নাস	৭৩১	৪৭
৮৫.	সূরা আল বুরুজ	৭১২	২২				
৮৬.	সূরা আত তারেক	৭১৩	১৫				



Bismillah

১-আমি সন্তান করে
দেখা করতে পারবে
নিঃসন্দেহ।

২-আমি এ
কালে সমস্ত
বিশ্বকে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

আয়াত ৭
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল ফাতেহা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে- তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②

৩. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান,

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③

৪. তিনি বিচার দিনের মালিক।

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④

৫. (হে প্রভু,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤

৬. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥

৭. তাদের পথ- যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছে, তাদের (পথ) নয়- যাদের ওপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

আয়াত ২৮৬
রুকু ৪০بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল বাকার
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম।

الرَّ ①

২. (এই) সেই (মহা) গ্রন্থ (আল কোরআন), তাতে (কোনো) সন্দেহ নেই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে (এই কিতাব কেবল) তাদের জন্যেই পথপ্রদর্শক,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ②

৩. যারা গায়বের ওপর ঈমান আনে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ③

৪. যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে- (ঈমান আনে) তোমার আগে (অন্য নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ④

৫. (সত্যিকার অর্থে) এ লোকগুলোই তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম,

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤

৬. যারা (এ বিষয়গুলোকে) নিশ্চিত অস্বীকার করে, তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো আর না করো, (কার্যত) উভয়টাই তাদের জন্যে সমান (কথা), এরা (কখনো) ঈমান আনবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

৭. (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ তায়ালা তাদের মন ও শোনার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, এদের দেখার ওপরও আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্যে (পরকালের) কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

خَسِرَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

৮. মানুষদের মাঝে কিছু (লোক এমনও) আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি, (অথচ) এরা (কিছু মোটেই) ঈমানদার নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

৯. (ঈমানের কথা বলে) এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করছে, (মূলত এ কাজের মাধ্যমে) তারা অন্য কাউকে নয়, নিজে দেরই ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, (যদিও এ ব্যাপারে) তাদের কোনো চৈতন্য নেই।

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

১০. এদের মনের ভেতর রয়েছে (এক ধরনের মারাত্মক) ব্যাধি, (প্রতারণার কারণে) অতপর আল্লাহ তায়ালা (এদের সে) ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব, কেননা তারা মিথ্যা বলছিলো।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٢﴾

১১. তাদের যখন বলা হয়, তোমরা (এই শাস্তিপূর্ণ) যমীনে অশান্তি (ও বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, না, আমরাই তো হচ্ছি বরং সংশোধনকারী।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٣﴾

১২. জেনে রেখো এরাই হচ্ছে আসল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা (বিষয়টা) বুঝে না।

إِلَّا أَنْهَرُ هُمُ الْفَاسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٤﴾

১৩. তাদের যখন বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমনিভাবে ঈমান আনো, (তখন) তারা বলে (হে নবী, তুমি কি চাও), আমরাও নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনি? জেনে রেখো, (আসল) নির্বোধ তো হচ্ছে এরা নিজেরাই, যদিও তারা (এ কথাটা) জানে না!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا أَنْهَرُ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

১৪. (মোনাফেকদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আবার) যখন একাকী তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি, (ঈমানের কথা বলে ওদের সাথে) আমরা ঠাট্টা করছিলাম মাত্র!

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٦﴾

১৫. (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, তারা তাদের বিদ্রোহে উদ্ভাস্তের ন্যায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْلَأُ قُلُوبَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿١٧﴾

১৬. এরা (জেনে বুঝে) হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনি নিয়েছে, তাদের এ ব্যবসাটা (কিন্তু) মোটেই লাভজনক হয়নি এবং এরা সঠিক পথের অনুসারীও নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا
رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

১৭. এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে) আশুন জ্বালাতে চাইলো, যখন তা তার গোটা পরিবেশটাকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তায়ালা তাদের (কাছ থেকে) আলোটুকু ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের তিনি (এমন) অন্ধকারে ফেলে রাখলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿١٧﴾

১৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা (কানেও) শোনে না, (চোখেও) দেখে না, (মুখ দিয়ে) কথাও বলতে পারে না, এরা (সঠিক পথের দিকেও) ফিরে আসবে না।

صَرُّوا كَمِمْي فَمَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

১৯. অথবা (এদের উদাহরণ হচ্ছে), আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে অন্ধকার, মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। বিদ্যুতের গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এরা নিজেদের কানে নিজেদের আংগুল ঢুকিয়ে রাখে, আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) কাফেরদের (সকল দিক থেকেই) ঘিরে রেখেছেন।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

২০. মনে হয় এখনই বিদ্যুত এদের চোখকে নিশ্চল করে দেবে; (এ অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা যখন এদের জন্যে একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা তার মধ্যে চলতে থাকে, আবার যখন তিনি তাদের ওপর অন্ধকার চাপিয়ে দেন তখন এরা (একটু থমকে) দাঁড়ায়; অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের শোনার ও দেখার (ক্ষমতা) ছিনিয়ে নিতে পারতেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রব-এর এবাদাত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিলো তাদের (সবাইকে) পয়দা করেছেন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

২২. (তিনিই সেই মহান রব), যিনি যমীনকে তোমাদের জন্যে শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি পাঠালেন, তা দিয়ে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতপর তোমরা জেনে বুঝে (এ সব কাজে কাউকে) আল্লাহ তায়ালা সমকক্ষ বানিয়ে না।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমরা কোনো সন্দেহে থাকো তাহলে যাও- তার মতো (করে) একটি সূরা তোমরা (রচনা করে) নিয়ে এসো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব রয়েছে (প্রয়োজনে) তাদেরও ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. আর তোমরা যদি তা না করতে পারো এবং (এটা জানা কথাই যে) তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না, তাহলে তোমরা (জাহান্নামের) সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, এটা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. যারা (এ কিতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী) তাদের তুমি সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে এমন এক জান্নাত যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে; যখন তাদের (জান্নাতের) কোনো একটি ফল দেয়া হবে তখন তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত) এ ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلًّا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতে ওপরে যা কিছু আছে তার উদাহরণ দিতেও লজ্জা বোধ করেন না; যারা (আল্লাহর কথায়) বিশ্বাস স্থাপন করে তারা জানে, এ সত্য তাদের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে, আর যারা (আগেই) সত্য অস্বীকার করেছে তারা (একে না মানার অজুহাত দিতে গিয়ে) বলে, আল্লাহ তায়ালা এ উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চান? (আসলে) একই (জিনিস) দিয়ে অনেক লোককে তিনি গোমরাহ করলেও বহু লোককে তিনি (আবার) এ দিয়ে হেদায়াতের পথও দেখান, আর কতিপয় পাপাচারী ব্যক্তি ছাড়া তা দিয়ে অন্য কাউকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَبْعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তা ভংগ করে, (ব্যক্তি ও সমাজে) আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্কে মযবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি) যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে; এরাই হচ্ছে (আসল) ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তোমরা আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতপর তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান করবেন এবং তোমাদের (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্যে তৈরী করেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেগুলোকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

৩
ককু

৩০. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) খলীফা বানাতে চাই; তারা বললো, তুমি কি সেখানে এমন কাউকে (খলীফা) বানাতে চাও যে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে) এরা রক্তপাত করবে, আমরাই তো তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ পড়ছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. আল্লাহ তায়ালা (অতপর) আদমকে (প্রয়োজনীয়) সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনি সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, তোমরা যদি (তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমরা আমাকে এ নামগুলো বলো তো?

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

৩২. ফেরেশতারা বললো (হে আল্লাহ), তুমি পবিত্র, আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই— যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছো; তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কুশলী।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

৩৩. আল্লাহ তায়ালা (এবার) আদমকে বললেন, তুমি তাদের কাছে তাদের নামগুলো বলে দাও, অতপর আদম তাদের (সামনে) তাদের নামগুলো যখন বলে দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় ‘গায়ব’ (সম্পর্কে) জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো আমি তাও জানি।

قَالَ يٰٓآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَ هُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমের জন্যে সাজদা করো, অতপর তারা (আল্লাহর আদেশে) সাজদা করলো— শুধু ইবলীস ছাড়া; সে সাজদা করতে অস্বীকার করলো, সে অহংকার করলো এবং সে না-ফরমানদের দলে शामिल হয়ে গেলো।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدْ وَإِذَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আমি বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী (পরম সুখে) এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এখান থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আহার করো, তোমরা এ গাছটির কাছেও যেও না, গেলে তোমরা (দু’জনই) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে।

وَقُلْنَا يٰٓآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতপর শয়তান সেখান থেকে তাদের উভয়ের পদস্থলন ঘটালো, তারা উভয়ে (বেহেশতের) যেখানে ছিলো সেখান থেকে সে তাদের বের করেই ছাড়লো, আমি তাদের বললাম, তোমরা একজন আরেক জনের দূশমন হিসেবে এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমাদের (পরবর্তী) বাসস্থান (হচ্ছে) পৃথিবী, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্যে জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ থাকবে।

فَازْلَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. অতপর আদম তার মালিকের কাছ থেকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালার তার ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অবশ্যই তিনি বড়ো মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৮. আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও, তবে (যেখানে যাবে, সেখানে) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অবশ্যই হেদায়াত আসবে, অতপর যে আমার হেদায়াত মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো প্রকার উৎকণ্ঠিতও হতে হবে না।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা (সে হেদায়াত) অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমাদের ওপর আমি যেসব নেয়ামত দিয়েছি তোমরা সেগুলো স্মরণ করো, আমার (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি তোমরা পূর্ণ করো, আমিও (এর বিনিময়ে) তোমাদের (দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

يٰۤبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَآيَايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

৪১. আমি (মোহাম্মদের কাছে) যা নাযিল করেছি, তোমরা এর ওপর ঈমান আনো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা তার সত্যায়নকারী, তোমরা কিছুতেই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং সামান্য মূল্যে আমার আয়াতসমূহকে বিক্রি করো না, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾

৪২. তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যের (গায়ে) পোশাক পরিয়ে দিয়েো না এবং জেনে বুঝে সত্য লুকিয়েও রেখেো না।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তোমরা কি মানুষদের ভালো কাজের আদেশ করো এবং (বাস্তবায়নের সময়) নিজেদের (কথা) ভুলে যাও, অথচ তোমরা সবাই কিতাব পড়ো; কিন্তু (কিতাবের এ কথাটি) তোমরা কি বুঝো না?

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও; (নিষ্ঠার সাথে) নামায প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই) কঠিন কাজ, কিন্তু যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের কথা আলাদা,

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. (তাদের কথাও আলাদা) যারা জানে একদিন তাদের সবাইকে তাদের মালিকের সামনাসামনি হতে হবে এবং তাদের (সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَأْتُونَ الْبَيْتَ رُجُوعًا ﴿٤٦﴾

৪৭. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করেছি, (নেয়ামত হিসেবে) আমি অবশ্যই তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি।

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো যেদিন একজন আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেক জনের (পক্ষ) কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, (মুক্তির জন্যে) কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না- না তাদের (সেদিন কোনো) সাহায্য করা হবে!

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা নিকষ্ট ধরনের শাস্তি দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণা দিতো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদের (তারা) জীবিত রেখে দিতো; তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্যে বড়ো একটা পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَ كُفْرٍ وَيَسْتَكْبِحُونَ نِسَاءَ كُفْرٍ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম, অতপর আমি তোমাদের (সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর (তা তো) তোমরা (নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করছিলে!

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (স্মরণ করো,) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ কাজের জন্যে) চল্লিশ রাত সময় নির্ধারণ করে দিলাম, তারপর তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করে নিলে, (আসলে) তোমরা (ছিলে বড়োই) যালেম!

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

৫২. এরপর আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি মূসাকে কিতাব ও (ন্যায় অন্যায়ের) পরখকারী- (মানদণ্ড) দান করেছি, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা হেদায়াতের পথে চলতে পারো।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. (আরো স্মরণ করো,) মুসা যখন তার নিজ লোকদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা (আমার অবর্তমানে) বাছুরকে মাদুদ হিসেবে গ্রহণ করে অবশ্যই নিজেদের ওপর (বড়ো রকমের) যুলুম করেছে, এ জন্যে অবিলম্বে তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাওবা করো এবং তোমাদের নিজেদের (শেরেকে অভিশপ্ত) নফসসমূহকে হত্যা করো, এর মাঝেই সৃষ্টিকর্তার কাছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنِّ كُنتُمْ ظَالِمِينَ
أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ
بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٨﴾

৫৫. তোমরা যখন বলেছিলে, হে মুসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (সম এক গযব) তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে!

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ
نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ﴿٥٩﴾

৫৬. অতপর তোমাদের (এই) মৃত্যুর পর আমি তোমাদের পুনরায় জীবন দান করলাম, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করেছিলাম, ‘মান্’ এবং ‘সালওয়া’ (নামক খাবারও) আমি তোমাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম; (আমি বলেছিলাম,) সেসব পবিত্র খাবার তোমরা খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, (নেয়ামত অবজ্ঞা করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, (বরং এর দ্বারা) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ
وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوهُ مِن طَيْبِ مَآرَزٍ قَدْ كُنَّا
ظُلُمُونَ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦١﴾

৫৮. (স্মরণ করো,) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে ঢুকে পড়ো এবং তোমরা তার যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো, (দম্ভ সহকারে প্রবেশ না করে) মাথানত করে ঢোকো, তোমরা ক্ষমার কথা বলবে, আমিও তোমাদের ভুল ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেবো। যারা ভালো কাজ করে আমি তাদের (পাওনার অংক) বাড়িয়ে দেই।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سَجْدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٢﴾

৫৯. (সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও) অতপর যালেমরা এমন কিছু ব্যাপার রদবদল করে ফেললো, যা না করার জন্যেই তাদের বলা হয়েছিলো, যারা যুলুম করলো তাদের ওপর আমি আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম, (মূলত) এটা ছিলো তাদের গুনাহর ফল।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٣﴾

৬০. (স্মরণ করো,) যখন মুসা (আমার কাছে) তার জাতির লোকদের জন্যে পানি চাইলো, আমি (তাকে) বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে তুমি (এই) পাথরে আঘাত করো, (আঘাত করা মাত্রই) তা থেকে বারোটি (পানির) নহর উৎপন্ন হয়ে গেলো;

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ نَبِئًا

প্রত্যেক গোত্রই নিজেদের (পানি পানের) ঘাট চিনে নিলো; (আমি বললাম,) আল্লাহর দেয়া রেযেক থেকে তোমরা পানাহার করো, তবে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا
وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٩٠﴾

৬১. (স্মরণ করো,) তোমরা যখন বলেছিলে, হে মুসা, (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর) ধৈর্য ধরতে পারছি না, তুমি তোমার মালিকের কাছে বলো তিনি যেন আমাদের জন্যে কিছু ভূমিজাত দ্রব্য- তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, ভুট্টা, ডালের ব্যবস্থা করেন যা ভূমি উৎপাদন করে, সে বললো, তোমরা কি (আল্লাহর পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা অন্য কোনো শহরে সরে পড়ো, যেখানে তোমাদের এসব জিনিস- যা তোমরা চাইবে, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে, (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করার ফলে) অপমান ও দারিদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো; আল্লাহর গণ্য দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়ে গেলো, এটা এ কারণে (যে), এরা (ক্রমাগত) আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকলো, আর এসব কিছু এজন্যই ছিলো, এরা না-ফরমানী ও সীমালংঘন করছিলো!

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا
قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي
هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَوَبَّأَوْ
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٩١﴾

৬২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা ছিলো ইহুদী খৃষ্টান এবং ‘সাবী’- এদের (সবার মাঝে) যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, ঈমান আনবে পরকালের ওপর এবং নেক কাজ করবে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার থাকবে এবং এসব লোকের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
وَالصَّبِيَّانَ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩٢﴾

৬৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের (কাছ থেকে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে আমি তোমাদের ওপর তুলে ধরে (বলে) ছিলাম; যে কিতাব তোমাদের আমি দান করেছি তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রেখো, আশা করা যায় তোমরা (শয়তান থেকে) বাঁচতে পারবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٣﴾

৬৪. অতপর তোমরা এ ঘটনার পর (ওয়াদা) থেকে ফিরে গেলে, (আসলে) আল্লাহর অনুদান ও রহমত যদি তোমাদের ওপর না থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে!

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٤﴾

৬৫. তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারে (আল্লাহর আদেশের) সীমা লংঘন করেছে, অতপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই) বলেছি, যাও- (এবার) তোমরা সবাই অপমানিত বানর (-এ পরিণত) হয়ে যাও।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا أَغْتَدَّوا مِنْكُمْ فِي
السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٩٥﴾

৬৬. একে আমি সেসব মানুষদের- যারা তখন সেখানে (মজুদ) ছিলো- আরো যারা পরে আসবে, তাদের (সবার) জন্যেই একে আমি দৃষ্টান্তমূলক (ঘটনা) বানিয়ে দিয়েছি, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যেও এটি (ছিলো) একটি উপদেশ।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْبَآئِنِ يَدِيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۶۬

৬৭. (স্মরণ করো,) যখন মুসা তার জাতিকে বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তার নামে) একটি গাভী যবাই করার আদেশ দিচ্ছেন; তারা বললো (হে মুসা, একথা বলে), তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো? সে বললো, আমি (তামাশা করে) জাহেলদের দলে शामिल হওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালায় কাছে পানাহ চাই!

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن
تَذَبَحُوا بَقْرَةً ۚ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۝۶ۭ

৬৮. তারা বললো, তুমি তোমার রবকে বলে, আমাদের তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে বলে দেন- সে (জন্তু)টি কেমন (হবে)? সে বললো, অবশ্যই তা হবে এমন- যা বৃদ্ধ হবে না, আবার (একবারে) বাচ্চাও হবে না; (বরং তা হবে) এর মাঝামাঝি বয়সের, (যাও, এখন) যা কিছু তোমাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে- তাই করো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بِكْرَ
عَوَّانَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝۬

৬৯. তারা (মুসাকে) বললো, তুমি তোমার রবকে জিজ্ঞেস করে নাও, তিনি আমাদের যেন বলে দেন তার রংটা কেমন হবে? সে বললো, তা হবে হলুদ রংয়ের, তার রং এতো আকর্ষণীয় হবে যে, যারা তার দিকে তাকাবে তা তাদেরই পরিতৃপ্ত করবে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ ۚ فَاقْعَ لَوْنُهَا
تَسْرَ النَّظْرَيْنِ ۝ۭ

৭০. তারা বললো (হে মুসা), তুমি তোমার মালিককে (আবার) জিজ্ঞেস করে নাও, (আসলে) তা কি ধরনের (গাভী) হবে, আমাদের কাছে (তো সব) গাভী দেখতে একই ধরনের মনে হয়; আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এবার) অবশ্যই আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ
إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
لَمُهْتَدُونَ ۝

৭১. সে বললো, (আল্লাহ তায়ালায় ঈঙ্গিত) সে (গাভী) হবে এমন যে, সেটি কোনো চাষাবাদের কাজ করে না, যমীনে পানি সেচের কাজও করে না, সম্পূর্ণ নিখুঁত ও ক্রটিমুক্ত, (একথা শুনে) তারা বললো, এতোক্ষণে তুমি (আমাদের সামনে) সত্য কথাটা নিয়ে এসেছো! অতপর তারা তা-ই যবাই করলো, যদিও (ইতিপূর্বে) মনে হয়নি, তারা এ কাজটি আদৌ করতে চায়।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ
فِيهَا ۚ قَالُوا آلَتِنِ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছিলে, অতপর সে ব্যাপারে তোমরা একে অপরের ওপর (হত্যার) অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করলে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়টিই (মানুষের সামনে) বের করে আনতে চাইলেন, যা তোমরা লুকোবার চেষ্টা করছিলে।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ
مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

৭৩. (হত্যাকারীকে খোঁজার জন্যে) আমি তোমাদের বললাম, (যবাই করা) সেই (গাভীর শরীরের) একাংশ দিয়ে তোমরা একে (মৃদু) আঘাত করো, এভাবেই

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا ۚ كُنْ لَكَ

আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন এবং (এ ঘটনা দ্বারা) তিনি তোমাদের কাছে তাঁর নিদর্শনসমূহ তুলে ধরেন, আশা করা গিয়েছিলো তোমরা (সত্য) অনুধাবন করবে।

يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٩٥﴾

৭৪. অতপর তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেলো, (এমন কঠিন) যেন তা (শক্ত) পাথর, (বরং মাঝে মাঝে মনে হয়) পাথরের চেয়েও বেশী কঠিন; (কেননা) কিছু পাথর এমন আছে যা থেকে ঝর্ণাধারা নির্গত হয়, আবার কোনো কোনো সময় তা বিদীর্ণ হয়ে ফেটেও যায় এবং তা থেকে পানিও বেরিয়ে আসে, (অবশ্য) এর মধ্য থেকে (এমন কিছু পাথর আছে) যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে; আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

৭৫. তোমরা কি এরপরও এই আশা পোষণ করো যে, এরা তোমাদের জন্যে ঈমান আনবে? এদের একাংশ তো (যুগ যুগ ধরে) আল্লাহর কিতাব শুনে আসছে, অতপর তারা তাকে বিকৃত করছে, তাও করেছে তাকে ভালো করে বুঝার পর, অথচ তারা ভালো করেই জানে (যে, তারা কি করছে)।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا الْكُفْرَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَلْعَنُ فَوْقَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৭৬. এরা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু এরা যখন গোপনে একে অপরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি মুসলমানদের কাছে সেসব কথা প্রকাশ করে দাও যা আল্লাহ তায়ালা (মোহাম্মদের নবুওত সম্পর্কে আগেই তাওরাতের) তোমাদের ওপর ব্যক্ত করে দিয়েছেন; (খবরদার, তোমরা এমনটি কখনো করো না), তাহলে তারা (একদিন) তোমাদের প্রভুর সামনে এটা দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করবে, তোমরা কি বুঝতে পাচ্ছে না?

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحْكِمُؤُنْهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٩٦﴾

৭৭. (কিন্তু) এরা কি জানে না যে, (আল্লাহর কিতাবের) যা কিছু এরা গোপন করে (আবার নিজেদের স্বার্থে তারা) যা প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٩٧﴾

৭৮. এদের মধ্যে আছে কিছু নিরক্ষর, যারা (আল্লাহর) কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, (আল্লাহর কিতাব এদের কাছে) নিছক মিথ্যা আকাংখা (সর্বস্ব পুস্তক) মাত্র, এরা শুধু অমূলক ধারণাই করে থাকে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٩٨﴾

৭৯. সে সব লোকের জন্যে ধ্বংস (অনিবার্য), যারা নিজে দের হাত দিয়ে কিতাব লেখে, তারপর বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে (আসা শরীয়তের বিধান, উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তারা যেন তা দিয়ে সামান্য কিছু (স্বার্থ) কিনে নিতে পারে; তাদের হাত যা কিছু রচনা করেছে তার জন্যে তাদের ধ্বংস ও দুর্ভোগ, যা কিছু তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের দুর্ভোগ।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٩٩﴾

৮০. এরা বলে, জাহান্নামের আগুন কখনোই আমাদের স্পর্শ করবে না, (করলেও-) তা হবে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের (জন্যে) মাত্র, (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছো? আল্লাহ তায়ালা তো কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না, না তোমরা জেনে বুঝেই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছে যা তোমরা নিজেরাই জানো না।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ কামিয়েছে এবং যাকে তার পাপ ফিরে রেখেছে, এমন লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮২. (আবার) যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তারা বেহেশতবাসী হবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. (স্মরণ করো) যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে (এ মর্মে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবে না এবং মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয় স্বজন, এতীম-মেসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষদের সাথে সুন্দর কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে; অতপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই (এই প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে গেছো, (এভাবেই) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَدْعُوا إِلَىٰ دِينِ أَحْسَنَٰنًا ۚ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তোমাদের (কাছ থেকে) আমি এ প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলাম যে, তোমরা তোমাদের কারো রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকদের তাদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতপর তোমরা তা স্বীকারও করে নিয়েছিলে, তোমরা তো নিজেরাই (এ) সাক্ষ্য দিচ্ছে!

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. তারপর এই হচ্ছে তোমরা! তোমরা নিজেদের হত্যা করতে লাগলে, তোমাদের এক দলকে তোমরা তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে দিতে লাগলে, অন্যায় এবং যুলুম দ্বারা তোমরা তাদের (কাজের) ওপর তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকলে, (শুধু তাই নয়), কোনো লোক (যুদ্ধ) বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের জন্যে মুক্তিপণ দাবী করো, (অথচ) তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাটাই ছিলো তোমাদের ওপর অবৈধ কাজ (এবং আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট লংঘন); তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো?

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْ دِيَارِكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطْرَهُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْرِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَغْذُوهُمْ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ ۚ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوَمِنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ

(সাবধান!) কখনো যদি কোনো (জাতি কিংবা) ব্যক্তি (দ্বীনের অংশবিশেষের ওপর ঈমান আনয়নের) এ আচরণ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, পরকালেও তাদের কঠিনতম আযাবের দিকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে; তোমরা যা করছো, আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে মোটেও উদাসীন নন।

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوَاءَ الْعِقْمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ
الْعَذَابِ ۖ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٩﴾

৮৬. (বস্তুত) এ লোকেরা আখেরাতের (স্থায়ী জীবনের) বিনিময়ে দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবন খরিদ করে নিয়েছে (কেয়ামতের দিন) তাদের ওপর থেকে (তাদের) আযাব কিংবা পরিমাণও হালকা করা হবে না, না সেদিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا
هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٥٠﴾

৮৭. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, তারপর একে একে আমি আরো অনেক নবীই পাঠিয়েছি এবং (বাপ ছাড়া সন্তান পয়দা করার মতো) সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি এবং (আমার বাণী ও) পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি; (অথচ) যখন তোমাদের কাছে আল্লাহর কোনো নবী আসতো, তোমাদের মনোপূত না হলে তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের অস্বীকার করেছো, অতপর তাদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো, (আবার) তাদের কোনো কোনো দলকে তোমরা হত্যাও করেছো।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَقَيْنَا مِنْ
بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَإِيْدُنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقُوا
تَقْتُلُونَ ﴿٥١﴾

৮৮. তারা বলে, (হেদায়াতের জন্যে) আমাদের মন (ও তার দরজা) বন্ধ হয়ে আছে, তাদের কুফরী করার কারণে আল্লাহ তায়ালাও তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, অতপর তাদের সামান্য পরিমাণ লোকই ঈমান এনেছে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৮৯. যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিতাব নাযিল হলো- যা তাদের কাছে মজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (অথচ) এর আগে তারা নিজেরাই অন্যান্য কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে (এ কিতাব ও তার বাহকের আগমন) কামনা করছিলো, (কিন্তু আজ) যখন তা তাদের কাছে এলো এবং যাকে তারা যথাযথ চিনতেও পারলো- তারা অস্বীকার করলো, যারা (আল্লাহর কিতাব) অস্বীকার করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِكُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ ۖ فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾

৯০. কতো নিকৃষ্ট (বস্তু) সেটি, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছে, শুধু গোড়ামির বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অস্বীকার করেছে- (তাও শুধু এ কারণে), আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে নবুওত দিয়ে অনুগ্রহ করেন, (এ কুফরীর ফলে) তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধে আক্রান্ত হলো; আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوهُ بَغْضٍ عَلَى
غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٤﴾

৯১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর ওপরই ঈমান আনি যা আমাদের (নবী ইসরাঈল জাতির) ওপর নাযিল করা হয়েছে। এর বাইরে যা- তা তারা অস্বীকার করে, (অথচ) তা একান্ত সত্য, তা তাদের কাছে নাযিল করা আল্লাহর কথাগুলোকেও সত্য বলে স্বীকার করে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি ঈমানদারই হও তাহলে এর আগে আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে কেন?

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نؤمنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

৯২. তোমাদের কাছে তো সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে মূসাও (নবী হয়ে) এসেছিলো, অতপর তার (সামান্য অনুপস্থিতির) পরই তোমরা একটি বাছুরকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করে নিলে! তোমরা (আসলেই) যালেম!

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম, তোমাদের (মাথার) ওপর তুর পাহাড় তুলে ধরে (আমি বলেছিলাম), যা কিছু বিধি বিধান আমি তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং (আমার কথাগুলো) শুনো, (এর জবাবে) তারা (মুখে তো) বললো হ্যাঁ, আমরা (তোমার কথা) শুনেছি, কিন্তু (বাস্তবে তা অস্বীকার করে তারা বললো,) আমরা তা অমান্য করলাম, (আসলে আল্লাহ তায়ালাকে) তাদের অস্বীকার করার কারণে সেই বাছুরকে মাবুদ বানালো (-এর নেশা দ্বারা ভখনো) তাদের মনকে আকৃষ্ট করে রাখা হয়েছিলো, তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যিই মোমেন হও তাহলে বলতে পারো, এটা কতো খারাপ ঈমান- যা তোমাদের এ ধরনের কাজের আদেশ দেয়?

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلِّ وَمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْعَوْا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি (তোমরা মনে করো,) অন্যদের বদলে পরকালের নিবাস আল্লাহর কাছে শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট- তাহলে (তা পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. (হে নবী, জেনে রাখো,) তারা নিজেদের হাত দিয়ে যা অর্জন করেছে (তার পরিণাম) জানার পর এরা কখনো তা কামনা করবে না, আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬. তুমি অবশ্যই তাদেরকে দেখতে পাবে বেঁচে থাকার ওপর তারা বেশী লোভী, যারা শেরেক করে- (তারাও এদেরই মতো), এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই হাজার বছর জীবিত থাকতে চায়, কিন্তু যতো দীর্ঘ জীবনই এদের দেয়া হোক না কেন, তা কখনো (আল্লাহর) আযাব থেকে (এদের) বাঁচাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَّزَحٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. (হে নবী,) তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাঈলের শত্রু হতে পারে? (অথচ) সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর) এমন সব বাণী তোমার অন্তরগণে নাযিল করে, যা তাদের কাছে মজ্জদ বিষয়সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, (আসলে) এ (গ্রন্থ) হচ্ছে মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও সুসংবাদ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. যারা আল্লাহর শত্রু, শত্রু তাঁর (বাণীবাহক) ফেরেশতার ও নবী রসূলদের- (শত্রু) জিবরাঈলের ও মীকাদিলের, (তাদের জন্য উচিত) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের (বড়ো) শত্রু।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. অবশ্যই আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছি; পাণ্ডা ব্যক্তির ছাড়া তাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. (এমন কি হয়নি যে,) যখনি তারা কোনো ওয়াদা করেছে (তখনই) তাদের এক দল তা ভংগ করেছে; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

أَوْكَلِمَا عَهْدٍ وَأَعَدَّ أَلْبَدَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসে এবং যে তাদের কাছে (আগের কিতাবে) যেসব কথা মজ্জদ রয়েছে তার সত্যতা স্বীকার করে, তখনি সেই আগের কিতাব- যাদের দেয়া হয়েছে তাদের একটি দল আল্লাহর (পূর্ববর্তী) কিতাবের কথাগুলোকে এমনভাবে তাদের পেছনের দিকে ফেলে দেয়, যেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كَتَبَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. (এর সাথে যাদুমন্ত্রের) এমন কিছু জিনিসও এরা অনুসরণ করতে শুরু করলো, (যা) শয়তানরা সোলায়মান (নবী)-এর রাজত্বের সময় পড়তো, (সত্যি কথা হচ্ছে) সোলায়মান কখনো (যাদু ব্যবহার করে আল্লাহকে) অস্বীকার করেনি, বরং (তাকে) অস্বীকার তো করেছে সেসব অভিশপ্ত শয়তান, যারা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে; ব্যাবিলনে হারুত মারুত দু'জন ফেরেশতার কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছিলো, (তা ছিলো যাদুপাগল মানুষদের পরীক্ষার জন্যে, আল্লাহর) সেই দু'জন ফেরেশতা (কাউকে) ততোক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ের শিক্ষা দিতো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা (এ কথাটা) তাদের বলে না দিতো যে, আমরা হচ্ছে (আল্লাহর) পরীক্ষা মাত্র, অতএব (কোনো অবস্থায়ই) তুমি (এ বিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো না, (এ সত্ত্বেও) তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা শিখে নিয়েছিলো, যা দিয়ে এরা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করতো, (যদিও) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারো সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারে না; তারা (মূলত) এমন কিছু শিখে যা তাদের কোনো উপকার যেমন করতে পারে না, তেমনি তা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না; তারা ভালো করেই এটা জেনে নিলো যে, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যা তারা কিনে নিয়েছে

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا ۖ يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا

পরকালে তার কোনো মূল্য নেই; তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে যা ক্রয় করে নিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!

لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥٣﴾

১০৩. তারা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা উৎকৃষ্টতম পুরস্কার পেতো; (কতো ভালো হতো) যদি তারা (এটা) অনুধাবন করতো!

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقَوْا لَمْثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ধৃষ্টতার সাথে কখনো) বলো না (হে নবী), ‘তুমি আমাদের কথা শোনো’, বরং (তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে) বলো, (হে নবী) ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো’, তোমরা (সর্বদা তাঁর কথা) শুনবে, (মনে রাখবে), যারা (তাঁর কথা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

১০৫. (আসলে এই) আহলে কিতাব এবং যারা শেরেক করে তারা কেউই এটা পছন্দ করে না যে, তোমার কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে ভালো কিছু নাযিল হোক, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাঁকেই তাঁর অনুগ্রহে (নবুওতের জন্যে) বেছে নেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٦﴾

১০৬. আমি (যখন) কোনো আয়াত বাতিল করে দেই কিংবা (বিশেষ কারণে মানুষদের) তা ভুলিয়ে দিতে চাই, তখন তার জায়গায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা তারই মতো কোনো আয়াত এনে হাযির করি, তুমি কি জানো না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾

১০৭. তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জন্মেই নির্দিষ্ট; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥٨﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের নবীর কাছে সে ধরনের (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে চাও— যেমনি তোমাদের আগে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো; কেউ যদি ঈমানকে কুফরীর সাথে বদল করে নেয়, তাহলে সে ব্যক্তি সোজা পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।

أَأْتِرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِلَا إِيمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٥٩﴾

১০৯. আহলে কিতাবদের অনেকেই বিদ্রোহের কারণে ঈমানের বদলে তোমাদের আবার সেই কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, (এমনকি) সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও (তারা এপথ থেকে বিরত হবে না), অতএব তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَدَكْثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُونَ دُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفْرًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٠﴾

১১০. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো; (এর মাধ্যমে) যেসব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে (অগ্রিম) পাঠাবে তাঁর কাছে (গিয়ে এর সবই) তোমরা (মজুদ) পাবে; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (এর) সব কিছু দেখতে পান।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَوَمَا تَقْدِرُوا
لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা বলে, ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছাড়া আর কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না, (আসলে) এগুলো তাদের একটা মিথ্যা কল্পনা; (হে নবী,) তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমাদের দলিল প্রমাণ নিয়ে এসো!

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا
أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

১১২. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর সামনে নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দেবে, তার জন্যে তার মালিকের কাছে (এর) বিনিময় থাকবে, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, আর না তারা (সেদিন) চিন্তাম্বিত হবে!

بَلَىٰ ذَٰلِكَ مِمَّا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

১৩ কক

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, খৃষ্টানরা বলে ইহুদীরাও কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ এরা (উভয়েই) কিতাব পাঠ করে, এভাবেই যারা আদৌ কিতাবের কোনো কিছুই জানে না, এমন লোকেরা (আবার এদের উভয়ের সম্পর্কে) তাদের কথার মতো (এই) একই ধরনের কথা বলে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিনে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيُّ عَلَى شَيْءٍ
وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ
وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪. তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘর) মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তার ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট হয়, এ ধরনের লোকদের (তো) তাতে ঢোকা শোভনীয়ই নয়, তবে একান্ত ভীত সন্ত্রস্তভাবে (টুকলে তা ভিন্ন কথা), তাদের জন্যে পৃথিবীতে যেমন অপমান লাঞ্ছনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরকালে কঠিনতম শাস্তি।

وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَن
يَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا
خَائِفِينَ لَهُ لَهْمُ فِي الدُّنْيَا حِزْمٌ وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫. পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহ তায়ালা, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই তো আল্লাহ তায়ালা রয়েছে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী এবং জ্ঞানী।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتُورًا
وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬. (খৃষ্টান) লোকেরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (অমুককে) নিজের সন্তান (-রূপে) গ্রহণ করেছেন, (অথচ) সব পবিত্রতা একান্তভাবে তাঁর, (তিনি এসব কিছুর অনেক উর্ধ্বে); আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই তাঁর জন্যে, এর সকল বস্তুই তাঁর অনুগত।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَّهُ قَنْتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭. আসমানসমূহ ও যমীনের তিনিই হচ্ছেন উদ্ভাবক, যখন তিনি কোনো একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, সে ব্যাপারে শুধু (এটুকুই) বলেন 'হও', আর সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৮. যারা (সঠিক কথা) জানে না তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন, অথবা এমন কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে কেন আসে না (যার মাধ্যমে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো); এদের আগের লোকেরাও এদের মতো করেই কথা বলতো; এদের সবার মন (আসলে) একই ধরনের; (আল্লাহকে) যারা (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করে দিয়েছি।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (বীন)-সহ পাঠিয়েছি, (পাঠিয়েছি) আযাবের ভীতি প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী হিসেবে। (জেনে রেখো), তোমাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন করা হবে না।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

১২০. ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনো তোমার ওপর খুশী হবে না, যতোক্ষণ না তুমি তাদের দলের অনুসরণ করতে শুরু করবে, তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালায় হেদায়াতই হচ্ছে একমাত্র হেদায়াত; তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা এ (কোরআন)-কে তেলাওয়াতের হক আদায় করে পড়ে; তারা তার ওপর ঈমানও আনে; যারা (একে) অস্বীকার করে তারা ইহাচ্ছে আসল ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল (জাতি), তোমরা আমার সে নেয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাদের ওপর দান করেছি, (সে নেয়ামতের অংশ হিসেবে) আমি (এক সময়) তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন একজন মানুষ আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, না (সেদিন) তার কাছ থেকে কোনোরকম বিনিময় নেয়া হবে, (একের পক্ষে অন্যের) সুপারিশও সেদিন কোনো উপকারে আসবে না, (সেদিন) এসব লোকদের কোনোরকম সাহায্যও করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কতিপয় বিষয়ে (তার আনুগত্যের) পরীক্ষা নিলেন, অতপর সে তা পুরোপুরি পূরণ করলো, আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নেতা বানাতে চাই; সে বললো, আমার ভবিষ্যত বংশধররাও (কি নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে)? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি যালেমদের কাছে পৌঁছবে না।

وَإِذْ ابْتَلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. (স্মরণ করো,) আমি যখন মানুষদের মিলনস্থল ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে (কাবা) ঘর নির্মাণ করেছিলাম; (আমি তখন তাদের আদেশ দিয়েছিলাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো; আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘর (কাবা)-কে (হজ্জ ও ওমরার) তাওয়াফকারীদের জন্যে, আল্লাহর এবাদাতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্যে, (সর্বোপরি তাঁর নামে) রুকু সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখে।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۖ
وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ
وَعَهْدُنَا إِلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَ
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

১২৬. ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে রব, এ শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে (কিংবা যারা) আল্লাহ তায়ালা এবং পরকাল দিবসকে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে রেযেক দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপকরণ উপভোগ করাতে থাকবো, অতপর আমি ধীরে ধীরে তাদের আশুনের আযাবের জন্যে বাধ্য করবো, যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্টতম স্থান।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
أَمِنًا ۖ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۖ مَنْ أَمِنَ
مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَأَمَتُّهُ قَلِيلًا ۖ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ
النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

১২৭. ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি উঠাচ্ছিলো (তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলো), হে আমাদের রব, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি, তা) তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল করো, অবশ্যই তুমি সব কিছু জানো এবং সব কিছু শোনো।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

১২৮. (তারা আরো বললো,) হে আমাদের রব, আমাদের উভয়কে তুমি তোমার (অনুগত) মুসলিম বান্দা বানাও এবং আমাদের (পরবর্তী) বংশধরদের মাঝে থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও, (হে মালিক,) তুমি (এবাদাতের) আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতিসমূহ আমাদের দেখিয়ে দাও এবং তুমি আমাদের ওপর দয়াপরবশ হও, অবশ্যই তুমি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

১২৯. হে আমাদের রব, তাদের (বংশের) মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝে থেকে তুমি (এমন) একজন রসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাদের তোমার কিতাবের জ্ঞান

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

১৫
ককু

ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে, উপরন্তু (তা দিয়ে) সে তাদের পবিত্র করে দেবে (হে আল্লাহ, তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো); অবশ্যই তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।

وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٥﴾

১৩০. (জেনে বুঝে) যে নিজেকে মুর্থ বানিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হবে, যে ইবরাহীমের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? (অথচ) তাকে আমি (নবুওতের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছি, শেষ বিচারের দিনে সে অবশ্যই নেক লোকদের মধ্যে शामिल হবে।

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ
سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٥﴾

১৩১. যখন আমি তাকে বললাম, তুমি (আমার অনুগত) মুসলিম হয়ে যাও, সে বললো, আমি সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর পূর্ণ অনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾

১৩২. (যে পথ ইবরাহীম নিজের জন্যে বেছে নিলো,) সে (পথে চলার) জন্যে সে তার সন্তান সন্ততিকেও ওসিয়ত করে গেলো, ইয়াকুবও (তার সন্তানদের ওসিয়ত করে বললো); হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (এই) ধীনকে পছন্দ করে দিয়েছেন, অতএব কোনো অবস্থায়ই (এ বিধানের) অনুগত্য স্বীকার করা ব্যতিরেকে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ
يُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا
تُؤْتُوا إِلَّا وَاتَّعْتُمُ الْمُسْلِمُونَ ﴿٣٦﴾

১৩৩. (হে ইহুদী জাতি,) তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের সামনে (তাঁর) মৃত্যু এসে হাযির হলো এবং সে যখন তাঁর ছেলেমেয়েদের বললো, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার এবাদাত করবে? তারা বললো, আমরা (অবশ্যই) তোমার মাবুদ- (তোমার পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মাবুদের এবাদাত করবো, (এ) মাবুদ হচ্ছেন একক, আমরা তো তাঁরই (সামনে) আত্মসমর্পণকারী।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلهِ أَبَاتُكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

১৩৪. এরা ছিলো এক (ধরনের) জাতি, যারা গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের নিজেদের জন্যে, (আবার) তোমরা যা করবে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের (কিছুই) জিজ্ঞেস করা হবে না।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

১৩৫. এরা বলে, তোমরা ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; (হে নবী,) তুমি বলো, (আমাদের কাছে তো) বরং ইবরাহীমের একনিষ্ঠ মতাদর্শই রয়েছে; আর সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٩﴾

১৩৬. তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর, (আমাদের আগে) ইবরাহীম, ইসমাঈল ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের (পরবর্তী) সন্তানদের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাও (আমরা মানি, তাছাড়া), মূসা, হীসাসাহ সব নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও আমরা ঈমান এনেছি, আমরা এদের কারো মধোই কোনো তারতম্য করি না, আমরা হচ্ছি আল্লাহরই অনুগত (বান্দা)।

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. এরা যদি তোমাদের মতোই আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো তাহলে তারা অবশ্যই সঠিক পথ পেতো, তারা যদি (সে পথ থেকে) ফিরে আসে তাহলে তারা অবশ্যই (উপদলীয়) অনৈক্যের মাঝে পড়ে যাবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট (প্রমাণিত) হবেন, তিনিই শোনে, তিনিই জানেন।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. আসল রং হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, এমন কে আছে যার রং আল্লাহ তায়ালা রঙের চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে? আমরা তো তাঁরই এবাদাত করি।

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ব্যাপারেই আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি (যেমন) আমাদের রব, (তোমরা) তিনি তোমাদেরও রব, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে, আমরা সবাই তাঁর (অনুগত্যের) ব্যাপারে নিষ্ঠাবান।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধররা সবাই ছিলো ইহুদী কিংবা খৃষ্টান? (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ ব্যাপারে তোমরা বেশী জানো-না আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন? যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে মজুদ আল্লাহর কাছ থেকে (আগত) সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করে, তাহলে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে মোটেই গাফেল নন।

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. এরা ছিলো এক (ধরনের) সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের জন্যে, আর তোমাদের কর্মফল হবে তোমাদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪২. (কেবলা বদলের পর) মানুষদের ভেতর থেকে কিছু মূর্থ লোক অচিরেই বলতে শুরু করবে (এ কি হলো এদের!) এতোদিন তারা তাদের যে কেবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, (আজ হঠাৎ করে) কিসে তাদের সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিলো? (হে নবী,) তুমি বলো, পূর্ব পশ্চিম (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

سَبَقُولَ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيَهُمْ
عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ
الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. (যেভাবে আমি তোমাকে হেদায়াত দিয়েছি) সেভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের ওপর (হেদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো এবং রসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। যে কেবলার ওপর তোমরা (এতোদিন) প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি, তোমাদের মধ্যে কে রসূলের অনুসরণ করে, আর কে তাঁর (অনুসরণ থেকে) ঘাড় ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর এটা ছিলো কঠিন (পরীক্ষা), অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাদের হেদায়াত দান করেছেন তাদের কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে বড়ো দয়ালু ও একান্ত মেহেরবান।

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً ۖ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِثْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرَوُّفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৪. (কেবলা পরিবর্তনের জন্যে বারবার) আকাশের দিকে তোমার মুখ উঠানো আমি দেখতে পেয়েছি, অতপর আমি তোমাকে অবশ্যই এমন এক কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যেটাকে তুমি পছন্দ করো। (এখন থেকে) তুমি এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে (নামায আদায় করতে) থাকবে; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের মুখমন্ডলগুলোকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেবে; এসব লোক- যাদের আগেই কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা ভালো করেই জানে; এ ব্যাপারটা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সম্পূর্ণ একটি সত্য (ঘটনা, এ সত্ত্বেও) তারা (এর সাথে) যে আচরণ করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে মোটেই অনবহিত নন।

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ
فَلَنُؤَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫. ইতিপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সামনে যদি তুমি (দুনিয়ার) সব কয়টি প্রমাণও এনে হাযির করো, (তারপরও) এরা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, আর (এর পর) তুমিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী হতে পারো না, (তাছাড়া) এদের এক দলও তো আরেক দলের কেবলার অনুসরণ করে না; (আমার পক্ষ থেকে) এ জ্ঞান তোমাদের কাছে পৌঁছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের দলে शामिल হয়ে যাবে।

وَلَكِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ
آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ
وَلَكِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. যাদের আমি কিতাব দান করেছি এরা তাঁকে (ভালো করে) চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলের; অবশ্যই এদের একদল লোক (সব সময়ই) জেনে বুঝে সত্য গোপন করার চেষ্টা করে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (আগত একমাত্র) সত্য, অতপর কোনো অবস্থায়ই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের দলে शामिल হয়ো না।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. প্রত্যেক (জাতির) জনোই (এবাদাতের) একটা দিক (নির্দিষ্ট করা) থাকে, যে দিকে সে মুখ করে (দাঁড়ায়), তোমরা কল্যাণের কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে (একই স্থানে) এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَلِكُلِّ وُجْهٌ هُمْ مَوْلًىٰ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. তুমি যে কোনো স্থান থেকেই বেরিয়ে আসো না কেন, (নামাযের জন্যে) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও, কেননা এটাই হচ্ছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে (কেবলা সংক্রান্ত) সঠিক (সিদ্ধান্ত); আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. (হে নবী,) যে দিক থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে, (নামাযের জন্যে সেখান থেকেই) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে (দাঁড়িয়ে) যেও; (এ সময়) তুমি যেখানেই থাকো না কেন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাহলে (প্রতিপক্ষের) লোকদের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো কোনো যুক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, তাদের মধ্য থেকে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের কথা আলাদা। তোমরা এদের ভয় করো না, ভয় করো আমাকে। যাতে করে আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিতে পারি, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে,

وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْرِنَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. (সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, (দ্বিতীয়ত) সে তোমাদের (জীবন) পরিশুদ্ধ করে দেবে, (তৃতীয়ত) সে তোমাদের আমার কিতাব ও (তার অন্তর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দেবে, (এর সাথে) সে তোমাদের এমন বিষয়সমূহের জ্ঞানও শেখাবে, যা তোমরা কখনো জানতে না।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২. অতএব (এসব অনুগ্রহের জন্যে) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও (পুরস্কার দিয়ে) তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার) সাহায্য প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীল মানুষদের সাথে আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٣﴾

১৫৪. যারা আল্লাহ তায়ালায় পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত বলো না; বরং তারাই হচ্ছে (আসল) জীবিত, কিন্তু (এ ব্যাপারে) তোমরা কোনো চৈতন্যই রাখো না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿٥٤﴾

১৫৫. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো বা) জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে (তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করো,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٥٥﴾

১৫৬. যখন তাদের ওপর (কোনো) বিপদ আপদ আসে তখন যারা বলে, নিসন্দেহে আমরা আল্লাহ তায়ালায় জন্মে, অবশ্যই আমরা (একদিন) তাঁর কাছে ফিরে যাবো।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٦﴾

১৫৭. (বস্তুত) এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের ওপর রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) অবারিত রহমত ও অপার করুণা; আর এরাই হচ্ছে সঠিক পথপ্রাপ্ত।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٥٧﴾

১৫৮. অবশ্যই ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ (পাহাড় দুটো) আল্লাহ তায়ালায় নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কেউ (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় (করার এরাদা) করে, তার জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই; যদি কোনো ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে কোনো ভালো কাজ করে তাহলে (তারা যেন জেনে রাখেন), নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

১৫৯. মানুষের জন্যে যেসব (বিধান) আমি (আমার) কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তারপর যারা আমার নাযিল করা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও পরিষ্কার পথনির্দেশ গোপন করে, (জেনে রেখো) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, অভিশাপ করে অন্যান্য অভিষাপকারীরাও,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿٥٩﴾

১৬০. তবে যারা (এ কাজ থেকে) তাওবা করবে এবং নিজে দের সংশোধন করে নেবে, যারা (সেসব সত্য) কথা প্রকাশ করবে (যা আহলে কিতাবরা গোপন করে আসছিলো) এদের ওপর আমি দয়াপরবশ হবো, আমি পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٦٠﴾

১৬১. অবশ্যই যারা কুফরী করেছে এবং এই কাজের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের ওপর

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ

আল্লাহর অভিষাপ রয়েছে, (অভিষাপ) ফেরেশতাদের,
(সর্বোপরি অভিষাপ) সমগ্র মানবকুলের,

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

১৬২. (অভিশপ্ত হয়েই) এরা সেখানে চিরদিন থাকবে,
আযাব এদের ওপর থেকে (মোটাই) কম করা হবে
না, তাদের কোনো রকম অবকাশও দেয়া হবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

১৬৩. তোমাদের মাবুদ একক মাবুদ, তিনি ছাড়া
দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি
মেহেরবান।

وَالْهُمُّرُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾

১৬৪. নিসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির
মাঝে, রাত দিনের এই আবর্তনের মাঝে, সাগরে
ভাসমান জাহাজসমূহে- যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর
দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়- (এর সব কয়টিতেই
আল্লাহ তায়ালার) নিদর্শন মজুদ রয়েছে, (আরো
রয়েছে) আল্লাহ তায়ালার আকাশ থেকে (বৃষ্টি আকারে)
যা কিছু নাযিল করেন (সেই বৃষ্টির) পানির মাঝে,
ভূমির নির্জীব হওয়ার পর তিনিই পানি দ্বারা তাতে
নতুন জীবন দান করেন, অতপর এখানে তিনি সব
ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটান, অবশ্যই বাতাসের
প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সে মেঘমালা- যাকে
আসমান যমীনের মাঝে বশীভূত করে রাখা হয়েছে-
তাতে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন
রয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ
تَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّكَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

১৬৫. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও রয়েছে, যে
আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তার সমকক্ষ মনে করে,
তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ
তায়লাকেই ভালোবাসা উচিত; আর যারা (আল্লাহ
তায়লার ওপর) ঈমান আনে, (তাদের) সর্বাধিক
পরিমাণে ভালোবাসা থাকবে আল্লাহ তায়লার জন্যে;
অপরদিকে যারা যুলুম করেছে তারা যদি আযাব
স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে বুঝতে পারতো),
আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর
জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়লা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে
অত্যন্ত কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أُتُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٥٩﴾

১৬৬. (সেদিনের) ভয়াবহ শাস্তি দেখে (হতভাগ্য)
লোকেরা- (দুনিয়ায়) যাদের তারা মেনে চলতো,
তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে,
এদের সাথে তাদের সব সম্পর্ক (সেদিন) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
হয়ে যাবে।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٦٠﴾

১৬৭. যারা (তাদের) অনুসরণ করেছে তারা
(সেদিন) বলবে, আবার যদি একবার আমাদের
জন্যে (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার (সুযোগ) থাকতো,
তাহলে আজ যেমনি করে (তারা) আমাদের
সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমরা (সেখানে গিয়ে)
তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করে আসতাম,

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَنْتَبِرَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকাণ্ডগুলো তাদের ওপর একরাশ (লজ্জা ও) আক্ষেপ হিসেবে দেখাবেন; এরা (কখনো) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْۙ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِۙ ﴿٢٧﴾

১৬৮. হে মানুষ, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা খাও এবং (কোনো অবস্থায়ই হালাল হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۙ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۚ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٨﴾

১৬৯. (শয়তানের কাজ হচ্ছে,) সে তোমাদের (সব সময়) পাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেবে এবং (সে চাইবে) যেন আল্লাহ তায়ালা নামে তোমরা এমন সব কথা বলতে শুরু করো যে সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না।

اِنَّمَا يٰمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

১৭০. তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সে পথেরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি; তাদের বাপ-দাদারা যদি (এ ব্যাপারে) কোনো জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় নাও দিয়ে থাকে, এবং তারা যদি হেদায়াত নাও পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفِيْنَا عَلَيْهِ اَبَآءُنَاۙ اَوَلَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

১৭১. যারা (হেদায়াত) অস্বীকার করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন (জন্তুর মতো), যে (তার পালের আরেকটি জন্তুকে) যখন ডাক দেয়, তখন (পেছনের সেই জন্তুটি তার) চীৎকার ও কান্নার আওয়ায ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না; (মূলত) এরা (কানেও) শোনে না, (মুখেও কিছু) বলতে পারে না, (চোখেও) দেখে না, (হেদায়াতের কথাও) এরা বুঝে না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُۙ اِلَّا دَعَآءً وَّ نِدَآءًۭ ۚ صُرُّبَكُمْۙ عَمٰى فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٣١﴾

১৭২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালায়ই দাসত্ব করো তাহলে আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি, (নিসংকোচে) তা তোমরা খাও এবং (এ নেয়ামতের জন্যে) তোমরা আল্লাহ তায়ালায় শোকর আদায় করো।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِمَّنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهٖ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٢﴾

১৭৩. অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর মৃত (জন্তুর গোশত), সব ধরনের রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম করেছেন এবং (এমন সব জন্তুও হারাম করছেন) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো ওপর (যেবা কিংবা উৎসর্গ করে) ডাকা হয়েছে, তবে (সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যে (ক্ষুধার) কণ্ঠে অতিষ্ঠ, সে (আল্লাহর আইনের) সীমালংঘনকারী নয়, অথবা (যেটুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশী) বাড়াবাড়িও না করে, তাহলে (এই অপারগতার সময়ে হারাম খেলে) তার ওপর কোনো গুনাহ নেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অনেক মেহেরবান।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلٰىكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدِّمَآءَ وَكَهَرَ الْحَنْزِيْرِ وَمَا اَهْلٌ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْرَ عَلَيْهِۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

১৭৪. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের অংশবিশেষ গোপন করে রাখে এবং সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়, তারাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের পবিত্রও করবেন না, এদের জন্যেই রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীর পথ কিনে নিয়েছে, ক্ষমার বদলে তারা আযাব (বেছে) নিয়েছে, (মনে হচ্ছে) এরা ধৈর্যের সাথে (ধীরে ধীরে) জাহান্নামের আগুনের ওপর গিয়ে পড়ছে!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ ۖ وَالْعَذَابُ بِالْغَفْرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرُ لَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা সত্য (দ্বীন) সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন; অবশ্যই যারা এই কিতাবে মতবিরোধ করেছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

২১
ককু

১৭৭. তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলসমূহকে পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, এতেই কিন্তু সব নেকী নিহিত নেই, তবে আসল নেকী হচ্ছে এই যে, একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, (কিতাবের বাহক) নবী রসুলদের ওপর এবং মাল সম্পদের ওপর তার নিজের ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে তা (তার) আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথিক মোসাফেরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষদের (দাসত্বের) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দারিদ্র বিমোচনের জন্যে) যাকাত আদায় করবে— (তাছাড়াও রয়েছে সেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও (হক বাতিলের) যুদ্ধের সময় এরা ধৈর্য ধারণ করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বনকারী মানুষ।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে নরহত্যার (ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে) ‘কেসাস’ (প্রয়োগকে) ফরয করে দেয়া হয়েছে (এবং তা হচ্ছে) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি (দণ্ডাজ্ঞা পাবে), দাসের বদলে (পাবে) দাস, নারীর বদলে নারীর ওপর (দণ্ড প্রযোজ্য হবে), অবশ্য যে হত্যাকারীকে (—যাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের লোকেরা কিংবা) তার ভাইর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তার ক্ষেত্রে কোনো ন্যায্যনাগুণ পস্থা অনুসরণ (করে তা নিষ্পত্তি) করতে হবে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَادِّأْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ

এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস (করার একটা উপায়) ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র; এরপর যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তার জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ مِّنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

১৭৯. হে বিবেকবান লোকেরা, (আল্লাহ নির্ধারিত এ) 'কেসাস'-এর (বিধান প্রতিষ্ঠার) মাঝেই তোমাদের (সত্যিকারের) 'জীবন' (নিহিত) রয়েছে, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমরা (নর হত্যার অপরাধ থেকে) বেঁচে থাকবে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّٰٓأَيُّهَا ٱلْأَبَٰبِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾

১৮০. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমাদের জন্যে এটাও ফরয করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের কোনো লোকের মৃত্যু এসে হাযির হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, (তাহলে) ন্যায়ানুগ পন্থায় (তা বন্টনের কাজে) তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে ওসিয়তের ব্যবস্থা থাকবে, এটা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ওপর (একান্ত) করণীয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٩﴾

১৮১. যারা এটা শুনে নেয়ার পর (নিজেদের স্বার্থে) তা পাল্টে নিলো (তাদের জানা উচিত); এটা বদলানোর অপরাধের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে, যারা একে বদলে দিয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই তাঁর জানা।

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنشَأَ آثِمًا عَلَى ٱلَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

১৮২. (অবশ্য) কারো যদি ওসিয়তকারীর কাছ থেকে কোনো পক্ষপাতিত্ব কিংবা (অবিচার জনিত) অন্যায়ের আশংকা থাকে, তাহলে (যদি সদিচ্ছা নিয়ে) সে মূল বিষয়টির সংশোধন করে দেয়, এতে তার কোনো দোষ হবে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

فَمَن خَافَ مِن مَّوْسٍ جَنَافًا وَآثِمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم ۖ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

১৮৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, আশা করা যায় তোমরা (এর মাধ্যমে) তাকওয়া অর্জন করতে পারবে;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ۖ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٤٢﴾

১৮৪. (রোযা ফরয করা হয়েছে) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্যে; (তারপরও) কেউ যদি সে (দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে; যারা রোযা রাখার শক্তি রাখে (কিন্তু রোযা রাখে না), তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফেদিয়া থাকবে (এবং তা) হচ্ছে গরীব ব্যক্তির (তৃপ্তিভরে) খাবার দেয়া; অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী দিয়ে) ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে এ (অতিরিক্ত) কাজ তার জন্যে হবে একান্ত কল্যাণকর; (অবশ্য) তোমরা যদি রোযা রাখতে পারো (তাহলে) সেটা তোমাদের জন্যে ভালো; যদি তোমরা (রোযার উপকারিতা) সম্পর্কে জানতে!

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

১৮৫. রোযার মাস (এমন একটি মাস)– যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, আর এ (কোরআন হচ্ছে) মানব জাতির জন্যে পথের দিশা, সংপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (এ) মাসটি পাবে, সে এতে রোযা রাখবে; (তবে) যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, সে পরবর্তী (কোনো সময়ে) গুনে গুনে সেই পরিমাণ দিন পূরণ করে নেবে; (এ সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কাজকর্মকে) আসান করে দিতে চান, আল্লাহ তায়ালা কখনোই তোমাদের (জীবনকে) কঠোর করে দিতে চান না। আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যেন গুনে গুনে (রোযার) সংখ্যাগুলো পূরণ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে) যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. (হে নবী,) আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তুমি তাকে বলে দিয়ো), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আত্মদানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আত্মদানে সাড়া দেয়া এবং (সম্পূর্ণভাবে) আমার ওপরই ঈমান আনা, আশা করা যায় তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. রোযার (মাসের) রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যৌন মিলনের জন্যে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে; (আসলে তোমাদের) নারীরা (যেমন) তোমাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ, ঠিক) তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ); আল্লাহ তায়ালা এটা জেনেছেন যে, (রোযার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে) তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে, অতপর তিনি (কড়াকড়ি শিথিল করে) তোমাদের ওপর দয়াপরবশ হলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন, এখন (তোমরা চাইলে) তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা লিখে রেখেছেন তা সন্ধান করো। (রোযায়), তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়, অতপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করে নাও, মাসজিদে যখন তোমরা এতেকাফ অবস্থায় থাকবে তখন নারী সঙ্গোগ থেকে বিরত থেকো; (রোযার ব্যাপারে) এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সীমারেখা, অতপর তোমরা এ (সীমা রেখা)–র কাছেও যেয়ো না; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্যে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

أَحَلَّ لَكُمُ اللَّيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاسِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تَبَاسِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَافُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَغْرُبُوهَا ۚ كُلٌّ لَّكَ بَيِّنٌ ۚ اللَّهُ أَيْتُهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্য (মানুষ)-দের সম্পদের কোনো অংশ ভোগ করার জন্যে (তাকে) বিচারকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপটোেকন) হিসেবেও পেশ করো না ।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৯. (হে নবী,) তারা তোমাকে নতুন চাঁদগুলো (ও তাদের বাড়ি কমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, (মূলত) এগুলো হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (একটি স্থায়ী) সময় নির্ধারিত (-যার মাধ্যমে মানুষরা দিন তারিখ জানতে পারে) এবং (জেনে নিতে পারে) হচ্ছের সময়সূচীও । (এহরাম বাঁধার পর) পেছন দরজা দিয়ে (ঘরে) প্রবেশ করার মাঝে কোনো সওয়াব নেই, আসল সওয়াব হচ্ছে- কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলো (সেটা দেখা, এখন থেকে) ঘরে ঢোকার সময় (সামনের) দুয়ার দিয়েই তোমরা এসো, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে ।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحُجَّ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

১৯০. তোমরা আল্লাহ তায়ালা পথে সেসব লোকের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তোমরা (কোনো অবস্থায়ই) সীমালংঘন করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না ।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯১. (যুদ্ধের ময়দানে) যেখানেই তোমরা তাদের পাও সেখানেই তোমরা তাদের হত্যা করো, যে সব স্থান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদের সেসব স্থান থেকে বের করে দাও (জেনে রেখো), ফেতনা ফাসাদ নরহত্যার চাইতেও বড়ো অপরাধ, তোমরা কাবা ঘরের পাশে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না- যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো; (মূলত) এভাবেই কাফেরদের শাস্তি (নির্ধারণ করা হয়েছে) ।

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ
مِّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفْتَلُوا كُفْرِيهِ، فَإِنْ فُتِلُوا كُفْرًا
فَاقْتُلُوهُمْ كَمَا كُنْ لَكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ ﴿١٩١﴾

১৯২. অতপর তারা যদি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তাহলে (মনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়ালু আধার ।

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (যমীনে শেরেকের) ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেয়া) জীবন বিধান (পুরোপুরি) আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (অবশ্য) যারা যালেম তাদের কথা আলাদা ।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الْإِيمَانُ بِاللَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. একটি সম্মানিত মাসের বদলেই একটি সম্মানিত মাস (আশা করা যায়, কিছু) এ সম্মানিত মাসসমূহেও প্রতিশোধ (বৈধ) হবে; (এ সময়) যদি কেউ তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে তোমরাও তার ওপর তেমনি হস্ত প্রসারিত করো, যেমনি করে তারা তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তবে (সর্বদাই) তাকওয়া অবলম্বন করতে থাকো, জেনে রেখো, যারা (সীমালংঘন থেকে) বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথেই রয়েছেন।

الشَّهْرُ الْحَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. তোমরা আল্লাহর পথে অর্থ (সম্পদ) ব্যয় করো, (সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের (অতলে) নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা (মানুষদের সাথে) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۖ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُكْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা (সন্তুষ্টির) জন্যে হজ্জ ও ওমরা পালন করো; (পথে) যদি তোমাদের কোথাও আটকে দেয়া হয় তাহলে সে স্থানে কোরবানীর জন্যে যা কিছু সহজভাবে (হাতের কাছে) পাওয়া যায় তা দিয়েই কোরবানী আদায় করে নাও, (তবে) কোরবানীর পশু তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না; যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা যদি তার মাথায কোনো রোগ থাকে (যে কারণে আগেই তার মাথা মুন্ডন করা প্রয়োজন হয়), তাহলে সে যেন এর বিনিময় (ফিদিয়া আদায় করে এবং তা) হাচ্ছে কিছু রোযা (রাখা) অথবা অর্থ দান করা, কিংবা কোরবানী আদায় করা, অতপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে তখন তোমাদের কেউ যদি এক সাথে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে চায়, তার উচিত (তার জন্যে) যা সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী আদায় করা, যদি কোরবানী করার মতো কোনো পশু সে না পায় (তাহলে) সে যেন হজ্জের সময়কালে তিনটি এবং তোমরা যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন সাতটি— (সর্বমোট) পূর্ণ দশটি রোযা রাখে, এই (সুবিধা)-টুকু শুধু তার জন্যে, যার পরিবার পরিজন আল্লাহর ঘরের আশেপাশে বর্তমান নেই; তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো, জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কঠোর আযাব প্রদানকারী বটে!

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَغُلَّةٌ مِنْ مِثْلٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَسْكٌ ۚ فَاذًا أَمْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ (সুপরিচিত ও) সুনির্দিষ্ট, অতপর সে সময়গুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ (আদায়) করার মনস্থ করবে (সে যেন জেনে রাখে), হজ্জের ভেতর (কোনো) যৌনসম্বোগ নেই, নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়াঝাটি। তোমরা যা ভালো কাজ করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন; (হজ্জের নিয়ত করলে) এর জন্যে তোমরা পাথের যোগাড় করে নেবে, নিসন্দেহে তাকওয়া হাচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথের, অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো।

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. (হজ্জের এ সময়গুলোতে) যদি তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহ তালিশ করতে (গিয়ে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে) চাও তাতে তোমাদের ওপর কোনোই দোষ নেই, অতপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে, তখন (মোযদালাফায়) ‘মাশয়ারে হারাম’-এর কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করো, (ঠিক) যেমনি করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাকে ডাকার) পথ বলে দিয়েছেন, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্টদের দলে शामिल ছিলে!

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে অন্য (হজ্জ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে, (নিজেদের ভুল ভ্রান্তির জন্যে) আল্লাহ তায়ালায় কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেন, তিনি বড়োই দয়ালু!

ثُمَّ أَفِضُوا مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

২০০. যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের) যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেবে, তখন (এখানে বসে আগের দিনে) যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের (গৌরবের কথা) স্মরণ করতে, তেমনি-বরং তার চাইতে বেশী পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো। মানুষদের ভেতর এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, (সব) ভালো জিনিস তুমি আমাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, হাঁ, (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকী) থাকে না।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمِنَ
النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا
وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০১. (আবার) তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি এ দুনিয়ায় আমাদের কল্যাণ দাও, (কল্যাণ দাও) পরকালেও; (সেদিনের বড়ো কল্যাণ হিসেবে) তুমি আমাদের আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০২. এ ধরনের লোকদের জন্যে তাদের নিজ নিজ অর্জন মোতাবেক তাদের যথার্থ হিসাব (নির্ধারিত) রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০৩. হাতেগনা (হজ্জের) এ কয়টি দিনে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো; (হজ্জের পর) যদি কেউ তাড়াহুড়ো করে দু’দিনের মধ্যে (মিনা থেকে) ফিরে আসে তাতে (যেমন) তার কোনো দোষ নেই, (তেমনি) কেউ যদি সেখানে আরো বেশী অপেক্ষা করতে চায় তাতেও তার কোনো দোষ নেই, (এ নিয়ম হচ্ছে) তার জন্যে, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো, একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে জড়ো করা হবে।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ
فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ ۚ
وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪. মানুষদের মাঝে এমন লোকও আছে, যার কথাবার্তা তোমাকে পার্থিব জীবনে খুবই উৎফুল্ল করবে, তার মনে যা কিছু আছে সে তার ওপর আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু সে হচ্ছে ভীষণ বাগড়াটে ব্যক্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. সে যখন (আল্লাহর যমীনের কোথাও) ক্ষমতার আসনে বসতে পারে, (তখন তার লক্ষ্য থাকে) যেন সেখানে সে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, (যমীনের) শস্যক্ষেত্র বিনাশ করে দিতে পারে, (জীবজন্তুর) বংশ নির্মূল করে দিতে পারে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালার কখনো বিপর্যয় (সৃষ্টিকারীদের) পছন্দ করেন না।

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬. যখন তাকে বলা হয় (ফেতনা ফাসাদ না করে) তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তখন (মিথ্যা) অহংকার তাকে গুনাহর প্রতি (আরো বেশী) উৎসাহিত করে, (মূলত) এ (চরিত্রের) লোকের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট; অবশ্যই (জাহান্নাম) হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۖ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৭. মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে নিজের জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বড়োই অনুগ্রহশীল!

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পুরোপুরিই ইসলামে দাখিল হয়ে যাও এবং কোনো অবস্থায়ই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

২০৯. তোমাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পরও যদি তোমরা পদস্থলন ঘটাতো, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালার মহা বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী।

فَإِنْ زُلْزِلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

২১০. (তবে) তারা কি (সেদিনের) অপেক্ষা করছে, যখন আল্লাহ তায়ালার স্বয়ং (তাঁর) ফেরেশতাসহ মেঘের ছায়া দিয়ে তাদের কাছে আসবেন এবং (তখন তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত) ফয়সালা হয়েই যাবে; সব কিছু তো (সর্বশেষে) আল্লাহর কাছেই উপনীত হবে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْهُلُوكِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

২১১. তুমি বনী ইসরাঈলদের জিজ্ঞেস করো, কি পরিমাণ সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদের দান করেছি; (আমি তাদের বলেছি,) যার কাছে (আল্লাহর) নেয়ামত আসার পর সে তা বদলে ফেলে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কঠোর শাস্তিদানকারী।

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে তাদের এ পার্থিব জীবনটা খুব শোভনীয় করে (সাজিয়ে) রাখা হয়েছে, এরা ঈমানদার ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করে, (অথচ) এ ঈমানদার ব্যক্তি— যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছে, শেষ বিচারের দিন তাদের মর্যাদা হবে (এদের তুলনায়) অনেক বেশী; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেয়েক দান করেন।

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১৩. (এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, (পরে এরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো)। অতপর আল্লাহ তায়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর (গুনাহগারদের জন্যে) আযাবের সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠালেন, তিনি তাদের সাথে সত্য (দ্বীন)-সহ গ্রন্থও নাযিল করলেন, যেন তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমূহের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করে; তাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক (বিরোধ ও) বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে মতবিরোধ করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে তারা মতবিরোধ করেছিলো; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اٰخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اٰتَوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَلْ يَلِي اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلٰ اِذَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذْنِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) জান্নাতে প্রবেশ করবে! (অথচ) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বিপদের) মতো কিছুই তোমাদের কাছে এখনো আসেনি, তাদের ওপর (নানা) অভাব অভিযোগ ও রোগব্যাধি এসেছে, (কঠিন নিপীড়নে) তাদের প্রকম্পিত করে দেয়া হয়েছে, এমন কি স্বয়ং (আল্লাহর) নবী ও তার সংগী সাথীরা (এক পর্যায়ে) এই বলে (আতর্জনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবে (আসবে, আল্লাহ তায়ালা সাহায্য দিয়ে বললেন), হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সাহায্য (অতি) নিকটে।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ يَاتِكُم مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ مُّسْتَهْمَرُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزَلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصَرَ اللّٰهُ اِلَّا اِنَّ نَصَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৫. তারা তোমার কাছে জানতে চাইবে তারা কি (কি খাতে) খরচ করবে, তুমি (তাদের) বলে দাও, যা কিছুই তোমরা তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, এতীম অসহায় মেসকীন এবং মোসাফেরের জন্যে খরচ করবে (তাই আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন); যা ভালো তোমরা করবে আল্লাহ তায়ালা তা অবশ্যই জানতে পারবেন।

يَسْأَلُوْكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۚ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّيْنُ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰبِى السَّبِيْلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৬. (ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর সেটাই তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, (কিন্তু) এমনও তো হতে পারে যে বিষয়টি তোমাদের ভালো লাগে না,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

তাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমরা পছন্দ করবে, কিন্তু তা হবে তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

وَعَسَىٰ أَن تَكْبُوا شَيْئًا ۚ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

২১৭. সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা অনেক বড়ো (গুনাহ), (কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বড়ো গুনাহ হচ্ছে), আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, খানায় কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া, আর (আল্লাহদ্রোহিতার) ফেতনা ফাসাদ হত্যাকাণ্ডের চাইতেও অনেক বড়ো (অন্যায়, তুমি ভেবো না যে,) এরা তোমাদের সাথে (এ মাসসমূহে) লড়াই বন্ধ করে দেবে, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (ইসলামী) জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে; যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যায়, অতপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়— এমন অবস্থায় যে, সে (সুস্পষ্ট) কাফের ছিলো, তাহলে তারাই হবে সেসব লোক যাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُم مِّنْهُ يَرِيذُونَ ۚ وَإِنِ اسْتَطَعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم مِّنْ دِينِهِ فَمَا لِيُمَتِّ وَيَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٠﴾

২১৮. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহের আশা করা যায়; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

২১৯. (হে নবী,) এরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো, এ দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড়ো ধরনের পাপ রয়েছে, (যদিও) মানুষের জন্যে (এতে) কিছু (ব্যবসায়িক) মুনাফাও রয়েছে; কিন্তু এ উভয়ের গুনাহ এদের (ব্যবসায়িক) মুনাফার চাইতে অনেক বেশী; তারা তোমাকে (এও) জিজ্ঞেস করে যে, তারা (নেক কাজে) কি কি খরচ করবে; তুমি তাদের বলো, (দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পর) যা অতিরিক্ত (তা খরচ করো); আল্লাহ তায়ালা এভাবে তোমাদের জন্যে (তাঁর) আয়াতসমূহ খুলে খুলে বলে দেন, আশা করা যায় তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْرٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

২২০. ইহকাল পরকাল উভয় সময় (নিয়েই চিন্তা ভাবনা করবে); তোমাকে তারা এতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে; তুমি বলো, সংশোধনের (সব) পন্থাই তাদের জন্যে উত্তম;

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ

যদি তোমরা (তোমাদের ধন সম্পদ) তাদের সাথে মিশিয়ে ফেলো (তাতে কোনো দোষ নেই, কারণ), তারা তো তোমাদেরই ভাই; আর আল্লাহ তায়ালা (এটা) ভালো করেই জানেন, (কে) ন্যায্যনুগ (পছন্দ) আছে, আর কে) ফাসাদী (স্বভাবের) লোক, আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এ ব্যাপারে) তোমাদের আরো অধিক কষ্ট দিতে পারতেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মহা ক্ষমতাবান, কুশলী।

وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَخَوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَاَعْتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২১. তোমরা (কখনো) কোনো মোশরেক নারীকে বিয়ে করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে, (মনে রেখো,) একজন মুসলমান দাসীও একজন (ঐতিহ্যবাহী) মোশরেক নারীর চাইতে উত্তম, যদিও এ (মোশরেক) নারীটি তোমাদের বেশী ভালো লাগে, (হে মুসলিম মহিলারা), তোমরা কখনো কোনো মোশরেক পুরুষদের বিয়ে করো না যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে; (কেননা) একজন ঈমানদার দাসও (একজন উচু খান্দানের) মোশরেক ব্যক্তির চাইতে ভালো, যদিও এ মোশরেক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে; (কেননা) এরা তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) দিকেই ডাকে, আর আল্লাহ তায়ালা হামেশাই তাঁর মোমেন বান্দাদের তাঁর আদেশবলে জান্নাত ও ক্ষমার দিকেই আহ্বান জানান এবং (এ জন্যে) তিনি তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا
وَلَا مَآةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلَعَبَدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ
يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২২. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে থেকে (মহিলাদের মাসিক) ঋতুকাল (ও এ সময় তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে জানতে চাইবে; তুমি বলো, (আসলে মহিলাদের) এ (সময়টা) হচ্ছে একটা (অপবিত্র ও) কষ্টকর (অবস্থা), (কাজেই) ঋতুকালে তাদের সংগ বর্জন করবে এবং (এ সময় দৈহিক মিলনের জন্যে) তোমরা তাদের কাছে যেও না, যতোক্ষণ না তারা (পুনরায়) পবিত্র হয়, অতপর তারা যখন পুরো পাক সাফ হয়ে যায় তখন তোমরা তাদের কাছে যাও— (দৈহিক মিলনের) যে পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা তাওবা করে এবং তিনি তাদেরও ভালোবাসেন যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে।

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ
هُوَ اَذَىٰ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَاِذَا طَهَّرْنَ فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ
اللّٰهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসল ক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসল ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো, তোমরা নিজেদের (ভবিষ্যতের) জন্যে কিছু (অগ্রিম নেক আমল) পাঠিয়ে দাও; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, জেনে রেখো, একদিন অবশ্যই তোমাদের সবাইকে তাঁর সামানাসামনি হতে হবে। মোমেনদের তুমি (পুরস্কারের) সুসংবাদ দাও।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ
اَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২২৪. তোমরা তোমাদের (এমন) শপথের জন্যে আল্লাহকে কখনো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে না, (যার মাধ্যমে) ভালো কাজ করা, (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করা এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে, আল্লাহ তায়ালার তোমাদের সব কিছুই শোনে এবং সব কথাই তিনি জানেন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৫. আল্লাহ তায়ালার তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্যে কখনো পাকড়াও করবেন না, তবে তিনি অবশ্যই সে সব শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্পের সাথে সম্পন্ন করো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালার ক্ষমামূল্য ধৈর্যশীল।

لَا يُوَازِئُكُمْ اللَّهُ بِاللِّغْوِيِّ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَازِئُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৬. যেসব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে (তাদের মনস্থির করার) জন্যে তাদের চার মাসের অবকাশ রয়েছে, (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের কসম থেকে) ফিরে আসে (তাহলে জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালার ক্ষমামূল্য ও দয়াবান!

لِلَّذِينَ يُؤْثِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৭. তারা যদি (স্ত্রীদের) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তায়ালার সব শোনে জানেন।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু (অথবা ঋতু থেকে পবিত্র থাকার তিনটি মুদত) পর্যন্ত নিজেদের (পুনরায় বিয়ে) থেকে দূরে রাখে; তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তায়ালার যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না— যদি তারা আল্লাহ তায়ালার এবং পরকালের ওপর ঈমান আনে; এ সময়ের ভেতর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীদের অধিকার অবশ্য একটু বেশী, যদি তারা উভয়ে পরস্পর মিলে মিশে চলতে চায়; পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায্য অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (অর্থনৈতিক দায়িত্বের কারণে) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক মাত্রা বেশী, আল্লাহ তায়ালার বিপুল ক্ষমতার মালিক, (তিনি পরম) কুশলী।

وَالْمَطْلَقُ يُتْرَبُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْءِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৯. তালাক দু'বার (মাত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে, তৃতীয় বারের আগেই) হয় মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা সহৃদয়তার সাথে তাকে চলে যেতে দেবে; তোমাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে, তবে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না—

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ

এমন আশংকা যদি দেখা দেয় (তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উত্তম, এমন অবস্থায়) যদি তোমাদের ভয় হয় যে, এরা আল্লাহর বিধানের গন্ডির ভেতর থাকতে পারবে না; তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেয়), তাহলে তাদের উভয়ের ওপর এটা কোন দৃষ্ণীয় (বিষয়) হবে না, (জেনে রাখো) এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনো অতিক্রম করো না, আর যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করে তারাই হচ্ছে যালেম।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾

২৩০. যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্যে (আর) বৈধ থাকবে না, (হাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মমাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরে) তারা যদি মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসাতে তাদের ওপর কোনো দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা, যারা (এ সম্পর্কে) জানে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা যখন তাদের (ইচ্ছতের) অপেক্ষার সময় পূর্ণ করে নেয়, তখন (হয়) মর্যাদার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনো, নতুবা ভালোভাবে তাদের বিদায় করে দাও, শুধু কষ্ট দেয়া এবং (তাদের ওপর) বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না, আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে (প্রকারান্তরে) নিজের ওপরই যুলুম করে; (সাবধান) আল্লাহর আয়াতসমূহকে কখনো হাসি তামাশার বস্তু মনে করো না। স্মরণ করো (তোমরা ছিলে অজ্ঞ), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (হেদায়াত পাঠিয়ে) নেয়ামত দান করেছেন, (শুধু তাই নয়) তিনি তোমাদের জন্যে জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কিতাব নাযিল করেছেন, যা দিয়ে তিনি তোমাদের (সব ধরনের) নিয়ম (কানুন) বাতলে দেন; (অতএব) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াক্ফহাল রয়েছেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

২৩২. যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, অতপর (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীরাও তাদের অপেক্ষার সময়টুকু শেষ করে নেয়, তখন তোমরা তাদের (পছন্দমতো) স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা দিয়ো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (বিয়ের জন্যে) সম্মানজনকভাবে কোনো একমতো পৌছে যায়;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ

তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের এর মাধ্যমে আদেশ দেয়া যাচ্ছে; (মূলত) এটা তোমাদের জন্যে অধিক সম্মানের এবং অনেক পবিত্র (কর্মধারা, কারণ); আল্লাহ তায়ালা জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

২৩৩. মায়েরা পুরো দুটো বছরই তাদের (সন্তানকে) বুকের দুধ খাওয়াবে, (এ নিয়ম তার জন্যে) যে ব্যক্তি (সন্তানের) দুধ খাওয়ানোটা পুরোপুরি আদায় করতে চায়; সন্তানের (দুধ খাওয়ানোর) জন্যে মায়েরদের (সম্মানজনক) ভরণ পোষণ (সুনিশ্চিত) করতে হবে; কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না, (পিতার সংগতির কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে,) মায়েরাও যেন (আবার) নিজ সন্তান নিয়ে (বেশী) কষ্টে না পড়ে যায় এবং পিতাকেও যেন সন্তান (জন্ম দেয়ার) কারণে (অযথা) কষ্টে পড়ে যেতে না হয়, (সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের পিতার অবর্তমানে তার) উত্তরাধিকারীদের ওপর (সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অধিকার) এভাবেই (বহাল থাকবে, তবে কোনো পর্যায়ে) তারা উভয়ে যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগে ভাগেই সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও তাদের ওপর কোনো দোষের কিছু নেই; তোমরা যদি নিজেদের বদলে অন্য কাউকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়োগ করতে চাও এবং যদি দাত্রীর পাওনা যথাযথভাবে তোমরা বুঝিয়ে দাও, তাতেও কোনো গুনাহ নেই (সর্বাবস্থায়) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখতে পান।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لِاتُّصَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِن أَرَدْتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَاكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمَا مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তারা (যদি তাদের) স্ত্রীদের (জীবিত) রেখে যায় (সে অবস্থায় স্ত্রীরা যদি বিয়ে করতে চায়, তাহলে) তারা তাদের নিজেদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সময় (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে, (অপেক্ষার) এ সময়টুকু যখন তারা পূরণ করে নেবে, তখন এ বিষয়টিতে তোমাদের ওপর কোনো দোষ (চাপানো) হবে না। তখন তারা নিজেদের (বিয়ের) ব্যাপারে ন্যায্যানুগ পছন্দ যা ইচ্ছা তা করবে। (মূলত) তোমরা (যে) যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা (তার পুরোপুরি) খবর রাখেন।

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢١﴾

২৩৫. (এমন কি সে অপেক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগেও) তোমরা কেউ যদি (তাদের) বিয়ে করার (জন্যে) পয়গাম পাঠাও, কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা যদি তোমরা নিজেদের মনের ভেতর লুকিয়ে রাখো, (তাতেও) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ

কেননা আল্লাহ তায়ালা এটা ভালো করেই জানেন, তাদের কথা তোমরা বার বার স্মরণ করো, কিন্তু (সাবধান আড়ালে আবডালে থেকে) গোপনে তাদের বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ো না, তাদের সাথে কখনো তোমাদের কথা বলতে হলে তা বলবে সম্মানজনক পন্থায়; তার (অপেক্ষার আল্লাহর নির্ধারিত) ইদত শেষ হবার আগে কখনো (তার সাথে) বিয়ের সংকল্প করো না; জেনে রেখো, তোমাদের মনের সব (ইচ্ছা অভিসন্ধির) কথা কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁর থেকেই সতর্ক হও (এবং এও জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ধৈর্যশীল!

عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَنْ كُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

২৩৬. যে স্ত্রীদের তোমরা কখনো স্পর্শ করোনি কিংবা তাদের জন্যে মোহরের কোনো অংক নির্ধারণ করোনি (এমন অবস্থায়) যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাতে তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই, (এ পরিস্থিতিতে মোহরের কোনো অংক নির্ধারিত না হলেও) তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় কিছু (অর্থ) আদায় করে দেবে, ধনী ব্যক্তির ওপর (এটা হবে তার) নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর (হবে) তার সংগতি অনুযায়ী, (এটা) নেককার লোকদের ওপর (স্ত্রীদের) একটি অধিকার বটে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾

২৩৭. যদি (এমন হয়,) তোমরা তাদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়েছো এবং মোহরের অংকও নির্ধারিত করে নিয়েছো, তাহলে তাদের জন্যে পরিমাণ (থাকবে) নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক, (যা) আদায় করে দিতে হবে, (হাঁ) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী নিজের থেকে যদি তোমাদের তা মাফ করে দেয় কিংবা যে (স্বামী) হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে— সে যদি (স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দিয়ে) অনুগ্রহ দেখাতে চায় (সেটা ভিন্ন কথা), তোমরা যদি অনুগ্রহ করো (তাহলে) তা হবে তাকওয়ার একান্ত কাছাকাছি; কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা (কে) কি করো, তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা দেখেন।

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١﴾

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের ওপর (একান্ত) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে— এবং তোমরা আল্লাহর জন্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যেও।

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۚ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿٢٢﴾

২৩৯. অতপর যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (তখন প্রয়োজনে) তোমরা নামায পড়বে— পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ

তারপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের তাঁকে স্মরণ করার (নিয়ম) শিখিয়েছেন, যার কিছুই তোমরা (ইতিপূর্বে) জানতে না।

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿১৪০﴾

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সে (পেছনে নিজ) স্ত্রীদের রেখে যায়, (তার উত্তরসুরীদের জন্যে তার) ওসিয়ত থাকবে যেন তারা এক বছর পর্যন্ত তারা তাদের (স্ত্রীদের) ব্যয়ভার বহন করে, (কোনো অবস্থায় ভিটেমাটি থেকে তাদের যেন) বের করে না দেয়, (হাঁ) যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে কোনো সম্মানজনক ব্যবস্থা করে নেয়; তাহলে এ জন্যে তোমাদের ওপর কোনো দোষ পড়বে না; আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ কুশলীও!

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿১৪১﴾

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যে ন্যায়সংগত ভরণ পোষণ পাবার অধিকার থাকবে; যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এটা তাদের ওপর (স্ত্রীদের) অধিকার।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿১৪২﴾

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করবে।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿১৪৩﴾

২৪৩. তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, (এ কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও। এরপর তিনি তাদের পুনরায় জীবন দান করলেন; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۖ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿১৪৪﴾

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (সবকিছু) শোনে, তিনি (সব কিছু) জানেন।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿১৪৫﴾

২৪৫. কে (এমন) আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, (যে কেউই আল্লাহকে ঋণ দেবে সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা (ঋণের) সে (অংক)টি তার জন্যে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা (কাউকে) ধনী (আবার কাউকে) গরীব করেন, (আর) তোমাদের (ধনী গরীব) সবাইকে তো একদিন তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿১৪৬﴾

২৪৬. তুমি কি মূসার পর বনী ইসরাঈল দলের কাছে (পাঠানো তাদের) কতিপয় নেতাকে দেখিনি? যখন তারা তাদের নবীর কাছে বলেছিলো, আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যেন (তার সাথে মিলে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি; (আল্লাহর) সে (নবী তাদের) বললো, তোমাদের অবস্থা আগের লোকদের মতো এমন হবে না তো যে- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের লড়াইর আদেশ দেবেন এবং তোমরা লড়াই করবে না, তারা বললো, আমরা কেন আল্লাহর পথে লড়বো না, (বিশেষ করে যখন) আমাদেরকে আমাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে (আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে), অতপর যখন (সত্যি সত্যিই) তাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় (সাহসী) বান্দা ছাড়া অধিকাংশই (সেদিন) ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

الْكَرَّ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَمَّا بَعَثَ لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৭. তাদের নবী তাদের বললো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তালুতকে তোমাদের ওপর বাদশাহ (নিযুক্ত) করে পাঠিয়েছেন; (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার কি অধিকার আছে আমাদের ওপর রাজত্ব করার? বাদশাহীর অধিকার (বরং) তার চাইতে আমাদেরই বেশী, (তাছাড়া) অর্থ প্রাচুর্যও তাকে কখনো বেশী দেয়া হয়নি; (আল্লাহর) নবী বললো, তোমাদের ওপর (বাদশাহ হিসেবে) আল্লাহ তায়ালা তাকে বাছাই করেছেন এবং (এ জন্যে) তার শারীরিক যোগ্যতা ও জ্ঞান (প্রতিভা) বাড়িয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর রাজস্বমত দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও মহাবিজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৮. তাদের নবী তাদের বললো, অবশ্যই তার বাদশাহীর কিছু চিহ্ন (থাকবে এবং তা) হচ্ছে, সে তোমাদের সামনে (বনী ইসরাঈলীদের হারানো) সিন্দুকটি এনে হাযির করবে, এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তির বিষয় মজুদ থাকবে, (তাছাড়া) এ সিন্দুকে মূসা ও হারুনের পরিবার পরিজনের কিছু রেখে যাওয়া (জিনিসপত্রও) থাকবে, (আল্লাহ তায়ালা নির্দেশে তাঁর) ফেরেশতারা এ সিন্দুক তোমাদের জন্যে বহন করে আনবে, যদি তোমরা ঈমান আনো তাহলে (তোমরা দেখবে), এতে তোমাদের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

২৪৯. (রাজত্ব পেয়ে) তালুত যখন নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলো, তখন সে (তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা ঝর্ণা (-র পানি) দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এ থেকে কোনো পানি পান করে তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি তা খাবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তার হাত দিয়ে সামান্য এক আঁজলা (পানি পান করে) নেয় তা ভিন্ন কথা, অতপর (সেখানে গিয়ে) হাতেগোনা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃষ্ণিতরে পানি পান করে নিলো; এ কয়জন লোক- যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো, তারা এবং তালুত যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা (নিজেদের দীনতা দেখে) বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই; (তাদেরই সাথী বন্ধু) যারা জানতো তাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۖ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَرِهَ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ۚ يَٰۤأَذِينَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ مَعَ الصَّٰرِينَ ﴿٢٤٩﴾

২৫০. তারপর (যখন) সে তার সৈন্য নিয়ে জালুতের (মোকাবেলা করার) জন্যে দাঁড়ালো, তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের সবরের তাওফীক দান করো, দুশমনের মোকাবেলায় আমাদের কদমগুলোকে দৃঢ় রাখো এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো;

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

২৫১. অতপর তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পর্যুদস্ত করে দিলো এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করলেন এবং তাকে (রাজত্বের) কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং তিনি তাকে নিজ ইচ্ছামতো আরো (বহু) বিষয়ের জ্ঞান দান করেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখন্ড ফেতনা ফাসাদে ভরে যেতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের ওপর বড়োই অনুগ্রহশীল!

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

২৫২. এসব ঘটনা আল্লাহর এক একটা নিদর্শন, যা যথাযথভাবে আমিই তোমাকে শুনিয়েছি; তুমি অবশ্যই আমার পাঠানো রসূলদের একজন!

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

২৫৩. এই নবী রসূলদের কাউকে আমি কারো ওপর বেশী মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে (কেউ) এমনও ছিলো যার সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন তাদের কারো মর্যাদা তিনি (অন্যভাবে) বাড়িয়ে দিয়েছেন; আমি মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে (কতিপয়) উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতপর পবিত্র রুহের মাধ্যমে আমি তাকে সাহায্য করেছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের (আগমনের) পর যাদের কাছে এসব উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে, তারা কখনো মারামারিতে লিপ্ত হতো না, কিন্তু (রসূলদের পর) তারা (দলে উপদলে) বিভক্ত হয়ে গেলো, অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো আবার তাদের কিছু লোক কুফরী করলো, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে এরা কেউই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِنْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ هِرٍ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

২৫৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা আমার দেয়া ধন সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো- সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বোচাকেনা, বন্ধুত্ব ভালোবাসা থাকবে না- থাকবে না কোনো রকমের সুপারিশ; (এ দিনের) অস্বীকারকারীরাই হচ্ছে যালেম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٍ وَلَا شَفَاعَةً ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৫. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি, ঘুম (তো দূরের কথা, সামান্য) তন্দ্রা (-ও) তাঁকে আচ্ছন্ন করে না; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর; কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে তিনি যদি ভিন্ন কিছু চান (সেটা আলাদা), তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাযত করার কাজটি কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

২৫৬. (আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, (কেননা) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অতপর কোনো ব্যক্তি যদি বাতিল (মতাদর্শ)-কে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর (দেয়া) জীবনাদর্শের ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তায়ালা (সব) শোনেন (এবং সব) জানেন।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, তিনি তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকারসমূহ থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, (অপরদিকে) যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে, বাতিল (শক্তিসমূহ)-ই হয় তাদের সাহায্যকারী, তারা তাদের (দ্বীনের) আলো থেকে (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়; এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿২৫৭﴾

৩৪
ককু

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখিনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ায়) রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়ার পর সে ইবরাহীমের সাথে স্বয়ং মালিকের ব্যাপারেই বিতর্কে লিপ্ত হলো, (বিতর্কের এক পর্যায়ে) ইবরাহীম বললো, আমার রব, যিনি (সৃষ্টিকুলকে) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, সে (দাষ্টিক শাসক) বললো, জীবন মৃত্যু তো আমিও দেই, ইবরাহীম বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পূর্ব দিক থেকে (প্রতিদিন) সূর্যের উদয়ন ঘটান, (একবার) তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে বের করে দেখাও তো! (এতে সত্য) অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে কখনো পথের দিশা দেন না।

الَّذِي قَالَ لِابْنِهِ رَبِّ! أَنَا أَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ! إِنِّي نَحْيٍ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿২৫৮﴾

২৫৯. অথবা (ঘটনাটি) কি সে ব্যক্তির মতো- যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে গেলো, (সে দেখলো) তা আপন অস্তিত্বের ওপর (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ খুবড়ে পড়ে আছে, (তখন) সে ব্যক্তি বললো, এ (মৃত জনপদ)-কে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশ বছর মৃত (ফেলে) রাখলেন, এরপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন; এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমি (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা বললেন; বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছো, তাকিয়ে দেখো তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে, (দেখবে) তা বিন্দুমাত্রও পচেনি, তোমার গাধাটির দিকেও দেখো, (তাও একই অবস্থায় আছে, আমি এসব এ জন্যেই দেখালাম), যেন আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি (জীবন্ত) প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, এ (মৃত জীবের) হাড় পাজরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি কিভাবে তা একটার সাথে আরেকটার জোড়া লাগিয়ে (নতুন জীবন) দিয়েছি, অতপর কিভাবে তাকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, এ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿২৫৯﴾

২৬০. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম বললো, হে রব, মৃতকে তুমি কিভাবে (পুনরায়) জীবন দাও তা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেন-তুমি কি (না দেখে) বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, হাঁ (প্রভু, আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু (এর দ্বারা) আমার মন একটু সান্ত্বনা পাবে (এই যা)। আল্লাহ তায়ালা বললেন তুমি (বরং) চারটি পাখী ধরে আনো, অতপর (আস্তে আস্তে) এ পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওরা তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়), তারপর (তাদের কয়েক টুকরায় ভাগ করে), তাদের (কাটা) এক একটি টুকরো এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো, অতপর তুমি ওদের (সবার নাম ধরে) ডাকো, (দেখবে জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে; তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اٰرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ۖ قَالَ فُكِّنْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ اِلَيْكَ ثَمَّ اَجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثَمَّ اَدْعُهُنَّ يٰۤاٰتِيَنَكَ سَعِيًّا ۚ وَاَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালায় পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বেরলো, এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ করে শস্য দানা; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তার জন্যে (এটাকে) বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক প্রশস্ত, অনেক বিজ্ঞ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِىْ كُلِّ سَنَابِلَةٍ مَّاۤئَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬২. যারা আল্লাহ তায়ালায় পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং যা কিছু ব্যয় করে তা প্রচার করে বেড়ায় না, প্রতিদান চেয়ে (কাউকে) কষ্ট দেয় না, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে পুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে, (শেষ বিচারের দিন) এদের কোনো ভয় নেই, তারা (সেদিন) দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مِّنَّا وَلَا اٰدٰى لَّهُمْ اَجْرٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬৩. সুন্দর কথা বলা এবং ক্ষমা করে দেয়া সেই দানের চাইতে অনেক ভালো, যে দানের পরিণামে কষ্টই আসে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি পরম ধৈর্যশীল।

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتَّبَعُهَا اٰدٰى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৪. হে ঈমানদাররা, তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং (অনুগৃহীত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদকা বরবাদ করে দিয়ো না- ঠিক সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই দান করে, সে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালে (কিছু পাওয়ার ওপর) বিশ্বাস করে না; তার (দানের) উদাহরণ হচ্ছে, যেন একটি মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর কিছু মাটি, সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, অতপর পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকলো; (দান খয়রাত করে) তারা যা কিছু অর্জন করলো তার থেকে তারা কিছুই (সংগ্রহ) করতে পারলো না,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۚ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ

আর যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনো সঠিক পথ দেখান না।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٥﴾

২৬৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি এবং নিজেদের মানসিক অবস্থাকে (আল্লাহর পথে) সুদৃঢ় রাখার জন্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেন তা কোনো উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি (সজ্জিত) ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, আর তা না হলেও শিশির বিন্দুগুলোই (ফসলের জন্য) যথেষ্ট হয়, আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেন তোমরা কে কি কাজ করো।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٥٦﴾

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চাইবে যে, তার কাছে (সুন্দর) একটি বাগান থাকুক, যাতে খেজুর ও আঙুর থাকবে, তার তলদেশ দিয়ে আবার প্রবাহমান থাকবে কতিপয় বর্ণাধারা, সেখানে আরো থাকবে সব ধরনের ফলমূল, আর (এগুলো ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান থাকবে, (এ অবস্থায় হঠাৎ করে) আঙুরের এক ঘূর্ণিঝড় এসে তার সব (স্বপ্ন) জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এসব বিষয় নিয়ে) চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفٌ ۖ فَاصَابَهَا عَصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يَبْيِئُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٥٧﴾

২৬৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরা যা অর্জন করেছে, সে পবিত্র (সম্পদ) এবং যা আমি যমীনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি, তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (আল্লাহর জন্যে এমন) খারা প জিনিসগুলো বেছে তার থেকে ব্যয় করো না, যা অন্যরা তোমাদের দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না, অবশ্য যা কিছু তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করো তা আলাদা, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা (কোনো কিছুই) মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসার মালিক তো তিনিই!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا آتَيْنَاكُمْ لَا تَمْسِكُوا إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَنْفِقُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٥٨﴾

২৬৮. (আল্লাহর পথে দান করার সময়) শয়তান তোমাদের অর্থাভাবের ভয় দেখাবে এবং (নানাবিধ) অশ্লীল কর্মকাণ্ডের আদেশ দেবে, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর কাছ থেকে অসীম বরকত ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সম্যক অবগত।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٩﴾

২৬৯. আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে জ্ঞান কৌশল দান করেন, আর যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালা) জ্ঞান কৌশল দেয়া হয়েছে (সে যেন মনে করে), তাকে (সত্যিকার অর্থেই) প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে, আর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া (এ থেকে) অন্য কেউই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٠﴾

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করো, আর যা কিছু (খরচ করার) মানত করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন; যালেমদের কোনোই সাহায্যকারী নেই।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٣٠﴾

২৭১. তোমরা যদি (তোমাদের) দানকে প্রকাশ করো- ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা গোপন রাখো এবং (চুপে চুপেই) তা অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্যে বেশী উত্তম; (এ দানের কারণে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দেবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকফহাল রয়েছে।

إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

২৭২. (যারা তোমার কথা শোনে না,) তাদের হেদায়াতের দায়িত্ব তোমার ওপর নয়, তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখান, তোমরা যা দান সদকা করো (তা) তোমাদের জন্যেই (কল্যাণকর, কারণ) তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই খরচ করো; (তোমরা আজ) যা কিছু দান করবে (আগামীকাল) তার পুরোপুরি বিনিময় তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তোমাদের ওপর কোনো রকম যুলুম করা হবে না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

২৭৩. (দান সদকা তো এমন) কিছু গরীবদের জন্যে, যাদের আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপ্ত করে রাখা হয়েছে যে, তারা (নিজেদের রেখেকের জন্যে) যমীনের বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, আত্মসম্মানবোধের কারণে এরা কিছু চায় না বলে অজ্ঞ (মূর্খ) লোক এদের মনে করে এরা (বুঝি আসলেই) সচ্ছল, কিন্তু এদের (বাহ্যিক) চেহারা দেখেই তুমি এদের (সঠিক অবস্থা) বুঝে নিতে পারো, এরা মানুষদের কাছ থেকে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা করতে পারে না; তোমরা যা কিছুই খরচ করবে আল্লাহ তায়ালা তার (যথার্থ) বিনিময় দেবেন, অবশ্যই তিনি সব কিছু জানেন।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

২৭৪. যারা দিন রাত গোপনে প্রকাশ্যে নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে, তাদের মালিকের দরবারে তাদের এ দানের প্রতিফল (সুরক্ষিত) রয়েছে, তাদের ওপর কোনো রকম ভয় ভীতি থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٤﴾

২৭৫. যারা সূদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ জন্যে যে, এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সূদের মতোই (একটা কারবারের নাম, অথচ)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার (যার) কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে সুদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যা হয়েছে তা তো তার জন্যে (অতিবাহিত হয়েই গেছে), সে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালায় সিদ্ধান্তের ওপর; কিন্তু যে ব্যক্তি (এই আদেশের পরও আবার সুদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿২৭৫﴾

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সুদ নিষিদ্ধ করেন, আর দান সদকাকে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নেয়ামতের) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿২৭৬﴾

২৭৭. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালায় ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে যথার্থ প্রতিদান রয়েছে, তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿২৭৭﴾

২৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, (তোমাদের কাছে) আগের সুদী (কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿২৭৮﴾

২৭৯. আর যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে), যদি তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে, তোমরা অন্যের ওপর যুলুম করো না, তোমাদের ওপরও অতপর কোনো যুলুম করা হবে না।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿২৭৯﴾

২৮০. সে (ঋণগ্রহীতা) ব্যক্তিটি কখনো যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে (তার ওপর চাপ দিয়ো না, বরং) তার সম্বলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও; আর যদি তা মাফ করে দাও, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম কাজ— যদি তোমরা জানো!

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿২৮০﴾

২৮১. সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, অতপর সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে (তার) কামাইর ফলাফল দিয়ে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনো ধরনের যুলুম করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿২৮১﴾

২৮২. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো, তখন তা লিখে রাখো; তোমাদের মধ্যকার যে কোনো একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দেবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা লেখা শিখিয়েছেন সে যেন কখনো লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়, (লেখার সময়) ঋণগ্রহীতা (লেখককে) বলে দেবে কি (কি শর্ত সেখানে) লিখতে হবে, তাকে অবশ্যই তার রবকে ভয় করা উচিত, (চুক্তিনামা লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে) তার কিছুই যেন বাদ না পড়ে; যদি সে ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ মূর্খ এবং (সামাজিক দিক থেকে) দুর্বল হয়, অথবা (চুক্তিনামার শর্ত বলে দেয়ার) ক্ষমতাই তার না থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে—কি কি কথা (চুক্তিতে) লিখতে হবে; (তদুপরি) তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন পুরুষকে (এ চুক্তিপত্রে) সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো, যদি দুই জন পুরুষ (একত্রে) না থাকে তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা (সাক্ষী হবে), যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে; এমন সব লোকদের মধ্য থেকে সাক্ষী নিতে হবে যাদের উভয় পক্ষই পছন্দ করবে, (সাক্ষীদের) যখন (সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না; (লেনদেনের) পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক, তার দিনক্ষণসহ (লিখে রাখতে) অবহেলা করো না; এটা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মযবুত (ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত) এবং (পরবর্তীকালে) যাতে তোমরা সন্দিগ্ধ না হও তার সমাধানের জন্যেও এটা নিকটতর (পন্থা), তবে যা কিছু তোমরা নগদ আদান প্রদান করো তা না লেখলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে, (দলিলের) লেখক ও (তার) সাক্ষীদের কখনো (তাদের মত বদলানোর জন্যে) কষ্ট দেয়া যাবে না; তোমরা যদি তা করো তাহলে (জেনে রেখো), তা হবে একটি মারাত্মক গুনাহ, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের (সবকিছুই) শিখিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা (সকল বিষয়) জানেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

২৮৩. যদি তোমরা কখনো সফরে থাকো এবং (চুক্তিনামা লেখার মতো) কোনো লেখক না পাও, তাহলে কোনো জিনিস বন্ধক রেখে তা (ঋণদাতার দখলে দিয়ে) দাও, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো বন্ধকী জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, এমনাবস্থায় যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত সেই

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَىٰ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ

আমানত যথাযথ ফেরত দেয়া এবং (আমানতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা, যিনি তার মালিক। তোমরা কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে সে অবশ্যই অন্তরের দিক থেকে পাপিষ্ঠ; বস্তুত আল্লাহ তায়ালার তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

৩৯
ককু

২৮৪. আসমান যমীনে যতো কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহ তায়ালার (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর (পুরোপুরি) হিসাব গ্রহণ করবেন; (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালার সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبْنُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُكَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৮৫. (আল্লাহর) রসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তাঁর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, (তাঁর সাথী) মোমেনরাও ঈমান এনেছে, এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর নবী রসূলদের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি ন; তারা বলে, আমরা (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনে নিয়েছি, হে আমাদের রব, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছেই হচ্ছে সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা।

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٠﴾

২৮৬. আল্লাহ তায়ালার কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) অর্জন করবে, আবার সে যতোটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততোটুকু শাস্তিই) পতিত হবে; (অতএব, হে মোমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করো,) হে আমাদের রব, আমরা যদি কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো গুনাহ করে ফেলি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ে না, হে আমাদের রব, যে বোঝা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু, অতপর কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾

৪০
ককু

আয়াত ২০০
রুকু ২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আলে ইমরান
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মীম।

المر

২. মহান আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, (তিনি) চিরঞ্জীব, (তিনি) চিরস্থায়ী।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ③

৩. তিনি সত্য (দ্বীন) সহকারে তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, যা তোমার আগে নাযিল করা অন্যান্য কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে। তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন;

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ④

৪. মানব জাতিকে (সঠিক) পথ প্রদর্শনের জন্যে ইতিপূর্বে (আল্লাহ তায়ালার আরো কিতাব নাযিল করেছেন), তিনি (হক ও বাতিলের মধ্যে) ফয়সালা করার মানদণ্ড (হিসেবে কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন; অবশ্যই যারা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে; আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতার মালিক, তিনি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও বটে!

مِّن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ⑤
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ⑥ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ⑦

৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার (মহান) তাঁর কাছে আসমান ও ভূখন্ডের কোনো তথ্যই গোপন নেই।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ⑧

৬. তিনি সেই মহান সত্তা যিনি (মায়ের পেটে কিংবা) শুক্রকীটে (থাকতেই) তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন; তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ⑨ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑩

৭. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। (এই কিতাবে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে), এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সেগুলোই হচ্ছে কিতাবের মৌলিক অংশ, (এ ছাড়া) বাকী আয়াতগুলো হচ্ছে রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের মাঝে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (এগুলোকে কেন্দ্র করেই নানা ধরনের) ফেতনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং (আল্লাহর কিতাবের অপ-) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এসব (রূপক) আয়াত থেকে কিছু অংশের তারা অনুসরণ করে, (মূলত) এসব (রূপক) বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালার ছাড়া আর কেউই জানে না। (এ কারণেই) যাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা আছে তারা (এসব আয়াত সম্পর্কে) বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, এগুলো সবই তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এসেছে, সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহর হেদায়াতে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ⑪ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ⑫ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ⑬ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ⑭ أَمَّا بِهِ ⑮ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ ⑯ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ⑰

৮. (তারা আরো বলে,) হে আমাদের রব, (একবার যখন) তুমি আমাদের (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছো, (তখন তুমি আর) আমাদের মনকে বাঁকা করে দিয়ে না, একান্ত তোমার কাছ থেকে তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো, কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴿٧﴾

৯. হে আমাদের রব, তুমি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে একদিন (তোমার কাছে) একত্রিত করবে, এতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা ভংগ করেন না।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٨﴾

১০. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর (আযাব) থেকে (তাদের বাঁচানোর ব্যাপারে) কখনোই কোনো উপকার করবে না, তারাই হবে জাহান্নামের ইক্ষন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُغْنِيَنَّ عَنْهُمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿٩﴾

১১. (তাদের পরিণতি হবে) ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তী (না-ফরমান) জাতিসমূহের মতো; তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, অতপর তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের (শক্ত করে) পাকড়াও করলেন; (বস্তুত) শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর।

كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠﴾

১২. (হে নবী,) কাফেরদের তুমি বলে দাও, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্চিত) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের কাছে জড়ো করা হবে; (আর জাহান্নাম!) কতো নিকৃষ্ট অবস্থান!

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُكْشَرُونَ
إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿١١﴾

১৩. সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নিদর্শন (মজুদ) ছিলো, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিলো; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়াইছিলো আল্লাহর (দ্বীনের) পথে, আর অপর বাহিনীটি ছিলো কাফেরদের, তারা চর্মচক্ষু দিয়ে তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সাহায্য (ও বিজয় দান) করেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّتِي قَاتَلَا
فِئَةً تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ
يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٢﴾

১৪. নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততি, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা রূপা, পছন্দসই ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু ও যমীনের ফসলকে (সব সময়ই) মানব সন্তানের জন্যে লোভনীয় করে রাখা হয়েছে; (আসলে) এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের কিছু ভোগের সামগ্রী (মাত্র! স্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আশ্রয় তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কাছের রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَفِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْبَابِ ﴿١٣﴾

১৫. (হেনবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যাঁ, সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে রয়েছে (মনোরম) জালাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) বর্ণাধারা এবং তারা সেখানে অনাদিকাল থাকবে, আরো থাকবে (তাদের) পূত পবিত্র সংগী ও সংগিনীরা— থাকবে আল্লাহ তায়ালা (অনাবিল) সন্তুষ্টি; আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

قُلْ أَوْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা অবশ্যই তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর তুমি আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দাও এবং (শেষ বিচারের দিন) তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো।

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৭. এরা হচ্ছে ধৈর্যশীল, সত্যশ্রী, অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষরাতে কিংবা উষালগ্নের পূর্বে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই, (সাক্ষ্য দিচ্ছে) ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষরাও, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

১৯. নিসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালায় কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হবার পর) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

২০. যদি এরা তোমার সাথে (এ ব্যাপারে কোনোরূপ) বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি বলো, আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করেছে তারা— (সবাই) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছি; অতপর যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা (কোনো কিতাব না পেয়ে) মূর্থ (থেকে গেছে), তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সবাই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছো? (হ্যাঁ), তারা যদি আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে তারা তো সঠিক পথ পেয়েই গেলো, কিন্তু তারা যদি (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

(তাহলে মনে রেখো), তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া; আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের (কর্মকান্ড নিজেই) পর্যবেক্ষণ করছেন।

عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۖ وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ ۝

২১. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, যারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে— হত্যা করে মানব জাতির যারা ন্যায় ও ইনসাফ মেনে চলার আদেশ দেয়— তাদেরও, এদের তুমি এক কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

২২. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কর্ম বার্থ্য (ও নিষ্ফল) হয়ে গেছে, এদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝

২৩. (হে নবী,) তুমি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কি, যাদের আমার কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যা তাদের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেবে, তখন তাদের একদল লোক (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে।

الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مَعْرُضُونَ ۝

২৪. এটা এ কারণে যে, এ লোকেরা বলে, (দোষখের) আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, (আর করলেও তা হবে) হাতেগনা কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র, (মূলত) তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে নিজেদের মনগড়া ধারণাই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

২৫. অতপর (সেদিন তাদের) কী অবস্থা হবে, যেদিন আমি সমগ্র মানব সন্তানকে একত্রিত করবো, যেদিন সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই— সেদিন প্রত্যেক মানুষকেই তার অর্জনের বিনিময় পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ تَدْرَأُونَ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

২৬. (হে নবী), তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ), তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো; সব রকমের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ; নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۚ وَتُعِزُّ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِمَّنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৭. তুমিই রাতকে দিনের মাঝে शामिल করো, আবার দিনকে রাতের ভেতর शामिल করো;

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ

প্রাণহীন (বস্তু) থেকে তুমি (যেমন) প্রাণের আবির্ভাব ঘটাব, (আবার) প্রাণহীন (অসাড়) বস্তু থেকে বের করে আনো প্রাণসর্বস্ব (জীব) এবং যাকে ইচ্ছা তুমি বিনা হিসাবে রেখে দান করো।

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٩

২৮. ঈমানদার ব্যক্তির কখনো ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের নিজেদের বন্ধু বানাবে না, যদি তোমাদের কেউ তা করে তবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না, হাঁ তাদের কাছ থেকে কোনো আশংকা (খাঙ্কলে) নিজেদের বাঁচানোর প্রয়োজন হলে তা ভিন্ন কথা; আল্লাহ তায়ালা তো বরং তাঁর নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন (বেশী), কারণ তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা তো আল্লাহর কাছেই।

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۚ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۚ وَيَكْفُرُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٣٠

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর কিছু গোপন করে রাখো, কিংবা তা যদি প্রকাশ করে দাও, তা আল্লাহ তায়ালা (ভালোভাবে) অবগত হন; আসমান যমীন ও এর (আভ্যন্তরীণ) সবকিছুও তিনি জানেন, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣١

৩০. যেদিন প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ সামনে হাযির দেখতে পাবে যা সে (দুনিয়ায়) অর্জন করেছে, যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কিছু অর্জন করবে সে সেদিন কামনা করতে থাকবে, তার এবং তার (কাজের) মাঝে যদি দূস্তর একটা তফাৎ থাকতো! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর (শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَكْثَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيَكْفُرُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ٣٢

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۙ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣

৩২. তুমি (আরো) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসুলের কথা মেনে চলো, (এ আহ্বান সত্ত্বেও) তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে তুমি জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফেরদের পছন্দ করেন না।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ٣٤

৩৩. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সৃষ্টিকুলের ওপর (নেতৃত্বের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন;

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ٣٥

৩৪. এদের সন্তানরা বংশানুক্রমে পরস্পর পরস্পরের বংশধর; আল্লাহ তায়ালা (সবার কথাবার্তা) শুনতে পান এবং (সব কথা তিনি) জানেন।

ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে তাকে আমি স্বাধীনভাবে তোমার (দ্বীনের কাজ করার) জন্যে উৎসর্গ করলাম, অতপর তুমি আমার পক্ষ থেকে এ সন্তানটিকে কবুল করে নাও, অবশ্যই তুমি (সব কথা) শোনো এবং (সব বিষয়) জানো।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٩﴾

৩৬. অতপর সে (ইমরানের স্ত্রী) যখন তাকে জন্ম দিলো, (তখন) সে বললো, হে আমার রব, আমি তো একটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছি (একটা মেয়েকে স্বাধীনভাবে কি করে আমি তোমার পথে উৎসর্গ করবো); আল্লাহ তায়ালা তো ভালোভাবেই জানতেন, ইমরানের স্ত্রী কি সন্তান জন্ম দিয়েছে, (আসলে কিছু কিছু কাজ আছে যেখানে) ছেলে কখনো মেয়ের মতো হয় না। (ইমরানের স্ত্রী বললো) আমি এ তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি এ শিশু ও তার (অনাগত) সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٤٠﴾

৩৭. অতপর তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন, তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে তিনি ভালোভাবেই গড়ে তুললেন, (আর সে জন্যেই) তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন, (বড়ো হবার পর) যখন যাকারিয়া তার কাছে (তার নিজস্ব) এবাদাতের কক্ষে যেতো, (তখন সে দেখতে) পেতো সেখানে কিছু খাবার (মজুদ) রয়েছে, (তা দেখে) যাকারিয়া জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম, এসব (খাবার) তোমার কাছে কোথেকে আসে? মারইয়াম জবাব দিতো, এ সব (আসে আমার মালিক) আল্লাহর কাছ থেকে; (আর) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বিনা হিসাবে রেখে দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِؤُا نَأْنِي لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

৩৮. সেখানে (দাঁড়িয়েই) যাকারিয়া তার মালিকের কাছে দোয়া করলো, হে আমার রব, তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে একটি নেক সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই তুমি (মানুষের) ডাক শোনো।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٤٢﴾

৩৯. অতপর ফেরেশতারা তাঁকে ডাক দিলো (এমন এক সময়ে-) যখন সে এবাদাতের কক্ষে নামায আদায় করছিলো (ফেরেশতারা বললো, হে যাকারিয়া), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইয়াহইয়ার (জন্ম সম্পর্কে) সুসংবাদ দিচ্ছেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۖ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ

আল্লাহর পক্ষ থেকে সে তাঁর বাণীর সত্যায়ন করবে, সে হবে (সমাজের) নেতা, সচরিত্রবান, নবী, (সর্বোপরি সে হবে) সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের একজন।

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيُذَكِّرُ أَهْلَ الْاٰمَانِ
وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٠﴾

৪০. (এ কথা শুনে) যাকারিয়া বললো, হে আমার রব, আমার (ঘরে) ছেলে হবে কিভাবে, বার্ষিক্য তো আমাকে পেয়ে বসেছে (তদুপরি) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (সন্তান ধারণে সে সম্পূর্ণ অক্ষম); আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যা চান তা তিনি করেন।

قَالَ رَبِّ اُنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ غُلَمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاْمْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

৪১. সে (যাকারিয়া) নিবেদন করলো, হে রব, তুমি আমার জন্যে (এর) কিছু (পূর্ব) লক্ষণ ঠিক করে দাও; তিনি বললেন (হাঁ), তোমার (সে) লক্ষণ হবে, তুমি তিন দিন (তিন রাত) পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইংগিত ছাড়া কথাবার্তা বলবে না; (এ অবস্থায়) তুমি তোমার মালিককে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় (তাঁর) তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِىْ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰتٰتَكَ اَلَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِاَلْعَشٰى وَاَلْبَكْرِ ۙ ﴿٤١﴾

৪২. (অতপর মারইয়াম বয়োপ্রাপ্ত হলে) আল্লাহর ফেরেশতারা যখন তাকে বললো, হে মারইয়াম, আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে তোমাকে (বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং (সে জন্যে) তোমাকে তিনি পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীকুলের ওপর তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন।

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اِلٰهَاصُطْفٰىكَ وَ طَهَّرَكَ وَاَصْطَفٰىكَ عَلَى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. হে মারইয়াম, (এর জন্যে) তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হও, (তাঁর জন্যে) সাজদা করো এবং যারা (তাঁর জন্যে) রুকু করে তুমিও তাদের সাথে রুকু করো।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. (হে নবী,) এ সবই হচ্ছে গায়বের সংবাদ, আমিই এগুলো তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হাযির ছিলে না— (বিশেষ করে) যখন (এবাদাতখানার পুরোহিতরা) মারইয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্যে তাদের (লটারির) ‘কলম’ নিক্ষেপ করছিলো, আর তুমি তাদের ওখানেও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা (এ নিয়ে) বিতর্ক করছিলো!

ذٰلِكَ مِّنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. অতপর ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (পুত্র সন্তানের জন্যে সংক্রান্ত) নিজস্ব বাণী দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মাসীহ— মারইয়ামের পুত্র ইসা, দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই সে সম্মানিত হবে, সে হবে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اِلٰهَ يَبْسُطُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۙ اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَ جِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَاْلَاٰخِرَةِ وَ مِمَّنْ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (যেমন) মানুষের সাথে কথা বলবে, পরিণত বয়সেও (তেমনিতাবে) কথা বলবে এবং সে হবে নেককার মানুষদের একজন।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. মারইয়াম বললো, হে আমার মালিক, আমার সন্তান হবে কিভাবে? আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ পর্যন্ত করেনি; আল্লাহ বললেন, এভাবেই— আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই) তাকে পয়দা করেন; তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু তাকে বলেন, ‘হও’, অতপর (সাথে সাথে) তা হয়ে যায়।

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৮. (ফেরেশতারা বললো,) তোমার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলো শেখাবেন, (তিনি তাকে) তাওরাত এবং ইনজীলও শিক্ষা দেবেন।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (আল্লাহ তায়ালা তাকে) বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল করে পাঠালেন (অতপর সে তাদের বললো), আমি নিসন্দেহে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের কিছু) নিদর্শন নিয়ে এসেছি (সে নিদর্শনগুলো হচ্ছে), আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর মতো করে একটি আকৃতি বানাবো এবং পরে আমি তাতে ফুঁ দেবো, অতপর আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে, আর আমি জন্মান্ব এবং কুঠ রোগীকেও সুস্থ করে দেবো, আল্লাহর ইচ্ছায় (এভাবে) আমি মৃতকেও জীবিত করে দেবো, আমি তোমাদের আরো বলে দেবো, তোমরা কি কি জিনিস খাও, আবার কি জিনিস (না খেয়ে) তোমাদের ঘরে জমা করে রাখো; (মূলত) তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো তাহলে অবশ্যই এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. (ঈসা আরও বললো,) তাওরাতের যে বাণী আমার কাছে রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী, (তা ছাড়া) তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো এবং আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এ) নিদর্শন নিয়েই এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي هُرِّئَ عَلَيْكُمْ وَجَعَلْتُ بَايَةَ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٥٠﴾

৫১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার রব, তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদত করো; (আর) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও সোজা পথ।

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২. অতপর ঈসা যখন তাদের থেকে কুফরী আঁচ করতে পারলো, তখন সে (সাথীদের ডেকে) বললো, কে (আছো তোমরা) আল্লাহ তায়ালার পথে আমার সাহায্যকারী হবে! হাওয়ারীরা বললো, (হ্যাঁ) আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা সবাই তাঁর (এক একজন) অনুগত বান্দা।

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (হাওয়ারীরা বললো,) হে আমাদের রব, তুমি যা কিছু নাযিল করেছো আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসুলের কথাও মেনে নিয়েছি, সুতরাং তুমি (সত্যের) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের (নাম) লিখে দাও।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. (বনী ইসরাঈলের) লোকেরা (নবীর) বিরুদ্ধে শঠতা করলো, তাই আল্লাহও কৌশলের পন্থা গ্রহণ করলেন; (বস্তৃত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী!

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫. যখন আল্লাহ তায়ালি বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার এ দুনিয়ার (জীবন কাটানোর) কাল শেষ করতে যাচ্ছি এবং (অচিরেই) আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনবো, যারা অস্বীকার করেছে তাদের (যাবতীয় পাপ) থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেবো, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে তাদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত এ অস্বীকারকারীদের ওপর (বিজয়ী করে) রাখবো, অতপর তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা তো আমার কাছেই, সেদিন (ঈসা সম্পর্কিত) যেসব বিষয় নিয়ে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে তার সব কয়টি বিষয়ই আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَأْفَعَكَ إِلَى مَطْهَرٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. যারা (আমার বিধান) অস্বীকার করেছে আমি তাদের এ দুনিয়ায় (অপমান) ও আখেরাতে (আগুনে দগ্ধ হওয়ার) কঠোরতর শাস্তি দেবো, (এ থেকে বাঁচানোর মতো সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْزِ بْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. অপরদিকে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অতপর আল্লাহ তাদের (সবাই)-কে তাদের পাওনাসমূহ পুরোপুরিই আদায় করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালি যালেমদের (কখনো) ভালোবাসেন না।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এই কিতাব যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা হচ্ছে (আল্লাহর) নিদর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বিশেষ।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

৫৯. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে (প্রথম মানুষ) আদমের মতো; তাকে তিনি (মাতা-পিতা ছাড়া) মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর তাকে বললেন, হয়ে যাও, সাথে সাথে তা (মানুষে পরিণত) হয়ে গেলো।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ ۖ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৬০. (এ হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (আসা) সত্য (প্রতিবেদন), অতপর তোমরা কখনো তাদের দলে शामिल হয়ো না যারা সন্দেহ পোষণ করে।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. সে বিষয়ে (আল্লাহর কাছ থেকে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও যদি কেউ তোমার সাথে (খামাখা) ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক করতে চায়, তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, এসো আমরা আমাদের ছেলেদের ডাকবো এবং তোমাদের ছেলেদের ডাকবো, (আমরা ডাকবো) আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদেরও, (সাথে) আমরা আমাদের নিজেদের এবং তোমাদেরও (এক সাথে জড়ো হওয়ার জন্যে) ডাক দেবো, অতপর আমরা বিনীতভাবে দোয়া করবো, (আমাদের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী তার ওপর যেন আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۚ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

৬২. এ হচ্ছে সঠিক (ও নির্ভুল) ঘটনা, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬৩. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জেনে রাখো) আল্লাহ তায়ালা কলহ সৃষ্টিকারীদের (ভালো করেই) জানেন।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে কিতাবধারীরা, এসো আমরা এমন এক কথায় (একমত হই) যা আমাদের কাছে এক (অভিন্ন), আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবো না, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নেবো না; অতপর তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকে, আমরা (আল্লাহর সামনে) আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. (তুমি বলো,) হে কিতাবধারীরা, তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে (অযথা) কেন (এই) তর্ক করো (যে, সে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলো), তাওরাত ও ইনজীল যে তার পরে নাযিল করা হয়েছে (সে ব্যাপারেই বা কেন তর্ক করো); তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. হ্যাঁ, এর কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের (হয় তো) কিছু কিছু জানাশোনা ছিলো এবং সে বিষয়ে তোমরা অনেক তর্ক বিতর্কও করলে, কিন্তু যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই; সেসব বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেো কেন? আল্লাহ তায়ালাই (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না,

هَٰذَا نُمَّاةٌ مِّمَّا لَكُم بِهِ ۖ عَلِمْتُمْ تَكَاثُؤَنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ ۚ عَلِمُوا ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. (সঠিক ঘটনা হচ্ছে,) ইবরাহীম ইহুদীও ছিলো না— খৃষ্টানও ছিলো না; বরং সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম; সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. মানুষদের মাঝে ইবরাহীমের সাথে (ঘনিষ্ঠতম) সম্পর্কের বেশী অধিকার তো আছে সেসব লোকের, যারা তার অনুসরণ করেছে, (আসলে) এ নবী ও (তার ওপর) ঈমান আনয়নকারীরাই (হচ্ছে) ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ঈমানদারদের একমাত্র সাহায্যকারী।

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এ কিতাবধারীদের একটি দল তোমাদের কোনো না কোনোভাবে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়; তাদের এ বোধটুকু নেই যে, (তাদের এসব কর্মপন্থা) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা নিজে রাই (এর সত্যতার) সাক্ষ্য দিচ্ছে।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন 'হক'-কে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে, (এতে করে) তোমরা তো সত্যই গোপন করছো, অথচ (এটা যে সত্যের পরিপন্থী) তা তোমরা জানো।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আহলে কিতাবদের (মধ্য থেকে) একদল লোক (তাদের নিজেদের লোকদের) বলে, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার ওপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় তা অস্বীকার করো, সম্ভবত তারা (এর ফলে ঈমান থেকে) ফিরে আসবে।

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ۖ أَخْرَءَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. যারা তোমাদের জীবনবিধানের অনুসরণ করে, এমন সব লোকজন ছাড়া অন্য কারো কথাই তোমরা মেনে নিয়ো না; (হে নবী,) তুমি বলে দাও, একমাত্র হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত,

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا لَيْنَ تَبَعِ دِينَكُمْ ۚ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۖ إِنَّ يَأْتِي

(তোমরা একথা মনে করো না), তোমাদের যে ধরনের (ব্যবস্থা) দেয়া হয়েছে তেমন ধরনের কিছু অন্য কাউকেও দেয়া হবে অথবা (সে সূত্র ধরে) অন্য লোকেরা তোমাদের মালিকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তিতর্ক খাড়া করবে (হে নবী), তুমি তাদের বলে দাও, (হেদায়াতের এ) অনুগ্রহ অবশ্যই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা বিশাল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُكَافَاكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

৭৪. নিজের দয়া দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই (হেদায়াতের জন্যে) নিদৃষ্ট করে নেন; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অসীম দয়া ও অনুগ্রহের মালিক।

يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٩٥﴾

৭৫. আহলে কেতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি যদি তার কাছে ধন সম্পদের এক স্তূপও আমানত রাখো, সে (চাওয়া মাত্রই) তা তোমাকে ফেরত দেবে, আবার এদের মধ্যে এমন কিছু (লোকও) আছে যার কাছে যদি একটি দীনারও তুমি রাখো, সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, হ্যাঁ, যদি (এ জন্যে) তুমি তার ওপর চেপে বসতে পারো (তাহলে সেটা ভিন্ন), এটা এই কারণে যে, এরা বলে, এই (অ-ইহুদী) অশিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এরা (আসলে) বুঝে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে।

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنَ إِن تَأْمَنهُ بِقِنطَارٍ
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنَ إِن تَأْمَنهُ
بِذَنبَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأَمْسِينَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৭৬. অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর (সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্যে সুখবর হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

بَلَىٰ مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩٧﴾

৭৭. অবশ্যই যারা আল্লাহর (সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি ও শপথসমূহ সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে বিক্রি করে দেয়, পরকালে (আল্লাহর পুরস্কারের) কোনো অংশই তাদের জন্যে থাকবে না, এদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথাবার্তা বলবেন না, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তিনি তাদের পাক পবিত্রও করবেন না, এদের জন্যে রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

৭৮. এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কিতাবের কোনো অংশ যখন পড়ে তখন নিজেদের জিহ্বা এমনভাবে এদিক-সেদিক করে নেয়, যাতে তোমরা মনে করো, সত্যি বুঝি তা কিতাবের কোনো অংশ, কিন্তু (আসলে) তা কিতাবের কোনো অংশই নয়, তারা আরো বলে, এটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা কিছু নয়,

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَلْسِنَتَهُمْ
بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ۚ

এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে চলেছে।

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৭৯. কোনো মানব সন্তানের পক্ষেই এটা (সম্ভব) নয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করবেন, অতপর সে লোকদের বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে সবাই আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং সে (তো এ কথাই) বলবে, তোমরা সবাই তোমাদের মালিকের বান্দা হয়ে যাও, কেননা তোমরাই মানুষদের (এই) কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তা) অধ্যয়ন করছিলে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٤٠﴾

৮০. আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের রব হিসেবে স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি তোমাদের কখনো আদেশ দেবে না; একবার আল্লাহর অনুগত মুসলমান হবার পর সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরীর আদেশ দিতে পারে?

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٤١﴾

৮১. আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে) কিতাব ও (তার ব্যবহারিক) জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম, অতপর তোমাদের কাছে যখন (আমার কোনো) রসূল আসবে, যে তোমাদের কাছে রক্ষিত (আগের) কিতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে; তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি অংগীকার গ্রহণ করছো এবং আমার এ প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব পালন করছো? তারা বললো, হ্যাঁ আমরা অংগীকার করছি; তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকেও এবং আমিও তোমাদের সাথে (এ অংগীকারে) সাক্ষী হয়ে রইলাম।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تُرْجَاءُكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ لِيَاْمَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٢﴾

৮২. এরপর যারা (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা অবশ্যই বিদ্রোহী (বলে বিবেচিত হবে)।

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٣﴾

৮৩. তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার বদলে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা ইচ্ছায় হোক কিংবা ইচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালা সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর— ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও, আমরা ঈমান এনেছি, মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীদের কাছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও, নবীদের কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের তারতম্য করি না, (মূলত) আমরা সবাই হচ্ছি (তাঁর) কাছে আত্মসমর্পণকারী।

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣٥﴾

৮৫. যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ধাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٣٦﴾

৮৬. যারা ঈমানের (আলো পাওয়ার) পর কুফরী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কিভাবে (আবার আলোর) পথ প্রদর্শন করবেন, অথচ (এর আগে) এরাই সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল সত্য এবং (রসূলের মাধ্যমে) এদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এসেছিলো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ
إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ
وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾

৮৭. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের কার্যকলাপের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা ও অন্য সব মানুষের অভিশাপ (বর্ষিত হবে)।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣٨﴾

৮৮. (আর সে অভিশপ্ত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম,) সেখানে তারা অনাদিকাল ধরে পড়ে থাকবে, তাদের (ওপর) থেকে শাস্তির মাত্রা কমানো হবে না, না আযাব থেকে তাদের (কোনো রকম) বিরাম দেয়া হবে!

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٣٩﴾

৮৯. আর তাদের কথা আলাদা, যারা (এসব কিছুর পর) তাওবা করেছে এবং (তারপর) নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
وَأَصْلَحُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾

৯০. অবশ্যই যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরী (পথ) অবলম্বন করেছে, অতপর তারা এই বেঈমানী (কার্যকলাপ) দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, (আল্লাহর দরবারে) তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না, কারণ এ ধরনের লোকেরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
أُزِدُّوهُمُ كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٤١﴾

৯১. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং কুফরী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা যদি নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচানোর জন্যে এক পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ ও মুক্তিপণ হিসেবে খরচ করে, তবু তাদের কারো কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না; বস্তুত এরাই হচ্ছে সে সব (হতভাগ্য) ব্যক্তি, যাদের জন্যে মর্মভুদ আযাব রয়েছে, আর সেদিন তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ ۚ الْأَرْضُ
ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٤٢﴾

৯২. তোমরা কখনো (যথার্থ) নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা এমন কিছু থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো; (মূলত) তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

৯৩. (আসলে) সব খাবারই বনী ইসরাঈলদের জন্যে হালাল ছিলো, (অবশ্য) এমন (দু'একটা) জিনিস বাদে, যা তাওরাত নাযিল হওয়ার আগেই ইসরাঈল তার নিজের ওপর হারাম করে রেখেছিলো; তুমি বলো, (যাও) তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ো, যদি (তোমরা) সত্যবাদী হও!

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتُّوْا بِالتَّوْرَةِ فَاتُّوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. এরপরও যারা এ বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারাই হচ্ছে যালেম।

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সত্য কথা বলেছেন, অতএব তোমরা সবাই নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো, আর ইবরাহীম কখনো মোশরেকদের (দলে) शामिल ছিলো না।

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬. নিশ্চয়ই গোটা মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি (বানিয়ে) রাখা হয়েছিলো তা ছিলো বাক্বায় (মক্কা নগরীতে), এ ঘর হচ্ছে মানবকুলের জন্যে কল্যাণ ও হেদায়াত।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭. এখানে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালা) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, রয়েছে ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান, (এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে), যে এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (হয়ে যাবে, দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে); মানব জাতির ওপর আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যে (তাদের) এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তিরই এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে, আর যদি কেউ (এ বিধান) অস্বীকার করে (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. (হে নবী!) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করো, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর সাক্ষী।

قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তুমি (আরো) বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো যারা ঈমান এনেছে, (কেনই বা) তোমরা তাকে বাঁকা পথে ধাবিত করতে চাও, অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ওপর) তোমরাই সাক্ষী; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বিদ্রোহমূলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. হে মানুষ- তোমরা যারা ঈমান এনেছো- (আগে) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের কোনো একটি দলের কথা মনে চলো, তাহলে এরা ঈমান আনার পরও তোমাদের কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দেবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ﴿٣٠﴾

১০১. আর তোমরা কিভাবে কুফরী করবে, অথচ তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হচ্ছে, তাছাড়া (আয়াতের বাহক স্বয়ং) তাঁর রসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজদ রয়েছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, অবশ্যই তাকে সোজা পথে পরিচালিত করা হবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَن يَعْتَصِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣١﴾

১০
ককু

১০২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতোটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (তাঁর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٢﴾

১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশি (কোরআন)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই) নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দূশমন ছিলে, অতপর তিনি (দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের উভয়ের মনের মাঝে ভালোবাসার সঞ্চর করে দিলেন, অতপর (শত্রুতা ভুলে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুন্ডের প্রান্তসীমায়, অতপর সেখান থেকে তিনি তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, আশা করা যায়, তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣٣﴾

১০৪. তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের) কল্যাণের দিকে ডাকবে, (সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; এরাই হচ্ছে (সত্যিকারের) সফল।

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٤﴾

১০৫. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যাদের কাছে (আল্লাহর) সুস্পষ্ট নির্দেশন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ۚ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٥﴾

১০৬. (কেয়ামতের) সে দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, (আবার) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (বিশী) হয়ে পড়বে, যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ

(জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের (নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে এ) আযাব উপভোগ করতে থাকো!

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

১০৭. আর যাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার (অফুরন্ত) দয়ার আশ্রয়ে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

وَمَا الَّذِيْنَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِىْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣١﴾

১০৮. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াত, আমি সেগুলো যথাযথভাবে তোমাকে পড়ে শোনছি; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর আয়াতসমূহ গোপন রেখে তার জন্যে শাস্তি দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না।

تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللّٰهُ یُرِیْ ظُلُمًا لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿٣٢﴾

১০৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্যে; সব কিছুকে একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

وَاللّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٣٣﴾

১১০. তোমরা (হচ্ছে) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে ভালোই হতো; তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, (তবে) তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অপরাধী।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهٗم مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٤﴾

১১১. সামান্য কিছু দুঃখ কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা যদি কোনো সময় তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতপর তাদের আর সাহায্য করা হবে না।

لَنْ يَضُرَّكُمْ اِلَّا اَذًی ۚ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ یُوَلِّتُوْكُمْ الْاَدْبَارَ ۚ ثُمَّ لَا یَنْصُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

১১২. যেখানেই এদের পাওয়া যাবে সেখানেই এদের অপমানিত ও লাঞ্চিত করে রাখা হবে, তবে আল্লাহ তায়ালার নিজের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি (-র মাধ্যমে পাওয়া নিরাপত্তা) ভিন্ন কথা, এরা (আল্লাহর ক্রোধ ও) গযবের পাত্র হয়েছে, এদের ওপর দারিদ্র (ও লাঞ্ছনা) চাপিয়ে দেয়া হয়েছে; কেননা, এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছিলো, এরা অন্যায়ভাবে (আল্লাহর) নবীদের হত্যা করছিলো; এর (আরো) কারণ হচ্ছে, এরা বিদ্রোহ করেছে এবং এরা সীমালংঘন করে চলতো।

ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ اَیْنَ مَا تَقَفُوْا ۚ لَا یَحْبِلُ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءٌ وَبَغْضٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِیَآءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ﴿٣٦﴾

১১৩. তারা (আবার) সবাই এক রকম নয়, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে; যারা (ন্যায়ের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে, যারা রাতভর আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা (তীর জন্যে) সাজদা করে।

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪. তারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান রাখে এবং তারা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সৎকাজে এরা প্রতিযোগিতা করে, আর এ (ধরনের) মানুষরাই সত্যিকার অর্থে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫. তারা যা কিছু ভালো কাজ করবে তাকে কখনো অস্বীকার করা হবে না; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার লোকদের ভালো করেই জানেন।

وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি আল্লাহ তায়ালায় মোকাবেলায় তাদের কোনোই উপকারে আসবে না; (বরং) তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে অনন্তকাল তারা পড়ে থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭. তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা খরচ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে (এমন লোকদের মতো), যারা নিজে দের ওপর অবিচার করেছে- (এটা হচ্ছে) সেই দলের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহমান হীমশীতল (তীব্র) বাতাসের মতো, যা (তাদের শস্যক্ষেত) বরবাদ করে দিয়ে গেলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কোনোই অবিচার করেননি; বরং (কুফরী অবলম্বন করে) এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, (কেননা) এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে, তাদের প্রতিহিংসা (বিদ্বেষ এখন) তাদের মুখ থেকেও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তর যা লুকায় তা বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক, আমি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা সতর্ক হতে পারবে)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯. সাবধান, যাদের তোমরা ভালোবাসো; তারা (কিছু) তোমাদের (মোটাই) ভালোবাসে না, তোমরা তো (আমার) সব কয়টি কিতাবের ওপরও ঈমান আনো, (আর তারা তোমাদের কিতাবকে

هَآئِذَا نَكَّرَ أَوْلَاءَهُمْ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

বিশ্বাসই করে না), এরা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাব) মানি, আবার যখন এরা একান্তে চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের (সাফল্যের) ওপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি (তাদের) বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই তোমরা (পুড়ে) মরো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَىٰكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلِ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿১১০﴾

১২০. কোনো কল্যাণ তোমাদের (স্পর্শ করলে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ অবস্থায়) তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং সাবধান হতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ ۖ وَإِن تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿১২০﴾

১২১. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তুমি ভোরবেলায় তোমার আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোমেনদের যুদ্ধের ঘাটসমূহে মোতায়ন করছিলে (তখন তুমি নিশ্চিত জানতে যে,) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং তিনি (বান্দাদের) ভালো করেই জানেন।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعَ لِلْقِتَالِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿১২১﴾

১২২. যখন তোমাদের দু'টো দল মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিলো, (তখন সেখানে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের উভয় দলের অভিভাবক হিসেবে মজুদ ছিলেন, আর আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿১২২﴾

১২৩. (এই ভরসা করার কারণেই) বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ তোমরা কতো দুর্বল ছিলে; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (এ বিজয়ের জন্যে তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿১২৩﴾

১২৪. (স্মরণ করো,) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, তোমাদের রব যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্যে তা কি) যথেষ্ট হবে না?

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿১২৪﴾

১২৫. (হাঁ) অবশ্যই, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং (শয়তানের চক্রান্ত থেকে) বেঁচে থাকতে পারো, এ অবস্থায় তারা যদি তোমাদের ওপর দ্রুত আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের রব (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবেন।

بَلَىٰ ۖ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. (আসলে) এ (সংখ্যাটা)কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ বানিয়ে দিয়েছেন, এর ফলে তোমাদের মন যেন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বস্ত) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়! তা তো পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

১২৭. আল্লাহ তায়ালা এই (যুদ্ধের) দ্বারা কাফেরদের এক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, অথবা তাদের একাংশকে তিনি এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করে দিতে চান, অতপর যেন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. (হে নবী), এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের ওপর দয়াপরবশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, নিসন্দেহে এরা হচ্ছে যালেম।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জেনে, তিনি যাকে ইচ্ছা-ক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছা-শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

১৩০
১৩১

১৩০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. (জাহান্নামের) আগুনকে তোমরা ভয় করো, কাফেরদের জন্যেই এটাকে তৈরী করে রাখা হয়েছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

১৩২. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসুলের কথা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. তোমরা তোমাদের মালিকের ক্ষমা পাওয়ার কাজে (একে অপরের সাথে) প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যেও (প্রতিযোগিতা করো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান, এটি মোত্তাকীদের জন্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. (আল্লাহ্‌ভীর হচ্ছে তারা) যারা সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল—সর্বাবস্থায় (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষের ক্ষমা করে দেয়; আল্লাহ তায়ালা উত্তম মানুষদের ভালোবাসেন।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. তারা—যখন কোনো অশ্রীল কাজ করে বসে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? এরা জেনে বুঝে কখনো নিজেদের গুনাহের ওপর অটল হয়ে বসে থাকে না।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَمْ يَصِرُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬. এই (হচ্ছে সে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত) মানুষগুলো! তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিদান হবে ক্ষমা, আর এমন এক জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (নেককার) লোকেরা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। (এটা) সং কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কতো সুন্দর প্রতিদান!

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مُمْغِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ
وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. তোমাদের আগেও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও এবং দেখো, (আল্লাহ তায়ালাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কি পরিণতি হয়েছিলো!

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. এটি হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (আল্লাহর বিধানের বিশেষ) বর্ণনা এবং আল্লাহ্‌ভীরদের জন্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সদুপদেশ।

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. তোমরা হতোদ্যম হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. তোমাদের যদি (কোনো সাময়িক) বিপর্যয় স্পর্শ করে (এতে মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না), এ ধরনের আঘাত তো (সে) দলের ওপরও এসেছে, আর (এভাবেই) আমি মানুষের মাঝে (উত্থান পতনের) দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল-বদল করাতে থাকি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে পারেন, কে (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের মাঝখান থেকে কিছু 'শহীদ'ও আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেন, আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের পছন্দ করেন না।

إِن يَمَسُّكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوَّاءَ قَرْحٌ
مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَّٰوِلُهَا بَيْنَ
النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) ঈমানদার বান্দাদের পরিশুদ্ধ করে কাফেরদের নাস্তানাবুদ করে দিতে চান।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكُفْرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২. তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) বেহেশতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা (পরীক্ষার মাধ্যমে) এ কথা জেনে নেবেন না যে, কে (তার পথে) জেহাদ করেছে এবং তোমাদের মধ্যে কে (বিপদে) কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে!

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. তোমরা তার মুখোমুখি হওয়ার আগেই (সত্যের পথে) মৃত্যু কামনা করছিলে, আর (এখন) তা (তো) তোমাদের সামনেই চলে এসেছে এবং (নিজের চোখেই) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

১৪
ককু

১৪৪. মোহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসূল গত হয়ে গেছে (এবং তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে); তাই সে যদি (আজ) মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কখনোই আল্লাহর (দ্বিনের) ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
أَنْتُمْ تَنْتَفِرُونَ عَلَى أَغْصَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى
عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي
اللَّهُ الشُّكْرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫. কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ তায়ালা কাহে সবার) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট, যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করি, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি তাকে সে (পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি কৃতজ্ঞদের প্রতিফল দান করবো।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
كِتَابًا مُّوَجَّلًا ۚ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشُّكْرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. অনেক নবীই (এখানে এমন) ছিলো, নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যতো বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ
كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. তাদের (মুখে তখন) এছাড়া অন্য কথা ছিলো না যে, তারা বলছিলো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি (তুমি ক্ষমা করে দাও) তুমি আমাদের কদমগুলো ময়বুত রাখো

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَاسْرَفْنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا

এবং কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দান করো।

وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿১৪৮﴾

১৪৮. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনেও (ভালো) প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা নেক বান্দাদের ভালোবাসেন।

فَاتَّهَمَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ تَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿১৪৯﴾

১৪৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (কথায় কথায়) এ কাফেরদের অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলে এরা তোমাদের (ঈমান) পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّيْنِ كَفَرُوا يَرْدُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿১৫০﴾

১৫০. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ ﴿১৫১﴾

১৫১. অচিরেই আমি এ কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করেছে, অথচ তাদের এ কাজের সপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো দলীল-প্রমাণ পাঠাননি, এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন; যালেমদের বাসস্থান (হিসেবে) জাহান্নাম কতো নিকট!

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانٌ ۖ وَمَا وَهُمْ إِلَّا نَارُ الْإِثْمِينَ ﴿১৫২﴾

১৫২. (ওহুদের ময়দানে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্যের দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পালন করেছেন, (প্রথম দিকে) যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নির্মূল করে যাচ্ছিলে! এমনকি তোমরা যখন সাহস হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রসূলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে, আল্লাহর রসূল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই জিনিস (ও আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করতে চাইলো, (অপরদিকে) তোমাদের কিছু লোক (তখনও) পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তিনি তোমাদের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাপ করে দিলেন, আল্লাহ তায়ালা (সবসময়ই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান।

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بَاذِنَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أُرْكُم مَّا تُوْحِبُونَ ۖ مِّنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿১৫৩﴾

১৫৩. (ওহুদের বিপর্যয়ের সময়) তোমরা যখন (ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের) ওপরের দিকে ওঠে যাচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের কোনো লোকের প্রতি লক্ষ্যই করছিলে না, অথচ আল্লাহর রসূল

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُون عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ

তোমাদের (তখনও) পেছন থেকে ডাকছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে, এর ব্যাপারে তোমরা উদ্ভিগ্ন না হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই ওয়াকৈফহাল রয়েছেন।

يَذْعُرُكُمْ فِي أَخْرَبِكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بُغْمٍ
لَّكَيْلًا تَكْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا
أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

১৫৪. বিপর্যয়ের পর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তি পর্যায়ে তোমাদের ওপর এমন প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন, যা তোমাদের একদল লোককে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেক দল, যারা নিজেরাই নিজেদের উদ্ভিগ্ন করে রেখেছিলো, তারা তাদের জাহেলী ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে, তারা বলে, (যুদ্ধ পরিচালনার) এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে? (হে নবী,) তুমি বলো ক্ষমতা (ও) কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর হাতে, এরা তাদের মনের ভেতর যেসব কথাবার্তা গোপন করে রেখেছে তা তোমার সামনে (খোলাখুলি) প্রকাশ করে না; তারা বলে, এ (যুদ্ধ পরিচালনার) কাজে যদি আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না; তুমি তাদের বলো, যদি (আজ) তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরেও থাকতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিলো তারা (এই মরণের) বিছানার দিকেই বের হয়ে পড়তো, আর এভাবেই তোমাদের মনের ভেতর যা আছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ (ঘটনা) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তাও পরিশুদ্ধ করে দেন, তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক ওয়াকৈফহাল রয়েছেন।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً
نَّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ
أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ
يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا
فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٠﴾

১৫৫. দু'টি বাহিনী যেদিন একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো, নিসন্দেহে সেদিন যারা (ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্যে শয়তানই তাদের পদস্থলন ঘটিয়ে দিয়েছিলো, অতপর (তারা অনুতপ্ত হলে) আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিলেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ
مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٦١﴾

১৫৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরূপে, তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না, কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ (বিভূইয়ে) মারা যেতো, কিংবা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন এরা তাদের ভাইদের বলতো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا

এরা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে এরা (এভাবে) মরতো না এবং এরা নিহতও হতো না, এটা (এ জন্যে) যেন আল্লাহ তায়ালা একে তাদের মনের আক্ষেপে পরিণত করে দেন, (আসলে) আল্লাহই মানুষের জীবন দেন, তিনি মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা (এই দুনিয়ায়) যা করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٩﴾

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা (সে পথে) তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে (যে) রহমত ও ক্ষমা (লাভ করবে), এটা তার চাইতে অনেক বেশী উত্তম (কাফেররা) যা সঞ্চয় করে!

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَغَفْرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

১৫৮. তোমরা যদি (আল্লাহর পথে) মৃত্যুবরণ করো, অথবা (তার পথে) তোমরা যদি নিহত হও, (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের একদিন আল্লাহ তায়ালা সমীপেই জড়ো করা হবে।

وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَكْشَرُونَ ﴿٦٠﴾

১৫৯. এটা আল্লাহর দয়া যে, তুমি এদের জন্যে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ), যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড হৃদয়ের হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো, তুমি এদের (অপরাধসমূহ) মাফ করে দাও, এদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, যখন তুমি (কোনো কাজের) সংকল্প করবে, তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহর ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তার ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِنَّا لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٦٠﴾

১৬০. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না, আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে এমন কোন্ শক্তি আছে যে অতপর তোমাদের সাহায্য করতে পারে; কাজেই (আল্লাহর ওপর) যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾

১৬১. (কোনো) নবীর পক্ষেই খেয়ানত করা সম্ভব নয়; (হাঁ মানুষের মধ্যে) কেউ যদি খেয়ানত করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তার (খেয়ানতের) সে বস্তুসহ হাযির হবে, অতপর প্রত্যেককেই তার অর্জিত (ভালো মন্দের) পাওনা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপরই অবিচার করা হবে না।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, তার সাথে কিভাবে সে ব্যক্তির তুলনা করা

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنْ

যায়, যে আল্লাহর বিরোধী পথে চলে শুধু তাঁর ক্রোধই অর্জন করেছে, তার জন্যে জাহান্নামের আগুন হবে একমাত্র বাসস্থান; আর তা (হচ্ছে) নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

اللَّهُ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٥﴾

১৬৩. এরা (নিজ নিজ আমল অনুযায়ী) আল্লাহর কাছে বিভিন্ন স্তরে (বিভক্ত) হবে, এরা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

১৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোমেনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, (সর্বোপরি) সে তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর প্রস্থলদ্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, যদিও এরা সবাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٧﴾

১৬৫. যখনি তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) বিপদ নেমে এলো, (তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, পরাজয়ের) এ বিপদ আমাদের ওপর কিভাবে এলো- অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে; (হে নবী,) তুমি বলো, এটা এসেছে তোমাদের নিজেদের কারণেই; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨﴾

১৬৬. (ওহুদের ময়দানে) দু'দলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো, তা (এসেছে) আল্লাহর ইচ্ছায়, (এর দ্বারা) তিনি জেনে নিতে চান, কারা সত্যিকার মোমেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَا ذُنَّ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾

১৬৭. আর তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (মোনাফেকী) করেছে, এদের যখন বলা হয়েছিলো, আল্লাহর পথে লড়াই করো, অথবা (কমপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম (আজ) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম, (এ সময়) তারা ঈমানের চাইতে কুফরীরই বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছিলো, এরা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই; আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যা কিছু এরা গোপন করে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَّا هُمْ لَلْكَفْرِ يَوْمٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بَأْفُوَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿٦٠﴾

১৬৮. যারা (যুদ্ধে শরীক না হয়ে ঘরে) বসে থাকলো (তারা তাদের) ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি (ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়তো না; (হে নবী,) তুমি বলো, যদি তোমরা (এ দাবীতে) সত্যবাদী

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنَّا

হও তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (তোমাদের) মৃত্যুটাকে সরিয়ে দাও।

أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' মনে করো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের কাছে তাদের (রীতিমতো) রেখে দেয়া হচ্ছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿٤٠﴾

১৭০. আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন তাতে তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা (এই মর্মে) সুসংবাদ দিচ্ছে যে, এমন ধরনের লোকদের জন্যে কোনো ভয় নেই এবং তারা (সে দিন কোনোরকম) চিন্তাও করবে না।

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤١﴾

১৭১. এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ করে, আল্লাহ তায়ালা কখনোই ঈমানদারদের পাওনা বিনষ্ট করেন না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾

১৭২. তাদের ওপর (বড়ো) আঘাত আসার পরও যারা (আবার) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো যারা নেক কাজ করেছে, (সর্বোপরি) সর্বদা যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, এদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٤٣﴾

১৭৩. মানুষরা যখন তাদের বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, (এ বিষয়টা) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিলো, তারা বললো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই (আমাদের) উত্তম কর্মবিধায়ক।

الَّذِينَ قَالُوا لِمِ الْيَوْمِ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٤٤﴾

১৭৪. অতপর আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা (এমনভাবে) ফিরে এলো যে, কোনো প্রকার অনিশ্চয়তা তাদের স্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿٤٥﴾

১৭৫. এই হচ্ছে তোমাদের (প্ররোচনাদানকারী) শয়তান, তারা (শত্রুপক্ষের অতিরঞ্জিত শক্তির কথা বলে) তাদের বন্ধু বান্ধবদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদের ভয় করো না, (বরং) আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও!

إِنَّمَا ذِكْرُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾

১৭৬. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকাণ্ড যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে, তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না;

وَلَا يَكْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

(মূলত) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে পরকালে (পুরস্কারের) কোনো অংশই রাখতে চান না, তাদের জন্যে অবশ্যই কঠিন আযাব রয়েছে।

يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٩﴾

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফরী খরিদ করে নিয়েছে, তারা কখনোই আল্লাহ তায়ালায় ক্ষতি করতে পারবে না, এদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنَیْضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾

১৭৮. কাফেররা যেন এটা কখনো মনে না করে, আমি যে তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছি এটা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, (আসলে) আমি তো তাদের অবকাশ দিচ্ছি যেন তারা তাদের গুনাহ (-এর বোঝা) আরো বাড়িয়ে নিতে পারে, তাদের জন্যেই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لَّا نَفْسُهُمْ إِنَّنَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٠١﴾

১৭৯. আল্লাহ তায়ালা কখনো মোমেনদের- তোমরা বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর আছো এর ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতাক্ষণ না তিনি পাকপবিত্র (মানুষ)দের অপবিত্র (লোক)দের থেকে আলাদা করে দেবেন; (একইভাবে) এটাও আল্লাহ তায়ালায় কাজ নয় যে, তিনি তোমাদের গায়বের কিছু অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের মাঝ থেকে যাকে চান তাকে (বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করে নেন, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের জন্যে মহাপুরস্কার থাকবে।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يَرْسُلُ مِنْ يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٢﴾

১৮০. আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যে প্রার্থ্য দিয়েছেন যারা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে- তারা যেন কখনো এটা মনে না করে, এটা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; না, এ (কৃপণতা আসলে) তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর; কার্পণ্য করে তারা যা জমা করেছে, কেয়ামতের দিন অচিরেই তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে, আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই, আর তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهِمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٣﴾

১৮১. আল্লাহ তায়ালা সেই (ইহুদী) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিলো, অবশ্যই আল্লাহ গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী। তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসাবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরো লিখে রাখবো) অন্যভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার তোমরা জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো।

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٠٤﴾

১৮২. এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই পাঠানো আমল, আল্লাহ তায়ালা কখনো (তার) বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكَمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. যারা বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাই তো আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেন আমরা কোনো রসূলের ওপর ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন একটা কোরবানী এনে হাযির করবে, যাকে (গায়ব থেকে এক) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, হ্যাঁ আমার আগে অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে বহু নবী রসূল এসেছে, তোমরা যে কথা বলছো তা সবই (তারা নিয়ে এসেছিলো,) যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে কেন তাদের হত্যা করলে?

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا أَنَّا لَأَنُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. (হে মোহাম্মদ,) এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে (তাহলে তুমি ভেবো না, কারণ), তোমার আগেও এমন বহু নবী রসূল (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও (হেদায়াতের) দীপ্তিমান গ্রন্থমালা নিয়ে এসেছিলো, তাদেরও (এমনিভাবে) অস্বীকার করা হয়েছিলো।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে; (অতপর) তোমাদের (কর্মকাণ্ডের) পাওনা কেয়ামতের দিন পুরোপুরি আদায় করে দেয়া হবে, যাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে; সে-ই সফলতা পাবে। (মনে রেখো,) এই পার্থিব জীবন (কিছু বাহ্যিক) ছলনার মাল সামানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. (হে ঈমানদার ব্যক্তির,) নিশ্চয়ই জান মালের (ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়- যাদের (আল্লাহর) কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং যারা (আল্লাহর সাথে অন্যদের) শরীক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের এক সাহসিকতার ব্যাপার।

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزَامِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কিতাবধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই একে মানুষদের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে তোমরা গোপন করবে না, কিন্তু তারা এ প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখলো এবং অত্যন্ত অল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিলো;

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِّلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

বড়োই নিকৃষ্ট ছিলো যা তারা বিক্রী করছে!

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿٣٩﴾

১৮৮. এমন সব লোকদের ব্যাপারে তুমি কখনো ভেবো না যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, আবার নিজেরা যা কখনো করেনি তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি কখনো ভেবো না, এরা (বুঝি আল্লাহর) আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে, (মূলত) এদের জন্যেই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

১৮৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যে; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

১৯০. নিসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের (নিখুঁত) সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মাঝে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٠﴾

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং এসব দেখে তারা বলে), 'হে আমাদের রব, (সৃষ্টি জগত)-এর কোনো কিছুই তুমি অযথা পয়দা করেনি, তুমি অনেক পবিত্র, অতপর তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٤١﴾

১৯২. হে আমাদের রব, যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে। (সেদিন) যালেমদের কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না।

رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٤٢﴾

১৯৩. হে আমাদের রব, আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী (নবী- মানুষদের) ঈমানের দিকে ডাকছে (সে বলছিলো, হে মানুষরা), তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো, (হে রব, সেই আহ্বানকারীর কথায়) আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও, (আমাদের আমলনামা থেকে) আমাদের গুনাহসমূহ তুমি মুছে দাও, (তোমার) নেক লোকদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দান করো।

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿٤٣﴾

১৯৪. হে আমাদের রব, তুমি তোমার নবী রসূলদের মাধ্যমে যেসব (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছো তা তুমি আমাদের দান করো এবং কেয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদার বরখেলাপ করো না।

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿٤٤﴾

১৯৫. অতপর তাদের রব (এই বলে) তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের যে যেই কাজ করে, আমি তাদের কোনো কাজ কখনো বিনষ্ট করবো না এবং তোমরা তো একে অপরের মতো, অতপর যারা (নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে) হিজরত করেছে এবং যাদের নিজেদের জন্মভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার জন্যে) লড়াই করেছে এবং (আমারই জন্যে) জীবন দিয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো, অবশ্যই আমি তাদের (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর (যাবতীয়) উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে!

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ۖ وَقَتْلُوا ۖ وَقُتِلُوا ۖ الْأَكْثَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ ۖ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. (হে মোহাম্মদ,) জনপদসমূহে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের (দাঙ্গিক) পদচারণা যেন কোনোভাবেই তোমাকে প্রতারণিত না করে।

لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. (কেননা তাদের এ পদচারণা) সামান্য (কয়দিনের) সামগ্রী মাত্র, অতপর তাদের নিবাস (হবে) জাহান্নাম; আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ تَدْتَرُونَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে (সুরম্য) উদ্যানমালা, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে, এ হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (তাদের) আতিথেয়তা, আর আল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস!

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. (ইতিপূর্বে) আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, সেসব কিতাবধারী লোকদের মাঝে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের এ কিতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস করে, (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর পাঠানো কিতাবের ওপরও, এরা হচ্ছে আল্লাহর ভীত সন্তুষ্ট ও বিনয়ী বান্দা, এরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে (স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মূল্যে বিক্রি করে না, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পাওনা (সংরক্ষিত) রয়েছে, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ۖ خَشَعِينَ لِلَّهِ ۖ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

২০০. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (এ কাজে) সুদৃঢ় থেকো, (শত্রুর মোকাবেলায়) তৎপর থেকো, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

আয়াত ১৭৬
রুকু ২৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আন নেসা
মদীনায অবতীর্ণ

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি পয়দা করেছেন, তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে তিনি বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায়) ছড়িয়ে দিয়েছেন (হে মানুষ), তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যার (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবী করো এবং (সম্মান করো) গর্ভ (ধারিণী মা)-কে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

২. এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও, (তাদের) ভালো জিনিসের সাথে (নিজেদের) খারাপ জিনিসের বদল করো না, তাদের সম্পদসমূহ কখনো নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে হযম করে নিয়ো না, অবশ্যই তা জঘন্য পাপ।

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

৩. আর যদি তোমরা এ আশংকা করো যে, তোমরা এতীম (মেয়ে)-দের মাঝে ন্যায্যবিচার করতে পারবে না, তাহলে (তাদের বদলে সাধারণ) নারীদের মাঝে থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও, যদি তোমরা ভয় করো যে, তোমরা (একের অধিক হলে তাদের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্যে) একজনই (যথেষ্ট), কিংবা যে তোমাদের অধিকারভুক্ত; (তাদেরই যথেষ্ট মনে করে নাও।) সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এটাই (উত্তম ও) সহজতর (পন্থা)।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَعْلَمُوا ۝

৪. নারীদের তাদের মোহরানার অংক খুশী মনে তাদের (মালিকানায) দিয়ে দাও; অতপর তারা যদি খুশী হয়ে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে) দেয়, তাহলে তোমরা তাও খুশী মনে ভোগ করো।

وَاتُوا النِّسَاءَ مَدَقَاتَهُنَّ نِكَاحًا ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ ۚ هُنَّ مَرِيئَاتٌ ۝

৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ (দুনিয়ায়) তোমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না, (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক সরবরাহ করবে, (সর্বোপরি) তাদের সাথে ভালো কথা বলবে।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

৬. এতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে (সম্পদ পরিচালনার) যোগ্যতা অনুভব করতে পারো,

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَمْتُمِنْهُمْ رُشْدًا

তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দেবে এবং তাদের বড়ো হবার আগেই (তাড়াছড়ো করে) তা হযম করে ফেলো না, (এতীমদের পৃষ্ঠপোষক) যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে যেন (এই বাড়াবাড়ি থেকে) বেঁচে থাকে (তবে হ্যাঁ), যদি সে (পৃষ্ঠপোষক) গরীব হয় তাহলে (সমাজের) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে যেন তা থেকে (নিজের পারিশ্রমিক) গ্রহণ করে, যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে, তখন তাদের ওপর সাক্ষী রেখো, (যদিও) হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٥﴾

৭. (তাদের) পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে পুরুষদের (যেমন) অংশ রয়েছে, (একইভাবে) নারীদের জন্যেও (সে সম্পদে) অংশ রয়েছে, যা (তাদের) পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা রেখে গেছে, (পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী; (উভয়ের জন্যেই এর) অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥﴾

৮. (মৃত ব্যক্তির সম্পদ) বন্টনের সময় যখন (তার) আপনজন, এতীম ও মেসকীনরা (সেখানে) এসে হাযির হয়, তখন তা থেকে তাদেরও কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦﴾

৯. মানুষের (এটুকু) ভয় করা উচিত, যদি তারা (মৃত্যুর সময় এমনি কিছু) দুর্বল সন্তানদের পেছনে রেখে চলে আসতো, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) তারা (এভাবেই) ভীত শংকিত থাকতো, অতএব তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং এদের সাথে ন্যায়-ইনসাফের কথাবার্তা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧﴾

১০. যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা যেন আশুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি করে, অচিরেই এ লোকগুলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿٨﴾

১১. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদে) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের জন্যে বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, হ্যাঁ (উত্তরাধিকারী) কন্যারা যদি দু'য়ের বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে তার (অংশ) হবে (রেখে যাওয়া সম্পত্তির) অর্ধেক;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রত্যেকের জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপর দিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই যদি হয় (তার একমাত্র) উত্তরাধিকারী, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই বোন (বৈধ) থাকে তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর) আগে সে যে ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেয়ার পরই (কিছু ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে); তোমরা জানো না তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী। (এ হচ্ছে) আল্লাহর বিধান, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী।

وَلَا يُوْثِرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ؕ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبُوهُ فَلِلّٰهِ الثَّلَاثُ ؕ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِلّٰهِ السَّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ ؕ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক- যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ, তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিছু তোমরা এই অংশ পাবে); তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ- যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর আগে) তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঋণ (তোমরা রেখে যাবে) তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে); যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা মাতাও নেই, (শুধু) আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার জন্যে থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ভাই বোন মিলে) তারা যদি এর চাইতে বেশী হয় তবে (রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই (সমান) অংশীদার হবে, অবশ্য (এ সম্পত্তির ওপর) মৃত ব্যক্তির যা ওসিয়ত করা আছে কিংবা কোনো ঋণ (পরিশোধ)-এর পরই (এ ভাগাভাগি সম্পন্ন হবে), তবে (খেয়াল রাখতে হবে, কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে) তা যেন ক্ষতিকর না হয়, (কেননা) এ নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُّوْصَوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَالَةً اَوْ امْرَاَةً وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدُسُ ؕ فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ ؕ غَيْرَ مَضَارٍ ؕ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

১৩. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সীমারেখা; যে ব্যক্তি (এর ভেতরে থেকে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, (আল্লাহ তায়ালা) তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঋণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; (মূলত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।

تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يَدْخُلْ خِلَافَ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৪. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের না-ফরমানী করবে এবং আল্লাহ তায়ালা (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করবে, তিনি তাকে (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, তার জন্যে (রয়েছে) অপমানকর শাস্তি।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُلُودَهُ يَدْخُلْ خِلَّةً نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুর্কর্মে অভিযুক্ত হয়ে আসবে তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চার জন লোক যদি (ইতিবাচক) সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না মৃত্যু এসে তাদের (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَرُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَأَنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজকেই তোমরা শাস্তি দেবে, (হাঁ) তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْخُلُوهَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

১৭. আল্লাহ তায়ালা ওপর শুধু তাদের তাওবাই (কবুলযোগ্য) হবে, যারা অজ্ঞতার সাথে গুনাহের কাজ করে, অতপর (জানা মাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে) ফিরে আসে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

১৮. আর তাদের জন্যে কোনো তাওবা নেই, যারা (আজীবন) শুধু গুনাহের কাজই করে, এভাবেই একদিন তাদের কারো (দুয়ারে) যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন সে বলে (হে আল্লাহ), আমি এখন তাওবা করলাম, তাদের জন্যেও (কোনো তাওবা) নয় যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করলো; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

১৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে কখনো জোর করে বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারের পণ্য বানানো বৈধ নয়, (বিয়ের সময় মোহর হিসেবে) যা তোমরা তাদের দিয়েছো তার কোনো অংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে তোমরা তাদের আটক করে রেখো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য কোনো ব্যভিচারের (অভিযুক্ত) না হয়ে আসে, তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো, তোমরা যদি তাদের পছন্দ নাও করো, মনে রেখো এমনও তো হতে পারে, যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

তার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন।

وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় আরেক স্ত্রী গ্রহণ করার সংকল্প করেই নাও, তাহলে (মোহর হিসেবে) সে বিপুল পরিমাণ সোনাদানা তোমরা দিয়েছো তার কোনো অংশ তোমরা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ো না; তোমরা কি (মিথ্যা) অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছে?

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَ بَنِي قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ اتَّخَذُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

২১. তোমরা (মোহরানার) সে অংশটুকু ফেরত নেবেই বা কি করে? অথচ (বিভিন্নভাবে) তোমরা তো একে অপরের স্বাদ গ্রহণ করেছো, (তাছাড়া) তারা তোমাদের কাছ থেকে (বিয়ে বন্ধনের) পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলো।

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَهُوَ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

২২. নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পিতা (পিতামহ)-রা যাদের বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না, (হ্যাঁ, এ নির্দেশ আসার) আগে যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে, এটি (আসলেই) ছিলো অশ্লীল (নির্লজ্জ) কাজ এবং খুবই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

২৩. (বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে- তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইদের মেয়ে, বোনদের মেয়ে, (আরো হারাম করা হয়েছে) সেসব মা- যারা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের আগের স্বামীর ঔরসজাত মেয়েরা- যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে, যদি তাদের সাথে তোমাদের শুধু বিয়ে হয়ে থাকে, (কিন্তু) কখনো তোমরা তাদের সাথে সহবাস করোনি, তাহলে (তাদের আগের স্বামীর মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের জন্যে কোনো দোষ নেই, (তোমাদের জন্যে) তোমাদের নিজেদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে; (উপরন্তু বিয়ের বন্দনে) তোমাদের ওপর দুই বোনকে একত্র করাও (হারাম করা হয়েছে), তবে যা কিছু (এর) আগে সংঘটিত হয়ে গেছে (তা তো হয়েই গেছে, সে ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الْأَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ يَنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ۚ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

২৪. নারীদের মাঝে (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারীদেরও (তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে), তবে যেসব নারী (যুদ্ধবন্দী হয়ে) তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে তারা ব্যতীত, (এ হচ্ছে বিয়ের ব্যাপারে) তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বিধান, এর বাইরে যে সব (নারী) রয়েছে, তাদের তোমাদের জন্যে (এ শর্তে) হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা (বিয়ের জন্যে মোহরের) কিছু সম্পদ দ্বারা তাদের পেতে চাইবে এবং তোমরা (বিয়ের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করবে, তোমরা অবাধ যৌনস্পৃহা পূরণে নিয়োজিত হবে না; অতপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা (বিয়ের) মাধ্যমে উপভোগ করবে, তাদের বিনিময় (মোহর) ফরয হিসেবে আদায় করে দাও, (অবশ্য) মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যে (পরিমাণের) ওপর তোমরা উভয়ে একমত হও, তাতে কোনো দোষের কিছু নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿২৪﴾

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক) সামর্থ্য থাকবে না, সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয়; তোমাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন; (ঈমানের মাপকাঠিতে) তোমরা তো একই রকম, অতপর (যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত) তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং তাদের ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক যথার্থ মোহরানা দিয়ে দাও (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), তারা (যেন) বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায়—(স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে) পরপুরুষকে আনন্দদানের কাজে নিয়োজিত না থাকে, অতপর যখন তাদের বিয়ের দুর্গে অবস্থান করে দেয়া হলো, তখন যদি তারা ব্যতিচারে লিপ্ত হয়, (তখন) তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ কিন্তু (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারিণী স্বাধীন (সম্ভ্রান্ত) নারীদের ওপর (আরোপিত শাস্তির) অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যতিচারে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে, (শুধু) তাদের জন্যেই এ (রেয়াত)-টুকু (দেয়া হয়েছে, কিন্তু) তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيمَنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۖ فَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ ۖ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا
أُحْصِيَ فَإِنَّ اثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفٌ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدْلِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ
لَنْ يَخْشَى الْعَنْتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿২৫﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বাণীসমূহ) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতে চান এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী (পুণ্যবান) মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান, আর (এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের ওপর দয়াপরবশ হতে চান, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿২৬﴾

২৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হতে চান,

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ

(অপরদিকে) যারা নিজেদের (পাশবিক) লালসার অনুসরণ করে তারা চায়, তোমরা সে (ক্ষমার পথ থেকে) বহুদূরে (নিষ্কিণ্ড হয়ে গোমরাহ) থেকে যাও।

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّمُوتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

২৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (নানা ধরনের বোঝা) লঘু করে (তোমাদের জীবনকে সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে (আসলেই) দুর্বল করে পয়সা করা হয়েছে।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

২৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, (হ্যাঁ,) ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবে তা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) নিজেদের হত্যা করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

৩০. যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই (নর হত্যার) কাজটি করবে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর পক্ষে এটা একেবারেই সহজ।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣০﴾

৩১. যদি তোমরা সে সমস্ত বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছোটোখাটো) গুনাহ আমি (এমনিই) তোমাদের (হিসাব) থেকে মুছে দেবো এবং আমি অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مِّنْ خَلَّاكِهَا ﴿٣১﴾

৩২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একজনের ওপর আরেকজনকে যা (কিছু বেশী) দান করেছেন, তোমরা (তার) লোভ করো না, যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করলো তা তাদেরই অংশ; আবার নারীরা যা কিছু অর্জন করলো তাও তাদেরই অংশ; তোমরা আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকফহাল রয়েছেন।

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣২﴾

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্যেই অভিভাবক বানিয়ে রেখেছি; যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অঙ্গীকার রয়েছে তাদের অংশ আদায় করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের ওপর সাক্ষী।

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣৩﴾

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর প্রহরী, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন, কেননা (প্রধানত) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্যে) নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে; অতএব সতী-সাম্প্রী নারীরা হবে (একান্ত) অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্বাবধানে (থেকে) নিজেদের (ইযযত-আবরু ও অদেখা অন্য সব কিছুর) রক্ষণাবেক্ষণ করবে; আর যখন তোমরা কোনো নারীর অবাধ্যতার আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও সংশোধন না হলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো, যদি তারা অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) ওপর অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, সবার চাইতে মহান!

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. আর যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী এ) দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন এবং তার (স্ত্রীর) পরিবারের পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো, এরা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের (মীমাংসায় পৌঁছার) তাওফীক দেবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সম্যক জ্ঞানী, সর্ববিষয়ে ওয়াকৈফহাল।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৬. তোমরা এক আল্লাহ তায়ালায় এবাদাত করো, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ে না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এতীম, মেসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, কাছের প্রতিবেশী, পাশের লোক, পথচারী ও তোমার অধিকারভুক্ত (দাস দাসী, তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার করো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাষ্টিক,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

৩৭. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে, (তাছাড়া) আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে; আমি কাফেরদের জন্যে এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِأَمْوَالِهِمُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

৩৮. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না; (আর) শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে (বুঝতে হবে) সে বড়োই খারাপ সাথী (পেলো)!

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

৩৯. কি (দুর্যোগ) তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো যদি তারা (শয়তানকে সাথী বানানোর বদলে) আল্লাহ তায়ালা ও পরকাল দিবসের ওপর ঈমান আনতো, আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু দান করেছেন তা থেকে তারা খরচ করতো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সম্পর্কে জানেন।

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

৪০. আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না, (বরং তিনি এতো দয়ালু যে,) নেকীর কাজ যদি একটি হয় তবে তিনি তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন এবং (এর সাথে) তিনি নিজ থেকেও বড়ো পুরস্কার দান করেন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكَ
حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

৪১. সেদিন (তাদের অবস্থাটা) কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের (কাজের) সাক্ষী (হিসেবে তাদের নবীকে) এনে হাযির করবো, (হে মোহাম্মদ,) এদের সবার কাছে সাক্ষী হিসেবে আমি (সেদিন) তোমাকে নিয়ে আসবো।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সেদিন কামনা করবে, ভূমি (যদি ধ্বংসে যেতো এবং) মাটি যদি তাদের ওপর এসে সব সমান হয়ে যেতো! (সেদিন) মানুষ কোনো কথাই আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না।

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ
الرَّسُولِ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

৪৩. হে ঈমানদাররা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা নিশ্চিত না হবে যে), তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা (ঠিক ঠিক) জানতে (ও বুঝতে) পারছো, অপবিত্র অবস্থায়ও (নামাযের কাছে যেও) না, যতোক্ষণ না তোমরা গোসল সেয়ে নেবে, তবে সফরে থাকলে তা ভিন্ন কথা, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে (বেরিয়ে) আসো অথবা তোমরা যদি (দৈহিক মিলনের সাথে) নারী স্পর্শ করো (তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে নেবে), তবে যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
 عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لِمَسْتَرِ الْمَسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

(তার পদ্ধতি হচ্ছে, তা দিয়ে) তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত মাসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا ۝۸

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখিনি, যাদের (আসমানী) গ্রন্থের (সামান্য) একটা অংশই দেয়া হয়েছিলো, (কিন্তু) তারা গোমরাহীর পথই কিনে নিচ্ছে, তারা চায় তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ
الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ
اَنْ تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ ۝ۮ

৪৫. তোমাদের দুশমনদের আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন; অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۝
وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝ۯ

৪৬. ইহুদী জাতির মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা (রসুলের) কথাগুলোকে মূল জায়গা থেকে সরিয়ে (বিকৃত করে) দেয়। তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং (সাথে সাথে) অমান্যও করলাম, (আবার বলে) আমাদের কথা শুনুন, (আসলে) দ্বীনের মাঝে অপবাদ দানের উদ্দেশে নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে এরা বলে (হে নবী), আপনি শুনুন, (সাথে সাথেই বলে), আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক। তারা যদি বলতো (হে নবী), আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলে এ বিষয়টা তাদের জন্যে খুবই ভালো হতো, তাই হতো (বরং) তাদের জন্যে সংগত, কিন্তু সত্য অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর (তাদের) সামান্য কিছু লোকই মাত্র ঈমান এনে থাকে।

مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُكْرِضُوْنَ الْكَلِمَ
عَنْ مَّوٰضِعِهِ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَّرَاعِنَا لِيَآبَأَلسُنَّتِهِمْ
وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَسْمِعْ وَاَنْظُرْنَا لَكَانَ
خَيْرًا لِّلْهَمِّ وَاَقْوًى ؕ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱০

৪৭. হে মানুষেরা, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা সেই গ্রন্থের ওপর ঈমান আনো, যা আমি (মোহাম্মদের ওপর) নাযিল করেছি, (এ কিতাব) তোমাদের কাছে মজুদ (পূর্ববর্তী) কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (ঈমান আনো) সে সময় আসার আগে, যখন আমি (পাপিষ্ঠদের) চেহারা সমূহ বিকৃত করে তা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো, অথবা (ইহুদীদের পবিত্র দিন) শনিবারের অবমাননাকারীদের প্রতি আমি যেভাবে অভিশাপ নাযিল করেছি (তেমনি কোনো বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা ঈমান আনো), আর আল্লাহ তায়ালা হুকুম, সে তো অবধারিত!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا
اَوْ نُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ
وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝۱১

৪৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কখনো (সে গুনাহ) মাফ করবেন না (যেখানে) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ

এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শেরেক করলো সে সত্যিই (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করলো যা বড়ো ধরনের একটি গুনাহ।

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٥٩﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি যারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে, অথচ একমাত্র আল্লাহ তায়াল্লাই যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন। (যারা অহংকারী) তাদের ওপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَزَكِيهِمْ مِّنْ يَّشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْنًا ﴿٥٩﴾

৫০. তাকিয়ে দেখো (এদের দিকে), কিভাবে এরা আল্লাহ তায়াল্লার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে এটাই তো তার জন্যে যথেষ্ট!

أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٩﴾

৫১. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আল্লাহ তায়াল্লা) কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো, (তারা আস্তে আস্তে) নানা ধরনের ভিত্তিহীন অমূলক যাদুমন্ত্র জাতীয় জিনিস ও (বহুতরো) মিথ্যা মারুদের ওপর ঈমান আনতে শুরু করলো এবং এ কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলতে লাগলো, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো বেশী সঠিক পথের ওপর রয়েছে!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥٩﴾

৫২. এরাই হচ্ছে সেই (হতভাগ্য) মানুষগুলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়াল্লা অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহ তায়াল্লা যার ওপর অভিশাপ পাঠান তার জন্যে তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٩﴾

৫৩. অথবা (এরা কি মনে করে), তাদের ভাগে রাজত্ব (বরাদ্দ করা) আছে? তেমন কিছু হলে এরা খেজুর পাতার একটি ঝিল্লিও কাউকে দিতো না।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٩﴾

৫৪. অথবা এরা কি অন্যান্য মানুষদের তার ওপর হিংসা করে, যাদের আল্লাহ তায়াল্লা নিজস্ব ভান্ডার থেকে (নানা কিছু) দান করেছেন, আমি তো (ইতিপূর্বে) ইবরাহীমের বংশধরদেরও (আমার) গ্রন্থ (ও সেই গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছিলাম, আমি তাদের বিশাল রাজত্বও দান করেছিলাম।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ﴿٥٩﴾

৫৫. অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিলো যারা তার ওপর ঈমান এনেছে, আবার কেউ ছিলো যারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; এদের জন্যে জাহান্নামের জলন্ত আগুনই যথেষ্ট!

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٩﴾

৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

আমি অচিরেই তাদের জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, অতপর যখন তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন আমি তাদের নতুন চামড়া বদলে দেবো, যাতে করে তারা আযাব ভোগ করতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمَا تَضَجَّتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٩﴾

৫৭. অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের অচিরেই আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, তাদের জন্যে থাকবে পূতপবিত্র (সংগী ও) সংগিনীরা, (সর্বোপরি) আমি তাদের এক চির শিখ্র ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَكُنْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَوُضِعَ لَهُمْ غُلَامٌ مَّا يَلِيهِ ﴿٦٠﴾

৫৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে (কোনো কিছু)র ব্যাপারে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَكُونُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালা করার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এ (পদ্ধতিই) হচ্ছে (বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণামের দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٦٠﴾

৬০. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখিনি যারা মনে করে, তারা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তার ওপরও ঈমান এনেছে, যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছে, (কিছু বিচার ফয়সালা করার সময় আমার কিতাবের বদলে) এরা মিথ্যা মাবুদদের কাছ থেকেই ফয়সালা পেতে চায়, অথচ এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যেন এ (মিথ্যা মাবুদ)-দের অস্বীকার করে; (আসলেই) শয়তান এদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦١﴾

৬১. এদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أُنْزِلَ

তার দিকে (ফিরে) এসো, তখন তুমি মোনাফেকদের দেখবে, এরা তোমার কাছে থেকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوًّا ۝٦٢

৬২. অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়ে, (তখন এদের অবস্থাটা) কি হয়? তারা তখন সবাই তোমার কাছে (ছুটে) আসে এবং আল্লাহর নামের কসম করে আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি।

فَكَيْفَ اِذَا صَابَتْهُمُ مُصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمْتْ
اَيْدِيَهُمْ ثَمَّ جَآءُوْكَ يَخْلِفُوْنَ ۙ بِاللّٰهِ
اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوَفِّيْقًا ۝٦٣

৬৩. এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের মনের ভেতরে কি (অভিসন্ধি) আছে তা আল্লাহ তায়ালা জানেন, তাই তুমি এদের এড়িয়ে চলো, তুমি এদের ভালো উপদেশ দাও এবং তাদের এমন সব কথা বলো, যা তাদের অন্তরে পৌঁছে যায়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِّمْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْ
اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ۝٦٤

৬৪. আমি যখনই (জনপদে) কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ জনোই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে; ভালো হতো এরা যখনি নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করবে, তখনি তারা তোমার কাছে (ছুটে) আসবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ তায়ালায় কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং রসূলও (তাদের জন্যে) ক্ষমা চাইবে, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে (দেখতে) পেতো!

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ
اللّٰهِ وَلَوْ اَنْهَرُ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ
الرَّسُوْلُ لَوْجَدُوْا اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝٦٥

৬৫. (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীন) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না এবং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يَكْفِيْكَ
فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثَمَّرًا لَا يَجِدُوْا فِيْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا ۝٦٦

৬৬. আমি যদি তাদের ওপর এ আদেশ জারি করতাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা তোমরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বের হয়ে যাও, (তাহলে) তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষই তা করতো, যেসব উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্যে অবশ্যই কল্যাণকর হতো এবং (তাদের) মানসিক স্থিরতাও (এতে করে) ময়বুত হতো!

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ
مَّاَفَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ اَنْهَرُ
فَعَلُوْا مَا يُوعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
وَأَشَدَّ تَغِيْبًا ۝٦٧

৬৭. এমতাবস্থায় আমিও আমার পক্ষ থেকে তাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দিতাম,

وَ اِذَا لَا تَيْنُهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٦٨

৬৮. (উপরন্তু) আমি তাদের সরল পথও দেখিয়ে দিতাম!

وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

৬৯. যারা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের আনুগত্য করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) সকল নবী, (আরো) যারা (নবুয়তের) সত্যতা স্বীকার করেছে, (আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম!

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

৭০. এটা (মানুষদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা (বিরাট) অনুগ্রহ, (কোনো কিছু) জানার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

৭১. হে ঈমানদাররা, (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমরা তোমাদের প্রতিরক্ষা (ও প্রস্তুতি) অব্যাহত রাখো। দলে দলে বিভক্ত হয়ে, কিংবা সবাই একসঙ্গে (শত্রুর মোকাবেলা) করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْبًا وَحِزْبًا فَأَنْتُمْ أَكْثَرُ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ ﴿٧١﴾

৭২. অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এমন (মোনাফেক) লোক থাকবে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে, তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এলে সে বলবে, আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর বড়ো অনুগ্রহ করেছেন, (কেননা) আমি সে সময় তাদের সাথে ছিলাম না।

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ ۖ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন সে (এমন সম্পর্কবিহীনভাবে কথা) বলে, যেন তার সাথে তোমাদের কোনো রকম বন্ধুত্বই ছিলো না, সে (তখন) বলে, কতোই না ভালো হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে (আজ) আমিও অনেক বড়ো সফলতা অর্জন করতে পারতাম!

وَلَوْ أَنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

৭৪. যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে, মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালা পথে (তাদের বিরুদ্ধে) লড়াই করা, যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে (এ পথে) নিহত হবে কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, (উভয় অবস্থায়ই) আমি তাকে বিরাট পুরস্কার দেবো।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

৭৫. তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী ও (দুস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা (এই বলে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, যালেমদের এই জনপদ থেকে তুমি আমাদের বের করে নাও,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

অতপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও!

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٩٦﴾

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মারুদদের পথে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে, অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র একান্ত দুর্বল।

أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٩٧﴾

১০
ককু

৭৭. (হে নবী,) তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যাদের (প্রথম দিকে) যখন বলা হয়েছিলো, তোমরা (আপাতত লড়াই থেকে) নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখো, (এখন শুধু) নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো (তখন তারা লড়াই করার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলো, অথচ) যখন (সত্যি সত্যিই) তাদের ওপর লড়াইর হুকুম নাযিল করা হলো (তখন) এদের একদল লোক তো (প্রতিপক্ষের) মানুষদের এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো, যেমনি ভয় শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই করা উচিত; কিংবা তার চাইতেও বেশী ভয়! তারা বললো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের ওপর যুদ্ধের হুকুম (এতো তাড়াতড়ি) জারি করতে গেলে কেন? কতো ভালো হতো যদি তুমি আমাদের আরো কিছুটা অবকাশ দিতে? (হে নবী,) তুমি বলো, দুনিয়ার এ ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত সামান্য; যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তার জন্যে পরকাল অনেক উত্তম, আর (সেই পরকালে) তোমাদের ওপর কণামাত্রও যুলুম করা হবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۖ لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٩٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো- মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা যদি (কোনো) ময়বুত দুর্গেও থাকো (সেখানেও মৃত্যু এসে হাযির হবে। এদের অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো কল্যাণ তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, (হ্যাঁ) এ তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, অপরদিকে যখন কোনো ক্ষতি (ও অকল্যাণ) তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, এ (সব) তোমার কাছ থেকেই এসেছে, তুমি (তাদের) বলে দাও, (কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে; এ জাতির হয়েছে কি, এরা মনে হয় কথাটি বুঝতেই চায় না।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصْبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَبَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَرْفًا مِّنْهَا ﴿٩٩﴾

৭৯. যে কল্যাণই তুমি লাভ করো (না কেন, মনে রেখো), তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর যেটুকু অকল্যাণ তোমার ওপর আসে তা আসে তোমার নিজের কাছ থেকে;

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ

আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি; আর সাক্ষী হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٩﴾

৮০. যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি (এ আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মানে রেখো) তাদের ওপর আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি।

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٢٠﴾

৮১. তারা বলে, (আমরা তোমার) আনুগত্য (স্বীকার করি), কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক রাতের বেলায় একত্রিত হয়ে ঠিক তুমি যা বলো তার বিরুদ্ধেই সলাপরামর্শ করে; তারা (রাতের বেলায়) যা শলা পরামর্শ করে আল্লাহ তায়ালা সেসব কর্মকাণ্ডগুলো লিখে রাখছেন, অতএব তুমি এদের এড়িয়ে চলো এবং শুধু আল্লাহ তায়ালা ওপরই ভরসা রাখো, অভিভাবক হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٢١﴾

৮২. এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না? এ (গ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো।

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٢٢﴾

৮৩. এদের কাছে যখন নিরাপত্তা কিংবা ভয়জনিত কোনো খবর আসে, তখন (সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই) এরা তা প্রচার করে বেড়ায়; তারা যদি এ বিষয়টা (আল্লাহর) রসূল এবং তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এমন সব লোকেরা তা জানতে পারতো, যারা তাদের মধ্যে থেকে সেই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো; যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (এ প্রচারণার ফলে) হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া তোমরা অধিকাংশই শয়তানের অনুগত্য করতো!

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٣﴾

৮৪. অতপর (হে নবী), তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো, তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্যেই দায়ী করা হবে, তুমি মোমেনদের (আল্লাহ তায়ালা ওর পথে লড়াই করতে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা অচিরেই কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা শক্তিতে প্রবল, শাস্তিদানে তিনি কঠোরতর।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسَ الْإِنِّ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٢٤﴾

৮৫. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করে, তাহলে তাতে অবশ্যই তার অংশ থাকবে,

مَنْ يَشْفَعْ حَقًّا حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ

আবার যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের ব্যাপারে সুপারিশ করবে, (তার সৃষ্ট অকল্যাণেও) তার অংশ থাকবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সকল কাজের একক নিয়ন্ত্রণকারী।

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ
مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
مَّقِيتًا ﴿٥٦﴾

৮৬. যখন তোমাদের (সালাম বা অন্য কিছু) দ্বারা অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পছন্দ্য তার জবাব দাও, কিংবা ততোটুকু ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর হিসাব রাখেন।

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَكُونُوا بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ رَدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٥٧﴾

৮৭. আল্লাহ তায়ালা (মহান সত্তা)- তিনি ছাড়া (দ্বিতীয়) কোনো মারুদ নেই; অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের এক জায়গায় জড়ো করবেন, তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; আর এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালা চাইতে বেশী সত্য কথা বলতে পারে?

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لِيَجْمَعَ كُفْرًا إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٥٨﴾

৮৮. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করলেন; আল্লাহ তায়ালা যাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তোমরা কি তাদের সঠিক পথে আনতে চাও? (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্যে কোনো পথই (খুঁজে) পাবে না।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ ۖ وَاللَّهُ
أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٥٩﴾

৮৯. তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে তোমরাও তেমনি কুফরী করো, অতপর তোমরা উভয়ে একই রকম হয়ে যাবে, কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ তায়ালা পথে নিজেদের ভিটেমাটি ত্যাগ না করবে, আর যদি তারা এ কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে প্রেফতার করবে এবং (শত্রুদের সহযোগিতা করার জন্যে) তাদের হত্যা করবে, তাদের মধ্য থেকে কাউকেই তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۚ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ
سَوَاءً ۚ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ حَتَّىٰ
يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا
فَنُحْزِنُوهُمْ وَأَظْلَمُوهُمْ ۚ هِيَ
وَجَدْتُمُوهُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٠﴾

৯০. অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো একটি সম্প্রদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে, আবার (তাদের ব্যাপারও নয়-) যারা তোমাদের সামনে (দ্বিধাগ্রস্ত অন্তর নিয়ে) আসে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে (যেমন) লড়াই করতে বাধা দেয়, (তেমনি) নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে বাধা দেয়; আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তিনি তোমাদের ওপর এদের ক্ষমতাবান করে দিতে পারতেন,

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا
قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

তেমন অবস্থায় তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে লড়াই করতো, অতএব এরা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের কাছে (শান্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোনো পন্থাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (উন্মুক্ত) রাখবেন না।

فَلَقَاتِلُوهُمْ ۖ فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ
فَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿৯০﴾

৯১. অচিরেই তোমরা আরেকটি দল পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে (যেমন) শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায়; (তেমনি) তারা তাদের নিজেদের জাতির কাছ থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়, কিন্তু এদের যখনি কোনো বিপর্যয়ের দিকে ডাক দেয়া হবে, তখন সাথে সাথেই তারা তার মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, এরা যদি তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না দাঁড়ায়, কোনো শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাব তোমাদের কাছে পেশ না করে এবং নিজেদের অস্ত্র সংবরণ না করে, তাহলে তাদের তোমরা যেখানেই পাবে ত্রুফতার করবে এবং (বিদ্রোহের জন্যে) তাদের তোমরা হত্যা করবে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আমি তোমাদের সুস্পষ্ট ক্ষমতা দান করেছি।

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَأْمَنُواكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رَدُّوْا
إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۖ فَإِنْ
لَمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ
وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿৯১﴾

৯২. এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয় যে, সে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত করে ফেলেলে তা ভিন্ন কথা, যদি কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (বিনিময় হিসেবে) সে একজন দাস মুক্ত করে দেবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে (তার) রক্তের মূল্য পরিশোধ করে দেবে, তবে (নিহত ব্যক্তির) লোকেরা যদি (রক্তমূল্য) মাফ করে দেয় তবে তা আলাদা; এ (নিহত) ঈমানদার ব্যক্তি যদি এমন কোনো জাতির (বা গোত্রের) লোক হয় যারা তোমাদের শত্রু এবং সে (নিহত ব্যক্তি) মোমেন হয় তাহলে (তার বিনিময় হবে) একজন মোমেন দাসের মুক্তি; অপরদিকে সে (নিহত) ব্যক্তি যদি এমন এক সম্প্রদায়ের কেউ হয়ে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবত আছে, তবে তার রক্তের মূল্য আদায় করার (সাথে) একজন ঈমানদার দাসের মুক্তিও (অপরহার্য), যে ব্যক্তি (মুক্ত করার জন্যে কোনো দাস) পাবে না, (তার বিধান হচ্ছে) ক্রমাগত দুই মাসের রোযা রাখা, (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে (এই গুনাহর) তাওবা, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا
خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا
أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
فَدِيَّةٌ مُّسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿৯২﴾

৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ

জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ভীষণ রুষ্ট হন, তাকে তিনি লানত দেন, তিনি তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৯৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরে, তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালায় পথে (জেহাদের) রাস্তায় বের হবে, তখন (সবকিছু) যাচাই বাছাই করবে, কোনো ব্যক্তি যখন তোমাদের সামনে (শান্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তখন তোমরা বলো না যে, তুমি ঈমানদার নও, তোমরা তো বৈষয়িক জীবনের (স্বার্থ) সন্ধান করো, আল্লাহ তায়ালায় কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরাও আগে এমনই ছিলে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তোমরা (বিষয়টি) যাচাই বাছাই করে নিয়ো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كُنْ لَكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

৯৫. মোমেনদের মাঝে যারা কোনো রকম (শারীরিক) অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও (ঘরে) বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তায়ালায় পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে— এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (ময়দানের) মোজোহেদদের— যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে (আল্লাহ তায়ালায় পথে) জেহাদ করেছে— আল্লাহ তায়ালা তাদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন, (ময়দানের জেহাদ তখনো ফরয ঘোষিত না হওয়ায়) এদের সবার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন; (তবে) আল্লাহ তায়ালা (ঘরে) বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামরত ময়দানের) মোজোহেদদের উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করেছেন।

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٦﴾

৯৬. (এই) মর্যাদাসমূহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকেই, এর সাথে রয়েছে তাঁর ক্ষমা ও দয়া, আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٦﴾

৯৭. যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে ফেরেশতার তাদের মওতের সময় যখন তাদের জিজ্ঞেস করবে, (বলো তো!) সেখানে তোমরা কিভাবে ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল (অক্ষম) ছিলাম; ফেরেশতার বলবে, কেন, (তোমাদের জন্যে) আল্লাহর এ যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা ইচ্ছা করলে হিজরত করে যেখানে চলে যেতে পারতে, (আসলে) এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; আর তা খুবই নিকৃষ্ট আবাস!

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَمَیْرُكُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۖ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٣٧﴾

৯৮. তবে সেসব পুরুষ, নারী ও শিশু সন্তান, যাদের (হিজরত করার) শক্তি ছিলো না, কোথাও যাওয়ার কোনো উপকরণ ছিলো না- তাদের কথা আলাদা।

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

৯৯. এরা হচ্ছে সেসব লোক- আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত যাদের (গোনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল।

فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٩﴾

১০০. আর যে কেউই আল্লাহ তায়ালা পথে হিজরত করবে সে আল্লাহ তায়ালা র যমীনে প্রশস্ততা ও অগণিত ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে; যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের উদ্দেশে হিজরত করার জন্যে নিজ বাড়ী থেকে বের হয় অতপর এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে নেয়, তাহলে তার (অপূর্ণ হিজরতের) পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা ওপর; আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَمَنْ يَّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغًى كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

১০১. তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন তোমরা যদি তোমাদের নামায সংক্ষিপ্ত করে নাও তাতে তোমাদের ওপর কোনোই দোষ নেই; তোমাদের যদি এ আশংকা থাকে যে, কাফেররা (নামাযের সময় আক্রমণ করে) তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে, তাহলে (তোমরা সতর্ক থেকে), নিসন্দেহে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দূশমন।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنْ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

১০২. (হে নবী,) তুমি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) যখন তুমি তাদের (ইমামতির) জন্যে (নামাযে) দাঁড়াবে, তখন যেন তাদের একদল লোক তোমার সাথে (নামাযে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র সাথে (নিয়ে সতর্ক) রাখে; অতপর তারা যখন (নামাযের) সাজদা সম্পন্ন করে নেবে তখন তারা তোমাদের পেছনে থাকবে, দ্বিতীয় দল- যারা (তখনো) নামায পড়েনি তারা তোমার সাথে এসে নামায আদায় করবে, (কি ত্বু সর্বাবস্থায়ই) তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সশস্ত্র (অবস্থায়) থাকে, (কারণ,) কাফেররা তো এ (সুযোগটুকুই) চায়, যদি তোমরা তোমাদের মালসামানা ও অস্ত্রসস্ত্র সম্পর্কে একটু অসাবধান হয়ে যাও, যাতে করে তারা তোমাদের ওপর (আকস্মিকভাবে) ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অবশ্য (অতিরিক্ত) বৃষ্টি বাদলের জন্যে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা শারীরিকভাবে তোমরা যদি অসুস্থ হও,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۚ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِحِزْهِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً ۚ وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

তাহলে (কিছুক্ষণের জন্যে) তোমরা অস্ত্র রেখে দিতে পারো; (অস্ত্র রেখে দিলেও) তোমরা কিন্তু নিজেদের সাবধানতা বজায় রাখবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে এক অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٥﴾

১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং তোমাদের শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে থাকবে, এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করবে তখন (যথারীতি) নামায আদায় করবে, অবশ্যই নামায ঈমানদারদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ۖ وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿٥٦﴾

১০৪. কোনো (শত্রু) দলের পেছনে ধাওয়া করার সময় তোমরা বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ে না; তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো (তাহলে জেনে রেখো), তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট পাচ্ছে, ঠিক যেমনিভাবে তোমরা কষ্ট পাচ্ছে। (কিন্তু) তোমরা আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে যে (জান্নাত) আশা করো, তারা তো সেটা করে না; আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُوا تَالِئِينَ فَإِنَّهُمْ يَالِئُونَ كَمَا تَالِئُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾

১৫
ককু

১০৫. অবশ্যই আমি সত্য (দ্বীনের) সাথে তোমার ওপর এগ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (ওহী দ্বারা) যা দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো; (মীমাংসার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿٥٨﴾

১০৬. তুমি আল্লাহ তায়ালায় কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

১০৭. যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি কখনো এমন সব লোকের পক্ষ থেকে কোনো বিতর্ক করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে কখনো পছন্দ করেন না যে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿٦٠﴾

১০৮. এরা মানুষদের কাছ থেকে নিজেদের (কর্ম) লুকিয়ে রাখতে চায়, যদিও আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে তারা কিছুই লুকাতে পারবে না; তারা যখন রাতের অন্ধকারে এমন সব বিষয়ে সলাপরামর্শ করে যেসব কথা (ও কাজ) আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন; এরা যা কিছু করে তা আল্লাহ তায়ালা (পুরোপুরিই) পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿٦١﴾

১০৯. হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে (সঠিক জ্ঞানের অভাবে) তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলেছো,

هَٰؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ

কিন্তু কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালার সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে, কিংবা কে তাদের ওপর (সেদিন) অভিভাবক হবে?

فَمَنْ يَّجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مِّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٠﴾

১১০. যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা (গুনাহ করে) নিজের ওপর যুলুম করে, সে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, (তখন) সে আল্লাহ তায়ালাকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।

وَمَن يَّعْمَلْ سَوْءًا أَوْ يَطْلَمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ عَقُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١﴾

১১১. যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করে, সে এর দ্বারা নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ তায়ালার সবকিছুই জানেন, তিনি কুশলী।

وَمَن يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٢﴾

১১২. যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করে; কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, (এ কাজের ফলে) সে (প্রকারান্তরে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো।

وَمَن يَّكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَاهُ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

১১৩. যদি তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে এদের একদল লোক তো তোমাকে (প্রায়) ভুল পথে পরিচালিত করেই ফেলেছিলো! যদিও তারা এই আচরণ দিয়ে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথভ্রষ্ট করতে পারছিলো না, (অবশ্য) তাদের এ (প্রতারণামূলক) কাজ দ্বারা তারা তোমার কোনোই ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হতো না! (কারণ) আল্লাহ তায়ালার তাঁর গ্রন্থ ও (সে গ্রন্থলব্ধ) কলা-কৌশল তোমার ওপর নাযিল করেছেন এবং তিনি তোমাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা কখনো তোমার জানা ছিলো না; (আসলেই) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছিলো অনেক বড়ো!

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

১১৪. এদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শের ভেতরেই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, তবে যদি কেউ (এর দ্বারা) কাউকে কোনো দান-খয়রাত, সংকাজ ও অন্য মানুষের মাঝে সংশোধন (কর্মসূচী)-এর আদেশ দেয়- তা ভিন্ন কথা; আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে অতি শীঘ্রই আমি তাকে মহাপুরস্কার দেবো।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٥﴾

১১৫. (আবার) যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে (বেঈমান লোকদের) অন্য ধরনের নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করবো- যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে, (এর শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পড়িয়ে দেবো, (আর) তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

وَمَن يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥٦﴾

১১৬. আল্লাহ তায়ালা (এ বিষয়টি) কখনো ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে (কোনো কিছুকে) শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাস সাথে (কাউকে) শরীক করলো, সে চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেলো।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

১১৭. আল্লাহকে ছাড়া এরা (যদি কাউকে ডাকে)- ডাকবে কোনো (নিকৃষ্ট) দেবীকে কিংবা কোনো বিদ্রোহী শয়তানকে!

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

১১৮. (যে এভাবে ডাকে) তাকে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন। (কারণ) সে (আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে) বলেছিলো, আমি তোমার বান্দাদের এক অংশকে নিজের (দলে শামিল) করেই ছাড়বো।

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

১১৯. (শয়তান আরো বলেছিলো,) আমি অবশ্যই তাদের গোমরাহ করে দেবো, আমি অবশ্যই তাদের হৃদয়ে নানা প্রকারের মিথ্যা কামনা (বাসনা) জাগিয়ে তুলবো এবং আমি তাদের নির্দেশ দেবো যেন তারা (কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে) জন্তু-জানোয়ারের কান ছিদ্র করে, আমি তাদের আরো নির্দেশ দেবো তারা যেন আল্লাহ তায়ালাস সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়; (মূলত) যে ব্যক্তি (এ কাজ করে) আল্লাহ তায়ালাস বদলে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে।

وَلَا ضَلَالَهُمْ وَلَا مِئْنِينَ لَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيُبْتَكَى أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيُغَيَّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

১২০. শয়তান তাদের (নানা) প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের (সামনে) মিথ্যা বাসনার (মায়াজাল) সৃষ্টি করে, আর শয়তান যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

১২১. এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি, যাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, যার (আযাব) থেকে মুক্তির কোনো পন্থাই (সেদিন) তারা (খুঁজে) পাবে না।

أُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَخْرِجًا ﴿١٢١﴾

১২২. অপরদিকে যারা (শয়তানের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে আল্লাহ তায়ালাস ওপর) ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের আমি অচিরেই এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে?

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

১২৩. (কারো ভালোমন্দ যেমন) তোমাদের খেলাল খুশীর সাথে (জড়িত) নয়, (তেমনি তা) আহলে কিতাবদের খেলালখুশীর সাথেও (সম্পৃক্ত) নয়, (আসল কথা হচ্ছে), যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে, আর সে ব্যক্তি (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকেই তার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

لَيْسَ بِأَمَانِيٍّ وَلَا أَمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

১২৪. (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে- নর কিংবা নারী, সে যদি ঈমানদার অবস্থায়ই তা (সম্পাদন) করে, তাহলে (সে এবং তার মতো অন্য) সব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿٢٤﴾

১২৫. তার চাইতে উত্তম জীবন বিধান আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথানত করে, (মূলত) সে-ই হচ্ছে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, (তদুপরি) সে ইবরাহীমের আদর্শেরও অনুসরণ করে; আর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমকে স্থায় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

وَمِنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿٢٥﴾

১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর আল্লাহ তায়ালা (তার ক্ষমতা দিয়ে) সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿٢٦﴾

১২৭. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চায়, তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, আর এ কিতাব থেকে যা কিছু তোমাদের ওপর পঠিত হচ্ছে, সেই এতীম নারীদের সম্পর্কিত (বিষয়), তিনি তাদের যেসব অধিকার দান করেছেন যা তোমরা আদায় করতে চাও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে (ঠিকই) করতে চাও, অসহায় শিশুদের ব্যাপারে (তোমাদের বলা হচ্ছে,) তোমরা যেন এতীমদের ব্যাপারে সুবিচার কয়েম করো; তোমরা যেটুকু ভালো কাজই করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا
تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ ۚ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ
بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾

১২৮. যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা অবজ্ঞার আশংকা করে, তাহলে (পার স্পরিক ভালোর জন্যে) তাদের উভয়ের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি করে নিলে তাদের ওপর এতে কোনো দোষ নেই; কারণ আপসই হচ্ছে উত্তম, (আসলে) মানুষ লালসার দিকেই বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়ে পড়ে; (কিন্তু) তোমরা যদি সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে (তাই তোমাদের জন্যে ভালো) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কর্মকাণ্ডই অবলোকন করছেন।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا
أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلَحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٨﴾

১২৯. তোমরা কখনো (একাধিক) স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও (মনে প্রাণে) তোমরা তা চাইবে, তাই তাদের একজনের দিকে তুমি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, (মনে

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

হবে) আরেকজনকে তুমি ঝুলন্ত অবস্থায় (রেখে দিয়েছো); তোমরা যদি সংশোধন এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে (তুমি দেখবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

فَتَذَرُهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٠﴾

১৩০. (অতপর) যদি তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার ভান্ডার থেকে দান করে তাদের সবাইকে পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রশংসাজনক।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٣١﴾

১৩১. আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, তোমাদের আগেও যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের ও তোমাদের আমি এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তারা ও তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। যদি তোমরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ তায়ালায় জন্যে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসা তাঁর।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿٣٢﴾

১৩২. অবশ্যই আসমান-যমীনের সব কয়টি জিনিসের মালিকানা আল্লাহর, অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٣﴾

১৩৩. হে মানুষ, তিনি চাইলে যে কোনো সময় (যমীনের কর্তৃত্ব থেকে) তোমাদের অপসারণ করে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন, এ কাজের ওপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমতাবান।

إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿٣٤﴾

১৩৪. যে ব্যক্তি এ দুনিয়ার পুরস্কারটুকুই পেতে চায় (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালায় কাছে তো ইহকাল পরকাল (এ উভয়কালের) পুরস্কারই রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনে এবং সব কিছুই দেখেন।

مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

১৩৫. হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) কায়ম থেকে এবং আল্লাহ তায়ালায় জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও, যদি এ (কাজ)-টি তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপরেও আসে (তবুও তোমরা তা পালন করবে), সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব হোক! (মনে রাখবে) তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ তায়ালায় অধিকার অনেক বেশী, অতএব তুমি কখনো ন্যায্যবিচার করতে গিয়ে নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না, যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলা কিংবা (ইনসাফ থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ ۖ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۚ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٦﴾

১৩৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরূ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসূলের ওপর, সে কিতাবের ওপর যা তিনি তিনি তাঁর রসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সেসব কিতাবের ওপর যা (তিনি তারও আগে) নাযিল করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবী রসূল ও পরকাল দিবসকে অস্বীকার করবে, সে অবশ্যই মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن
يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٣٦﴾

১৩৭. নিসন্দেহে যারা ঈমান আনলো আবার কুফরী করলো, (কিছু দিন পর) আবার ঈমান আনলো, এরপর (সুযোগ বুঝে) আবার কাফের হয়ে গেলো, এরপর কুফরীর পরিমাণ তারা (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিলো, আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের কখনো ক্ষমা করবেন না, না কখনো তিনি এসব ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখাবেন!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا
ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَدُوا كُفْرًا لِّلرَّيْكِ
لِلَّهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾

১৩৮. (হে নবী,) মোনাফেকদের তুমি সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব রয়েছে,

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

১৩৯. যারা (বৈষয়িক স্বার্থে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অবশ্যই (সবটুকু) মান-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই (নির্দিষ্ট)।

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَ هُمُ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٩﴾

১৪০. তিনি ইতিপূর্বেও এ কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের ওপর আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন শুনবে (কাফেরদের কোনো বৈঠকে) আল্লাহ তায়ালায় নাযিল করা কোনো আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (সে মজলিসে) বসো না, যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়, (এমনটি করলে) তোমরা তো ঠিক তাদের মতোই হয়ে গেলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কাফের ও মোনাফেকদের জাহান্নামে একত্রিত করে ছাড়বেন।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا
سَمِعْتُمُ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿٤٠﴾

১৪১. যারা সব সময়ই তোমাদের (শুভ দিনের) প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা বলবে, কেন, আমরা কি (যুদ্ধে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (আবার) যদি কখনো কাফেরদের (ভাগে বিজয়ের) অংশ (লেখা) হয়, তাহলে এরা বলবে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রাখিনি? এবং তোমাদেরকে

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ
فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ
وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا
أَلَمْ نَسْتَحْوَذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُكُم مِّنَ

মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি? (আসলে) শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা শুনিবে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের কোনো (অজুহাত পেশ করার) পথ অবশিষ্ট রাখবেন না।

الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٨২﴾

২০
ককু

১৪২. অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দেয়, (মূলত এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভরেই দাঁড়ায়, তারা কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তায়ালাকে (আসলে) কমই স্মরণ করে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ۙ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨৩﴾

১৪৩. এরা (কুফরী ও ঈমানের) দোটনায় দৌলুমান, (এরা) না এদিকে না ওদিকে; যাকে আল্লাহ তায়ালাই গোমরাহ করে দেন তুমি সে ব্যক্তিকে কখনো (সঠিক) পথ দেখাতে পারবে না।

مَذْبُذَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ﴿١٨৪﴾

১৪৪. হে মানুষ তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফেরদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; (তেমন কিছু করে) তোমরা কি আল্লাহ তায়ালায় কাছের তোমাদের বিরুদ্ধে (কোনো) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٨৫﴾

১৪৫. অবশ্যই মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে, তুমি সেদিন তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١৮৬﴾

১৪৬. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা তাওবা করে এবং (সে আলোকে নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তায়ালায় রশি শক্ত করে ধরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় উদ্দেশ্যেই তারা তাদের জীবন বিধানকে নিবেদন করে নেয়, এসব লোকেরা অবশ্যই (সেদিন) ঈমানদারদের সাথে থাকবে; আর অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের বড়ো ধরনের পুরস্কার দেবেন।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَمْلَكُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١৮৭﴾

১৪৭. তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কি করবেন— যদি তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (সর্বোচ্চ) পুরস্কারদাতা, সম্যক ওয়াক্যেফহাল।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْتَرْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١৮৮﴾



১৪৮. আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে মন্দ বলা পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তির ওপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই শোনেন এবং জানেন।

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ
إِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৯. ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, অথবা কোনো মন্দ কাজের জন্যে যদি তোমরা (কাউকে) ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরা দেখতে পাবে,) নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও প্রবল শক্তিমান।

إِن تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَن
سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

১৫০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলদের মাঝে যারা পার্থক্য করতে চায় তারা বলে, আমরা (রসূলদের) কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে স্বীকার করি না, এর দ্বারা (আসলে) এরা (নিজেদের জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

১৫১. এরা হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি কাফেরদের জন্যে এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

১৫২. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের একজনের সাথে আরেকজনের কখনো কোনো রকম পার্থক্য করেনি, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের তিনি অচিরেই অনেক পুরস্কার দান করবেন, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, মহাদয়ালু।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

১৫৩. আহলে কিতাবের লোকেরা তোমার কাছে চায়—তুমি যেন আসমান থেকে তাদের জন্যে কোনো কিতাব নাযিল (করার ব্যবস্থা) করো! এরা (কি তুলু) মূসার কাছে এর চাইতেও বড়ো রকমের দাবী পেশ করেছিলো, তারা বলেছিলো (হে মূসা), তুমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই আমাদের প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দাও, অতপর তাদের এই সীমালংঘনের জন্যে তাদের ওপর প্রচণ্ড বজ্রপাত নিপতিত হয়েছে এবং (নবুওতের) সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাদের কাছে আসার পরও তারা গো-বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারপরও আমি তাদের এ (অপরাধ)-টা ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (-সহ কিতাব) দান করলাম।

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ
كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى
أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذْتَهُمُ الصَّعِقَةُ بَظُلْمِهِمْ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا
مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

১৫৪. এদের কাছ থেকে (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্যে আমি তুর পাহাড়কে এদের ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, আমি তাদের বলেছিলাম, নগরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় তোমরা একান্ত অনুগত হয়ে ঢুকবে, আমি তাদের বলেছিলাম,

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَاثِهِمْ وَقُلْنَا
لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ

তোমরা শনিবারে (মাছ ধরে আমার বিধানের) সীমালংঘন করো না, (এ ব্যাপারে) আমি তাদের কাছ থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলাম।

لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٥٩﴾

১৫৫. অতপর তাদের (এই) প্রতিশ্রুতি ভংগ করা, আল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করা এবং অন্যায়ভাবে নবীদের তাদের হত্যা করা, (তদুপরি) তাদের (একথা) বলা যে, আমাদের অন্তরসমূহ (বাতিল চিন্তাধারায়) আচ্ছাদিত (হয়ে আছে), প্রকৃতপক্ষে তাদের কুফুরীর কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেলে দিয়েছেন, অতপর এদের কমসংখ্যক লোকই ঈমান আনে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

১৫৬. যেহেতু এরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করতেই থাকলো এবং এরা (পুণ্যবতী) মারইয়ামের ওপরও জঘন্য অপবাদ আনলো,

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿٦١﴾

১৫৭. উপরন্তু তাদের উক্তি যে, আমরাই আল্লাহর রসূল মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি, (আসলে) তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে শূলবিদ্ধও করেনি, (শুধু ধাঁধার কারণে) তাদের কাছে এমনি একটা কিছু মনে হয়েছিলো; (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) যারা তার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিলো, তারাও (এতে করে) সন্দেহে পড়ে গেলো, আর এ ব্যাপারে তাদের অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া সঠিক কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (তবে) এটুকু নিশ্চিত, তারা তাকে হত্যা করেনি।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿٦٢﴾

১৫৮. বরং আল্লাহ তায়ালাই তাকে তাঁর নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦٣﴾

১৫৯. আহলে কিতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে তাঁর (তিরোধান সম্পর্কে) আল্লাহ তায়ালায় এই কথার ওপর ঈমান আনবে না, কেয়ামতের দিন সে তো নিজেই এদের ওপর সাক্ষী হবে।

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿٦٤﴾

১৬০. ইহুদীদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্যে (এমন) অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম যেটা তাদের জন্যে (আগে) হালাল ছিলো, এটা এই কারণে যে, এরা বহু মানুষকে আল্লাহ তায়ালায় পথ থেকে বিরত রেখেছে।

فَبَطَّلْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبَصَّصْنَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٦٥﴾

১৬১. (লেনদেনে) এদের সূদ গ্রহণ করা, এবং এদের অন্যের মাল-সম্পদ ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করা; অথচ এদের তা থেকে (সুস্পষ্টভাবে) নিষেধ করা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে (এ সব অপরাধে লিপ্ত) কাফেরদের জন্যে আমি কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, (সাথে সাথে) তোমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যাদের অচিরেই আমি বড়ো পুরস্কার দেবো।

لِكِى الرِّسْحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ
وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

১৬৩. (হে নবী,) আমি তোমার কাছে আমার ওহী পাঠিয়েছি, যেমনি করে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে, আমি (অরো) ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে, (ওহী পাঠিয়েছি) ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানের কাছেও এবং আমি দাউদের ওপর যাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَأَيُّوبَ ۖ وَإِذْ يُسَوِّرُكَ
وَسُلَيْمِينَ ۖ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

১৬৪. রসূলদের মাঝে এমন অনেক আছে, যাদের কথা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বলেছি, কিন্তু এদের মাঝে এমনও বহু রসূল আছে যাদের (কথা) কখনো আমি তোমাকে বলিনি; মূসার সাথে তো আল্লাহ তায়ালা কথাও বলেছেন।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۖ وَكَلَّمَ اللهُ
مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৫. রসূলরা (হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ তায়ালা ওপর মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

رُسُلًا مَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۖ
وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন তা তাঁর (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানের মাধ্যমেই করেছেন, ফেরেশতারাও তো (এর) সাক্ষ্য দেবে; যদিও সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

لِكِى اللهُ يَشْهَدَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ
بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۖ وَكَفَى بِاللهِ
شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৭. নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহ তায়ালার এ পথ থেকে সরিয়ে রাখে, তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করলো এবং সীমালংঘন করলো, (তাদের ব্যাপারে) এটা কখনো হবে না যে, আল্লাহ তায়ালার তাদের ক্ষমা করে দেবেন, আর না তিনি তাদের সঠিক রাস্তা দেখাবেন!

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৯. কিন্তু (তাদের জন্যে) উন্মুক্ত থাকবে) শুধু জাহান্নামের রাস্তা, যেখানে তারা অনন্তকাল পড়ে থাকবে; (শাস্তি প্রদানের) এ কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خُلِيَ فِيهَا آدَمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

১৭০. হে মানুষরা, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সঠিক (বিধান) নিয়ে রসূল এসেছে, (এ বিধানের ওপর) তোমরা ঈমান আনো, (এতেই) তোমাদের জন্যে কল্যাণ (রয়েছে), আর তোমরা যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো,) আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালার সর্বজ্ঞ, কুশলী।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَأِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَأْنِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

১৭১. হে কিতাবধারীরা, নিজেদের ধীনের মাঝে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং ঈসার ঘটনা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার ওপর সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা চাপিয়ে না; (সে সত্য কথা হচ্ছে,) মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ছিলো আল্লাহর রসূল ও তাঁর (এমন এক) বাণী, যা তিনি মারইয়ামের ওপর প্রেরণ করেছেন এবং সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাঠানো এক 'রুহ', অতএব (হে আহলে কিতাবরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আনো, আর (কখনো) এটা বলো না যে, (মাবুদের সংখ্যা) তিন; এ (জঘন্য মিথ্যা) থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, (এটাই) তোমাদের জন্যে উত্তম; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার একক মাবুদ; তিনি এ থেকে অনেক পবিত্র যে, তাঁর কোনো সন্তান থাকবে; এ আকাশ ও ভূমন্ডলের সব কিছুর মালিকানা ই তাঁর, আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

১৭২. (ঈসা) মাসীহ কখনো (এতে) নিজেকে হয়ে মনে করেনি যে, সে হবে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও (একে লজ্জাকর মনে করেনি); কোনো ব্যক্তি যদি (আল্লাহ তায়ালার) বন্দেগী করাকে লজ্জাকর বিষয় মনে করে (এবং এটা ভেবে) সে অহংকার করে (তার জানা উচিত),

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

তিনি অচিরেই এদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত
(করে দণ্ডাজ্ঞা দান) করবেন।

فَسِيَكُشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿٣٧﴾

১৭৩. যেসব মানুষ (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (সেদিন) তিনি তাদের এর জন্যে পুরোপুরি পুরস্কার দেবেন, (আল্লাহ তায়ালার) তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন, অপরদিকে যারা তাঁর বিধান মেনে নেয়াকে লজ্জাকর মনে করলো এবং অহংকার করলো, তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দেবেন, তারা (সেদিন) আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ؕ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٣٨﴾

১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿٣٨﴾

১৭৫. অতপর যারা (সে জ্যোতি দিয়ে) আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো এবং তা শক্ত করে আঁকড়ে থাকলো, তিনি তাদের অচিরেই তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন এবং তিনি তাদের তার দিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ ؕ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

১৭৬. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে জানতে চায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার সে ব্যক্তির (উত্তরাধিকার বিষয়ে) তোমাদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন; যার মাতা পিতা কেউই নেই, আবার তার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, (এ ধরনের) কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে ব্যক্তি যদি সন্তানহীন হয় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে সে বোনটির জন্যে (মৃত) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ থাকবে, অপরদিকে সে যদি নিসন্তান হয়, তাহলে সে তার বোনের (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবে; (আবার) যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তাদের দু বোনের জন্যে সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ অংশ থাকবে; যদি সে ভাইবোন ও মহিলারা কয়েকজন হয়, তাহলে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশ দুই ভাগ হবে; আল্লাহ তায়ালার (উত্তরাধিকারের এ আইন) সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে (মানুষের উদ্ভাবিত বন্টন পদ্ধতিতে) তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো; আল্লাহ তায়ালার সব কিছুই ব্যাপারেই সম্যক ওয়াক্ফহাল।

يَسْتَفْتُونَكَ ؕ قُلْ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ؕ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ؕ وَهُوَ يَرُّهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ؕ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثِي مِمَّا تَرَكَ ؕ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

আয়াত ১২০
রুকু ১৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল মায়েদা
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা ওয়াদাসমূহ পূরণ করো (মনে রেখো); তোমাদের জন্যে চার পাবিশিষ্ট পোষা জন্তু হালাল করা হয়েছে, সেসব (জন্তু) ছাড়া, যা (বিবরণসহ) তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে, তবে এহরাম (বাঁধা অবস্থায় এসব জন্তু) শিকার করাও বৈধ নয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যা চান সে আদেশই তিনি জারি করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرٌّ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না, সম্মানিত মাসগুলিকে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না, (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীকৃত জন্তুসমূহ ও যেসব জন্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে, যারা (আল্লাহর) অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (আল্লাহর) পবিত্র ঘর কাবার দিকে রওনা দিয়েছে (তাদেরও তোমরা অসম্মান করো না), তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো। (বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ— (এমন বিদ্বেষ যার কারণে) তারা তোমাদের (আল্লাহ তায়ালা) পবিত্র মাসজিদে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো, যেন তোমাদের (কোনো রকম) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে, তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা দন্ডদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

৩. মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশত ও যে জন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে। স্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তু ও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়)। পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তু ও হারাম, (লটারি কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফেররা তোমাদের ধীন (নিমূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَٰكُوفُ ۚ يَعْصِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ

সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পুরো করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম। যদি কোনো ব্যক্তিকে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

৪. তারা তোমার কাছ থেকে জানতে চায় কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে? তুমি বলো, সব ধরনের পাক-সাফ বস্তুই (তোমাদের জন্যে) হালাল করা হয়েছে এবং সেসব শিকারী (জন্তু ও পাখীর) ধরে আনা (শিকার) তোমরা খাও, যাদের তোমরা (শিকার করার নিয়ম) শিক্ষা দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, (তবে) এর ওপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা নাম নেবে, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

৫. আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হলো; যাদের ওপর (আল্লাহর) কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের খাবারও তোমাদের জন্যে হালাল, আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্যে হালাল। (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারী মোমেন নারী ও তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো—যখন তোমরা (তাদের) মোহরানা আদায় করে দেবে, সেসব (আহলে কিতাব) সতী সাধ্বী নারীরাও (তখন তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে), তোমরা (থাকবে চরিএর) রক্ষক হয়ে, কামনা চরিতার্থকারী কিংবা গোপন অভিসারী হয়ে নয়; যে কেউই ঈমান অস্বীকার করবে, তার (জীবনের সব) কর্মই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۚ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে—তখন (ওযু করবে, আর ওযুর নিয়ম হচ্ছে) তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

গোড়ালি পর্যন্ত (ধুয়ে নেবে,) কখনো যদি (এমন বেশী) নাপাক হয়ে যাও, তাহলে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নেবে, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো কিংবা তোমরা যদি সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা যদি নারী সন্তোষ করে থাকো (তাহলে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো), আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও, (আর তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, পবিত্র) মাটি দিয়ে তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে; (মূলত) আল্লাহ তায়াল্লা এটা চান না যে, তোমাদের ওপর তিনি কোনো কষ্ট পৌছাবেন; বরং তিনি চান তোমাদের পাক-সাফ করে দিতে এবং (এভাবেই) তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, আশা করা যায় তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

৭. তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়াল্লা নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও স্মরণ করো), যখন তোমরা বলেছিলেন (হে আমাদের রব), আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম, তোমরা আল্লাহ তায়াল্লাকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়াল্লা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّيْنِىَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (আর তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না, তোমরা ইনসাফ করো। কারণ এ (কাজ)-টি (আল্লাহ তায়াল্লাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহ তায়াল্লাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়াল্লা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকফহাল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়াল্লা তাদের সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্যে (তাঁর কাছে বিশেষ) ক্ষমা ও বড়ো পুরস্কার রয়েছে।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

১০. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই হচ্ছে এমন-যারা জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সে হাতগুলোকে তোমাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত রাখলেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, মোমেনদের তো আল্লাহ তায়ালা ওপরই ভরসা করা উচিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوَّامٌ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

১২. আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের (আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করলেন, অতপর আমি (এ জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার পাঠালাম; আল্লাহ তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, ঈমান আনো আমার রসূলদের ওপর এবং (যদি) তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের (হিসাব) থেকে (তোমাদের) গুনাহসমূহ মোচন করে দেবো এবং অবশ্যই আমি তোমাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঋণাধারা প্রবাহিত, এরপর যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি কুফরী করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে অনেক বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ فَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٥٦﴾

১৩. (অতপর) তাদের সেই অংগীকার ভংগ করার কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ নাযিল করেছি এবং তাদের হৃদয়কে কঠিন বানিয়ে দিয়েছি (তাদের চরিত্র ছিলো), তারা (আল্লাহর) কথাগুলোকে তার নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো, (হেদায়াতের) যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো; তুমি তাদের দেখতে পাবে, তাদের সামান্য একটি অংশ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সাথে) বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, (যথাসম্ভব) তুমি তাদের (কার্যকলাপ) মার্জনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকামী মানুষদের ভালোবাসেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾

১৪. আমি তো তাদের (কাছ থেকেও আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, যারা বলে আমরা হচ্ছি খৃষ্টান, অতপর এরাও (অংগীকারের) অধিকাংশ কথা ভুলে গেলো, যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিলো, অতপর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী) শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিলাম;

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ

(দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু উদ্ভাবন করতো অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের তা বলে দেবেন।

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٥٨﴾

১৫. হে আহলে কেতাবরা, তোমাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) রসূল এসেছে, (আগের) কিতাবের যা কিছু তোমরা এতোদিন গোপন করে রেখেছিলে তার বহু কিছুই সে তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে, আবার অনেক কিছু সে এড়িয়েও যাচ্ছে; তোমাদের কাছে (এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাবও এসে গেছে।

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوْا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥٩﴾

১৬. এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বাতলে দেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, অতপর তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, আর (এভাবেই) তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٠﴾

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি মারইয়াম পুত্র মাসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু আছে- সব কিছুও ধ্বংস করে দিতে চান, এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে এদের রক্ষা করতে পারে? এই আকাশমালা, ভূমন্ডল ও এর মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই (নির্দিষ্ট); তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦١﴾

১৮. ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র; তুমি (তাদের) বলো, তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহের জন্যে তোমাদের দণ্ড প্রদান করবেন কেন; (মূলত) তোমরা (সবাই তাদেরই অন্তর্ভুক্ত কতিপয়) মানুষ, যাদের আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রদান করেন; আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর একক মালিকানা আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই (নির্দিষ্ট), তাঁর কাছেই হচ্ছে সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرٰى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِر لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٢﴾

১৯. হে আহলে কিতাবরা, রসূলদের (আগমন ধারার) দীর্ঘ বিরতির পর আমার (পক্ষ থেকে) তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে,

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

সে তোমাদের জন্যে (আমার কথাগুলোকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যাতে করে তোমরা (শেষ বিচারের দিন) একথা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী (হিসেবে) কেউই তো আগমন করেনি, (হাঁ, আজ তো সত্যি সত্যিই) তোমাদের কাছে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (একজন রসূল) এসে গেছে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسْلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾

২০. যখন মুসা তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন তা তোমরা স্মরণ করো, (সে নেয়ামতের কথাও স্মরণ করো) যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পয়সা করেছেন, তিনি তোমাদের (এ যমীনের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন, এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা তিনি সৃষ্টিকুলের আর কাউকে দান করেননি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقُولُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا ۖ وَآتَكُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

২১. হে আমার জাতি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূখন্ড লিখে রেখেছেন তোমরা তাতে প্রবেশ করো এবং (এ অভিযানে) কখনো পশ্চাদপসরণ করো না; তারপরও তোমরা যদি ফিরে আসো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يُقُولُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِينَ ﴿٢٦﴾

২২. তারা বললো, হে মুসা, সেখানে (তো) এক দৌর্ভাগ্য প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না, (হাঁ) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা অবশ্যই (সেখানে) প্রবেশ করবো।

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَنُذِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٦﴾

২৩. তাদের দুজন লোক, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করছিলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন- তারা (এগিয়ে এসে) বললো, তোমরা (সদর) দরজা দিয়েই সেখানে প্রবেশ করো, আর (একবার) সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৪. তারা বললো, হে মুসা, সেই (শক্তিশালী) লোকেরা যতোক্ষণ সেখানে থাকবে, ততোক্ষণ আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না, তুমিই (বরং) যাও, তুমি ও তোমার রব- উভয়ে মিলে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَنَنُذِلُهَا أَبَدًا ۖ مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ۖ إِنَّا هَاهُنَا قَاعُونَ ﴿٢٨﴾

২৫. মুসা বললো, হে আমার রব, (তুমি জানো) আমার নিজের এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য নেই, অতএব আমাদের ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি একটা মীমাংসা করে দাও।

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي
وَإِخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, আগামী) চল্লিশ বছর অবশ্যই সে (জনপদ)টি তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, (এ সময়ে) তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই না-ফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَتِيهِمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. (হে মোহাম্মদ,) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্প যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও! (গল্পটি ছিলো এই,) যখন তারা দুই জন (আল্লাহর নামে) কোরবানী পেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে কবুলই করা হলো না, (যার কোরবানী কবুল করা হয়নি) সে বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো, (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো, আল্লাহ তায়ালা শুধু মোস্তাকীদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আজ আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তাহলে (মনে রেখো) আমি (কিন্তু) তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি আমার হাত বাড়াবো না, অবশ্যই আমি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহকে ভয় করি।

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا
بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. আমি (বরং) চাইবো, তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহর (বোঝা) একাই তোমার (মাথার) ওপর উঠিয়ে নাও এবং (এভাবেই) তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে পড়ো, (মূলত) এটাই হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) কর্মফল।

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاُ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতপর তার কুপ্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইয়ের হত্যার কাজে উত্থান দিলো, একপর্যায়ে সে তাকে খুন করে ফেললো এবং (এ কাজের ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. অতপর আল্লাহ তায়ালা (সেখানে) একটি কাক পাঠালেন, কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে; (এটা দেখে) সে (নিজে নিজে) বলতে লাগলো, হায়! আমি তো এই কাকটির চাইতেও অক্ষম হয়ে পড়েছি যে,

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ
كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يُوزِيلْتِي
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ

আমি আমার ভাইয়ের লাশটা গোপন করবো, অতপর সে সত্যি সত্যিই (নিজের কৃতকর্মের জন্যে) অনুতপ্ত হলো।

فَأَوْرَىٰ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. ওই (ঘটনার) কারণেই (পরবর্তীকালে) আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম, কোনো মানুষকে হত্যা করা কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি প্রদান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো; এদের কাছে আমার রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারী (হিসেবেই) থেকে গেলো।

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে তাদের দুনিয়ার (জীবনের) জন্যে, পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُكَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لِمُهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. তবে (এটা তাদের জন্যে নয়,) যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার আগেই তারা তাওবা করেছে, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে (এগিয়ে যাওয়ার) উপায় খুঁজতে থাকো (তার দিকে এগুনোর বড়ো একটি উপায় হচ্ছে), তোমরা তাঁর পথে জেহাদ করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অবশ্যই যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, (কেয়ামতের দিন) পৃথিবীর সমুদয় ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত্ত থাকে—(তার সাথে আরো) যদি সমপরিমাণ সম্পদ তাদের কাছে থাকে, (এ সমুদয় সম্পদকে) মুক্তিপণ হিসেবে দান করেও যদি তারা কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায় (তাও সম্ভব হবে না), তাদের কাছ থেকে

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ

(এর কিছুই সেদিন) গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যে (সেদিন) কঠোর আযাব নির্ধারিত থাকবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ৩৭

৩৭. তারা (সেদিন বারবার) দোযখের আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু (কিছুতেই) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخُجَرٍجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ৩৭

৩৮. পুরুষ ও নারী- এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলো, এটা তাদেরই কর্মফল, (এটা) আল্লাহর পক্ষ থেকে (একটি শিক্ষণীয়) নির্ধারিত দণ্ড; আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ৩৮

৩৯. যে ব্যক্তি তার যুলুমের পর (আল্লাহ তায়ালা কাছ)ে তাওবা করবে এবং (নিজের) সংশোধন করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়াপরবশ হবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল, দয়াময়।

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ৩৯

৪০. তুমি কি জানো না, এই আকাশমন্ডলী ও যমীনের একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জন্মে; যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ৪০

৪১. হে রসূল, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে ধাবিত হচ্ছে, (তাদের) এই বিষয়টি যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, এরা সে দলের (লোক) যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু (সত্যিকার অর্থে) তাদের অন্তর কখনো ঈমান আনেনি, (অপর দিকে) যারা ইহুদী-তারাও মিথ্যা কথা শোনার জন্যে (সদা) কান খাড়া করে রাখে এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনো তোমার কাছে আসেনি, এরা সে অপর সম্প্রদায়টির জন্যেই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে; তারা (আল্লাহর কিতাবের) কথাগুলো আপন জায়গায় (বিন্যস্ত) থাকার পরেও তাকে বিকৃত করে এবং (অন্যদের কাছে) বলে, (হাঁ) যদি এ (ধরনের বিধান) তোমাদের দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তা দেয়া না হলে তোমরা সতর্ক থেকে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার পথচ্যুতি চান, তাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি কিছুই করতে পারো না; এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরগুলোকে কখনো পাক-সাফ করার এরাদা পোষণ করেন না, তাদের জন্যে পৃথিবীতে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۖ سَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُكْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِّنْ بَعْدِ مَا أَوْعَدَهُمْ يَقُولُونَ إِنِ أُوْتِينَاهُ فَخُذْهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْتَدِ قُلُوبُهُمْ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨٥﴾

سَمِعُونَ لَكُنْ أَكُلُونَ لِلَّسَحَابِ ط
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ
عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّوكَ
شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٥﴾

وَكَيْفَ يَكْفُرُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَةُ
فِيهَا حُكْمٌ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ ۖ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاولئك هم
الْكَاْفِرُونَ ﴿٨٨﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ ۖ وَالْأَذْنَ بِالْأَذَنِ ۖ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ ۖ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ

আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই হচ্ছে যালেম।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٨٦﴾

৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, (সেখানে) আগে থেকে তাওরাতের যা কিছু (অবশিষ্ট) ছিলো, সে ছিলো তার সত্যায়নকারী, আর আমি তাকে ইনজীল দান করেছি, তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর; তখন তাওরাতের যা কিছু তার কাছে (বর্তমান) ছিলো- সে তার সত্যায়নকারী ছিলো, (তদুপরি) তাতে মোত্তাকী লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও উপদেশ (মজুদ) ছিলো।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٨٧﴾

৪৭. ইনজীলের অনুসারীদের উচিত ছিলো এর ভেতর আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করা; (কেননা) যারা আল্লাহর নাযিল করা আইনের ভিত্তিতে বিচার করে না তারাই হচ্ছে ফাসেক।

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٨﴾

৪৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার প্রতি সত্য (দ্বীন)-সহ এ কিতাব নাযিল করেছি, (আগের) কিতাবের যা কিছু তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কিতাব তার সত্যতা স্বীকার করে, (শুধু তাই নয়), এ কিতাব তার হেফাযতকারীও বটে! (সুতরাং) আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো, আর (বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খোয়াল খুশীর অনুসরণ করো না; (কেননা) আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের যাচাই-বাছাই করে নিতে চান, অতএব ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা করো; (কেননা) আল্লাহ তায়ালায় আছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করার স্থান, (এখানে) তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (ওখানে) তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٨٩﴾

৪৯. (অতএব, হে মোহাম্মদ,) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালা (আইন-কানুনের) যা কিছু নাযিল করেছেন তুমি তা দিয়ে এদের মাঝে বিচার ফয়সালা করো এবং কখনো তাদের খোয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, তাদের থেকে সতর্ক থেকে, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর নাযিল করেছেন তার কোনো বিষয়ে তারা যেন কখনো তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে;

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ

অতপর (তোমার ফয়সালা থেকে) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজেদেরই কোনো গুনাহের জন্যে তাদের কোনো মসিবতে ফেলবেন; অবশ্যই মানুষের মাঝে অধিকাংশ হচ্ছে অবাধ্য।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?

أَفَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمِنْ أَحْسَنِ
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদী-খৃষ্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে অবশ্যই তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

৫২. অতপর যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা (বিশেষ) তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে, ‘আমাদের আশংকা, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর আপতিত হবে’। (পরে) হয়তো আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন; কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান করবেন), তখন (এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর যে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিলো, তার জন্যে ভীষণ অনুতপ্ত হবে।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ
تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبُكُمْ عَلَى مَا
أَسْرَوْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ذُرِّيَّتًا ﴿٥٢﴾

৫৩. (তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি সেসব মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালা নামে বড়ো বড়ো শপথ করতো যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে; আজ (তাদের সমগ্র কার্যকলাপ) বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا
خَسِرَ الَّذِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. হে ঈমানদার ব্যক্তির, (জেনে রেখো) তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দ্বীন (ইসলাম) থেকে মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে (তার জায়গায়) আল্লাহ তায়ালা অচিরেই (এখানে) এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না; (মূলত) এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়।

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّائِمَةً ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৫. অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা সামনে যারা) অবনমিত থাকে।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (তারা যেন জেনে রাখে), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দল বিজয়ী হবে।

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের আগে যাদের (আল্লাহ তায়ালা) কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে, তাদের এবং কাফেরদের কখনো তোমরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ে না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাঁকেই) ভয় করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مِّنْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যখন তোমরা (মানুষদের) নামাযের জন্যে ডাকো, তখন এ (ডাক)কে এরা হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়ে দেয়; এটা এ জন্যে যে, এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (সত্য মিথ্যার) কিছুই বোঝে না।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই প্রতিশোধ নিচ্ছে, যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আমাদের ওপর আগে ও বর্তমানে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও, (আসলে) তোমাদের অধিকাংশ (মানুষই) হচ্ছে গোনাহগার।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۖ وَإِن أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. (হে রসূল,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেবো— আল্লাহর কাছে এর চাইতে নিকৃষ্ট (শাস্তি) কে পাবে? (হাঁ) সে লোক (হচ্ছে,) যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, যার ওপর তাঁর ক্রোধ রয়েছে এবং যাদের কিছু লোককে তিনি বানর (কিছু লোককে) শুয়োরের পরিণত করে দিয়েছেন, যারা মিথ্যা মাবুদের আনুগত্য করেছে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, (পরকালে) যাদের অবস্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং (দুনিয়াতেও) এরা সরল পথ থেকে (বহুদূরে) বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾

৬১. তারা যখন তোমাদের সামনে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, (আসলে তোমার এ জায়গায়) তারা কুফরী নিয়েই প্রবেশ করছিলো এবং তা নিয়েই (তোমার কাছ থেকে) তারা বেরিয়ে গেছে; (তারা তাদের মনের ভেতর) যা কিছু লুকিয়ে রাখছিলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াক্ফহাল রয়েছেন।

وَإِذَا جَاءَهُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٥١﴾

৬২. তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে, গুনাহ, বিদ্রোহ ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে; এরা যা করে (আসলেই) তা বড়ো নিকৃষ্ট কাজ!

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْأَثَرِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٢﴾

৬৩. (কতো ভালো হতো, এদের) ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা যদি এদেরকে এসব পাপের কথা ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু (সংগ্রহ) করছে তা বড়োই জঘন্য!

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَالْأَكْلِهِمُ السَّحْتَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٣﴾

৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে; (আসলে আল্লাহ তায়ালা নয়-) তাদের নিজেদের হাতই বাঁধা পড়ে গেছে, আর তারা যা কিছু বলেছে সে কারণে তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর তো উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে; (ফলে) আমি তাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও পরস্পর বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি; যখন তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা (তখন) তা নিভিয়ে দিয়েছেন, তারা (বার বার) এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে; আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا ۚ مِمَّنْ يَدُهُ مَبْسُوطَتِي ۖ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَاللَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٤﴾

৬৫. যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহখাতা মুছে দিতাম, অবশ্যই আমি তাদের নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٥﴾

৬৬. যদি তারা (আল্লাহর যমীনে) তাওরাত ও ইনজীল এবং যা তাদের ওপর তাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতো,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنْحِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

তাহলে তারা তাদের মাথার ওপরের (আসমান) থেকে ও তাদের পায়ের নীচের (যমীন) থেকে পাওয়া রেযেক ভোগ করতে পারতো; তাদের মধ্যে একদল (ন্যায় ও) মধ্যপন্থী লোক রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যাদের কর্মকাণ্ড খুবই নিকৃষ্ট!

لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯
কক

৬৭. হে রসূল, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা তুমি (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও, যদি তুমি (তা) না করো তাহলে তুমি তো (মানুষদের কাছে) তাঁর বার্তা পৌঁছে দিলে না! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো কাফের জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبِمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তুমি (তাদের) বলো, হে আহলে কিতাবরা, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা (এ যমীনে) প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (মনে করতে হবে,) তোমরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নেই; তোমার মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (পোঁড়া মীর কারণে) তা অবশ্যই তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে বাড়িয়ে দেবে, সুতরাং তুমি এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে মোটেই আফসোস করো না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ছিলো ইহুদী, সাবেরী, খৃষ্টান- (এদের) যে কেউই এক আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনবে এবং (ঈমানের দাবী অনযায়ী) নেক কাজ করবে, (পরকালে) তাদের কোনো ভয় নেই, তারা কোনো দুশ্চিন্তা করবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে (আনুগত্যের) অংগীকার আদায় করে নিয়েছিলাম এবং আমি তাদের কাছে রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম; কিন্তু যখন কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কিছু (বিধান) নিয়ে হাযির হয়েছে, যা তাদের মন পছন্দ করেনি, তখন তারা (রসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা ধরে নিয়েছিলো, (এতো কিছু করা সত্ত্বেও) তাদের জন্যে কোনো বিপর্যয় থাকবে না, তাই তারা (সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে) অন্ধ ও বধির হয়ে থাকলো, তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন,

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

অতপর তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বধির হয়ে গেলো; তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা পর্যবেক্ষণ করছেন।

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা (একথা) বলেছে, আল্লাহই হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ (নিজেই একথা) বলেছে যে, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব; অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহান্নাম; এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ ۖ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٩٤﴾

৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, তিন জনের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তারা যেসব (অলীক) কথাবার্তা বলে তা থেকে যদি এখনো ফিরে না আসে, তবে তাদের মাঝে যারা (একথা বলে) কুফরী করেছে, তাদের অবশ্যই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পেয়ে যাবে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ۖ وَمِنَ إِلَهِ الْإِلَهِ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না? এবং (কখনো কি) তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٦﴾

৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না, তার আগেও (তার মতো) অনেক রসূল গত হয়েছে; তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ মহিলা; তারা (মা ও ছেলে) উভয়ই (আর দু'দশটি মানুষের মতো করেই) খাবার খেতো; তুমি লক্ষ্য করে দেখো, আমি কিভাবে তাদের জন্যে (আমার) আয়াতগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করছি, অতপর তুমি দেখো, কিভাবে (আজ) তাদের দ্বারে দ্বারে ঠাকর খাওয়ানো হচ্ছে।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۚ أَنْظِرْ كَيْفَ نَبِّينَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿٩٧﴾

৭৬. তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত করছে— যা তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না; (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই) শোনেন এবং জানেন।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٩٨﴾

৭৭. তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কখনো নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ

তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককেই গোমরাহ করে দিয়েছে, আর তারা নিজে রাও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٩٨﴾

১০
ককু

৭৮. বনী ইসরাঈলদের মাঝে আরো যারা (মাসীহের ব্যাপারে আল্লাহর এ ঘোষণা) অস্বীকার করেছে, তাদের ওপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কেননা, তারা (আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٩٩﴾

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করতো না, তারা যা করতো নিসন্দেহে তা ছিলো নিকৃষ্ট।

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٠﴾

৮০. তুমি তাদের মাঝে এমন বহু লোককে দেখতে পাবে, যারা (ঈমানদারদের বদলে) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতাই বেশী আগ্রহী, তারা নিজেরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অর্জন করে সামনে পাঠিয়েছে তাও অতি নিকৃষ্ট, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন, এ লোকেরা অনন্তকাল ধরে আযাবেই নিমজ্জিত থাকবে।

تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠١﴾

৮১. তারা যদি আল্লাহ তায়ালা, (তাঁর) নবী ও তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনতো, তাহলে এরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই হচ্ছে গুনাহগার।

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمُ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٠٢﴾

৮২. মানুষদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে- তাদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে অবশ্যই তোমরা ইহুদী ও মোশরেকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) মোমেনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা বলেছে অবশ্যই আমরা খৃষ্টান; এটা এই কারণে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশরা মজুদ ছিলো, আর এ (ধরনের) লোকেরা (বেশী) অহংকারও করে না।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرَهْبَانًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٠٣﴾



৮৩. রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যখন এরা শোনে, তখন সত্যের যেটুকু এরা জেনেছে— সে কারণে তুমি এদের অনেকের চোখেই অশ্রুসজল দেখতে পাবে, (নিবেদিত হয়ে) তারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের (নাম) সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আমাদের কাছে যা কিছু সত্য এসেছে তার ওপর আমরা ঈমান আনবো না কেন? আমরা তো (রব) প্রত্যাশা করবো যে, আমাদের রব আমাদের সংকর্মশীলদের সাথে (জান্নাতে) দাখিল করবেন,

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. অতপর তারা যা বললো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট হয়ে তাদের এমন এক জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী; আর এটা হচ্ছে নেককার লোকদের পুরস্কার।

فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলোকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই হই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৭. হে ঈমানদার ব্যক্তির, আল্লাহ তায়ালার তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলোকে (নিজেদের জন্যে) হারাম করে নিয়ো না, আর তোমরা সীমা লংঘন করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. আল্লাহ তায়ালার তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রেযেক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. আল্লাহ তায়ালার তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে শপথ তোমরা শক্তভাবে করো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন, (এ ধরনের শপথ ভংগ করলে) তার কাফফারা হচ্ছে দশ জন গরীব মেসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা (সচরাচর) নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাকো, কিংবা তাদের পোশাক পরানো, অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়া; যে ব্যক্তি (এর কোনোটাই) পাবে না, তার জন্যে (কাফফারা হচ্ছে) তিন দিন রোযা (রাখা); যখন তোমরা তোমাদের শপথ ভাংগো তখন এই হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফফারা; (অতএব) তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো; আল্লাহ তায়ালার এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করেন— যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো।

لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ بِأَيِّكُمْ كُفِرَ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَاءُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ آيَاتُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

৯০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো), মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়কারী শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٩٠﴾

৯১. শয়তান মদ ও জুয়ার মধ্যে (ফেলে) তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে চায় এবং এভাবেই সে তোমাদের আল্লাহ তায়ালায় স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (এরপরও) কি তোমরা (এ কাজ থেকে) ফিরে আসবে না?

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنتُمْ مِّنْتهُونَ ﴿٩١﴾

৯২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (হারাম কাজের ধ্বংসকারিতা থেকে) সতর্ক থেকে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে (আমার কথাগুলো) পৌঁছে দেয়া।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে তার জন্যে তাদের ওপর কোনোই গুনাহ নেই, (হাঁ, ভবিষ্যতে) যদি তারা (হারাম থেকে) বেঁচে থাকে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অতপর (আল্লাহ তায়ালায় নিষেধসমূহ থেকে) তারা সতর্ক থাকে, (এভাবে যতোক্ষণ পর্যন্ত) তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, আবারও (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে ও সততার নীতি অবলম্বন করতে থাকবে (আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা); আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا
مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ
اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. হে ঈমানদার লোকেরা, (এহরাম বাঁধা অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কিছু শিকারের বস্তু দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেবেন, যেগুলো তোমরা সহজেই নিজেদের হাত ও বর্শা দ্বারা ধরতে পারো, যেন আল্লাহ তায়ালা এ কথা ভালো করে জেনে নিতে পারেন, কে তাঁকে গায়ব থেকে ভয় করে, এরপরও যদি কেউ সীমালংঘন করে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَن
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় তোমরা কখনো শিকার হত্যা করো না, যদি তোমাদের কেউ (এ অবস্থায়) জেনে-বুঝে শিকার হত্যা করে (তার জন্যে এর বিনিময় হচ্ছে), সে যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি গৃহপালিত জন্তু কোরবানী হিসেবে কাবায় পৌঁছে দেবে, (যার) ফয়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায্যবান বিচারক ব্যক্তি,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَن تَرَوْا حُرًّا ۖ وَمَن قَتَلَهُ مِّنْكُمْ مَّتَعِدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ۚ هَذَا بِأَلْبَانِ الْكَعْبَةِ

কিংবা (তার জন্যে) কাফফারা হবে (কয়েকজন) গরীব-মুসকীনকে খাওয়ানো অথবা সমপরিমাণ রোযা রাখা, যাতে করে সে আপন কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন; কিন্তু (এর পর) যদি কেউ (এর) পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান।

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ
صِيَامًا لِّلَّذِينَ وَقَّ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ
سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿১৫﴾

১৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, (মনে রাখবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধু) স্থলভাগের শিকার তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যার সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

أَحْلَلَ لَكُم مَّيِّدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا
لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَيْدَ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿১৬﴾

১৭. আল্লাহ তায়ালা কাবা ঘরকে সম্মানিত করেছেন, মানব জাতির জন্যে (তার) ভিত্তি হিসেবে (তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন), একইভাবে তিনি সম্মানিত করেছেন (হজ্জের) পবিত্র মাসকে, কোরবানীর জন্তুকে এবং (এ উদ্দেশ্যে) পট্টা বাঁধা জন্তুগুলোকে, এটা এ জন্যে, যাতে করে তোমরা (এ কথা) জেনে নিতে পারো যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا
لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْقُلُوبَ ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿১৭﴾

১৮. তোমরা জেনে রাখো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে (খুবই) কঠোর, নিসন্দেহে (পুরস্কারের বেলায়ও) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿১৮﴾

১৯. রসূলের দায়িত্ব (হেদায়াতের বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো এবং যা কিছু গোপন রাখো।

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿১৯﴾

১০০. (হে রসূল), তুমি বলো, পাক এবং নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতপর হে জ্ঞানবান মানুষরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿২০০﴾

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, (আল্লাহর নবীর কাছে) এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, যার জবাব তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে, (অবশ্য) কোরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে; (এ বিধান জারির আগে যা কিছু হয়ে গেছে) তা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ
إِنْ تُبْدَلَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا
عَنْهَا حِينَ يُنْزِلَ الْقُرْآنُ تُبْدَلَ لَكُمْ عَفَا
اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿২০১﴾

১০২. তোমাদের আগেও কিছু সম্প্রদায় (তাদের নবীকে এ ধরনের) প্রশ্ন করেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই তারা তা অমান্য করতে শুরু করলো।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفْرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত (কান ছেঁড়া) 'বহীরা', (দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত) 'সায়োবা', (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) 'ওয়াসীলা' ও (দেবতার উদ্দেশে ছেড়ে দেয়া দশ বাচ্চা প্রসবকারিণী উষ্ট্রী) 'হাম'- এর কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বানিয়ে দেননি, বরং কাফেররাই (কুসংস্কার দিয়ে) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আর এদের অধিকাংশই কিছু উপলব্ধি করে না।

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَذُّهُمْ لَا يُعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো, (এসো তাঁর) রসূলের দিকে, (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; যদিও তাদের বাপ-দাদারা (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) কিছুই জানতো না এবং তারা হেদায়াতের পথেও চলতো না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর, কোনো ব্যক্তি যদি গোমরাহ হয় তাহলে সে ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাকবে; তোমাদের সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা আল্লাহর কাছে, অতপর তোমাদের (সেদিন) তিনি তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ায়) তোমরা কী করছিলে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের কারো যখন মৃত্যু (সময়) এসে উপনীত হয়, ওসিয়ত করার মুহূর্তে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায্যপরায়ণ মানুষের সাক্ষ্য থাকা (প্রয়োজন), আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তি সাক্ষী থাকবে; (পরে যদি) তোমরা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করো, তাহলে (সাক্ষী) দু'জনকে নামাযের পর আটকে রাখবে, অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এ সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, (এমনকি) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও (নয়), আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো না, আমরা যদি তেমন কিছু করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের দলে शामिल হয়ে যাবো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لِّنَ الْإِثْمِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. অতপর যদি (এটা) প্রকাশিত হয় যে, এ (বাইরের) দু'জন সাক্ষী (সাক্ষ্য গোপন করে) অপরাধে লিপ্ত ছিলো,

فَإِنْ عُدَّتْ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٧﴾

তাহলে আগে (যাদের) স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তারা (এসে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তিক (হবে), আমরা (সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সীমালংঘন করিনি (আমরা যদি তেমনটি করি), তাহলে আমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।

فَاَخْرَجَ يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاُولٰٓئِيْنَ فَيَقْسِيْنَ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتِنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّ اِذَا لَيْنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

১০৮. এ (পদ্ধতি)-তে বেশী আশা করা যায়, তারা ঠিক ঠিক সাক্ষ্য নিয়ে আসবে অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে, (তাদের) কসম আবার অন্য কারো কসম দ্বারা বাতিল করে দেয়া হবে; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (রসূলের কথা) শোনো; আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّسْأَلُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَرُدَّ اٰيْمَانٌۢ بَعْدَ اٰيْمَانِهِمْۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمِعُوْهُۙ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٥٠﴾

১০৯. যেদিন আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকে একত্রিত করবেন, অতপর তিনি বলবেন, হে রসূলরা, তোমাদের (দাওয়াতের প্রতি মানুষদের পক্ষ থেকে) কিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিলো; তারা বলবে, আমরা তো (তার) কিছুই জানি না; যাবতীয় গায়বের বিষয়ে তুমিই ভালো জানো।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْۙ قَالُوْٓا لَا عَلِمْنَاۙ اِنْكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ﴿٥١﴾

১১০. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মাইরয়াম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম, (বিশেষ করে) যখন আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে (যেমন) দোলনায় থাকতে কথা বলতে, (তেমনি বলবে) পরিণত বয়সেও, আমি যখন তোমাকে কিতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইনজীল দান করেছিলাম, যখন তুমি আমারই হুকুমে কাঁচা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাতে, অতপর তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার আদেশক্রমেই তা পাখী হয়ে যেতো, আমারই হুকুমে তুমি জন্মান্ব ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে, আমারই আদেশে তুমি মৃতদের বের করে আনতে, আমি তোমার (কোনো অনিষ্ট সাধন) থেকে বনী ইসরাঈলদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে (নবুওতের) এসব নিদর্শন নিয়ে পৌঁছলে, তখন তাদের মধ্যে যারা (তোমাকে) অস্বীকার করেছিলো তারা বললো, এ নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَاٰلِ دِيْنِكَ مَاۤ اِذْ اٰتٰٓىكَ تَكَۙ بَرُوْٓحَ الْقُدُسِ تَتَكَلَّمُ النَّاسُ فِى الْهَيْدِ وَكَهْلًاۙ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰتِۙ وَالْاِنْجِيْلَۙ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۙ بِاِذْنِيْ وَتَبْرِءُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْۙ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْۙ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيۤ اِسْرَٓاءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٢﴾

১১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আমি হাওয়ারী (সাখী)-দের (অন্তরে) এ প্রেরণা দিয়েছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বললো (হে রব,) আমরা (তোমার ওপর) ঈমান আনলাম, তুমি একথার ওপর সাক্ষী থেকে যা, আমরা তোমার অনুগত।

وَ اِذْ اَوْحَيْتُۤ اِلَى الْحَوَارِیْنَ اَنْ اٰمِنُوْٓا بِّیْ وَبِرَّسُوْلِیْۙ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاَشْهَدُۙ بِاَنَّناْ مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

১১২. (অতপর) যখন এই হাওয়াঁরীরা বললো, হে মারইয়াম-পুত্র ঈসা! তোমার রব কি আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল আমাদের জন্যে পাঠাতে পারেন? ঈসা বললো, (সত্যিই) যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে (অহেতুক দাবী পেশ করার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مَوْءِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা বললো, আমরা (শুধু এটুকুই) চাই, আমরা সেই টেবিল থেকে (কিছু) খাবার খাবো, এতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, (এতে করে) আমরা এও জানতে পারবো যে, তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছো, আমরা নিজেরাও এর ওপর সাক্ষী হবো।

قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪. মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আল্লাহর দরবারে) বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্যে তোমার কাছ থেকে (পাঠানো) একটি আনন্দোৎসব এবং তোমার (কুদরতের একটি) নিদর্শন, তুমি আমাদের রেযেক দাও, কেননা তুমিই হচ্ছে উত্তম রেযেকদাতা।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, অচিরেই) আমি তা তোমাদের ওপর পাঠাচ্ছি, এরপর যদি তোমাদের কেউ (আমার ক্ষমতা) অস্বীকার করে তাহলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকেই আর দেবো না।

قَالَ اللَّهُ إِنَّنِي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬. যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি কখনো (তোমার) লোকদের (একথা) বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে 'ইলাহ' বানিয়ে নাও; (এ কথার উত্তরে) সে বলবে (হে আল্লাহ), সমগ্র পবিত্রতা তোমার জন্যে, এমন কোনো কথা আমার পক্ষে শোভা পেতো না, যে কথা বলার আমার কোনো অধিকারই ছিলো না, যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতামই, তাহলে তুমি তো অবশ্যই তা জানতে; নিশ্চয়ই তুমি জানো আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি জানি না তোমার মনে কি আছে; যাবতীয় গায়বের খবর অবশ্যই তুমি ভালো করে জানো।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعَلَّمْتُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে হুকুম করেছে আমি তো তাদের তাছাড়া (অন্য) কিছুই বলিনি, (আর সে বিষয়টি ছিলো), তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, যিনি আমার রব, তোমাদেরও রব, আমি যতোদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন আমি (নিজেই তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম,

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ

কিছু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের ওপর একক নেগাহবান, যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তুমিই ছিলে সাক্ষী।

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

১১৮. তাদের (অপরাধের জন্যে) তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও (দিতে পারো), নিসন্দেহে তারা তোমারই বান্দা, আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তাও তোমার দয়া), অবশ্যই তুমি বিপুল ক্ষমতাময়, প্রজ্ঞাময়।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

১১৯. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (হাঁ), এ হচ্ছে সেদিন, যেদিন সত্যবাদী ব্যক্তিদের তাদের সত্যতা (প্রচুর) কল্যাণ দান করবে; (আর সে কল্যাণ হচ্ছে,) তাদের জন্যে এমন সুরম্য জ্ঞানাত, যার তলদেশ দিয়ে অমীয়া ঋণাধারা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ مِنْ قُمِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

১২০. আকাশমালা, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ভেতর যা কিছু আছে তার সমুদয় বাদশাহী আল্লাহর জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

আয়াত ১৬৫
রুকু ২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আল আনয়াম
মক্কায় অবতীর্ণ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি আকাশমালা ও ভূমন্ডল পয়দা করেছেন, তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা (প্রকারান্তরে অন্য কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (সবার বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুরও) তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহ করছো!

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾

৩. আসমানসমূহ ও যমীনের (সর্বত্র) তিনিই হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ; তিনি (যেমন) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন, (তেমনি) তিনি জানেন তোমরা (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন করছো- তাও।

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

৪. তাদের মালিকের আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াতও নেই, যা তাদের কাছে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

৫. তাদের কাছে যতোবারই সত্য (দ্বীন) এসেছে; ততোবারই তারা তাকে মিথ্যা বলেছে; অচিরেই তাদের কাছে সে খবরগুলো এসে হাযির হবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছিলো।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِآحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾

৬. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও দান করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে আমি বর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, অতপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদের (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।

الَّذِينَ كَرَّمُوا شِعَارَهُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قُرْنٍ مَّا كُنْهُمْ فِي الْأَرْضِ لَئِيْلَ كُنْهُمْ لَئِيْلَ مَا كُنْهُمْ فِي السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مَذْرَأٌ وَجَعَلْنَا الْآثَمِرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

৭. (হে নবী,) আমি যদি তোমার ওপর কাগজে লেখা কোনো কিতাব নাখিল করতাম এবং তারা যদি তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো, তারপরও যারা কুফরী করেছে তারা বলতো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়!

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴿٧﴾

৮. তারা বলে, এ (নবী)-র প্রতি কোনো ফেরেশতা নাখিল করা হলো না কেন? যদি সত্যিই আমি কোনো ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলে (আযাবের) ফয়সালা (তখন) হয়ে যেতো, এরপর তো আর কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হতো না।

وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٨﴾

৯. (তা ছাড়া) আমি যদি (সত্যিই) ফেরেশতা পাঠাতাম, তাকেও তো মানুষ বানিয়েই পাঠাতাম, (আজ) যেমন এরা সন্দেহ করছে তখনও আমি এমনিভাবে তাদের (মনের) ওপর সন্দেহ বসিয়ে দিতাম।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾

১০. (হে রসূল,) তোমার আগেও বহু নবী-রসূলকে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, (অনন্তর) তাদের মধ্যে যারা নবীর সাথে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তাই (তাদের আযাবের আকারে) পরিবেষ্টন করে ফেলেছে!

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَكَأَقْ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখো, দেখো যারা (নবী-রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

১২. (হে নবী!) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা সব কার? তুমি বলো, (এর সবকিছুই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; (মানুষদের ওপর) দয়া করাটা তিনি তাঁর নিজের ওপর (কর্তব্য বলে) স্থির করে নিয়েছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই জড়ো করবেন,

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيَ عَنْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

এতে সন্দেহ নেই; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি
সাধন করেছে, তারা (এই দিনকে) বিশ্বাস করে না। لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

১৩. রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করেছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি সব শোনে এবং দেখেন।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْإِيلِ وَالنَّهَارِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٥﴾

১৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কিভাবে আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবো, অথচ তিনিই (সবাইকে) আহার যোগান, তাঁকে কোনো রকমের আহার যোগানো যায় না; (তুমি) বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন সবার আগে আমি তাঁর অনুগত হই এবং (আমাকে এ মর্মে আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে—তুমি কখনো মোশরেকদের দলে शामिल হয়ো না।

১৫. (ভূমি) বলো, আমি যদি আমার মালিকের
অবাধ্য হই, তাহলে আমি এক মহাদিবসের আযাব
(আপত্তিত হওয়ার) ভয় করি।

১৬. সে মহান দিবসে যাকে সে আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে, তার ওপর (নিসন্দেহে) আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য।

وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٦﴾

১৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ
পৌছান তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউই তা দূর
করতে পারবে না; অপরদিকে তিনি যদি তোমার
কোনো উপকার করেন তাহলে (কেউ তাতে বাধাও
দিতে পারে না, কেননা) তিনি সব কিছুর ওপর
ক্ষমতাবান!

وَأَن يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَأَن يَّمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٩﴾

১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার
অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সম্যক ওয়াকৈফহাল। ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (১৮)

১৯. তুমি বলো, সাক্ষী হিসেবে কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়ো? তুমি বলো, (হাঁ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের এবং আমার মধ্যকার (সর্বোত্তম) সাক্ষী। এ কোরআন (তাঁর কাছ থেকেই) আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আমি যেন তা দিয়ে তোমাদের এবং (তোমাদের পর) যাদের কাছে এ গ্রন্থ পৌছবে (তাদের আযাবের) ভয় দেখাই; তোমরা কি একথার সাক্ষ্য দিতে পারবে, আল্লাহর সাথে আরো কোনো ইলাহ রয়েছে? (হে নবী,) তুমি (তাদের) জানিয়ে দাও, আমি (জেনে-বুঝে) কখনো এ ধরনের (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিতে পারবো না, তুমি বলো, তিনি একক, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে শেরেক করে যাচ্ছে, তার থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত।

২০. (তোমার আগে) যাদের আমি কিতাব দান করেছি তারা নবীকে ঠিক সেভাবেই চেনে, যেভাবে তারা তাদের ছেলের চেনে, (কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে) যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২১. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় ওপর মিথ্যা আরোপ করে; কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, আসলে যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২২. একদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, অতপর যারা শেরেক করেছে— তাদের আমি বলবো, তোমাদের সেসব শরীকরা কোথায় (আজ)? কোথায় (তারা) যাদের তোমরা (আমার সাথে শরীক) মনে করত!

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعَمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. অতপর তাদের (সেদিন) একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালায় কসম, যিনি আমাদের রব, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না।

ثُمَّ لَئِنْ كُنْتُمْ فَتِنْتُمْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে (আজ) এরা নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তাদের নিজেদের বানানো কথা (কিভাবে আজ) নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে!

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যাকে (দেখলে মনে হয়) তোমার কথা সে কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, আমি তাদের কানেও ছিপি এঁটে দিয়েছি; (মূলত) তারা যদি (আল্লাহর) সব কয়টি নিদর্শন দেখেও নেয়, তবু তারা তাতে ঈমান আনবে না; এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, (কোরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফেররা বলবে, এ তো পুরনো দিনের গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. তারা (যেমন) নিজেদের তা (শোনা) থেকে বিরত রাখে, (তেমনি) অন্যদেরও তা থেকে দূরে রাখে, (এ দিয়ে মূলত) তারা নিজেদেরই ধ্বংস সাধন করছে, অথচ তারা কোনো খবরই রাখে না।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তুমি যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে— যখন এদের আগুনের ওপর এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে शामिल হয়ে যেতাম।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেলো; যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَهَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنِي بُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. এরা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই হচ্ছে একমাত্র জীবন, আমরা কখনোই পুনরুজ্জীবিত হবো না।

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. হায়! তুমি যদি সত্যিই (সে দৃশ্য) দেখতে পেতে— যখন তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন (বলো), এ দিনটি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের মালিকের শপথ (এটা সত্য); তিনি বলবেন, তাহলে (আজ) সে আযাব ভোগ করো, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۖ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. অবশ্যই তারা (ভীষণভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যারা আল্লাহর সামনা সামনি হওয়ায় কেয়ামতের ঘন্টা হঠাৎ করেই তাদের সামনে এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, (দুনিয়ায়) এ (দিন)-টিতে আমরা কতো না অবহেলা করেছি, সেদিন তারা নিজেদের (পাপের) বোঝা নিজেদের পিঠেই বয়ে বেড়াবে; (দেখো,) কতো নিকৃষ্ট বোঝা সেটি— যা সেদিন তারা বইবে!

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾

৩২. আর (এ) বৈষয়িক জীবন তো নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; (মূলত) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে পরকালের বাড়িঘরই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট; তোমরা কি (মোটাই) অনুধাবন করো না?

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. (হে রসূল,) আমি জানি, এরা যা বলে, তা তোমাকে পীড়া দেয়, (এসব বলে) এরা (শুধু) তোমাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করছে না; বরং এ যালেমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালায় আয়াতকেই অস্বীকার করছে।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তোমার আগেও রসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানাভাবে) নির্যাতিত হবার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। (আসলে) আল্লাহর কথা বদল করার কেউ নেই, অবশ্য নবীদের সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌঁছেছে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ اتَّهَمُوا نَصْرَنَا ۖ وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۖ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الرُّسُلِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (তারপরও) যদি তাদের এ উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি (পালানোর জন্যে) ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ কিংবা আসমানে কোনো সিঁড়ি তালাশ করো এবং (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো; আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তিনি তাদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন এবং তুমি কখনো মূর্খ লোকদের দলে शामिल হয়ো না।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. যারা (এ কথাগুলো) শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয়। যারা মরে গেছে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেও কবর থেকে উঠাবেন, অতপর (মহাবিচারের জন্যে) তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
يَرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এরা বলে, নবীর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের কথামতো) কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন? (হে রসূল,) তুমি বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) নিদর্শন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই (এ ব্যাপারে) কিছু জানে না।

وَقَالُوا لَوْلَا نُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোনো জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দুটি দিয়ে উড়ে চলা যে কোনো পাখী- যারা তোমাদের মতো সৃষ্টি নয়- আমি (এ) গ্রন্থে (তাদের) বর্ণনার কোনো কিছুও বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে তাদের মালিকের কাছে জড়ো করা হবে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمَرْنَا مِثَالَكُم مَّا فَرَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা (হেদায়াতের ব্যাপারে) বধির ও মূক, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করে দেন; আবার যাকে চান তাকে তিনি সঠিক পথের ওপর এনে স্থাপন করেন।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُوبَكُمْ فِي
الْظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَضِلُّهُ وَمَنْ
يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

৪০. তুমি বলো, তুমি কি তোমাদের (নিজেদের অবস্থা) দেখেছো, যখন তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব আসবে, কিংবা হঠাৎ করে কেয়ামত এসে হাযির হবে, তখন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ
أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. বরং তোমরা (তো তখন) শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দূর করে দেবেন (এবং) যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালা) অংশীদার বানাতো, তাদের তোমরা ভুলে যাবে।

بَلْ إِلَٰهَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ
إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

৪২. তোমার আগের জাতিসমূহের কাছেও আমি আমার রসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদেরও আমি নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ে আটকে রেখেছিলাম, যাতে করে তারা বিনয়ের সাথে নতি স্বীকার করে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَاَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿٨٢﴾

৪৩. যদি এমন হতো যে, তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হতো, তারা বিনীত হয়ে গেলো, কিন্তু তাদের অন্তর (এতে) আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরছিলো।

فَلَوْلَا اِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ
قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٣﴾

৪৪. অতপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো, যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হয়েছিলো; তারপরও আমি তাদের ওপর (সচ্ছলতার) সব কয়টি দুয়ারই খুলে দিলাম; শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতেই মত্ত হয়ে গেলো যা তাদের দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করে নিলাম, তারা সাথে সাথে নিরাশ হয়ে পড়লো।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوا بِمَا
اَوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مَّبْلِسُونَ ﴿٨٤﴾

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালায় ব্যাপারে) যুলুম করেছে, তাদের সবার মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٥﴾

৪৬. (হে রসূল) তুমি বলো, তোমরা কি একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের শোনার ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের ওপর মোহর মেলে দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের এসব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবে; তাকিয়ে দেখো কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করছি, এ সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ
وَاَبْصَارَكُمْ وَخَمَرَ عَلَىٰ قُلُوْبِكُمْ مِّنَ الْاِلٰهِ
غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِهِ ؕ اَنْظُرْ كَيْفَ
نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُوْنَ ﴿٨٦﴾

৪৭. তুমি বলো, তোমরা কি তাদের দেখেছো, যদি কখনো গোপনে কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়, (তাতে) কতিপয় যালেম সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ
بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ
الظٰلِمُوْنَ ﴿٨٧﴾

৪৮. আমি রসূলদের (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী ছাড়া অন্যভাবে পাঠাই না, অতপর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা (সেদিন) কোনোরকম চিন্তাও করবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ؕ فَمَنِ اٰمَنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৪৯. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, কঠোর আযাব তাদের ঘিরে ধরবে, কেননা তারা (আমার সাথে) নাফরমানী করছিলো।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٨٩﴾

৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের (একথা) বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনভান্ডার রয়েছে, না (একথা বলি যে,) আমি গায়বের কোনো খবর রাখি! একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাখিল করা হয়, তুমি বলো, অন্ধ আর চক্ষুস্থান ব্যক্তি কি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি মোটেই চিন্তাভাবনা করো না?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (আল্লাহর) কিতাবের মাধ্যমে সেসব লোকদের (আযাবের) সতর্ক করো, যারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে একত্র করা হবে, (সেদিন) তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো বন্ধু কিংবা কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, আশা করা যায় তারা সাবধান হবে।

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

৫২. তাদের তুমি (তোমার কাছ থেকে) সরিয়ে দিয়ো না- যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, (কারণ) তাদের কাজকর্মের কোনো রকম দায়িত্বই তোমার ওপর নেই, তোমার কাজকর্মের হিসাব-কিতাবের কোনো রকম দায়িত্বও তাদের ওপর নেই, যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও যালেমদের দলে शामिल হয়ে যাবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আমি এভাবেই তাদের একদল দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা নিয়েছি, যেন (অহংকারী) লোকেরা (গরীবদের একথা) বলতে পারে যে, এরাই কি হচ্ছে আমাদের মাঝে সে দলের লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন; আল্লাহ তায়ালা কি (তাঁর) কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালো করে জানেন না?

وَكُنْ لَّكَ فِتْنَةٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাদের বলো, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক- তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করাটা তোমাদের রব নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন, তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষণেই তাওবা করে ও (নিজে) শুধরে নেয়, তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন,) তিনি একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫. আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে করে (অন্যদের সামনে) অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

وَكُنْ لَّكَ نُفُصْلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের ডাকো, আমাকে

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ

তাদের গোলামী করতে নিষেধ করা হয়েছে; তুমি (এও) বলো, আমি কখনো তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবো না, (তেনমটি করলে) আমি গোমরাহ হয়ে যাবো এবং আমি আর সত্যের অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না।

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তুমি বলো, আমি অবশ্যই আমার মালিকের এক উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আর সে জিনিসটাই তোমরা অস্বীকার করছো, যা তোমরা দ্রুত (দেখতে) চাও তা (ঘটানোর ক্ষমতা) আমার নেই; (সব কিছু) চূড়ান্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; (আর এ সত্যটাই) তিনি (এখানে) বর্ণনা করছেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তা (ঘটানো) যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যকার ফয়সালা (তো অনেক আগেই) হয়ে যেতো! আল্লাহ তায়ালার যালেমদের ভালো করেই জানেন।

قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সে খবর তিনি ছাড়া কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (গাছের) একটি পাতা (কোথাও) ঝরে না, যা তিনি জানেন না, মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকাণাও নেই— নেই কোনো তাজা সবুজ, (কিংবা ক্ষয়িষ্ণু) শুকনো (কিছু), যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ ﴿٥٩﴾

৬০. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি রাতের বেলা তোমাদের ওপর মৃত্যু ছেয়ে দেন, দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। (রাতের পর) তিনি আবার তোমাদের উঠিয়ে দেন, যাতে করে (তোমাদের) নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণতা পেতে পারে, এরপর তাঁর দিকেই হচ্ছে তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. আল্লাহ তায়ালার নিজ বান্দাদের ওপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন; এভাবে তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন প্রেরিত ফেরেশতারার তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, (দায়িত্ব পালনে) তারা কখনো কোনো ভুল করে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾

৬২. অতপর তাদের সবাইকে তাদের (আসল) মালিক আল্লাহর সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; সাবধান! যাবতীয় ক্ষমতা ও কতৃত্ব কিন্তু একা তাঁর। ত্বরিত্ব হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর।

ثُمَّ رُدُّوْا۟ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمْ اَحَقُّ ۭ اَلَا لَهٗ
الْحُكْمُ ۚ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. তুমি বলো, যখন তোমরা স্থলভূমে ও সমুদ্রের অন্ধকারে (বিপদে) পড়ো, (যখন) তোমরা কাতর কণ্ঠে এবং নীরবে তাঁকেই ডাকতে থাকো, তখন কে তোমাদের (সেসব থেকে) উদ্ধার করে? (কাকে তোমরা তখন) বলো, (হে মালিক), আমাদের তুমি যদি এ থেকে বাঁচিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ تَدْعُوْهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ؕ لَّئِنْ
اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِیْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. তুমি বলো, হাঁ, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সে (অবস্থা) থেকে এবং অন্য সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন, তারপরও তোমরাই তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো!

قُلْ اللّٰهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْۢ
ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর-তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহকে খুলে খুলে বর্ণনা করি, আশা করা যায়, তারা (সত্য) অনুধাবন করতে পারবে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَیْكُمْ
عَنْ اَبَاۤىٍّ مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ
اَرْضِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیْعًا وَيُزَيِّقَ
بَعْضَكُمْ بِاٰسَۢ بَعْضٍ ؕ اَنْظُرْ كَيْفَ
نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. তোমার জাতির লোকেরা এ (কোরআন)-কে অস্বীকার করেছে, অথচ তাই হচ্ছে একমাত্র সত্য; তুমি (তাদের) বলে দাও, আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।

وَكَذٰبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ
لِّسْتُ عَلَیْكُمْ بِوَكِیْلٍ ﴿٦٦﴾

৬৭. প্রতিটি বার্তার জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ মজুদ রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই (তা) জানতে পারবে।

لِّكُلِّ نَبَاٍۭ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কথায় মনোনিবেশ করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর তুমি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থেকে না।

وَإِذَا رَأٰیۤتَ الَّذِیْنَ یَخُوضُوْنَ فِیۡۤ اٰیٰتِنَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوْا فِیۡ حَدِّیْثٍ
غَیْرِہٗ ؕ وَاِمَّا یُنْسِنَنَّ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّکْرِۤیۡ مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِیْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তাদের (এসব কার্যকলাপের) হিসাবের ব্যাপারে- যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তাদের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, তবে উপদেশ (তো দিয়েই যেতে হবে), আশা করা যায়, তারা (একদিন আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে।

وَمَا عَلَی الَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ
شَیْءٍ ۚ وَلٰكِنْ ذٰکُرٰی لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. সেসব লোকদের তুমি (আল্লাহর হাতে) ছেড়ে দাও, যারা তাদের দ্বীনকে নিছক খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছে

وَذَرِ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا دِیۡنَهُمْ لَعِبًا وَلَهُۥۗۤ

এবং এ পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে, তুমি এ (কোরআন) দিয়ে (তাদের) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজের অর্জিত কর্মকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (হাশরের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের সব কিছু দিয়েও দেয়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন তা) গ্রহণ করা হবে না; এরাই হচ্ছে সে মানুষ, যাদের নিজেদের (গুনাহ) অর্জনের কারণে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মভূদ শাস্তি।

وَعَرَّثَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٩٥﴾

৭১. তুমি বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো, যে- না আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, না আমাদের কোনো অপকার করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যেখানে আমাদের সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কি আমাদের উল্টো পায়ে ফিরে যাবো- ঠিক সে ব্যক্তিটির মতো, যাকে শয়তানরা যমীনের বুকে পথভ্রষ্ট করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়াচ্ছে, অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, তুমি আমাদের কাছে এসো, (এসো) সহজ সরল পথের দিকে! তুমি বলো, সত্যিকার অর্থে হেদায়াত তো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা (পাঠানো), সেটাই হচ্ছে আসল হেদায়াত এবং আমাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি,

قُلْ أَدْعُوا إِلَىٰ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُردُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ ۚ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اثْنًا ۖ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

৭২. (আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) তোমরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; তিনি হচ্ছেন এমন (সত্তা), যাঁর সামনে সবাইকে সমবেত করা হবে।

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُكْشَرُونَ ﴿٩٧﴾

৭৩. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; যেদিন তিনি বলবেন (সব কিছু বিলীন) হয়ে যাও, তখন (সাথে সাথেই) তা (বিলীন) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (সেদিন) যাবতীয় কর্তৃত্ব ও বাদশাহী হবে একান্তই তাঁর; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সবকিছুর খবর রাখেন।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٩٨﴾

৭৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, তুমি কি (সত্যি সত্যিই এই) মূর্তিগুলোকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি ও তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَأَيْتَ أَصْنَامًا إِلَهًا ۚ إِنَّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٩﴾

৭৫. এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও যমীনের পরিচালন ব্যবস্থা দেখাচ্ছিলাম, যেন সে বিশ্বাসীদের দলে शामिल হয়ে যেতে পারে।

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ۝ۭ

৭৬. যখন তার ওপর (আঁধার ছেয়ে) রাত এলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো, (তারকাটি দেখেই) সে বলে উঠলো, এ (বুঝি) আমার রব, অতপর যখন তারকাটি ডুবে গেলো, তখন সে বললো, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি (আমার রব বলে) পছন্দ করতে পারি না!

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأٰ كَوْكَبًا ؕ قَالَ
هٰذَا رَبِّيْ ؕ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
الْاٰفِلِيْنَ ۝ۭ

৭৭. অতপর যখন সে (আকাশে) একটি বলমলে চাঁদ দেখলো, তখন বললো (হাঁ), এ-ই (মনে হয়) আমার রব, অতপর (এক পর্যায়ে) যখন তাও ডুবে গেলো তখন সে বললো, আমার 'রব' যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে অবশ্যই আমি গোমরাহ লোকদের দলে शामिल হয়ে যাবো।

فَلَمَّا رَأٰ الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ؕ
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ
لَاكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ۝ۭ

৭৮. (এরপর দিনের বেলায়) সে যখন একটি আলোকোজ্জ্বল সূর্য দেখলো তখন সে বললো, (মনে হচ্ছে) এই আমার রব, (কারণ) এটা হচ্ছে সবগুলোর চাইতে বড়ো, (সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে) তাও যখন ডুবে গেলো, তখন সে (নিজের জাতিকে) বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা যে সব কিছুকে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার বানাও, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

فَلَمَّا رَأٰ الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَا أَكْبَرُ ؕ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوِّمُ اِنِّيْ
بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ۭ

৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে সেই সার্বভৌম মালিকের দিকেই আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি এই আসমানসমূহ ও যমীন (-সহ চাঁদ-সূরজ-গ্রহ-তারা সব কিছু) পয়দা করেছেন, আমি এখন আর মোশরেকদের দলভুক্ত নই।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ۭ

৮০. তার জাতির লোকেরা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) বিতর্ক শুরু করলো; (জবাবে) সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই তর্ক করছো, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন; আমি তোমাদের (মাবুদদের) ডরাই না- যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার (মনে) করো, অবশ্য আমার মালিক যদি অন্য কিছু চান (সেটা আলাদা); আমার মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত; (এরপরও) কি তোমরা সতর্ক হবে না?

وَحَاجَّهُ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُكَاۡفُوْنِيْ فِيْ اللّٰهِ
وَقَدْ هَدٰٓنِيْ ؕ وَلَا اَخَانُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ
اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَّسِعَ رَبِّيْ كُلَّ
شَيْءٍ عَلِيْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ۭ

৮১. তোমরা যাকে (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার বানাও, তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যে ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তাভার বেশী অধিকারী? (বলো!) যদি তোমরা জানো!

وَكَيْفَ اَخَانُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ
اَنْتُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ
عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ
بِالْاٰمِنِيْنَ ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ۭ

৮২. (হাঁ) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যুলুম (-এর কালিমা) দিয়ে কখনো কলুষিত করেনি, তারা (হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তাভের বেশী অধিকারী, (এবং) তাই হ'চ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. এ ছিলো (শেরেক সম্পর্কিত) আমার (সেই অকাটা) যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর দান করেছিলাম; (এভাবেই) আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সমুন্নত করি; অবশ্যই তোমার রব প্রবল প্রজ্ঞাময়, কুশলী।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

৮৪. আমি তাকে দান করেছি (পুত্র হিসেবে) ইসহাক ও (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব- এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম, (এদের) আগে আমি নূহকেও হেদায়াতের পথ দেখিয়েছি এবং তার বংশের মাঝে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা এবং হারুনকেও (আমি হেদায়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَانَ لَكَ نَجَرُى الْمَكْسِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভুক্ত।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আমি ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও (সৎপথ দেখিয়েছিলাম), এদের সবাইকেই আমি (নবুওত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম।

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এদের পূর্বপুরুষ, এদের পরবর্তী বংশধর ও এদের ভাই (বন্ধু)দেরও (আমি নানাভাবে পুরস্কৃত করেছি), আমি এদেরকে বাছাই করে নিয়েছি এবং আমি এদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।

وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

৮৮. এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করেন; (কিন্তু) তারা যদি (আল্লাহর সাথে) শেরেক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো।

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ مَن عِبَادَهُ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, (এরপরও) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাহলে জেনে রেখো), আমি তো (অতীতেও) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেনি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿٨٩﴾

৯০. এরা হচ্ছে সে সব (সৌভাগ্যবান) বান্দা- আল্লাহ তায়ালা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন; অতএব তুমিও এদের হেদায়াতের পথের অনুসরণ করো (এবং) বলো, আমি এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; (আসলে) এ হচ্ছে মানুষের জন্যে একটি স্বরণিকা মাত্র।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فِيمَ لَهُمْ ۚ أَقْتَدَ ۚ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি, (বিশেষ করে) যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালার কোনো মানুষের ওপর কোনো বস্তুই নাযিল করেননি; তুমি বলো, মুসার আনীত কিতাব-যা মানুষের জন্যে ছিলো এক আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের (পাতায় লিখে) রাখতে, যা তোমরা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে এবং (তার) অধিকাংশই গোপন করে রাখতে, (সর্বোপরি) সে কিতাব দ্বারা তোমাদের এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো, যার কিছুই তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতে না- তা কে নাযিল করেছেন? তুমি বলো (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালাই (তা নাযিল করেছেন), (হে নবী,) তুমি তাদের নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দাও।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنْتُمُ وَالْأَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

৯২. এটি এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, যা আমি (তোমার ওপর) নাযিল করেছি, এটি আগের কিতাবের সত্যায়ন করে এবং যাতে এ (কিতাব) দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী (জনপদসমূহের) মানুষকে সাবধান করবে; যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে তারা এ কিতাবের ওপরও ঈমান আনে, আর তারা তাদের নামাযেরও হেফাযত করে।

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَرَكَ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُكَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা বলে, আমার ওপর ওহী নাযিল হয়েছে, (যদিও) তার ওপর কিছুই নাযিল করা হয়নি, (তার চাইতেই বা বড়ো যালেম কে,) যে বলে, আমি অচিরেই আল্লাহর নাযিল করা গ্রন্থের মতো কিছু নাযিল করে দেখাবো! যদি (সত্যি সত্যিই) যালেমদের মতু-যন্ত্রণা (উপস্থিত) হবার সময়টা তুমি দেখতে পেতে! যখন (মৃত্যুর) ফেরেশতারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণবায়ু বের করে দাও; তোমরা আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর ব্যাপারে যে (ক্ষমাহীন) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, তার বিনিময়ে আজ অত্যন্ত অবমাননাকর এক আযাব তোমাদের দেয়া হবে।

وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. (আজ) তোমরা আমার সামনে নিসঙ্গ অবস্থায় এলে, যেমনি নিসঙ্গ অবস্থায় আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অতপর তোমাদের আমি যা কিছু (বিষয় সম্পদ) দান করেছি, তার সবটুকুই তোমরা পেছনে ফেলে এসেছো, তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারী ব্যক্তিদের- যাদের তোমরা মনে করতে তারা তোমাদের (কাজকর্মের) মাঝে অংশীদার- (কই) তাদের তো (আজ) তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি না! বস্তুত তাদের এবং তোমাদের মধ্যকার সেই সম্পর্ক ছিল ভিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের ব্যাপারে তোমরা যা ধারণা করতে তাও আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمَا خَوْلَانِكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যবীজ ও আঁটিগুলো অংকুরিত করেন, তিনি নির্জীব (কিছু) থেকে জীবন্ত (কিছু) বের করে আনেন, (আবার) তিনিই জীবন্ত (কিছু) থেকে নির্জীব (কিছু) নির্গত করেন; এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (এরপরও) তোমাদের কোথায কোথায চোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. (রাতের শেষে) তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে বানিয়েছেন এবং (দিন তারিখের) হিসাব কিতাবের জন্যে তিনি চাঁদ ও সুরুজ বানিয়েছেন, এসব কিছুই হচ্ছে পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করা।

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۖ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৭. তিনি তোমাদের জন্যে অসংখ্য তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা তা দিয়ে জলে-স্থলের আধারে পথের দিশা পেতে পারো, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এসব রহস্যের কথা) জানে, তাদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮. তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর (এখানে তোমাদের) থাকার ও মালসামান রাখার জায়গা (বানানো) হলো, জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলোকে (এভাবেই) বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তিনি আসমান থেকে পানি (-র ধারা) নাযিল করেন, অতপর সে পানি দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি, তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদগত করি, (পরে) তা থেকে আমি পরস্পর জড়ানো ঘন শস্যাদানা সৃষ্টি করি এবং (ফলের) ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি, আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার পয়দা করি, এগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়, আবার (একটার সাথে) আরেকটার গরমিলও থাকে; গাছ যখন সুশোভিত হয় তখন (এক সময়) তা ফলবান হয়, যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা এই সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখো; অবশ্যই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَآخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَآخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قَنَوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ نُنْظِرُ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. তারা জ্বিনকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, অথচ জ্বিনদের তিনিই পয়দা করেছেন, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর ওপর পুত্র-কন্যা ধারণের অপবাদও আনয়ন করে, অথচ তিনি মহিমান্বিত, এরা যা বলে তিনি তার চাইতে অনেক মহান ও পবিত্র।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (একক) উদ্ভাবক। (তুমি বলো:) তাঁর সন্তান হবে কি ভাবে, তাঁর (তো) সংগিনীই নেই, সব কিছু তিনিই পয়দা করেছেন এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকোফহাল রয়েছেন।

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

১০২. আল্লাহ তায়ালা- তোমাদের রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সব কিছুর স্রষ্টা (তিনি), সুতরাং তোমরা তাঁরই এবাদাত করো, সব কিছুর ওপর তিনিই তত্ত্বাবধায়ক।

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩. কোনো দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায় না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব কিছুর খোঁজ-খবর রাখেন।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

১০৪. তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিসম্পন্ন) নিদর্শন এসেছে, অতপর যদি কোনো ব্যক্তি (তা) দেখতে পায়, তাহলে সে দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, আবার যদি কেউ (তা না দেখে) অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপরই (বর্তাবে। তুমি বলো); আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن أَعْمَىٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আমি এভাবেই আমার আয়াতগুলো বর্ণনা করি, যাতে করে তারা (একথা) বলতে পারে, তুমি (ভালো করেই এসব) পড়ে এসেছো এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্যেও যেন আমি তা সুস্পষ্ট করে দিতে পারি।

وَكُنْ لَّكَ نُصْرَةٌ مِنَ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো যা তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, যারা শেরেকে লিপ্ত, তাদের তুমি এড়িয়ে চলো।

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে এরা কেউই শেরেক করতো না; আমি (কিন্তু) তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি, তুমি তো তাদের ওপর কোনো অভিভাবকও নও।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তারা আল্লাহ তায়ালায় বদলে যাদের ডাকে, তোমরা তাদের গালি-গালাজ করো না, নইলে তারা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে- না জেনে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে; এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি, অতপর তাদের ফিরে যাবার জায়গা হলো তাদের মালিকের কাছে, (তারপর) তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা (দুনিয়ায়) কি করে এসেছে।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَن وَاعٍ غَيْرِ عِلْمٍ ۚ كُنْ لَّكَ زِينًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ ۚ عَمَلُهُمْ ثَمَرٌ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. এরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তাহলে অবশ্যই তারা তার ওপর ঈমান আনবে; তুমি বলো, নিদর্শন পাঠানো (সম্পূর্ণত) আল্লাহ তায়ালায় ব্যাপার, তুমি কি জানো যে, নিদর্শন এলেও এরা কিন্তু ঈমান আনবে না।

وَاقْسُوا بِاللهِ جَهَنَّمَ إِنَّمَا نَحْنُ لَهَا أَكْثَرُ غَرَضًا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০. আমি তাদের অন্তরকরণ ও দৃষ্টিশক্তিকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো, যেমন তারা প্রথম বারেই এ (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি (এবার) তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবো!

وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ ۖ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَنَنزِّلُ فِيهِ طُغْيَانَهُمْ يَعْهَدُونَ ﴿١١٠﴾



১১১. আমি যদি তাদের কাছে (আমার) ফেরেশতাদেরও নাযিল করি, মৃত ব্যক্তিরাও যদি (কবর থেকে উঠে এসে) তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করে এবং আমি যদি (দুনিয়ার) সমুদয় বস্তুও এনে তাদের ওপর জড়ো করে দেই, তবু এরা ঈমান আনবে না, অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা (ভিন্ন কিছু) চান (তা আলাদা। আসলে), এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই মূর্খতার আচরণ করে।

وَلَوْ أَنَّا زَلَّنا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ وَكَلِمُهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْمَلُونَ ﴿١١١﴾

১১২. আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে (তাদের যুগে) মানুষ ও জ্বীনদের থেকে (কিছু কিছু) দুশমন বানিয়ে রেখেছি, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার রব চাইলে তারা এটা করতো না, তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক!

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩. (এটা এ জন্যে যে,) যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন এর ফলে শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যেন তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, (সর্বোপরি) তারা যেসব কুর্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলো, এর ফলে নির্বিঘ্নে তারা তাও চালিয়ে যেতে পারে।

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْمِزُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪. (তুমি বলো,) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, (অথচ) তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি (এই বিচার ফয়সালার জন্যে) তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি আমার কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الْكِتَابَ مَقْصَلاً وَالَّذِينَ أُتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫. ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সব শোনে সব জানেন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

১১৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালায় পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; (কেমনা) এরা নিছক কিছু আন্দায় অনুমান ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করে না, এবং এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেও না।

وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭. নিসন্দেহে তোমার মালিক (এ কথা) ভালো করেই জানেন- কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী- তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

১১৮. তোমরা (শুধু) সেসব (জন্তুর গোশত) খাবে, যার ওপর (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতে বিশ্বাসী হও!

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশত) কেন খাবে না, যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) তিনি খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন— সে কথা অবশ্যই আলাদা— যখন তোমাদের তার জন্যে একান্ত বাধ্য করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো (অন্যদের) বিপথে চালিত করে; নিসন্দেহে তোমার রব সীমালংঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, (বেঁচে থাকো) তার গোপন অংশ থেকেও; অবশ্যই যারা কোনো গুনাহ অর্জন করবে, অচিরেই তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে।

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

১২১. (যবাইর সময়) যার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে জঘন্য গুনাহের কাজ; অবশ্যই শয়তানরা তাদের সংগী-সাথীদের মনে প্ররোচনা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) তর্ক বিতর্ক করে, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মোশরেক হয়ে যাবে।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوهِنَ إِلَىٰ أَوْلِيَئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. যে ব্যক্তি (এক সময়) ছিলো মৃত, অতপর আমি তাকে জীবিত করলাম, (তদুপরি) তার জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকাও আমি বানিয়ে দিলাম, যার (আলো) দিয়ে মানুষের মাঝে সে চলতে পারছে, সে কি কখনো সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এমন অন্ধকারে (পড়ে) আছে, যেখান থেকে সে (কোনোক্রমেই) বেরিয়ে আসতে পারছে না; এভাবেই কাফেরদের জন্যে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভনীয় (ও সুখকর) বানিয়ে রাখা হয়েছে।

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার বড়ো বড়ো কিছু অপরাধী বানিয়ে রেখেছি, যেন তারা সেখানে (অন্যদের) ধোকা দিতে পারে; (আসলে) এসব কিছুর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই প্রতারণিত করছে, অথচ তারা নিজেরা এ কথাটা মোটেই উপলব্ধি করছে না।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيُكْرَهُوا فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. তাদের কাছে যখন (আল্লাহর) কোনো আয়াত আসে তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর কখনো ঈমান আনবো না,

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ

যতোক্ষণ না আমাদেরও তাই দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। (অথচ) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তার রেসালাত তিনি কোথায় রাখবেন; যারা (এ) অপরাধ করেছে তারা অচিরেই আল্লাহর কাছে অপমান ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে, কেননা তারা (আল্লাহ তায়ালা সাথে) প্রতারণা করছিলো।

حَتَّىٰ نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

১২৫. আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চান, তাহলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে খুলে দেন, (আবার) যদি চান কাউকে বিপথগামী করবেন তাহলে তার হৃদয়কে তিনি সংকীর্ণ করে দেন, (এ অবস্থায় তার পক্ষে ইসলামের অনুসরণ করা এমন কঠিন হয়) যেন কোনো একজন ব্যক্তি আকাশে চড়তে চাইছে; আর যারা (আল্লাহর ওপর) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (অপমান, লাঞ্ছনা ও) নাপাকী ছেয়ে দেন।

فَمَن يَرِدْهُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَن يَرِدْ أَن يَضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يُمْسَعُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

১২৬. (মূলত) এটিই হচ্ছে তোমার মালিকের (দেখানো) সহজ সরল পথ; আমি অবশ্যই আমার আয়াতসমূহকে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَهَذِهِ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

১২৭. তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে শান্তির এক সুন্দর নিবাস, আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

১২৮. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, (তখন তিনি শয়তানরূপী জ্বিনদের বলবেন,) হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা তো অনেক মানুষকেই গোমরাহ করেছে, (এ সময়) মানুষের ভেতর থেকে (যারা) তাদের বন্ধু (তারা) বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের একজন একেকজনকে (ব্যবহার করে) দুনিয়ার জীবনে প্রচুর লাভ কামিয়েছে, আর এভাবেই আমরা চূড়ান্ত সময়ে এসে হাযির হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে; আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (হাঁ, সে জনেই আজ) তোমাদের ঠিকানা (হবে জাহান্নামের) আগুন, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চাইবেন (তা আলাদা); তোমার মালিক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۖ يَمْعَسُ الْجِنَّ
قَدْ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ
أُولِيُّهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ
بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي
أَجَلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مُثَوِّكُمْ خُلْدِي
فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

১২৯. এভাবে আমি একদল যালেমকে তাদেরই (অন্যায়) কার্যকলাপের দরুন আরেক দল (যালেম)-এর ওপর ক্ষমতাবান করে দেই।

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٣﴾

১৩০. (আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরো বলবেন,) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি

يَمْعَسُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الْمَرِيَاتِ كُرْسُلٌ

তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার (এমন) সব রসূল আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করতো, (উপরন্তু) যারা তোমাদের আজকের এ দিনের ভয় দেখাতো ; (জবাবে) ওরা বলবে, হাঁ (এসেছিলো, তবে আজ) আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, (মূলত) দুনিয়ার জীবন এদের প্রতারণা করে রেখেছিলো, তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই একথার সাক্ষ্য দেবে যে, তারা (আসলেই) কাফের ছিলো।

مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزِنُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٠﴾

১৩১. এটা এ জন্যে, তোমার রব অন্যায়াভাবে এমন কোনো জনপদের মানুষকে কখনো ধ্বংস করেন না, যার অধিবাসীরা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল থাকে।

ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنِ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ ﴿٣١﴾

১৩২. তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই (তার) মর্যাদা রয়েছে, তোমার রব তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন।

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

১৩৩. তোমার রব কারো মুখাপেক্ষী নন, দয়া অনুগ্রহের মালিক তিনি; তিনি যদি চান তাহলে তোমাদেরকে (এই জনপদ থেকে) সরিয়ে নিতে পারেন এবং তোমাদের পরে অন্য যাদের তিনি চান এখানে বসিয়েও দিতে পারেন, যেমনি করে (এক সময়) তিনি তোমাদেরও অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছেন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلَفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿٣٣﴾

১৩৪. তোমাদের (আজ) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না।

إِنَّ مَا تَعُدُّونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٤﴾

১৩৫. (হে নবী, তুমি বলো) হে আমার জাতি, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় (কাজ) করে যাও, আমিও (আমার করণীয়) করে যাবো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্যে পরিণামের (জান্নাতের) ঘরটি (নির্দিষ্ট) রয়েছে; নিসন্দেহে যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٥﴾

১৩৬. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে শস্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এ (মুখ্য) ব্যক্তির তরফে এক অংশ (আল্লাহর জন্যে) নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমতো (একথা) বলে যে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের শরীক (দেবতা)দের জন্যে, অতপর যা তাদের দেবতাদের জন্যে রাখা হয় তা আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না, (যদিও) আল্লাহর (নামে) রাখা অংশ শেষতক তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌঁছে; কতো নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার!

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

১৩৭. এভাবে বহু মোশরেকের ক্ষেত্রেই তাদের শরীক (দেবতা)রা

وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাদের আপন সন্তানদের হত্যা করার (জঘন্য) কাজটিকেও একান্ত শোভনীয় করে রেখেছে, এর দ্বারা সে (আসলে) তাদের ধ্বংসই সাধন করতে চায় এবং তাদের গোটা জীবন বিধানকেই তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করে দিতে চায়, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা এ কাজ করতো না, তুমি তাদের (তাদের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দাও, মিথ্যা রচনা নিয়ে (তাদের ব্যস্ত) থাকতে দাও।

قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾

১৩৮. তারা বলে, এসব গবাদিপশু এবং এ খাদ্যশস্য নিষিদ্ধ (তালিকাভুক্ত), আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া অন্য কেউ তা খেতে পারবে না, এটা তাদের (মনগড়া একটা) ধারণা মাত্র, (তারা মনে করে) কিছু গবাদিপশু আছে যার পিঠ (আরোহণ কিংবা মাল সামান রাখার জন্যে) নিষিদ্ধ, আবার কিছু গবাদিপশু আছে যার ওপর (যবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যেই (তাদের) এসব অপচেষ্টা; অচিরেই তিনি তাদের এ মিথ্যাচারের জন্যে তাদের (যথাযথ) প্রতিফল দান করবেন।

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثَ حِجْرٌ
لَّا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَيْنَهُمْ وَأَنْعَامٌ
حَرَّمَ تَطْهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْرَ
اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

১৩৯. তারা বলে, এসব গবাদিপশুর পেটে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং আমাদের (মহিলা) সাথীদের জন্যে (তা) হারাম, তবে যদি এ (পশুর পেটে) মরা কিছু থাকে তাহলে তাতে তারা (নারী-পুরুষ) উভয়েই সমান অংশীদার; আল্লাহ তায়ালা অতি শীঘ্রই তাদের এ ধরনের উদ্ভট কথা বলার প্রতিফল দান করবেন; নিসন্দেহে তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ
يَكُن مِّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ
وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে নিজে দের সন্তানদের হত্যা করলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের যে রেযেক দান করেছেন তা নিজেদের ওপর হারাম করে নিলো এবং আল্লাহ তায়ালা ওপর মিথ্যা আরোপ করলো- তারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো, এরা কখনো সংপথের অনুসারী ছিলো না।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بَغْيٍ عَلِيمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٢﴾

১৪১. তিনি (মহান আল্লাহ তায়ালা)- যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুল্ম, যা কোনো কান্ড ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা (হয়েছে), আবার (কিছু গাছ) যা মাচানের ওপর তুলে রাখা হয়নি (স্বীয় কান্ডের ওপর এমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য ও আনার (এগুলো স্বাদে গন্ধে এক রকমও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বঞ্চিত) তার হক আদায় করো, কখনো অপচয় করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٣﴾

১৪২. গবাদিপশুর মধ্যে (কিছু হচ্ছে উঁচু) ভারবাহী, আর কিছু হচ্ছে (ভার বহনের অনুপযোগী) যমীনের সাথে লেগে থাকা (খাবার উপযোগী) জন্তু, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন তা তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِنْهَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿১৪২﴾

১৪৩. (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন) আট প্রকারের গৃহপালিত জন্তু, (প্রথমত) তার দুটো মেস, (দ্বিতীয়ত) তার দুটো ছাগল, (হে মোহাম্মদ, তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো অথবা তাদের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তার কোনোটি (কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে) হারাম করেছেন? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

ثَمِينَةُ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿১৪৩﴾

১৪৪. (তৃতীয়ত) দুটো উট, (চতুর্থত) দুটো গরু; এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো কি আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, অথবা এদের উভয়ের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তা (কি তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন)? আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের এই (হারামের) আদেশ দিয়েছিলেন তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? অতপর তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِنَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنِّي افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوَّاسِطِينَ ﴿১৪৪﴾

১৪৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে (তোতে) একজন ভোজনকারী (সাধারণত) যা খায় তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস তো আমি পাচ্ছি না- যাকে হারাম করা হয়েছে, (হাঁ, তা যদি হয়) মরা জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং গুয়ারের গোশত (তাহলে তা অবশ্যই হারাম), কেননা এসব হচ্ছে নাপাক, অথবা এমন (এক) অবৈধ (জন্তু) যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) অতীষ্ট (তার) কোনো নাফরমানীর ইচ্ছা না থাকে, প্রয়োজনের বাইরে সীমালংঘন না করে, তাহলে (তার ক্ষেত্রে) তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿১৪৫﴾

১৪৬. আমি ইহুদীদের ওপর নখযুক্ত সব পশুই হারাম করে দিয়েছিলাম, গরু এবং ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, তবে (জন্তুর চর্বির) যা কিছু তাদের উভয়ের পিঠ, আঁত কিংবা হাড়ের সাথে জড়ানো থাকে তা হারাম ছিলো না। এভাবে (এগুলোকে হারাম করে) আমি তাদের অবাধ্যতার জন্যে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম, নিসন্দেহে আমি সত্যবাদী।

وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِيِّ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ أَوِ الْكَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿১৪৬﴾

১৪৭. (এরপরও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলো, অবশ্যই তোমাদের রব বিশাল দয়ার আধার, (তবে) অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর থেকে তাঁর শাস্তি (কারো পক্ষেই) ফেরানো সম্ভব নয়।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. অচিরেই এ মোশরেক লোকগুলো বলতে শুরু করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শেরেক করতাম না, না এভাবে আমরা কোনো জিনিস নিজেরা হারাম করে নিতাম; (তুমি বলো, এর) আগেও অনেকে এভাবে (আল্লাহর আয়াত) অস্বীকার করেছে; অস্বীকার করতে করতে তারা আমার শাস্তির স্বাদও ভোগ করেছে; তুমি বলো, তোমাদের কাছে কি সত্যিই কোনো জ্ঞান (মজুদ) রয়েছে? (থাকলে) অতপর তা বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা তো শুধু কল্পনার অনুসরণ করো এবং অনুসরণ করো শুধু মিথ্যার।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كُنْ لَكَ كَذِّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. তুমি বলো, (সব কিছু) চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সংপথে পরিচালিত করে দিতেন।

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. তুমি বলো (যাও), তোমরা তোমাদের সেসব সাক্ষী নিয়ে এসো— যারা একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিস হারাম করেছেন। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে কোনো সাক্ষ্য দিয়ো না, তুমি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা পরকালের ওপর ঈমান আনেনি, সর্বোপরি তারা অন্য কিছুকেই তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে,

قُلْ هَلْ مِمَّنْ شُهِدَ آءُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بَايْتُنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, এসো আমিই তোমাদের বলে দেই— তোমাদের রব কোন্ কোন্ জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন, (হাঁ, সে জিনিসগুলো হচ্ছে), তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় কখনো তোমরা তোমাদের সম্ভানদের হত্যা করো না; কেননা আমি তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহাৰ যোগাই, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক তোমরা অশ্লীলতার কাছে যেয়ো না, আল্লাহ তায়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্যে সম্মানিত করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না; এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আল্লাহ তায়ালায় কতিপয় নির্দেশ), এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ كُفْرُكُمْ ۖ لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২. তোমরা এতীমদের সম্পদের কাছে যেয়ো না, তবে উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌছা পর্যন্ত (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওয়ন (করার সময়) ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না, যখন তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে, তখন ইনসাফ করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধে)-ও হয়, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া সব অংগীকার পূরণ করো; এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (তার কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَأَنكَلَفَ نَفْسًا وَلَا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব তোমরা একমাত্র এরই অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কয়েকটি বিধান; এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْشَوْا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. অতপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, (যেন) যে ব্যক্তি উত্তম কাজ করেছে তার ওপর (আমার নেয়ামত) পূর্ণ হতে পারে এবং (এই কিতাব হচ্ছে) বিশদ হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে (বনী ইসরাঈলের) লোকেরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

১৯
ককু

১৫৫. এ হচ্ছে এমন একটি বরকতময় কিতাব যা আমিই নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে,

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. তোমরা যেন একথা বলতে না পারো যে, (আল্লাহর) কিতাব তো আমাদের আগের (ইহুদী ও খৃষ্টান এ) দুটো সম্প্রদায়কেই দেয়া হয়েছিলো, যদিও আমরা সেসব কিতাবের পাঠ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম!

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. অথবা এ কথাও যেন বলতে না পারো যে, যদি (ইহুদী খৃষ্টানদের মতো) আমাদের ওপরও কোনো কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সৎপথের অনুসারী হতাম, (আজ) তোমাদের কাছে (সত্যিই) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত (সর্বস্ব কিতাব) এসেছে (তোমরা এর অনুসরণ করো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে- যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিড়িয়ে নেয়

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ

(জেনে রেখো), যারাই আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই আমি তাদের এ জঘন্য আচরণের জন্যে নিকৃষ্ট শাস্তি দেবো।

سَجْزَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا
سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿٥٩﴾

১৫৮. তারা কি (এ জন্যে) প্রতিজ্ঞা করছে যে, তাদের কাছে (আসমান থেকে) ফেরেশতা নাযিল হবে, কিংবা স্বয়ং তোমাদের রব তাদের কাছে এসে (কিতাব দিয়ে) যাবেন, অথবা মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো নিদর্শনের কোনো অংশ (তাদের কাছে) আসবে, যেদিন সত্যিই তোমার মালিকের (পক্ষ থেকে এমন) কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন তো (হবে কেয়ামতের দিন, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করেনি, তার জন্যে এ ঈমান কোনো উপকার দেবে না; (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তোমরাও প্রতিজ্ঞা করো, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ
يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ
كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انْتَظِرُوا
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿٥٩﴾

১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই; অবশ্যই তাদের (ফয়সালা) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালা হাতে, (যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কি করছিলো।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى
اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٩﴾

১৬০. কেউ যদি একটা সংকাজ নিয়ে (আল্লাহ তায়ালা সামনে) আসে, তাহলে তার জন্যে দশ গুণ বিনিময় থাকবে, (অপরদিকে) যদি কেউ একটা গুনাহের কাজ নিয়ে আসে, তাকে (তার) একটাই প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনোই যুলুম করা হবে না।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

১৬১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, অবশ্যই আমার মালিক আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন— সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান দিয়েছেন, এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ, সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا ۖ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٦١﴾

১৬২. তুমি বলো, অবশ্যই আমার নামায, আমার (আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মৃত্যু— সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

১৬৩. তাঁর কোনো শরীক কেউ নেই, আর একথা (বলার জন্যেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٦٣﴾

১৬৪. তুমি বলো, (এরপরও) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মালিক সন্ধান করে বেড়াবো? অথচ তিনিই সব কিছুর রব;

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ

(তাঁর বিধান হচ্ছে) প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্যে নিজেই দায়ী হবে এবং (কেয়ামতের দিন) কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের (পাপের) বোঝা বহন করবে না, অতপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের (আসল) মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, (সেদিন) তিনি তোমাদের সেসব কিছুই জানিয়ে দেবেন, যা নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা মতবিরোধ করতে।

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

১৬৫. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর খলিফা বানিয়েছেন এবং (এই কারণে তিনি) তোমাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন, যেন তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞতার) পরীক্ষা নিতে পারেন; (জেনে রেখো,) অবশ্যই তোমার রব শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর, (আবার) তিনি বড়ো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٩﴾

২০
ককু

আয়াত ২০৬
ককু ২৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আ'রাফ
মকায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম ছোয়া-দ,

الْمِص ①

২. (হে নবী,) এ গ্রন্থ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে- যেন তুমি এর দ্বারা (কাফেরদের) ভয় দেখাতে পারো, ঈমানদারদের জন্যে (এটি) একটি স্মরণিকা, অতপর তার ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা না থাকে।

كُتِبَ أَنْزَلْ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ②

৩. (হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তার বদলে তোমরা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না; (আসলে) তোমাদের কম লোকই উপদেশ মেনে চলো।

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ③

৪. এমন কতো জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি- তাদের ওপর আমার আযাব আসতো রাতের বেলায় (যখন তারা ঘুমিয়ে থাকতো) কিংবা (আসতো মধ্য দিনে) যখন তারা বিশ্রাম করতো,

وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ④

৫. আর যখন তাদের কাছে আমার আযাব আসতো, তখন তারা এছাড়া আর কিছুই বলতো না যে, 'নিসন্দেহে আমরা ছিলাম যালেম।'

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑤

৬. যাদের কাছে নবী রসূল পাঠানো হয়েছিলো অবশ্যই আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো, (একইভাবে) আমি রসূলদেরও অবশ্যই প্রশ্ন করবো।

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑥

৭. অতপর আমি (আমার নিজস্ব) জ্ঞান দ্বারা তাদের কাছে তাদের কার্যাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করবো, আমি তো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না!

فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِي مَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾

৮. সেদিনের (পাপ-পুণ্যের) পরিমাপ সত্য, (সেদিন) যার (এবং যাদের) ওয়নের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে,

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنِ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾

৯. আর যার (কিংবা যাদের) পাল্লা সেদিন হালকা হবে, তারা (হচ্ছে এমন সব লোক, যারা) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, কারণ এরা (দুনিয়ায়) আমার আয়াতসমূহের সাথে যুলুম করতো।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ۖ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

১০. অবশ্যই আমি তোমাদের (এই) যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাতে আমি তোমাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি; কিন্তু তোমরা (নেয়ামতের) খুব কমই শোকর আদায় করো।

وَلَقَدْ مَكَّنَّمْكَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَاشٍ ۖ فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

১১. আমিই তোমাদের বানিয়েছি, তারপর আমিই তোমাদের (নানা) আকার দান করেছি, অতপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, (সম্মানের জন্যে তোমরা) আদমকে সাজদা করো, তখন সবাই সাজদা করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে কিছুতেই সাজদাকারীদের মধ্যে शामिल হলো না।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُرْسِيَّكَ وَصَوْرَكَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

১২. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন (নিজেই) তোমাকে সাজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীস বললো (আমি কেন তাকে সাজদা করবো), আমি তো তার চাইতে উত্তম, (কারণ) তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে, আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

১৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও! এখানে (বসে) অহংকার করবে, এটা তোমার পক্ষে সাজে না- (তুমি এখান থেকে) বেরিয়ে যাও, তুমি অবশ্যই অপমানিতদের একজন।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

১৪. সে বললো (হে আল্লাহ), তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত (শয়তানী করার) অবকাশ দাও, যেদিন এ (আদম সন্তান)-দের পুনরায় (কবর থেকে) উঠানো হবে।

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), অবশ্যই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মাঝে একজন।

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

১৬. সে বললো, যেহেতু তুমি এ (আদমের) জন্যেই আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলে, (তাই) আমি এদের (গোমরাহ করার) জন্যে অবশ্যই তোমার প্রদর্শিত) সরল পথে (ওঁ পেতে) বসে থাকবো।

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَسْهُمَ مِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

১৭. অতপর (পথভ্রষ্ট করার জন্যে) আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে (ফলে) তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই (তোমার) কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না।

ثُمَّ لَا تِلْكَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَفِي خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালা বললেন, বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে— অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়; যারাই তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি (তাদের এবং) তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দেবো।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَلْعُونًا مَلْعُونًا لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৯. (আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন) তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে বাস করতে থাকো এবং এর যেখান থেকে (যা) চাও— তা তোমরা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, (গেলে) তোমরা উভয়েই যালেমদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে।

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

২০. এরপর শয়তান তাদের দু'জনকেই কুমন্ত্রণা দিলো— যেন সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ, যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিলো— প্রকাশ করে দিতে পারে, সে (তাদের) বললো, তোমাদের রব এ গাছটির (কাছে যাওয়া) থেকে তোমাদের যে বারণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, (সেখানে গেলে) তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَقُولَا إِنَّا الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

২১. সে তাদের কাছে কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের হিতাকাংখীদের একজন।

وَقَاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَلنَّاصِحِ ۖ ﴿٢١﴾

২২. অতপর সে তাদের দুজনকেই প্রতারণার জালে আটকে ফেললো, (এক সময়) যখন তারা উভয়েই সে গাছ (-এর ফল) আশ্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো, (সাথে সাথে) তারা জান্নাতের কিছু লতা পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে (নিজেদের গোপন স্থানসমূহ) ঢাকতে শুরু করলো; তাদের রব (তখন) তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছটি (-র কাছে যাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের একথা বলে দেইনি যে, শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য দুষমন!

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

২৩. অতপর তারা দুজনেই বলে উঠলো, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের (ওপর) দয়া না করো তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও (মনে রেখো), তোমরা (ও শয়তান) একে অপরের দূশমন, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে।

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের (পুনরায়) বের করে আনা হবে।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম এবং এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহেরও একটি (অংশ), আশা করা যায় তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. হে আদম সন্তানরা, শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি করে তোমাদেরও সে যেন প্রতারণা করতে না পারে, শয়তান তাদের উভয়ের (দেহ) থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো, যাতে করে তাদের উভয়ের গোপন স্থানসমূহ উভয়ের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে; (মূলত) সে নিজে এবং তার সংগী-সাথীরা তোমাদের এমন সব স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না; তাদের জন্যে শয়তানকে আমি অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি— যারা (আমার ওপর) ঈমান আনে না।

يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبوكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এর ওপর পেয়েছি এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন; (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হুকুম দেন না; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ لِلَّهِ لَآيَآمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. তুমি বলো, আমার রব তো শুধু ন্যায়-ইনসাফেরই আদেশ দেন, (তাঁর আদেশ হচ্ছে), প্রতিটি এবাদাতেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে; নিজেদের জীবন বিধানকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করে তাঁকেই তোমরা ডাকো; যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (তাঁর কাছেই) ফিরে যাবে।

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. একদল লোককে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন, (অপরদিকে) আরেক দলের ওপর গোমরাহী (বিদ্রোহ) ভালোভাবেই চেপে বসেছে; এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানদের নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তারা মনে করে তা'রাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. হে আদম সন্তানরা, তোমরা প্রতিটি এবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) গ্রহণ করো, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়লা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ اٰمًا حُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়লার সেসব সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? যেগুলো তিনি স্বয়ং তাঁর বান্দাদের জন্যে উদ্ভাবন করেছেন; তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কেয়ামতের দিনও এগুলো ঈমানদারদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকবে); এভাবেই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি।

قُلْ مَن حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَطَيَّبَتْ مِّنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তুমি বলো, হাঁ, আমার রব অবশ্যই যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহ ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করাকে হারাম করেছেন, (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করবে, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সন্দেহ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়লা সম্পর্কে তোমরা এমন সব কথা বলবে, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَاَن تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَّاَن تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই (তার উত্থান-পতনের) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ আসবে তখন তারা একদণ্ডও বিলম্ব করবে না, তেমনি তারা এক মুহূর্ত এগুতেও পারবে না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. হে আদম সন্তানরা যখন তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তখন যে (ও যারা সে অনুযায়ী) তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাও করবে না।

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ اِمًا يٰۤاَتِيْنَكُمْ رُّسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۚ فَمَنِ اتَّقٰى وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং এ (সত্য) নিয়ে অহংকার করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা কিতাবে (বর্ণিত দুর্ভাগ্য) থেকে তাদের নিজেদের অংশ পেতে থাকবে; এমনভাবে (তাদের মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে আমার ফেরেশতারা যখন এসে হাযির হবে— যারা তাদের মৃত্যু দেবে (তখন) তারা বলবে (বলো), তারা (এখন) কোথায়—যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতে; তারা বলবে— (আজ) সবাই (আমাদের ছেড়ে) সরে গেছে, তারা (সেদিন) সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তারা সত্যিই কান্দার ছিলো।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ ۖ قَالُوا أَإِنَّا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. আল্লাহ তায়ালার বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জ্বিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও আজ সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো; এমননি করে যখন এক একটি জনগোষ্ঠী (জাহান্নামে) দাখিল হতে থাকবে, তখন তারা তাদের (সাথী ভাই) বোনদের ওপর লানত দিতে থাকবে, এভাবে (লানত দিতে দিতে) যখন সবাই সেখানে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ করেছিলো, তুমি এদের আগুনের শাস্তি দিগুণ করে দাও; আল্লাহ তায়ালার বলবেন, (আজ) তোমাদের প্রত্যেকের (শাস্তিই) হবে দিগুণ, কিন্তু তোমরা তো (বিষয়টি) জানোই না।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ ۖ عَنْ أَبَا ضَعْفَىٰ مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, (হাঁ, আমরা অপরাধী হয়ে থাকলে) তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না, (এ সময় আল্লাহর ঘোষণা আসবে), তোমরা (আজ) নিজ নিজ কর্মফলের জন্যে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো।

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُم عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্যে কখনো (রহমত ভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হবে না, না এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে— যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে পারবে, আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. (সেদিন) তাদের জন্যে বিছানা থাকবে জাহান্নামের (আগুনের, আবার এই আগুনই হবে) তাদের ওপরের আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

৪২. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি (তাদের) কাউকেই তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না, এ লোকেরাই হচ্ছে

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَٰئِكَ

জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٧﴾

৪৩. (দুনিয়ায়) তাদের মনের ভেতর (পরস্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলো, তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো, তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি আমাদের এ (স্থান)-টির পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পথ না দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পথ না দেখালে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না, আমাদের মালিকের (পক্ষ থেকে) রসূলরা সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলো; (এ সময় তাদের জন্যে) ঘোষণা দেয়া হবে, এই হচ্ছে সে জান্নাত আজ তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করে দেয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কাজের প্রতিফল) যা তোমরা (দুনিয়ায়) করছিলে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَكُنَّا لَمُهْتَدِينَ لَوْلَا أَنْ هَدانا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلْكَمُوا الْجَنَّةَ أَوْ رُتِّمْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

৪৪. জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহকে সঠিক পেয়েছো? তারা বলবে, হাঁ- অতপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে- যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালায় লানত হোক,

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِذَنْ مَوَّذِنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

৪৫. (লানত হোক তাদের ওপরও) যারা মানুষদের আল্লাহ তায়ালায় পথ থেকে বিরত রাখতো এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াতো, আর তারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করতো।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كُفْرُونَ ﴿٦٠﴾

৪৬. তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এ দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনিত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মুহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার আশ্রয় পোষণ করছে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْهُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٦١﴾

৪৭. অতপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের (আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের (তুমি) যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

وَإِذَا مَرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلَقَّاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾

৪৮. অতপর (পার্থক্য নির্ণয়কারী সে দেয়ালের) উঁচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহান্নামের) লোকদের-যাদের তারা নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে- ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না,

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا

তোমরা যে অহংকার করতে (তাও কোনো কাজে এলো না)!

كُنْتُمْ تَكْبُرُونَ ﴿٥٧﴾

৪৯. এরা কি সে সব লোক নয়, (দুনিয়ায়) যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের কোনো অংশই এদের দান করবেন না (অথচ আজ এদেরকেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন); তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের ওপর কোনো ভয় নেই, না তোমরা কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে।

أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٨﴾

৫০. জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানি (অন্তত) তোমরা ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে রেযেক দান করেছেন তার কিয়দংশ (আমাদের দাও); তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা (আজ) এ দুটি জিনিস কাফেরদের জন্যে হারাম করেছেন—

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

৫১. যারা দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছিলো এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারণা (দিয়ে) আটকে রেখেছিলো, তাদের আজ আমি (ঠিক) সেভাবেই ভুলে যাবো যেভাবে তারা (আমার) সামনা সামনি হওয়ার এ দিনটিকে (দুনিয়ায়) ভুলে গিয়েছিলো। তারা আমার আয়াতসমূহকেও অস্বীকার করতো।

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَ غَرَّهمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٦٠﴾

৫২. আমি তাদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে আমি (আমার বিশদ) জ্ঞান দ্বারা (সমৃদ্ধ করে) বর্ণনা করেছি, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এর ওপর) ঈমান আনবে, এ কিতাব তাদের জন্যে (হবে) হেদায়াত ও রহমত।

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾

৫৩. এরা কি (চূড়ান্ত কোনো) পরিণামের অপেক্ষা করছে? যেদিন সে পরিণাম তাদের কাছে আসবে, সেদিন যারা ইতিপূর্বে এ (দিনটি)—কে ভুলে গিয়েছিলো— তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে রসূলরা (এ দিন সম্পর্কিত) সত্য (প্রতিশ্রুতি) নিয়েই এসেছিলো, আমাদের জন্যে (আজ) কোনো সুপারিশকারী কি আছে, যারা আমাদের পক্ষে (আল্লাহর কাছে) কিছু সুপারিশ করবে, অথবা (এমন কি হবে,) আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হবে, যাতে আমরা (সেখানে গিয়ে) আগে যা করতাম তার চাইতে ভিন্ন ধরনের কিছু করে আসতে পারি, (মূলত) এরা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে এরা (আল্লাহর ওপর) যা কিছু তারা মিথ্যা আরোপ করতো, তাও তাদের কাছ থেকে (আজ) হারিয়ে গেছে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدِّدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٢﴾

৫৪. অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ তায়ালা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি 'আরশের' ওপর অধিষ্ঠিত হন।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ

তিনি দিনের ওপর রাতের পর্দা বিছিয়ে দেন, দ্রুতগতিতে তা একে অন্যকে অনুসরণ করে, সূর্য, চাঁদ ও তারাসমূহকে তাঁর বিধানের অধীন করে রাখা হয়েছে; জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর, (সুতরাং তার ওপর) সার্বভৌম ক্ষমতাও একমাত্র তাঁর; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত বরকতময়।

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۖ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমরা বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে তোমাদের রবকে ডাকো; অবশ্যই তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (আল্লাহর) যমীনে (একবার) তার শান্তি স্থাপনের পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে একমাত্র তাঁকেই ডাকো; অবশ্যই আল্লাহর রহমত নেক লোকদের অতি কাছে রয়েছে।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি বাতাসকে (বৃষ্টি ও) রহমতের সুসংবাদবাহী হিসেবে (জনপদে) পাঠান; শেষ পর্যন্ত যখন সে বাতাস (পানির) ভারী মেঘমালা বহন করে (চলতে থাকে), তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, অতপর (সে) মেঘ থেকে আমি পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে (যমীন থেকে) আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি; এভাবেই আমি মৃতকে (জীবন থেকে) বের করে আনবো, আশা করা যায়, তোমরা (এ থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. উৎকৃষ্ট যমীন তার মালিকের আদেশে তার (উৎকৃষ্ট) ফসলই উৎপন্ন করে, আর যে যমীন বিনষ্ট হয়ে গেছে তা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন করে না; এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি— এমন এক জাতির জন্যে, যারা (এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালা দাসত্ব (কবুল) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; আমি আসলেই তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করছি।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٠﴾

৬০. তার জাতির নেতারা বললো (হে নূহ), আমরা নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে (নিমজ্জিত) রয়েছো।

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

৬১. সে বললো, হে আমার জাতি, আমার সাথে কোনোরকম বিশ্রান্তি নেই, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (পাঠানো) একজন রসূল।

قَالَ يَقَوْمَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

৬২. (আমার কাজ হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো এবং তোমাদের শুভ কামনা করবো, (কেননা আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু কথা জানি যা তোমরা জানো না।

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. তোমরা কি (এতে) আশ্চর্যবিত্ত হচ্ছে যা, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের মালিকের বাণী এসেছে, যাতে করে সে তোমাদের (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং তোমরাও (সময় থাকতে) সাবধান হবে। আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (মজুদ) ছিলো, তাদের সবাইকে (বিপর্যয় থেকে) উদ্ধার করলাম, আর যারা আমার আযাবসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম; এরা ছিলো (আসলেই গোঁড়া ও) অন্ধ জাতি।

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫. (আমি) আ'দ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই এক ভাই হুদকে, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (স্বীকার) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমরা কি (তাকে) ভয় করো না?

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. তার জাতির সরদাররা, যারা কুফরী করেছে, তারা বললো, আমরা তো নিশ্চিত দেখছি তুমি নির্বুদ্ভিতার মাঝে আছো, অবশ্যই আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন।

قَالَ الْهَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِي إِنَّكَ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. সে বললো, হে আমার জাতি, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ভিতা নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (পাঠানো) একজন রসূল।

قَالَ يَقَوْمَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (আমার দায়িত্ব হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো, আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত শুভাকাংখীও বটে!

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছে, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের জন্যে (সুস্পষ্ট) বাণী এসেছে; যাতে করে (এ দিয়ে) সে তোমাদের (আযাবের) ভয় দেখাতে পারে। স্মরণ করো; যখন আল্লাহ তায়ালার নূহের পর তোমাদেরকে এই যমীনে খলীফা বানিয়েছেন

أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

এবং অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে তিনি তোমাদের বেশী ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব (হে আমার জাতি), তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضَاطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٥﴾

৭০. তারা (হুদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যেই এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর এবাদাত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করেছে তাদের বাদ দিয়ে দেবো! (হাঁ, এটাই যদি হয়), তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টি, যার ব্যাপারে তুমি আমাদের (এতো) ভয় দেখাচ্ছে, যদি তুমি সত্যবাদী হও!

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرًا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩٥﴾

৭১. সে বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ তো নির্ধারিত হয়েই আছে; তোমরা কি আমার সাথে সে (মিথ্যা মাবুদদের) নামগুলোর ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো রকম সনদ নাযিল করেননি; (অতএব) তোমরা (তোমাদের পরিণতির) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَيِّمُوهُمْ ۖ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٩٦﴾

৭২. অতপর আমি তাকে এবং তার সাথে যেসব (ঈমানদার) ব্যক্তিরা ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদের নির্মূল করে দিলাম, (আসলে) ওরা ঈমানদারই ছিলো না।

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৭৩. সামুদ জাতির কাছে (এসেছিলো) তাদেরই (এক) ভাই সালেহ, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, এটা হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী, এটা তোমাদের জন্যে নিদর্শন, একে তোমরা ছেড়ে দাও যেন তা আল্লাহ তায়ালার যমীনে (বিচরণ করে) খেতে পারে, তোমরা তাকে কোনো খরাপ মতলবে স্পর্শ করো না, তাহলে (আল্লাহর) কঠোর আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে।

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَ تَكْوِينَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْآلِيمِ ﴿٩٨﴾

৭৪. স্মরণ করো, যখন তিনি আদ জাতির পর তোমাদের (দুনিয়ায়) খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, তোমরা

وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ تَتَخَذُونَ

এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি নিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছে, আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরী করতে পারছে, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার (এ জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করো এবং যমীনে তোমরা বিপর্যয় ঘটায়ো না।

مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٩٨﴾

৭৫. তার জাতির সেসব নেতৃস্থানীয় লোক, যারা নিজেদের গৌরবের বড়াই করতো- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর লোকদের- যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে- বললো, তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ তার মালিকের পাঠানো একজন রসূল; তারা বললো (হাঁ), তাঁর সাথে যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ أَمِنْهُمْ ۖ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ مَلَكًا مَّرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا اِنَّا بِمَا ارْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٩٥﴾

৭৬. অতপর (সে) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالذِّمَى اٰمَنَّا بِهِ كُفْرًا ﴿٩٦﴾

৭৭. অতপর, তারা উদ্দীষ্টিকে মেরে ফেললো এবং (এর দ্বারা) তারা তাদের মালিকের নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতা করলো এবং তারা বললো, হে সালেহ (আমরা উদ্দীষ্টিকে মেরে ফেলেছি), যদি তুমি (সত্যিই) রসূল হয়ে থাকো তাহলে সে (আযাবের) বিষয়টা নিয়ে এসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের দিচ্ছে।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ ۚ وَقَالُوا لِصَلْحِ اٰثِنًا ۖ بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٩٧﴾

৭৮. অতপর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ খুবড়ে পড়ে থাকলো।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ۖ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيئِينَ ﴿٩٨﴾

৭৯. তারপর সে (নবী) তাদের কাছ থেকে সরে গেলো এবং বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের (সতর্ক) বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের জন্যে কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ ﴿٩٩﴾

৮০. (আমি) লূতকেও (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার কাজ নিয়ে এসেছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের আর কেউ (কখনো) করেনি।

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُونَ الْفٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٠﴾

৮১. তোমরা যৌন তৃষ্ণার জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে আসো, তোমরা হচ্ছে বরং এক সীমালংঘনকারী জাতি।

اِنْكُرْتَاْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٠١﴾

৮২. তার জাতির (তখন) এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না যে,

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا

তাদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা হচ্ছে কিছু পাক পবিত্র মানুষ!

أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٣٧﴾

৮৩. অতপর (আযাব এসে গেলে) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া- সে (আযাবে কবলিত) পেছনের লোকদের মধ্যে शामिल থেকে গেলো।

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٨﴾

৮৪. আমি তাদের ওপর প্রচণ্ড (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; অতপর তুমি (ভালো করে) দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কী ভয়াবহ!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٩﴾

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে, অতপর তোমরা (সে মোতাবেক) ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওযন করো, মানুষদের (দেয়ার সময়) কখনো (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতিগ্রস্ত করো না, আল্লাহ তায়ালার এ যমীনে তার (শান্তি ও) সংস্কার স্থাপিত হওয়ার পর তাতে (পুনরায়) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না; তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো তাহলে এটাই তোমাদের জন্যে ভালো।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مَّؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾

৮৬. তোমরা প্রতিটি রাস্তায় এজন্যে বসে থেকো না যে, তোমরা লোকদের ধমক দেবে এবং যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখবে, আর (সব সময়ই) বক্রতা (ও দোষত্রুটি) খুঁজতে থাকবে; স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে নিতান্ত কম, অতপর (আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমরা চেয়ে দেখো, কেমন হয়েছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম!

وَلَا تَفْعَدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتَبَغُّوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ ۚ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾

৮৭. আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে, আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার নিজেই আমাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٢﴾

৮৮. তার সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক- যারা অহংকার করছিলো- বললো, হে শোয়ায়ব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের জাতিতে ফিরে আসতে হবে; সে বললো, যদি আমরা (তোমাদের দীনকে) পছন্দ নাও করি তাহলেও (কি তা মানতে হবে) ?

قَالَ الْهَلَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا
قَالَ أَوْلَوْكُمَا خَيْرٌ هَٰئِنَ تَنْ

৮৯. সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের (একবার) মুক্তি দেয়ার পর যদি আমরা আবার তোমাদের জীবনাদর্শে ফিরে আসি, তাহলে আমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা ওপর মিথ্যা আরোপ করবো; আমাদের পক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয় যে, আমরা সেখানে ফিরে যাবো, (হাঁ) আমাদের রব আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের ব্যাপারে অন্য কিছু চান (তাহলে সেটা ভিন্ন); অবশ্যই আমাদের মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত; আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালা ওপর নির্ভর করি; (এবং আমরা বলি,) হে আমাদের রব, আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে তুমি সঠিক ফয়সালা করে দাও, কারণ তুমিই হচ্ছে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِيْ
مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا
يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

৯০. তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোক- যারা কুফরী করেছে, তারা (অন্য মানুষদের) বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَقَالَ الْهَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ
اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ

৯১. অতপর একটা প্রচণ্ড ভূকম্পন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো, অতপর দেখতে দেখতে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ খুবড়ে পড়ে থাকলো।

فَاَخَذَ ثَمَرُ الرَّجْفَةِ فَاَصْبَحُوا فِيْ دَارِهِمْ
جَثِيْمًا

৯২. যারা শোয়ায়বকে অমান্য করলো, তারা যেমন (-ভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো দেখে মনে হয়েছে) সেখানে কোনোদিন কেউ বসবাসই করেনি, (বস্তুত) যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا
الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ

৯৩. এরপর শোয়ায়ব তাদের কাছ থেকে সরে গেলো, (যাবার সময়) বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম, আমি (আন্তরিকভাবেই) তোমাদের কল্যাণও কামনা করেছিলাম। আমি কিভাবে এমন সব মানুষের জন্যে (আজ) আফসোস করবো যারা (স্বয়ং আল্লাহকেই) অস্বীকার করে!

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ
اَسٰى اِلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ

৯৪. আমি কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি- অথচ সেই জনপদের মানুষদের অভাব ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও (করে পরীক্ষা) করিনি, এমনটি কখনো হয়নি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (আল্লাহ তায়ালা কাছ)ে বিনয়ানত হবে।

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا
اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ الْاَضْرَءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرْعُونَ

৯৫. অতপর আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের জায়গাকে সচ্ছল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা (আমার নেয়ামতের) প্রাচুর্য লাভ করলো, তখন তারা (আমাকে ভুলে গেলো এবং) বললো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও এসেছে, অতপর আমি তাদের এমন আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম, তারা টেরও পেলো না।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. (অথচ) যদি জনপদের মানুষগুলো (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতপর তাদের কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করলাম।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে (তারা মনে করে নিয়েছে, নিঝুম) রাতে তাদের ওপর আমার আযাব আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর) থাকবে!

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮. অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার আযাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না- যখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে!

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُكًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে, আসলে আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. (আগের) লোকদের চলে যাওয়ার পর (সেখানে) যারা পরে দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছে, এ বিষয়টি কি তাদের কখনো হেদায়াতের পথ দেখায় না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করতে পারি এবং (এমনভাবে) তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারি, যাতে করে তারা শুনতেই পাবে না।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এই যে জনপদসমূহ- যাদের কিছু কিছু কাহিনী আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে অবশ্যই রসূলরা এসেছিলো, কিন্তু তারা যে বিষয়টি এর আগে অস্বীকার করেছিলো, তার ওপর (এবারও) ঈমান আনলো না; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালার কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

১০২. আমি এদের বেশীসংখ্যক মানুষকেই (আমার সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতির পালনকারী হিসেবে পাইনি, বরং এদের অধিকাংশকেই আমি অপরাধী (হিসেবে) পেয়েছি।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. অতপর আমি মুসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, (কিন্তু) তারা সে (নিদর্শন)গুলোর সাথে যুলুম করেছে, (আজ) তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِرْمُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. মুসা বললো, হে ফেরাউন, অবশ্যই আমি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. সত্য কথা হচ্ছে, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছুই বলবো না, হাঁ, আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাঈলদের (মুক্তি দিয়ে) আমার সাথে যেতে দাও!

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۖ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি (সত্যিই তেমন) কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো এবং তুমি যদি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে তা (সামনে) নিয়ে এসো!

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. অতপর সে তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা একটি দৃশ্যমান অজগরে পরিণত হয়ে গেলো—

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮. এবং সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, সাথে সাথে তা (উৎসাহী) দর্শকদের জন্যে চমকাতে লাগলো।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِ ﴿١٠٨﴾

১০৯. (এসব দেখে) ফেরাউনের জাতির প্রধান ব্যক্তির বললো, এ তো (দেখছি) একজন সুদক্ষ যাদুকর!

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

১১০. (আসলে এর মাধ্যমে) এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, (এ পরিস্থিতিতে) তোমরা (আমাকে) কি পরামর্শ দেবে?

يُرِيدُ أَن يَخْرَجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা ফেরাউনকে বললো, আপাতত তাকে এবং তার ভাইকে (এখানে) থাকতে দাও এবং (এ সুযোগে) তোমরা শহরে-বন্দরে (সরকারী) সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও,

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

১১২. যেন তারা দেশের সকল দক্ষ যাদুকরদের (অবিলম্বে) তোমার কাছে নিয়ে আসে।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১৩. যাদুকররা যখন ফেরাউনের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা যদি (মুসার মোকাবেলায়) বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্যে নিশ্চিত পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে তো!

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَكْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই) এবং তোমরাই হবে (দরবারের) ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম।

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫. তারা বললো, হে মুসা, (যাদুর বাণ) তুমি আগে নিষ্কেপ করবে- না আমরা নিষ্কেপকারী হবো!

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬. সে বললো, তোমরাই (বরং) আগে নিষ্কেপ করো, অতপর তারা (তাদের বাণ) নিষ্কেপ করে মানুষদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করে ফেললো, (নানাভাবে) তারা তাদের ভীত-আতঙ্কিত করে তুললো, তারা (সেদিন সত্যিই) বড়ো যাদু (মন্ত্র) নিয়ে হাযির হয়েছিলো।

قَالَ الْقَوَّاءُ فَلَمَّا أَلقُوا سَحَرُوا أَعْيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, (তাকে বললাম এবার) তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিষ্কেপ করো, (নিষ্কপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা তাদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেললো।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯. সেখানে তারা সবাই পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেলো।

فَغْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِرِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. (সত্যের সামনে) তাদের (মস্তককে) অবনত করে দেয়া হলো।

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. (সমস্বরে) তারা বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾

১২২. (তিনি) মুসা ও হারুনের রব।

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. (ঘটনার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দেখে) ফেরাউন বললো, (একি!) আমি তোমাদের কোনো রকম অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আসলে) এটা ছিলো তোমাদের নিশ্চিত ষড়যন্ত্র! (এ) নগরে (বসেই) তোমরা তা পাকিয়েছো, যাতে করে তার অধিবাসীদের তোমরা এখান থেকে বের করে দিতে পারো, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

قَالَ فِرْعَوْنُ اامْتَنِرْ بِهِ قَبْلَ أَنْ اذِنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اٰهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের একদিকের হাতগুলো ও অন্যদিকের পাগুলো কেটে ফেলবো, এরপর আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো।

لَا تُطِيعَنَّ اٰيِدِيكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ ثُرِّ لَا صَلْبِنَكُمْ اٰجَمِعِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. তারা বললো, আমরা অবশ্যই আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবো (আমরা তোমার এ শাস্তির পরোয়া করি না)।

قَالُوا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. তুমি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই কি প্রতিশোধ নিচ্ছে যে, আমরা আমাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ,

وَمَا تَنْقِرُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا

যা তাঁর কাছে থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে— তার ওপর ঈমান এনেছি; (আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি,) হে আমাদের রব, তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং (তোমার) অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

لَهَا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿٥٩﴾

১২৭. ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বললো, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে এমনই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন করেছে? সে বললো (না, তা কখনো হবে না), আমি (অচিরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করবো এবং তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো, অবশ্যই আমি তাদের ওপর (বিপুল ক্ষমতায়) ক্ষমতাবান।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرُكَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ ۖ قَالَ سَنَقْتُلُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْصِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿٦٠﴾

১২৮. মূসা তার জাতিকে বললো, (তোমরা) আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো (মনে রেখো), অবশ্যই (এ) যমীন আল্লাহ তায়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ যমীনের উত্তরাধিকার বানান; চূড়ান্ত সাফল্য হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের।

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۖ يُورِثُهَا
مَن يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦١﴾

১২৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে (নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও (কি আমরা নির্যাতিত হবো?) মূসা বললো (হাঁ), খুব তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং (এ) দুনিয়ায় তিনি তোমাদের (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতপর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে কাজকর্ম করো!

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا
وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ
أَنْ يَهْلِكَ عِدُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

১৩০. ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ফেরাউনের লোকজনদের (দুর্ভিক্ষ ও ফসলের) স্বল্পতা দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, আশা (ছিলো) তারা (কিছুটা হলেও) সতর্ক হবে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٦٣﴾

১৩১. যখন তাদের ওপর ভালো সময় আসতো তখন তারা বলতো, এ তো আমাদের নিজেদের (সৌভাগ্যের কারণেই এসেছে), আবার যখন দুঃসময় তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার তারা মূসা এবং তার সংগী-সাথীদের ওপর আরোপ করতো; (আসলে) তাদের দুর্ভাগ্যের যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়।

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّخِذُوا بِمُوسَى
وَمَنْ مَعَهُ ۖ إِلَّا إِنَّمَا طَعَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

১৩২. তারা (মূসাকে) বললো, আমাদের ওপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তুমি যতো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা (কিন্তু) কখনো তোমার ওপর ঈমান আনবো না।

وَقَالُوا مَا تَأْتِيَنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا
بِهَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾

১৩৩. অতপর (এ ধৃষ্টতার জন্যে) আমি তাদের ওপর ঝড়-তুফান (দিলাম), পংগপাল (পাঠালাম), উকুন (ছড়ালাম), ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম) ও রক্ত (-পাতাজনিত বিপর্যয়) পাঠালাম, এর সবকয়টিই (এসেছিলো আমার কতিপয়) সুস্পষ্ট নিদর্শন (হিসেবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো অপরাধী জাতি।

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالِدَّمَاءَ أَيُّتْ
مُفَصَّلَتْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
مُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾

১৩৪. তাদের ওপর যখন কোনো বিপর্যয় আসতো, তখন তারা বলতো হে মুসা! তোমার কাছে দেয়া তোমার মালিকের ওয়াদা অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে দোয়া করো, যদি (এবারের মতো) আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং অবশ্যই আমরা বনী ইসরাঈলদের তোমার সাথে যেতে দেবো।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُوسَى
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ ۖ
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٣٤﴾

১৩৫. অতপর যখন তাদের ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে— যে সময়টুকু সে জন্যে নির্ধারিত ছিলো— সে বালা-মসিবত আমি অপসারণ করে নিতাম, তখন সাথে সাথেই তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলতো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُم
بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٣٥﴾

১৩৬. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (ওয়াদা ভংগের) প্রতিশোধ নিলাম, তাদের আমি সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং তারা ছিলো এসব (নিদর্শন) থেকে উদাসীন।

فَأَن تَقَمِّنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴿٣٦﴾

১৩৭. এবার আমি তাদেরকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম— যাদের (এতোদিন) দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, (তাদের আমি) এ রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম (-সহ সব কয়টি) প্রান্তের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাতে আমি আমার প্রভূত কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছি। (এভাবেই) বনী ইসরাঈলের ওপর প্রদত্ত তোমার মালিকের (প্রতিশ্রুতির) সেই কল্যাণবাণী সত্যে পরিণত হলো, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো; ফেরাউন ও তার জাতির যাবতীয় শিল্পকর্ম ও উচ্চ প্রাসাদ—যা তারা নির্মাণ করেছিলো, আমি সব কিছুই ধ্বংস করে দিলাম।

وَأَوْثَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۖ
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿٣٧﴾

১৩৮. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতপর (সমুদ্রের ওপারে) তারা এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌঁছলো, যারা (সব সময়) তাদের মূর্তিদের ওপর পূজার অর্থ দেয়ার জন্যে বসে থাকতো, (এদের দেখে বনী ইসরাঈলের) লোকেরা বললো, হে মুসা, তুমি আমাদের জন্যেও একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন দেবতা রয়েছে এদের; (এ কথা শুনে) সে তাদের বললো, নিসন্দেহে তোমরা হচ্ছে এক মুখ জাতি।

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا
عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۖ قَالُوا
يُوسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ ۖ
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٣٨﴾

১৩৯. এ লোকেরা যেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা (একদিন) ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এরা যা করছে তাও সম্পূর্ণ বাতিল (সাব্যস্ত) হবে।

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرِّمَاتٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿১৩৯﴾

১৪০. সে বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদ তালাশ করবো- অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকৃলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿১৪০﴾

১৪১. (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকজনদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতো, আর তোমাদের মেয়েদের তারা জীবিত ছেড়ে দিতো; এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা নিহিত ছিলো।

وَإِذْ أَنْجَيْنَا نُكْرًا مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿১৪১﴾

১৪২. আমি মূসাকে (আমার কাছে ডাকার জন্যে) তিরিশটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (পরে) আরো দশ মিলিয়ে তা পূর্ণ করেছি, এভাবেই তাঁর জন্যে তাঁর মালিকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, (যাত্রার প্রাক্কালে) মূসা তার ভাই হারুনকে বললো, (আমার অবর্তমানে) আমার জাতির মাঝে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের সংশোধন করবে, কখনো বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কথামতো চলবে না।

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْرَتِمْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿১৪২﴾

১৪৩. যখন মূসা আমার সাক্ষাতের জন্যে (নির্ধারিত স্থানে) এসে পৌছলো এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার রব, (তোমাকে) আমায় দেখিয়ে দাও, আমি (স্বচক্ষে) তোমার দিকে তাকাই; তিনি বললেন (না), তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি বরং (অনতিদূরের) পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে দেখো, যদি (আমার নূর দেখার পর) পাহাড়টি স্বস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তুমি অবশ্যই (সেখানে) আমায় দেখতে পাবে, অতপর যখন তার রব পাহাড়ের ওপর (স্থায়ী) জ্যোতি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, (সাথে সাথেই) মূসা বেহুশ হয়ে গেলো, (পরে) যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো (তখন) সে বললো, মহাপবিত্রতা তোমার (হে আল্লাহ), আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, আর তোমার ওপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই (হতে চাই) প্রথম।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنُتَرِّبَنِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْيٰؤْمِنِينَ ﴿১৪৩﴾

১৪৪. আল্লাহ তায়াল বললেন, হে মূসা, আমি মানুষের মাঝ থেকে তোমাকে আমার নবুওত ও আমার সাথে বাক্যলাপের মর্যাদা দিয়ে বাছাই করে নিয়েছি, অতএব আমি তোমাকে (হেদায়াতের) যা কিছু (বাণী) দিয়েছি তা (নিষ্ঠার সাথে) গ্রহণ করো এবং (এ জন্যে তুমি আমার) কৃতজ্ঞ বান্দাহদের দলে शामिल হয়ে যাও।

قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿১৪৪﴾

১৪৫. এই ফলকের মধ্যে আমি তাঁর জন্যে সব উপদেশমালা ও সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিলাম, অতএব এটা (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতির লোকদের বলো, তারা যেন (এই) ভালো ভালো কথাগুলো গ্রহণ করে; অচিরেই আমি তোমাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) পাপীদের আন্তানা দেখাবো।

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. অচিরেই আমি সেসব মানুষের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে (ভিন্ন দিকে) ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাহাদুরী করে বেড়ায়; (আসলে) এ লোকেরা যদি (অতীত ধ্বংসাবশেষের) সব কয়টি চিহ্নও দেখতে পায়, তবু তারা তার ওপর ঈমান আনবে না, যদি তারা সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা (পথকে) পথ বলে গ্রহণ করবে না, যদি এর কোথাও কোনো বাঁকা পথ তারা দেখতে পায়, তাহলে তাকেই তারা (অনুসরণযোগ্য) পথ হিসেবে গ্রহণ করবে; এটা এ কারণে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তারা এ (আযাব) থেকেও উদাসীন ছিলো।

سَاءَ صَرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সামনা সামনি হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে, তাদের সব কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে; আর তারা (এ দুনিয়ায়) যা কিছু করবে তাদের এ ছাড়া আর কি প্রতিফল দেয়া হবে?

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. মূসার জাতির লোকেরা তার (তুর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুর বানিয়ে নিলো, (তা ছিলো জীবনবিহীন) একটি দেহমাত্র- যার আওয়ায ছিলো শুধু (গরুর) হাঙ্গা রব; এ লোকেরা কি দেখতে পায় না, সে (দেহ)-টি তাদের সাথে কোনো কথা বলে না, না সেটি তাদের কোনো পথের দিশা দেয়, (কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা সেটিকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করলো, তারা ছিলো (আসলেই) যালেম।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَهُ خَوَارِ الرَّسْمِ ۚ إِنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. অতপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং এটা দেখতে পেলো যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বললো, আমাদের রব যদি আমাদের ওপর দয়া না করেন এবং (গো-বাছুরকে মাবুদ বানানোর জন্যে) যদি তিনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলে शामिल হয়ে যাবে।

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۖ قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرَحْمِنَا رَبَّنَا لَا يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. মূসা যখন ব্রূহ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এলো, তখন সে (এসব কথা শুনে) বললো, আমার (তুর পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা কি জঘন্য কাজই না করেছো! তোমরা কি তোমাদের মালিকের আদেশ আসার আগেই (সে ব্যাপারে) তাড়াহুড়া (শুরু) করলে! (রাগে ও ক্ষোভে) সে ফলকগুলো (একদিকে) রেখে দিলো এবং তার ভাইর মাথা (-র চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলো;

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَصْفًا ۖ قَالَ بئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَا حِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ

(তার) সে (ভাই) বললো, হে আমার মায়ের ছেলে (আমার সহোদর ভাই), এ জাতির লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলো, তারা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলছিলো, তুমি (আজ) আমার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যা শত্রুদের আনন্দিত করবে, আর তুমি আমাকে কখনো যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُوْنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

১৫১. মুসা বললো, হে আমার রব, আমাকে ও আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও এবং তুমি আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও, তুমি সবচাইতে বড়ো দয়ালব।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي ۖ وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٦٠﴾

১৫২. অবশ্যই যেসব লোক গরুর বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে, অচিরেই তাদের ওপর তাদের মালিকের পক্ষ থেকে গযব আসবে, আর দুনিয়ার জীবনেও (তাদের জন্যে থাকবে) অপমান এবং লাঞ্ছনা; (আল্লাহ তায়ালা নামে) মিথ্যা রটনাকারীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿٦١﴾

১৫৩. যেসব লোক অন্যায় কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং (যথাযথ) ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই এ (যথার্থ) তাওবার পর তোমার রব (তাদের ওপর) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন)।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِهَا وَآمَنُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

১৫৪. পরে যখন মুসার ক্রোধ (কিছুটা) প্রশমিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো, তার পাতায় ছিলো হেদায়াত ও রহমত (সম্বলিত কথা)– এমন সব লোকের জন্যে যারা তাদের মালিককে ভয় করে।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاْحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿٦٣﴾

১৫৫. মুসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে সমবেত হবার জন্যে বাছাই করে নিলো, যখন প্রচণ্ড ভূকম্পন এসে তাদের পাকড়াও করলো (তখন) মুসা বললো, হে আমার রব, তুমি চাইলে তাদের সবাইকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে; আমাদের মধ্যকার নির্বোধ মানুষরা যে আচরণ করেছে, (তার জন্যে) তুমি কি আমাদের ধ্বংস করে দেবে! অথচ সে ব্যাপারটা তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চাও তাকে তুমি বিপথগামী করো, যাকে চাও তাকে সঠিক পথও দেখাও! তুমিই আমাদের অভিভাবক, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, কেননা তুমিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার আধার।

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

১৫৬. এই দুনিয়ায় তুমি আমাদের জন্যে কল্যাণ লিখে দাও, (কল্যাণ লিখে দাও) পরকালেও অবশ্যই আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই, আর আমার দয়া তো (সৃষ্টির) সবকয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে; আমি অচিরেই এমন লোকদের জন্যে তা লিখে দেবো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا مُدْنًا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَاسْكُتْ ۚ إِنَّ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে চলে— যা তারা তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইনজীলেও লিখিত দেখতে পাচ্ছে, যে (নবী) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে তাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করে, তাদের ঘাড় থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোঝা ছিলো তা সে নামিয়ে রাখে এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের (গলার) ওপর (ঝুলানো) ছিলো তা সে ফেলে দেয়; অতপর যারা তার ওপর ঈমান আনে, যারা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, (সর্বোপরি) তার সাথে (কোরআনের) যে আলো নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۚ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهِمُّ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, হে মানুষ, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালা রসূল (হিসেবে এসেছি), আকাশমালার ও পৃথিবীর যাবতীয় সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপর তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۖ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ও আছে, যারা (অন্যদের) সত্যের পথ দেখায় এবং তা দিয়ে ইনসাফ করে।

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. আমি তাদের বারোটি গোত্রে ভাগ করে তাদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছি, মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি মূসাকে ওহী পাঠিয়ে বললাম,

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقِفُهُ قَوْمُهُ

তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, অতপর তা থেকে বারোটি বর্ণাধারা বের হলো; প্রত্যেকটি মানুষ তাদের (নিজেদের) পানি পান করার স্থান চিনে নিলো; আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম, তাদের কাছে 'মান' ও 'সালওয়া' (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) পাঠালাম; (তাদের আমি বললাম,) তোমাদের আমি যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা তোমরা খাও; (আমার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, বরং তারা যুলুম করেছে তাদের নিজেদের ওপর।

أَن اٰضْرَبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ۖ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

১৬১. যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই জনপদে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা কিছু চাও তোমরা আহার করো, তোমরা বলো (হে আল্লাহ), আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (যখন সেই) জনপদের দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে, (তখন) সাজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করবে, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো; আমি অচিরেই (এসব) উত্তম লোকদের অতিরিক্ত দান করবো।

وَإِذْ قِيلَ لِمُهمۡرٍ اَسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ ۚ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٩﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিলো, তারা তাদের যা (করতে) বলা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ভিন্ন কথা বললো, অতপর আমিও তাদের এ যুলুমের শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আঘাব পাঠালাম।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيلَ لَهُمْ ۖ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿٦٠﴾

১৬৩. তাদের কাছ থেকে সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে। যখন সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালা) সীমালংঘন করতো, যখন শনিবারে (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন আসতো না, এভাবেই আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।

وَسَلَّمْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۖ اِذْ يَعْذُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيَتَانُهمۡ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَّيَوْمًا لَا يَسْبِتُوْنَ ۚ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كُنْ لَكَ ۚ نَبَلُوْهُمۡ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٦٠﴾

১৬৪. যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো যে, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছে, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে চান, অথবা (গুনাহের জন্যে) যাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তারা বললো, এটা হচ্ছে তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের পক্ষে) একটা ওয়র পেশ করা, আশা ছিলো তারা সাবধান হবে।

وَإِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِرَءِيسِهِمْ قَوْمًا ۙ اَللّٰهُ مَهْلِكُهُمْ اَوْ مَعَزَّ بِهِمْ عَنِ اَبَا شَيْءٍ ۙ اَقَالُوْا مَعَزْرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦١﴾

১৬৫. অতপর যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হচ্ছিলো তা তারা ভুলে গেলো, তখন আমি (সে দল থেকে) এমন লোকদের উদ্ধার করলাম, যারা নিজেরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতো,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ

আর যারা যুলুম করেছে তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে আমি পাকড়াও করলাম, কেননা তারা নিজেরা গুনাহ করছিলো।

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَعْئِيسٍ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٩٠﴾

১৬৬. তাদেরকে যেসব (ঘৃণিত) কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, যখন তারা তা (ধৃষ্টতার সাথে) করে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ
كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٩١﴾

১৬৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব (ইহুদীদের উদ্দেশ্যে) ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এ জাতির ওপর এমন লোকদের (শক্তির করে) পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিতে থাকবে; অবশ্যই তোমার রব (যেমন) সত্ত্বুর শাস্তি দান করেন, (তেমন) তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مِّنْ يُّسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ
لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴿٩٢﴾ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٣﴾

১৬৮. আমি তাদের দলে দলে বিভক্ত করে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু (ছিলো) নেককার মানুষ, আবার কিছু (ছিলো) এর চাইতে ভিন্ন (ধরনের), ভালো-মন্দ (উভয়) অবস্থার (সম্মুখীন) করে আমি তাদের পরীক্ষা নিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (হেদায়াতের পথে) প্রত্যাবর্তন করবে।

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ
الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٩٤﴾

১৬৯. অতপর তাদের (অযোগ্য) উত্তরসূরিরা এ যমীনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা (আল্লাহ তায়ালা) কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নিচ্ছিলো, (মূর্খের মতো) বলতে থাকলো যে, আমাদের অবশ্যই (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু (অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়; তাদের কাছ থেকে (আল্লাহ তায়ালা) কিতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! সেখানে যা আছে তা তারা অধ্যয়নও করেছে; আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি অনুধাবন করো না ?

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ
عَرَضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ
عَلَيْهِمْ مِّثْلُ الْقُرْآنِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذِإِ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٩٥﴾

১৭০. অপরদিকে যারা (আল্লাহর) কিতাবকে (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে (তাদের জানা উচিত), আমি কখনো সংশোধনকারীদের বিনিময় নষ্ট করি না।

وَالَّذِينَ يَمَسْكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٩٦﴾

১৭১. আমি যখন তাদের (মাথার) ওপর পাহাড়কে উঁচু করে রেখেছিলাম, (মনে হচ্ছিলো) তা যেন একটি ছায়া, তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, তা বুঝি (এখন) তাদের ওপর পড়ে যাবে (আমি তাদের বললাম,) আমি তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা (আযাব থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ
وَّنُظِّنُوهُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٧﴾

১৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজেদের ওপর নিজেদের সাক্ষী বানিয়ে (এ মর্মে আনুগত্যের) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম, (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো, আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. কিংবা (একথাও যেন না) বলো যে, (আল্লাহর সাথে) শেরেক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আগে করেছে— আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। বাতিলপন্থীরা যা করেছে সে জন্যে কি (আজ) তুমি আমাদের ধ্বংস করবে?

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. এভাবেই আমি (অতীতের) দৃষ্টান্তসমূহ খোলাখুলি বর্ণনা করি, আশা করা যায়, এরা (সোজা পথে) ফিরে আসবে।

وَكَذَٰلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একজন মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, শয়তানও তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. (অথচ) আমি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে তো (উর্ধ্বমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী যমীনের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়লো এবং তার (পার্শ্ব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করলো, তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা তাকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে; এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, আশা করা যায় তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. তাদের উদাহরণ কতো নিকৃষ্ট! যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে আসছে!

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান সে (সঠিক) পথ পাবে, আবার যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারা হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا وَلِيكَ ۚ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. বহু সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন (আছে, যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যে পয়দা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্য) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না; (আসলে) এরা হচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী পথভ্রষ্ট; এসব লোকেরাই হচ্ছে উদাসীন।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ
أُذُنٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَٱلْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

১৮০. আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সুন্দর নামসমূহ (নিবেদিত), অতএব তোমরা সে সব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি ঘটায়; যা কিছু তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে, অচিরেই তার যথাযথ ফল তাদের দেয়া হবে।

وَلِلّٰهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۖ فَٱدْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَآئِهِۦ
سَيَجْزِىٰهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মাঝে এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং (সেমতে) নিজেরা ইনসাফ কায়ম করে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ
يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

১৮২. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি আস্তে আস্তে তাদের এমন দিক থেকে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাবো যে, তারা কিছুই জানবে না।

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم
مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. আমি তাদের (বিদ্রোহের) জন্যে অবকাশ দিয়ে রাখবো, (এ ব্যাপারে) আমার কৌশল (কিন্তু) অত্যন্ত মযবুত।

وَأَمْلِىَ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِىٓ مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তা করে দেখে না! তাদের সাথী (মোহাম্মদ)-এর সাথে কোনো জ্বিনের আছর নেই; সে তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بَصَاصِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ
إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مِّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. তারা কি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের (বিষয়টির) দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে না এবং তাকিয়ে দেখে না- আল্লাহ তায়ালা এখানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তার প্রতি, এটা কি দেখে না যে, এখানে) তাদের (অবস্থানের) মেয়াদ হয়তো নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, অতপর আর কোন্ কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে?

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَىْءٍ ۚ وَءَن
عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ
فَبَآئِ حَذِيثٌۭ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথহারা করে দেন তাকে পথে আনার আর কেউই নেই; তিনি তো তাদের (সবাইকে) তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভাস্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেন।

مِّن يُّضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَآ هَادِىَ لَهُ ۖ وَيَذَرُهُم
فِى طُغْيَآنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. তারা তোমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) বলো,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُّرْسَاهَا ۚ قُلْ

এর জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডলী ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই। তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে যে, মনে হয় তুমি বুঝি সে সম্পর্কে সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কেয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটি) জানে না।

إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۖ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۖ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

১৮৮. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও নই, তবে আল্লাহ তায়ালা যা চান তা আলাদা; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (তা দিয়ে) অনেক ফায়দাই তো হাসিল করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি (জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ছাড়া আর কিছুই নই— সে জাতির জন্যে যারা (আমার ওপর) ঈমান আনে।

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে, অতপর যখন (পুরুষ) সাথীটি (তার) মহিলা সাথীটিকে (দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে) ঢেকে দিলো, তখন মহিলা সাথীটি এক লঘু গর্ভ ধারণ করলো এবং সে এ নিয়েই চলাফেরা করলো; পরে যখন সে (গর্ভের কারণে) ভারী হয়ে এলো, তখন তারা উভয়েই তাদের মালিককে ডেকে বললো, (হে আল্লাহ) যদি তুমি আমাদের সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে शामिल হবো।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٩﴾

১৯০. অতপর যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি (নিখুঁত ও) ভালো সন্তান দান করলেন, তখন যা কিছু তাদের দেয়া হয়েছে তারা তাতে অন্যদের শরীক বানিয়ে নিলো, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তাদের এ শেরেক থেকে অনেক পবিত্র।

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا ۖ أَتَاهُمَا ۖ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾

১৯১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার) সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়!

أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٦١﴾

১৯২. তারা তাদের কোনোরকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তারা তো (আসলে) নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لِمُحْرَصٍ وَلَا أَنْفُسِهِمْ يَنْصُرُونَ ﴿٦٢﴾

১৯৩. তোমরা যদি এ লোকদের হেদায়াতের পথে দিকে আহ্বান করো, তারা তোমাদের কথা শুনবে না, তাদের হেদায়াতের পথে ডাকো কিংবা চুপ করে থাকো- উভয়টাই তোমাদের জন্যে সমান কথা।

وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই কতিপয় বান্দা, তোমরা তাদের ডেকেই দেখো না, তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أََمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. তাদের কি কোনো পা আছে যার (ওপর ভর) দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি কোনো (ক্ষমতাধর) হাত আছে যা দিয়ে তারা সব কিছু ধরতে পারে, কিংবা আছে কি তাদের কোনো চোখ- যা দিয়ে তারা (সব কিছু) দেখতে পারে, কিংবা আছে কি- তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে! তুমি বলো, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, এরপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে কোনো অবকাশও দিয়ো না।

أَلَمْ يَرَوْا أَن لَّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ تَتَنَبَّأُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. (তুমি বলো,) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কি তাব নাযিল করেছেন, তিনি সবসময়ই ভালো লোকদের অভিভাবকত্ব করেন।

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তারা তো নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. তোমরা যদি তাদের হেদায়াতের পথে আসার আহ্বান জানাও, তবে তারা শুনতেই পাবে না; (কথা বলার সময়) তুমি দেখছো যে, তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু এরা আসলে (সত্যকে) দেখতেই পায় না।

وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

২০০. কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, (সাথে সাথেই) আল্লাহ তায়ালাকে কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০১. (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখও খুলে যায়।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

২০২. তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের বিদ্রোহের পথেই টেনে নিতে চায়, অতপর তারা (এ চেষ্টায়) কোনো ফলটি করে না।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩. (আবার) যখন তুমি তাদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে না আসো, তখন তারা বলে, ভালো হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে! তুমি বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার মালিকের কাছ থেকে আমার কাছে নাযিল হয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা (দূরদৃষ্টিসম্পন্ন) কতিপয় নিদর্শন ও দলিল, যারা ঈমান এনেছে (এ কিতাব) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪. যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন (মনোযোগের সাথে) তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. (হে নবী,) স্মরণ করো তোমার মালিককে—মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায় সবিনয়ে সশংক চিত্তে ও অনুচ্চ স্বরের কথাবার্তা দিয়ে। কখনো গাফেলদের দলে शामिल হয়ো না।

وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنِ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬. নিসন্দেহে যারা তোমার মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে আছে, তারা কখনো অহংকার করে তাঁর এবাদাত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তাসবীহ করে এবং তাঁর জন্যেই সাজদা করে।

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

আয়াত ৭৫
রুকু ১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল আনফাল
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. (হে মোহাম্মদ,) লোকেরা তোমার কাছে (যুদ্ধলব্ধ ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত) অতিরিক্ত (মাল-সামান) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে; তুমি বলো, (এ) অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের জন্যে, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ আলোকে) নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন করে নাও, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার (অর্থে) মোমেন হও!

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

২. আসলে মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে যখন স্মরণ করানো হয় (তখন) তাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

৪. এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যিকার মোমেন, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা) রয়েছে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

৫. যেভাবে (বদর যুদ্ধের দিনে) তোমার রব তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনও) মোমেনদের একদল লোক (এ কাজটি) অপছন্দ করতো।

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾

৬. সত্য (তোমার কাছে) স্পষ্ট হওয়ার পরও এরা (যুদ্ধের ব্যাপারে) তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, তারা যেন দেখতে পাচ্ছিলো যে, ধীরে ধীরে তাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَافِتُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

৭. যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে- দুটি দলের মধ্যে একটি দল তোমাদের (করায়ত্ত) হবে, (অবশ্য) তোমরা চাচ্ছিলেন (নিরস্ত্র ও) দুর্বল দলটিই তোমাদের (করায়ত্ত) হোক, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন এবং (এর দ্বারা) তিনি কাফেরদের শেকড় কেটে দিতে চেয়েছিলেন,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾

৮. (এর উদ্দেশ্য ছিলো) সত্যকে যেন সত্য বানানো যায় এবং বাতিলকে বাতিল করে দেয়া যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা (একে) পছন্দ করেনি।

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

৯. (স্মরণ করো), যখন তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ফরিয়াদ পেশ করছিলে, অতপর তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করে বলেছিলেন, হাঁ, আমি (এ যুদ্ধে) তোমাদের পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿٩﴾

১০. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) শুভ সংবাদ দেয়া ও তা দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশান্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে এটা বলেননি, (নতুবা আসল) সাহায্য তো আল্লাহ তায়ালাই কাছ থেকেই আসে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

১১. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্যে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিলেন, তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাইল করেছেন, যেন এ (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের পাক-সাফ করতে পারেন, তোমাদের মন থেকে যেন শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে পারেন, তোমাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করতে পারেন, (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের কদম ময়বুত করতে পারেন।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُنْزِلَ عَلَيْكُم مِّنْهُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

১২. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের কাছে (এই মর্মে) ওহী পাঠালেন যে, আমি তোমাদের সাথেই আছি, তোমরা মোমেনদের সাহস দাও; অচিরেই আমি কাফেরদের মনে দারুণ এক ভীতির সঞ্চার করে দেবো, অতপর তোমরা (তাদের) ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের (হাড়ের) প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتُنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرِّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

১৩. এটা এ কারণে যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করেছে, আর যারাই (এভাবে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে (তাদের জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আযাব প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৪. (হে কাফেররা,) এ হচ্ছে তোমাদের (যথার্থ পাওনা), অতপর তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, কাফেরদের জন্যে দোযখের আযাব তো রয়েছেই।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৫. হে মানুষ- যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফের বাহিনীর মুখোমুখি মোকাবেলা করবে, তখন কখনো তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৬. (জেনে রেখো,) এ (যুদ্ধের) দিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালায় গণ্য অর্জন করবে, যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজ) বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া (যদি কেউ এমনটি করে তাহলে), তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম; আর জাহান্নাম সত্যিই নিকৃষ্ট জায়গা।

وَمَن يُولِهِمْ يُوزِمْنِي دُبرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৭. (এ যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি (এটা) নিক্ষেপ করোনি বরং করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, যেন তিনি নিজের থেকে মোমেনদের উত্তম পুরস্কার দান করে (তাদের বিজয়) দিতে পারেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনে এবং (সব কিছু) জানেন।

فَلَمَّا تَقَاتَلُواهُمْ وَلِئِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮. এটা হচ্ছে তোমাদের (ব্যাপারে আমার কৌশল), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ ۝۳৮

১৯. (হে কাফেররা,) তোমরা একটা সিদ্ধান্ত চেয়েছিলে, হাঁ, সে সিদ্ধান্ত (-কর মুহূর্তটি) তোমাদের সামনে এসে গেছে, যদি এখনও তোমরা (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকতে চাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, তোমরা যদি (আবার যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসো, তাহলে আমরাও ফিরে আসবো, আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতো বেশীই হোক না কেন তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ؕ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ؕ وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ ؕ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۳৯

২
ককু

২০. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, তোমরা তো (সব কিছুই) শুনতে পাচ্ছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝۴০

২১. তোমরা তাদের মতো হয়ে না যারা (মুখে) বলে, হাঁ, আমরা (নবীর কথা) শুনলাম, কিন্তু তারা (কার্যত) কিছুই শোনে না।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝৪১

২২. আল্লাহ তায়ালায় কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই বধির ও মূক (মানুষগুলো), যারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) কিছু বুঝে না।

اِنَّ شَرَّ الدِّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّرُّمُ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝৪২

২৩. আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, এদের ভেতর কোনো ভালো (গুণ) আছে, তাহলে তিনি তাদের (হেদায়াতের কথা) শোনাতে; (অবশ্য) তিনি তাদের শোনাতেও তারা উপেক্ষাই করতো।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَّعْرُضُوْنَ ۝৪৩

২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও- যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন, যা তোমাদের (সত্যিকার অর্থে) জীবন দান করবে, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেন; (এটাও জেনে রেখো) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ؕ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهُۥ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝৪৪

২৫. তোমরা (আল্লাহদ্রোহিতার) সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার শাস্তি- যারা তোমাদের মধ্যে যালেম শুধু তাদের জন্যেই নিদৃষ্ট থাকবে না, আরো জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيْبُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ؕ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝৪৫

২৬. স্মরণ করো, যখন তোমরা (সংখ্যায়) ছিলে কম, যমীনে তোমাদের অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হতো,

وَازْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعِفُوْنَ فِي الْاَرْضِ

তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে (আতংকিত) থাকতে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর এসে চড়াও হবে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (একটি ভূখণ্ডে এনে) আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তিনি তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেযেক দান করলেন, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর নেয়ামতের) শৌকর আদায় করবে।

تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَأَوْكِرُوا
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٩﴾

২৭. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসুলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খেয়ানত করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

২৮. জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালা) পরীক্ষামাত্র, (আর যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাছের মহা প্রতিদান রয়েছে।

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

২৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে (ন্যায় অন্যায়ের মাঝে) পার্থক্য নির্ণয়কারী (মাপকাঠি) দান করবেন, তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়ো দানের অধিকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ
لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٢﴾

৩০. (স্মরণ করো,) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (আপন ভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে; তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, আল্লাহ তায়ালাও (তোমাকে উদ্ধারের) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কৌশলী।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيْمُكِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩১. যখন তাদের সামনে আমার কোনো আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন তারা বলতো, (হাঁ) আমরা একথা (আগেও) শুনেছি, আমরা চাইলে এ ধরনের কথা তো আমরাও বলতে পারি, এগুলো তো আগের লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ
سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ
هَذَا إِلَّا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٤﴾

৩২. তারা যখন বলেছিলো, হে আল্লাহ তায়ালা, এই কিতাব যদি তোমার কাছ থেকে পাঠানো সত্য (কিতাব) হয়, তাহলে (একে অমান্য করার কারণে) তুমি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো, কিংবা তুমি আমাদের ওপর কোনো কঠিন শাস্তি পাঠিয়ে দাও।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ
السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৩. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোনো আযাব দেবেন, অথচ তুমি (সহশরীরে) তাদের মধ্যে (বর্তমান) রয়েছো; আর আল্লাহ তায়ালা এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন, অথচ তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَ ظَالِمٍ أَوْ فَاسِقٍ يُسْتَفْعَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৪. কেনই বা আল্লাহ তায়ালা তাদের আযাব দেবেন না- যখন তারা (আল্লাহর বান্দাদের) মাসজিদুল হারামে আসার পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তো এর অভিভাবকও নয়; এ ঘরের (আসল) অভিভাবক হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটা) জানে না।

وَمَا لَهُمْ آلَا يَعْلَمُوا بِمِصْرٍ آلِهَ ۚ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এ ঘরের পাশে তাদের নামায কিছু শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) এখন তোমরা তোমাদের কুফরী কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করো।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. যারা কুফরী করেছে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ (এ পথেই) ব্যয় করেছে, (এর দ্বারা) মানুষদের তারা আল্লাহ তায়ালায় পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে; এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরো ব্যয় করতে থাকবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা)-টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে, অতপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরী করেছে আখেরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আল্লাহ তায়ালা যেন (এর দ্বারা) ভালোকে খারাপ থেকে পৃথক করে দিতে পারেন এবং খারাপগুলোর একটাকে আরেকটার ওপর রেখে সবগুলো এক জায়গায় স্তূপীকৃত করবেন, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন; (মূলত) এ লোকগুলো সেদিন (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا ۖ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (হে মোহাম্মদ,) যারা কুফরী করেছে তাদের ভূমি বলো, তারা যদি এ থেকে ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে, তবে যদি তারা (খারাপ কাজের দিকেই) ফিরে যায়, তাহলে তাদের (সামনে) আগের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো আছেই!

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (কুফরীর) ফেতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, (হাঁ,) তারা যদি (কুফর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষকারী।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّيْنِ كُلِّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক; কতো উত্তম সাহায্যকারী!

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰكُمْ ۖ نَعِمَ الْوَلٰی وَنَعِمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾



৪১. (হে মোমেনরা,) তোমরা জেনে রেখো, যুদ্ধে তোমরা যে সব জিনিস গনিমত (হিসেবে) হাসিল করেছো, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, রসূলের জন্যে, (তাঁর) স্বজনদের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মেসকীনদের জন্যে ও পথচারী মোসাফেরদের জন্যে। তোমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করো এবং (বিশ্বাস করো বিজয় সম্পর্কিত) সে বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন—একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছিলাম; (তাহলে জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

৪২. (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা যখন উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিলে, (তখন) তারা ছিলো দূর প্রান্তে, আর কাফেলা ছিলো তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে; যদি তোমরা আগেই তাদের সাথে কোনো (চুক্তির) সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তাহলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা অবশ্যই মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ঘটানো তাঁর মনযুর ছিলো, (তিনি চাইলেন) যে দলটি ধ্বংস হবে সেটি যেন সত্য (মিথ্যা) স্পষ্ট হওয়ার পরই ধ্বংস হয়, আবার যে দলটি বেঁচে থাকবে সেটিও যেন সত্যাসত্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدَّةِ
الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ
وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ
مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ
عَلِيمٌ ⑨

৪৩. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন, (তখন) যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন; তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (এটা না করে তোমাদের) নিরাপদ করে দিয়েছেন; তিনি মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকৈফহাল রয়েছেন।

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ
أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ⑩

৪৪. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের সামনাসামনি হলে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যাকে কম (করে) দেখালেন এবং তাদের চোখেও তিনি তোমাদের (সংখ্যা) দেখালেন কম, যেন আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটিয়ে দেখান যা কিছু তিনি ঘটাতে চান; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা দিকেই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي
أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَىٰ
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑪

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً

তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করবে, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

فَاتَّبِعُوا وَأُذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨٧﴾

৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيكُكُمْ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٨﴾

৪৭. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যারা অহংকার ও লোকদের (নিজেদের শান-শওকত) দেখানোর জন্যে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষদের যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (মূলত) তাদের সমুদয় কার্যকলাপই আল্লাহ তায়ালার পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٨٩﴾

৪৮. যখন শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে তাদের বলেছিলো, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পাশে আছি, অতপর যখন উভয় দল সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি, (কেননা) আল্লাহ তায়ালার হাচ্ছেন কঠোর শাস্তিদাতা।

وَإِذْ زَيْنَ لَهْمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَّا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَةِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِرِءٍ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٠﴾

৪৯. মোনাফেক ও তাদের দলবল- যাদের দিলে (গোমরাহীর) ব্যাধি রয়েছে, যখন তারা বললো, তাদের দ্বীনই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে; (আসলে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۖ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩١﴾

৫০. তুমি যদি (সত্যিই) সেই অবস্থাটা দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং বলছিলো), তোমরা আগুনের আযাব উপভোগ করো।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩٢﴾

৫১. (আসলে) এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের উভয় হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছিলে, আল্লাহ তায়ালার কখনো তাঁর বান্দার ওপর যুলুম করেন না,

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٩٣﴾

৫২. (এরা হচ্ছে) ফেরাউনের আপনজন ও তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই; তারা আল্লাহ তায়ালায় আয়াতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের গুনাহের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদানকারী।

كَذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَ اللّٰهُ مِنْ نُّوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫৩. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত (তাদের জন্যে) তাঁর সে নেয়ামত বদলে দেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَسَرِيْكَ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بَاَنْفُسِهِمْ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪. (এরা হচ্ছে) ফেরাউন, তার স্বজন ও তাদের আগের লোকদের মতো; যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতপর আমি তাদের (কুফরীর) অপরাধের জন্যে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফেরাউনের স্বজনদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, (মূলত) তারা সবাই ছিলো যালেম।

كَذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِنُوبِهِمْ وَاَعْرَقْنٰ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. নিশ্চয়ই (আল্লাহর) যমীনে (বিচরণশীল) জীবের মধ্যে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে অতপর তারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে না।

اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. (তারাও নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম,) যাদের সাথে তুমি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছো, অতপর তারা প্রতিবারই সে চুক্তি ভংগ করেছে এবং তারা (কাউকেই) পরোয়া করেনি।

الَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. অতএব এ লোকদের যখনি তুমি ধরতে পারো, তাহলে তাদের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে (এমনভাবে) শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পরবর্তী বাহিনী (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করে।

فَاَمَّا تَتَثَقَّفُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهٖمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা হয়, তাহলে (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি তুমি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর ছুঁড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰاَنَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخٰاِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. কাফেররা যেন কখনো এ ধারণা না করে যে, ওরা (তোমাদের পেছনে ফেলে নিজেরা) এগিয়ে গেছে; (মনে রেখো,) তারা কখনো (তোমাদের) অক্ষম করে দিতে পারবে না।

وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبْقُوْا ۚ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. তাদের (সাথে মোকাবেলার) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দূশমন ও তোমাদের দূশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন; আল্লাহ তায়ালায় পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

وَمِنْ رَبِّهِ الْخَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلِبُونَ ﴿٥٠﴾

৬১. (হে নবী) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে যাবে এবং সব সময়ই আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনে, (সব কিছু) দেখেন।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾

৬২. আর যদি কখনো তারা (সন্ধির আড়ালে) তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে (জেনে রেখো) তোমার জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; তিনি তাঁর (সরাসরি) সাহায্য ও মোমেনদের দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন,

وَإِنْ يَرِيْدُوا أَنْ يَخُدُّوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي آتَىٰكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

৬৩. আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরসমূহের মাঝে পারস্পরিক (ভালোবাসা ও) সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন; অথচ তুমি যদি দুনিয়ার সবকিছু ব্যয় করতে, তবু তুমি এদের অন্তরের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই এদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন; অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٣﴾

৬৪. হে নবী, তোমার জন্যে এবং মোমেনদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো, (মনে রেখো) তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দুশ' লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ' হয় তাহলে তারা কাফেরদের এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, কেননা তারা হচ্ছে এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥٥﴾

৬৬. (এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দৃষ্টিভ্রান্ত) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে; (অতপর) তোমাদের মধ্যে যদি একশ' ধৈর্যশীল মানুষ থাকে

أَلَنْ يَخَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ

তাহলে তারা দুশ'র ওপর বিজয়ী হবে, আবার যদি থাকে তোমাদের এক হাজার ধৈর্যশীল ব্যক্তি, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালায় হুকুমে বিজয়ী হবে দু'হাজার লোকের ওপর; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. কোনো নবীর পক্ষেই এটা শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দীরা থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যমীনে (আল্লাহর দূশমনদের) রক্তপাত ঘটাবে; (আসলে) তোমরা তো দুনিয়ার (সামান্য) স্বার্থটুকুই চাও, আর আল্লাহ তায়ালা চান (তোমাদের) আখেরাত; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮. যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে পূর্বের কোনো (ফরমান) লেখা না থাকতো, তাহলে (বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা) যা কিছু নিয়েছো, তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের আঘাব তোমাদের পাকড়াও করতো।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. অতপর যা কিছু তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, (নিসংকোচে) তোমরা তা খাও, (তা) হালাল ও পবিত্র, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

৭০. হে নবী, তোমার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে যে, তাদের তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি জানতে পান যে, তোমাদের দিলে ভালো কিছু গ্রহণের যোগ্যতা আছে, তাহলে তিনি তোমাদের (ঈমানের) এমন এক কল্যাণ দান করবেন- তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) নেয়া হয়েছে যা তার চাইতে অনেক ভালো এবং তিনি তোমাদের (গুনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়ালবান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۖ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ۚ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় (তাহলে তুমি ভেবো না), এরা তো এর আগে আল্লাহ তায়ালায় সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অতপর (এর শাস্তি হিসেবে) তিনি তোমাদের হাতে বন্দি প্রেফতার করিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জ্ঞানবান, কুশলী।

وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু; (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُوَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهَمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا ۚ

(তবে কখনো) যদি তারা (একান্ত) দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে; (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

وَأِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ الْأَعْلَىٰ قَوْمَ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٩٧﴾

৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরা যদি (একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে আল্লাহর যমীনে ফেতনা-ফাসাদ ও বড়ো ধরনের বিপর্যয় (সৃষ্টি) হবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
فَسَادَ كَثِيرٌ ﴿٩٨﴾

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, (ঈমানের জন্যেই) হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মোমেন; এদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালা) ক্ষমা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ
لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَوْوُوا وَنَصَرُوا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٩٩﴾

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তারাও একে অন্যের বেশী হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক ওয়াক্ফহাল।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا
وَجْهَهُمْ لِمَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿١০০﴾

১০
ককআয়াত ১২৯
রুকু ১৬

(এই সূরায় বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ)

সূরা আত্ তাওবা
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (হে মুসলমানরা,) মোশরেকদের সাথে তোমরা যে (সন্ধি) চুক্তি সম্পাদন করেছিলে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের (আজ তা থেকে) অব্যাহতি (দেয়া হলো)।

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عٰهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١০১﴾

২. অতপর (হে মোশরেকরা), তোমরা (আরো) চার মাস পর্যন্ত (এ পবিত্র) ভূখণ্ডে চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের অপমানিত করবেন।

فَسَيَحْكُمُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ
وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ
اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿١০২﴾

৩. মহান হজ্জের (এ) দিনে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ঘোষণা (এই যে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোশরেকদের (সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাধ্যবাধকতা) থেকে মুক্ত এবং (মুক্ত) তাঁর রসূলও; (হে মোশরেকরা,) যদি তোমরা (এখনো) তাওবা করো তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না; (হে নবী,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও,

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْزِيٍّ بِاللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ③

৪. তবে মোশরেকদের মাঝে সেসব লোকের কথা আলাদা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, অতপর তারা (সে চুক্তি রক্ষায়) এতোটুকুও ত্রুটি করেনি- না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি তাদের (নিদৃষ্ট) মেয়াদ (শেষ হওয়া) পর্যন্ত তোমরা মেনে চলবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدُكُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ④

৫. অতপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মোশরেকদের তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের (ধরার) জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাকবে, তবে এরপরও তারা যদি তাওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, বড়ো দয়াময়।

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

৬. মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহ তায়ালা বাণী শুনতে পায়, অতপর তুমি তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে; (এটা) এ জন্যেই যে, এরা (আসলেই) এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা (সত্যের) কিছুই জানে না।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

৭. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে মোশরেকদের (এ) চুক্তি কিভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের পাশে (বসে) তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের কথা আলাদা), যতোক্ফণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে (সম্পাদিত এ) চুক্তির ওপর বহাল থাকবে, ততোক্ফণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের সাথে (সম্পাদিত চুক্তিতে) বহাল থেকে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑦

৮. কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে?) এরা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তারা (যেমন) আত্মীয়তার তোয়াক্কা করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও তারা দেবে না; তারা (শুধু) মুখ দিয়েই তোমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা মেনে নেয় না, (মূলত) এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ফাসেক,

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿٧﴾

৯. এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং (মানুষকে) তাঁর পথ থেকে দূরে রেখেছে; নিশ্চয়ই এটা খুব জঘন্য কাজ, যা তারা করছিলো।

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

১০. ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোনো অংগীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না; (মূলত) এরা হচ্ছে সীমালংঘনকারী।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿٩﴾

১১. যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই; আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যা) বুঝতে পারে।

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْا أَنْكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفَصِّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

১২. তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্বেষ করে, তাহলে তোমরা কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ঘোষণা) করো, কেননা তাদের জন্যে (তখন) আর কোনো চুক্তিই (বহাল) নেই, আশা করা যায় তারা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবে।

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ يُنْتَهُونَ ﴿١١﴾

১৩. তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা (বার বার) নিজেদের অংগীকার ভংগ করেছে! যারা রসূলকে (তাঁর দেশ থেকে) বের করার সংকল্প করেছে এবং তারা ই প্রথম (তোমাদের ওপর হামলা) শুরু করেছে; তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী ভয় করা।

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَرُوا بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُواكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি মোমেন সম্প্রদায়ের অন্তরগুলোকেও নিরাময় করে দেবেন,

قَاتِلُوا هُمُ يَعْنِي اللَّهُ بِأَيِّدٍ يُكْرِمُ وَيُكَزِّهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

১৫. তিনি (এর দ্বারা) তাদের দিলের ক্ষোভ বিদূরিত করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে চাইবেন তার

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ

প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন; আল্লাহ তায়ালা সুবিজ্ঞ কুশলী।

عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

১৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদের (এমনিই) ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ (এখনো) আল্লাহ তায়ালা পরখ করে নেননি যে, তোমাদের মাঝে কারা (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের ছাড়া অন্য কাউকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি, (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذْ أُولَٰئِكَ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭. মোশরেকদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা আল্লাহ তায়ালায় মাসজিদ আবাদ করবে, তারা তো নিজেরাই নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে; মূলত এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের যাবতীয় কর্মকান্ড বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোষখের আগুনেই কাটাবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালায় (ঘর) মাসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় এরা হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘর আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো— যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালায় রাস্তায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালায় ওপর) ঈমান এনেছে, (তাঁর জন্যেই) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালায় পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালায় কাছে সবার চাইতে বড়ো এবং এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের রব তাদের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি ও এমন এক (সুরম্য) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামতের সামগ্রীসমূহ মজুদ রয়েছে,

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

২২. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালায় কাছে (মোমেনদের জন্যে) মহাপুরস্কার (সংরক্ষিত) রয়েছে।

خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

২৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরে, যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফরীকে (প্রাধান্য দিতে) বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা (সুস্পষ্ট) যালেম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. (হে নবী) তুমি বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন, তোমাদের বংশ-গোত্র এবং তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য- যা লোকসান হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়িঘরসমূহ, যা তোমরা পছন্দ করো- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চাইতে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালায় (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. আল্লাহ তায়ালা তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হোনায়নের দিনে, (সেদিন) যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করে দিয়েছিলো, অথচ সংখ্যার (এ) বিপুলতা তোমাদের (তখন) কোনোই কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও (সেদিন) তোমাদের ওপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, অতপর তোমরা ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েও গেলে।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلِمِ تَغِيِبَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مِّدْيَنَ ﴿٢٥﴾

২৬. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও মোমেনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন, (ময়দানে) তিনি এমন এক লশকর (বাহিনী) পাঠালেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং (তাদের দিয়ে) তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, এই হচ্ছে তাদের (যথাযথ) পাওনা।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. এর পরও আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে তাওবা করার তাওফীক দেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৮. হে ঈমানদাররা! মোশরেকরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, অতএব (এ নাপাকী নিয়ে) তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো পবিত্র মাসজিদের কাছে না আসে, (তাদের না আসার কারণে) তোমরা যদি (আশু) দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে (জেনে রেখো), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও কুশলী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ مُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯. যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম (বলে স্বীকার) করে না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় (আনুগত্যের কর হিসেবে) জিযিয়া দিতে শুরু করে।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُسِرُّونَ ﴿٢٩﴾

৩০. ইহুদীরা বলে ওযায়র আল্লাহর পুত্র, (আবার) খৃষ্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র; (আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা কুফরী করেছে, (এসব কথার মাধ্যমে) এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র; আল্লাহ তায়ালা এদের ধ্বংস করুন, (তাকিয়ে দেখো) এদের কিভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتُمُ اللَّهَ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত, তাদের পীর-দরবেশদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (মাবুদ বানিয়ে রেখেছে) মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও, অথচ এক ইলাহ ছাড়া এদের অন্য কারোই বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

৩২. এরা তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নূরকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর মনে হয়।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবনবিধান সহকারে তাঁর

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ

রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ (বিধান)-কে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, মোশরেকরা (এ বিজয়কে) যতো খারাপই মনে করুক না কেন!

الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٢٩﴾

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই (আহলে কিতাবদের মাঝে) এমন বহু পণ্ডিত ও ফকির-দরবেশ আছে, যারা অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বান্দাদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (এদের মাঝে) যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. যেদিন (পুঞ্জীভূত) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে (যারা এগুলো জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (এঁকে) দেয়া হবে (এবং তাদের বলা হবে), এ হচ্ছে তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো।

يَوْمَآ يُكْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُومٌ بِهَا جَبَاهُمُومٌ وَجُنُوبُهُمُومٌ وَظُهُورُهُمُومٌ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তায়ালা বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি, (এটা) রয়েছে আল্লাহ তায়ালা কিতাবে, এ (বারোটি)-র মধ্যে চারটি হচ্ছে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) নিষিদ্ধ মাস; এটা (আল্লাহর প্রণীত) নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব তার ভেতরে (হানাহানি করে) তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না, তোমরা এক সাথে মিলিত হয়ে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করবে, যেমনিভাবে তারাও এক সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; জেনে রেখো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছে।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَآ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرًّا ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. নিষিদ্ধ মাসকে হীন স্বার্থে মূলতবি করা কিংবা তা আগ পাছ করা তো কুফরীরা মাত্রা বৃদ্ধি (করার শামিল), এর ফলে কাফেরদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়, এ লোকেরা এক বছর কোনো মাসকে (প্রয়োজনে) হালাল করে নেয়, আবার (পরবর্তী) বছরে কোনো মাসকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়, যেন এভাবে আল্লাহ তায়ালা যে মাসগুলো হারাম করেছেন তার সংখ্যাও পূর্ণ হয় যায়, আবার আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তাও (মাঝে মাঝে) হালাল করে নেয়া যায়;

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤْطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ

(বস্তুত) তাদের অন্যায় কাজগুলোকে (এভাবেই) তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।

زَيْنَ لَهْمُ سَوْءَ أَعْمَالِهِمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٩﴾

৩৮. হে ঈমানদাররা, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশী সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদণ্ডে) দুনিয়ার মালসামান্য নিতান্তই কম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٨٠﴾

৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা তিনি বদল করে দেবেন, তোমরা তাঁর কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

لَا تَنْفِرُوا يَعْزِبُ بِكُمْ عَنْ آبَاءِ الْيَمَانِ ۖ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨١﴾

৪০. (হে মোমেনরা,) তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করো তাহলে (আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে সাহায্য করবেন) আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে তার ভিটে-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো- (বিশেষ করে) যখন সে ছিলো মাত্র দু'জনের মধ্যে একজন, (তাও আবার) তারা দু'জন ছিলো (অন্ধকার এক) গুহার মধ্যে, সে (নবী) যখন তার সাথীকে বলছিলো, কোনো দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করে তাকে সাহায্য) করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অমান্য করেছে, তিনি তাদের (যাবতীয়) বক্তব্য নীচু করে দিলেন, (পরিশেষে) আল্লাহ তায়ালা কথাই ওপরে (থাকে); আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٨٢﴾

৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো- কম হোক কিংবা বেশী (রণসম্মারে) হোক এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালা পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٣﴾

৪২. (হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) সফর সহজ সুগম,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ۖ

তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার অনুসরণ করতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ (যাত্রাপথ) অনেক দীর্ঘ (ও দুর্গম) ঠেকছে; তারা অচিরেই আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা যদি সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের হতাম, (মিথ্যা অজুহাত পেশ করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা আসলেই মিথ্যাবাদী।

لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ ۖ وَسَيَكْفُونَ بِاللهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۖ يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ﴿٨٣﴾

৪৩. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করুন, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী— এ বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট হওয়ার আগে তুমি কেন তাদের (যুদ্ধে যাওয়া থেকে) অব্যাহতি দিলে?

عَفَا اللهُ عَنْكَ ۖ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاِبِينَ ﴿٨٣﴾

৪৪. যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্যে তোমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইতে আসবে না; আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) সেসব লোককে জানেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٨٤﴾

৪৫. (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অব্যাহতি চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন সংশয়যুক্ত, আর তারা নিজেরাও সংশয়ে দৌলুমান থাকে।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٨٥﴾

৪৬. যদি এরা (তোমার সাথে) বের হতেই চাইতো, তাহলে তারা সে জন্যে প্রস্তুতি নিতো, কিন্তু ওদের (এ) যাত্রাটা আল্লাহ তায়ালা মনোপূত হয়নি; তাই তিনি তাদের (এ থেকে) বিরত রাখলেন, (তাদের যেন) বলে দেয়া হলো, যারা পেছনে বসে আছে তোমরাও তাদের সাথে বসে থাকো।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۚ وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيَّيْنَ ﴿٨٦﴾

৪৭. ওরা তোমাদের মাঝে বের হলে তা তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিতো এবং তোমাদের সমাজে নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির জন্যে (এদিক-সেদিক) ছুটাছুটি করতো, (তা ছাড়া) তোমাদের মধ্যেও তো তাদের কথা আত্মহের সাথে শোনার মতো (গুণ্ডাচর কিংবা দুর্বল ঈমানের) লোক আছে, আল্লাহ তায়ালা (এসব) যালেমদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا أَوْضَعُوا خِلْفَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهْمُ ۖ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

৪৮. এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমার পরিকল্পনাগুলো পালটে দেয়ার চক্রান্ত করেছিলো, শেষ পর্যন্ত ন্যায় (ও ইনসাফ তাদের কাছে) এসে হাযির হলো এবং আল্লাহ তায়ালা ফয়সালাই (চূড়ান্তভাবে) বিজয়ী হলো, যদিও তারা (এ বিজয়কে) পছন্দ করে না!

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَرِهُونِ ﴿٨٨﴾

৪৯. তাদের ভেতর এমন কিছু মানুষও আছে, যারা বলে, (হে নবী, যুদ্ধে যাওয়া থেকে তুমি) আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে তুমি (কোনো লোভের) মসিবতে ফেলো না; জেনে রেখো, এরা তো (আগে থেকেই নানা) মসিবতে পড়ে আছে; আর জাহান্নাম তো কাফেরদের (বড়ো মসিবতের মতোই) ঘিরে রেখেছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ
اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ
لَكِهِيظَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তোমাকে যদি কখনো কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে (এতে) তাদের দুঃখ হয়, আবার তোমার কোনো বিপদ ঘটলে তারা বলে, (হাঁ, আমরা জানতাম, তাই) আমরা আগেই আমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলাম, অতপর তারা উৎফুল্ল চিত্তে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে।

اِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِيبْكَ
مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ
قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. তুমি বলো, (আসলে কল্যাণ অকল্যাণ) কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না- হবে শুধু তাই যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আর যারা মোমেন তাদের তো শুধু আল্লাহ তায়ালা ওপরই ভরসা করা উচিত।

قُلْ لَّنْ يَّصِيبُنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ
هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. আমাদের ব্যাপারে তোমরা কি (বিজয় ও শাহাদাত এ) দুটো কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো? কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা যা কিছুর প্রতীক্ষা করছি তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিজে থেকে তোমাদের আযাব দেবেন, কিংবা আমাদের হাত দিয়ে (তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন), হাঁ, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدٰى
الْحُسْنَيْنِيْنَ ۚ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ
يَّصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ
بَاٰيٍ يِّنَا ۚ فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ
مُتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের লোকদের) বলো, ধন-সম্পদ আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করো, কোনো অবস্থায়ই তা তোমাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না; তোমরা অবশ্যই একটি নাফরমান জাতি।

قُلْ اَنْفَقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يَّتَقَبَّلَ
مِنْكُمْ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তাদের এ অর্থ-সম্পদ কবুল না হওয়াকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অমান্য করেছে, তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা থাকে একান্ত অলস, আর তারা অর্থ ব্যয় করে ঠিকই, কিন্তু তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার সাথে।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ اِلَّا
اَنْهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرِسُوْلِهٖٓ وَلَا يَأْتُوْنَ
الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ
اِلَّا وَهُمْ كَرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. সুতরাং (হে নবী), ওদের মাল-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি যেন তোমাকে কখনো আশ্চর্যান্বিত না করে,

فَلَا تَعْجَبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ۚ

আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে আযাব দিতে চান; আর যখন তাদের জান বের হয়ে যাবে তখন তারা কাফের অবস্থায়ই থাকবে।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٩٥﴾

৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালা নামে কসম করে বলে, নিসন্দেহে এরা তোমাদের দলের লোক (আসলে); এরা কখনোই তোমাদের লোক নয়, এরা হচ্ছে সত্যি একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি।

وَيَكْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَكُمْ مُنْكَرٌ وَمَا هُمْ
مِنْكُمْ وَلَكِنْهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٩٦﴾

৫৭. তারা যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার) কোনো গিরিগুহা- অথবা ঢুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা সেদিকে দ্রুত পালিয়ে যাবে, মনে হবে তারা রশি ছিঁড়ে পালাচ্ছে।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَخْلَأً
لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٩٧﴾

৫৮. এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা অনুদানের (ভাগ-বন্টনের) ব্যাপারে তোমার ওপর দোষারোপ করে, (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার যদি তা থেকে তাদের কিছু দেয়া না হয় তাহলে তারা বিস্কন্ধ হয়ে ওঠে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ
أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا
إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴿٩٨﴾

৫৯. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদের যা দিয়েছেন যদি তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হতো তারা (যদি) বলতো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনন্ত ভান্ডার থেকে আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের দান করবেন, অবশ্যই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি।

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا اتَّخَذَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٩٩﴾

৭
ককু

৬০. ‘সাদাকা’ (যাকাত) হচ্ছে ফকীর- মেসকীনদের জন্যে, এর (ব্যবস্থাপনার) ওপর নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তর্করণ (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী (করা প্রয়োজন) তাদের জন্যে, গোলামী থেকে আযাদ করার মধ্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা পথে ও মোসাফেরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা হবে); এটা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ, কুশলী।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ
فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾

৬১. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়;

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

তারা বলে, এ ব্যক্তি কান (-কথায় বিশ্বাস করে, হে নবী), তুমি বলো, (তার) কান (তাই শোনে- যা) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; সে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাস করে, মোমেনদের ওপর বিশ্বাস রাখে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সে তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালা) রহমত; যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ خَيْرٍ لِّكُم يَوْمَئِذٍ بِٱللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُوذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

৬২. এরা তোমাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নামে শপথ করে, (অথচ) এরা যদি মোমেন হতো তাহলে (এরা বুঝতো যে,) তাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অধিকারই হচ্ছে বেশী।

يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَئِذَا لِمُزْوَكَرٌ ۖ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এরা কি একথা জানে না, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিদ্রোহ করে- তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তা (হবে তার জন্যে) চরম লাঞ্ছনা।

ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ لِمَآ أَفْعَلُ لَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ فَنَآرُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْجَزَى ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৪. মোনাফেকরা আশংকা করে, তোমাদের ওপর এমন কোনো সূরা নাযিল হয়ে পড়ে কিনা, যা সেসব কিছু ফাস করে দেবে যা তাদের মনের ভেতরে (লুকিয়ে) আছে; (হে নবী,) তুমি বলো, (হাঁ তোমরা) বিদ্রূপ করে নাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এমন) সব কিছু ফাস করে দেবেন, যার তোমরা আশংকা করছো।

يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تَنبِيْهُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ ٱسْتَهْزِءُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَكْذُرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো তারা অবশ্যই বলবে (না), আমরা তো এমনি অর্থহীন কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র, তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের সাথেই বিদ্রূপ করছিলে?

وَلَكِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. (হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না, (একবার) তোমাদের ঈমান আনার পর তোমরা (পুনরায়) কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আমি যদি তোমাদের একদলকে (ঈমানের কারণে) ক্ষমা করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (কুফরীর জন্যে) কঠোর শাস্তিও দিতে পারি, কারণ এরা ছিলো জঘন্য অপরাধী।

لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, এরা একে অপরের লোক। তারা (উভয়েই মানুষদের) অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং (আল্লাহ তায়ালা) পথে খরচ করার ব্যাপারে)

ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ مَّيْمُونُونَ بِٱلْمَنكَرِ وَيَنهَوْنَ

উভয়েই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে; তারা (যেমন এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, তিনিও (তেমনি আখেরাতে) তাদের ভুলে যাবেন; নিসন্দেহে মোনাফেকরা সবাই পাপিষ্ঠ।

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبُضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٩﴾

৬৮. আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক নারী এবং কাফেরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল (জ্বলতে) থাকবে; এ (আগুনই) হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালায় গযব (নাযিল হোক), ওদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. (তোমরা) তাদেরই মতো, যারা তোমাদের আগে এখানে (প্রতিষ্ঠিত) ছিলো, তারা শক্তিতে ছিলো তোমাদের চাইতে প্রবল, ধন-সম্পদ, সম্ভান-সম্মতি তাদের তোমাদের চাইতে ছিলো বেশী; দুনিয়ার যে ভোগ-বিলাস তাদের ভাগে ছিলো তা তারা ভোগ করে গেছে, অতপর তোমাদের ভাগে যা ছিলো তোমরাও তা ভোগ করছো, যেমনি করে তোমাদের আগের লোকেরা তাদের যে পরিমাণ ভোগ করার ছিলো তা শেষ করে গেছে, তারা যেমন অনর্থক কাজ করতো, তোমরাও তেমনি অর্থহীন কাজ করছো; এরা হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া-আখেরাতে যাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَائِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. এদের কাছে কি আগের লোকদের খবর পৌছেনি? নূহের জাতির, আদ জাতির, সামূদ জাতির (কীর্তিকলাপ?) ইবরাহীম, মাদইয়ানবাসী (নবী) ও সে বিধ্বংস জনবসতির কথা? এদের কাছে তাদের রসূলরা (আল্লাহ তায়ালায়) সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, (নবী না পাঠিয়ে কাউকে আযাব দেয়ার) অবিচার তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো করতে পারেন না, বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

الْأَرْيَاءَ تِهِمْ نَبَاَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. (অপরদিকে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা একে অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَمُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

(সব কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী।

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩٦﴾

৭২. (এ ধরনের) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ নিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, জান্নাতে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো (নেয়ামত) হবে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি; এটাই হবে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩٧﴾

৭৩. হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো- ওদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো, এদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম; (জাহান্নাম) কতোই না নিকৃষ্ট স্থান!

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩٨﴾

৭৪. এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (হাঁ) কুফরী শব্দ এরা অবশ্যই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা কুফরী করেছে, এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছিলো যা তারা কখনো করতে পারেনি, (এরপরও) তাদের প্রতিশোধ নেয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনশালী করে দিয়েছিলেন, (এখনও) যদি এরা তাওবা করে, তাহলে এটা তাদের জন্যেই ভালো হবে, আর যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কঠিন আযাব দেবেন এবং (উপরন্তু এ) যমীনে তাদের কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أُولَاٰئِكَ لَرَيْنَالُوا ۚ وَمَنْ لَّيْئِلُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَالُهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٩٩﴾

৭৫. ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলো, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই (আল্লাহর পথে) দান করবো এবং অবশ্যই আমরা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَمِلَ اللَّهُ لَهُنَّ أُتْنًا مِّنْ فَضْلِهِ لَنَصَلَّنَّ ۚ وَلَكِنَّ كَوْنَهُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

৭৬. অতপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (তার সাথে) কার্পণ্য করলো

فَلَمَّا أُتْمِرْنَ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلْنَ بِهِ

এবং (আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা ফিরে এলো।

وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرُضُونَ ﴿٩٦﴾

৭৭. অতপর তিনি তাদের অন্তরে মোনাফেকী বদ্ধমূল করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, এটা এ কারণে, এরা আল্লাহ তায়ালায় কাছে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভংগ করেছে এবং এরা মিথ্যা বলেছে।

فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٩٧﴾

৭৮. এরা কি একথা জানতো না, তাদের সব গোপন কথা ও সব সলাপরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গায়ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত,

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٩٨﴾

৭৯. যারা সেসব ঈমানদার ব্যক্তিদের দোষারোপ করে, যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আত্মহের সাথে (আল্লাহ তায়ালায় পথে) দান করে এবং যারা (দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, তাদের সাথেও এ লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করে; (মূলত) এদের স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বিদ্রূপ করতে থাকেন, (পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

أَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٩﴾

৮০. (হে নবী,) এদের জন্যে তুমি (আল্লাহ তায়ালায় কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো (দুটোই সমান); তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাও, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না; কেননা, এরা (জেনে-বুঝে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের হেদায়াত করেন না।

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٠﴾

৮১. যাদের পেছনে ফেলে রাখা হলো, তারা (যুদ্ধে না গিয়ে) আল্লাহর রসূলের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়ে গেলো, তারা তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাটাকে পছন্দ করলো না, তারা বললো, (এ ভীষণ) গরমে তোমরা অভিযানে যেও না; (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চাইতেও বেশী গরম; (কতো ভাল হতো) তারা যদি বুঝতে পারতো!

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِمْ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿١٠١﴾

৮২. অতএব (এ দুনিয়ায়) তাদের কম হাসা উচিত, (অন্যথায় কেয়ামতের দিন) তাদের বেশী কাঁদতে হবে, তারা যা কিছুই অর্জন করেছে তাই হবে তাদের সেদিনের যথার্থ বিনিময়।

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٠٢﴾

৮৩. (এ অভিযানের পর) আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে তাদের কোনো একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন অতপর তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোনো যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না-) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোনো অভিযানে) বের হবে না এবং তোমরা আর আমার সাথে কখনো শত্রুর সাথেও লড়াইবে না; কেননা তোমরা প্রথম বার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও), যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো।

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلْفَيْنِ ﴿٨٣﴾

৮৪. ওদের মধ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তুমি কখনো ওদের কারো (জানাযার) নামায পড়ো না, কখনো তুমি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ো না; কেননা এ ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, এরা না-ফরমান অবস্থায় মরেছে।

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. ওদের ধন-সম্পদ ওদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো বিমুগ্ধ করতে না পারে; মূলত আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ায় (নানা ধরনের) শান্তি দিতে চান এবং এমন এক অবস্থায় তাদের প্রাণ (বায়ু) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফের থাকবে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. যখনি (এমন ধরনের) কোনো সূরা নাযিল হয়, (যেখানে বলা হয়) তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সাথে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) জেহাদ করো, তখনি তাদের বিস্তাশালী ব্যক্তির তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে (হে নবী), আমাদের ছেড়ে দাও, যারা ঘরে বসে আছে আমরাও তাদের সাথে থাকি।

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نْكُنْ مَعَ الْقَعْدِيِّينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. তারা (মূলত) ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে, তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. কিন্তু (আল্লাহর) রসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে; এদের জন্যেই যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে, আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম।

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে বর্ণাধারা প্রবাহমান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; (বস্তুত) এ হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

১১
ককু

৯০. ওযরকামী কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈনও (তোমার কাছে) এসে হাযির হয়েছে, যেন তাদেরও এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, এভাবে সে লোকগুলোও ঘরে বসে থাকলো, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, অচিরেই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯১. যারা দুর্বল (যুদ্ধে শরীক না হওয়ায়), তাদের ওপর (দোষের) কিছু নেই, (দোষ নেই তাদেরও-) যারা অসুস্থ কিংবা যারা (যুদ্ধের) খরচ করার মতো কোনো সম্বল পায়নি, (অবশ্য) এরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হয় (তা ভিন্ন কথা), সৎকর্মশীল মানুষদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯২. (তাদেরও কোনো দোষ নেই) যারা (যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে) তোমার কাছে যখন (যাত্রার) বাহন সরবরাহ করার জন্যে এসেছিলো, তখন তুমি (তাদের) বলেছিলে, তোমাদের জন্যে আমি এমন কিছু পাচ্ছি না, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি, (অতপর) তারা ফিরে গেলো তখনও তাদের চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো, (যুদ্ধের) খরচ যোগাড় করতে না পারায় তারা (ভীষণভাবে) দুঃখিত হলো।

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. মূলত অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা পেছনে পড়ে থাকলো তাদের সাথে (ঘরে বসে) থাকাই তারা পছন্দ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, (মূলত) তারা কিছুই জানে না।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. (যুদ্ধের পর) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে; তখন তারা তোমাদের কাছে ওয়র পেশ করবে, তুমি (তাদের) বলো, (আজ) তোমরা কোনো রকম ওয়র-আপত্তি পেশ করো না, আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তায়ালা (ইতিমধ্যেই) তোমাদের (অন্তরের) সব কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন, অতপর তোমাদের সেই মহান সত্তার কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি (যেমন) জানেন তোমাদের গোপন করে রাখা সব কিছু, (তেমনি) জানেন প্রকাশ্য বিষয়সমূহ, অতপর তিনি (সে আলোকে) তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা কি কাজ করছিলে।

يَعْتَنِرُونَ الْيَكْمَرَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْكُفْرِ ۚ قُلْ لَا تَعْتَنِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمۡ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنۡ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسِيرَىٰ إِلَهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَذَرُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালা নামে কসম করে তোমাদের বলবে, তোমরা যেন তাদের ব্যাপারটা উপেক্ষা করো; (হাঁ) তোমরা ওদের উপেক্ষাই করো; কেননা ওরা হচ্ছে (চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে) নাপাক, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, (দুনিয়ার) তারা যা কিছু করে এসেছে এটাই হচ্ছে তার (যথার্থ) বিনিময়।

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمۡ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَىٰ يَوْمِ لَتَعْرَضُوا عَنْهُمۡ ۚ فَاعْرَضُوا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رَجَسٌ ۚ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. এরা তোমাদের কাছে (এ জনোই) কসম করে যেন তোমরা (পুনরায়) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা যদি (শতবারও) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

يَحْلِفُونَ لَكُمۡ لَتَرْضُوا عَنْهُمۡ ۚ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭. বেদুঈন (আরব) লোকগুলো কুফুর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর (প্রকৃতির), আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর (দ্বীনের) সীমারেখা (সম্বলিত যে বিধানসমূহ) নাযিল করেছেন, সে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষমতাই মনে হয় এদের (মধ্যে) প্রবল; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮. বেদুঈন (আরব)-দের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা (আল্লাহ তায়ালা পথে) কোনো ব্যয় করলে (তাকে) জরিমানা (মনে করে) এবং কালের বিবর্তনে তোমাদের কাছে (কোনো বিপদ-মসিবত) আসুক- তারা এ অপেক্ষায় থাকে; (আসলে) কালের মন্দচক্র তো তাদের ওপর (ছেয়েই আছে; বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمِ الدَّوَائِرَ ۚ وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯. বেদুঈন (আরব)-দের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, (এরা আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করে (তাকে) আল্লাহর নৈকট্য

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُّؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ

ও রসূলের দোয়া (পাওয়ার একটা অবলম্বন হিসেবেই) গ্রহণ করে; হাঁ, আসলেই তা হচ্ছে তাদের জন্যে (আল্লাহর) নৈকট্যলাভের উপায়; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَصَلَوْتَ الرَّسُولَ ۖ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۖ سِيقَ لَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

১২
রুকু

১০০. মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম (দিকে ঈমান এনেছে) এবং পরে যারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে, তিনি তাদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জন্মাত তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর তাই (হবে সেদিনের) সর্বোত্তম সাফল্য।

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥١﴾

১০১. বেদুঈন (আরব)-দের যারা তোমার আশেপাশে (বাস করে), তাদের মধ্যে কিছু কিছু মোনাফেক আছে; আবার (কিছু মোনাফেক) আছে মদীনাবাসীদের মধ্যেও, এরা সবাই (কিন্তু) মোনাফেকীতে সিদ্ধহস্ত। তুমি এদের জানো না; আমি (কিন্তু) এদের জানি, অচিরেই আমি এদের (অপমান ও পরাজয় দ্বারা) দুবার শাস্তি দেবো, অতপর (ধীরে ধীরে) এদের সবাইকে বড়ো আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

وَمِنَ حَوْلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَرَىٰ بُرْهَانَ عَلَىٰ النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٥٢﴾

১০২. আরো কিছু লোক আছে, যারা (অকপটে) নিজেদের গুনাহসমূহের কথা স্বীকার করেছে, (শয়তানের প্ররোচনায়) তারা তাদের নেক কাজকে গুনাহের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে; আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

১০৩. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করো, এটা তাদের পাক-সাফ করে দেবে, তুমিও তাদের তা দিয়ে পরিশোধিত করে দেবে, তুমি তাদের জন্যে দোয়া করবে; অবশ্যই তোমার দোয়া তাদের জন্যে (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনে এবং সব কিছু জানেন।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

১০৪. তারা কি (এ কথাটা) জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা (কতো মহান)! তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾

১০৫. (হে নবী) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করবেন;

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ

অতপর (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে এমন এক সত্তার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি দেখা-অদেখা, জানা-অজানা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছিলে—

وَسْتَرْدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

১০৬. আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে (এখনো) আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের আশা করা হচ্ছে, তিনি তাদের হয় শাস্তি দেবেন, না হয় তিনি তাদের ওপর দয়া পরবশ হবেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালার হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

وَأُخْرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ
وَأِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

১০৭. (মোনাফেকদের—) যারা মাসজিদে ‘ঘেরার’ বানিয়েছে, (তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার) কুফরী করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, (সর্বোপরি) আগে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি (সরবরাহ) করা; এরা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (এটা) করিনি; আল্লাহ তায়ালার (নিজে) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأَرْصَادًا لِلْمَنَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٦١﴾

১০৮. (এবাদাতের উদ্দেশ্যে কখনো) তুমি সেখানে দাঁড়াবে না— যে মাসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে মসজিদের অধিকার বেশী— যে, তুমি সেখানেই দাঁড়াবে, সেখানে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা (ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজেরা সব সময় পাক-পবিত্র হওয়া পছন্দ করে; আর আল্লাহ তায়ালার তো পাক-সাফ লোকদেরই ভালোবাসেন।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى
التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ ۚ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿٦٢﴾

১০৯. যে ব্যক্তি তার (ঘরের) ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির ওপর— সে ব্যক্তি উত্তম, না যে ব্যক্তি তার (ঘরের) ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে পতনোন্মুখ একটি গর্তের কিনারায় এবং যা তাকেসহ (অচিরেই) জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়বে; আল্লাহ তায়ালার যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَّخَذَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

১১০. যে পর্যন্ত না ওদের অন্তরসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে— ততোদিন পর্যন্ত ওরা যা বানিয়েছে তা সব সময়ই তাদের অন্তরে (একটি কাঁটা হয়ে) আটকে থাকবে; আল্লাহ তায়ালার সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً
فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে নিয়েছেন, যেন (এর বিনিময়ে) তাদের জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট থাকে। এরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতপর (এ যুদ্ধে কখনো দুশমনদের) তারা হত্যা করে, (কখনো আবার দুশমনদের হাতে) তারা নিহত হয়।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۚ

তার সাথে (এই) খাঁটি ওয়াদাটি করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে, আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার চুক্তি (সম্পন্ন) করলে তার জন্যে সুসংবাদ গ্রহণ করো, (কেননা) এটি হচ্ছে (এক) মহাসাফল্য।

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٧﴾

১১২. যারা (আল্লাহর দরবারে) তাওবা করে, (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে, (তাঁর) প্রশংসা করে, (তাঁর জন্যে) রোযা রাখে, (তাঁর জন্যে) রুকু-সাজদা করে, (যারা অন্যদের) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, (সর্বোপরি যারা) আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত হালাল-হারামের) সীমা রক্ষা করে; (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের সব) মোমেনদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الْمَالَ ذَرًّا ۖ سَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

১১৩. নবী ও (তাঁর ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্যে কখনো মাগফেরাতের দোয়া করবে, এমনকি যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, (বিশেষ করে) যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা (আসলেই) জাহান্নামের অধিবাসী!

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَٰئِ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٣٩﴾

১১৪. ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্যে মাগফেরাতের ব্যাপারটি একটি ওয়াদার প্রতিপালন করা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, যে (ওয়াদা) সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তাঁর একার জন্যেই, কিন্তু যখন এ কথা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে সত্যি সত্যিই আল্লাহর দূশমন, তখন সে তার (পিতার) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো; অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

১১৫. আল্লাহ তায়ালার এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হেদায়াত দানের পর পুনরায় তিনি তাদের গোমরাহ করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের সুস্পষ্টভাবে (এ কথাটা) জানিয়ে দেয়া হয়, (কোন জিনিস থেকে) তাদের সাবধান হতে হবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤١﴾

১১৬. নিসন্দেহে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই; তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ তায়ালার ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٢﴾

১১৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার তাঁর নবীর ওপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন মোহাজেরদের ওপর,

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

আনসারদের ওপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার অনুসরণ করেছে তাদের (সবার) ওপর, এমনকি যখন তাদের একটি (ছোট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা এদের সবার ওপর দয়া করলেন; অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল,

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮. সে তিন ব্যক্তির ওপরও (আল্লাহ তায়ালা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত মূলতবি করে রাখা হয়েছিলো (তাদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছলো যে,) যমীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকুচিত হয়ে গেলো, (এমনকি) তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিসহ হয়ে পড়লো, তারা (এ কথা) উপলব্ধি করলো, (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন যেন তারা (তাওবা করে) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (সর্বদা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. মদীনার (মূল) অধিবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুঈন (আরব)-দের জন্যে এটা সংগত ছিলো না যে, তারা আল্লাহ তায়ালায় রসূলের (সহগামী না হয়ে) পেছনে থেকে যাবে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করবে; (আসলে) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালায় পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া— (তা তাদের নেক আমলের মধ্যেই शामिल হবে, তাছাড়া) এমন কোনো স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় তাদের ওপর কাকেরদের ক্রোধ আসবে এবং (মোকাবেলার সময়) শত্রুদের কাছ থেকে তারা কিছু (সম্পদ) লাভ করবে, (মূলত) এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্যে নেক আমল লেখা হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেক লোকদের কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. (একইভাবে) তারা (আল্লাহর পথে) যা খরচ করে (তা পরিমাণে) কম হোক কিংবা বেশী— (তাও বিনষ্ট হয় না) এবং যদি তারা (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) কোনো মাঠ ঘাট প্রান্তর অতিক্রম করে, তাও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করা হবে, যাতে করে তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু করে এসেছে, (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার চাইতে উত্তম পুরস্কার তাদের দিতে পারেন।

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. মোমেনদের কখনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো, যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۖ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

১৫ কব

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের (সীমান্তের) কাছাকাছি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, (এমনভাবে করো-) যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়; জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. যখন কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয় তখন এদের কিছু লোক (বিদ্রোহের ভাষায়) জিজ্ঞেস করে, এ (সূরা) তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করলো! (তোমরা বলো, হাঁ) যারা (সত্যি আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, এ সূরা (অবশ্যই) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিতও হয়েছে।

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ (সূরা তাদের আগের) নাপাকীর সাথে আরো (কিছু নতুন) নাপাকী (যুক্ত করে) দিয়েছে এবং তারা (এ) কাফের অবস্থায় মারা যাবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. তারা কি দেখতে পায় না, প্রতিবছর তাদের কিভাবে (বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে) একবার কিংবা দুবার বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, এরপরও তারা তাওবা করে না এবং (এ থেকে) তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৭. যখনি কোনো (নতুন) সূরা নাযিল হয় তখন তারা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে (ইশারায় একে অপরকে জিজ্ঞেস করে); ‘কেউ কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছে?’ অতপর তারা (হেদায়াত থেকে) ফিরে যায়; আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে এভাবেই (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা কিছু অনুধাবন করে না।

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনোৱকম কষ্ট ভোগ তার ওপর দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে মেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯. এরা যদি (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের (একচ্ছত্র) অধিপতি।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

আয়াত ১০৯
রুকু ১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা ইউনুস
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম রা। এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ হস্তের আয়াত।

الرَّكَدِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় ছিলো যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, (আবার) যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বললো, নিসন্দেহে এ ব্যক্তি হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদুকর!

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ آتَتْ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالُوا الْكُفْرُونَ إِنَّ هَذَا لَشِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿٢﴾

৩. (হে মানুষ,) নিসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হলেন, তিনি (তাঁর) কাজ (স্বহস্তে) নিয়ন্ত্রণ করেন; কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া (কারো) সুপারিশকারী হতে পারে না; এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; তোমরা কি (এটা) অনুধাবন করবে না?

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

৪. (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবার ফিরে যাবার জায়গা হবে একমাত্র তাঁর কাছে; আল্লাহ তায়ালা (সকল) প্রতিশ্রুতি সত্য, অবশ্যই তিনি এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন, (কেয়ামতের দিন) তিনিই আবার তার (জীবনের) পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন, যাতে করে যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে—ইনসাফের সাথে তিনি তাদের (কাজের) বিনিময় দান করতে পারেন, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে উত্তম পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা (পরকালের এ শাস্তি) অস্বীকার করছিলো।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

৫. (মহান আল্লাহ তায়ালা-) যিনি সূর্যকে তেজোদীপ্ত বানিয়েছেন এবং চাঁদকে (বানিয়েছেন) জ্যোতির্ময়, অতপর তিনি তার কিছু মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে (এ নিয়ম দ্বারা) তোমরা বছরের গণনা

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু পয়দা করেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক করেননি; যারা (সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) জানে তাদের জন্যে তিনি নিদর্শনগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেন।

السَّيِّئِ وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ
الْأَبَاحُ يَقْضِي الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ④

৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে পয়দা করেছেন- তার (প্রতিটি জিনিসের) মাঝে এমন জাতির জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে চেনার) নিদর্শন রয়েছে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑤

৭. অবশ্যই যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং এখানকার সবকিছু নিয়েই পরিতৃপ্ত, (সর্বোপরি) যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল থাকে-

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا
بِأَحْيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا وَالَّذِينَ
هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ⑥

৮. তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (এটা তাদের সে কাজের বিনিময়-) যা তারা অর্জন করেছে।

أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ⑦

৯. (অপরদিকে) যারা অবশ্যই (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মালিক তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য) নেয়ামতে (পরিপূর্ণ) জান্নাতে (সুপেয়) ঋণাধারা প্রবাহমান থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِي لَهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑧

১০. (এ সময়) সেখানে তাদের (একটি মাত্র) ধ্বনিই থাকবে, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি মহান, তুমি পবিত্র! সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' (এবং) তাদের শেষ ডাক হবে (আলহামদু লিল্লাহ), যাবতীয় তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা জন্মে।

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا دَعْوَهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑨

১১. আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের জন্যে তাদের অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে মানুষ নিজেদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের অবকাশ (দেয়ার সুযোগ কবেই) শেষ করে দেয়া হতো (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ঠিল দিয়ে রেখেছেন); অতপর যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদের না-ফরমানীর মাঝে ছেড়ে দেই- তারা উদ্ধাস্তের মতো ঘুরে বেড়ায়।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اسْتَعْجَلَ اللَّهُمَّ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجَلُهُمْ فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑩

১২. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন তার দুঃখ-কষ্ট তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই,

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ
أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ

مَرَّكَانَ لَمَّيْدُ عَنَّا إِلَىٰ صُرْمَسَهٗ
كَذَلِكَ زَيْنَ لِمُسْرِفِينَ مَاكَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۖ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوَّامِينَ ۝٥٥

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ
بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ ۖ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يَكُونُ بَقْرَانٌ
غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ
اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ ۚ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا
أَدْرَأْتُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٦﴾

فَمِنْ أَظْلَمِ مَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۖ فَاتَّبِعُوا آلَ اللَّهِ

এমন কোনো কিছুর খবর দিতে চাও, যা তিনি আসমানসমূহের মাঝে অবহিত নন এবং যমীনের মাঝেও নন; তিনি পাক পবিত্র এবং মহান, তারা (তাঁর সাথে) যে শেরেক করে তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র।

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٠﴾

১৯. মানুষরা ছিলো এক জাতি (-ভুক্ত), অতপর তারা (নিজেদের মাঝে) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের মৃত্যু) পরবর্তী (শাস্তির) ঘোষণা না থাকলে কবেই সে বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যেতো, যে বিষয় নিয়ে তারা মতবিরোধ করে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣١﴾

২০. তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি বলো, গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অতপর (আল্লাহ তায়ালায় সে গায়বী ফয়সালায় জন্যে) তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٣٢﴾

২১. মানুষকে দুঃখ-মসিবত স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদের করুণার স্বাদ ভোগ করাই, তখন সাথে সাথেই আমার (রহমতের) নিদর্শনসমূহের সাথে তাদের চালাকি দেখা দেয়। (হে নবী) তুমি বলো, কৌশলে আল্লাহ তায়ালা সবার চাইতে বেশী তৎপর; অবশ্যই আমার পাঠানো (ফেরেশতা)-রা তোমাদের যাবতীয় কৌশলের কথা লিখে রাখে।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ
مَسْتَهْمَةٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلْ اللَّهُ
أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا
تَمْكُرُونَ ﴿٣٣﴾

২২. তিনিই মহান (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌকায় থাকো এবং এ (নৌকা)-গুলো যখন তাদের নিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় চলতে থাকে, তখন (নৌকার) আরোহীরা এতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) এগুলো ঝড়বাহী বাতাসের কবলে পড়ে এবং সবদিক থেকে তাদের ওপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা মনে করে, (এবার সত্যিই) এ (বাতাস ও ঢেউ) দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা একান্ত নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে- (হে আল্লাহ), যদি তুমি আমাদের এ (মহাদুর্যোগ) থেকে বাঁচিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

هُوَ الَّذِي يُسِيرُ كُرًى فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ
بِهِمْ بِرْيَحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا
رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنَّا أَنْجَيْنَا
مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِ يَوْمَ ﴿٣٤﴾

২৩. অতপর যখন তিনি তাদের (বিপর্যয় থেকে) বাঁচিয়ে দেন, তখন তারা সাথে সাথেই অন্যায়ভাবে যমীনে না-ফরমানী শুরু করে দেয়; হে মানুষ (শুনে রাখো), তোমাদের এ নাফরমানী তোমাদের নিজেদের ওপরই (পতিত হবে, মূলত এগুলো হচ্ছে) দুনিয়ার (অস্থায়ী) সহায় সম্পদ,

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ
عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অতপর আমার কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফেরার জায়গা, (সেদিন) আমি তোমাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে।

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

২৪. এ পার্থিব জীবনের উদাহরণ (হচ্ছে), যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, তা দ্বারা অতপর যমীনের গাছপালা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হলো, যা থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়াররা (তাদের) আহার সংগ্রহ করলো; এরপর যখন যমীন তার সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করলো এবং (আপন সৌন্দর্যে) সে শোভিত হয়ে উঠলো, তখন তার মালিক মনে করলো, তারা বুঝি এর (ফসল ভোগ করার) ওপর (এখন সম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান, (এ সময় হঠাৎ করে) রাতে কিংবা দিনে আমার (আযাবের) ফয়সালা তাদের ওপর আপতিত হলো, অতপর আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম যেন গতকাল (পর্যন্ত এখানে) তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না; এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ সেসব জাতির জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا ۖ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ۖ كَأَن لَّمْ تَرْتَعْ بِالْأَمْسِ ۖ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾

২৫. (হে মানুষ) আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) শান্তির নিবাসের দিকে ডাকছেন; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٦﴾

২৬. যারা ভালো কাজ করেছে, কল্যাণ তো (থাকবে) তাদের জন্যে এবং (থাকবে আরো) বেশী; সেদিন তাদের চেহারা কোনো কালিমা ও হীনতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে না; তারাই (হবে) জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

২৭. (অপরদিকে) যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দের প্রতিফল মন্দের মতোই হবে, অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে; সেদিন আল্লাহ (-র আযাব) থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউই থাকবে না, (তাদের চেহারা এমনি কালো হবে) যেন রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে (তার) একটি টুকরো তাদের মুখের ওপর ছেয়ে দেয়া হয়েছে, এরাই (হচ্ছে) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ ۖ كَانُوا أَغْشَىٰ وَجُوهَهُمْ قُطْعًا مِّنَ الْأَيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

২৮. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি তাদের সবাইকে আমার সামনে একত্রিত করবো, অতপর যারা আমার সাথে শরীক করেছে- আমি তাদের বলবো, তোমরা এবং যাদের তোমরা শরীক করেছে- স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো, এরপর আমি তাদের পরস্পরকে আলাদা করে দেবো এবং যাদের তারা শরীক করেছিলো- তারা বলবে, না, তোমরা কখনোই আমার উপাসনা করতে না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

২৯. (আজ) আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে যথেষ্ট, আমরা তোমাদের উপাসনার ব্যাপারে (আসলেই) গাফেল ছিলাম।

فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. এভাবেই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে করে এসেছে, (পুরোপুরিই) জানতে পারবে এবং সবাইকে তাদের আসল মালিক আল্লাহ তায়ালায় কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) তারা যেসব মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা উদ্ভাবন করতো, (নিমিষেই) তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلُوهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা কে (তোমাদের) শোনা ও দেখা নিয়ন্ত্রণ করেন? কে জীবিতকে মৃত থেকে, আবার মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন! কে (আছে এমন), যিনি (এসব কিছুর) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; তারা বলবে, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা, তুমি বলো, তাহলে (সত্য অস্বীকার করার পরিণামকে কি) তোমরা ভয় করো না?

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. এই তোমাদের আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের আসল রব, সত্য আসার পর (তাকে না মানা) গোমরাহী ছাড়া আর কি? (তারপরও এই সত্য থেকে) তোমাদের কোথায় কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

فَذِكْرُ اللّٰهِ رَبِّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلَ ۚ فَاَنْتَىٰ تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যারা নাফরমানী করেছে তাদের ওপর তোমার মালিকের কথা এভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত হলো, (আসলেই) এরা কখনো ঈমান আনবে না।

كُلَّ لَكَ حَقٌّ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا اَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তুমি বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রথম বার (এগুলো) বানাতে পেরেছে— অতপর (মৃত্যুর পর) তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে! তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব প্রদান করেন, অতপর (দ্বিতীয়বার) তিনিই তাতে জীবন দান করবেন, (এ সত্ত্বেও) তোমাদের (সত্য থেকে) কোন্ দিকে বিচ্যুত করা হচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَرْعِيْهِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَرْعِيْهِ ۚ فَاَنْتَىٰ تُوَفَّكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (তুমি) বলো, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে (মানুষকে) সঠিক পথ দেখাতে পারে, (তুমি) বলো, (হ্যাঁ) আল্লাহ তায়ালাই (তাদের) সঠিক পথ দেখাতে পারেন; যিনি সঠিক পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশী যোগ্য, না সে ব্যক্তি (বেশী যোগ্য)— যে নিজে কোনো পথের সন্ধান পায় না— যতোক্ষণ না তাকে পথের সন্ধান দেয়া হয়, তোমাদের এ কি হলো, কেমন ধরনের ফয়সালা করো তোমরা?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَّهْدِيْ لِلْحَقِّ ۚ اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يَّتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَّهْدِيْ ۚ اِلَّا اَنْ يَّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের আন্দায় অনুমানের অনুসরণ করে, আর সত্যের মোকাবেলায় আন্দায় অনুমান অবশ্যই কোনো কাজে আসে না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ওদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াকৈফহাল রয়েছেন।

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এ কোরআন এমন (কোনো গ্রন্থ) নয় যে, আল্লাহর (ওহী) ব্যতিরেকে (কারো ইচ্ছামাফিক একে) গড়ে দেয়া যাবে, বরং এ (গ্রন্থ) সেসব গ্রন্থের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করে যা এর আগে নাযিল হয়েছে, এতে কোনোরকম সন্দেহ নেই, এটা (হচ্ছে) সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-র কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি (মোহাম্মদ) এ (গ্রন্থ)-টি রচনা করে নিয়েছে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের কিছু সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের যাদের তোমরা ডাকতে চাও ডেকে (তাদেরও সাহায্য) নাও।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (আসল কথা হচ্ছে,) যে বিষয়টিই তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করতে পারলো না, কিংবা (মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে) যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি- তারা তাই অস্বীকার করে বসলো; ঠিক এভাবে তাদের পূর্ববর্তী মানুষরাও অস্বীকার করেছিলো, দেখো, (এ অস্বীকারকারী) যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كُنْ لَكَ كَذَّبٌ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক এর ওপর ঈমান আনবে, আবার কিছু আছে যারা এতে ঈমান আনবে না; তোমার মালিক (কিন্তু এ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালে করেই জানেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. তারা যদি (এরপরও) তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও (দেখো), আমার কাজকর্ম আমার জন্যে, আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে, আমি যা কিছু করছি তার জন্যে তোমরা দায়িত্বমুক্ত, আবার তোমরা যা করো তার জন্যেও আমি দায়িত্বমুক্ত।

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيْءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২. (হে নবী,) এদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে। (কিন্তু) তুমি কি বধিরকে (আল্লাহর কালাম) শোনাবে? যদিও তারা (এর) কিছুই বুঝতে পারছে না!

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. (আবার) ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে; (কিন্তু) তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে? যদিও তারা (এর) কিছুই দেখতে পায় না!

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর কোনো রকম যুলুম করেন না, (বরং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে) মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ
النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (সেদিন) তাদের (মনে হবে) যেন তারা সেখানে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে দিনের মাত্র একটি ক্ষণই কাটিয়ে এসেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সামনা-সামনি হওয়াকে অস্বীকার করেছিলো, (আসলে) তারা কখনোই হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলো না।

وَيَوْمَآ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ
النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আমি ওদের কাছে যে (বিষয়ের) ওয়াদা করেছি, তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা (এর আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, (এ উভয় অবস্থায়) তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর এরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতো তার ওপর আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হবেন।

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ
شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই রসূল আছে, অতপর যখন তাদের কাছে তাদের রসূল এসে যায়, তখন তাদের মাঝে (যাবতীয় কাজ) ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাদের ওপর কখনো যুলুম করা হয় না।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এরা বলে (হে মুসলমানরা), তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কবে তোমাদের এই আযাবের ওয়াদা ফলবে?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যা চান তা ব্যতিরেকে আমি তো আমার নিজস্ব ভালো-মন্দের ক্ষমতাও রাখি না। প্রত্যেক জাতির (ধ্বংসের) জন্যে একটি দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা আছে; তাদের সে ক্ষণটি যখন আসবে তখন তারা এক মুহূর্তকাল সময় পেছনে থাকতে পারবে না- না (এক মুহূর্ত সময়) তারা এগিয়ে আসতে পারবে।

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْبِلُونَهَا ﴿٤٩﴾

৫০. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর (আল্লাহর) আযাব- রাতে কিংবা দিনের বেলায় এসে পতিত হয়, তাহলে (এরপর) আর কোন বিষয় নিয়ে না-ফরমান লোকেরা তাড়াহুড়ো করতে চাইবে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَيَاتًا أَوْ
نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. অতপর যখন (সত্যিই) একদিন এ বিষয়টি ঘটবে তখন কি তোমরা এটা বিশ্বাস করবে! (তখন) বলা হবে (হাঁ), এখন (তো আযাব এসেই গেলো,) আর এ জন্যেই তো তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে!

أَثَرٌ إِذَا مَا وَقَعَ امْتَحِرَ بِهِ السُّنُّ وَقَدْ
كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২. অতপর যালেমদের বলা হবে, এবার তোমরা চিরস্থায়ী (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ ভোগ করো, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু অর্জন করেছো, তোমাদের কি তার বিনিময় দেয়া হবে না?

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায়, (আযাব সম্পর্কিত) সে কথাটি আসলেই কি ঠিক? বলা, হাঁ, আমার মালিকের শপথ, এটা আমোঘ সত্য; (শাস্তি প্রয়োগে) তোমরা কোনোদিনই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبُ أَمْ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ ۝٥٣

৫৪. যদি এমন প্রতিটি মানুষ যে যুলুম করেছে তার কাছে দুনিয়ায় যা (সম্পদ) আছে তা জমা হয় সে তার সবকিছুই মুক্তিপণ হিসেবে ব্যয় করতে চাইবে, যখন এ (যালেম) মানুষরা (জাহান্নামের) আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে অনুতাপ করবে (তখন), সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথেই তাদের বিচার সম্পন্ন হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করা হবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَوُا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٥٤

৫৫. মনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই; জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালায় ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٥

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۝٥٦

৫৭. হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট একটি কিতাব) এসেছে, (এটা হচ্ছে) মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧

৫৮. (হে নবী) তুমি বলা, (এটা) আল্লাহ তায়ালায় দয়া ও অনুগ্রহেই (নাযিল) হয়েছে, অতএব মানুষের উচিত এ জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা, (কারণ) তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করছে, এটা তার চাইতে অনেক উত্তম।

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨

৫৯. তুমি বলা, তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে রেযেক নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে অতপর কিছু অংশকে তোমরা হারাম আর কিছু অংশকে হালাল করে নিয়েছো; বলা, (এসব ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের কোনো অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো!

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝٥٩

৬০. যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে ধারণা কি (এই যে, এটা কখনো আসবে না); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো অনুগ্রহশীল (তিনি তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করে না।

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝٦٠

৬১. (হে নবী,) তুমি যে কাজের ভেতরেই থাকো না কেন এবং কোরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن

করো না কেন (তা আমি জানি,) তোমরা যে কোনো কাজ করো, কোনো কাজে তোমরা যখন প্রবৃত্ত হও, আমিই তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকি, তোমার মালিকের (দৃষ্টি) থেকে একটি অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না— আসমানে ও নয় যমীনে নয়— এর চাইতে ছোটো কিংবা এর চাইতে বড়ো কোনো কিছুই নেই যা একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٠﴾

৬২. জেনে রেখো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের জন্যে (কোনো) ভয় নেই, (সেদিন) তারা চিন্তিতও হবে না।

إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥١﴾

৬৩. (তারাই আল্লাহর বন্ধু—) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (তাকে) ভয় করেছে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৬৪. তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে (যেমন) সুসংবাদ রয়েছে, (তেমনি রয়েছে) পরকালের জীবনেও; আল্লাহ তায়ালার কথার কোনো রদবদল হয় না; আর এটাই হচ্ছে সে (দিনের) মহাসাফল্য।

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٣﴾

৬৫. (হে নবী,) তোমাকে তাদের কথা যেন কোনো দুঃখ না দেয়। অবশ্যই মান-ইযযত সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তিনি সবকিছু শোনে, সবকিছু জানেন।

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٤﴾

৬৬. জেনে রেখো, যা কিছু আসমানে আছে, যা কিছু আছে যমীনে, সব অবশ্যই আল্লাহর জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (কল্পিত) শরীকদের ডাকে তারা তো (কিছু আন্দায়) অনুমানেরই অনুসরণ করে মাত্র! তারা (আসলে) মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।

إِلَّا إِنْ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٥٥﴾

৬৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো, আর দিনকে (বানিয়েছেন) আলোকোজ্জ্বল, অবশ্যই এতে শোনার মতো জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٥٦﴾

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তিনি মহাপবিত্র; তিনি অভাবমুক্ত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর; তোমাদের কাছে এ (দাবীর) পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণও নেই; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব কথা বলো, যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না।

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না।

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. (এ হচ্ছে) পার্থিব (জীবনের) মাল সামানা, এরপর আমার কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের কুফরী করার জন্যে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবো।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْفِخُ فِي سُفُوفِ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. (হে নবী,) ওদের কাছে তুমি নূহের কথা বলো, যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের কাছে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ (প্রদান) খুব দুঃসহ মনে হয়, (তবে শুনে রাখো), আমি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করি, অতপর তোমরা যাদের আমার সাথে শরীক বানাচ্ছে, তাদের একত্রিত করে (আমার বিরুদ্ধে তোমাদের) পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নাও, যেন সে পরিকল্পনা (-এর কোনো বিষয় তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থাকে, অতপর আমার সাথে (তোমাদের যা করার) তা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবকাশও তোমরা দিয়ো না।

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَّقُوا إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونِ ﴿٧١﴾

৭২. (হাঁ,) যদি তোমরা (আমার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো), আমি তো তোমাদের কাছ থেকে (এ জন্যে) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি; আমার পারিশ্রমিক- তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর অনুগত বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যাই।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতপর লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহী) ছিলো, তাদের (তুফান থেকে) উদ্ধার করলাম, আমি তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের) প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি, যারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের আমি (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি, অতপর (হে নবী), তুমি (চেয়ে) দেখো, তাদের কী ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে- যাদের (আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখানো হয়েছিলো।

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আমি তার পর অনেক রসূলকে তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছি, তারা সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এসেছে, কিন্তু এমনটি হয়নি যে, (আগের) লোকেরা ইতিপূর্বে যা অস্বীকার করেছিলো তার ওপর এরা ঈমান আনবে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তাদের পরে আমি আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে মূসা ও হারুনকে ফেরাউন এবং তার

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ

পারিষদবর্গের কাছে পাঠালাম, কিন্তু তারা সবাই অহংকার করলো, (আসলে) তারা ছিলো বড়োই না-ফরমান জাতি।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِأَيَّتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مَّجْرِمِينَ ﴿٩٦﴾

৭৬. আমার পক্ষ থেকে সত্য যখন তাদের কাছে এলো, তখন ওরা বললো, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ
هَذَا السِّحْرُ مَبِينٌ ﴿٩٧﴾

৭৭. মূসা বললো, তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এসব (বাজে) কথা বলছো, যখন তা তোমাদের কাছে (প্রমাণসহ) এসে গেছে! (তোমার কি মনে হয় যে,) এটা আসলেই যাদু? আর যাদুকররা তো কখনোই সফলকাম হয় না।

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ
أَسِحْرٌ هَذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ﴿٩٨﴾

৭৮. তারা বললো, তোমরা কি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে এসেছো যে, যা কিছু ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তা থেকে তোমরা আমাদের বিচ্যুত করে দেবে এবং (এ) ভূখণ্ডে তোমাদের দু' (ভাই)-য়ের প্রতিপত্তি (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে? (কিন্তু); আমরা তো তোমাদের দু'জনের ওপর কখনো ঈমান আনবো না।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
أَبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي
الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

৭৯. (এবার) ফেরাউন (নিজের দলবলকে) বললো, তোমরা আমার কাছে (রাজ্যের) সব সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে এসো।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١০০﴾

৮০. অতপর যাদুকররা যখন এলো, তখন মূসা তাদের বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ করো।

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ
الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿١০১﴾

৮১. তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (তো আসলেই) যাদু; (দেখবে) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না।

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ
السَّحَرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١০২﴾

৮২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অস্বীতিকর মনে করে।

وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١০৩﴾

৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের লোকেরা— তাদের বিপদে ফেলবে এই ভয়ে মূসার ওপর তার জাতির কতিপয় কিশোর (যুবক) ছাড়া অন্য কোনো লোক ঈমান আনেনি, (অবশ্যই) ফেরাউন ছিলো যমীনের ওপর একজন অহংকারী (বাদশাহ) এবং নিসন্দেহে সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের একজন।

فَمَا أَمِنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِيَّتَهُ مِنْ قَوْمِهِ
عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن
يَفْتَنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١০৪﴾

৮৪. মূসা বললো, হে আমার জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যদি (সত্যি সত্যি) তোমরা মুসলমান হও।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُولُ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿١০৫﴾

৮৫. অতপর তারা বললো (হাঁ), আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছি, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের যালেম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিণত করো না।

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. তোমার একান্ত রহমত দ্বারা তুমি আমাদের কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আমি মুসা ও তার ভাই (হারুন)-এর কাছে (এই মর্মে) ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের জাতির (লোকদের) জন্যে মিসরেই ঘরবাড়ি বানাও এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলা (-মুখী করে) বানাও, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং ঈমানদারদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. মুসা বললো, হে আমাদের রব, নিসন্দেহে তুমি ফেরাউন ও তার (মন্ত্রী) পরিষদকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য (-মন্ডিত উপকরণ) এবং ধন-সম্পদ দান করে রেখেছো, হে আমাদের রব (এটা কি এ জন্যে,) তারা (এ দিয়ে মানুষদের) তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে? হে আমাদের রব, তাদের (সমুদয়) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দাও, তাদের অন্তরসমূহকে (আরো) শক্ত করে দাও, (আসলে) একটা কঠিন আযাব না দেখলে তারা ঈমান আনবে না।

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

৮৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই কবুল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (দ্বীনের ওপর) সুদৃঢ় থাকো, তোমরা দু'জন কখনো সেসব লোকের অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না।

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৯০. অতপর, আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করিয়ে দিলাম, এরপর ফেরাউন এবং তার সৈন্য-সামন্ত বিদ্রোহপরায়ণতা ও সীমালংঘন করতে করতে তাদের পিছু নিলো; এমনকি যখন সাগরের অঁঠে ঢেউ তাকে ডুবিয়ে দিতে লাগলো, (তখন) সে বললো, আমি বিশ্বাস করি, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, যার ওপর বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে- আমিও (তাঁর) অনুগতদের একজন।

وَجَوَّزْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا ۚ وَحَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. (আমি বললাম,) হাঁ এখন তুমি (ঈমান আনছো)? অথচ (একটু) আগেই তুমি না-ফরমানী করছিলে এবং (যমীনে) তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।

الَّذِي آمَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

৯২. আজ আমি অবশ্যই তোমাকে- তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে করে তুমি- (তোমার এ দেহ) পরবর্তী (প্রজন্মের লোকদের) জন্যে একটা নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো; অবশ্য অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا لَغَفُلُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. (এরপর) আমি বনী ইসরাঈলের লোকদের উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং তাদের জন্যে উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করলাম, অতপর তারা নানা মতবিরোধ শুরু করে দিলো, এমনকি (দ্বীনের সঠিক) জ্ঞান তাদের কাছে এসে পৌছার পরও (তারা মতবিরোধ থেকে ফিরে এলো না); অবশ্যই তোমার রব কেয়ামতের দিন তাদের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন— যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا مَّذْقٍ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا
حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. (হে নবী, তুমি তাদের বলো) আমি তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমার (মনে) কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সেসব লোকের কাছে জিজ্ঞেস করো, যারা তোমার আগে (তাদের ওপর নাযিল করা) কিতাব পড়ছে, তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে সত্য এসেছে, তাই তুমি কখনো সন্দেহবাদীদের (দলে) शामिल হয়ো না,

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ
فَسْأَلِ الَّذِينَ يَاقُرْءُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. আর তুমি তাদের দলেও शामिल হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (নতুবা) তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬. (হে নবী,) অবশ্যই তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের কথা (সত্য) প্রমাণিত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না।

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. তাদের কাছে (আল্লাহর) প্রত্যেকটি নিদর্শন এসে পৌছলেও (তারা ঈমান আনবে) না, যতোক্ষণ না তারা কঠিন আযাব দেখতে পাবে।

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا
الْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴿٩٧﴾

৯৮. ইউনুস (নবীর) জাতি ব্যতীত অন্য (কোনো) জনপদ এমন ছিলো না, যে তারা (আযাব দেখে) ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার কোনো উপকার করতে পেরেছে; তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের এ পার্থিব জীবনের অপমানকর আযাব সরিয়ে নিলাম এবং তাদের আমি এক (বিশেষ) সময় পর্যন্ত জীবনের উপকরণ দান করলাম।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ مِنَّا
فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۚ لَبِئْسَ
أَمْنًا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَدَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

৯৯. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে যমীনে যতো (জীব) আছে তারা সবাই ঈমান আনতো; (কিন্তু) তুমি কি মানুষদের জোর জবরদস্তি করবে যেন তারা সবাই মোমেন হয়ে যায়!

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

১০০. কোনো মানুষেরই এ সাধ্য নেই, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে সে ঈমান আনবে; যারা (এটা) বুঝতে পারে না, তিনি তাদের ওপর (কুফুর ও শিরেকের) কলুষ লাগিয়ে দেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَجْعَلِ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা দেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে কি কি জিনিস রয়েছে; কিন্তু যে জাতি ঈমানই আনে না তাদের জন্যে (আল্লাহর এসব) নিদর্শন ও (পরকালের) সাবধানবাণী কোনোই উপকারে আসে না।

قُلْ إِنظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ
لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. তারা কি সে ধরনের কোনো দিনের অপেক্ষা করছে, যে ধরনের (অপমানকর) দিন তাদের আগের লোকদের ওপর এসেছিলো; (হাঁ) তুমি বলো, তোমরা (সেদিনের) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. অতপর (আযাব এলে) আমি আমার রসূলদের এবং যারা ঈমান আনে (তাদের সে আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেই, আমার ওপর কর্তব্য যে, আমি মোমেনদের উদ্ধার করি।

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষরা, তোমরা যদি আমার দ্বীনে কোনো সন্দেহ করো (তাহলে শুনে রাখো), আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা এবাদাত করো, আমি তাদের এবাদাত করি না, আমি তো বরং আল্লাহ তায়ালাই এবাদাত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন মোমেনদেরই অন্তর্ভুক্ত হই।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ
دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. (আমাকে আরো বলা হয়েছে,) তুমি (আল্লাহর) দ্বীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো তুমি মোশরেকদের দলে शामिल হয়ো না।

وَأَنْ أَتِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যাণও করতে পারে না। যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا
يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দূরীভূত করার, (আবার) তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তাঁর সে কল্যাণ রদ করারও কেউ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান তাকেই তা প্রদান করেন; তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সত্য (দ্বীন) এসেছে; অতএব যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অবলম্বন করবে

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ

সে তো তার নিজের ভালোর জন্যেই হেদায়াতের পথে চলবে, আর যে গোমরাহ থেকে যাবে সে তো গোমরাহীর ওপর চলার কারণেই গোমরাহ হয়ে যাবে, আমি কিন্তু তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।

فَأَنبَأَهَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী,) তোমার ওপর যে হেদায়াত নাখিল করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা (হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে) কোনো ফয়সালা না করেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ ۖ هَتَىٰ يَكُفِّرَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿١٠٩﴾

১১
রুকু

আয়াত ১২৩
রুকু ১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বরহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা হুদ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ-লাম-রা। এ (কোরআন হচ্ছে এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, অতপর (এর বর্ণনাসমূহও) বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে, (এ কিতাব এসেছে) প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার কাছ থেকে।

الرُّسُلُ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

২. (এর বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে তাঁর কাছ থেকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদদানকারী।

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُرْمٍ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তোমরা যেন তোমাদের মালিকের (দরবারে গুনাহখাতার জন্যে) ক্ষমা চাইতে পারো, অতপর তাঁর কাছে তাওবা করতে পারো, তিনি তোমাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত উত্তম (জীবন) সামগ্রী দান করবেন এবং তিনি প্রতিটি মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী (পাওনা আদায় করে) দেবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের ওপর একটি কঠিন দিনের আযাবের ভয় করছি।

وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾

৪. (এ জীবনের শেষে) আল্লাহ তায়ালায় কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা, তিনি সর্ব-বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

৫. সাবধান, এরা নিজেদের অন্তরসমূহকে ঢেকে রাখে, যেন আল্লাহর কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারে; জেনে রেখো, যখন তারা কোনো কাপড় দিয়ে (নিজেদের) ঢেকে দেয়, তখন তিনি অবশ্যই জানেন তারা (তার ভেতরে) কোন্ বিষয় লুকিয়ে রাখছে, আর কোন্ বিষয় তারা প্রকাশ করছে, অবশ্যই তিনি মনের ভেতরের সব কথা জানেন।

أَلَا أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَكْفُوا مِنْهُ ۗ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

৬. যমীনের ওপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রেযেক (পৌছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নয়, তিনি (যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও (তিনি জানেন); এসব (বিবরণ) একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۖ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

৭. আর তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি ছয় দিনের মধ্যে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, (সে সময়) তাঁর ‘আরশ’ ছিলো পানির ওপর, (এটা এ জন্যে), যেন তিনি এটা যাচাই করে নিতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে কাজে কর্মে উত্তম; (হে নবী,) যদি তুমি (এদের) বলো, মৃত্যুর পর তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, তাহলে যেসব মানুষ কুফরী অবলম্বন করেছে তারা সাথে সাথেই বলবে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

৮. আমি যদি নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্যে কোনো উম্মত থেকে আযাব সরিয়ে রাখি, তাহলে (তামাশাচ্ছলেই) ওরা বলবে, কোন্ জিনিস এখন একে আটকে রেখেছে; সাবধান! যেদিন এ (আযাব) তাদের কাছে আসবে, সেদিন একে তাদের কাছ থেকে সরাবার কেউই থাকবে না, যে (আযাব) নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ করছিলো, তা তাদের পরিবেষ্টন করেই ফেলেবে।

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

৯. আমি যদি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাই এবং পরে যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ﴿٩﴾

১০. (আবার) কোনো দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাই, তখন সে অবশ্যই বলতে শুরু করবে (হ্যাঁ, এবার) আমার সব বিপদ-মসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (যেমন অল্পতে) উৎফুল্ল হয়, তেমনি সহজে) অহংকারীও (হয়ে যায়),

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا ﴿١٠﴾

১১. কিছু যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, (তাদের কথা আলাদা) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

১২. (হে নবী, কাফেররা মনে করে,) তোমার কাছে যা কিছু ওহী নাযিল হয় সম্ভবত তার কিয়দংশ তুমি ছেড়ে দাও এবং এ কারণে তোমার মনোকষ্ট হবে— যখন তারা বলে বসবে,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ مَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا

এ ব্যক্তির ওপর কোনো ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হলো না কেন, কিংবা তার সাথে (নবুওতের স্বাক্ষী হয়ে) কোনো ফেরেশতা এলো না কেন? আসলে তুমি হচ্ছেো (আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী (একজন রসূল মাত্র); যাবতীয় কাজকর্মের কর্মবিধায়ক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كُنُزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ
إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ ﴿٥٧﴾

১৩. অথবা এরা কি বলে, (মোহাম্মদ নামের) সে (ব্যক্তি) তা নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (যদি তাই মনে করো) তাহলে (তোমরাও রচনা করে) নিয়ে এসো এর অনুরূপ দশটি সূরা এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾

১৪. আর যদি তারা তোমাদের (কথায়) সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞান (ও কুদরত) দ্বারাই নাযিল করা হয়েছে, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, (বলো) তোমরা কি (তার প্রতি) আত্মসমর্পণকারী নও?

فَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُوا لِكُرِّهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا
أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٩﴾

১৫. যদি কোনো ব্যক্তি এ পার্থিব জীবন ও তার প্রাচুর্য ভোগ করতে চায়, তাহলে আমি তাদের সবাইকে তাদের কর্মসমূহ এখানেই আদায় করে দেই এবং সেখানে তাদের (পাওনা মোটেই) কম করা হবে না।

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهَرَفِ بِهَا
لَا يَبْخَسُونَ ﴿٦٠﴾

১৬. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, যা কিছু তারা বানিয়েছে সেখানে তা সব বাতিল হয়ে যাবে, যা কিছু তারা করে এসেছে তাও হবে নিরর্থক।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

১৭. অতপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা সুস্পষ্ট (কোরআনের) প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে নিজেও তেলাওয়াত করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে (মোহাম্মদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (আরো রয়েছে) তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, (যা ছিলো) পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে; (মানব) দলের মধ্যে অতপর যে একে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দিগ্ধ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নাযিল করা), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ
الْحَقُّ مِّنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٦٢﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালার ওপর যে মিথ্যা আরোপ করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এ লোকদের যখন কেয়ামতের দিন তাদের মালিকের সামনে হাযির করা হবে এবং তাদের (বিপক্ষীয়) সাক্ষীরা যখন বলবে (হে আমাদের রব), এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো, জেনে রেখো, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ
أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ
أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

১৯. যারা (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং (তাঁর পথে) সেখানে দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়— তারা হচ্ছে সেসব লোক যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كُفْرُونَ ﴿١٩﴾

২০. এরা যমীনের বুকে (আল্লাহ তায়ালাকে) কখনো ব্যর্থ করে দিতে পারেনি, না আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের (সেখানে) কোনো অভিভাবক ছিলো। এদের জন্যে আযাব দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; এরা কখনো (দীন-ঈমানের কথা) শুনতে সক্ষম হতো না, না এরা (সত্য দীন) দেখতে পেতো!

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ۖ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের দারুণ ক্ষতি সাধন করলো, (দুনিয়ায়) যতো মিথ্যা তারা রচনা করেছিলো, (আখেরাতে) তা সবই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

২২. অবশ্যই আখেরাতে এরা হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ।

لَا جَرَآ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. (পক্ষান্তরে) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (উপরন্তু) যারা নিজেদের মালিকের প্রতি সদা বিনয়ানবনত থেকেছে, তাই হাযির হচ্ছে জান্নাতের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. (জাহান্নামী আর জান্নাতী এ) দুটো দলের উদাহরণ হচ্ছে— যেমন (একদল) অন্ধ ও বধির, (আরেক দল) চক্ষুস্থান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন; এ দুটো দল কি সমান? তোমরা কি (এখনো) শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ
وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۗ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি অবশ্যই নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি, (সে তাদের বললো), আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ إِنِّي
لَكُرِّنُزِيرٌ مِّنْ مَّبِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬. (আমার দাওয়াত হচ্ছে,) যেন তোমরা আল্লাহ তায়াল্লা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত না করো, আমি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি।

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَيمٍ ﴿٢٦﴾

২৭. অতপর তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা- যারা কুফরী করছিলো, বললো, আমরা তোমার মধ্যে এর বাইরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে, তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ, আমরা এও দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের মধ্যেকার কিছু নিম্নস্তরের লোক ছাড়া কেউ তোমার অনুসরণ করছে এবং তারাও তা করছে (মনে হয়) শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে, (আসলে) আমরা আমাদের ওপর তোমাদের তো (আলাদা) কোনো মর্যাদাই দেখতে পাচ্ছি না, বরং আমরা মনে করি তোমরা মিথ্যাবাদী।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرُكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَادِبَ الرَّأْيِ ؕ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ۚ بَلْ نَظُنُّكُمْ كُنُيَينَ ﴿٢٧﴾

২৮. সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের (পাঠানো) একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) বিশেষ রহমত দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, যা তোমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছে, তাহলে সে (বিষয়টার) ব্যাপারে আমি কি তোমাদের বাধ্য করতে পারি, এবং তোমরা তাকে অপছন্দ করতে থাকবে।

قَالَ يَقُولُ آرَاءَ يَتَّبِعُهُ أَنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَتَّبِعُنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي ۖ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ ۖ أَنْزَلْنَا مُكْوَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كُرْهُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. হে আমার জাতি, আমি তো এ জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ চাই না, আমার বিনিময় তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে এবং যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, (গরীব হওয়ার কারণে) তাদের তাড়িয়ে দেয়ার (মানুষ) আমি নই; তারা অবশ্যই তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাত করবে, বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমরা হচ্ছেো এক (নিরেট) অঙ্গ সম্প্রদায়।

وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّلْكُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. হে আমার জাতি, আমি যদি (তোমাদের কথায়) তাদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে আল্লাহ তায়াল্লা (-র শাস্তি) থেকে আমাকে কে বাঁচাবে; তোমরা কি অনুধাবন করতে পাচ্ছেো না?

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. আমি তোমাদের (কখনো) একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, না আমি গায়ব জানি, না আমি একজন ফেরেশতা, না আমি সেসব লোকের ব্যাপারে- যাদের তোমাদের দৃষ্টি হয়ে করে দেখে- এটা বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়াল্লা কখনো তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না; তাদের মনে কি আছে তা আল্লাহ তায়াল্লাই ভালো জানেন (এমন কিছু করলে) সত্যি সত্যিই আমি যালেমদের দলে शामिल হয়ে যাবো।

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّي إِذَا لِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২. লোকেরা বললো, হে নূহ (এ বিষয়টা নিয়ে) তুমি আমাদের সাথে বাকবিত্তা করছো এবং আমাদের সাথে বিত্তা তুমি একটু বেশীই করেছো, (এখন) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে (আযাবের) সে জিনিসটাই আমাদের জন্যে নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছে।

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثُرْتَ
جَدَلَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সে বললো, তা তো আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের কাছে আনবেন যদি তিনি চান, আর তোমরা কখনো তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا
أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪. (আসলে) তোমাদের জন্যে আমার (এ) শুভ কামনা কোনো কাজেই আসবে না, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোমরাহ করে দিতে চান; তাহলে আমি তোমাদের ভালো কামনা করলে (তাতেও কিছু হবে না, কারণ) তিনিই হচ্ছেন তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে;

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ
لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (হে নবী,) এরা কি বলছে, এ (গ্রন্থ)-টা সে (ব্যক্তি নিজেই) রচনা করে নিয়েছে? তুমি বলো, যদি আমি তা রচনা করে থাকি তাহলে আমার অপরাধ (-এর দায়িত্ব) আমার ওপর, (তবে মিথ্যা বলে) যে অপরাধ তোমরা করছো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ
فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا
تُجْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. নূহের ওপর (এই মর্মে) ওহী পাঠানো হলো যে, তোমার জাতির লোকদের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউই (নতুন করে) ঈমান আনবে না, সুতরাং এরা যা কিছু করছে (হে নবী), তুমি তার জন্যে দুঃখ করো না,

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنِّي
قَوْمٌ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে (থেকে) আমারই ওহী (-এর নির্দেশ) অনুযায়ী একটি নৌকা বানাও এবং যারা যলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কিছু বলো না, নিশ্চয়ই তারা (মহাপ্রাণে) নিমজ্জিত (হবে)।

وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا
تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ
مَغْرُقُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (আল্লাহর নির্দেশে) সে নৌকা বানাতে থাকলো এবং যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন তারা (নৌকা দেখে) তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতো; সে বললো, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের নিয়ে হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসবো;

وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ
مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالِ إِنْ
تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর (এমন) আযাব আসবে যা তাকে (দুনিয়াতে) অপমানিত করবে এবং (পরকালে) স্থায়ী আযাব কার ওপর আসবে।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُّخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪০. অবশেষে (তাদের কাছে আযাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌছলো এবং চুলা (থেকে পানি) উথলে ওঠলো, আমি (নূহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও), তাকে বাদ দিয়ে যার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও ওঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; তার সাথে (আল্লাহর ওপর তখন) খুব কমসংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِثْلٍ ۚ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ
أَمِنَ ۖ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

৪১. সে (তাঁর সাথীদের) বললো, তোমরা এতে উঠে পড়ো, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি (নির্ধারিত হবে); নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا
وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২. অতপর সে (নৌকা) পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। নূহ তার ছেলেকে (নৌকায় আরোহণ করার জন্যে) ডাকলো— সে (আগে থেকেই) দূরবর্তী এক জায়গায় (দাঁড়িয়ে) ছিলো— হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে (নৌকায়) ওঠো, (এই কঠিন দিনে) তুমি কাফেরদের দলভুক্ত হওয়া না।

وَهِيَ تَجْرِي بِمِهِرٍ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَد
وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
يُبْنَىٰ اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ
الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. সে বললো, (পানি বেশী হলে) আমি কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবো (এবং) তা-ই আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে; নূহ বললো, (কিন্তু) আজ তো কেউই আল্লাহর (গযবের) হুকুম থেকে (কাউকে) বাঁচাতে পারবে না, তবে যার ওপর তিনি দয়া করবেন তার কথা আলাদা, (এ সময়) হঠাৎ করে একটা (বিশাল) ঢেউ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলো, (মুহূর্তের মধ্যেই) সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَّعِصْنِي ۖ مِنْ
الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِرَ أَيُّومٍ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. (অতপর) বলা হলো, হে যমীন, তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান, তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও, এক সময় পানি (-র প্রচণ্ডতা) প্রশমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজও সম্পন্ন হলো, (নূহের) নৌকা জুদী (পাহাড়)-এর ওপর গিয়ে স্থির হলো, (আল্লাহর ঘোষণা) ধ্বনিত হলো, (আজ) যালেম সম্প্রদায়ের লোকেরা (নিশেষিত হয়ে) বহুদূর চলে গেছে।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ
أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا
لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. নূহ (ছেলেকে ডুবতে দেখে) তাঁর মালিককে ডেকে বললো, হে আমার রব, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং (তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমিই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিচারক।

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي
مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নূহ, কোনো অবস্থায়ই সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে এক অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, অতএব তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে তুমি কিছু চেয়ো না; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন জাহেলদের দলে शामिल না হও।

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সে বললো, হে আমার রব, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই; তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. তাকে বলা হলো, হে নূহ (বন্যার পানি নেমে গেছে), এবার তুমি (নৌকা থেকে) নেমে পড়ো, তোমার ওপর, তোমার সাথে যারা আছে তাদের ওপর আমার দেয়া সালাম ও বরকতের সাথে এবং (অন্য) সম্প্রদায়সমূহ! (হাঁ) আমি (আবার) তাদের জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ প্রদান করবো, এরপর (নাফরমানী করলে) আমার কাছ থেকে মর্মান্তিক শাস্তিও তাদের ভোগ করতে হবে।

قِيلَ يَنْوُحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ۖ وَ عَلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ ۚ وَأْمُرْ سُنَّتَهُمْ ۖ إِنْهُمْ يُسْهِمُ مِنَّا عَذَابَ الْيُسْرِ ﴿٤٨﴾

৪৯. (হে নবী,) এগুলো হচ্ছে অজানা অদৃশ্য গায়বের কিছু খবর, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, এর আগে না তুমি এগুলো জানতে, না তোমার জাতি এগুলো জানতো; অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অবশ্যই (ভালো) পরিণাম সব সময় আল্লাহতীর্থ লোকদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকে)।

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. আ'দ জাতির কাছে এসেছিলো তাদেরই ভাই হুদ; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; আসলে তোমরা তো (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছুই নও।

وَالِىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. হে (আমার) জাতি, (আল্লাহর দিকে ডেকে) আমি তার ওপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না; আমার (যাবতীয়) পাওনা তো তাঁর কাছেই, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তোমরা কি বুঝতে পারো না?

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২. হে (আমার) জাতি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে গুনাহখাতা মাফ চাও, অতপর তোমরা তাঁর কাছে তাওবা করো, তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের (আরো) শক্তি যুগিয়ে তোমাদের (বর্তমান) শক্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন, অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে (তাঁর এবাদাত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা বললো, হে হুদ, তুমি তো আমাদের কাছে (ধরা-ছোঁয়ার মতো) কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসোনি, শুধু তোমার (মুখের) কথায় আমরা (কিন্তু) আমাদের দেবতাদের ছেড়ে দেয়ার (লোক) নই, (এমনটিও মনে করো না,) আমরা তোমার ওপর ঈমান এনে ফেলবো!

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আমরা তো (বরং) বলি, আমাদের কোনো দেবতা অশুভ কিছু দ্বারা তোমাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে; (এ উদ্ভট কথা শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেকো, তোমরা যে (আল্লাহর সাথে) শেরেক করছো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرُكَ بِغُصٍّ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. (যাও, তাকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বিরুদ্ধে যতো রকম ষড়যন্ত্র করতে চাও) করো, অতপর আমাকে কোনো রকম (প্রস্তুতির) অবকাশও দিয়ে না।

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ وَنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করি, (যিনি) আমার রব, তোমাদেরও রব; বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের মুঠোয় নেই; অবশ্যই আমার রব সঠিক পথের ওপর রয়েছেন।

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

৫৭. (এ সত্ত্বেও) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমি যে (বাণী) তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; (তোমরা তা না মানলে অচিরেই) আমার রব অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; অবশ্যই আমার রব প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর একক রক্ষক।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾

৫৮. অতপর যখন আমার (আযাবের) হুকুমটি এলো, তখন আমি হুদকে এবং তার সাথে যতো ঈমানদার ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিয়েছি, (সত্যি সত্যিই) আমি তাদের এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করেছি।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

৫৯. এ হচ্ছে আদ জাতি (ও তাদের ঘটনা), তারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো, তারা তাঁর (পাঠানো) রসূলদের নাফরমানী করেছিলো, (সর্বোপরি) তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيلٍ ﴿٥٩﴾

৬০. (পরিশেষে) এ দুনিয়ায় (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পিছু নিলো, কেয়ামতের দিনও (এ অভিশাপ তাদের পিছু নেবে);

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

ভালো করে শুনে রেখো, আদ (জাতি) তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; এও জেনে রেখো, ধ্বংসই ছিলো হুদের জাতি আ'দের (একমাত্র) পরিণতি।

أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

৬১. আমি সামুদের কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই (এক) ভাই সালেহকে। সে (তাদের) বললো, হে (আমার) জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি তোমাদের যমীন থেকেই পয়দা করেছেন, তাতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতপর তোমরা তাঁর কাছেই গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো, অবশ্যই আমার রব (প্রত্যেকের) একান্ত নিকটবর্তী এবং তিনি (প্রত্যেকেরই) ডাকের জবাব দেন।

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يٰقَوْمِ ۚ اْعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬২. তারা বললো, হে সালেহ, এর আগে তুমি এমন (একজন মানুষ) ছিলে, (যার) ব্যাপারে আমাদের মাঝে (নানা) আশা করা হতো, (আর এখন) কি তুমি আমাদের সেসব মাবুদের এবাদত থেকে বিরত রাখতে চাও— যাদের এবাদত আমাদের পিতা-মাতারা (যুগ যুগ থেকে) করে আসছে, (আসলে) আমাদের তুমি যে (দ্বীনের) দিকে ডাকছো, সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি, (এ ব্যাপারে) আমরা খুব দ্বিধাগ্রস্তও বটে!

قَالُوا يٰصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি একটুও চিন্তা করোনি? যদি আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) অনুগ্রহ দিয়ে (ধন্য) করেন— আর যদি আমি তার বিরোধিতা করি তাহলে কে এমন আছে, যে আল্লাহর মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করবে? (আসলে) তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই তো বাড়াচ্ছে না?

قَالَ يٰقَوْمِ ۚ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَأَتَّبِعُنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمِنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتَهُ ۖ تَدْعُونَنِي لِأَعْتَدُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سُلُوكًا ۖ تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো) উটনী, (এটা আল্লাহ তায়ালার) নিদর্শন। অতপর একে তোমরা ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে থাক, তোমরা তাকে কোনো রকম কষ্ট দেয়ার নিয়তে ছুঁয়ো না, (তোমরা নিজেদের) অতিসত্ত্বুর (বড়ো ধরনের) আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

وَيَقَوْمِ ۚ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫. অতপর তারা সেটিকে বধ করে ফেললো, তারপর সে বললো (যাও), তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও; (আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর) এই ওয়াদা কখনো মিথ্যা হবার নয়।

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

৬৬. এর পর (যখন আমার আযাবের) নির্দেশ এলো (এবং তা তাদের পাকড়াও করলো), তখন

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ

আমি সালেহকে এবং তার সাথে আরো যারা ঈমান এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার রহমত দিয়ে সে দিনের অপমান (-কর আযাব) থেকে বাঁচিয়ে দিলাম; (হে নবী,) অবশ্যই তোমার রব প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ
يَوْمٍئِذٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

৬৭. অতপর যারা যুলুম করেছে, এক মহানাদ তাদের আঘাত করলো, ফলে তারা তাদের ঘরসমূহেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো,

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (মনে হলো) যেন তারা কোনোদিন সেখানে বসবাসই করেনি, শুনে রাখো, সামুদ জাতি তাদের মালিককে অস্বীকার করেছিলো; আরো জেনে রেখো, সামুদ জাতির জন্যে এই ধ্বংসই (নির্ধারিত) ছিলো!

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ
كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بَعْدَ الثَّوْدِ ﴿٦٨﴾

উ
ককু

৬৯. (একবার) আমার পাঠানো কতিপয় ফেরেশতা একটি সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তারা (তাকে) বললো, (তোমার ওপর) শান্তি (বর্ষিত হোক); সে (জবাবে) বললো, (তোমাদের ওপরও) শান্তি (বর্ষিত হোক), অতপর সে (তাদের মেহমানদারীর জন্যে) একটি ভূনা গো-বৎস নিয়ে আসতে একটুও বিলম্ব করলো না।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى
قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَّمَ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ
بِعِجْلٍ حَنِئٍ ﴿٦٩﴾

৭০. সে যখন দেখলো, তাদের হাত (খাবারের) দিকে যাচ্ছে না, তখন তাদের (এ বিষয়টি) তার (কাছে) খারাপ লাগলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে একটা (প্রচ্ছন্ন) ভয়ের সৃষ্টি হলো; তারা (ইবরাহীমকে) বললো, (আমাদের ব্যাপারে) তুমি কোনো রকম ভয় করো না, আমরা (আসলে) প্রেরিত হয়েছি লূতের জাতির প্রতি;

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

৭১. তার স্ত্রী- (সেখানে) দাঁড়িয়ে ছিলো, (এদের কথাবার্তা শুনে) সে হেঁসে উঠলো, অতপর আমি তাঁকে (তার ছেলে) ইসহাক ও ইসহাক পরবর্তী ইয়াকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।

وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
بِإِسْحَقَ ۖ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

৭২. সে বললো, এ কি (আশ্চর্য)! আমি সন্তান জন্ম দেবো! আমি তো বৃদ্ধা (হয়ে গেছি), আর এই (যে) আমার স্বামী! (সেও তো) বৃদ্ধ হয়ে গেছে; (এ সময় সন্তান হলে) এটা (সত্যিই হবে) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

قَالَتْ يَوُيَّلَتِي ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا
بِعَلِي ۖ شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

৭৩. তারা বললো, তুমি কি আল্লাহর কোনো কাজে বিশ্বয় বোধ করছো, (নবীর) পরিবার-পরিজন (হিসেবে) তোমাদের ওপর আল্লাহর (বিশেষ) রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ রয়েছে; অবশ্যই তিনি প্রচুর প্রশংসা ও বিপুল সম্মানের মালিক।

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ
اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۖ إِنَّهُ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

৭৪. অতপর যখন ইবরাহীমের (মন থেকে) ভীতি দূরীভূত হয়ে গেলো এবং (ইতিমধ্যে) তার কাছে (সন্তানের ব্যাপারেও) সুসংবাদ পৌঁছে গেলো, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের (কাছে আযাব না পাঠানোর) ব্যাপারে আমার সাথে যুক্তি তর্ক করলো;

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ
الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾

৭৫. অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো (একান্ত)
সহনশীল, কোমল হৃদয় (আল্লাহর প্রতি)
নিবেদিত।

۞ ۱۱۱ ۞ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مِّنِيْبٌ ۝

৭৬. (আমি বললাম) হে ইবরাহীম, এ (যুক্তিতর্ক)
থেকে তুমি বিরত থাকো, কেননা (এদের ব্যাপারে)
তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত এসে গেছে, এদের ওপর
এমন এক ভয়ানক শাস্তি আসবে, যা রোধ করা সম্ভব
হবে না।

۞ ۱۱২ ۞ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنۡ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ
اَمْرٌ مِّنۡ رَّبِّكَ ۚ وَاِنۡهَرۡ اَتِيهِمۡ عَذَابٌ غَيِّرُ
مَرۡدُوۡدٍ ۝

৭৭. আমার পাঠানো ফেরেশতারা যখন লূতের কাছে
এলো, তখন সে (কিছুটা) বিষণ হলো, তাদের কারণে
তার মনও খারাপ হয়ে গেলো এবং সে বললো,
আজকের দিনটি (দেখছি) সত্যিই বড়ো (কঠিন)
বিপদের (দিন)।

۞ ۱১৩ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِجِّ بِهٖمۡ وَصَاقَ
بِهٖمۡ ذُرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِيْبٌ ۝

৭৮. (এই অপরিচিত লোকদের দেখে) তার জাতির
লোকেরা তার কাছে দৌড়ে আসতে লাগলো; আর
তারা তো আগে থেকেই পাপকর্ম করে আসছিলো;
(তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে) লূত বললো,
হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে আমার (জাতির)
মেয়েরা, (বিধিবদ্ধ দৈহিক সম্পর্কের জন্যে) এরা হচ্ছে
তোমাদের জন্যে বেশী পবিত্র, সুতরাং (তোমরা)
আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের
ব্যাপারে আমাকে তোমরা অপমানিত করো না;
তোমাদের মধ্যে (এগুলো শোনার মতো) একজন
ভালো মানুষও কি (অবশিষ্ট) নেই?

۞ ۱১৪ ۞ وَجَآءَهُ قَوْمُهٗ يَهْرَعُوۡنَ اِلَيْهٖ ۚ وَمِنۡ قَبْلُ
كَانُوۡا يَعْمَلُوۡنَ السَّيِّۤاتِ ۚ قَالَ يَقُوۡمُ
هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيۡ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَلَا تَخْزَوۡنَ فِیۡ ضِیْفِیۡ ۚ اَلَيْسَ مِنۡكُمۡ
رَّجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝

৭৯. তারা বললো, তুমি ভালো করেই জানো, তোমার
(জাতির) মেয়েদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন
নেই, তুমি ঠিকই জানো, আমরা কি চাই!

۞ ۱১৫ ۞ قَالُوۡۤا لَقَدْ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِیۡ بَنٰتِكَ مِیۡ
حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝

৮০. সে বললো, (কতো ভালো হতো) যদি তোমাদের
ওপর আমার কোনো ক্ষমতা চলতো, কিংবা যদি
(আজ) আমি কোনো শক্তিশালী স্তম্ভের কাছে আশ্রয়
গ্রহণ করতে পারতাম!

۞ ۱১৬ ۞ قَالَ لَوۡ اَنَّ لِیۡ بِكُمۡ قُوَّةٌ اَوْ اُوۡیۡ اِلٰی
رُكُنِیۡ شَدِيْدٍ ۝

৮১. তারা বললো, হে লূত (তুমি ভেবো না),
আমরা হচ্ছি তোমার মালিকের (পাঠানো) ফেরেশতা,
(আমাদের কথা দূরে থাক) এরা কখনো তোমার
কাছেও পৌছতে পারবে না, তুমি রাতের কোনো এক
প্রহরে তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে পড়ো,
(তবে) তোমাদের কোনো ব্যক্তিই যেন (যাবার সময়)
পেছনে ফিরে না তাকায়, -তোমার স্ত্রী ব্যতীত;
(কেননা) যা কিছু (আযাবের তাড়ন) তাদের (ওপর)
ঘটবে, তা তার (ওপর)-ও ঘটবে; তাদের (আযাবের)
ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল বেলা; আর সকাল কি
খুব কাছে নয়?

۞ ۱১৭ ۞ قَالُوۡۤا يٰۤلُوۡطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنۡ یَّصِلُوۡۤا
اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ
وَلَا یَلْتَفِتۡ مِنۡكُمۡ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرًا تَاۡتٰكَ
ۚ اِنَّهٗ مُصِیۡبُهُمَاۤ اَصَابَهُمۡ ۚ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ ۚ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیۡبٍ ۝

৮২. অতপর যখন আমার (আযাবের নির্ধারিত) হুকুম এলো, তখন আমি সেই জনপদগুলো উল্টে দিলাম এবং তার ওপর ক্রমাগত পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُّنْضُودٍ ﴿٢٢﴾

৮৩. এগুলো (অপরাধী ব্যক্তিদের নাম-ধামসহ) তোমার মালিকের কাছে চিহ্নিত ছিলো, আর (গযবের) সে স্থানটি তো যালেমদের কাছ থেকে দূরেও নয়!

مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٢٣﴾

৮৪. মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে (পাঠানো হয়েছিলো) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে; সে (তাদের) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; (আর সে মাবুদেরই নির্দেশ হচ্ছে,) তোমরা মাপ ও ওয়নে কখনো কম করো না, আমি তো (অর্থনৈতিকভাবে) তোমাদের ভালো অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছি, (তারপরও এমনটি করলে) আমি (কিন্তু) তোমাদের জন্যে এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশংকা করছি।

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ! أَأُعْبُدُ وَاللّٰهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيْ أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٢٤﴾

৮৫. হে আমার জাতি, তোমরা মাপ ও ওয়নের কাজটি ইনসাফের সাথে সম্পন্ন করবে, লোকদের জিনিসপত্র (কম দিয়ে) তাদের ক্ষতি করো না, আর (আল্লাহর) যমীনে (কখনো) বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না।

وَيَقَوْمِ! أَذُفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٥﴾

৮৬. যদি তোমরা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনে থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যে সম্পদ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকবে, তাই তোমাদের জন্যে উত্তম। আমি (কিন্তু) তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

بَقِيتُ لِلّٰهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٢٦﴾

৮৭. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের দেবতাদের এবাদাত ছেড়ে দেবো, (এমন সব দেবতাদের)- যাদের এবাদাত আমাদের পিতৃপুরুষরা করতো, অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা করতে চাই তাই করতে পারবো? (আমরা জানি) অবশ্যই তুমি একজন ধৈর্যশীল নেককার মানুষ!

قَالُوا يُشْعِبُ أَمْلُوتَكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيقُ ﴿٢٧﴾

৮৮. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের পাঠানো একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, অতপর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করেন; (তাহলে কি আমি তোমাদের তাঁর পথে ডাকবো না?) আমি (কখনো) এটা চাই না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের বারণ করি, নিজে (তার বিরুদ্ধে চলে) তোমাদের বিরোধিতা করবো; আমি আমার সাধ্যমতো (তোমাদের) সংশোধনই কামনা

قَالَ يَقَوْمِ! أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّىْ وَرَزَقْنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَهْلِكَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ ۖ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ

করবো; আমার পক্ষে ততোটুকুই কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা চাইবেন; আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ধাবিত হই।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالَيْهِ أُنِيبُ ﴿٧٩﴾

৮৯. হে আমার জাতি, আমার বিরুদ্ধে (তোমাদের) জেদ (এবং শত্রুতা) যেন তোমাদের জন্যে এমন এক (আযাবজনিত) বিষয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় যে, তোমাদের ওপরও সে ধরনের কিছু আপতিত হবে, যেমনটি নূহ কিংবা হুদ অথবা সালেহের জাতির ওপর আপতিত হয়েছিলো; আর লুতের সম্প্রদায়ের (আযাবের স্থানটি তো) তোমাদের থেকে খুব বেশী দূরেও নয়।

وَيَقُولُ لَا يَحْزَنُ مَنكُمُ شِقَاقِي أَنْ
يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ
قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ
مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٠﴾

৯০. তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (নিজেদের গুনাহের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো; অবশ্যই আমার রব পরম দয়ালু, স্নেহময়।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٨١﴾

৯১. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা বলো তার অধিকাংশই আমাদের বুঝে আসে না, (আসলে) আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল, (আমাদের মাঝে) তোমার (আপন) গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা অবশ্যই তোমাকে পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম, তুমি তো আমাদের ওপর খুব শক্তিশালীও নও (যে, তুমি কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবে)।

قَالُوا يُشْعِبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ
وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٨٢﴾

৯২. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে আমার গোত্রীয় ভাই-বন্ধু কি আল্লাহ তায়ালা চাইতে বেশী প্রভাবশালী (যে, তোমরা ওদের দোহাই দিচ্ছে)? তাঁকে কি তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে রাখলে? তোমরা যা কিছু করছো, আমার মালিকের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা তা অবশ্যই পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

قَالَ يَقُولُ آرْهُطِي أَعَزَّ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ
وَاتَّخَذَ ثَمُوءَ وَرَأْءَاكُمْ ظَهْرِيًا إِنَّ رَبِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٨٣﴾

৯৩. হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা কিছু করতে চাও করে যাও; আমিও (আমার জায়গায় যা করার) করে যাবো; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর এমন আযাব আসবে যা তাকে অপমানিত করে ছাড়বে, আর কে মিথ্যাবাদী (তাও তখন জানা যাবে); অতএব তোমরা (সেদিনের) প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করবো।

وَيَقُولُ اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُّخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا
إِنِّي مُعَذِّبُ رَقِيبٍ ﴿٨٤﴾

৯৪. (পরিশেষে) যখন আমার (আযাবের) সিদ্ধান্ত এলো, তখন আমি শোয়ায়বকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিলো তাদের আমার নিজস্ব রহমত দ্বারা (প্রলয়ংকরী আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

অতপর যারা যুলুম করেছে, তাদের ওপর এক মহানাদ আঘাত হানলো, ফলে মুহূর্তের মাঝেই তারা নিজেদের ঘরসমূহে উপড় হয়ে পড়ে রইলো,

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٥٥﴾

১৫. (অবস্থা এমন হলো) যেন সেখানে কখনো তারা কোনো কিছুই অর্জন করেনি, শুনে রাখো, এ ধ্বংসই ছিলো মাদইয়ান (বাসী)-এর চূড়ান্ত পরিণাম, (ঠিক) যেমন পরিণাম হয়েছিলো সামুদের!

كَانَ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدَ لِلْمَدِينِ كَمَا بَعَثْتَ ثُودُ ﴿٥٦﴾

১৬. আমি মূসাকে তার জাতির কাছে আমার নিদর্শনসমূহ ও (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীলসহ পাঠিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٥٧﴾

১৭. (পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, এরা ফেরাউনের কথা মনে চলতো, (অথচ) ফেরাউনের তো কোনো কাজ ও আদেশই সঠিক ছিলো না।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٥٨﴾

১৮. কেয়ামতের দিন সে তার (দুঃপ্রাপ্ত) জাতির আগে আগে থাকবে, অতপর সে তাদের (জাহান্নামের) আগুন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে; কতো নিকৃষ্ট সে জায়গা, যেখানে তারা গিয়ে পৌঁছবে!

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَحَهُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمُرُودُ ﴿٥٩﴾

১৯. এখানে (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হলো, (আবার) কেয়ামতের দিনও (তারা কঠিন আযাবে নিমজ্জিত হবে); কতো নিকৃষ্ট (এ) পুরস্কার, যা সেদিন (তাদের) দেয়া হবে।

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٦٠﴾

১০০. (হে নবী,) এ হচ্ছে (ধ্বংসপ্রাপ্ত) কতিপয় জনপদের কাহিনী, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এদের (ধ্বংসাবশেষের) কিছু (এখনো) বিদ্যমান আছে, (আবার কিছু) বিলীনও (হয়ে গেছে)।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِرٌ وَحَصِيدٌ ﴿٦١﴾

১০১. (এ আযাব পাঠিয়ে) আমি তাদের ওপর যুলুম করিনি, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে, যখন তাদের ওপর তোমার মালিকের আযাব নাযিল হয়েছে, তখন তাদের সেসব দেবতা তাদের কোনো কাজেই আসেনি, যাদের তারা আল্লাহর বদলে ডাকতো, বরং তারা (সেদিন) এদের ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করতে পারেনি।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿٦٢﴾

১০২. (হে নবী,) তোমার রব যখন কোনো জনপদকে তাদের অধিবাসীদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়; অবশ্যই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কষ্টদায়ক, অত্যন্ত কঠোর।

وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخَذَهُ إِلَّا بَرٌّ شَدِيدٌ ﴿٦٣﴾

১০৩. এ (কাহিনীগুলো)-র মাঝে তার জন্যে নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে, যে ব্যক্তি পরকালের আযাবকে ভয় করে,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ

সেদিন (হচ্ছে) সব মানুষদের একত্রিত করার দিন, (উপরন্তু) সেটা সবাইকে হাযির করার দিনও বটে।

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلْهَ النَّاسِ وَذَٰلِكَ
يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠৩﴾

১০৪. আমি সে (দিন)-টি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মূলতবি করে রেখেছি;

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴿١٠৪﴾

১০৫. সেদিন (যখন) আসবে (তখন) কেউ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কথা বলবে না, অতপর (মানুষরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে,) তাদের মধ্যে কিছু থাকবে হতভাগ্য গুনাহগার আর কিছু (থাকবে) ভাগ্যবান।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠৫﴾

১০৬. অতপর যারা গুনাহ করেছে, তারা থাকবে (জাহান্নামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে (আযাবের ভয়াবহ) চীৎকার ও (যন্ত্রণার ভয়াল) আতর্জনাদ,

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا
زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠৬﴾

১০৭. তারা সেখানে থাকবে চিরকাল- যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে হ্যাঁ, তাদের কথা আলাদা যাদের ব্যাপারে তোমার রব ভিন্ন কিছু চান; তোমার রব যখন যা চান তার বাস্তবায়নে তিনি একক ক্ষমতাবান।

خُلِدْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠৭﴾

১০৮. (অপরদিকে) যাদের নেক পথে পরিচালিত করা হয়েছে (সেদিন) তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তার কথা আলাদা যা তোমার রব ইচ্ছা করেন; আর এ (জান্নাত) হবে এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার, যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না।

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدْنَ
فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا
مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُودٍ ﴿١٠৮﴾

১০৯. সূতরাং (হে নবী), যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া এসব কিছুর গোলামী করে, তাদের (শাস্তির) ব্যাপারে তুমি কখনো সন্দিদ্ধ হয়ো না; (আসলে) ওদের বাপ দাদারা আগে যাদের বন্দেগী করতো, এরাও তাদের বন্দেগী করে; আমি এদের (অপরাধের) পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেবো, তাতে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَٰؤُلَاءُ مَا
يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ
وَإِنَّا لَنُوفِّهُمُ النَّصِيبَ غَيْرَ مُنْقُوصٍ ﴿١٠৯﴾

১১০. (হে নবী,) আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতেও নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে এ (বিদোহী)-দের ব্যাপারে যদি আগে থেকেই (পরকালের বিচার সংক্রান্ত) ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই এদের ব্যাপারে (গযবের) সিদ্ধান্ত এসে যেতো; নিসন্দেহে এরা এ (গ্রন্থের) ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর এক সন্দেহে নিমজ্জিত আছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ
فِيهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مُزِيَّبٍ ﴿١১০﴾

১১১. অবশ্যই তোমার রব এদের কাজকর্মের পুরোপুরি বিনিময় আদায় করে দেবেন; এরা যা কিছু করছে তিনি অবশ্যই তার সব জানেন।

وَأَنَّ كُلًّا لَّهَا لُيُوفِيهِمْ رَبُّكَ ۖ أَعْمَأُ لَهُمْ
إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١১১﴾

১১২. অতএব (হে নবী), তোমাকে যেমনি করে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাতেই দৃঢ় থাকো, তোমার সাথে আরো যে ব্যক্তি (কুফরী থেকে) ফিরে এসেছে সেও (যেন তোমার সাথে সত্যের ওপর দৃঢ় থাকে), তোমরা কখনো সীমালংঘন করো না; এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার সব কিছু দেখছেন।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ تَابٍ مَّعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১১৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কখনো তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না যারা যুলুম করেছে, (যুলুম করলে) জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে, (আর তেমন অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, এরপর তোমাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না।

وَلَا تَرْكُتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

১১৪. (হে নবী,) নামায প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুপ্রান্তভাগে ও রাতের একভাগে; অবশ্যই মানুষের ভালো কাজসমূহ তাদের মন্দ কাজসমূহকে দূর করে দেয়; এটা হচ্ছে (বিশেষ) উপদেশ তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ۝

১১৫. তুমি ধৈর্য ধারণ করো, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা নেককারদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

১১৬. এমনটি কেন হয়নি যে, যেসব উম্মতের লোকেরা তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের) অবশিষ্ট লোকেরা (অন্য মানুষদেরকে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করতো, তাদের মধ্যে আমি যাদের আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্ত কম, আর যালেমরা যে (বৈষয়িক) প্রাচুর্য ছিলো তার পেছনেই পড়ে থেকেছে, তারা ছিলো (আসলেই) অপরাধী।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

১১৭. এটা কখনো তোমার মালিকের কাজ নয় যে, তিনি কোনো জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন— অথচ সে জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনে নিয়োজিত থাকে।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝

১১৮. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে মানুষদের তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না), আর এভাবে তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝

১১৯. তবে তোমার রব যার ওপর দয়া করেন তার কথা আলাদা; তাদের তো আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, (আর এটা লংঘিত হলে) তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের ওয়াদাই সত্য (হবে, আর তা হচ্ছে); অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে পূর্ণ করবো।

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَأْتُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

১২০. (হে নবী,) আগের নবীদের কাহিনীগুলো আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, যেন আমি এর দ্বারা তোমার মনকে দৃঢ়তা দান করতে পারি, এ সত্যের মাঝে যে শিক্ষা তা তোমার কাছে এসে গেছে; (তা ছাড়া রয়েছে) ঈমানদারদের জন্যে কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ এবং সাবধানবাণীও।

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. যারা ঈমান আনে না, তুমি তাদের বলো, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা করার করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো,

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. তোমরা অপেক্ষা করো (জাহান্নামের), অবশ্যই আমরা অপেক্ষা করছি (জান্নাতের)।

وَأَنْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়বের বিষয় আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) এবং এর সব কয়টি বিষয় তাঁর দিকেই ধাবিত হবে, অতএব তুমি তাঁরই এবাদাত করো এবং একান্তভাবে তাঁর ওপরই ভরসা করো; (হে মানুষ,) তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে তোমার রব মোটেই বে-খবর নন।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعَبْدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

আয়াত ১১১
রুকু ১২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ইউসুফ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম রা। এ গুলো (হচ্ছে একটি) সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

২. নিসন্দেহে আমি একে আরবী কোরআন (হিসেবে) নাথিল করেছি, আশা করা যায়, তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারবে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

৩. (হে নবী,) আমি তোমাকে এ কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে এই কোরআন পাঠিয়েছি, যদিও তার আগ পর্যন্ত তুমি (এ সম্পর্কে) ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

৪. (এটা সে সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি তারা, চাঁদ ও সুবৃজ, আমি এদের আমার প্রতি সাজদাবনত অবস্থায় দেখেছি।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

৫. (এ কথা শুনে তার পিতা বললো,) হে আমার স্নেহের পুত্র, তুমি তোমার স্বপ্ন (কিছু) তোমার ভাইদের কাছে বলো না, (বললে) তারা অতপর তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করবে; (কেননা) নিসন্দেহে শয়তান মানুষের খোলাখুলি দুষমন।

قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾

৬. এমনি করেই তোমার রব তোমাকে (নবুওতের জন্যে) মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর নেয়ামত তোমার ওপর ও ইয়াকুবের সন্তানদের ওপর তেমনিভাবেই পূর্ণ করে দেবেন, যেমনিভাবে এর আগেও তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর তা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন; অবশ্যই তোমার রব সর্বজ্ঞ কুশলী।

وَكُنْ لَكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

১
ককু

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের (এ কাহিনীর) মাঝে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাদের জন্যে প্রচুর নির্দেশন রয়েছে।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَائِلِينَ ﴿٧﴾

৮. (এ কাহিনীটি শুরু হয়েছিলো ইউসুফের ভাইদের দিয়ে,) যখন তারা বললো, আমাদের পিতার কাছে নিসন্দেহে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চাইতে বেশী প্রিয়, (যদিও) দলে আমরাই হচ্ছি ভারী; নিসন্দেহে আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন,

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَبَيْنَا مِنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾

৯. (শয়তান তাদের পরামর্শ দিলো,) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা তাকে কোনো (অজানা) ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করে এসো, (এরপর দেখবে) তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে, এরপর তোমরা সবাই ভালো মানুষ হয়ে যেয়ো।

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾

১০. (এ সময়) তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, না, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, তোমরা যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতে চাও তাহলে তাকে কোনো গভীর কূপে ফেলে দিয়ে এসো, (আসা যাওয়ার পথে) কোনো যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

১১. (এক পর্যায়ে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এ কি হলো তোমার, তুমি কি ইউসুফের ব্যাপারে (আমাদের ওপর) ভরসা করতে পারছো না, আমরা অবশ্যই সবাই তার শুভাকাংখী!

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾

১২. আগামীকাল তাকে তুমি আমাদের সাথে (জংগলে) যেতে দিয়ো, সে (আমাদের সাথে) ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُونَهُ ﴿١٢﴾

১৩. সে বললো, এটা অবশ্যই আমাকে দুশ্চিন্তা দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, (তদুপরি) আমি ভয় করছি (এমন তো হবে না), কোনো বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার ব্যাপারে অমনোযোগী থাকবে!

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

১৪. তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল (-বন্ধ শক্তি) হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমরা সত্যিই (অর্থব) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো!

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّا إِذَا لَخُسْرُونٌ ﴿١٤﴾

১৫. অতপর (অনেক বলে কয়ে) যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তারা তাকে এক অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সবাই একমত হলো, তখন আমি তাকে ওহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম, (একদিন) তুমি অবশ্যই এসব কথা এদের (সবাইকে) বলে দেবে, এরা তো (কেউই এ ঘটনার পরিণাম) জানে না।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي
غَيْبَتِ الْجَبِّ ؕ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِمَرْمَرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

১৬. (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে) রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো;

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

১৭. (অনুযোগের স্বরে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমরা (জংগলে দৌড়ের) প্রতিযোগিতা দিচ্ছিলাম, আমরা ইউসুফকে আমাদের মাল সামানার পাশে ছেড়ে গিয়েছিলাম, অতপর একটা নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, কিন্তু তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবে না, যতো সত্যবাদীই আমরা হই না কেন!

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ؕ وَمَا
أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮. তারা তার জামার ওপর মিথ্যা রক্ত (মেখে) নিয়ে এসেছিলো; (তাদের কথা শুনে) সে বললো, (আসল ঘটনা তো এটা নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটা (খারাপ) কথা বানিয়ে দিয়েছে, (এ অবস্থায়) উত্তম ধৈর্য ধারণই (আমার করণীয়); তোমরা যে মনগড়া কথা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সাহায্যস্থল।

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ
سَوَّيْتُ لَكُمُ الْفُسُكُ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৯. (ইতিমধ্যে) একটি (বাণিজ্যিক) কাফেলা (কুয়ার পাশে) এলো, তারপর তারা একজন পানি সংগ্রাহককে (সেখানে) পাঠালো, সে যখন তার বালতি (কুয়ায়) নিক্ষেপ করলো, অতপর সে (যখন) বালতি টান দিলো; তখন সে বললো, ওহে, সুখবর, এ তো (দেখছি) একটি বালক; (কাফেলার লোকেরা বাণিজ্যিক পণ্য মনে করে) একে লুকিয়ে নিলো; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিলো।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
فَادُلُّهُمْ دَلْوَةً ؕ قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلْمٌ
وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০. তারা তাকে স্বল্প মূল্যে নির্দিষ্ট কয়েক দেহহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো, (সহজে পাওয়ার কারণে) এ ব্যাপারে তারা বেশী (মূল্যের) প্রত্যাশীও ছিলো না।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো,

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ

সম্মানজনকভাবে এর প্রতিপালন করো, সম্ভবত (বড়ো হয়ে) সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য বিষয়-আশয়) সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) তার কর্মের (বাস্তবায়নের) ওপর ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।

أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

২২. অতপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে নানারকম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম এবং আমি এভাবেই নেককার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾

২৩. (একদিন এমন হলো যে,) সে যে মহিলার ঘরে থাকতো সে তাকে তার প্রতি (অসৎ উদ্দেশ্যে) আকৃষ্ট করতে চাইলো এবং (এ উদ্দেশ্যে) সে তার ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে (তাকে) বললো, এসো- (এ অশ্লীল প্রস্তাব শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহ তায়ালায় কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, অবশ্যই তিনি আমার রব, তিনিই আমার উৎকৃষ্ট আশ্রয়; আল্লাহ তায়ালা (অকৃতজ্ঞ) যালেমদের কখনো সাফল্য দেন না।

وَرَأَوْدَتَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ ۚ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾

২৪. সে মহিলা তার প্রতি (অসৎ কাজের) এরাদা করলো এবং সেও তার প্রতি এরাদা (প্রায়) করেই ফেলেছিলো, যদি না সে তার মালিকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতো, এভাবেই (আমি ইউসুফকে নৈতিকতার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম) যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাজ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি; অবশ্যই সে ছিলো আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَرَبَ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأُوبَرَّهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٨﴾

২৫. অতপর তারা উভয়েই (সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে) দরজার দিকে দৌড়ে গেলো, মহিলা পেছন দিক থেকে তার জামা (টেনে) ছিড়ে ফেললো, এমতাবস্থায় তারা (উভয়েই) তার স্বামীকে দরজার পাশে (দেখতে) পেলো, তখন মহিলাটি (ইউসুফকে অভিযুক্ত করে) বললো, কি শাস্তি হওয়া উচিত সে ব্যক্তির, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে? এ ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে যে- তাকে হয় জেলে পাঠাতে হবে নতুবা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি (দিতে হবে)।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ ۚ وَالْفَيَا سَيِّئًا لِّذَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

২৬. সে বললো, সে (মহিলা)-ই আমাকে অশ্লীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো, (এ সময়) সে মহিলার আপনজনদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বললো (তদন্ত করে দেখা যাক),

قَالَ هِيَ رَأَوْدَتُنِي عَنِ نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ

যদি তার জামার সম্মুখভাগ ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে, অভিযোগের ব্যাপারে) সে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের একজন,

إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুঝতে হবে), সে (মহিলাই) মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে হচ্ছে সত্যবাদীদের একজন।

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. অতপর সে (গৃহস্থানী) যখন দেখলো, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (আসল ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে) বললো, কোনো সন্দেহ নেই, এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনার অংশ, সত্যিই তোমাদের (মতো নারীদের) ছলনা বড়ো জঘন্য!

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে) ইউসুফ, তুমি (এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা) ছেড়ে দাও এবং (হে নারী), তুমি তোমার অপরাধের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অবশ্যই তুমি অপরাধীদের একজন।

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. (বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে) শহরের (অভিজাত) নারীরা বলতে লাগলো, আযীযের স্ত্রী তার (যুবক) গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে (তার গোলামের) প্রেম উন্মত্ত করে দিয়েছে, আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرُهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣١﴾

৩১. সে (মহিলা) যখন ওদের (কানাকানি ও) চক্রান্তের কথা শুনলো, তখন সে ওদের (নিজের ঘরে) ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্যে একটি মাহফিলের আয়োজন করলো, (রীতি অনুযায়ী) সে তাদের প্রত্যেক মহিলাকে এক একটি ছুরি দিলো, অতপর (যখন তারা খাবার গ্রহণ করার জন্যে ছুরির ব্যবহার শুরু করলো তখন) সে (ইউসুফকে) বললো, (এবার) তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো, যখন মহিলারা তাকে দেখলো তখন তারা তার (রূপ যৌবনের) মাহাঙ্গে অভিভূত হয়ে গেলো (এবং ছুরি দিয়ে খাবার গ্রহণের পরিবর্তে) নিজেদের হাত তারা কেটে ফেললো, তারা বললো, আল্লাহর কসম, এ কি অদ্ভুত (সৃষ্টি!) এ তো কোনো মানুষ নয়; এ তো হচ্ছে এক সম্মানিত ফেরেশতা!

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩২. (বিজয়িনীর ভংগিতে) সে (মহিলা) বললো, (এবার দেখলে; তো?) এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভৎসনা করছিলে, (হাঁ) আমি তার কাছ থেকে অসং কিছু কামনা করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; (তবে) আমি তাকে যা করতে আদেশ করি সে যদি তা না করে

قَالَتْ فَلَيْلَى الَّذِي لَمْ تُتَنَّبِ فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاودَنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ

তাহলে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং অপমানিতদের মাঝে গণ্য হবে।

لَيْسَ جَنًّا وَلَكِنْ نَّاسٌ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

৩৩. সে বললো, হে আমার রব, এরা আমাকে যে (পাপের) দিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়, যদি তুমি আমাকে এদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তাহলে হয়তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো এবং (এক সময় হয়তো) আমিও জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো!

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝

৩৪. অতপর তাঁর রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁর কাছ থেকে তিনি মহিলাদের চক্রান্ত সরিয়ে নিলেন, নিশ্চয়ই তিনি (মানুষের ডাক) শোনেন এবং (তাদের ষড়যন্ত্র) তিনি জানেন।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৫. লোকদের কাছে অতপর এটাই (তখনকার মতো) সঠিক (সিদ্ধান্ত) মনে হলো যে, তাকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে, অথচ ইতিমধ্যেই তারা (তার সচ্চরিত্রতার) যাবতীয় নিদর্শন দেখে নিয়েছে।

ثُمَّ بَدَأَ هُمْرَ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جَنًّا حَتَّىٰ حِينٍ ۝

৩৬. (একই সময়) তার সাথে আরো দু'জন যুবকও (সে) কারাগারে প্রবেশ করলো, (একদিন) ওদের একজন (ইউসুফকে) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি, আমি আগুণ নিংড়ে (তার) রস বের করছি, অপর জন বললো, আমি দেখেছি আমি আমার মাথার ওপর রুটি বহন করছি, (কিছু) পাখী তা থেকে (খুঁটে খুঁটে) খাচ্ছে, (উভয়ই ইউসুফকে বললো); তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি (আসলেই) ভালো মানুষদের একজন।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৩৭. সে বললো (এ বেলা) তোমাদের যে খাবার দেয়া হবে তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদের উভয়কে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো, (আসলে) এ হচ্ছে সে জ্ঞানেরই অংশবিশেষ, যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; আমি ইতিমধ্যেই তাদের জাতিকে বর্জন করেছি যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, (উপরন্তু) তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করে না।

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِي إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতের অনুসরণ করি; (ইবরাহীমের অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) আমাদের ওপর এবং সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেরই একটা অংশ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

৩৯. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমরাই বলো, মানুষের জন্যে) ভিন্ ভিন্ রব ভালো- না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালা!

يٰصَاحِبِى السِّجْنِ ۚ اَرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرَ اِنَّ اللَّهَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৪০. তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের এবাদত করছো, তা তো কতিপয় নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে কোনো দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি, (মূলত) আইন জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালা; আর তিনিই আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবে না; এটা ই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيْتُمُوهَا ۖ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ ۚ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ ۚ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে), তোমাদের একজন সে তার মালিককে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, যার মাথা থেকে পাখী (খুঁটে খুঁটে) রুটি খাচ্ছিলো, সে অচিরেই শূলবিদ্ধ হবে (এই হচ্ছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা), যা তোমরা উভয়ে জানতে চাচ্ছিলে, (ইতিমধ্যেই কিন্তু) তার ফয়সালাও হয়ে গেছে!

يٰصَاحِبِى السِّجْنِ ۚ اِمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقٰى رُبَّهُ خَمْرًا ۚ وَاِمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلَّبُ فَنَآكُلُ الطَّيْرَ مِنْ رَاسِهٖ ۚ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِى فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২. তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে সে মনে করেছে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তাকে (উদ্দেশ্য করে) সে বললো, (মুক্তি পাওয়ার পর তুমি) তোমার মালিকের কাছে আমার কথা বলো, কিন্তু (সে মুক্তি পাওয়ার পর) শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে (ইউসুফের কথাটা বলতে) ভুলিয়ে দিলো, ফলে কয়েক বছর সময় ধরে সে কারাগারেই পড়ে থাকলো।

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ اَنْهٗ نَجَا مِنْهُمَا اِذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. (একদিন) বাদশাহ (তার পারিষদদের) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, সাতটি পাতলা গাভী সাতটি মোটা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, (দেখলাম) সাতটি সবুজ (ফসলের) শীষ, আর শেষের সাতটি (দেখলাম) শুকনো, হে (আমার দরবার) প্রধানরা, তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যদি তোমরা (কেউ এ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো!

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمٰنٍ يَّأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ ۖ وَ سَبْعُ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٌ ۚ وَاٰخَرُ يَبْسُتُ ۚ يَآئِيْهَا اَلٰهٖلَا اَفْتُونِىْ فِىْ رُءَاىَاىْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءَاىَا تَعْبِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা বললো (হে রাজন), এ তো হচ্ছে কতিপয় অর্থহীন স্বপ্ন, আমরা তো (এ ধরনের) অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعِلْمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. যে দু'জনের একজন (কারাগার থেকে) মুক্তি পেয়েছিলো, দীর্ঘ দিন পর (ইউসুফের কথা) তার মনে হলো, সে (দরবারী লোকদের কথাবার্তা শুনে) বললো, আমি এক্ষুণি তোমাদের এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।

وَقَالَ الَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ فَارْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৬. (কারাগারে গিয়ে সে বললো,) হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, 'সাতটি পাতলা গাভী সাতটি মোটা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শ্যামল ফসলের শীষ অপর সাতটি শুকনো শীষ'-এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা তুমি আমাদের বলে দাও, আমি আশাকরি (এ ব্যাখ্যা নিয়ে) মানুষদের কাছে ফিরে যাবো, হয় তো (এর ফলে) তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও) জানতে পারবে।

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِيَّانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَائٍ وَسَبْعِ سَنَابِلٍ خُضْرٍ وَآخَرُ يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সে বললো (এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে), তোমরা ক্রমাগত সাত বছর ফসল ফলাতে থাকবে, অতপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলতে চাও তার মধ্য থেকে কিছু অংশ তোমরা খাবারের জন্যে রাখবে, তা বাদ দিয়ে বাকি অংশ (যাতে করে বিনষ্ট না হয় সে জন্যে) শীষসমেত রেখে দেবে।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এরপর আসবে সাতটি কঠিন (খরার) বছর, যা এর আগের কয় বছরের (গোটা সঞ্চয়ই) খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা আগেই এ কয় বছরের জন্যে জমা করে থাকবে, তার সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা তোমরা (বীজের জন্যে) রেখে দেবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতপর একটি বছর এমন আসবে, যখন মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে, তাতে তারা (প্রচুর) আগুনের রসও বের করবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. (একথা শুনে) বাদশাহ (আগ্রহের সাথে) বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যখন (শাহী) দূত তার কাছে (এ খবর নিয়ে কারাগারে) এলো, তখন সে বললো (আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আগে তদন্ত হোক), তুমি বরং তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, সে নারীদের (সঠিক) ঘটনাটা কি ছিলো? যারা (প্রকাশ্য মজলিসে) নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলো (আমি জানি), আমার রব তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤَنِّئِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِ هُنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫১. বাদশাহ সে নারীদের (দরবারে তলব করে তাদের) জিজ্ঞেস করলো, (বলো তো, সেদিন) তোমাদের কী হয়েছিলো, যেদিন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে; তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা মহান! আমরা তো তার ওপর কোনো পাপ কিংবা এ ধরনের কোনো অভিযোগই দেখতে পাইনি; (একথা শুনে) আযীযের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে, (আসলে) আমিই তার কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো সত্যবাদীদের একজন।

قَالَ مَا خَطْبُكُن إِذْ رَأَوْتَنِ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِّيقِينَ ﴿٥١﴾

৫২. (রাষ্ট্রীয়) তদন্তের খবর শুনে ইউসুফ বললো, এটি (আমি) এ জন্যেই (করতে বলেছিলাম), যেন বাদশাহ জেনে নিতে পারে, আমি (আযীযের) অবর্তমানে কখনো (তার আমানতের) খেয়ানত করিনি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের সঠিক পথ দেখান না।

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَم أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾



৫৩. আমি আমার ব্যক্তিসত্তাকেও নির্দোষ মনে করি না, অবশ্যই (মানুষের) প্রবৃত্তি মন্দের প্রতিই প্ররোচনা দিতে থাকে, অবশ্য তার কথা আলাদা যার প্রতি আমার রব দয়া করেন; নিসন্দেহে আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ ۖ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪. বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে একান্তভাবে আমার নিজের জন্যে নিদৃষ্ট করে রাখবো, অতপর বাদশাহ যখন তার সাথে কথা বললো, (তখন) সে বললো, তুমি আজ সত্যিই আমাদের কাছে একজন সম্মানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি!

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ
لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ
لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِنٌ ﴿٥٤﴾

৫৫. সে বললো, (যদি আমাকে বিশ্বস্তই মনে করো তাহলে) রাজ্যের এ (বিশংখল খাদ্য)-ভান্ডারের ওপর আমাকে দায়িত্বশীল বানাও, অবশ্যই আমি একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ বটে।

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي
حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৬. এভাবেই আমি ইউসুফকে (মিসরের) ভূখন্ডে ক্ষমতা দান করলাম, যেন দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে সে বসবাস করতে পারে, আমি যাকে চাই তার কাছেই আমার রহমত পৌঁছে দিই, আমি কখনো নেককার লোকদের পাওনা বিনষ্ট করি না।

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ
يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا
مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্যে আখেরাতের পাওনা রয়েছে, যা অনেক উত্তম।

وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা (দুর্ভিক্ষের রসদের জন্যে মিসরে) এলো এবং (একদিন) তারা তার সামনেও হাযির হলো, সে তাদের চিনতে পারলো, (কিন্তু) তারা তার জন্যে অচেনাই থেকে গেলো।

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যখন সে তাদের রসদের ব্যবস্থা (সম্পন্ন) করে দিলো, তখন সে (তাদের) বললো, (পরেরবার তোমরা) তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইটিকে নিয়ে আমার কাছে আসবে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছে না, আমি (মাথা হিসেবে) মেপে রসদ দেই, আমি একজন উত্তম অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিও বটে।

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي
بِاخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي
أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৬০. যদি (আগামীবার) তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে না আসো, তাহলে আমার কাছে কিন্তু তোমাদের জন্যে (আর) কোনো রসদ থাকবে না, (সে অবস্থায়) তোমরা আমার কাছেও ঘেঁষো না।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِندِي
وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬১. তারা বললো, এ বিষয়ে আমরা তার পিতাকে অনুরোধ (করে সম্মত) করবো, আমরা অবশ্যই (তাকে আনার চেষ্টা) করবো।

قَالُوا سَرَّأَوْدُ عَنْهُ أَبَاہُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿٥٥﴾

৬২. সে তার (রসদ) কর্মচারীদের বললো, এ লোকদের মূলধন তাদের মালপত্রের ভেতর রেখে দাও, যাতে করে ওরা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে গেলে তা চিনে নিতে পারে, সম্ভবত (এ কারণেই) তারা (আবার) ফিরে আসবে।

وَقَالَ لِفَتْنِيہِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبُوا اِلٰی اٰہْلِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ ﴿٥٦﴾

৬৩. যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের (ভবিষ্যতের) রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দাও, যাতে করে আমরা (তার ভাগসহ) ওয়ন করে রসদ আনতে পারি, অবশ্যই আমরা তার হেফাযত করবো।

فَلَمَّا رَجَعُوا اِلٰی اٰہِلِہِمْ قَالُوا یٰاَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْکَیْلَ فَاَرْسَلْ مَعَنَا اَخَانَا نَکْتُلْ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُونَ ﴿٥٧﴾

৬৪. সে বললো, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো, যেভাবে ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (মানুষের) উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

قَالَ هَلْ اٰمَنُکُمْ عَلَیْہِ اِلَّا کَیًّا اٰمَنُتُمْ عَلٰی اَخِیْہِ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالَہٗ خَیْرٌ حَفِظًا ۚ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ﴿٥٨﴾

৬৫. অতপর তারা যখন মালপত্র খুললো তখন তারা (যা দিয়ে রসদ খরিদ করেছিলো- দেখতে) পেলো, সে মূলধন তাদের (পুরোপুরিই) ফেরত দেয়া হয়েছে; (এটা দেখে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, (এর চাইতে বেশী মহানুভবতা) আমরা আর কি চাইতে পারি; (দেখো) এই হচ্ছে আমাদের মূলধন যা আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে; (এবার আমরা যাই এবং) আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদ নিয়ে আসি, আমরা আমাদের ভাইয়েরও হেফাযত করবো এবং (ভাইয়ের কারণে) আমরা অতিরিক্ত একটি উট (বোঝাই) রসদও আনতে পারবো; এবারের রসদ তো পরিমাণে কম।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَیْہِمْ قَالُوا یٰاَبَانَا مَا نَبْغِیْ ۚ ہٰذَا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَیْنَا وَنَمِیْرُ اٰہِلِنَا وَنَحْفُظُ اَخَانَا وَنَزِدَادُ کَیْلَ بَعِیْرٍ ۚ ذٰلِکَ کَیْلٌ یَّسِیْرٌ ﴿٥٩﴾

৬৬. সে বললো, আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না- যতোকণ না তোমরা আল্লাহর নামে (আমাকে) অংগীকার দেবে যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে (ফিরিয়ে) আনবে, তবে যদি তোমরা নিজেরাই (সমস্যায়) পরিবেষ্টিত হয়ে যাও, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, অতপর যখন তারা তার কাছে তাদের অংগীকার নিয়ে হাযির হলো, তখন সে বললো, আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর কর্মবিধায়ক।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَہٗ مَعَكُمْ حَتّٰی تُؤْتُوْا مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰہِ لَتَاْتِنِیْ بِہٖ اِلَّا اَنْ یَّحَاۡ بِکُمْ فَلَمَّا اٰتَوْہُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰہُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَکَیْلٌ ﴿٦٠﴾

৬৭. সে বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে (নগরে) প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (তাহলে তোমাদের সংখ্যা কারো মনে হিংসা সৃষ্টি করবে না, আসলে) আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোনো কাজেই আসবো না; বিধান (জারি করার কাজ) শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); আমি (সর্বদা) তাঁর ওপরই নির্ভর করি, যারা ভরসা করে তারা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. অতপর তারা (সেখানে) ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (যদিও) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কোনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ, এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, কেননা তাকে জ্ঞান আমিই শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمَهَا لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. যখন তারা ইউসুফের কাছে হাযির হলো, তখন সে তার (নিজ) ভাইকে তার পাশে (বসার) জায়গা দিলো এবং (একান্তে) তাকে বললো, আমি হচ্ছি তোমার ভাই (ইউসুফ), এরা (তোমার আমার সাথে) যা করছিলো তার জন্যে তুমি কোনো কষ্ট নিয়ো না।

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئَسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. অতপর সে যখন তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে দিলো, তখন তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে সে একটি (রাজকীয়) পানপাত্র রেখে দিলো, (এরপর যখন তারা রসদ নিয়ে রওনা দিলো, তখন) একজন আহবানকারী ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলার যাত্রীদল (শাহী পানপাত্র চুরি হয়ে গেছে), আর নিসন্দেহে তোমরাই হচ্ছে সে চোর!

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَاظِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ أَيَّتَمَّا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرِقُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. ওরা তাদের দিকে (একটু) এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, বলো তো! কি জিনিস যা তোমরা হারিয়েছো?

قَالُوا وَاتَّقِلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. তারা বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে ব্যক্তি তা (খুঁজে) আনবে, (তার জন্যে) উট বোঝাই (রসদের ব্যবস্থা) থাকবে এবং আমিই তার যামিন থাকবো।

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

৭৩. তারা বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করেই (একথা) জানো, আমরা (এ) দেশে কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, (উপরন্তু) আমরা চোরও নই!

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. লোকেরা বললো, যদি (তল্লাশি নেয়ার পর) তোমরা মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও তাহলে (যে চুরি করেছে) তার শাস্তি কি হবে?

قَالُوا فَمَا جَزَاءُ إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ ۝٧٤

৭৫. তারা বললো, তার শাস্তি! (হাঁ) যার মাল-সামান্য ভেতরে সে (পানপাত্র)-টি পাওয়া যাবে, সে নিজেই হবে তার শাস্তি; আমরা তো (আমাদের শরীয়তে) যালেমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝٧٥

৭৬. তারপর সে তার (নিজ) ভাইয়ের মালপত্রের (তল্লাশির) আগে ওদের মালপত্র দিয়েই (তল্লাশি) করতে শুরু করলো, অতপর তার ভাইয়ের মালপত্রের ভেতর থেকে সে (পানপাত্র)-টি বের করে আনলো; এভাবেই ইউসুফের জন্যে আমি (তার ভাইকে কাছে রাখার) একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম; নতুবা (মিসরের) রাজার আইন অনুযায়ী সে তাঁর ভাইকে (চাইলেই) রেখে দিতে পারতো না, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন সেটা ভিন্ন কথা; আমি যাকেই চাই তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই; প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরেই অধিকতর জ্ঞানী সত্তা রয়েছেন।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ۝ كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۝ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝٧٦

৭৭. তারা বললো, যদি সে চুরি করেই থাকে (তাহলে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই), এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিলো, (নিজের সম্পর্কে এই জঘন্য কথা শুনেও) ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন করে রাখলো, কখনো তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না, (মনে মনে এটুকুই) সে বললো, তোমাদের অবস্থা তো আরো নিকৃষ্ট, তোমরা (আমাদের সম্পর্কে) যা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسْرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا لَهْمُ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝٧٧

৭৮. তারা বললো, হে আযীয, এ ব্যক্তির পিতা (বঁচে) আছে, সে অতিশয় বৃদ্ধ, সূতরাং এর জায়গায় তুমি আমাদের একজনকে রেখে দাও, আমরা তোমাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نُرَىٰكَ مِنَ الْكَاثِبِينَ ۝٧٨

৭৯. সে বললো, আমরা আল্লাহ তায়ালায় কাছে আশ্রয় চাই, যার কাছে আমরা আমাদের (হারানো) মাল পেয়েছি, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দেবো কি করে? এমনটি করলে আমরা তো যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো!

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ۝٧٩

৮০. অতপর তারা যখন তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে পড়লো, তখন তারা একাকী বসে নিজেদের

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۚ قَالَ

মধ্যে সলাপরামর্শ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে যে বড়ো- সে বললো, (আচ্ছা) তোমরা কি এটা জানো না, তোমাদের (বৃদ্ধ) পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অংগীকার নিয়েছিলো, তা ছাড়া এর আগে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা (কতো) বড়ো অন্যায্য করেছিলে! আমি তো কোনো অবস্থায়ই (এ)দেশ থেকে নড়বো না, যতোক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তেমন কিছু করতে অনুমতি দেন, কিংবা আল্লাহ তায়ালা আমার জন্যে (কোনো) সিদ্ধান্ত না করেন, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿٣٥﴾

৮১. (সে তাদের বললো,) তোমরা (বরং) তোমাদের পিতার কাছেই ফিরে যাও এবং বলো, হে আমাদের পিতা, তোমার ছেলে (বাদশাহর পানপাত্র) চুরি করেছে, আমরা তো (তোমার কাছে) সেটুকুই বলবো যা আমরা জানতে পেরেছি, আমরা তো গায়বের (খবর) সংরক্ষণ করতে পারি না।

إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۖ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٣٦﴾

৮২. (বিশ্বাস না হলে) যে জনপদে আমরা অবস্থান করেছি তাদের কাছে (না হয়) তুমি জিজ্ঞেস করো এবং সে কাফেলাকেও (জিজ্ঞেস করো), যাদের সাথে আমরা (একত্রে) এসেছি; আমরা আসলেই সত্য কথা বলছি।

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٣٧﴾

৮৩. (কথাগুলো শুনে) সে বললো, (আসলে) তোমাদের মন তোমাদের (সুবিধার) জন্যে একটা কথা বানিয়ে নিয়েছে (তাই তোমরা এসব বলছো), অতপর উত্তম ধৈর্য্যই (আমার একমাত্র পাথর); আল্লাহ তায়ালা হয়তো ওদের সবাইকে একত্রেই আমার কাছে এনে হাযির করবেন; তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ, কুশলী।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَبِيلٌ ۚ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَاتِنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٨﴾

৮৪. সে ওদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং (নিজে নিজে) বললো, হায় ইউসুফ! (ইতিমধ্যে) শোকের কারণে তার চোখও সাদা হয়ে গেছে, সে নিজেও দারুণভাবে ক্লিষ্ট!

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ۖ وَأَبْيَضْتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٣٩﴾

৮৫. (পিতার এ অবস্থা দেখে) তাঁরা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো দেখছি শুধু ইউসুফের কথাই মনে করছো, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার চিন্তায় তুমি মুম্বু হয়ে পড়বে, কিংবা (তার চিন্তায়) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٤٠﴾

৮৬. সে বললো, আমি তো আমার যন্ত্রণা, আমার চুশ্চিন্তা সব আল্লাহ তায়ালায় কাছেই নিবেদন করছি,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

আমি আল্লাহর কাছ থেকে যতোটুকু জানি, তোমরা তা জানো না।

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

৮৭. হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে) যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে (আরেকবার) তালাশ করো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না; আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে তো শুধু কাফের সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিরাশ হতে পারে।

يٰۤبَنِيٓ اٰدَهْبُوْۤا فَتَحَسَّسُوْۤا مِنْ يُّوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْۤا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَاْيُسُّ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْفٰۤقُوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৮৮. তারা যখন (পুনরায়) তার কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, হে আযীয, দুর্ভিক্ষ আমাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে দিয়েছে, (এবার) আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি, (এটা নিয়ে আপনি) আমাদের রসদ দান করার ব্যবস্থা করুন, এটা আমাদের দান করুন; যারা দান খয়রাত করে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পুরস্কৃত করেন।

فَلَمَّا دَخَلُوْۤا عَلَيْهِ قَالُوْۤا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاهْلٰنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزَجِيَّةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৮৯. (ভাইদের এ আকুতি শুনে) সে বললো, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে, কতো মূর্খ ছিলে তোমরা তখন!

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُّوسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৯০. তারা বলে ওঠলো, তুমিই কি ইউসুফ! সে বললো, হাঁ, আমিই ইউসুফ, আর এ হচ্ছে আমার ভাই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনেক মেহেরবানী করেছেন (সত্যি কথা হচ্ছে), যে কোনো ব্যক্তিই তাকওয়া ও ধৈর্যের আচরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা কখনোই নেককার মানুষের পাওনা বিনষ্ট করেন না।

قَالُوْۤا اِنَّكَ لَا تَذٰكِرُ يُّوسُفَ ؕ قَالَ اَنَا يُّوسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ ۚ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۚ اِنَّهٗ مِنْ يَّتَقٍ وَيَصْبِرْ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

৯১. ওরা বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (আজ) তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আমরা (আসলেই) অপরাধী!

قَالُوْۤا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ﴿٧٠﴾

৯২. (ভাইদের কথা শুনে) সে বললো, আজ তোমাদের ওপর (আমার) কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন, (কেননা) তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ۚ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٧١﴾

৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমন্ডলের ওপর রেখো, (এতে) তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতপর তোমরা তোমাদের সমগ্র পরিবার পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।

اِذْهَبُوْۤا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَالْقُوْۤهُ عَلَىٰ وَجْهِ اَبِيْ يَآتٍ بَصِيْرًا ؕ وَاَتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اٰجَمِيْنَ ﴿٧٢﴾

৯৪. (এদিকে) এ কাফেলা যখন (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়লো, তখন তাদের পিতা (আপনজনদের) বলতে লাগলো, তোমরা যদি (সত্যিই) আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তাহলে (আমি তোমাদের বলবো,) আমি আসলেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْنَدُون ۝

৯৫. তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো (দেখছি এখনো) তোমার (সে) পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে রয়েছো।

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝

৯৬. অতপর সত্যিই যখন (ইউসুফের খবর নিয়ে) সুসংবাদদাতা তার কাছে উপস্থিত হলো এবং (ইউসুফের) জামাটি তার মুখমন্ডলের ওপর রাখলো, তখন সাথে সাথেই তার দেখার শক্তি ফিরে এলো, (উৎফুল্ল হয়ে) সে বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন সব) কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

৯৭. তারা বললো, হে আমাদের পিতা, তুমি (আল্লাহর কাছে) আমাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, সত্যিই আমরা বড়ো গুনাহগার!

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيئِينَ ۝

৯৮. সে বললো, অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে আমার মালিকের কাছে দোয়া করবো, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

৯৯. অতপর যখন তারা (সবাই) ইউসুফের কাছে চলে এলো, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের পাশে স্থান দিলো এবং (তাদের স্বাগত জানিয়ে) সে বললো, তোমরা সবাই আল্লাহর নামে নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করো।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ۝

১০০. সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের) উচ্চাসনে বসালো এবং ওরা সবাই (দরবারের নিয়ম অনুযায়ী) তার প্রতি (সম্মানের) সাজদা করলো, সে বললো, হে আমার পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বকার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (আজ) আমার রব যা সত্যে পরিণত করেছেন; তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তোমাদের মরণভূমি থেকে (রাজদরবারে এনে) তোমাদের ওপরও মেহেরবানী করেছেন, (এমনকি) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক খারাপ করার পরও (তিনি দয়া করেছেন); অবশ্যই আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা (অত্যন্ত) নিপুণতার সাথেই আগ্রাম দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَنِي رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ ۖ إِنَّ نَزْغَ الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

১০১. হে (আমার) রব, তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো, তুমি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো, হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক, একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিয়ে এবং (পরকালে) তুমি আমাকে নেককার মানুষদের দলে শামিল করো।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَاحْقِنِي بِالصَّلَاحِينَ ﴿١٠١﴾

১০২. (হে নবী, ইউসুফের) এ (কাহিনী) হচ্ছে গায়বের ঘটনাসমূহের একটি, এটা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমেই জানিয়েছি, তারা (যখন ইউসুফের বিরুদ্ধে) তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিলো এবং তারা যখন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তুমি সেখানে হাযির ছিলে না!

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ
وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. (এ সত্ত্বো) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যেতোই তুমি চাও না কেন, তারা কখনো ঈমান আনার মতো নয়।

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. তুমি তো (এ) কাজের জন্যে তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো না! এ (কোরআন) সৃষ্টিকৃলের জন্যে একটি নসীহত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১১
কক

১০৫. আকাশমন্ডলী ও যমীনে (আল্লাহর কুদরতের) কতো (বিপুল) পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর দিয়ে তারা অতিবাহন করে, অথচ তারা তার প্রতি উদাসীন।

وَكَايِنٍ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَسُورُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. তাদের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তায়ালা ও ওপর ঈমান আনে (সাথে সাথে) আল্লাহ তায়ালা সাথে অন্যদের শরীকও করে।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে, (হঠাৎ করে একদিন) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা (সর্বধ্বাসী) আযাবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপতিত হবে এবং তারা (তা) টেরও পারবে না!

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ
أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংগ সচেতনতার সাথেই (এ পথে তাদের) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তায়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ۖ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
بَصِيرَةٍ ۖ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যেতো নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই (তোমার মতো) মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম;

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِي

এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো; (সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে; তোমরা কি কিছুই অনুধাবন করবে না?

إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٥﴾

১১০. এমনকি নবীরাও (তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করায় মাঝে মাঝে) নিরাশ হয়ে যেতো, তারা মনে করতো, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে) মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন (হঠাৎ করেই) তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাযির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ করা যাবে না।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنِيَ بُرْءًا لَهُمْ نَصْرُنَا ۖ فَنُجِّىَ مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٦﴾

১১১. অবশ্যই তাদের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে; (কোরআনের) এসব কথা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কিতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, (তাতে রয়েছে) প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, (সর্বোপরি রয়েছে) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

আয়াত ৪৩
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আর্ রা'দ
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আলিফ-লা-ম-মী-ম-রা। এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এর ওপর ঈমান আনে না।

الْمُرْتَدِّتِ لَكَ آيَاتِ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা— যিনি আসমানসমূহকে কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই উঁচু করে রেখেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছে, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং তিনি সূরুজ ও চাঁদকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; সব কিছুই (এখানে) একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে; তিনিই সব কাজের পরিকল্পনা করেন, তিনি (তাঁর কুদরতের) সব নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা তোমাদের মালিকের সাথে দেখা করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে পারো।

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٥٩﴾

৩. তিনিই (তোমাদের জন্য) এ যমীন বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বানিয়ে দিয়েছেন; (সেখানে) রয়েছে রং বেরংয়ের সব ফল ফুল- তাতে তিনি (সবকিছু) বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত (-এর পোশাক) দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; অবশ্যই এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা করে।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥﴾

৪. যমীনের রয়েছে বিভিন্ন অংশ, কোথাও আংগুরের বাগান, (কোথাও) শস্যক্ষেত্র, কোথাও খেজুর, তার (কিছু হয়তো) এক শির বিশিষ্ট (একটার সাথে আরেকটা জড়ানো), আবার (কোনোটি) একাধিক শির বিশিষ্ট, (অথচ এর সব কয়টি উৎপাদনে) একই পানি সঞ্চালন করা হয়। আমি স্বাদে (গন্ধে) এক ফলকে আরেক ফলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, (আসলে) এসব কিছুর মধ্যে সে সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّزٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

৫. (হে নবী,) যদি (কোনো কথার ওপর) তোমার আশ্চর্যম্বিত হতেই হয়, তাহলে আশ্চর্য (হবার মতো বিষয়) হচ্ছে তাদের সে কথা (যখন তারা বলে), একবার মাটিতে পরিণত হবার পরও কি আমরা আবার নতুন জীবন লাভ করবো? এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের গলদেশে (কেয়ামতের দিন) লৌহ শৃংখল থাকবে, এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاتِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧﴾

৬. এরা তোমার কাছে (হেদায়াতের) কল্যাণের আগে (আযাবের) অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, অথচ এদের আগে (আযাবের) বহু দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে; এতে সন্দেহ নেই, তোমার রব মানুষের ওপর তাদের (বহুবিধ) যুলুম সত্ত্বেও (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, অবশ্যই তোমার রব শান্তিদানের বেলায়ও কঠোর।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٨﴾

৭. যারা (তোমার নবুওত) অস্বীকার করে তারা বলে, কতো ভালো হতো- তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (দৃশ্যমান) নিদর্শন নাযিল হবে, (তুমি বলো) তুমি তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সতর্ককারী (রসূলমাত্র)! আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন পথপ্রদর্শক আছে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٩﴾

৮. প্রতিটি নারী (তার গর্ভে) যা কিছু বহন করে এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাড়ায় কন্ডায়, তার সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন; তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

৯. তিনি দেখা অদেখা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুই জানেন, তিনি মহান, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

১০. তোমাদের মাঝে কোনো লোক আস্তে কথা বলুক কিংবা জোরে বলুক, কেউ রাতে (কোথায়েও) আত্মগোপন করে থাকুক কিংবা দিনে (আলোয়) বিচরণ করুক, এগুলো সবই তাঁর কাছে সমান।

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾

১১. (মানুষ যে অবস্থায়ই থাক না কেন,) তার জন্যে আগে পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফাজত করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে; আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্যে কোনো দুঃসময়ের ইচ্ছা করেন তখন তা রদ করার কেউই থাকে না- না তিনি ব্যতীত ওদের আর কোনো অভিভাবক থাকে!

لَهُ مَعْصِيَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ﴿١١﴾

১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুতের (চমক) দেখান, এই (চমক মানুষের মনে নানা) ভয় ও আশার (সঞ্চারণ করে) এবং তিনিই (পানি) সঞ্চয়িনী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

১৩. (মেঘের নিষ্প্রাণ) গর্জন (যেমন) তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তেমনি (সপ্রাণ) ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি (আকাশ থেকে) বজ্রপাত করান, অতপর যার ওপর চান তার ওপরই তিনি তা পাঠান, অথচ এ (না-ফরমান) ব্যক্তিরই আল্লাহ তায়ালা (অস্তিত্বের) প্রশ্নে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তিনি তাঁর কৌশলে (ও মাহাত্ম্যে) অনেক বড়ো;

وَيَسْبِغُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُ مِنَ خِفَّتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِكَالِ ﴿١٣﴾

১৪. (তাই) তাঁকে ডাকাই হচ্ছে সঠিক (কাজ); যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, তারা (তাদের ডাকে) কখনোই সাড়া দেবে না, (এদের উদাহরণ হচ্ছে) যেমন একজন মানুষ, (পিপাসায় কাতর হয়ে) নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায়, পানি (তার মুখে) এসে পৌছাবে, অথচ তা (কোনো অবস্থায়ই) তার কাছে পৌছবার নয়, কাফেরদের দোয়া নিষ্ফল (কসরত ছাড়া আর কিছুই নয়)।

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسُ طَفَّتِهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

১৫. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করে, তাদের ছায়াগুলোও সকাল সন্ধ্যায় (তাদের মালিককে সাজদা করে)।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝۳৬

১৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে? তুমি (তাদের) বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালো, তুমি (আরো) বলো, তোমরা কেন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো, যারা নিজেদের কোনো লাভ লোকসান করতে সক্ষম নয়; তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, কখনো অন্ধ ও চক্ষুস্থান ব্যক্তি কি সমান হয়, কিংবা অন্ধকার ও আলো কি কখনো সমান হয়? অথবা এরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো (কিছু) বানিয়ে দিয়েছে, যার কারণে সৃষ্টির (ব্যাপার)টি তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে; তুমি তাদের বলো, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তায়ালো, তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী!

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُ مِمَّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۳৭

১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন, এরপর (নদী নালা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, অতপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো; (আবার) যারা অলংকার ও যন্ত্রপাতি বানানোর জন্যে (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে, (তখনো) কিন্তু তাতে এক ধরনের আবর্জনা ফেনা (হয়ে) ওপরে ওঠে আসে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালো হক ও বাতিলের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, অতপর (আবর্জনার) ফেনা এমনিই বিফলে চলে যায় এবং (পানি-) যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনেই থেকে যায়; এভাবেই আল্লাহ তায়ালো (মানুষদের জন্যে সুন্দর) দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করেন।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝۳৮

১৮. যারা তাদের মালিকের আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে মহা কল্যাণ রয়েছে; আর যারা তাঁর জন্যে সাড়া দেয় না (কেয়ামতের দিন তাদের এমন অবস্থা হবে) যে, তাদের পৃথিবীতে যা কিছু (সম্পদ) আছে তা সব যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে) থাকতো, তার সাথে যদি থাকতো আরো সমপরিমাণ (ধন সম্পদ), তাহলে (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) তারা তাও মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে দিতো; এরাই হবে সেসব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব হবে (খুবই) কঠিন, জাহান্নামই হবে ওদের নিবাস; কতো নিকৃষ্ট সে নিবাস!

لِّلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْكَسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلُهٗ مَعَهٗ لَا فَنَدُوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا وَّعَدُكُمْ جَهَنَّمُ وَّبِئْسَ الْمِهَادُ ۝۳৯

১৯. সে ব্যক্তি কি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে যে (এসব কিছু দেখেও) অন্ধ (হয়ে থাকে); আসলে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

أَفَنِّى يَعْلَمُ إِنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

২০. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করে না,

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبَيْثَاقَ ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে, যারা (কেয়ামতের) কঠোর হিসাবকে ভয় করে;

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২. যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মসিবতে) ধৈর্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে- গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজগুলোকে) দূরীভূত করে, তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩. (সে শুভ পরিণাম হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা নিজেরা (যেমন) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের (অভ্যর্থনা জানানোর) জন্যে ফেরেশতারাও তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করবে,

جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৪. (ফেরেশতারা বলবে,) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো (এটা তারই বিনিময়), আখেরাতের ঘরটি কতো উৎকৃষ্ট!

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে, যেসব সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা অক্ষুণ্ণ রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক- যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালা) অভিশাপ এবং তাদের জন্যেই রয়েছে (আখেরাতে) নিকৃষ্ট আবাস।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা যার জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দিতে চান— তাই করেন, আবার যাকে তিনি চান (তার রেযেক) সংকীর্ণ করে দেন; আর এরা বৈষয়িক জীবনের ধন সম্পদের ব্যাপারেই বেশী উল্লসিত হয়, অথচ আখেরাতের তুলনায় এ পার্থিব জীবন (কিছু ক্ষণস্থায়ী) জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়।

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

৩
ককু

২৭. (হে নবী,) যারা (তোমার নবুওতকে) অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন পাঠানো হলো না কেন; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ করেন এবং তাঁর কাছে পৌছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে তাঁর অভিমুখী হয়,

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا اٰیَةً مِّنْ رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يَضِلُّ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيۡ اِلَيْهِۦ مَن اَنْابَ ﴿٢٧﴾

২৮. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যেকেরে প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যেকেরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে;

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যেই রয়েছে সুখবর ও শুভ পরিণাম।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَّهُمْ وَحَسَنُ مَاۢ بِ ﴿٢٩﴾

৩০. আমি তোমাকে এভাবেই একটি জাতির কাছে (নবী করে) পাঠিয়েছি, এর আগে অনেক কয়টি জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের কাছেও নবী পাঠিয়েছি) যাতে করে তুমি তাদের কাছে সে (কিতাব) পড়ে শোনাতে পারো, যা আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি, (এ সত্ত্বেও) তারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে; তুমি বলো, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لَّا تَلْتَفِتُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّيْٓ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩১. যদি পাহাড়সমূহকে কোরআন দিয়ে গতিশীল করে দেয়া হতো, কিংবা যমীন বিদীর্ণ করে দেয়া হতো, অথবা তার মাধ্যমে যদি মরা মানুষকে দিয়ে কথা বলানো যেতো (তবুও এ মানুষগুলো ঈমান আনতো না), তবে (আসমান যমীনের) সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই (হাতে); অতপর ঈমানদাররা কি (একথা জেনে) নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদায়াত দিতে পারতেন। যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে তাদের কোনো না কোনো বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, কিংবা তাদের আশপাশে তা আপতিত হতে থাকবে,

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُّرِتَۢ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْۢ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ كَلِمَةٌۢ بِهٖ الْمَوْتٰى ۖ بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا ۚ اَفَلَمْ يَأْتِیْسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدٰى النَّاسَ جَمِیْعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا تُصِیْبُهُمْۢ بِمَا مَنَعُوْۤا قَارِعَةً اَوْ تَحُلُّ قَرِیْبًا مِّنْ دَارِهِمْ

যে পর্যন্ত না (তাদের জন্য) আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত (আযাবের) ওয়াদা সমাগত হয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ
الْمِيعَادَ ۝

৩২. (হে নবী,) তোমার আগেও নবী রসূলদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, অতপর আমি তাদের অবকাশ দিয়েছি যারা কুফরী করেছে, এরপর আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি; কতো কঠোর ছিলো আমার আযাব!

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ
فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثَمَرًا أَخَذَتْهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

৩৩. যিনি প্রত্যেকটি মানুষের ওপর তাঁর দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে- সে মানুষটি কি পরিমাণ অর্জন করেছে (তিনি কি করে অন্যদের মতো হবেন)? ওরা তো আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছে; (হে নবী) তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, তোমরা বলো তো ওদের নাম, অথবা তোমরা কি তাঁকে এমন (শরীকদের সম্পর্কে) খবর দিতে চাচ্ছে, এ যমীনে যাকে তিনি জানেনই না অথবা এটা কি তাদের কোনো মুখের কথা মাত্র? (আসল কথা হচ্ছে,) যারা কুফরী করেছে তাদের চোখে তাদের এ প্রতারণাকে শোভন করে দেয়া হয়েছে, তাদের (আল্লাহ তায়ালা) পথ (পাওয়া) থেকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে পথের দিশা দেখানোর (আসলেই) কেউ নেই।

أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُوهُمُ الْأَ
تَنَبَّؤُهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَأَبْطَاهِرُ
مِنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَن
يُضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝

৩৪. এদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে অনেক শাস্তি রয়েছে, অবশ্য আখেরাতে যে আযাব রয়েছে তা আরো বেশী কঠোর, (মূলত) আল্লাহ (-এর ক্রোধ) থেকে তাদের বাঁচবার কেউই নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ۝

৩৫. আল্লাহভীর লোকদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান), তার নীচে দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তার ফলফলারি এবং তার (বাগানের গাছসমূহের) ছায়াসমূহও চিরস্থায়ী; এসবই হচ্ছে তাদের পরিণাম, যারা (দুনিয়ায়) তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে, (অপরদিকে) কাফেরদের পরিণাম হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرَىٰ
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ أُكْلُهَا دَائِرٌ وَظِلُّهَا
تِلْكَ عُقْبَىٰ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَىٰ
الْكُفْرِينَ النَّارُ ۝

৩৬. (হে নবী,) যাদের আমি (ইতিপূর্বে) কিতাব দান করেছিলাম তারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাতে বেশী আনন্দ অনুভব করে, এ দলে কিছু লোক এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অস্বীকার করে; তুমি বলো, আমাকে তো আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, (আমি আদিষ্ট হয়েছি) যেন আমি তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক না করি; আমি তোমাদেরকে তাঁর দিকেই আহ্বান করছি, তাঁর দিকেই (সবার) প্রত্যাবর্তন (হবে)।

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ
بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا
أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۝

৩৭. (হে নবী,) আমি এভাবেই এই (কোরআনকে) আরবী (ভাষায়) বিধান (বানিয়ে তোমার ওপর) নাযিল করেছি (যেন তুমি সহজেই তা বুঝতে পারো); তোমার কাছে (আল্লাহর) যে জ্ঞান এসেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর সামনে তোমার কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না- না থাকবে (তোমাকে) বাঁচাবার মতো কেউ!

وَكُنْ لَكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

৩৮. (হে নবী,) তোমার আগেও আমি (অনেক) রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমি স্ত্রী এবং সন্তান সম্ভতিও বানিয়েছিলাম; কোনো রসূলের কাজ এটা নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একটি আয়াত সে পেশ করবে; (মূলত) প্রতিটি যুগের জন্যেই রয়েছে এক একটি কিতাব।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝

৩৯. আর (সেসব কিছুর মাঝে থেকে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চান তা বাতিল করে দেন এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন তা বহাল রাখেন, মূল গ্রন্থ তো তাঁর কাছেই আছে।

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

৪০. (হে নবী,) যে (আযাবের) ওয়াদা আমি এদের সাথে করি তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলে (উদ্ভিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, কেননা) তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে (আমার কথা) পৌছে দেয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে (সবার কাছ থেকে তার) হিসাব নেয়া।

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

৪১. এরা কি দেখতে পায় না যে, আমি যমীনকে তার চার দিক থেকে (আস্তে আস্তে) সংকুচিত করে আনছি; আল্লাহ তায়ালাই আদেশ জারি করেন, তাঁর সে আদেশ উল্টে দেয়ার কেউই নেই, তিনি হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَكْسِرُ لِمُعِيبٍ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪২. যারা এদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা (নানাভাবে) প্রতারণা করেছে, কিন্তু যাবতীয় কলা-কৌশল আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই; তিনিই জানেন প্রতিটি ব্যক্তি (কখন) কি অর্জন করে। অচিরেই কাফেররা জানতে পারবে আখেরাতের (সুখ) নিবাস কাদের জন্যে (তৈরী করে রাখা হয়েছে)।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

৪৩. (হে নবী,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, (তারা) বলে, তুমি নবী নও, তুমি ওদের বলে দাও, আমার এবং তোমাদের মাঝে (নবুওতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, (যথেষ্ট) যার কাছে (পূর্ববর্তী) কিতাবের জ্ঞান আছে (তার সাক্ষ্যও)।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

আয়াত ৫২
রুকু ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা ইবরাহীম
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ, লা-ম, রা। (এ কোরআন) এমন এক গ্রন্থ, (যা) আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে— যিনি মহাপরাক্রমশালী, যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য!

الرَّتِّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ
النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

২. সে মহান আল্লাহর (পথে), যাঁর জন্যে আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা আছে সব কিছু (নিবেদিত), যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে (রয়েছে) কঠিন শাস্তি।

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ②

৩. (এ শাস্তি তাদের জন্যে) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (সর্বোপরি) এ (পথ)-কে (নিজেদের খেয়াল খুশীমতো) বাঁকা করতে চায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى
الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا
عُوجًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ③

৪. আমি কোনো নবীই এমন পাঠাইনি, যে তাঁর জাতির (মাতৃ)-ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছায়নি), যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) স্পষ্ট করে দিতে পারে; অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ
لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

৫. অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি, (তাকে নির্দেশ দিয়েছি), তুমি তোমার জাতিকে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে নিয়ে এসো এবং তুমি তাদের আল্লাহর (অনুগ্রহের বিশেষ) দিনগুলোর কথা স্মরণ করাও; যারা একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, নিসন্দেহে তাদের জন্যে এর মাঝে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَّرْهُمْ
بِأَيْمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤

৬. মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, (বিশেষ করে) যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেরদের হত্যা করতো, তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো;

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ وَيَنْصُرُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এতে বড়ো ধরনের একটি পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

نَسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ٥

৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে (এ অনুগ্রহ) আরো বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা (একে) অস্বীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আমার আযাব বড়োই কঠিন!

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٦

৮. মুসা (তার জাতিকে) বলেছিলো, তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সব মানুষ একত্রেও যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো (তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় অভাব অভিযোগ থেকে মুক্ত, প্রশংসার দাবীদার।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمِنَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ٧

৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের আগেকার লোকদের সংবাদ এসে পৌঁছায়নি- নূহ, আদ, সামূদ সম্প্রদায় ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের; যাদের (বিবরণ) আল্লাহ তায়ালার ছাড়া আর কেউই জানে না; (এদের সবার কাছেই) তাদের নবীরা (যখন) আমার আয়াতসমূহ নিয়ে এসেছিলো, (তখন) তারা তাদের নিজেদের হাত তাদেরই মুখের ভেতর বসিয়ে দিতো এবং বলতো, যা (কিছু পয়গাম) নিয়ে তুমি আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করি, (তা ছাড়া) যে (দ্বীনের) দিকে তুমি আমাদের ডাকছো সে বিষয়েও আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি।

الَّذِينَ كَفَرُوا نَبُوءًا مِّنَ قَبْلِكَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ٨

১০. তাদের রসূলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রয়েছে- যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ (দিয়ে সংশোধনের সুযোগ) দিতে পারেন; (একথার ওপর) তারা বললো, তোমরা তো হচ্ছেো আমাদের মতোই (কতিপয়) মানুষ; আমাদের বাপ-দাদারা যাদের এবাদাত করতো, তোমরা কি তা থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও? তাহলে (যাও তোমাদের দাবীর পক্ষে) আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٩

১১. নবীরা তাদের বললো (হাঁ), আমরা তোমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান (নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে) তার ওপর তিনি অনুগ্রহ করেন; আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিরেকে

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم

দলীল উপস্থাপনের কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই; আর ঈমানদারদের তো আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

بِسْطَطِيَّيَ الْإِلَهِ الْبَاطِنِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

১২. আমরাই বা কেন আল্লাহ তায়ালায় ওপর নির্ভর করবো না? তিনিই আমাদের (আলোর) পথসমূহ দেখিয়ে দিয়েছেন; (এ আলোর পথে চলতে গিয়ে) তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছে তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো; যারা ভরসা করে তাদের সবাইকে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أُرْسِلْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٥٦﴾

১৩. কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, আমাদের (ধর্মীয়) গোত্র তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করে দেবো; অতপর তাদের রব তাদের কাছে (এই বলে) ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের বিনাশ করে দেবো,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

১৪. আর তাদের (বিনাশ করে দেয়ার) পর তাদের জায়গায় আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো; এ (পুরস্কার) তার জন্যে যে ব্যক্তি আমার সামনে (জবাবদিহিতার জন্যে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) শাস্তিকেও ভয় করে।

وَلَنَسْكُنَنَّكَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿٥٨﴾

১৫. ওরা (তো নিজেরাই একটা চূড়ান্ত) ফয়সালা চাইলো— (আর সে ফয়সালা মোতাবেক) প্রত্যেক দুরাচার ও স্বৈরাচারী ব্যক্তিই ধ্বংস হয়ে গেছে।

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

১৬. তার পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাকে গলিত পুঁজ (জাতীয়) পানি পান করানো হবে,

مِّن وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿٦٠﴾

১৭. সে অতি কষ্টে তা গলধকরণ করতে চাইবে, কিন্তু গলধকরণ করা তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হবে না, (উপরন্তু) চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনোমতেই মরবে না; বরং তার পেছনে থাকবে (আরো) কঠোর আযাব।

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِن وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٦١﴾

১৮. যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের (ভালো) কাজের (বিনিময়ের) উদাহরণ ছাই ভস্মের (স্তূপের) মতো, ঝড়ের দিন প্রচন্ড বাতাস এসে যা উড়িয়ে নিয়ে যায়; এভাবে (সে ভালো কাজের দ্বারা) যা কিছু এরা অর্জন করে তা দ্বারা তারা কিছুই করতে সক্ষম হয় না; আর সেটাই হচ্ছে মারাত্মক গোমরাহী।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٦٢﴾

১৯. (হে মানুষ,) তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে (এ যমীন থেকে) তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে নতুন (কোনো) সৃষ্টিকে (এখানে) নিয়ে আসতে পারেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ۝

২০. আর এটা বিপুল ক্ষমতাবান আল্লাহর জন্যে মোটেই কঠিন কিছু নয়।

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

২১. (মহাবিচারের দিন) তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, অতপর যারা অহংকার করতো, দুর্বলরা তাদের বলবে, (দুনিয়ায়) আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (আজ কি) তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে সামান্য কিছুও আমাদের জন্যে কম করতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের (আজ মুক্তির) কোনো পথ দেখিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তোমাদের (তা) দেখিয়ে দিতাম, (মূলত) আজ আমরা ধৈর্য ধরি কিংবা ধৈর্যহারা হই, উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান, (আল্লাহর আযাব থেকে আজ) আমাদের কোনোই নিষ্কৃতি নেই।

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مَغْنُونَ عَنَّْا مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ
قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدٍ يَنْكُمْ سَوَاءٌ
عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
مَحِصٍ ۝

২২. যখন বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান (জাহান্নামীদের) বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে (যে) ওয়াদা করেছেন তা (ছিলো) সত্য ওয়াদা, আমিও তোমাদের সাথে (একটি) ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার বরখেলাপ করেছি; (আসলে) তোমাদের ওপর আমার তো কোনো আধিপত্য ছিলো না, আমি তো শুধু এটুকুই করেছি, তোমাদের (আমার দিকে) ডেকেছি, অতপর আমার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়েছো, তাই (আজ) আমার প্রতি তোমরা দোষারোপ করো না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদেরই দোষারোপ করো; (আজ) আমি (যেমন) তোমাদের উদ্ধারে (কোনো রকম) সাহায্য করতে পারবো না, (তেমনি) তোমরাও আমার উদ্ধারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না; তোমরা যে আমাকে আগে (আল্লাহর) শরীক বানিয়েছিলে, আমি তাও আজ অস্বীকার করছি (আল্লাহর ঘোষণা): অবশ্যই যালেমদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ
وَعَدُكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلْمُزُونِي
وَلَوْ مَوَّاهُ أَنْفُسُكُمْ ۚ مَا أَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي
كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২৩. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের এমন এক জালাতে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে (রং বে-রংয়ের) ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে অনন্তকাল অবস্থান করবে; সেখানে 'সালাম সালাম' বলে তাদের অভিবাদন করা হবে।

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

২৪. তুমি কি লক্ষ্য করেনি, আল্লাহ তায়ালা 'কালেমায়ে তাইয়েবা'র কি (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন (এবং সেটি হচ্ছে— এ কালেমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মূল (যমীনে) সুদৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা আসমানে (বিস্তৃত),

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৫. প্রত্যেক সময়ই তা তার মালিকের আদেশে ফল দান করে; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে (এভাবেই) উপমা পেশ করেন, আশা করা যায় তারা (তার থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. (আবার) খারাপ কালেমার তুলনা একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের (মতো), যাকে (যমীনের) উপরিভাগ থেকেই মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়েছে, এর কোনো রকম স্থায়িত্বও নেই।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۖ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৭. আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের তাঁর শাস্ত কালেমা দ্বারা মযবুত রাখেন, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে। আল্লাহ তায়ালা যালেমদের পথভ্রষ্ট করে দেন, তিনি (যখন) যা চান— তাই করেন।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

২৮. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেনি যারা আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে (তা) বদলে দিয়েছে, পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে এনেছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৯. (পরিণামে) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান!

جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩০. এরা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে তাঁর কিছু সমকক্ষ উদ্ভাবন করে নিয়েছে, যাতে করে তারা (মানুষদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে; (হে নবী,) তুমি বলো, (কিছুদিনের জন্যে এগুলো) তোমরা ভোগ করে নাও, অতপর (জাহান্নামের) আগুনের দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩১. (হে নবী,) আমার যে সব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যেন তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

প্রকাশ্যে- (কেয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, যদি (মুক্তির জন্যে) কোনো রকম (সম্পদের) বোচাকেনা চলবে না- না (এ জন্যে কারো) কোনো রকমের বন্ধুত্ব (সেদিন কাজে লাগবে)।

وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ﴿٣٥﴾

৩২. (তিনিই) মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দিয়ে আবার যমীন থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করেছেন, তিনি যাবতীয় জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তা সমুদ্রে বিচরণ করে বেড়ায় এবং তিনি নদীনালাকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তিনি চন্দ্র সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এর উভয়টা (একই নিয়মের অধীনে) চলে আসছে, আবার তোমাদের জন্যে রাতদিনকেও তিনি তোমাদের অধীন করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তোমরা তাঁর কাছ থেকে যা কিছু চেয়েছো তার সবই তিনি (তোমাদের সামনে) এনে হাযির করেছেন এবং তোমরা যদি (সত্য সত্যি) আল্লাহর সব নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে কখনোই তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না; মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী অকৃতজ্ঞ বটে।

وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَسْأَلَةٍ ۖ وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম (আল্লাহর কাছে) দোয়া করলো, হে আমার রব, এ (মক্কা) শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صُنَاءَ ۖ

৩৬. হে আমার রব, নিসন্দেহে এ (মূর্তি)-গুলো মানুষদের অনেককেই গোমরাহ করেছে, অতপর যে আমার আনুগত্য করবে সে আমার দলভুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করবে (তার দায়িত্ব তোমার ওপর), নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. হে আমাদের রব, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনূর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে- হে আমাদের রব, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তুমি (তোমার দয়ায়) কিছু মানুষের অন্তরকে এদের প্রতি অনুরাগী করে দাও,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রেযেকের ব্যবস্থা করো, আশা করা যায় ওরা তোমার (নেয়ামতের) শৌকর আদায় করবে।

وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৮. হে আমাদের রব, আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো; আসমানসমূহে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٤٠﴾

৩৯. সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি আমাকে আমার বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (-তুল্য নেক পুত্র পৌত্র) দান করেছেন; অবশ্যই আমার রব (বান্দাদের) দোয়া শোনেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٤١﴾

৪০. হে আমার রব, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা বানাও), হে আমাদের রব, আমার দোয়া তুমি কবুল করো।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٢﴾

৪১. হে আমাদের রব, যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব কিতাব হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষদের ক্ষমা করে দিয়ো।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤٣﴾

৪২. (হে নবী,) তুমি কখনো মনে করো না, এ যালেমরা যা কিছু করছে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা গাফেল রয়েছেন; (আসলে) তিনি তাদের এমন একটি দিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন (তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٤﴾

৪৩. (সেদিন) তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় (দৌড়াতে) থাকবে, (নিদৃষ্ট দিকের বাইরে অন্য কোনো দিকে) তাদের দৃষ্টিই ফিরবে না, (ভয়ে) তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَأَفْنِدُ تَهُمُوهَآ ۖ ﴿٤٥﴾

৪৪. (হে নবী,) তুমি মানুষদের এক (ভয়াবহ) দিনের আযাব (আসা) থেকে সাবধান করে দাও (এমন দিন এলে) এ যালেম লোকেরা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের তুমি কিছুটা সময়ের জন্যে অবকাশ দাও; আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং আমরা রসূলদের অনুসরণ করবো (জবাবে বলা হবে); তোমরা কি সেসব লোক- যারা ইতিপূর্বে শপথ করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে যে, তোমাদের (এ জীবনের) কোনোই ক্ষয় নেই!

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۖ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَحْبِ دَعَوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ تَكُنُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ ذَوَالٍ ﴿٤٦﴾

৪৫. অথচ তোমরা তাদের (পরিত্যক্ত) বাসভূমিতেই বাস করতে, যারা (তোমাদের আগে) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করেছিলো এবং (এ কারণে) আমি তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিলো, তোমাদের জন্যে আমি তাদের দৃষ্টান্তও (বারবার) উপস্থাপন করেছিলাম,

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এরা (নানা) চক্রান্তের পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের সেসব চক্রান্ত লিপিবদ্ধ আছে; যদিও তাদের সে চক্রান্ত (দেখে মনে হচ্ছিলো তা বুঝি) পাছাড়াইসমূহকে টলিয়ে দিতে পারবে!

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে নবী,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর নবীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগকারী মনে করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. যেদিন এ পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানসমূহও (বদলে যাবে) এবং সব মানুষ (হিসাবের জন্যে) এক মহান্মমতাদার আল্লাহ তায়ালা সামনে গিয়ে হাযির হবে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৯. সেদিন তুমি অপরাধীদের সবাইকে শৃংখলিত অবস্থায় (তাঁর সামনে) দেখতে পাবে,

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

৫০. ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো ঘন কালো), আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করে রাখবে,

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

৫১. (এটা এ কারণে যে,) আল্লাহ তায়ালা যেন প্রতিটি ব্যক্তিকেই তার কর্মের প্রতিফল দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫২. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহান) বাণী, যাতে করে এ দিয়ে (আযাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে এও) জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

৭
রুকু

আয়াত ৯৯
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল হেজর
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লাম-রা। এগুলো হচ্ছে সেই মহান গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

الرَّ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤

২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে (মহা বিচারের দিন) তারা চাইবে, যদি (সত্যি সত্যিই) তারা মুসলমান হয়ে যেতো!

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا

مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

৩. (হে নবী,) তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা খাওয়া দাওয়া করুক, ভোগ উপভোগ করতে থাকুক, (মিথ্যা) আশা তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, অচিরেই তারা (তাদের পরিণাম) জানতে পারবে।

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَسِعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

৪. যে কেনো জনপদকেই আমি ধ্বংস করি না কেন- তার (ধ্বংসের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় (আগে থেকেই) লিপিবদ্ধ থাকে।

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾

৫. কোনো জাতি তার (ধ্বংসের) কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারে না, (তেমনি) তারা তা বিলম্বিতও করতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾

৬. তারা বলে, ওহে- যার ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে-তুমি অবশ্যই একজন উন্মাদ ব্যক্তি।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

৭. তুমি সত্যবাদী (নবী) হলে আমাদের সামনে (তোমার নবুয়তের সাক্ষী দেয়ার জন্যে) ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেন!

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

৮. (হে নবী, তুমি বলো,) আমি ফেরেশতাদের (কখনো) কোনো সঠিক (কারণ) ছাড়া নাযিল করি না, (একবার যদি আযাবের) ফেরেশতারা এসেই যায়, তবে তো আর তাদের কোনো অবকাশই দেয়া হবে না।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

৯. অবশ্যই আমিই উপদেশ (সম্বলিত কোরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَافٍ ﴿٩﴾

১০. তোমার আগেও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

১১. তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে (ঠাট্টা বিদ্রূপের) সে (প্রবণতা)-কে সঞ্চার করে দেই,

كُنْ لَكَ نَسْلُكَ فِي قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٢﴾

১৩. (তাই) এরা কোনো অবস্থায়ই তার ওপর ঈমান আনবে না, (আসলে নবীদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপের) নিয়ম তো আগে থেকেই চলে এসেছে।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

১৪. আমি যদি এদের ওপর আসমানের দরজাও খুলে দেই, এবং তারা যদি তাতে চড়তেও শুরু করে (তারপরও এরা ঈমান আনবে না),

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

১৫. বরং (তখনও) এরা বলবে, আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমরা হচ্ছি যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ أَبْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

১৬. আমি আকাশে গম্বুজ তৈরী করে রেখেছি, অতপর তাকে দর্শকদের জন্যে (তারকারাজি দ্বারা) সজ্জিত করে রেখেছি,

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

১৭. তাকে আমি প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাযত করে রেখেছি,

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮. অবশ্য যদি কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের) কোনো কথা শুনতে চায় তাহলে সাথে সাথেই একটি প্রদীপ্ত উল্কা তার পেছনে ধাওয়া করে।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مَّبِينٌ ﴿١٨﴾

১৯. আমি যমীনকে বিস্তৃত করে (বিছিয়ে) দিয়েছি, ওতে আমি পর্বতমালাকে (পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছি, (যেন যমীন নড়াচড়া করতে না পারে) এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

২০. ওতে আমি তোমাদের সবার জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমরা (কিছু) তার (কারোই) রেযেকদাতা নও।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

২১. কোনো জিনিস এমন নেই যার ভান্ডার আমার হাতে নেই এবং সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ ছাড়া আমি কখনো তা পাঠাই না।

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

২২. আমিই বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতপর আমিই তোমাদের তা পান করাই, তোমরা নিজেরা তো তার কোনো ভান্ডার জমা করে রাখোনি।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَنُزِّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمْوَهُوَ أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَائِنٍ ﴿٢٢﴾

২৩. অবশ্যই আমি (তোমাদের) জীবন দান করি, আমিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাই, (সর্বশেষে) আমিই হচ্ছি (সব কিছু)র উত্তরাধিকার।

وَإِنَّا لَنَكُونُ نُكْحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের (যেমন) আমি জানি, তেমনি জানি তোমাদের পরবর্তীদেরও।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. নিসন্দেহে তোমার রব একদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৬. অবশ্যই আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে পয়দা করেছি,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ
حَمِإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

২৭. আর জ্বিন! তাকে আমি আগেই আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

২৮. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আমি (অচিরেই) ছাঁচে ঢালা ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে মানুষ পয়দা করতে যাচ্ছি।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

২৯. অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুঠাম করে নেবো এবং আমার রূহ থেকে (কিছু) তাতে ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সাজদাবনত হয়ে যাবে,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতপর (আল্লাহর আদেশে) ফেরেশতারা সবাই সাজদা করলো,

فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া— সে সাজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ
السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার কি হলো, তুমি যে সাজদাকারীদের দলে शामिल হলে না!

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ
السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সে বললো (হে আল্লাহ), আমি কখনো এমন মানুষের জন্যে সাজদা করতে পারি না— যাকে তুমি ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে বানিয়েছো।

قَالَ لَمَّا كُنْ لِلْإِسْجَدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ
صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তুমি (এক্ষুণি) এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেননা তুমি অভিশপ্ত,

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫. অবশ্য তোমার ওপর অভিশাপ হিসাব নিকাশের দিন পর্যন্ত।

وَأِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

৩৬. সে বললো হে রব, অতপর তুমিও আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন তাদের পুনরায় জীবিত করা হবে।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তিনি বললেন (হাঁ যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে নিসন্দেহে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (এ অবকাশ) একটি সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত।

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

৩৯. সে বললো, হে আমার রব, তুমি যেভাবে (আজ) আমাকে পথভ্রষ্ট করলে, আমিও মানুষদের জন্যে পৃথিবীতে তাদের (গুনাহের কাজসমূহকে) শোভন করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাঁটি বান্দা তাদের কথা আলাদা।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿৪০﴾

৪১. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (আমার সেসব খাঁটি বান্দাদের) আমার কাছ পর্যন্ত (পৌছানোর) এটাই হচ্ছে সহজ সরল পথ।

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿৪১﴾

৪২. (হাঁ, এই) গোমরাহ মানুষদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া অন্যরা অবশ্যই আমার (খাঁটি) বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য চলবে না।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيينَ ﴿৪২﴾

৪৩. অবশ্যই জাহান্নাম হবে তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান,

وَأِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿৪৩﴾

৪৪. তাতে থাকবে সাতটি (বিশালকায়) দরজা; এগুলোর প্রতিটি দরজার জন্যে (নির্দিষ্ট) থাকবে এক একটা নির্দিষ্ট অংশ।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿৪৪﴾

৪৫. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তারা অবশ্যই (সেদিন) জান্নাত ও (তার) ঝর্ণাধারায় অবস্থান করবে;

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿৪৫﴾

৪৬. (তাদের বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো।

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿৪৬﴾

৪৭. তাদের অন্তরের ঈর্ষা বিদ্বেষ আমি দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿৪৭﴾

৪৮. সেখানে তাদের কোনোরকম অবসাদ স্পর্শ করবে না, আর তাদের সেখান থেকে কোনো দিন বেরও করে দেয়া হবে না।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿৪৮﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿৪৯﴾

৫০. (তাদের এও বলে দাও) নিসন্দেহে আমার আযাবও অত্যন্ত কঠোর।

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿৫০﴾

৫১. (হে নবী,) তুমি তাদের ইবরাহীমের মেহমানের কাহিনীর কিছু শোনাও।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿৫১﴾

৫২. যখন তারা তার কাছে হাযির হয়ে বললো, (তোমার ওপর) 'সালাম', তখন সে (তাদের ভাব দেখে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿৫২﴾

৫৩. ওরা বললো, না, তুমি আশংকা করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ ﴿৫৩﴾

৫৪. সে বললো, তোমরা আমার (এমন অবস্থার) ওপর (সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছে— (যখন) বার্বাক্য আমাকে স্পর্শ করে ফেলেছে, (বলো) তোমরা আমাকে কিসের সুসংবাদ দেবে?

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِئْسَ تَبَشُّرُونَ ﴿৫৪﴾

৫৫. তারা বললো, হাঁ, আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিচ্ছি, অতপর তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে না।

قَالُوا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. সে বললো, পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ ব্যক্তি ছাড়া (আল্লাহর রহমত থেকে) কে নিরাশ হতে পারে?

قَالَ وَمَنْ يَّفْنُطْ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. হে ফেরেশতারা, বলো (এ সুসংবাদ দেয়া ছাড়া) তোমাদের (সামনে) আর কি (অভিযান) রয়েছে?

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তারা বললো (হাঁ), আমাদের এক নাফরমান জাতির বিরুদ্ধে (অভিযানে) পাঠানো হয়েছে।

قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مَّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. তবে লূতের আপনজনরা বাদে; আমরা অবশ্যই (আযাবের সময়) তাদের সবাইকে উদ্ধার করবো।

اِلَّا اَل لُّوطَ ؕ اِنَّا لَنَجُوهُرُ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয় (আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন), আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি যে, (আযাবের সময়) সে পশ্চাদ্বর্তী দলভুক্ত হয়ে থাকবে।

اِلَّا اَمْرًا اَنْتَ قَدَّرْنَا ؕ اِنَّهَا لَيَنَّ الْغَبْرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১. যখন ফেরেশতারা লূতের পরিবার পরিজনদের কাছে এসে হাযির হলো,

فَلَمَّا جَاءَ اَل لُّوطُ بِ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

৬২. (তখন) সে বললো, তোমরা তো (দেখছি) অপরিচিত লোক।

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. তারা বললো (না আসলে তা নয়), আমরা তো বরং তাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টাই নিয়ে এসেছি, যার ব্যাপারে তারা ছিলো সন্দিগ্ধ।

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيْهِ يَسْتَرْوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আমরা (তোমার কাছে) সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা (হছি) সত্যবাদী।

وَ اَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. সুতরাং তুমি রাতের কিছু অংশ থাকতে তোমার লোকজনসহ (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি নিজে তাদের পেছনে পেছনে চলতে থেকো, (সাবধান!) তোমাদের মধ্যে একজনও যেন পেছনে ফিরে না তাকায়, (ঠিক) যেদিকে (যাওয়ার জন্যে) তোমাদের আদেশ করা হবে, সেদিকেই চলতে থাকবে।

فَاسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. (ইতিমধ্যে) আমি তার কাছে এ ফয়সালা পাঠিয়ে দিয়েছি যে, এ জনপদের মানুষগুলোকে ভোর হতেই মূলোৎপাটিত করে দেয়া হবে।

وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنْ دَابَرَ هُوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مَّصْبِحٰٓيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. (ইতিমধ্যে) নগরের অধিবাসীরা উল্লসিত হয়ে (লূতের কাছে এসে) হাযির হলো।

وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (এদের আসতে দেখে) সে বললো (হে আমার দেশবাসী), এরা হচ্ছে আমার মেহমান, (এদের সাথে এশালীন আচরণ করে) তোমরা আমাকে অপমান করো না।

قَالَ اِنْ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমাকে (এদের সামনে) হেয় করো না।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

৭০. তারা বললো, আমরা কি তোমাকে সৃষ্টিকুলের (মেহমানদারী করা) থেকে নিষেধ করিনি?

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

৭১. (এদের উক্তি শুনে) সে বললো, (একান্তই) যদি তোমরা কিছু (কামনা বাসনা চরিতার্থ) করতে চাও, তবে এখানে আমার (জাতির) মেয়েরা রয়েছে (এদের বিয়ে করে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারো);

قَالَ هُوَ لَأَبْنَتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٧١﴾

৭২. (হে নবী,) তোমার জীবনের শপথ (সেদিন) এরা নিদারুণ নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো।

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক মহানাদ (এসে) তাদের ওপর আঘাত হানলো,

فَاَخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারপর আমি তাদের নগরগুলো উল্টে দিলাম এবং ওদের ওপর পাকানো মাটির পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম;

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

৭৫. অবশ্যই এ (ঘটনা)-র মাঝে পর্যবেক্ষণসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) বহু নিদর্শন রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّئِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. (আযাবের নিদর্শন হিসেবে) তা (আজো) প্রধান সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে (আছে)।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহর) নিদর্শন (মজুদ) রয়েছে;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. (লুতের জাতির মতো) 'আইকা'র অধিবাসীরাও ছিলো যালেম।

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯. আমি তাদের কাছ থেকেও (না-ফরমানীর) প্রতিশোধ নিলাম, (আজ এ) উভয় জনপদই (আযাবের চিহ্ন বহন করে) প্রকাশ্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে;

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مَّبِينٍ ﴿٧٩﴾

৮০. 'হেজর'বাসীরাও (তাদের) নবীদের অস্বীকার করেছিলো,

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

৮১. আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনসমূহ, অতপর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

وَأَتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

৮২. তারা পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের জন্যে ঘর বানাতো (এ আশায় যে,) তারা (সেখানে) নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতপর (না-ফরমানীর জন্যে এক) প্রত্যুষে তাদের ওপর মহানাদ এসে আঘাত হানলো,

فَاَخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. অতপর তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু কামাই করেছে, (আল্লাহর গযবের সামনে) তা কোনোই কাজে আসেনি।

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আকাশমালা, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই আমি অযথা পয়দা করিনি; অবশ্যই একদিন কেয়ামত আসবে, অতএব হে নবী, তুমি সৌজন্যমূলক আচরণের সাথে (ওদের) ক্ষমা করো।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব মহাপ্রস্তু মহাজ্ঞানী।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

৮৭. অবশ্যই আমি তোমাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট সূরা) দিয়েছি, যা (নামাযের ভেতরে ও বাইরে) বার বার পঠিত হয়— আরো দিয়েছি (জীবনের বিধান হিসেবে) মহা (গ্রন্থ) আল কোরআন।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

৮৮. আমি এদের কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার দু'চোখ তুলে তাকাবে না, তাদের (অবস্থার) ওপর তুমি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না, (তাদের বদলে) তুমি সর্বদা ঈমানদারদের দিকেই ঝুঁকে থেকো।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯. (হে নবী) তুমি বলো, নিসন্দেহে আমি হচ্ছি (জাহান্নামের) সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

৯০. যারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত তাদের ওপরও আমি এভাবে (কিতাব) নাযিল করেছিলাম,

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো।

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

৯২. (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, আমি ওদের অবশ্যই প্রশ্ন করবো,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩. (প্রশ্ন করবো) সেসব বিষয়ে যা কিছু (আচরণ) তারা (কোরআনের সাথে) করেছে।

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তা খোলাখুলি বলে দাও, যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে তুমি তাদের উপেক্ষা করো।

فَاذْعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْزِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. (এ) বিদ্রূপকারী ব্যক্তিদের মোকাবেলায় আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট,

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা অচিরেই (তাদের পরিণাম) জানতে পারবে।

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি, ওরা যা কিছু বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا
يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তুমি নিজেও সাজদাকারীদের দলে शामिल হয়ে যাও,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. (হে নবী,) যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে (মৃত্যুর) নিশ্চিত ঘটনাটি না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মালিকের এবাদাত করতে থাকো।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

আয়াত ১২৮
রুকু ১৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আন নাহল
মকায় অবতীর্ণ

১. আল্লাহ তায়ালা (আযাবের) আদেশ এসে গেছে! অতপর (হে কাফেররা), এর জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করো না; তিনি মহিমান্বিত, এরা তাঁর সাথে যে (ভাবে) শরীক করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

২. তিনি ওহী দিয়ে তাঁর আদেশবলে তাঁর যে বান্দার ওপর চান ফেরেশতাদের পাঠান, তোমরা যেন (মানুষদের) এই মর্মে সতর্ক করতে পারো যে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾

৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি তৈরী করেছেন; তারা যাদের (তাঁর সাথে) শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾

৪. তিনি (ক্ষুদ্র) গুত্রকণা থেকে মানুষ তৈরী করেছেন- (আশ্চর্যের ব্যাপার!) সে (মানুষটিই এখন সৃষ্টির পর তার স্রষ্টার সাথেই) প্রকাশ্যে বিতর্ককারী বনে গেলো!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾

৫. তিনি চতুষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, তোমাদের জন্যে ওতে শীত বস্ত্রের উপকরণ (সহ আরো) অনেক ধরনের উপকার রয়েছে, তাদের কিছু তো তোমরা আহারও করে থাকো,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

৬. তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনো এবং প্রভাতে যখন ওদের (চারপাশে) নিয়ে যাও, তখন এর মাঝে তোমাদের জন্যে (নয়নাভিরাম) সৌন্দর্য (উপকরণ) থাকে,

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

৭. তোমাদের (পণ্যসামগ্রীর) বোঝাও তারা (এমন দূর দূরান্তের জনপদ ও) শহরে নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে তোমরা (কোনোদিনই) পৌঁছতে পারতে না; অবশ্যই তোমাদের রব তোমাদের ওপর স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু,

وَتَحِيلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

৮. ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (তিনিই সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে; তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু) পয়দা করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনো) অনেক কিছু জানো না।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

৯. আল্লাহ তায়ালার ওপরই (রয়েছে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে যেখানে) তার মধ্যে কিছু বাঁকা পথও রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করে দিতেন।

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

১০. তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন, তার কিছু হচ্ছে পান করার, আর কিছু (এমন যে,) তা দ্বারা গাছপালা (জন্মে) যাতে তোমরা (জন্তু জানোয়ারদের) লালন পালন করো।

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ۖ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

১১. তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্যে শস্যও উৎপাদন করেন— যায়তুন, খেজুর ও আংগুর (-সহ) সব ধরনের ফল (উৎপাদন করেন), অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

১২. তিনি তোমাদের জন্যে রাত, দিন ও চাঁদ সুরক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন; নক্ষত্ররাজিও তাঁর আদেশে নিয়ন্ত্রণাধীন (রয়েছে), অবশ্যই এর মাঝে তাদের জন্যে (প্রচুর) নিদর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

১৩. রং বে-রংয়ের আরো অনেক বস্তুও পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন; অবশ্যই এর মাঝে সেসব জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (এসব থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

১৪. তিনিই আল্লাহ তায়ালা— যিনি সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তোমরা (মাঝে মাঝে মণিমুক্তর) গহনাও আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো, তোমরা দেখতে পাচ্ছে, কিভাবে জলযানগুলো তার বুক চিরে এগিয়ে চলে, যেন তোমরা এর মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা তাঁর (নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

১৫. তিনিই যমীনের মধ্যে পাহাড়সমূহ বসিয়ে রেখেছেন, যাতে করে যমীন তোমাদের নিয়ে (এদিক সেদিক) ঢলে না পড়ে, তিনি নদী ও পথঘাট বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (নিজেদের) গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো,

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. (তিনি তোমাদের জন্যে) বিভিন্ন চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, (তা ছাড়া) নক্ষত্রের (অবস্থান) দ্বারাও তারা পথের দিশা পায়।

وَعَلَّمَتْهُمُ الْبُرُجُ وَالنَّجْمُ هُدًى يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭. যিনি (এতো কিছু) সৃষ্টি করেন তিনি কি (করে) তার মতো (হবেন) যে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; তোমরা কি কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

১৮. তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতগুলো গণনা করতে চাও, তাহলে কখনো তা গণনা (করে শেষ) করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. তোমরা যা কিছু গোপন রাখো, আর যা কিছু প্রকাশ করো, আল্লাহ তায়ালার তা সবই জানেন।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

২০. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে, তারা তো কিছুই পয়দা করতে পারে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়;

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

২১. সেগুলো তো হচ্ছে (কতিপয়) মৃত (বস্তু), জীবিত কিছু নয়, তারা চৈতন্য রাখে না যে, তাদের কখন আবার উঠিয়ে আনা হবে।

أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢١﴾

২২. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ একজন অতপর যারা পরকালের ওপর ঈমান আনে না তাদের অন্তরসমূহ (এমনিই সত্য) অস্বীকারকারী হয়ে পড়ে এবং এরা নিজেরাও হয় (দারুণ) অহংকারী।

الْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার জানেন, এরা যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে, তিনি কখনো অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

لَا جَرَآءَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. যখন এদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রব কি ধরনের জিনিস নাযিল করলেন, তখন তারা বলে, তা হচ্ছে আগের কালের উপকথা।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের (পাপের) ভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, (এরা সেদিন) তাদের (পাপের) বোঝাও (বহন করবে) যাদের এরা জ্ঞান (ভিত্তিক কোনো প্রমাণ) ছাড়া গোমরাহ করে দিয়েছিলো; (সেদিন) ওরা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট!

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. এর আগেও (অনেক) মানুষ (দ্বীনের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তাদের (পরিকল্পনার সমগ্র) ইমারত- তার ভিত্তিমূল থেকে নির্মূল করে দিয়েছিলেন, তার পর তাদের (এ চক্রান্তরূপী) ইমারতের ছাদ তাদের ওপরই ধসে পড়লো এবং তাদের ওপর এমন (বহু) দিক থেকেই আযাব এসে আপতিত হলো, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمِ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. অতপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার ওদের (আরো বেশী) লাঞ্ছিত করবেন, তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের ব্যাপারে তোমরা (মানুষদের সাথে) বাকবিত্তা

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۖ

করতে? যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলবে, অবশ্যই যাবতীয় অপমান লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ (আজ) কাফেরদের ওপরই (আপতিত হবে),

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এরা হচ্ছে তারা- ফেরেশতারা (এমন অবস্থায়) যাদের মৃত্যু ঘটায় যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে, অতপর তারা আত্মসমর্পণ করে (বলে), আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না; (ফেরেশতারা বলবে) হাঁ, তোমরা যা কিছু করতে আত্মাহ ত্যাগা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন।

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي
أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِنْ شَيْءٍ سَوَاءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. সূতরাং (আজ) জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে তোমরা (আগুনে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট!

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلُودًا فِيهَا
فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. (অপরদিকে) আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের বলা হবে, তোমাদের রব (তোমাদের জন্যে) কি নাযিল করেছেন; তারা বলবে, (হাঁ, তা তো এক) মহাকল্যাণ; যারা নেক কাজ করে তাদের জন্যে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো হচ্ছে (আরো) উৎকৃষ্ট কল্যাণ; মোত্তাকীদের (এ) আবাস কতো সুন্দর!

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ
قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. চিরস্থায়ী এক জান্নাত- যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে ঋণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা যা কিছুই কামনা করবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে; এভাবেই আল্লাহ তায়াল মোত্তাকীদের প্রতিফল দান করেন,

جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا يُجْرُونَ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
كُلٌّ لِّكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

৩২. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদের পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, তারা (তাদের) বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. ওরা কি (শুধু এ জন্যেই) অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হবে, কিংবা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (আযাবের) হুকুম আসবে; এদের আগে যারা এসেছিলো তারা ঠিক এমনটিই করেছে; (এদের ওপর আযাব পাঠিয়ে) আল্লাহ তায়াল কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ
يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كُنْ لَكَ فَعَلٌ النَّاسُ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. অতপর তাদের ওপর তাদের (মন্দ) কাজের শাস্তি আপতিত হলো, (এক সময়) তাই তাদের

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ

পরিবেষ্টন করে নিলো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বেড়াতে।

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥৬﴾

৩৫. মোশরেকরা বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুই এবাদাত করতাম না- না আমরা, না আমাদের বাপ দাদারা (অন্য কারো এবাদাত করতো), আমরা তাঁর (অনুমতি) ছাড়া কোনো জিনিস হারামও করতাম না; (আসলে) একই ধরনের কাজ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছে, রসূলদের ওপর (আল্লাহর) সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া কোনো দায়িত্ব কি আছে?

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٧﴾

৩৬. আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (সে রসূল বলতে পারে যে,) তোমরা এক আল্লাহ তায়ালায় এবাদাত করো এবং তাঁর বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো। সে জাতির মধ্যে থেকে অতপর আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে হেদায়াত দান করেন, আর কতক লোকের ওপর গোমরাহী চেপে বসে গেলো; অতএব তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো, তারপর দেখো, যারা (রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٥٨﴾

৩৭. (হে নবী,) তুমি এদের হেদায়াতের ওপর যতোই তোমার অগ্রহ দেখাওনা কেন (এরা কখনো হেদায়াত পাবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাকে (বিদ্রোহের জন্যে) গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না, আর এমন লোকদের জন্যে কোনো সাহায্যকারীও নেই!

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٩﴾

৩৮. এরা আল্লাহ তায়ালায় নামে কঠিন শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে (দ্বিতীয় বার) কখনো উঠিয়ে আনবেন না, (হে নবী, তুমি বলো), হাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তো) জানে না,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتَ ۖ بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

৩৯. (এটা এ জন্যে যে,) যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করতো, (কেয়ামতের দিন) তাদের তিনি যেন তা স্পষ্ট করে দিতে পারেন এবং যারা (আজ) অস্বীকার করে তারাও যেন (এ কথাটা) জেনে নিতে পারে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।

لَيَبَيِّنَنَّ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

৪০. আমি যখনই কোনো কিছু (ঘটতে) চাই, তখন সে বিষয়ে আমার বলা কেবল এটুকুই হয়- 'হও' অতপর তা (সংঘটিত) হয়ে যায়।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٢﴾

৪১. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে (ঈমান আনার কারণে) তাদের ওপর যুলুম হওয়ার পর- আমি অবশ্যই তাদের এ পৃথিবীতে উত্তম আশ্রয় দেবো;

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنْبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ

আর আখেরাতের পুরস্কার- তা তো (এর থেকে) অনেক বড়ো। (কতো ভালো হতো) তারা যদি (এটা) জানতো!

وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٨১﴾

৪২. (আখেরাতের পুরস্কার তাদের জন্যে) যারা (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٨২﴾

৪৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগেও (এ) মানুষদের মধ্য থেকেই (কিছু ব্যক্তিকে) রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি- যাদের ওপর আমি ওহী পাঠিয়েছি, যদি তোমরা না জানো তাহলে কিতাবধারীদের (সে কথা) জিজ্ঞেস করো,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِيْٓ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨৩﴾

৪৪. (এ সব নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কিতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কিতাব নাযিল করেছি, যাতে করে যা কিছু মানুষদের জন্যে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তুমি তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো, আশা করা যায় তারা চিন্তা ভাবনা করবে।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبْرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٨৪﴾

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করে, তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না, কিংবা এমন কোনো দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসে আপতিত হবে না, যা তারা কখনো চিন্তাও করতে পারে না!

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٨৫﴾

৪৬. কিংবা তাদের তিনি (এমন সময়) পাকড়াও করবেন, যখন তারা (স্বাভাবিকভাবে) চলাফেরা করতে থাকবে। এরা কখনোই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না,

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٨৬﴾

৪৭. অথবা তিনি তাদের (কিছু দূর) চলার (অবকাশ) দেবেন, অতপর পাকড়াও করবেন, অবশ্যই তোমার রব একান্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿٨৭﴾

৪৮. এরা কি আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য করে না, তার ছায়াও তো আল্লাহর সামনে সাজদাবনত অবস্থায় (কখনো) ডান দিক থেকে (কখনো) বাঁ দিক থেকে ঢলে পড়ে, এরা সবাই তাঁর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٨৮﴾

৪৯. যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং এ যমীনে যা কিছু বিচরণশীল আছে, আছে যতো ফেরেশতাকুল, তারা সবাই আল্লাহকে সাজদা করে যাচ্ছে, এদের কেউই (আল্লাহর সামনে) অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿٨৯﴾

৫০. (উপরন্তু) তারা ভয় করে তাদের রবকে- যিনি (রয়েছেন) তাদের (অনেক) ওপরে, তাদের যা আদেশ করা হয় তা তারা (বিনীতভাবে) পালন করে।

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٩০﴾

৫১. আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমরা দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না, মাবুদ তো শুধু একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ ۖ إِنَّهُمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

৫২. আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর জন্যে, জীবনবিধানকে একান্ত তাঁর অনুগত করে দেয়াই কর্তব্য; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে।

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۖ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. যা কিছু নেয়ামত তোমাদের কাছে আছে তা তো আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকেই এসেছে, অতপর তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন (তা দূর করার জন্যে) তাকেই তোমরা বিনীতভাবে ডাকো,

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْرِدُوهُنَّ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ كُفْرُكُمْ ۚ أَفَتَجْحَدُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতপর তিনি যখন তা দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদেরই এক দল লোক তাদের মালিকের সাথে অন্যদের শরীক বানিয়ে নেয়-

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. যাতে করে আমি তাদের যা (নেয়ামত) দান করেছি তারা তা অস্বীকার করে নিতে পারে; অতপর (কিছুদিনের জন্যে জীবনটা) তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا ثُمَّ قَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি ওদের যা কিছু রেযেক দান করেছি তার একাংশকে ওরা এমন লোকদের জন্যে নির্ধারণ করে নেয়; যারা জানেও না (রেযেকের উৎসমূল কোথায়?) আল্লাহ তায়ালায় শপথ, তোমরা (তাঁর সম্পর্কে) যে মিথ্যা অপবাদ দিতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে!

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْهَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তির কন্যা সন্তানদের আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে, (অথচ) তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র, ওরা নিজেদের জন্যে তাই কামনা করে যা তারা পছন্দ করে।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. যখন এদের কাউকে কন্যা (জন্ম) হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন (দুঃখে ব্যাখ্যায়) তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

৫৯. যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায় (ভাবতে থাকে); সে কি এ (এ সন্তান)-কে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখো, (কন্যাদের নিয়ে) ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট!

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে এ ধরনের নিকৃষ্ট পরিণামই (অপেক্ষা করছে), আর আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নিদৃষ্ট (রয়েছে) যাবতীয় ভালে পরিণাম, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ
السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

৬১. আল্লাহ তায়ালার মানুষদের তাদের নাফরমানীর জন্যে যদি (সাথে সাথেই) পাকড়াও করতেন, তাহলে এ (যমীনের) বুকে কোনো (বিচরণশীল) জীবকেই তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের এক বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন (অবকাশের) সে সময় তাদের সামনে এসে হাযির হয়, তখন তারা (যেমন) মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারে না, (তেমনি) তাকে তারা (একটুখানি) এগিয়েও আনতে পারে না।

وَلَوْ يَؤُوحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ
عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٦١﴾

৬২. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সে বিষয়টি প্রস্তাব করে- তা তারা (নিজেদের জন্যেও) পছন্দ করে না, তাদের জিহ্বা তাদের জন্যে মিথ্যা কথা বলে যে, (পরকালে নাকি) তাদের জন্যেই সব কল্যাণ রয়েছে; (অথচ) তাদের জন্যে সেখানে থাকবে (শুধু জাহান্নামের) আগুন এবং অবশ্যই তারা (সেখানে) নিক্ষিপ্ত হবে।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُّ
أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ
لَا جَرَأَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. (হে নবী,) আল্লাহর শপথ, তোমার আগেও আমি জাতিসমূহের কাছে নবী পাঠিয়েছিলাম, অতপর শয়তান তাদের (খারাপ) কাজসমূহ তাদের জন্যে শোভনীয় করে দিয়েছিলো, সে (শয়তান) আজো তাদের বন্ধু, তাদের (সবার) জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَليَهُمُ
الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর (এ) কিতাব এ জন্যেই নাযিল করেছি যেন তুমি তাদের সামনে সে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করতে পারো, যে বিষয় তারা মতবিরোধ করেছে, বস্তুত (এ কিতাব হচ্ছে) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহস্বরূপ।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تِبْيَانٍ
لِّمُحْكَمٍ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আল্লাহ তায়ালার আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (একবার) মূর্দা হয়ে যাওয়ার পর সে পানি দিয়ে তিনি যমীনকে জীবিত করে তোলেন; অবশ্যই এতে (আল্লাহর কুদরতের) বহু নিদর্শন রয়েছে সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহর কথা) শোনে।

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মাঝে (প্রচুর) শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তাদের উদরস্থিত (দুর্গন্ধময়) গোবর ও (নাপাক) রক্তের মধ্যবর্তি স্থান থেকে নিসৃত খাঁটি দুধ আমিই তোমাদের পান করাই, পানকারীদের জন্যে (এটি) হচ্ছে বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু।

وَإِنَّ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُّسْقِيكُم
مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. খেজুর এবং আংগুর ফলের মধ্যেও (শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে), তা থেকে তোমরা নেশাকর (হারাম) জিনিস যেমন বের করে আনছো, তেমনি (তা থেকে হালাল এবং) উত্তম রেযেকও তোমরা লাভ করছো, নিসন্দেহে এতে জ্ঞানবান জাতির জন্যে (আল্লাহর) অনেক নিদর্শন আছে।

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তোমার রব মৌমাছিকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, পাহাড়ের (গায়ে) গাছে (-র ডালে) এবং (অন্য কিছুর ওপর) তোমরা যা কিছু বানাও তার ওপর নিজেদের থাকার ঘর নির্মাণ করো,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তারপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে (রস আহরণ করে তা) খেতে থাকো, অতপর তোমার মালিকের (নির্ধারিত) পথ ধরে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে (সেদিকে) এগিয়ে চলো; (এভাবে) তার পেট থেকে রং বেরঙের পানীয় (দ্রব্য) বের হয়, যার মধ্যে মানুষদের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে; (অবশ্য) এতেও নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিয়ে) চিন্তা করে।

ثُمَّ كَلِمَٰةٍ مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي
سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তোমাদের কোনো কোনো ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কোনো বিষয় জানার পর সে এমন হয়ে যাবে যে, যেন সে কিছুই জানে না, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ, (তিনিই) সর্বশক্তিমান।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمُ
مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

৭১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রেযেকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা (আবার) তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদের নিজেদের সামগ্রী থেকে কিছুই দিতে চায় না, (তাদের আশংকা হচ্ছে,) এ সম্পদে তারা উভয়েই সমান হয়ে যাবে; তবে কি এরা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করছে?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
أَفَتِنَعِمَةُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় বানিয়েছেন এবং তোমাদের এ যুগল থেকে তিনি তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেযেক দান করেছেন; তারপরও কি এরা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস করবে?

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন (মাবুদদের) গোলামী করবে, যাদের আকাশমন্ডলী ও যমীনের (কোথাও) থেকে রেযেক সরবরাহ করার কোনো ক্ষমতাই নেই।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ
لَهُمْ رِزْقًا مِّن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝٩٣

৭৪. সুতরাং (হে মানুষ), তোমরা আল্লাহ তায়ালার কোনো সদৃশ দাঁড় করিয়ে না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٩٤

৭৫. আল্লাহ তায়ালার (অপরের) অধিকারভুক্ত একটি দাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যে (নিজে থেকে) কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না- আরেক (উদাহরণ এমন) ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রেযেক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করছে; (তোমরা কি মনে করো) এরা উভয়েই সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু এদের অধিকাংশ মানুষই কিছু জানে না।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ وَمِن رَّزْقِنَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَثْنَىٰ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٩٥

৭৬. আল্লাহ তায়ালার আরো দু'জন মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের একজন হচ্ছে মূক- সে কোনো কিছুই নিজে থেকে করতে (বা বলতে) পারে না, সে (সব সময়) নিজের মনিবের ওপর বোঝা হয়ে থাকে, যখনই তাকে সে পাঠাক না কেন, সে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না; এ (অক্ষম) ব্যক্তিটি কি সমান হতে পারে সে ব্যক্তির, যে (নিজে মূক তো নয়ই বরং) সে অন্য মানুষদেরও ন্যায় কাজের আদেশ দিতে সক্ষম, (সর্বোপরি) যে ব্যক্তি সহজ সরল পথের ওপর আছে!

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا
يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝٩٦

৭৭. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহর জন্যেই (নির্দিষ্ট রয়েছে), কেয়ামতের ব্যাপারটি তো (তঁর কাছে) চোখের পলকের চাইতে (বেশী দূরের) কিছু নয়, বরং তা তার চাইতেও নিকটবর্তী; আল্লাহ তায়ালার অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ
السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٩٧

৭৮. আল্লাহ তায়ালার তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তকরণ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা শোকর আদায় করবে।

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا
تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٩٨

৭৯. এরা কি পাখীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না? আকাশের শূন্যগর্ভে সে (সহজে) বিচরণ করে চলছে,

الَّذِينَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرِينَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কে আছে যিনি এদের (শূন্যের মাঝে) স্থির করে রাখেন, অবশ্যই এ (ব্যবস্থাপনার) মাঝে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

مَا يُمْسِكُهُمُ إِلَّا اللَّهُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

৮০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে (শান্তির) নীড় বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশুর চামড়া দিয়ে (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করেছেন, যেন ভ্রমণের দিনে তোমরা তা সহজভাবে (বহন) করে নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থান নেয়ার সময়ও (তা ব্যবহার করতে পারো), ওদের পশম, ওদের লোম, ওদের কেশ থেকে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমাদের অনেক ব্যবহার (উপযোগী) সামগ্রী বানাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمًا ظَعْنِكُمْ وَيَوْمًا إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٧﴾

৮১. আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে পাহাড়ের মাঝে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি (আরো) ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের (প্রচণ্ড) তাপ থেকে রক্ষা করে, তিনি ব্যবস্থা করেছেন (এমন) পরিধেয়সমূহের যা তোমাদেরকে তোমাদের সমস্যা সংকট থেকে বাঁচিয়ে রাখে; এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেন, আশা করা যায় তোমরা তাঁর অনুগত (বান্দা) হতে পারবে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابًا تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابًا تَقِيكُمْ الْبَأْسَ ۚ كُنْ لَكَ يَتَرِ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٩٨﴾

৮২. যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তুমি জেনে রেখো, তাদের কাছে) সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর কথা) পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তোমার দায়িত্ব।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٩﴾

৮৩. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামত ভালো করেই চেনে, অতপর তারা তা অস্বীকার করে, (আসলে) ওদের অধিকাংশই (মানুষ)-ই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٠﴾

৮৪. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক একজন সাক্ষী উঠিয়ে আনবো, অতপর তাদের কোনো (কেফিয়ত দেয়ার) অনুমতি দেয়া হবে না- যারা কুফরী করেছে না তাদের (সেদিন এ) সুযোগ দেয়া হবে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿١٠١﴾

৮৫. যখন যালেমরা আযাব দেখতে পাবে (তখন কিন্তু কোনো কিছুতেই) তাদের ওপর থেকে সে আযাব লঘু করা হবে না, না তাদের কোনো অবকাশ দেয়া হবে।

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُكْفِ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٠٢﴾

৮৬. মোশরেক ব্যক্তির তাদের যেসব শরীকদের (আল্লাহর সাথে) অংশীদার বানিয়েছিলো, (সেদিন) যখন তারা দেখবে, তখন বলবে,

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا

হে আমাদের রব, এরাই তো আমাদের সেসব শরীক লোক— যাদের আমরা তোমার বদলে ডাকতাম, অতপর সে ব্যক্তিরা উল্টো তাদের ওপরই অভিযোগ নিষ্ক্ষেপ করে বলবে, না, তোমরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী,

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۖ فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّا كُنَّا لَكَ بَوَّانٌ

৮৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা যখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, (তখন) যা কিছু তারা উদ্ভাবন করতো তা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

৮৮. যারা নিজেরা কুফরী করেছে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি (সেদিন) তাদের আযাবের ওপর আযাব বৃদ্ধি করবো, এটা হচ্ছে তাদের (সেই) অশান্তি ও ফাসাদের শাস্তি, যা তারা করে এসেছে।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

৮৯. (সেদিনের কথাও স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে তাদের ওপর একজন সাক্ষী উত্থিত করবো এবং এদের সবার ওপর আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে নিয়ে আসবো; আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, যা হচ্ছে সব কিছুর ব্যাখ্যা, (আল্লাহর) হেদায়াত ও মুসলমানদের জন্যে (তা হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদস্বরূপ।

وَيَوْمَآ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

৯০. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালংঘনজনিত সব কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন (এগুলো মেনে চলার), আশা করা যায় তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

৯১. যখন তোমরা আল্লাহর নামে কোনো অংগীকার করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং এ (শপথ) পাকাপোক্ত করে নেয়ার পর তা ভংগ করো না, কেননা (এ শপথের জন্যে) তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা কি করো।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

৯২. (শপথ ভাঙতে গিয়ে) তোমরা কখনো সেই নারীর মতো হয়ো না, যে অনেক পরিশ্রম করে নিজের (জন্মে কিছু) সুতা কাটলো, কিন্তু পরে তা (নিজেই) টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

তোমরা তো তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে (নিজেদের) শপথগুলো ধোকা প্রবঞ্চনার উদ্দেশে ব্যবহার করো, যাতে করে (তোমাদের) এক দল আরেক দল থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন মাত্র; (তা ছাড়া) তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছো, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দেবেন।

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۖ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٦﴾

৯৩. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে এক জাতি বানিয়ে দিতে পারতেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিভ্রান্ত করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে সংপথে পরিচালিত করেন; (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

৯৪. তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশে গ্রহণ করো না, (নতুবা সত্যের ওপর মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়ায়ও) তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর (আখেরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আযাব।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدًّا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السَّوْءَ بِمَا صَدَّقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

৯৫. তোমরা আল্লাহর (নামে করা) অংগীকারকে (দুনিয়ার) সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ে না; আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার আছে তোমাদের জন্যে তা অনেক উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

৯৬. যা কিছু (সম্পদ) তোমাদের কাছে আছে তা (একদিন) নিশেষ হয়ে যাবে, (অপরদিকে) আল্লাহর কাছে (এর) যা (বিনিময়) আছে তা (হামেশাই) বাকী থাকবে; (সে আশায়) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের (সেসব) কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবেন।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

৯৭. পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে- এমতাবস্থায় যে, সে হবে একজন যথার্থ মোমেন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং আখেরাতের জীবনেও আমি তাদের (দুনিয়ার জীবনের) কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

৯৮. তোমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿৯৮﴾

৯৯. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿৯৯﴾

১০০. তার সব আধিপত্য তো তাদের ওপর- যারা তাকে বন্ধু (ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করেছে, (উপরন্তু) যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে।

إِنَّهَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿১০০﴾

১০১. (হে নবী,) আমি যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার জায়গায় আরেক আয়াত নাযিল করি- (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যা কিছু তিনি নাযিল করেন- তখন তারা বলে, তুমি তো এগুলো নিজ থেকে বানিয়ে নিচ্ছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (বিষয়টি) জানে না।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿১০১﴾

১০২. তুমি তাদের বলো, হাঁ এ (কোরআন)-কে জিবরাঈল তোমার মালিকের কাছ থেকে ঠিকভাবেই নাযিল করেছে, যাতে করে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে তাদের তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, (সর্বোপরি) এটা যেন হয় অনুগত বান্দাদের পথনির্দেশ ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿১০২﴾

১০৩. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি (এরা কি বলে), এরা বলে, এ (কোরআন) তো একজন মানুষ (এসে) এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়; (অথচ) যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইংগিত করে তার ভাষা আরবী নয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۚ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۚ وَهُوَ أَلِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿১০৩﴾

১০৪. (আসল কথা হচ্ছে,) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালাও তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না, আর তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মান্তিক আযাব।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿১০৪﴾

১০৫. নিজের পক্ষ থেকে কথা বানানো (কোনো নবীর কাজ নয়, বরং এটা) হচ্ছে তাদের কাজ, যারা আল্লাহর আয়াতের ওপর ঈমান আনে না, (আসলে) এরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿১০৫﴾

১০৬. যে ব্যক্তি একবার তার ঈমান আনার পর কুফরী করে-

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ

যাকে (কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে তার ব্যাপার আলাদা, কিন্তু যে (তার) অন্তরকে কুফরীর জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গণ্য রয়েছে এবং তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

১০৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অন্তরে, কানে ও চোখের ওপর আল্লাহ তায়ালা সিল এঁটে দিয়েছেন, (আসলে) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সম্পূর্ণ বেখবর।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿٦٠﴾

১০৯. অবশ্যই ওরা আখেরাতে (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

لَا جَرَآ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٠﴾

১১০. (অপরদিকে) যারা (ঈমানের পথে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতপর (আল্লাহর পথে) জেহাদ করে এবং (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে (হে নবী), অবশ্যই তোমার রব এরপর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন)।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا أَثَرٌ جَهْدٌ وَاصِرٌ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦١﴾

১১১. (স্মরণ করো,) যেদিন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে (এগিয়ে) আসবে, (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (কানাকড়ি হিসাব করে) তার কৃতকর্মের প্রতিফল আদায় করে দেয়া হবে এবং তাদের (করো) ওপর কোনো রকম অবিচার করা হবে না।

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

১১২. আল্লাহ তায়ালা এমন একটি জনপদের উদাহরণ (তোমাদের সামনে) উপস্থাপন করছেন, যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, (সেখানে) সর্বদিক থেকেই তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ রেযেক আসতো, অতপর তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করলো, তারা আল্লাহর সাথে যে আচরণ করতো তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে শাস্তি দিলেন।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

১১৩. অবশ্যই তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছিলো, অতপর তারা তাকে অস্বীকার

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

করলো, (পরিশেষে আল্লাহর) আযাব তাদের পাকড়াও করলো এমন অবস্থায় যখন তারা ছিলো যালেম!

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা কিছু হালাল পবিত্র রেখে দিয়েছেন তোমরা তা খাও, তোমরা আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই গোলামী করো।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٨﴾

১১৫. তিনি তো তোমাদের ওপর (শুধু) মৃত (জন্তু), রক্ত এবং শুয়োরের গোশতই হারাম করেছেন, (আরো হারাম করেছেন) এমন জানোয়ার যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু যদি কাউকে (এর কোনো একটার জন্যে) বাধ্য করা হয়— সে যদি বিদ্রোহী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

১১৬. তোমাদের জিহ্বা (আল্লাহ তায়ালায় ওপর) মিথ্যা আরোপ করে বলে— কখনো একথা বলো না যে, এটা হালাল ও এটা হারাম (জেনে রেখো), অবশ্যই যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١٢٠﴾

১১৭. (এটা ছিলো পার্থিব জীবনের) সামান্য কিছু সামগ্রী (মাত্র, পরকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১১৮. (হে নবী,) ইহুদীদের ওপর আমি সেসব কিছু হারাম করেছি যা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, (এগুলো হারাম করে) আমি তাদের ওপর কোনো অবিচার করিনি, বরং (আমার আদেশ না মেনে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছেন।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢٢﴾

১১৯. অতপর তোমার রব (তাদের ওপর দয়া করেছেন) যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহের কাজ করলো, অতপর (অন্যায় বুঝতে পেরে) তাওবা করলো এবং (সে অনুযায়ী) নিজেদের সংশোধনও করে নিলো (হে নবী,) তোমার রব অবশ্যই এরপর তাদের জন্যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٣﴾

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো একটি উম্মত (-এর সমমর্যাদাবান ব্যক্তি, সে ছিলো) আল্লাহর একান্ত

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ

অনুগত ও একনিষ্ঠ (বান্দা), সে কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না,

حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢০﴾

১২১. সে (ছিলো) আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, তিনি তাঁকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং তাঁকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেছেন।

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢১﴾

১২২. আমি তাকে দুনিয়াতেও (প্রচুর) কল্যাণ দান করেছি, আর পরকালেও সে নিসন্দেহে নেক মানুষদের অন্তর্ভুক্ত (হবে);

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢২﴾

১২৩. অতপর (হে নবী,) আমি তোমার ওপর ওহী পাঠালাম, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো; আর সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ۖ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢৩﴾

১২৪. শনিবার (পালন করা) তো কেবল তাদের জন্যেই (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছিলো, যারা এ (বিষয়টি) নিয়ে (অযথা) মতবিরোধ করেছে; অবশ্যই তোমার রব কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে সেখানে তারা মতবিরোধ করতো।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢৪﴾

১২৫. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, (তর্কের সময়) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা উৎকৃষ্ট; তোমার রব (এটা) ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি (হেদায়াতের) পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন।

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ ۖ وَالنُّوعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢৫﴾

১২৬. যদি তোমাদের কখনো কারো ওপর কঠোরতা আরোপ করতেই হয় তাহলে ঠিক ততোটুকু কঠোরতাই অবলম্বন করো যতোটুকু তোমাদের সাথে করা হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنَّ صَبْرًا لَّهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢৬﴾

১২৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্যধারণ আল্লাহ তায়ালায় সাহায্য ছাড়া সম্ভব হবে না, এদের (আচরণের) ওপর তুমি দুঃখ করো না এবং এরা যেসব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না।

وَأَصْبِرْ ۖ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢৭﴾

১২৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তারা সৎকর্মশীল।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مَكْسِرُونَ ﴿١٢৮﴾

আয়াত ১১১
রুকু ১২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা বনী ইসরাঈল
মকায় অবতীর্ণ

১. মহিমাম্বিত (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তাঁর (এক) বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম, (উদ্দেশ্য ছিলো) আমি যেন তাকে আমার (দৃশ্য অদৃশ্য) কিছু নির্দেশ দেখাতে পারি; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বস্রষ্টা।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, আমি এ (কিতাব)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের উপকরণ বানিয়েছি, (আমি তাদের আদেশ দিয়েছি), আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা (নিজেদের) কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ②

৩. (তোমরা হচ্ছে) সেসব লোকের) বংশধর, যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো (আমার) কৃতজ্ঞ বান্দা।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③

৪. আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি (তাদের) কিতাবের মধ্যে (এ কথার) ঘোষণা দিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমরা দু'বার (আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (মানুষের ওপর তখন) তোমরা বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করবে।

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ④

৫. অতপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে হাযির হলো, তখন আমি তোমাদের ওপর আমার এমন কিছু বান্দাকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিলো বীরত্বের অধিকারী, অতপর তারা (তোমাদের) ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেলো; আর (এভাবেই) আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়ে থাকে।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ⑤

৬. অতপর আমি তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) দ্বিতীয় বার তোমাদের (সুদিন) ফিরিয়ে দিলাম এবং ধন সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি দিয়ে তোমাদের আমি সাহায্য করলাম, (সর্বোপরি জনপদে) আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥

৭. যদি তোমরা কোনো ভালো কাজ করে থাকো তা করেছো তোমাদের নিজেদের জন্যে। তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে থাকে, তার দায়িত্বও একান্তভাবে তার নিজের ওপর; অতপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় হাযির হলো (তখন আমি আরেক দলকে তোমাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়েছিলাম), যেন তারা তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করে দিতে পারে,

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهُكُمْ

যেমন করে প্রথমবার এ (আক্রমণকারী) ব্যক্তির মাসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করছে (আবারও) যেনো তারা মাসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং যে যে জিনিসের ওপর তারা অধিকার জমাতে পারে তা ধ্বংস করে দিতে পারে।

وَلَيْدُ خُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتَبِيرًا ۝

৮. সম্ভবত এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা যদি (বিদ্রোহের দিকে) ফিরে যাও তাহলে আমিও (আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, আর আমি তো কাফেরদের জন্যে জাহান্নামকে (তাদের) কারাগারে পরিণত করেই রেখেছি।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُثِرَ
عُنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

৯. অবশ্যই এ কোরআন এমন এক পথের নির্দেশনা দেয় যা মযবুত এবং যেসব ঈমানদার মানুষ নেক আমল করে, এ (কিতাব) তাদের (এ) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) এক মহাপুরস্কার রয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

১০. (অপরদিকে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১১. মানুষ (যেভাবে নিজের জন্যে না বুঝে) অকল্যাণ কামনা করে, (তেমনি সে) তার (নিজের) জন্যে (বুঝে বুঝে) কিছু কল্যাণও কামনা করে, (আসলে) মানুষ (কাংখিত বস্তুর জন্যে এমনই) তাড়াহুড়া করে।

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

১২. আমি রাত ও দিনকে (আমার কুদরতের) দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, অতপর রাতের নিদর্শন আমি বিলীন করে দেই এবং দিনের নিদর্শনকে আমি আলোকময় করি, যাতে করে তোমরা তোমাদের মালিকের দেয়া রেযেক সংগ্রহ করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা (এর মাধ্যমে) বছরের গণনা ও (এর) হিসাবও জানতে পারো; (এর) সব কয়টি বিষয়ই আমি (এখানে) খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ
الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

১৩. প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপিকে আমি তার গলায় বুলিয়ে রেখেছি; কেয়ামতের দিন তার জন্যে (তার আমলনামার) একটি গ্রন্থ আমি বের করে দেবো, সে তা (তার সামনে) খোলা অবস্থায় (দেখতে পাবে)।

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ۝

১৪. (তাকে বলা হবে) পড়ো, (এ হচ্ছে) তোমার আমলনামা; আজ নিজের হিসাবের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট;

إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

১৫. যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে চলবে, সে তো চলবে নিজের (ভালোর) জন্যে যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তার গোমরাহীর দায়িত্ব থাকবে একান্তই তার ওপর; (কেয়ামতের দিন) একজন আরেকজনের (গুনাহের) ভার বইবে না; আমি কখনোই (কোনো জাতিকে) আযাব দেই না, যতোক্ষণ না আমি (সেখানে আযাব থেকে সতর্ককারী) কোনো রসূল না পাঠাই।

مِنْ اهْتَدَىٰ فَاِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَىٰ ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝۱۫

১৬. আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিভ্রান্ত লোকদের (ভালো কাজের) আদেশ করি, কিন্তু (ভালো কাজের বদলে) সেখানে তারা গুনাহের কাজ করতে শুরু করে, অতপর সেখানে আমার আযাবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিশেষে আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝۱۬

১৭. নূহের পর (এই একই কারণে) কতো মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; (হে নবী,) তোমার রব তাঁর বান্দাদের গুনাহের খবর রাখা ও তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে (একই) যথেষ্ট।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيْرًا ۝۱ۭ

১৮. কোনো ব্যক্তি দ্রুত (দুনিয়ার সুখ সন্তোষ) পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে তার জন্যে যতোটুকু দিতে চাই তা সত্ত্বর দিয়ে দেই, (কিন্তু) তার জন্যে অতপর জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে নিন্দিত, অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مِنْ مُّوْمًا مَّذْهُوْرًا ۝۱ۮ

১৯. (অপরদিকে) যারা আখেরাত (ও তার সাফল্য) কামনা করে এবং তা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর ওপর ঈমান রেখে চেষ্টা সাধনা করে, (মূলত) তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের প্রচেষ্টা (আল্লাহর দরবারে) স্বীকৃত হয়।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝۱ۯ

২০. (হে নবী,) আমি এদের এবং ওদের সবাইকেই তোমার মালিকের দান থেকে সাহায্য করে যাচ্ছি এবং তোমার মালিকের দান (কারো জন্যেই) বন্ধ নয়।

كُلَّا نَبْدِيْ هُوَآءٍ وَهُوَآءٍ مِّنْ عَطَاٰ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَاٰ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۝۲০

২১. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে আমি (পার্থিব সম্পদে) তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত অনেক বড়ো, তার ফযীলতও বহুলাংশে বেশী।

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ؕ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝۲১

২২. (হে মানুষ,) আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে না, নতুবা (পরকালে) তোমরা নিন্দিত ও নিসহায় হয়ে পড়বে।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آٰخَرَ فَتَقْعَدَ مِنْ مُّوْمًا مَّكْذُوْبًا ۝۲২

২৩. তোমার রব আদেশ করছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনেচিত কথা বলো।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا إِنِّي لَخَشِيعَةٌ ۖ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

২৪. অনুকম্পায় তুমি ওদের প্রতি বিনয়ানবনত থেকো, তুমি বলো, হে (আমার) রব, ওদের ওপর (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো, যেমনি করে শৈশবে ওরা আমাকে (দয়া করে) লালন পালন করেছে।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

২৫. তোমাদের রব তোমাদের অন্তরসমূহের ভেতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন; তোমরা (সত্যিই) যদি ভালো মানুষ হয়ে যাও তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, কেননা), যারা তাওবা করে তিনি তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا
صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ
غَفُورًا ﴿٢٥﴾

২৬. আত্মীয় স্বজনকে তাদের পাওনা আদায় করে দেবে, অভাবগ্রস্ত এবং মোসারফেরদেরও (তাদের হক আদায় করতে ভুলবে না), কখনো অপব্যয় করো না।

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ رِبًّا رَٰبًا ﴿٢٦﴾

২৭. অবশ্যই অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়োই অকৃতজ্ঞ!

إِنَّ الْمُبْرِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

২৮. যদি তোমাকে কখনো এদের বিমুখ করতে হয় (এই কারণে যে, দেয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই) তবে তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো- তাহলে একান্ত নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলো।

وَأِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن
رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

২৯. কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাতকে নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সম্পূর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায় (বেশী খরচ করার কারণে) তুমি নিন্দিত নিশ্চ হয়ে যাবে।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

৩০. তোমার রব যার জন্যে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের (প্রয়োজন সম্পর্কে) ভালোভাবেই জানেন এবং (তাদের অবস্থাও) তিনি দেখেন।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

৩১. তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রেযেক দান করি, তোমাদেরও কেবল আমিই রেযেক দান করি; (রেযেকের ভয়ে) তাদের হত্যা করা অবশ্যই একটি মারাত্মক গুনাহ।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

৩২. তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে এটি হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

৩৩. কোনো জীবনকে তোমরা হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, তবে (আইন ও) বিধিসম্মতভাবে (হত্যার বিচারে) হত্যার কথা আলাদা; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি যে, (সে রক্তের বিনিময় দাবী করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায়) ময়লুম ব্যক্তিকেই সাহায্য করা হবে।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

৩৪. তোমরা এতীমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পস্থা বাদে যা উত্তম-যতোক্ষণ পর্যন্ত সে (এতীম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তোমরা (এদের দেয়া) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

৩৫. পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওজন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; (লেনদেনের ব্যাপারে) এটা হচ্ছে উত্তম পস্থা এবং পরিণামে (-র দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

৩৭. (আল্লাহর) যমীনে তোমরা দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন), তুমি কখনো এ যমীন বিদীর্ণ করে (এর নীচে যেতে) পারবে না, আর উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত সমানও হতে পারবে না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً ﴿٣٧﴾

৩৮. (হে নবী,) এগুলো সবই (খারাপ কাজ,) এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছে একান্ত ঘৃণিত।

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَعْيُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

৩৯. তোমার রব ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন এ (সব) হচ্ছে তারই অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلَىٰ فِي جَهَنَّمَ مُلْومًا مِّنْ حُورًا ۝۳৯

৪০. (এটা কেমন কথা,) তোমাদের রব কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন, আর ফেরেশতাদের নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন; তোমরা সত্যিই (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) বড়ো জঘন্য কথা বলে বেড়াচ্ছে!

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝৪০

৪১. আমি এ কোরআনে (কথাগুলোকে) সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যাতে করে তারা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু এ (বিষয়)-টি (মনে হয়) তাদের (ঈমানের প্রতি) বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই বাড়ালো না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝৪১

৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আল্লাহর সাথে আরো মাবুদ থাকতো যেভাবে এ (মোশরেক) লোকেরা বলে, তাহলে অবশ্যই তারা (এতোদিনে) আরশের মালিকের কাছে পৌঁছার একটা পথ বের করে নিতো।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝৪২

৪৩. (মূলত) এরা তাঁর সম্পর্কে যা (অবাস্তব কথাবার্তা) বলে, তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র, অনেক মহিমান্বিত।

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝৪৩

৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এ (দু'য়ের) মাঝখানে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে; (সৃষ্টিলোকে) কোনো একটি জিনিসও এমন নেই যা তাঁর নামে তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা অনুধাবন করতে পারো না; অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝৪৪

৪৫. (হে নবী,) যখন তুমি কোরআন পাঠ করো তখন তোমার ও যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে আমি একটি পর্দা এঁটে দেই।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝৪৫

৪৬. আমি তাদের অন্তরের ওপর (এক ধরনের) আবরণ দিয়ে রেখেছি, ওদের কানে (এনে) দিয়েছি বধিরতা, যাতে করে ওরা তা উপলব্ধি করতে না পারে, (তাই তুমি দেখবে); যখন তুমি কোরআনে তোমার একক মালিককে স্মরণ করতে থাকো, তখন তারা ঘৃণাভরে (তোমার কাছ থেকে) সরে পড়ে।

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَةً وَلَوَّاعًا لَّإِدْبَارِهِمُ نُفُورًا ۝৪৬

৪৭. আমি ভালো করেই জানি যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে- তখন (আসলে) ওরা কান পেতে (কি) শোনে (আমি এও জানি) যখন এ যালেমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করে চলেছো।

لَا يَسْمَعُونَ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْكُورًا ﴿٤٧﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি দেখো, এরা তোমার ব্যাপারে কি ধরনের উপমা তৈরী করেছে, (মূলত এসব কারণেই) এরা গোমরাহ হয়ে গেছে, অতপর এরা আর সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৯. এ (মূর্খ) লোকেরা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) হাড়িডতে পরিণত হয়ে পঁচে গেলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরায় উত্থিত হবো?

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৫০. তুমি বলো, (মৃত্যুর পর) তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহায় (পরিণত) হও (সর্বাবস্থায়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে),

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫১. কিংবা এমন কিছু সৃষ্টি, তোমাদের ধারণায় যা খুবই কঠিন, (তা-ও পুনরুত্থিত হবে, তখন) তারা বলবে, কে আমাদের পুনরায় জীবিত করবে; তুমি বলো (হাঁ), তিনিই করবেন যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তুমি দেখবে) তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে, (তাহলে) কবে হবে (এ সব কিছু); তুমি বলো, সম্ভবত সেদিন খুব শীঘ্রই (সংঘটিত) হবে।

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫২. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ডাক দেবেন এবং তোমরা সবাই তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, (তখন) তোমরা ভাববে, সামান্য কিছু সময়ই তোমরা (কবরে) কাটিয়ে এসেছো!

يَوْمَآ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنَّا لَبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫৩. (হে নবী,) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন সব কথা বলে যা আসলেই উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; আর শয়তান তো মানুষের (এমনিই) প্রকাশ্য दुश्‌মন।

وَقُلْ لِّلْعِبَادِ يُقُولُوا اللّٰهُ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مَّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন; তিনি চাইলে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, কিংবা তিনি চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন, (হে নবী); আমি তো তোমাকে তাদের ওপর অভিভাবক করে পাঠাইনি।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ يَّشَآءْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَآءْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৫. তোমার রব ভালো করেই জানেন যা আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে রয়েছে;

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنۢ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর (স্বতন্ত্র কিছু) মর্যাদা দান করেছি, (এমনিভাবেই আমি) দাউদকে যাবুর কিতাব দান (করে মর্যাদাবান) করেছি।

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٢٥﴾

৫৬. (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের (মাবুদ) মনে করে ডাকো, তাদের ডেকে দেখো, তারা তোমাদের কাছ থেকে কষ্ট দূর করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না- না ক্ষমতা রাখে (তাকে) বদলে দেয়ার।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٢٦﴾

৫৭. ওরা যাদের ডাকে তারা তো নিজেরাই তাদের মালিকের কাছে (পৌছার) ওসীলা তালশ করতে থাকে, (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁরই দয়া প্রত্যাশা করে, তারা তাঁর আযাবকে ভয় করে; নিসন্দেহে তোমার মালিকের আযাব ভীতিপ্রদ।

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٢٧﴾

৫৮. এমন কোনো একটি জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিন আসার আগেই ধ্বংস করে দেবো না, কিংবা তাদের আমি কঠোর আযাব দেবো না, এসব কথা তো আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٢٨﴾

৫৯. আমাকে (তাদের কথামতো আযাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠানো থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেনি যে, তাদের আগের লোকেরা এই বিষয়কে অস্বীকার করেছিলো; আমি সামুদ্র জাতিকে দৃশ্যমান নিদর্শন (হিসেবে) একটি উদ্ভী পাঠিয়েছিলাম, অতপর তারা সেটির সাথে যুলুম করেছে; (আসলে) আমি (তাদের) ভয় দেখানোর জন্যেই নিদর্শনসমূহ পাঠাই।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٢٩﴾

৬০. (হে নবী,) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রব (তাঁর জ্ঞান দিয়ে) সব মানুষদের পরিবেষ্টন করে আছেন; যে স্বপ্ন আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম তাকে আমি (আসলে) মানুষদের জন্যে পরীক্ষার (বিষয়) বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং কোরআনে (বর্ণিত) অভিশপ্ত গাছটিকেও আমি পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের ভয় দেখাই, (মূলত) আমার ভয় দেখানোটা তাদের গোমরাহীকেই কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে!

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرِّءَیَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٣٠﴾

৬১. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, ইবলীস ছাড়া; সে বললো, আমি কি তাকে সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ءَسَجُنَ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ﴿٣١﴾

৬২. সে বললো, তুমি দেখো তো! এই কি সে ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করলে! যদি তুমি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি অবশ্যই তার (গোটা) বংশধরদের আমার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবো, তবে একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া (যারা বেঁচে থাকতে পারবে)।

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَىٰ
لَيْسَ أَخْرَجْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

৬৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন যাও, (দূর হও এখন থেকে) যারা তোমার আনুগত্য করবে, তোমাদের সবার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, আর (জাহান্নামের) শাস্তি (হবে) পুরোপুরি।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ
جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

৬৪. এদের মধ্যে যাকে যাকে পারো তুমি তোমার আওয়ায দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সম্ভান সম্ভতিতে তুমি তাদের সাথী হয়ে যাও এবং (যতো পারো) তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

৬৫. নিসন্দেহে যারা আমার (খাস) বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না; (হে নবী,) তোমার রব (অবশ্যই তাদের) কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৬. (হে মানুষ,) তোমাদের রব তো হচ্ছেন তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে করে তোমরা (জলে স্থলে তাঁর প্রদত্ত) রেযেক তালাশ করতে পারো; অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর পরম দয়ালু।

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৭. আর (উত্তাল) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ মসিবত আপতিত হয় তখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (ইতিপূর্বে) তোমরা যাদের ডাকতে তারা সবাই (একে একে) হারিয়ে যায়; অতপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে (এনে বিপদ থেকে) উদ্ধার করেন, তখনই তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; (আসলেই) মানুষ (নেহায়াত) অকৃতজ্ঞ।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদের স্থলে এনে (এর কোথাও) তোমাদের গেড়ে দেবেন না, অথবা তোমাদের ওপর (মরণমুখী) কোনো ধূলিঝড় নাযিল করবেন না, (এমন অবস্থা আসলে) তখন তোমরা তোমাদের (উদ্ধারের) জন্যে কোনো অভিভাবকও পাবে না,

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ
أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ وكيلاً ﴿٦٨﴾

৬৯. অথবা তোমরা এ ব্যাপারেও কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি পুনরায় তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের (সেই) অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তিনি অতপর তোমাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না এবং তোমাদের (উত্তাল) সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন না! (আর এমন অবস্থা দেখা দিলে) তোমাদের জন্যে (সেদিন) আমার মোকাবেলায় তোমরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُفْرَ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ
فَيُغِيرَ كُفْرَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং পবিত্র জিনিস দিয়ে আমি তাদের রেযেক দান করেছি, আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

৭১. যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিকে তাদের নেতাদের সাথে ডাকবো, সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (খুশী হয়ে তা) পড়তে শুরু করবে, তাদের ওপর সেদিন বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ
أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ
كُتُبَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيَلًا ﴿٧١﴾

৭২. যে ব্যক্তি (জেনে বুঝে) এখানে (সত্য থেকে) অন্ধ হয়ে থেকেছে, পরকালেও সে (আল্লাহর নেয়ামত থেকে) অন্ধ থেকে যাবে এবং সে হবে অধিক পরিমাণে পথহারা!

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭৩. (হে নবী,) আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, তার (প্রচার ও প্রতিষ্ঠা) থেকে তোমার পদস্থলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনো প্রকার চেষ্টা থেকেই বিরত থাকেনি, যাতে করে তুমি (ওহীর বদলে) আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু করো, (তেমন কিছু করলে) অবশ্যই এরা তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নিতো।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ
وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৪. যদি আমি তোমাকে (আমার পথে) অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা (হলেও) ঝুঁকে পড়তে।

وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتُنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৫. (আর এমনটি যদি হতো) তাহলে জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তীকালে আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আশ্বাদন করাতাম, অতপর তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনোই সাহায্যকারী পেতে না।

إِذَا لَا ذَنْبَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ
الْمَمَاتِ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৬. (হে নবী,) এরা এ ব্যাপারেও কোনো চেষ্টার ক্রটি করেনি যে, তোমাকে এ ভুখন্ড থেকে উৎখাত করে (বাইরে কোথাও ফেলে) দেবে,

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

যদি তেমনটি হতো তাহলে তোমার পরে তারা নিজেরাও (সেখানে) সামান্য কিছুক্ষণ মাত্রই টিকে থাকতে পারতো!

وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٩٦﴾

৭৭. তোমার আগে আমি যতো নবী রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ব্যাপারে (এই) ছিলো আমার নিয়ম, আর তুমি আমার নিয়মের কখনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٩٧﴾

৭৮. (হে নবী,) সূর্য চলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং ফজরের নামায (ও তার কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি) যত্নবান হবে; অবশ্য ফজরের নামায (ও কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে ফেরেশতাদের) হাজিরা দেয়ার সময়।

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٩٨﴾

৭৯. রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (নামায আদায় করো), এটা তোমার জন্যে (ফরয নামাযের) অতিরিক্ত, আশা করা যায় (এর দ্বারা) তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় পৌছে দেবেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٩٩﴾

৮০. তুমি বলো, হে আমার রব (যেখানেই নিয়ে যাও), তুমি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং (যেখান থেকেই বের করো) সত্যের সাথেই বের করো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী (রাষ্ট্র) শক্তি প্রদান করো।

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ﴿١٠٠﴾

৮১. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতে হবে।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿١٠١﴾

৮২. আমি কোরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু (এ সত্ত্বেও) তা যালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٠٢﴾

৮৩. যখন আমি মানুষদের ওপর অনুগ্রহ করি তখন (কৃতজ্ঞতার বদলে তারা আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (নিজেকে) দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আবার যখন কষ্ট মসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ جَانِبَهُ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكْثُرًا ﴿١٠٣﴾

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ প্রকৃতির ওপর কাজ করে যাচ্ছে; অতপর তোমাদের রব ভালো করেই জানেন কে উত্তম পথের ওপর রয়েছে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿١٠٤﴾

৮৫. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে ‘রুহ’ সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি বলো, রুহ হচ্ছে আমার মালিকের আদেশ সম্পর্কিত একটি বিষয়, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা নিতান্ত কম।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

৮৬. আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, যদি আমি চাইতাম তা অবশ্যই তোমার ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, আর (সে অবস্থায়) তুমি আমার মোকাবেলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতে না,

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾

৮৭. তোমার মালিকের দয়ার কথা আলাদা, অবশ্যই তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়ো।

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

৮৮. তুমি বলো, যদি সব মানুষ ও জ্বিন (এ উদ্দেশ্যে) একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ (কিছু) বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু (তৈরি করে) আনতে পারবে না, (এ ব্যাপারে) তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও নয়।

قُلْ لَّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

৮৯. আমি এ কোরআনের মধ্যে মানুষদের (বুঝানোর) জন্যে সব ধরনের উপমা দ্বারা (হেদায়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

৯০. এরা বলে, কখনোই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে এ যমীন থেকে প্রস্রবণ (ধারা) প্রবাহিত না করবে,

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾

৯১. কিংবা তোমার জন্যে খেজুরের অথবা আংগুরের একটি বাগান (তৈরী) হবে এবং তাতে তুমি অসংখ্য নালা বইয়ে দেবে,

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

৯২. অথবা যেমন করে তুমি (কেয়ামত দিবসে এসব ঘটবে বলে) মনে করো— সে অনুযায়ী (এখন) আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ও (তাঁর) ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে,

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِلَهُةٍ مِّنَ الْمَلَكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

৯৩. কিংবা তোমার কোনো স্বর্ণ নির্মিত ঘর থাকবে, অথবা

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ

তুমি আসমানে আরোহণ করবে; কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) চড়ার ঘটনাও বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি (সেখান থেকে) আমাদের জন্যে একটি কিতাব নিয়ে আসবে— যা আমরা পড়তে পারবো। (হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র আমার রব, আমি তো কেবল (তাঁর পক্ষ থেকে আসা) একজন মানুষ রসূল বৈ কিছুই নই।

تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ
حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۚ قُلْ
سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
رَّسُولًا ۝

১৪. যখনই মানুষদের কাছে (আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে) হেদায়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই বিরত রাখেনি যে, তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালা কি (আমাদেরই মতো) একজন মানুষকে নবী করে পাঠালেন!

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَّسُولًا ۝

১৫. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি যমীনে ফেরেশতারা নিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়াতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই নবী করে পাঠাতাম।

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَّسُولًا ۝

১৬. তুমি বলো, আমার এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেন, তিনি (তাদের সব কর্মকাণ্ড) দেখেন।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

১৭. যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাদের (হেদায়াত দানের) জন্যে (হে নবী,) তুমি তাঁকে ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকারী পাবে না; সব (গোমরাহ) লোকদের আমি কেয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অন্ধ, বোবা ও বধির; এদের সবার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; যতোবার তা স্তিমিত হয়ে আসবে ততোবার আমি তাকে তাদের জন্যে (প্রজ্বলিত করে) আরো বাড়িয়ে দেবো।

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ
عُيُودًا ۚ وَبُكْمًا وَصَمًا ۚ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ كَلَّا
خَبَتْ زُدَّتْهُمْ سَعِيرًا ۝

১৮. এ হচ্ছে তাদের (যথার্থ) শাস্তি, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, তারা আরো বলতো, (মৃত্যুর পর) যখন আমরা অস্তিত্বে পরিণত হয়ে যাবো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উদ্ভিত হবো?

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
وَقَالُوا ۖ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ۖ إِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

১৯. এ (মূর্খ) লোকেরা কি কখনো ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা— যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

করেছেন, তিনি এ বিষয়ের ওপরও ক্ষমতা রাখেন যে, তিনি তাদেরই মতো (মানুষ আবারও) সৃষ্টি করতে পারেন, (দ্বিতীয় বার) তাদের (পয়দা করার) জন্যে একটি ক্ষণ তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন— যাতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই; তথাপি এ যালেম লোকেরা (সেদিনকে) অস্বীকার করেই যাচ্ছে।

وَالْأَرْضَ قَادِرٌ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارْتِيَابَ فِيهِ ۖ فَابْيَ الظُّلُمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٠﴾

১০০. (হে নবী,) বলো, আমার মালিকের দয়ার ভান্ডার যদি তোমাদের করায়ত্তে থাকতো, তবে তা খরচ হয়ে যাবে এ ভয়ে তোমরা তা আঁকড়ে রাখতে চাইতে, (আসলে) মানুষ এমনই কৃপণ,

قُلْ لَّوِ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّامَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿٢٠﴾

১১
কৃক

১০১. আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, (হে নবী), তুমি স্বয়ং বনী ইসরাঈলদের কাছেই (কথাটা) জিজ্ঞেস করো, যখন সে তাদের কাছে (নবী হয়ে) এসেছিলো, তখন ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মূসা, আমি মনে করি তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿٢١﴾

১০২. (এর জবাবে) মূসা বলেছিলো, তুমি একথা ভালো করেই জানো যে, (নবুওতের প্রমাণ সম্বলিত) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (এ) নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক ছাড়া অন্য কেউই নাযিল করেননি, হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿٢١﴾

১০৩. অতপর ফেরাউন তাদের (এ) যমীন থেকে উৎখাত করে দিতে চাইলো, কিন্তু আমি তাকে এবং যারা তাঁর সংগী-সাথী ছিলো তাদের সবাইকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিলাম।

فَارَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿٢٢﴾

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলদের বললাম, তোমরা (এবার) এ যমীনে বসবাস করতে থাকো, যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি (-র সময়) আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে সংকুচিত করে (সামনে) নিয়ে আসবো।

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿٢٣﴾

১০৫. এ (কোরআন)-কে আমি সত্য (বাণী) সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য নিয়েই তা নাযিল হয়েছে; আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٤﴾

১০৬. আমি কোরআনকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তুমিও থেমে থেমে তা মানুষদের সামনে পড়তে পারো, আর (এ কারণেই) আমি তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।

وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتَفٍ ۖ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

১০৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা এ (কোরআন)-কে মানো কিংবা না মানো (তা একান্তই তোমাদের ব্যাপার) তবে যাদের এর আগে (আসমানী কিতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে (তাদের অবস্থা হচ্ছে), যখন তাদের সামনে এটি পড়া হয় তখন তারা অবনত মস্তকে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سَجْدًا ۝

১০৮. তারা বলে, আমাদের রব পবিত্র, অবশ্যই আমাদের মালিকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হবে।

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝

১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ওপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, (মূলত) এ (কোরআন) তাদের নিষ্ঠা ও বিনয়ই শুধু বৃদ্ধি করে।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُ هُم مَّخْشُوْعًا ۝

সাজদা

১১০. তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকো কিংবা রহমানকে ডাকো; তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো, তাঁর সবকটি নামই উত্তম, (হে নবী), তুমি চীৎকার করে তোমার নামায পড়ো না, আবার তা অতিশয় ক্ষীণভাবেও নয়, বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَّٰمًا تَدْعُوْا فَلَهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝

১১১. তুমি বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কখনোই কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই, না তিনি কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হন, তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না, তুমি তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো- পরমতম মাহাত্ম্য।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِی الْمَلٰٓئِكَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِیُّ مِّنَ الدَّلٰلِ وَكَبِّرَۥ تَكْبِيْرًا ۝

আয়াত ১১০
রুকু ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে-

সূরা আল কাহাফ
মকায় অবতীর্ণ

১. সকল তারীফ আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি তাঁর (একজন বিশেষ) বান্দার ওপর (এ) গ্রন্থ নাখিল করেছেন এবং এর কোথাও তিনি কোনোরকম বক্রতা রাখেননি;

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ۝

২. (একে তিনি) প্রতিষ্ঠিত করেছেন (সহজ সরল পথের ওপর), যাতে করে তাঁর পক্ষ থেকে সে (নবী) তাদের জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং যারা ঈমানদার, যারা নেক কাজ করে, তাদের সে (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে (যে), তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) উত্তম পুরস্কার রয়েছে,

قِيَمًا لِّیُنْزِلَ رَاسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝

৩. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে

مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۝

৪. এবং সে সেসব লোকদেরও ভয় দেখাবে যারা বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন।

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

৫. (অথচ) তাদের কাছে এর কোনো জ্ঞান (-সম্মত দলীল) নেই, তাদের বাপ দাদাদের কাছেও ছিলো না; এটা বড়ো কঠিন কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে; (আসলে) তারা (জঘন্য) মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না।

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

৬. (হে নবী,) তারা যদি এ কথার ওপর ঈমান না আনে তাহলে মনে হয় দুঃখ-কষ্টে এদের পেছনে পড়ে তুমি নিজেকেই বিনাশ করে দেবে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَٰلِكَ يَئِسَ الْأَمَنَ ۝

৭. যা কিছু যমীনের বুকে আছে আমি তাকে অবশ্যই তার জন্যে শোভা বর্ধনকারী (করে) বানিয়েছি, যাতে করে তাদের আমি পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে কাজকর্মের দিক থেকে কে বেশী উত্তম।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

৮. (আজ) যা কিছু এর ওপর আছে, (একদিন তাকে) আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো।

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো, গুহা ও (পাহাড়ের) উপত্যকার অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

১০. (ঘটনাটি ছিলো এই যে,) কতিপয় যুবক যখন গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা (এই বলে) দোয়া করলো, হে আমাদের রব, তুমি একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করো, আমাদের কাজকর্ম সহজ করে দাও, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও।

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنْكَ رَحِمَةً وَهِيَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

১১. অতপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা দিয়ে রাখলাম।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

১২. তারপর আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে আমি জেনে নিতে পারি, দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি ঠিক করে বলতে পারে, তারা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিলো।

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ۝

১৩. (হে নবী,) আমিই তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি; অবশ্যই তারা ছিলো

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ

কতিপয় যুবক, যারা তাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছিলো, আমি তাদের হেদায়াতের পথে এগিয়েও দিয়েছিলাম।

فَتِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۖ فَتَلَوْنَ

১৪. আমি তাদের মনে দৃঢ়তা দান করেছি, যখন তারা (আল্লাহর পথে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং ঘোষণা করলো, আমাদের রব তো হচ্ছেন তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনেরও রব, আমরা কখনো তাঁকে বাদ দিয়ে আর কাউকে ডাকবো না, যদি (আমরা) এমন কথা বলি তাহলে (তা হবে) দ্বীন বিরোধী কাজ।

وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُؤْتِيَ عَاثِرَ دُونِهِ إِلَهًا لَّئِن لَّا نَرَوْهُ لَشَطَطًا ۚ

১৫. এরা হচ্ছে আমাদের জাতির (লোক, যারা) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মাবুদ গ্রহণ করেছে; (তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে) তারা এদের কাছে স্পষ্ট দলীল নিয়ে আসে না কেন? তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে!

هُوَ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ

১৬. (অতপর যুবকরা পরস্পরকে বললো,) আল্লাহ তায়াল ছাড়া অন্যদের যারা মাবুদ বানায় তাদের কাছ থেকে তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়েই গেলে, তখন তোমরা একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, (সেখানে) তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের (ছায়া)-কে বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের জন্যে সহজ করে দেবেন।

وَإِذَا عَزَلْتَ الْمُتَوَحِّدَ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّجُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا ۚ

১৭. (হে নবী,) তুমি (যদি সে গুহা দেখতে, তাহলে) দেখতে পেতে, সূর্য (তার) উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশ দিয়ে হেলে যাচ্ছে, (আবার) যখন তা অস্ত যায় তখন তা গুহার বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তারা তার (মধ্যবর্তী) এক প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, (সূর্যের প্রখরতা কখনো তাদের কষ্টের কারণ হয় না); আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (কুদরতের) নিদর্শন, (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়াল যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর (যাকে) তিনি গোমরাহ করেন সে কখনো কোনো পথ প্রদর্শনকারী ও অভিভাবক পাবে না।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ يَهْدِي اللَّهُ فَوْهُ الْمُهْتَدِينَ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۚ

১৮. (হে নবী, দেখলে) তুমি তাদের মনে করবে, তারা বুঝি জেগেই রয়েছে, অথচ তারা ঘুমন্ত, আমি তাদের (কখনো) ডানে (কখনো) বামে পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের কুকুরটি (গুহার) সামনে তার হাত দুটি প্রসারিত করে (পাহারারত) ছিলো, তুমি যদি তাদের দিকে (সত্যি) উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে তুমি

وَتَكْسِبُهُمْ أَيُّقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ

অবশ্যই তাদের কাছ থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং (এ আজব দৃশ্য) দেখে তুমি নিসন্দেহে ভয়ে আতংকিত হয়ে যেতে।

عَلَيْهِمْ لَوْلِيَّتٌ مِنْهُمْ فَارَأَا وَ لَمِلْتُمْ
مِنْهُمْ رُعبًا ﴿١٩﴾

১৯. এ ভাবেই তাদের আমি (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যেন তারা (তাদের অবস্থান সম্পর্কে) নিজেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে; (এ সময়) তাদের এক ব্যক্তি বললো (বলো তো), তোমরা (এ গুহায়) কতোকাল অবস্থান করেছো; তারা বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমরা (এখানে) অবস্থান করেছি; অতপর তারা বললো, তোমাদের রব ভালো জানেন, তোমরা (এ গুহায়) কতো কাল অবস্থান করেছো; এখন (এই বিতর্ক রেখে বরং) তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদাসহ শহরে পাঠাও, সে (বাজারে) গিয়ে দেখুক উত্তম খাবার কোনটি, অতপর সেখান থেকে কিছু খাবার তোমাদের কাছে নিয়ে আসুক, সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন কোনো অবস্থায় কাউকে তোমাদের ব্যাপারে কিছু না জানায়।

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২০. তারা হচ্ছে (এমন) লোক যদি তাদের কাছে তোমাদের (কথা) তারা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তারা তোমাদের প্রস্তরাঘাত (করে হত্যা) করবে কিংবা তোমাদের (জোর করে) তাদের (আগের) দ্বীনে ফিরিয়ে নেবে, (আর) তেমনটি হলে কখনোই তোমরা মুক্তি পাবে না।

إِنَّمْهُنَّ إِن يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ
يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا
أَبَدًا ﴿٢١﴾

২১. আর এভাবেই আমি (একদিন) তাদের ব্যাপার (শহরবাসীদের) জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা (এ কথাটি) জানতে পারে, (মৃতকে জীবন দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা (আসলেই) সত্য এবং কেয়ামতের ব্যাপারেও কোনো রকম সন্দেহ নেই, যখন তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক করে যাচ্ছিলো, (তখন) কিছু লোক বললো, (তাদের সম্মানে) তাদের ওপর একটি (স্মৃতি-) সৌধ নির্মাণ করে দাও; (আসলে) তোমাদের রবই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক খবর রাখেন; (অপর দিকে) যেসব মানুষ তাদের কাজের ওপর বেশী প্রভাবশালী ছিলো তারা বললো (স্মৃতিসৌধ বানানোর বদলে চলো)- আমরা তাদের ওপর একটি মাসজিদ নির্মাণ করি।

وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا
إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا
ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢٢﴾

২২. কিছু লোক বলে, (গুহার অধিবাসীরা ছিলো) তিন জন, ওদের মধ্যে চতুর্থটি (ছিলো) ওদের (পাহারাদার) কুকুর, (আবার) কিছু লোক বলে, (তারা ছিলো) পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি (ছিলো) ওদের কুকুর, (আসলে) অজানা অদেখা বিষয়সমূহের প্রতি এরা (খামাখা) অনুমান নিষ্ক্ষেপ করেই (এ সব কিছু) বলে, তাদের কেউ বলে (ওরা ছিলো) সাত জন এবং অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (হ্যাঁ), আমার রব ভালো করেই জানেন ওদের (আসল) সংখ্যা কতো ছিলো, তাদের সংখ্যা খুব কম লোকই বলতে পারে। তুমিও এদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনার বাইরে বেশী বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে (খামাখা অন্য) মানুষদের কাছেও মতামত জানতে চেয়ো না।

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۖ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ۖ بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ ۖ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۖ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

২৩. (হে নবী,) কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে এ কথা বলো না, (এ কাজটি) আমি আগামীকাল করবো,

وَلَا تَقُولْ لَنْ يَشَاءَ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝

২৪. বরং (বলো,) আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তাহলেই আমি আগামীকাল এ কাজটা করতে পারবো), যদি কখনো (কিছু) ভুলে যাও তাহলে তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার রব এর চাইতে নিকটতর কোনো কল্যাণ দিয়ে আমাকে পথ দেখাবেন।

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۝

২৫. (সৌর গণনায়) তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট তিনশ বছর, আর (চন্দ্র বছরের গণনায়) তারা (এর সাথে) আরো নয় (বছর) যোগ করেছে।

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

২৬. (হে নবী,) তুমি বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক করে বলতে পারেন, ওরা (গুহায়) কতো বছর কাটিয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব বিষয়ের জ্ঞান তো একমাত্র তাঁর (জন্মেই নির্দিষ্ট); কতো সুন্দর দ্রষ্টা তিনি, কতো সুন্দর শ্রোতা তিনি! তিনি ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনোই অভিভাবক নেই, তিনি নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে কখনো শরীক করেন না।

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

২৭. (হে নবী,) তোমার ওপর তোমার মালিকের যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা তুমি তেলাওয়াত করো; তাঁর (কিতাবে বর্ণিত) কথাবার্তা রদবদল করার কেউই নেই, তিনি ছাড়া তুমি আর কখনো কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৮. (হে নবী,) তুমি নিজেকে (সদা) সেসব মানুষদের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তুমি কখনো তাদের কাছ থেকে তোমার (স্নেহের) দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না (এমন যেন না হয় যে,) তুমি শুধু এ পার্থিব জগতের সৌন্দর্যই কামনা করো, কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অন্তকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সীমানা লংঘন।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا ﴿٢٨﴾

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, এ সত্য (দ্বীন) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর ওপর) ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে (তা) অস্বীকার করুক, আমি এ (অস্বীকারকারী) যালেমদের জন্যে এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার পরিধি তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে; যখন তারা (পানির জন্যে) ফরিয়াদ করতে থাকবে, তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমন্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়; আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَرْتُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর যারাই (আল্লাহ তায়ালার) ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে (তাদের কোনো আশংকা নেই কেননা), আমি কখনো তাদের বিনিময় বিনষ্ট করি না যারা নেক কাজ করে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩১. এদের জন্যে রয়েছে এক স্থায়ী জান্নাত, তাদের পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সুস্বাদু ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরন্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি!

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُكَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩২. (হে নবী,) তাদের জন্যে তুমি দু'জন লোকের উদাহরণ পেশ করো,

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ

যাদের একজনকে আমি দুটো আংগুরের বাগান দান করেছিলাম এবং তাদের উভয় (বাগান)-কে আমি খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলাম, আবার এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে (পরিণত) করেছিলাম একটি সুফলা শস্যক্ষেত্রে।

جَعَلْنَا لَاحِمْهَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝

৩৩. উভয় বাগানই (এক পর্যায়ে) যথেষ্ট ফল দান করলো, (ফলদানে) বাগান দুটো কোনোরকম ক্রটি করেনি, উভয় বাগানে আমি পানির ঝর্ণাধারাও প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ۝ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝

৩৪. (সেখানে) তার জন্যে ফল (উৎপাদিত) হলো, অতপর (একদিন) সে তার সাথীকে বললো, দেখো, আমি ধন-সম্পদের দিক থেকে তোমার চাইতে (যেমন) বড়ো, (তেমনি) জনবলেও আমি তোমার চাইতে বেশী শক্তিশালী।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝

৩৫. নিজের (শক্তি সামর্থ্যের) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে সে (এক সময়) নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং বললো, আমি ভাবতেই পাচ্ছি না, এ বাগান (-এর সৌন্দর্য কোনো দিন) নিশেষ হয়ে যাবে!

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝

৩৬. আমি (এও) মনে করি না যে, একদিন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (কেয়ামতের পর) আমাকে যদি আমার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু আমি (সেখানে) পাবো।

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رَّدِدْت إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩৭. (তার) সে (গরীব) সাথীটি- যে তার সাথে কথা বলছিলো, বললো, (এ পার্থিব সম্পদ দেখে) তুমি কি সত্যিই সে মহান সত্তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে অতপর শুক্করণ থেকে পয়দা করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে (একটি) মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাংগ করেছেন;

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝

৩৮. কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি,) সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমার রব এবং আমার রব-এর সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৩৯. তুমি যখন তোমার (ফলবতী) বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন (একথা) বললে না যে, আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন তা কতো সুন্দর! আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে কারোই (কিছুই ঘটানোর) শক্তি নেই, যদিও তুমি আমাকে ধনে জনে তোমার চাইতে কম দেখলে (কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালায় ওপর ঈমান রাখি)।

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝

৪০. সম্ভবত আমার রব আমাকে তোমার (এ পার্থিব) বাগানের চাইতে (আখেরাতে) উৎকৃষ্ট (বাগান) দান করবেন এবং (অকৃতজ্ঞতার জন্য) তার ওপর আসমান থেকে এমন কোনো বিপর্যয় নাযিল করবেন, ফলে তা (উদ্ভিদ-) শূন্য (বিরান) ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ مَعِيدًا زَلَقًا ۝۸০

৪১. কিংবা তার পানি তার (যমীনের) নীচেই অন্তর্হিত হয়ে যাবে, (তেমন কিছু হলে) তুমি কখনো তা (আবার) খুঁজে আনতে পারবে না।

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝ۮ১

৪২. (অতপর তাই ঘটলো,) তার (বাগানের) ফলফলারিকে বিপর্যয় দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো, তখন সে ব্যক্তি সেই ব্যয়ের ওপর- যা সে বাগানের (শোভাবর্ধনের) পেছনে করেছিলো, হাতের ওপর হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো, (অপরদিকে) তার বাগান মুখ খুবড়ে পড়ে থাকলো এবং সে বলতে লাগলো, কতো ভালো হতো যদি আমি আমার মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করতাম!

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يُلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي ۝ۮۨ أَحَدًا

৪৩. কোনো দলই (আজ) তাকে আল্লাহর (এ প্রতিশোধের) মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্যে (অবশিষ্ট) রইলো না- না সে নিজে কোনো রকম প্রতিশোধ নিতে পারলো!

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝৮৩

৪৪. ওখানে তো রক্ষা করার যাবতীয় এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনিই একমাত্র সত্য, পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই উত্তম।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝৮৪

৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পেশ করো, (এ জীবনটা হচ্ছে) পানির মতো, আমি তা আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার কারণে যমীনের উদ্ভিদ ঘন (সুশোভিত) হয়ে ওঠে, অতপর এক সময় তা ভূষিতে পরিণত হয়ে যায়, বাতাস তা উড়িয়ে নেয়; (মূলত) আল্লাহ তায়ালার সব কিছুর ওপর প্রচণ্ড ক্ষমতাবান।

وَاضْرِبْ لَّهُمْ مَّثَلًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝৮৫

৪৬. (আসলে) ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে (তোমাদের) পার্থিব জীবনের কতিপয় (অস্থায়ী) সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী বিষয় হচ্ছে (মানুষের) নেক কাজসমূহ, তোমার মালিকের কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে (তা) অনেক ভালো, আর কোনো (কল্যাণময়) কিছু কামনা হিসেবেও তা হচ্ছে উত্তম।

الْبَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝৮৬

৪৭. যেদিন আমি পাহাড়সমূহকে চলমান করে (সরিয়ে) দেবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে, (তা) একটি শূন্য প্রান্তর, (সেদিন) আমি তাদের (মানবকুল)-কে এক জায়গায় জড়ো করবো, তাদের কোনো একজনকেও (সেদিন) আমি বাদ দেবো না।

وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

৪৮. তাদের (সবাই)-কে তোমার মালিকের সামনে সারিবদ্ধভাবে এনে হাযির করা হবে; (অতপর আমি বলবো, আজ) তোমরা সবাই আমার কাছে এসে গেছো- (ঠিক) যেমনি করে আমি তোমাদের প্রথম বার পয়দা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা (অনেকেই) মনে করতে, আমি তোমাদের (আমার কাছে হাযির করার) জন্যে কোনো সময় (-সূচীই) নির্ধারণ করে রাখিনি!

وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝

৪৯. (অতপর তাদের সামনে) আমলনামা রাখা হবে, (তখন) নাফরমান ব্যক্তিদের তুমি দেখবে, সে আমলনামায় যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তারা (খুবই) আতংকগ্রস্ত থাকবে, তারা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এ (আবার) কেমন বই! এ তো (দেখছি আমাদের) ছোটো এবং বড়ো প্রত্যেক বিষয়েরই হিসাব রেখেছে, জীবনভর তারা যা কিছু করেছে তার প্রতিটি বস্তুই তারা (সে গ্রন্থে) মজুদ দেখতে পাবে, তোমার মালিক কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করবেন না।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

৫০. (স্মরণ করো), যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস ছাড়া; সে ছিলো (আসলে) জ্বিনদেরই একজন, সে তার মালিকের আদেশের নাফরমানী করলো; (এরপরও) তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? অথচ সে তোমাদের (প্রকাশ্য) দূশমন; (চেয়ে দেখো,) যালেমদের কি নিকৃষ্ট বিনিময় (দেয়া হয়েছে)।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۚ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

৫১. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদের কাউকে ডাকিনি, এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদের বানানোর সময়ও (তো আমি তাদের ডাকিনি), অন্যদের যারা গোমরাহ করে আমি তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি না।

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝

৫২. সেদিন তিনি বলবেন, তোমরা তাদের ডাকো যাদের তোমরা (দুনিয়ায় আমার শরীক) মনে করতে, অতপর ওরা তাদের ডাকবে (কিন্তু) তারা তাদের (ডাকে) কোনোই সাড়া দেবে না, আমি এদের উভয়ের মাঝখানে এক (মরণ) ফাঁদ রেখে দেবো।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٢٢﴾

৫৩. নাফরমান লোকেরা যখন (জাহান্নামের) আগুন দেখতে পাবে তখন তারা বুঝে যাবে, তারা (এক্ষুণি) সেখানে গিয়ে পতিত হচ্ছে, (আর সেখানে পতিত হলে) ওরা তা থেকে কখনোই মুক্তির পথ পাবে না।

وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٢٣﴾

৫৪. অবশ্যই আমি মানুষের জন্যে এই কোরআনে সব ধরনের উপমা (ও উদাহরণ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষরা অধিকাংশ বিষয় নিয়েই (অযথা) তর্ক করে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءً جَدَلًا ﴿٢٤﴾

৫৫. হেদায়াত যখন মানুষের সামনে এসে গেলো তখন ঈমান আনা ও (গুনাহের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে তাদের কোন্ জিনিস বিরত রাখছে, তারা (কি) তাদের কাছে পূর্ববর্তী মানুষদের অবস্থা এসে পৌছানোর অপেক্ষা করছে কিংবা তাদের সামনে আযাব এসে হাযির হবার অপেক্ষা করছে?

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٢٥﴾

৫৬. আমি তো রসূলদের (মানুষদের জন্যে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী করেছি পাঠাই, কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা (অযথা) বাগড়া শুরু করে, যাতে তারা এ দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, (মূলত) তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যেসব বিষয় দিয়ে তাদের (জাহান্নাম থেকে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাকে একটি বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٢٦﴾

৫৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যাকে তার মালিকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যা কিছু (গুনাহ) তার হাত দুটো অর্জন করেছে সে (তাও) ভুলে যায়; আমি অবশ্যই তাদের অন্তরের ওপর (জাহেলিয়াতের) আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, তাই তারা (সত্য দ্বীন) বুঝতে পারছে না, তাদের কানেও কঠিন বস্তু ঢেলে দিয়েছি (তারা সত্য কথা শুনতে পায় না, অতএব হে নবী); তুমি ওদের যতোই হেদায়াতের পথে ডাকো না কেন, তারা কখনো হেদায়াত পাবে না।

وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٧﴾

৫৮. (হে নবী,) তোমার রব বড়োই ক্ষমাশীল, দয়ালবান; তিনি যদি তাদের সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি (সহজে) শাস্তি ত্বরান্বিত করতে পারতেন; বরং (এর পরিবর্তে) তাদের জন্যে (শাস্তির) একটি প্রতিশ্রুত ক্ষণ (নির্ধারিত) আছে, যা থেকে ওদের কারোই পরিত্রাণ নেই!

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا ﴿٥٨﴾

৫৯. এ জনপদ (ও তার অধিবাসীরা) যখন (আল্লাহ তায়ালার) সীমা লংঘন করেছিলো তখন আমি তাদের নির্মূল করে দিয়েছি, তাদের ধ্বংসের জন্যে আমি একটি দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

وَتِلْكَ الْقَرْيَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৬০. (হে নবী, তুমি এদের মূসার ঘটনা শোনাও,) যখন মূসা তার খাদেমকে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি দুটো সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছবো, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি (আমার পরিকল্পনা থেকে) ফিরে আসবো না, কিংবা (প্রয়োজনে) আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি চলা অব্যাহত রাখবো!

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

৬১. যখন তারা উভয়ে (সেই প্রত্যাশিত) দুটো সাগরের সংগমস্থলে এসে পৌঁছলো, তখন তারা উভয়েই তাদের (খাবাবের জন্যে রাখা) মাছটির কথা ভুলে গেলো, অতপর মাছটি সুড়ংয়ের পথ করে সাগরে চলে গেলো।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬২. যখন তারা দু'জন আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলো তখন সে তার খাদেমকে বললো, (এবার) আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা এ সফরে সত্যিই ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَّاءُنَا ۖ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩. সে বললো, তুমি কি দেখোনি, আমরা যখন শিলাখন্ডের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন মাছের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, (আসলে) শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি তার কথাটা স্মরণ রাখবো, আর সে (মাছটি)ও কি আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে নিজের পথ ধরে সাগরের দিকে নেমে গেলো।

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ۖ وَمَا أَنْسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৪. সে বললো (আরে), এই তো হচ্ছে সে (জায়গা), যার আমরা সন্ধান করছিলাম, অতপর তারা নিজেদের পথের চিহ্ন ধরে ফিরে চললো।

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۚ فَارْتَدَّآ إِلَىٰ أَثَرِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৫. এরপর তারা (সেখানে) আমার বান্দাদের মাঝ থেকে একজন (পুণ্যবান) বান্দাকে পেলো,

فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

যাকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছি, (উপরন্তু) তাকে আমি আমার কাছ থেকে (বিশেষ) জ্ঞানও শিখিয়েছি।

أَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ ۝٦٥

৬৬. মুসা তাকে বললো, আমি কি তোমার অনুসরণ করতে পারি, যাতে করে (আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে) যে জ্ঞান তোমাকে শেখানো হয়েছে তার কিছু অংশ তুমি আমাকে শেখাতে পারো।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝٦٦

৬৭. সে বললো (হাঁ পারো), তবে আমার সাথে থেকে (তো) তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٦٧

৬৮. (অবশ্য,) যে বিষয়টি তুমি (জ্ঞান দিয়ে) আয়ত্ত করতে পারোনি তার ওপর তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কি করে?

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝٦٨

৬৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তাহলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল (হিসেবেই) পাবে, আমি তোমার কোনো আদেশেরই বরখেলাফ করবো না।

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝٦٩

৭০. সে বললো, (আচ্ছা) যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করোই তাহলে কোনো বিষয় নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, যতোক্ষণ না সে কথা আমি তোমাকে বলে দেবো!

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝٧০

৭১. অতপর তারা দু'জন পথ চলতে শুরু করলো। (নদীর পাড়ে এসে) উভয়েই একটি নৌকায় আরোহণ করলো, (নৌকায় উঠেই) সে তাতে ছিদ্র করে দিলো; সে বললো, তুমি কি এ জন্যে তাতে ছিদ্র করে দিলে যেন এর আরোহীদের তুমি ডুবিয়ে দিতে পারো, তুমি তো সত্যিই এক গুরুতর (অন্যায়) কাজ করেছো!

فَانْطَلَقَا ۖ وَهُنَّ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝٧١

৭২. (মুসার কথা শুনে) সে বললো, আমি কি তোমাকে একথা বলিনি যে, আমার সাথে থেকে তুমি কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٧২

৭৩. সে বললো, আমি যে (কথা) ভুলে গেছি সে ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং (এ ব্যাপারে) আমার ওপর বেশী কঠোরতাও আরোপ করো না।

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝٧৩

৭৪. আবার তারা উভয়ে পথ চলতে শুরু করলো, (কিছু দূর গিয়ে) তারা উভয়ে এক (কিশোর) বালককে পেলো, (সাথে সাথে) সে তাকে হত্যা করে ফেললো, (এটা দেখে) সে বললো, তুমি তো কোনোরকম হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবনকে বিনাশ করলে! তুমি (সত্যিই) একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলেছো!

فَانْطَلَقَا ۖ وَهُنَّ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝٧৪

৭৫. সে বললো, আমি কি তোমাকে (একথা) বলিনি যে, তুমি আমার সাথে (থেকে) কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ

مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৬. সে বললো, যদি এরপর একটি কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি আর আমাকে তোমার সাথে রেখো না, (অবশ্য এখন তো) তুমি আমার পক্ষ থেকে ওয়র পেশ করার (প্রান্ত)-সীমায় পৌঁছে গেছো।

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৭. তারা দু'জন আবার পথ চলতে শুরু করলো। (কিছুদূর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলো, (সেখানে পৌঁছে) তারা (সেখানকার) অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো, কিন্তু তারা তাদের উভয়ের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো, অতপর সেখানে তারা একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর (দেখতে) পেলো, সে প্রাচীরটাকে সোজা করে দিলো, মূসা বললো, তুমি চাইলে তো এ কাজের ওপর কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে!

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابُوا ۖ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ۖ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ۖ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

৭৮. সে বললো (বেশ), এখানেই তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ (হয়ে গেলো, কিন্তু তার আগে) যেসব ব্যাপারে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারোনি-তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিতে চাই।

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৯. (প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে,) নৌকা সম্পর্কিত, (মূলত) তা ছিলো কয়েকজন গরীব মানুষের (মালিকানাধীন), তারা (এটা দিয়ে) সমুদ্রে (জীবিকা অন্বেষণের) কাজ করতো, কিন্তু আমি (নৌকাটিতে ছিদ্র করে) তা ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পেছনেই ছিলো (এমন) এক বাদশাহ, যে (ত্রুটিবিহীন) যে নৌকাই পেতো, তা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিতো।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৮০. (আর সে) কিশোরটি (-র ঘটনা হচ্ছে) তার পিতামাতা উভয়েই ছিলো মোমেন, আমি আশংকা করলাম, (বড়ো হয়ে) সে এদের দু'জনকেই (আল্লাহর) নাফরমানী ও কুফুর দ্বারা প্রভাবান্বিত করে দেবে,

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮১. আমি চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদের (এমন) একটি সন্তান দান করবেন, যে দ্বীনদারী ও রক্তের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তার চাইতে বেশী ভালো (প্রমাণিত) হবে।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮২. (সর্বশেষ ছিলো ওই) প্রাচীরটি (-র ঘটনা! আসলে) তা ছিলো শহরের দুটি এতীম বালকের, এর নীচেই তাদের জন্যে (রক্ষিত) ছিলো (গুপ্ত) ধনভান্ডার, ওদের পিতা ছিলো নেককার ব্যক্তি,

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

(এ কারণেই) তোমার রব চাইলেন ওরা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের (সে ভান্ডার থেকে তারা) সম্পদ বের করে আনুক (এ প্রাচীরটাকে আমি তাদের বড়ো হওয়া পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম), এ ছিলো (মূলত) তোমার মালিকের অনুগ্রহ (দ্বারা সম্পাদিত কতিপয় কাজ), এর কোনোটাই আমি আমার নিজে থেকে করিনি; আর এ হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি (আমার সাথে থেকে) ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলে না!

فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٣٧﴾

১০
ককু

৮৩. (হে নবী,) এরা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলো, (হ্যাঁ) আমি (আল্লাহর কিতাবে যা আছে) তা থেকে (সে) বিবরণ তোমাদের (পড়ে) শোনাচ্ছি।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٣٨﴾

৮৪. (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) আমি যমীনের বুকে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং আমি তাকে (এর জন্যে) সব উপকরণও দান করেছিলাম,

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٣٩﴾

৮৫. অতপর সে আরেক অভিযানের পেছনে বেরুলো।

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٤٠﴾

৮৬. (চলতে চলতে) এমনভাবে সে সূর্যের অন্তঃগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো, সেখানে গিয়ে সে সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবতে দেখলো, তার পাশে সে একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলো, আমি বললাম, হে যুলকারনায়ন, (এরা তোমার অধীনস্থ, তারা খারাপ কাজ করলে), তুমি (তাদের) শাস্তি দিতে পারো অথবা (ভালো কাজ করলে) তাদের সাথে তুমি সদয় ভাবও গ্রহণ করতে পারো।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٤١﴾

৮৭. সে বললো (হ্যাঁ), এদের মাঝে যে যুলুম করবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো, অতপর তাকে (যখন) তার মালিকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (তখন) তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُ بِهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُ بِهِ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٤٢﴾

৮৮. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্যে (আখেরাতে) থাকবে উত্তম পুরস্কার, আর আমিও তার সাথে আমার কাজকর্ম সম্পাদনের সময় একান্ত সহজ (ও নম্র) ব্যবহার করবো;

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٤٣﴾

৮৯. অতপর সে আরেক অভিযানের পেছনে বেরুলো।

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٤٤﴾

৯০. এমনকি (চলতে চলতে) সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, তখন সে সূর্যকে এমন এক জাতির ওপর (দিয়ে) উদয় হতে দেখলো; যাদের জন্যে তার (উত্তাপ) থেকে (রক্ষার) কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করে রাখিনি।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٤٥﴾

৯১. (যুলকারনায়নের ঘটনা) এরকমই (ছিলো); তার কাছে যা ছিলো আমার কাছে সে সম্পর্কিত সব খবর (মজুদ) আছে।

كُنْ لَكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝۹ۧ

৯২. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বেরুলো।

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ۝۹২

৯৩. এমনকি (চলতে চলতে) সে দুটো প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে (পৌঁছে) সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের পেলো, যারা (যুলকারনায়নের) কোনো কথাই (তেমন) বুঝতে পারছিলো বলে মনে হলো না।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۖ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝۹৩

৯৪. তারা (বিভিন্নভাবে তাকে) বললো, হে যুলকারনায়ন, নিসন্দেহে ইয়াজুজ মা'জুজ হচ্ছে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (দুটো দল, তাদের থেকে বাঁচার জন্যে) আমরা কি তোমাকে (এ শর্তে) কিছু 'কর' দেবো যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবে।

قَالُوا يَا الْقَرْنَيَّ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۹৪

৯৫. সে বললো (করের প্রয়োজন হবে না, কেননা), আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই (আমার জন্যে) উত্তম (হ্যাঁ, শারীরিক) শক্তি দ্বারা তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক মযবুত প্রাচীর বানিয়ে দেবো।

قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ۯ৫

৯৬. তোমরা আমার কাছে লোহার পাতগুলো নিয়ে এসো (অতপর তা দিয়ে প্রাচীর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেলো); যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি (দুটো পর্বতের) সমান হয়ে গেলো, তখন সে (তাদের) লক্ষ্য করে বললো, তোমরা (হাঁপরে) দম দিতে থাকো; অতপর যখন তা আগুনকে উত্তপ্ত করলো, (তখন) সে বললো, (এখন) তোমরা আমার কাছে (কিছু) গলানো তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেবো।

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ أَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝ۯ৬

৯৭. অতপর (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দলের) লোকেরা তার ওপর (আর) উঠতে সক্ষম হলো না- না তারা তা ভেদ করে (বাইরে) আসতে পারলো!

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝ۯ৭

৯৮. (যুলকারনায়ন বললো,) এগুলো আমার মালিকের অনুগ্রহ, কিন্তু যখন আমার মালিকের ওয়াদা (-মতো কেয়ামত) আসবে, তখন তিনি তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে একাকার করে দেবেন, আর আমার মালিকের ওয়াদা হচ্ছে সত্য ওয়াদা;

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝ۯ৮

৯৯. (কেয়ামতের আগে আবার) আমি তাদের দলে দলে ছেড়ে দেবো, তারা (সমুদ্রের) ডেউয়ের আকারে একদল আরেক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে,

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তাদের সবাইকে আমি একত্রিত করবো,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

১০০. (সেদিন) আমি জাহান্নামকে (তার) অবিশ্বাসীদের জন্যে (সামনে) এনে হাযির করবো,

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا ۝

১০১. যাদের চোখের মধ্যে আমার স্মরণ থেকে আবরণ পড়ে ছিলো, তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতেই পেতো না।

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

১০২. কাফেররা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে, তারা আমার বদলে আমারই (কতিপয়) গোলামকে অভিভাবক বানিয়ে নেবে, (আর আমি এ ব্যাপারে তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করবো না) আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের মেহমানদারীর জন্যে সাজিয়েই রেখেছি।

أَفَكَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝

১০৩. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলবো, যারা আমলের দিক থেকে আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত;

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝

১০৪. (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সমুদয় প্রচেষ্টাই এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে মনে ভাবছে, তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে যাচ্ছে।

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَكْسِبُونَ ۚ أَنَّهُمْ يَكْسِبُونَ ضَعْفًا ۝

১০৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং (অস্বীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও, ফলে ওদের সব কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের (নাজাতের) জন্যে ওযনের কোনো মানদণ্ডই স্থাপন করবো না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝

১০৬. এটাই জাহান্নাম! (এটাই) তাদের (যথার্থ) পাওনা, কেননা তারা (স্বয়ং স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করেছে, (উপরন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহ ও (তার বাহক) রসূলদের বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُمُ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَتَّخِذُوا آيَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

১০৭. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালা ওর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের মেহমানদারীর জন্যে 'জান্নাতুল ফেরদাউস' (সাজানো) রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

১০৮. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে (অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে) জায়গা বদল করতে চাইবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

১০৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো (লিপিবদ্ধ করা)-এর জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি বানিয়ে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)।

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّلْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

১১০. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয়, (আর সে ওহীর মূল কথা হচ্ছে), তোমাদের মার্বুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন (সব সময়) ভালো কাজ করে, সে যেন কখনো তার মালিকের এবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

আয়াত ৯৮
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা মারইয়াম
মক্কায় অবতীর্ণ

১. কা-ফ হা-ইয়া আঈন ছোয়া-দ।

كَهَيْعَص ۝

২. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলোকে) স্মরণ (করা), যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন-

ذَكَرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَہٗ زَكَرِيَّا ۝

৩. যখন সে একান্ত নীরবে তাঁর মালিককে ডাকছিলো।

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝

৪. সে বলেছিলো, হে আমার রব, আমার হাড় সতি সতিই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে (তুমি আমার দোয়া কবুল করো), হে আমার রব, আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি!

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

৫. আমার পর আমি আমার পেছনে পড়ে থাকা আমার ভাই বন্ধুদের (দ্বিনের ব্যাপারে) আশংকা করছি, (এদিকে) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা হয়ে গেছে, একান্ত তোমার কাছ থেকে তুমি আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে- উত্তরাধিকত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের, হে (আমার) রব, তুমি তাকে একজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বানাও।

يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

৭. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলে (হওয়া)-র সুখবর দিচ্ছি, তার নাম (হবে) ইয়াহইয়া, এর আগে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি।

يُزَكَّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۝

৮. সে বললো, হে আমার রব, আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি নিজেও (এখন) বার্ধক্যের শেষ সীমানায় এসে উপনীত হয়ে গেছি।

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), এটা এভাবেই (হবে), তোমার রব বলছেন, এটা আমার জন্যে নিতান্ত সহজ কাজ,

قَالَ كَذٰلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۝

আমি তো এর আগে তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম—
(তখন) তুমিও তো কিছুই ছিলে না!

وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝

১০. সে বললো, হে আমার রব, আমাকে (এ জন্যে কিছু) একটা নিদর্শন (বলে) দাও; তিনি বললেন (হ্যাঁ), তোমার নিদর্শন হচ্ছে, (সুস্থ থেকেও) তুমি ক্রমাগত তিন রাত মানুষদের সাথে কোনোরকম কথাবার্তা বলবে না।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

১১. অতপর সে কামরা থেকে বেরিয়ে তার জাতির লোকদের কাছে এলো এবং ইশারা ইংগিতে তাদের বুঝিয়ে দিলো, তারা যেন সকাল সন্ধ্যা (আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

১২. (এরপর ইয়াহইয়ার জন্ম হলো, সে যখন বড়ো হলো, তখন আমি তাকে বললাম,) হে ইয়াহইয়া, তুমি (আমার) কিতাবকে শক্ত করে ধারণ করো; (আসলে) আমি তাকে ছেলেবেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম,

يُحْيِي خُزْنَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ۝

১৩. সে একান্ত আমার কাছ থেকেই হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা লাভ করলো; সে ছিলো (আসলেই) একজন পরহেযগার ব্যক্তি,

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوَّةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۝

১৪. (তদুপরি) সে ছিলো পিতা মাতার একান্ত অনুগত—কখনো সে অবাধ্য নাকি ফরমান ছিলো না।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

১৫. তার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিলো), যেদিন তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, (শান্তি বর্ষিত হবে সেদিন)—যেদিন সে মৃত্যু বরণ করবে এবং যেদিন পুনরায় সে জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে।

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

১৬. (হে নবী,) এ কিতাবে তুমি মারইয়ামের কিছু কথা স্মরণ করো। (বিশেষ করে সে সময়ের কথা—) যখন সে তার পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো।

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مِرْيَمَ إِذِ انْتَبَهَتْ مِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

১৭. অতপর লোকদের কাছ থেকে (নিজেকে আড়াল করার জন্যে) সে পর্দা করলো। আমি তার কাছে আমার রূহ (জিবরাঈল)-কে পাঠালাম, সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো।

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

১৮. সে বললো (হে আগত ব্যক্তি), তুমি যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো, তাহলে আমি তোমা (-র অনিষ্ট) থেকে দয়াময় (আল্লাহ তায়াল)-এর কাছে আশ্রয় চাই।

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ۝

১৯. সে বললো, আমি তোমার মালিকের পাঠানো দূত (আমি এসেছি),

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ

যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিয়ে যেতে পারি।

لَا هَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

২০. সে বললো (এ কি বলছো তুমি)! আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে (তো আজ পর্যন্ত) কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি, আর না আমি কখনো অসতী ছিলাম!

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

২১. সে বললো (হ্যাঁ), এভাবেই (হবে), তোমার রব বলছেন, তা আমার জন্যে খুবই সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষদের জন্যে (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ (-সদৃশ একটি মানুষ) বানাতে চাই, (মূলত) এটা ছিলো (আমার পক্ষ থেকে) এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

قَالَ كَذَلِكَ ۚ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلِيمٌ ۖ وَلَنَجْعَلَنَّهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

২২. অতপর সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো এবং তাকে সহ সে দূরে (কোনো) এক জায়গায় চলে গেলো।

فَكَهَلَتْهُ فَانْتَبَ ۖ وَبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

২৩. তারপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে নিয়ে এলো। সে বললো, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি যদি (মানুষদের স্মৃতি থেকে) সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম!

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْهَا ۝

২৪. তখন একজন (ফেরেশতা) তাকে তার নীচের দিক থেকে আহ্বান করে বললো (হে মারইয়াম), তুমি কোনো রকম দুঃখ করো না, তোমার রব (পিপাসা নিবারণের জন্যে) তোমার (পায়ের) নীচে একটি (পানির) ঝর্ণা বানিয়ে দিয়েছেন,

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَكْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝

২৫. তুমি এ খেজুর গাছের কাণ্ডকে তোমার দিকে নাড়া দাও, (দেখবে) তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে,

وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝

২৬. অতপর (এ গাছের) খেজুর তুমি খাও, (এ ঝর্ণার) পানীয় পান করো এবং (সন্তানের দিকে তাকিয়ে) চোখ জুড়াও, যখন তুমি মানুষদের কাউকে দেখবে তাহলে বলবে, আমি রহমান আল্লাহ তায়ালার নামে রোযার মান্নত করেছি (এবং এ কারণে) আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।

فَكُلِي ۖ وَأَشْرَبِي ۖ وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَمَا تَرَينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

২৭. অতপর সে তাকে (নবজাতককে) কোলে বহন করে তার জাতির কাছে (ফিরে) এলো; লোকেরা (তার কোলে সন্তান দেখে) বললো, হে মারইয়াম, তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কাণ্ড নিয়ে এসেছো।

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَّغَنٌ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

২৮. হে হারুনের বোন (একি করলে তুমি)? তোমার পিতা তো কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিলো না, তোমার মাতাও তো (চারিত্রিক দিক থেকে) কোনো খারাপ (মহিলা) ছিলো না!

يَا خُتُّ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝

২৯. সে তার (কোলের শিশুটির) দিকে ইশারা করলো (এবং বললো তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে একেই জিজ্ঞেস করো); তারা বললো, আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলবো, যে (এখনো) দোলনার শিশু!

فَآشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

৩০. (এ কথা শুনেই) সে (শিশুটি) বলে ওঠলো (হ্যাঁ), আমি হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নবী বানিয়েছেন,

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তঁার) অনুগ্রহভাজন করবেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেতোদিন আমি বেঁচে থাকি ততোদিন যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত প্রদান করি।

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

৩২. (তদুপরি) আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি, (আল্লাহর শোকর) তিনি আমাকে না-ফরমান বানাননি।

وَبَرَّ أَبَوَالِدَتِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

৩৩. আমার ওপর (আল্লাহ তায়ালা বিশেষ) প্রশান্তি- যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, প্রশান্তি (থাকবে) সেদিন, যেদিন আমি (আবার) মৃত্যুবরণ করবো এবং (মৃত্যুর পরে) যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো।

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

৩৪. এ হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা, আর (এ হচ্ছে তঁার) আসল ঘটনা, যা নিয়ে তারা অযথাই সন্দেহ করে।

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ ۗ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

৩৫. (তারা বলে, সে আল্লাহ তায়ালা সন্তান, কিন্তু) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালা কাজ নয়, তিনি (এ থেকে) অনেক পবিত্র; তিনি যখন কোনো কিছু করতে চান তখন শুধু বলেন ‘হও’ এবং সাথে সাথেই তা ‘হয়ে যায়’;

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحَنَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৩৬. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা সবাই তাঁরই গোলামী করো; আর এটাই হচ্ছে সরল পথ।

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

৩৭. এরপর (তাদের) দলগুলো নিজেদের মাঝে (মারইয়াম পুত্রকে নিয়ে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর (যারা আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা) অস্বীকার করলো তাদের জন্যে রয়েছে (কেয়ামতের) কঠিন দিনের দুর্ভোগ।

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৩৮. যেদিন এরা আমার সামনে এসে হাযির হবে, সেদিন তারা ভালো করেই শুনবে এবং ভালো করেই দেখতে পাবে,

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۖ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

কিন্তু আজ এ যালেমরা (না শোনা ও না দেখার ভান করে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْنَ فِي ضَلٰلٍ مّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾

৩৯. (হে নবী,) সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি এদের সাবধান করে দাও, যেদিন (বিচারের চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। (এখন তো) এরা এ ব্যাপারে গাফলতে (ডুবে) রয়েছে, ওরা (আল্লাহর ওপরও) ঈমান আনছে না।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. নিসন্দেহে (এ) পৃথিবীর মালিক আমি এবং তাঁর ওপর যা কিছু রয়েছে সেসবেরও, আর তারা সবাই আমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

اِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. (হে নবী, এ) কিতাবে তুমি ইবরাহীম (-এর ঘটনা)-কে স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো এক সত্যবাদী নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২. যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, তুমি কেন এমন একটা জিনিসের পূজা করো, যে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, না সে তোমার কোনো কাজে আসে।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

৪৩. হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি, অতএব তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে সোজা পথ দেখাবো।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৪. হে আমার পিতা (আল্লাহর সে জ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে), তুমি শয়তানের গোলামী করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে রহমান আল্লাহ তায়ালার না-ফরমান।

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৫. হে আমার পিতা, আমার ভয় হচ্ছে, (সে না-ফরমান শয়তানের গোলামী করলে পরম দয়ালু) রহমান-এর কোনো আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, (ফলে জাহান্নামে) তুমি শয়তানেরই সাথী হয়ে যাবে।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৬. সে বললো, হে ইবরাহীম, তুমি কি (আসলেই) আমার দেব দেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে, যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো, (বেঁচে থাকতে চাইলে) তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنِ الْهٰتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لِارْجَمَنَّكَ وَاُحْجِرْنِيْ مَلِكًا ﴿٤٦﴾

৪৭. সে বললো (আচ্ছা), তোমার প্রতি আমার সালাম, (আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি; কিন্তু) আমি আমার মালিকের কাছে তোমার জন্যে মাগফেরাত কামনা করবো;

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ ۖ

অবশ্যই তিনি আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

إِنَّهٗ كَانَ بِيٓ حَفِيًّا ۝ۭ

৪৮. আমি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের সবার কাছ থেকেও (আলাদা হয়ে যাচ্ছি), আমি তো আমার মালিককেই ডাকতে থাকবো, আশা (করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হবো না।

وَأَعْتَزُّ لِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
وَادْعُوا رَبِّيٓ ۖ عَسَىٰٓ أَن أَكُونَ بِدُعَاءِ
رَبِّيٓ شَفِيًّا ۝ۭ

৪৯. অতপর যখন সে সত্যিই তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং (পৃথক হয়ে গেলো তাদের থেকেও) যাদের ওরা আল্লাহ তায়ালা বদলে ডাকতো, তখন আমি তাকে ইসহাক ও (ইসহাক পুত্র) ইয়াকুব দান করলাম; এদের সবাইকেই আমি নবী বানিয়েছি।

فَلَمَّا أَعْتَزَّلَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا
جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ۭ

৫০. আমি তাদের জন্যে আমার (আরও) অনেক অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাদের আমি সুউচ্চ নাম যশ দান করেছি।

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ۭ

৫১. (হে নবী,) তুমি (এ) কিতাবে মুসার (ঘটনা) স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো একনিষ্ঠ (বান্দা), সে ছিলো রসূল-নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهٗ كَانَ
مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ۭ

৫২. আমি তাকে ‘তুর’ (পাহাড়ের) ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং গোপন তথ্য (-সমৃদ্ধ কথা) বলার জন্যে আমি তাকে আমার নিকটবর্তী করলাম।

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝ۭ

৫৩. আমি আমার নিজ অনুগ্রহে তাঁর ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাঁকে (তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে) দান করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ
نَبِيًّا ۝ۭ

৫৪. (হে নবী,) এ কিতাবে তুমি ইসমাইলের (কথাও) স্মরণ করো, নিশ্চয়ই সে ছিলো যথার্থ প্রতিশ্রুতি পালনকারী, আর সে ছিলো রসূল (ও) নবী,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ۭ

৫৫. সে তার পরিবার পরিজনদের নামায (প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিতো, (উপরন্তু) সে ছিলো তার মালিকের কাছে একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝ۭ

৫৬. (হে নবী,) তুমি এ কিতাবে ইদরীসের (কথাও) স্মরণ করো, সেও ছিলো একজন সত্যবাদী নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ
صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝ۭ

৫৭. আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলাম।

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ۭ

৫৮. এরা হচ্ছে সেসব নবী (রসূল), যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, (এরা সবাই ছিলো)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن

আদমের বংশোদ্ভূত, যাদের তিনি (মহাপ্রাবনের সময়) নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছেন এরা তাদেরই বংশের লোক, (এদের কিছু লোক) ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, (উপরন্তু) যাদের তিনি হেদায়াতের আলো দান করেছিলেন এবং যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন (এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত); যখন এদের সামনে রহমান আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হতো তখন এরা রহমান (আল্লাহ তায়ালা)কে সাজদা করার জন্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় যমীনে লুটিয়ে পড়তো।

النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ۖ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ۝

সাজদা

৫৭

৫৯. তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা নামায বরবাদ করে দিলো এবং (নানা) পাশবিক লালসার অনুসরণ করলো, অচিরেই তারা (তাদের এ) গোমরাহীর (পরিণাম ফলের) সম্মুখীন হবে,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝

৬০. কিন্তু যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে (তাদের কথা আলাদা), তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনোরকম যুলুম করা হবে না।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝

৬১. স্থায়ী জান্নাত এমন এক বস্তু যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাছে গায়ব করে রেখে দিয়েছেন; অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকবে।

جَنَّاتُ عَدْنٍ ۖ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝

৬২. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথা শুনতে পাবে না, (চারদিকে থাকবে) শুধু শান্তি (আর শান্তি); সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্যে (নিত্য নতুন) রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشَاءٌ ۝

৬৩. এ হচ্ছে জান্নাত, আমার বান্দাদের মাঝে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমি শুধু তাদেরই এর অধিকারী বানাবো।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

৬৪. (ফেরেশতারা বললো, হে নবী,) আমরা কখনো তোমার মালিকের আদেশ ছাড়া (যমীনে) অবতরণ করি না, আমাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এর মধ্যবর্তী স্থানে, তা সবই তো তাঁর জন্যে, (মূলত) তোমার মালিক (কখনো কাউকে) ভুলে থাকেন না,

وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

৬৫. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং (তিনি রব) এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে (তারও), অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করো, তাঁর গোলামীর ওপরই কায়েম থাকো, তুমি কি তাঁর সম (-গুণসম্পন্ন এমন) কোনো নাম জানো (যার, তুমি গোলামী করবে!)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

৬৬. (কিছু মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় (মাটির ভেতরে থেকে) পুনরুত্থিত হবো?

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ
أُخْرَجَ حَيًّا ۝

৬৭. (এ নির্বোধ) মানুষটি কি চিন্তা করে না যে, এর আগে তো আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে তখন কিছুই ছিলো না।

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ
وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝

৬৮. অতপর তোমার মালিকের শপথ, আমি অবশ্যই এদের একত্রিত করবো, (একত্রিত করবো) শয়তানদেরও, অতপর এদের (সবাইকে) হাঁটু গাড়া অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে এনে জড়ো করাবো।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ
لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই এদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা প্রতি যারা সবচাইতে বেশী বিদ্রোহী (ছিলো), তাদের (খুঁজে খুঁজে) বার করে আনবো।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ
عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝

৭০. ওদের মধ্যে যারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবার অধিকতর যোগ্য, আমি তাদেরকে সবার চাইতে বেশী জানি।

ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا مِلًّا ۝

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও হবে না, যাকে (জাহান্নাম)-এর ওপর দিয়ে পার হতে হবে না, এটা হচ্ছে তোমার মালিকের অমোঘ সিদ্ধান্ত।

وَأَن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

৭২. (এ সময়) আমি শুধু ওসব মানুষদেরই পার করিয়ে নেবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যালেমদের আমি নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়েছে, তখন যারা কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলে, (বলো তো) আমাদের উভয় দলের মাঝে কোন্ দলটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও কোন্ দলের মাহফিল বেশী শানদার!

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيْنَتٍ قَالِ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآحْسَنُ نَدِيًّا ۝

৭৪. (অথচ) ওদের পূর্বে কতো (শানদার মাহফিলের অধিকারী) মানবগোষ্ঠীকে আমি নির্মূল করে দিয়েছি, যারা সহায় সম্পদে এ (এদের চাইতে) অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলো!

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ
أَثَانًا وَرِيًّا ۝

৭৫. (হে নবী, এদের) বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) থাকে, তাকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অনেক ঠিল দিতে থাকেন- যতাক্ষণ না তারা সে (বিষয়)-টি (স্বচক্ষে) প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে- হয় তা (আল্লাহ তায়ালা) শাস্তি, নতুবা হবে কেয়ামত, তারা অচিরেই একথা জানতে পারবে, কোন্ ব্যক্তি মর্যাদায় নিকৃষ্ট ছিলো এবং কার জনশক্তি ছিলো দুর্বল!

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَآمَّا السَّاعَةِ ۖ
فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ
جُنْدًا ۝

৭৬. (এর বিপরীত) যারা হেদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন; (হে নবী,) তোমার মালিকের কাছে তো স্থায়ী জিনিস হিসেবে (মানুষের) নেক আমলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার- পাবার দিক থেকে যেমন (তা ভালো, তেমনি) প্রতিদান হিসেবেও (তা) উত্তম।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبُقِيَّتِ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴿٧٦﴾

৭৭. তুমি সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছো কি- যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, (একদিন) আমাকে অবশ্যই (আমার) মাল ও সন্তান দিয়ে দেয়া হবে।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

৭৮. সে কি গায়বের কোনো খবর পেয়েছে? না দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে (এ ব্যাপারে) সে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে!

أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯. না কখনো নয়, যা কিছু সে বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং সে হিসেবেই (কেয়ামতের দিন) আমি তার শাস্তি বাড়াতে থাকবো,

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

৮০. সে (তার শক্তি সম্পর্কে) যা কিছু বলছে (একদিন) আমিই হবো তার অধিকারী, আর সে একাকী (অবস্থায়ই) আমার কাছে (ফিরে) আসবে।

وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৮১. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের মাবুদ বানায়, যেন এরা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হতে পারে,

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

৮২. কখনো না; (কেয়ামতের দিন) এরা (বরং) তাদের এবাদাতের কথা অস্বীকার করবে, এরা (সেদিন) তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে।

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৮৩. (হে নবী,) তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আমি (কিভাবে) কাফেরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, তারা (আল্লাহ তায়ালায় বিরুদ্ধে) তাদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ تُؤْزِرُهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

৮৪. তুমি এদের (আযাবের) ব্যাপারে কোনো রকম তাড়াহুড়া করো না; আমি তো এদের (ধ্বংসের) দিনটিই গণনা করে যাচ্ছি,

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫. সেদিন আমি তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দাদের সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় কাছে একত্রিত করবো,

يَوْمَ نَكْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬. আর না-ফরমানদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত (উটের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাবো,

وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭. (সেদিন) কোনো মানুষই (আল্লাহ তায়ালায় দরবারে) সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তবে যদি কেউ দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় কাছ

لَا يَلِكُونُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

থেকে (কোনো) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)।

الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

৮৮. (এ মূর্খ) লোকেরা বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন;

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝

৮৯. এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কথা, তোমরা যা (বানিয়ে) নিয়ে এসেছে,

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝

৯০. (এটা এতো কঠিন কথা যে,) এর কারণে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে,

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝

৯১. (এর কারণ হচ্ছে,) এরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে সন্তানের কথা বলেছে,

أَن دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝

৯২. (অথচ) সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে কোনো অবস্থায়ই শোভনীয় নয়।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝

৯৩. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, তাদের মাঝে কিছুই এমন নেই যা (কেয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তাঁর অনুগত হিসেবে উপস্থিত হবে না;

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝

৯৪. তিনি (তাঁর সৃষ্টির) সব কিছু (কড়ায় গন্ডায়) গুনে তার পূর্ণাংগ হিসাব রেখে দিয়েছেন;

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝

৯৫. কেয়ামতের দিন এদের সবাই নিসংগ একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝

৯৬. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের পরস্পরের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

৯৭. আমি তো (এ কোরআন)-কে তোমার ভাষায় সহজ (করে নাযিল) করেছি, যাতে করে তুমি এর দ্বারা- যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিতে পারো এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) যে জাতি (খামাখা) ঝগড়া করে, তাদেরও তুমি (এ দিয়ে) সাবধান করে দিতে পারো।

فَأَنَّمَا يُسْرِنُ بِلسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَّا ۝

৯৮. তাদের আগেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের একজনেরও কোনোরকম অস্তিত্ব কি তুমি এখন অনুভব করো, না শুনতে পাও এদের (চলার) কোনো ক্ষীণতম শব্দও?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحْسِنُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

আয়াত ১৩৫ রুকু ৮	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-	সূরা ত্বা-হা মক্কায় অবতীর্ণ
---------------------	---	---------------------------------

১. ত্বা-হা,

طه ١

২. (হে নবী,) আমি কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দ্বারা) কষ্ট পাবে,

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝

৩. বরং এ (কোরআন) তো হচ্ছে (কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার) একটি (উপায় ও) নসীহত মাত্র- সে ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে,

إِلَّا تَذِكْرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝

৪. (এ কিতাব) তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুদ্র আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন;

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
الْعُلَى ۝

৫. দয়াময় আল্লাহ তায়ালার মহান আরশে সমাসীন হলেন।

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে এবং যমীনের অনন্ত গভীরে, তা (সবই) তাঁর জন্যে।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝

৭. (হে মানুষ,) তুমি যদি জোরে কথা বলো তা (যেমন) তিনি শুনতে পান, (তেমনি) গোপন কথা- (বরং) তার চাইতেও গোপন যা- তাও তিনি জানেন।

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ
وَأَخْفَى ۝

৮. আল্লাহ তায়ালার ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, যাবতীয় উত্তম নাম তাঁর জন্যেই।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

৯. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

১০. (বিশেষ করে সে ঘটনা-) যখন সে কিছু আগুন দেখতে পেলো, অতপর সে তার পরিবারের লোকজনদের বললো, তোমরা (এখানে অপেক্ষায়) থাকো, হাঁ আমি (কিছু) আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত তা থেকে কিছু আগুনের টুকরো আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা আগুনের পাশে আমি (পথঘাট সংক্রান্ত) কোনো নির্দেশ না পেয়ে যাবো!

إِذْ رَأَيْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي
أَنْسَتُ نَارًا لَّعَلِّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ
أَوْ آجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

১১. অতপর সে যখন সেখানে পৌঁছলো তখন তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো, হে মূসা;

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَى ۝

১২. নিশ্চয়ই আমি, আমিই হচ্ছি তোমার রব, তুমি তোমার জুতো দুটো খুলো ফেলো, অবশ্যই তুমি পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় আছো;

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۝

১৩. আমি তোমাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছি, যা কিছু তোমাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে তা মনোযোগের সাথে শোনো।

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۝

১৪. আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালার, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তুমি শুধু আমারই এবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠা করো।

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

১৫. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, (একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) আমি তা গোপন করে রাখতে চাই, যাতে করে প্রত্যেককে (সেদিন) নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَعْمَلُ ۝

১৬. যে ব্যক্তি এ দিবসটিকে বিশ্বাস করে না এবং যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, (লক্ষ্য রাখবে) সে যেন তোমাকেও (বিশ্বাস করা) থেকে কখনো বাধা দিতে না পারে, (এমনটি করলে) তুমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে,

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۝۱۬

১৭. হে মুসা (বলো তো), তোমার ডান হাতে ওটা কি?

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ۝۱ۭ

১৮. সে বললো, এটি হচ্ছে আমার লাঠি, আমি এর ওপর ভর দিই, (আবার কখনো) তা দিয়ে আমি আমার মেয়ের জন্যে (গাছের) পাতা পাড়ি, তা ছাড়াও এর মধ্যে আমার জন্যে আরো অনেক কাজ আছে।

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهْشَىٰ
بِهَا عَلَىٰ غَنِيِّ وَلِيٍّ فِيهَا مَا رَبِّ أُخْرَىٰ ۝۱ۮ

১৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুসা, তুমি একে (মাটিতে) নিক্ষেপ করো।

قَالَ أَلْقَهَا يُمُوسَىٰ ۝۱ۯ

২০. অতপর সে তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা সাপ হয়ে (এদিক ওদিক) ছুটাছুটি করতে লাগলো।

فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝۲০

২১. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে মুসা), তুমি একে ধরো, ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তাকে তার আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনবো।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا
سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝۲১

২২. (হে মুসা, এবার) তুমি তোমার হাতটি তোমার বগলের সাথে লাগিয়ে রাখো, অতপর (দেখবে) কোনো রকম (অসুখজনিত) দোষক্ৰটি ছাড়াই তা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে, এ হচ্ছে (আমার) পরবর্তী নিদর্শন।

وَأَضْمِرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِثْلٍ غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۝۲২

২৩. (উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে) যেন আমি তোমাকে আমার বড়ো বড়ো কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝۲৩

২৪. (হাঁ, এবার) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে (নিজেকে মাবুদ দাবী করে মারাত্মক) সীমালংঘন করেছে।

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝۲৪

২৫. সে বললো, হে আমার রব, তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও,

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۲৫

২৬. আমার জন্যে আমার কাজকে তুমি সহজ করে দাও,

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝۲৬

২৭. আমার জিহ্বা থেকে (সব) জড়তা তুমি দূর করে দাও,

وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنِّي لِسَانِي ۝۲৭

২৮. যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে,

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝۲৮

২৯. আমার আপনজনদের মধ্য থেকে (একজনকে) আমার সাহায্যকারী বানাও,

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝۲৯

৩০. হারুন হচ্ছে আমার ভাই (তাকেই বরং তুমি আমার সহযোগী বানিয়ে দাও),

هُرُونَ أَخِي ۝۳০

৩১. তার দ্বারা তুমি আমার শক্তি বৃদ্ধি করো,

اَشْدِدْ بِهِ اٰزْرٰى ۝

৩২. তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দাও,

وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِى ۝

৩৩. যাতে করে আমরা তোমার অনেক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি,

كٰى نُسَبِّحُكَ كَثِيْرًا ۝

৩৪. তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি;

وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝

৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের (কার্যক্রমের) সম্যক দ্রষ্টা।

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝

৩৬. তিনি বললেন, হে মুসা, তুমি যা কিছু চেয়েছো তা (সবই) তোমাকে দেয়া হলো।

قَالَ قَدْ اُوْتِيتَ سَوْءَلَكَ يٰمُوْسٰى ۝

৩৭. আমি তো (আগেও) একবার (অলৌকিকভাবে তোমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে) তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছিলাম,

وَلَقَدْ مَنَّا عَلٰىكَ مَرَّةً اٰخَرٰى ۝

৩৮. যখন আমি তোমার মায়ের কাছে একটি ইংগিত পাঠিয়েছিলাম, (আসলে) সে (বিষয়টি) ইংগিত করে বলে দেয়ার মতো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ই ছিলো,

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوحٰى ۝

৩৯. (সে ইংগিতে বলা হয়েছিলো,) তুমি তাকে (জন্মের পর ফেরাউনের লোকদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্যে একটি) সিন্দুকের ভেতরে রেখে দাও, অতপর তাকে (সিন্দুকসহ) নদীতে ভাসিয়ে দাও, যেন নদী তাকে (ভাসাতে ভাসাতে) তীরে ঠেলে দেয়, (আমি জানি) একটু পরেই তাকে (এমন এক ব্যক্তি)- উঠিয়ে নেবে যে আমার দুষ্মন এবং তারও দুষ্মন; (হে মুসা,) আমি আমার কাছ থেকে (ফেরাউন ও অন্য মানুষদের মনে) তোমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যেন তুমি আমার চোখের সামনেই বড়ো হতে পারো।

اَنْ اِقْنِ فِىْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاَقْنِ فِىْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهٖ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذُهٗٓ عَدُوِّىْ وَعَدُوْلَهٗٓ ۚ وَالْقَيْتُ عَلٰىكَ مَكَبَةً مِّنْىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ لٰى عَيْنِىْ ۝

৪০. যখন তোমার বোন (নদীর তীর ধরে) চলতে থাকলো এবং (এখানে এসে ফেরাউনের লোকজনদের) বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলে দেবো, কে এর লালন পালনের ভার নিতে পারবে, (তারা তোমার প্রতিপালনের প্রস্তাবে রাষি হয়ে গেলো); এভাবেই আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে তার চোখ জুড়িয়ে যায় এবং (তোমাকে হারিয়ে) সে যেন চিন্তাক্লিষ্ট না হয়; (স্মরণ করো,) যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করলে, তখন আমি (হত্যাজনিত সেই) মানসিক যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম, (এ ছাড়াও) তোমাকে আমি আরো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতপর তুমি বেশ কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও কাটিয়ে এলে! এরপর হে মুসা, আল্লাহর নির্ধারিত সময়েই তুমি (আজ) এখানে এসে উপস্থিত হলে।

اِذْ تَمْشِىْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلٰكُمۡ عَلَىٰ مَنۢ يَّكْفُلُهٗ ۚ فَرَجَعْنَاكَ اِلٰى اُمِّكَ كٰى تَقَرَّ عَيْنُهٗا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكُنْتَ نَفْسًا فَنَجِّنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوْسٰى ۝

৪১. আমি (দীর্ঘ পরীক্ষা দ্বারা) তোমাকে আমার নিজের (কাজের) জন্যে প্রস্তুত করেছি।

وَاَمْطَعْنَاكَ لِنَفْسِىْ ۝

৪২. আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তুমি ও তোমার ভাই (ফেরাউনের কাছে) যাও, কখনো আমার যেকেরের মাঝে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না,

إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۝٤٢

৪৩. তোমরা দু'জন (অবিলম্বে) ফেরাউনের কাছে চলে যাও, কেননা সে মারাত্মকভাবে সীমালংঘন করেছে,

إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝٤٣

৪৪. তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে, অথবা সে (আমায়) ভয় করবে।

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝٤٤

৪৫. তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের রব, আমরা ভয় করছি, সে আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা সে (আরো বেশী) সীমালংঘন করে বসবে।

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۝٤٥

৪৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগেই আছি, আমি (সব কিছু) শুনি, (সব কিছু) দেখি।

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ ۝٤٦

৪৭. তোমরা উভয়ই তার কাছে যাও এবং (তাকে) বলো, আমরা তোমার মালিকের পাঠানো দুজন রসূল, অতএব (এ নিপীড়িত) বনী ইসরাঈলের লোকদের আমাদের সাথে যেতে দাও, তুমি তাদের (আর) কষ্ট দিয়ো না; আমরা তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের) নিদর্শন নিয়ে এসেছি; যারা এ হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্যে (রয়েছে অনাবিল) শান্তি।

فَاتَّبِعْنَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جَعَلْنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۝٤٧

৪৮. আমাদের ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি (তার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার ওপর (আল্লাহর) আযাব (নাযিল হবে)।

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝٤٨

৪৯. (এসব শোনার পর) ফেরাউন বললো, হে মুসা, কে (আবার) তোমাদের দু'জনের রব?

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُوسُفُ ۝٤٩

৫০. মুসা বললো, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতপর তিনি (সবাইকে চলার পথ) বাতলে দিয়েছেন,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝٥০

৫১. ফেরাউন বললো, তাহলে আগের লোকদের অবস্থা কি হবে?

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝٥১

৫২. মুসা বললো, সে বিষয়ের জ্ঞান আমার মালিকের কাছে (সংরক্ষিত) গ্রন্থে মজুদ আছে, আমার রব কখনো ভুল পথে যান না- না (কারো) কথা তিনি ভুলে যান।

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ۝٥২

৫৩. তিনি এমন (এক সত্তা), যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, ওতে তোমাদের (চলার) জন্যে বহু ধরনের পথঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি প্রেরণ করেন; অতপর তা দিয়ে আমি (যমীন থেকে) বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনি।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكْكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝٥৩

৫৪. (তা) তোমরা নিজেরা খাও এবং (যমীনে) তোমাদের পশুদেরও চরাও; অবশ্যই এর (মাঝে) বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿٥٨﴾

৫৫. (যে যমীনে তোমরা চলো) তা থেকেই আমি তোমাদের পয়দা করেছি, তাতেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার বের করে আনবো।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٩﴾

৫৬. আমি (ফেরাউন)-কে আমার যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু (তা সত্ত্বেও) সে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অবিশ্বাস করেছে।

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٦٠﴾

৫৭. (ফেরাউন বললো,) হে মুসা, (তুমি কি) এ জন্যে আমাদের কাছে এসেছো যে, তুমি তোমার যাদু (ও তেলসম্মতি) দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে।

قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٦١﴾

৫৮. (হাঁ,) আমরা অবশ্যই তোমার সামনে অতপর অনুরূপ যাদু এনে হাযির করবো, অতএব এসো তোমার এবং আমাদের মাঝে একটি (মোকাবেলার) ওয়াদা ঠিক করে নিই, যার আমরাও খেলাপ করবো না, তুমিও করবে না, (এটা হবে) খোলা ময়দানে-

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا
أَنْتَ مَكَانًا سَوًى ﴿٦٢﴾

৫৯. সে বললো, হাঁ তোমাদের (প্রতিযোগিতার) ওয়াদা হবে উৎসবের দিন, (সেদিন) মধ্য দিনেই যেন লোকজন এসে জমা হয়ে যায়।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ
النَّاسُ مَضْجَىٰ ﴿٦٣﴾

৬০. (অতপর) ফেরাউন উঠলো এবং যাদু (ও তার সামান্যতর) জমা করলো, তারপর (প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে) সে (ময়দানে) এসে হাযির হলো।

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٤﴾

৬১. মুসা তাদের বললো, দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালায় ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করো না, এমনটি করলে তিনি তোমাদের আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন, (আর) যে ব্যক্তি মিথ্যা বানায় সে (তো এমনি) ব্যর্থ হয়ে যায়।

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ آلَاتُكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ
خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦٥﴾

৬২. (মূসার কথা শুনে) তারা নিজেদের পরিকল্পনার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মতবিরোধ করলো, কিন্তু (এই) সলাপারামর্শকে তারা গোপনই রাখলো।

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَأُوا التَّجْوَىٰ ﴿٦٦﴾

৬৩. (ফেরাউনের) লোকজন বললো, অবশ্যই এ দুজন মানুষ হচ্ছে (বড়ো) যাদুকর, তারা যাদুর (খেলা) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের এ উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থার অস্তিত্বই খতম করে দিতে চায়।

قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ
يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٧﴾

৬৪. অতপর (হে যাদুকররা), তোমরা তোমাদের সব যাদু একত্রিত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হয়ে যাও, আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।

فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۖ وَقَدْ
أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾

৬৫. তারা বললো, হে মূসা (আগে) তুমি (তোমার লাঠি) নিষ্ক্ষেপ করবে- না আমরা নিষ্ক্ষেপ করবো?

قَالُوا يُمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ

৬৬. সে বললো, তোমরাই বরং (আগে) নিষ্ক্ষেপ করো, যাদুর প্রভাবে তার কাছে মনে হলো তাদের (যাদুর) রশি ও লাঠিগুলো বুঝি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে,

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَالِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۖ

৬৭. (এতে) মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভয় (শংকা) অনুভব করলো।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ۖ

৬৮. আমি বললাম (হে মূসা), তুমি ভয় পেয়ো না, অবশ্যই তুমি বিজয়ী হবে।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۖ

৬৯. (হে মূসা), তোমার ডান হাতে যে (লাঠি) আছে তা (ময়দানে) নিষ্ক্ষেপ করো (দেখবে), যা (যাদুর) খেলা ওরা বানিয়েছে এটা সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, (মূলত) ওরা যা কিছুই করেছে তা (ছিলো) যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর কখনো কামিয়াব হয় না- যে রাস্তা দিয়েই সে আসুক না কেন!

وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ ۚ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۖ

৭০. (মূসার লাঠি অজগর হয়ে যখন যাদুকরদের সাপগুলোকে গিলে ফেললো) তখন যাদুকররা সাজদাবনত হয়ে গেলো। তারা বললো, আমরা হারান ও মূসার মালিকের ওপর ঈমান আনলাম।

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۖ

৭১. ফেরাউন বললো, আমি তোমাদের (এ ধরনের) কোনো অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আমি দেখতে পাচ্ছি) সে-ই হচ্ছে তোমাদের গুরু, যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে, আমি তোমাদের হাত পা উল্টো দিক থেকে কেটে ফেলবো, তদুপরি আমি তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবো, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে আমাদের (উভয়ের) মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

قَالَ امْنُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَىٰ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا تُقِطْعُنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ۚ وَلَا وَمَلَبَّسَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ۚ وَلَتَعْلَمُنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۖ

৭২. তারা বললো, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে এবং যিনি আমাদের পয়দা করেছেন, তাঁর ওপর আমরা কখনোই তোমাকে প্রাধান্য দেবো না, সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই করো; তুমি (বড়ো জোর আমাদের) এ পার্থিব জীবন সম্পর্কেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ

৭৩. আমরা অবশ্যই আমাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছি, যাতে করে তিনি আমাদের গুনাহসমূহ- (বিশেষ করে) তুমি যে আমাদের যাদু করতে বাধ্য করেছো তা যেন মাফ করে দেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, তিনিই হচ্ছেন অধিকতরো স্থায়ী।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ

৭৪. যে ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী হয়ে তার মালিকের দরবারে হাযির হবে, অবশ্যই তার জন্যে

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ

জাহান্নাম নিদৃষ্ট হয়ে যাবে, আর (জাহান্নাম এমন এক জায়গা); যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) বাঁচবেও না!

جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٩٥﴾

৭৫. অপর দিকে যে ব্যক্তিই তাঁর কাছে মোমেন হয়ে কোনো নেক কাজ নিয়ে হাযির হবে- তারাই হবে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে সমুদ্র মর্যাদা,

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٩٦﴾

৭৬. জান্নাত হচ্ছে এমন এক স্থায়ী নিবাস, যার পাদদেশ দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল; এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে (জীবনকে গুনাহ থেকে) পবিত্র করেছে।

جَنَّاتٌ عِدْنُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٩٧﴾

৭৭. আমি মূসার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়ই (এ দেশ ছেড়ে) চলে যাও এবং ওদের জন্যে তুমি সমুদ্রের মধ্যে একটি শুষ্ক সড়ক বানিয়ে নাও, তোমার পেছন থেকে কারো ধাওয়া করার আশংকা করবে না- না তোমার (সাগরের মাঝখান থেকে পার হওয়ার কোনো) ভয় থাকবে।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۚ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُم مَّطَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٩٨﴾

৭৮. (মূসা তার জাতিকে নিয়ে সাগর পানে বেরিয়ে গেলো,) ফেরাউন ও তার সৈন্য সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তারপর সাগরের (অঁঠে) পানি তাদের ডুবিয়ে দিলো, ঠিক যেমনটি তাদের ডুবিয়ে দেয়া উচিত ছিলো;

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٩٩﴾

৭৯. ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে দিয়েছে, সে তাদের সঠিক পথ দেখায়নি।

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿١٠٠﴾

৮০. হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের শত্রু (ফেরাউন) থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং আমি তোমাদের (নবীর) কাছে তুর (পাহাড়ের) ডান দিকের যে (স্থানে তাওরাত গ্রন্থ দানের) ওয়াদা করেছিলাম (তাও পূরণ করেছি), তোমাদের জন্যে আমি 'মান' এবং 'সালওয়া' (নামের খাবার-) নাযিল করেছি।

يٰۤبَنِي إِسْرَٰءِيلَ قَدْ أَنۢجَيْنَاكَم مِّنۢ بِيۡدِ ٱلۡفَٰرِثِينَ ۚ وَكُۢمۡ وَوَعَدُ نَكۡرِمٍ جَانِبِ ٱلۡطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلۡمَنَّٰنَ وَٱلسَّلۡوَىٰ ﴿١٠١﴾

৮১. তোমাদের আমি যে পবিত্র খাবার দান করেছি তা খাও এবং তাতে বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের ওপর আমার গযব অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার ওপর আমার গযব অবধারিত হবে সে তো এমনই ধ্বংস হয়ে যাবে!

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطۡغَوۡا۟ فِيهِ فَيَحۡلِلَ عَلَيْكُمۡ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحۡلِلۡ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدۡ هُوِيَ ﴿١٠٢﴾

৮২. আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করলো, ঈমান আনলো, নেক কাজ করলো, অতপর হেদায়াতের পথে (অবিচল) থাকলো।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ اهۡتَدَىٰ ﴿١٠٣﴾

৮৩. (আমি বললাম,) হে মূসা, কোন্ জিনিস তোমার জাতির লোকদের কাছ থেকে (এখানে আসার জন্যে) তোমাকে তাড়াহুড়ো করলো!

وَمَاۤ أَعۡجَلَكَ عَنۢ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿١٠٤﴾

৮৪. (সে বললো) তারা তো আমার পেছনেই রয়েছে, আমি তোমার কাছে আসতে এজন্যে তাড়াহুড়ি

قَالَ هُمۡ أُوۡلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَٰجَلْتُ

করলাম যাতে করে হে মালিক, তুমি (আমার ওপর) সন্তুষ্ট হও,

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۝

৮৫. আল্লাহ তায়লা বললেন, তোমার (চলে আসার) পর আমি তোমার জাতিকে (আরেক) পরীক্ষায় ফেলেছি, 'সামেরী' (নামের এক ব্যক্তি) তাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

৮৬. অতপর মূসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার জাতির কাছে ফিরে এলো, সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের রব কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি (যে, তোমাদের তিনি এ যমীনের কর্তৃত্ব সমর্পণ করবেন), তবে কি (আল্লাহ তায়লার) প্রতিশ্রুতি (-র 'সময়'টাকে) তোমাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়েছিলো, কিংবা তোমরা এটাই চেয়েছিলে যে, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের গযব অবধারিত হয়ে পড়ুক, (এবং এভাবে) তোমরা আমার ওয়াদা ভংগ করে ফেললে!

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَقُولُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَقَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوعِدِي ۝

৮৭. তারা বললো (হে মূসা), আমরা নিজেদের ইচ্ছায় তোমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করিনি বরং জাতির (মানুষদের) অলংকারপত্রের বোঝা আমাদের ওপর চাপানো হয়েছিলো, আমরা তা (বইতে না পেরে আশুনে) নিক্ষেপ করে দেই, আর এভাবেই সামেরীও (অলংকারগুলো) নিক্ষেপ করলো;

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْ زَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝

৮৮. তারপর সে (অলংকার দিয়ে) তাদের জন্যে একটি বাছুর বের করে আনলো, (মূলত) তা (ছিলো) একটি (নিষ্প্রাণ) অবয়ব, তাতে গরুর (মতো) শব্দ ছিলো (মাত্র), তারা (এটুকু দেখেই) বলতে লাগলো, এ হচ্ছে তোমাদের মাবুদ, (এটি) মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা (এর কথা) ভুলে গেছে।

فَاخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا آلِهَهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۖ فَنَسِيَ ۝

৮৯. (ধিক তাদের বুদ্ধির ওপর,) তারা কি দেখে না, ওটা তাদের কথার কোনো উত্তর দেয় না, না ওটা তাদের কোনো রকম ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে!

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

৯০. (মূসা তার জাতির কাছে ফিরে আসার) আগেই হারুন তাদের বলেছিলো, হে আমার জাতি, এ (গো-বাছুর) দ্বারা তোমাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, তোমাদের রব তো হচ্ছেন দয়াময় আল্লাহ তায়লা, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقُولُ إِنَّهَا فُتْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَإِن رَّبَّكُمْ الرَّحِيمُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

৯১. ওরা বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসবে আমরা এর (পূজা) থেকে বিরত হবো না।

قَالُوا لَنَنْبِرَحَ عَلَيْهِ عُكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝

৯২. মুসা বললো, হে হারুন, তুমি যখন দেখলে ওরা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কোন জিনিস বিরত রেখেছিলো—

قَالَ يَهُوْنُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ (৯২)

৯৩. যে, তুমি আমার কথার অনুসরণ করলে না! তুমি কি আমার আদেশ (তাহলে) অমান্যই করলে?

أَلَا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۚ (৯৩)

৯৪. সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে, তুমি আমার দাড়ি ও মাথার (চুল) ধরো না, আমি (এমনি একটি) আশংকা করেছিলাম, তুমি (ফিরে এসে হয় তো) বলবে, ‘তুমি বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং তুমি আমার কথা পালনে যত্ন নাওনি।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۚ (৯৪)

৯৫. সে বললো হে সামেরী (বলো), তোমার ব্যাপারটা কি (হয়েছিলো)?

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي ۚ (৯৫)

৯৬. সে বললো, আসলে আমি যা দেখেছিলাম তা ওরা কখনো দেখতে পায়নি, (ঘটনাটা ছিলো), আমি (আল্লাহর) বাণীবাহকের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (মাটি) নিয়ে নিলাম, অতপর তা (ওতে) নিক্ষেপ করলাম, আমার মন (কেন জানি) এভাবেই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলো।

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۚ (৯৬)

৯৭. সে বললো, চলে যাও (আমার সম্মুখ থেকে), তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এ (শাস্তিই নির্ধারিত) হলো, তুমি বলতে থাকবে- ‘আমাকে কেউ স্পর্শ করো না’, এ ছাড়া তোমার জন্যে আরো আছে (পরকালের আযাবের) ওয়াদা, যা কখনো তোমার কাছ থেকে সরে যাবে না, তাকিয়ে দেখো তোমার বানানো মারুদের প্রতি, যার পূজায় তুমি (এতোদিন) রত ছিলে; আমি ওকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তার ছাই বিক্ষিপ্ত করে (সমুদ্রে) নিক্ষেপ করবো।

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۚ (৯৭)

৯৮. (হে মানুষ,) তোমাদের মারুদ তো কেবল আল্লাহ তায়াল্লাই, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মারুদ নেই; তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ (৯৮)

৯৯. (হে নবী, মুসার) যেসব ঘটনা তোমার আগে ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবেই তোমাকে শুনাচ্ছি, (তা ছাড়া) আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে একটি স্মরণিকাও দান করেছি।

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ (৯৯)

১০০. যে কেউই এ (স্মরণিকা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন (নিজ কাঁধে) গুনাহের এক ভারী বোঝা বহিবে,

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ (১০০)

১০১. তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; কেয়ামতের (কঠিন) দিনে তাদের জন্যে এ বোঝা কতো মন্দ (প্রমাণিত) হবে!

خُلِيفَينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۖ (১০১)

১০২. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের এমন অবস্থায় জমা করবো যে, (ভয়ে) তাদের চোখ নীল (হয়ে যাবে)।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا ۖ (১০২)

১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা (দুনিয়ায় বড়ো জোর) দশ দিন অবস্থান করে এসেছো।

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ (১০৩)

১০৪. (আসলে সে অবস্থানের পরিমাণ নিয়ে) তারা যা কিছু বলছিলো তা আমি জানি, (বিশেষ করে) যখন তাদের মধ্যকার সবচাইতে বিবেকবান ব্যক্তিটি বলবে, তোমরা তো (দুনিয়ায়) মাত্র একদিন অবস্থান করে এসেছো!

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৫. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (কেয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কি হবে) জানতে চাইবে, তুমি বলো, (সে সময়) আমার রব এগুলোকে উড়িয়ে দেবেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا
رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৬. অতপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেবেন,

فَيَذَرُهَا قَاعًا مَفْصًّصًا ﴿١٠٦﴾

১০৭. তুমি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু নীচু দেখবে না;

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৮. সেদিন সব মানুষ একজন আত্মশ্রমকারীর পেছনে চলতে থাকবে, তার জন্যে কোনো বাঁকা পথ থাকবে না, সেদিন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (প্রচণ্ড ক্ষমতার) সামনে অন্য সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, (ভীতবিহ্বল মানুষের পায়ে চলার) মৃদু আওয়ায ছাড়া আর কিছুই তুমি শুনতে পাবে না।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ
إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

১০৯. সেদিন কারো কোনো রকম সুপারিশই কাজে আসবে না, অবশ্য যাকে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার ব্যাপার আলাদা।

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন, তারা তা দিয়ে তাঁর বিশাল জ্ঞানকে কোনো দিনই পরিবেষ্টন করতে পারে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১১. (সেদিন) মানুষের চেহারাগুলো চিরঞ্জীব ও অনাদি সত্তার সামনে অবনত হয়ে যাবে, ব্যর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে সেদিন শুধু যুলুমের ভারই বহন করবে।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১২. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (দুনিয়ায়) নেক কাজ করেছে, (সেদিন) সে কোনো যুলুমের ভয় করবে না- না তার কোনো ক্ষতির ভয় থাকবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْبًا ﴿١١٢﴾

১১৩. এভাবেই আমি কোরআনকে (পরিষ্কার) আরবী (ভাষায়) নথিল করেছি এবং তাতে (আযাবের) সাবধানতা সংক্রান্ত কথাগুলো সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যেন তারা (জাহান্নাম থেকে) বেঁচে থাকতে পারে, কিংবা (তাদের মনে) তা তাদের জন্যে কোনো চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে।

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا
فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ
يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৪. আল্লাহ তায়ালা অতি মহান, তিনিই (সৃষ্টিকুলের) প্রকৃত বাদশাহ (হে নবী), তোমার কাছে তার ওহী নাথিল পূর্ণ হওয়ার আগে কোরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না, (তবে জ্ঞান বাড়তে চাইলে) বলো, হে আমার রব, তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ
وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৫. অবশ্য আমি এর আগে আদমের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম, কিন্তু (একপর্যায়ে শয়তানের প্ররোচনায়) সে (তা) ভুলে গেছে, (আসলে) আমি (কখনো) তার মধ্যে খুব দৃঢ় সংকল্প পাইনি।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৬. আমি ফেরেশতাদের যখন বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা (সাথে সাথেই) সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস! (সে সাজদা করতে) অস্বীকার করলো।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

১১৭. আমি বললাম, হে আদম, এ (শয়তান) হচ্ছে তোমার ও তোমার (জীবন) সাথীর দুশমন; সুতরাং (দেখো) এমন যেন না হয়, সে তোমাদের উভয়কেই জান্নাত থেকে বের করে দেবে, ফলে তুমি দারুণ দুঃখ কষ্টে পড়ে যাবে,

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ
فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

১১৮. নিসন্দেহে তোমার অবস্থা এমন যে, এখানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না- না তুমি কখনো পোশাকবিহীন হবে!

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

১১৯. তুমি এখানে (কখনো) পিপাসার্ত হবে না, কখনো রোদেও কষ্ট পাবে না!

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

১২০. অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে (তাকে) বললো, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি গাছের কথা বলবো এবং বলবো কি এমন রাজত্বের কথা, যার কখনো পতন হবে না!

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ
أَدْرَاكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا
يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾

১২১. অতপর তারা উভয়ে ওই (নিষিদ্ধ গাছের) ফল খেলো, সাথে সাথেই তাদের শরীরের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলো, এভাবেই আদম তার মালিকের না-ফরমানী করলো, অতপর সে (সাময়িকভাবে) পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো।

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَقَا
يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ نَوْعًا
أَدْرَاكَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾

১২২. অতপর তাঁর রব তাঁকে (নবী হিসেবে) বাছাই করে নিলেন, তাঁর ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাঁকে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন।

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾

১২৩. তিনি বললেন, (শয়তান ও তোমাদের) উভয় দলই এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমরা কিন্তু একজন আরেক জনের দুশমন, অতপর তোমাদের কাছে (দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্যে) আমার কাছ থেকে হেদায়াত (পথনির্দেশ) আসবে, যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে সে না কখনো (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে, না (আখেরাতে সে) কষ্ট পাবে।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ۖ فَمَا يُاتِيَنَّكُمْ مِّنِي هُدًى ۖ فَمَنِ
اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

১২৪. (হাঁ,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কেয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাথির করবো।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

১২৫. সে বলবে, হে আমার রব, তুমি আমাকে কেন (আজ) অন্ধ বানিয়ে উঠালে? (দুনিয়াতে তো) আমি চক্ষুস্থান ব্যক্তিই ছিলাম!

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ
كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

১২৬. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে দুনিয়াতে) তুমি এমনি (অন্ধই) ছিলে! আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো, অতপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, এভাবে আজ তোমাকেও ভুলিয়ে দেওয়া হবে।

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾

১২৭. যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং তার মালিকের আয়াতের ওপর কখনো ঈমান আনেনি, আমি তাদের এভাবেই শাস্তি দেবো। নিসন্দেহে আখেরাতের আযাব হচ্ছে বেশী কঠিন এবং অধিকতর স্থায়ী।

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾

১২৮. (এ বিষয়টিও) কি এদের পথ প্রদর্শন করেনি যে, এদের আগে আমি কতো কতো জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, আর এ (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদসমূহের ওপর দিয়ে এরা তো (হরহামেশাই) চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে বিবেকবান মানুষদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُرْهُهُنَا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾

৭
কুরু

১২৯. যদি তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (এদের অবকাশ দেয়ার এ) ঘোষণা না থাকতো এবং এদের ওপর আযাব আসার সুনির্দিষ্ট কালক্ষণ আগেই ঠিক করা না থাকতো, তাহলে এদের ওপর (কবেই আযাব) অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়তো;

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَاً وَآجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

১৩০. অতএব (হে নবী), এরা যা কিছু বলে তুমি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (বরং) তোমার মালিকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো- সূর্যোদয়ের আগে ও তা অস্ত যাওয়ার আগে, রাতের বেলায় এবং দিনের দুই প্রান্তেও তুমি (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করো, যেন তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنْاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣০﴾

১৩১. (হে নবী,) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের সেসব উপকরণ আমি তাদের অনেককেই দিয়ে রেখেছি, তার দিকে তুমি কখনো তোমার দুচোখ তুলে তাকাবে না, (এসব কিছু আমি এ কারণেই দিয়েছি) যেন আমি তাদের সেখানে পরীক্ষা করতে পারি, (মূলত) তোমার মালিকের রেযেকই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣১﴾

১৩২. (হে নবী,) তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকে, আমি তোমার কাছে কোনোরকম রেযেক চাই না, রেযেক তো তোমাকে আমিই দান করি; তাকওয়া অবলম্বন করার জন্যেই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣২﴾

১৩৩. তারা বলে, এ ব্যক্তি তাঁর মালিকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন; (তুমি কি মনে করো,) তাদের কাছে সেসব দলীল প্রমাণ আসেনি- যা আগের কিতাবসমূহে মজুদ রয়েছে!

وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣৩﴾

১৩৪. আমি যদি এর আগেই তাদের কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে অবশ্যই এরা বলতো, হে আমাদের রব, তুমি (আযাব পাঠাবার আগে) আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন? (রসূল) পাঠালে আমরা এভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي ﴿١٣৪﴾

১৩৫. (হে নবী,) তুমি বলো (হাঁ), প্রত্যেক ব্যক্তিই (তার কাজের প্রতিফল পাবার) অপেক্ষা করছে, অতএব তোমরাও অপেক্ষা করো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে সোজা পথের অনুসারী কারা, আর কারাই বা সঠিক পথ পেয়েছে।

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣৫﴾

৮
কুরু

আয়াত ১১২
রুকু ৭بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল আশিয়া
মক্কায় অবতীর্ণ

১. মানুষের জন্যে তাদের হিসাব নিকাশের মুহূর্তটি একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা (এখনো) উদাসীনতার মাঝে (নিমজ্জিত হয়ে সত্য) বিমুখ হয়ে আছে,

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مَعْرُضُونَ ۝

২. যখন তাদের কাছে তাদের মালিকের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখন (মনে হয়) তারা তা শুনছে, অথচ তারা (তখনও) নানারকম খেলাধুলায় নিমগ্ন থাকে,

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ
إِلَّا اسْتَعْوَجُوا وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۝

৩. ওদের মন সম্পূর্ণ অমনোযোগী; যারা যালেম তারা গোপনে বলাবলি করে, এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তোমরা কি (সব কিছু) দেখে শুনেও (তার) যাদুর ফাঁদে ফেঁসে যাবে?

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝

৪. সে বললো, আমার রব (প্রতিটি) কথা জানেন, তা আসমানে থাকুক কিংবা যমীনে, তিনি (সব) শোনে, (সব) জানেন।

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৫. তারা তো বরং (কোরআনের ব্যাপারে এও) বলে যে, এগুলো হচ্ছে অলীক স্বপ্ন, সে নিজেই এসব উদ্ভাবন করেছে, কিংবা সে হচ্ছে একজন কবি, (নবী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে) সে এমন সব নিদর্শন নিয়ে আসুক, যা দিয়ে (আগের নবীদের) পাঠানো হয়েছিলো।

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ
هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ
الْأَوَّلُونَ ۝

৬. এদের আগে এমন সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা (এসব নিদর্শন দেখেও) ঈমান আনেনি, (তুমি কি মনে করো) এরা (এখন) ঈমান আনবে?

مَا أَمْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ
يُؤْمِنُونَ ۝

৭. তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (সব সময় নবী বানিয়ে) তাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমরা যদি না জানো তাহলে (আগের) কিতাবধারীদের কাছে জিজ্ঞেস করো।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي
إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۝

৮. আমি তাদের এমন দেহাবয়ব দিয়ে পয়দা করিনি যে, তারা খাবার খেতো না, (তা ছাড়া), তারা কেউ (এ দুনিয়ায়) চিরস্থায়ীও হয়নি!

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝

৯. অতপর আমি (আযাবের) ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে দেখালাম, (আযাব এলে) আমি যাদের চাইলাম শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, আর সীমালংঘনকারীদের আমি সমূলে বিনাশ করে দিলাম।

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ
نَشَاءٍ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝

১০. (হে মানুষ,) আমি তোমাদের কাছে (এমন একটি) কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের (সবার) কথাই (মজুদ) রয়েছে, তোমরা কি (সে কথাগুলো) বুঝতে পারছো না?

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾

১১. আমি এর আগে কতো জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো (আসলেই) যালেম, তাদের পরে তাদের জায়গায় আমি অন্য জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢١﴾

১২. এরা যখন আমার আযাবকে (একান্ত) সামনে দেখতে পেলো তখন তারা সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো।

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿٢٢﴾

১৩. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) তোমরা (আজ) পালিয়ে না, (বরং) ফিরে যাও তোমাদের সম্পদের কাছে ও তোমাদের বাড়ি ঘরের দিকে যেখানে তোমরা আরাম করছিলে, সম্ভবত তোমাদের (এসব ব্যাপারে কিছু) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

১৪. তারা বললো, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা (সত্যিই) যালেম ছিলাম।

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٤﴾

১৫. অতপর তারা এ আহাযারি করতেই থাকলো, যতোক্ষণ না আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিলাম, আমি তাদের কাটা ফসলকে নির্বাপিত আলোকরশ্মি বানিয়ে দিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِإً ﴿٢٥﴾

১৬. আসমান যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুকে আমি কোনো খেল-তামাশার জন্যে পয়দা করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيشَةٍ ﴿٢٦﴾

১৭. আমি যদি কোনো খেল-তামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমার কাছে যা (নিষ্প্রাণ বস্তু) আছে তা দিয়েই আমি (এসব কিছু) বানিয়ে দিতাম।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَا تَخْذُ لَهُ مِنْ لَدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿٢٧﴾

১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি, অতপর সে (সত্য) এ (মিথ্যা)-র মগয বের করে দেয়, (এর ফলে যা মিথ্যা) তা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা কিছু উদ্ভাবন করছো (তা থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র)।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿٢٨﴾

১৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর (মালিকানাধীন), তাঁর (একান্ত) সান্নিধ্যে যেসব (ফেরেশতা) আছে তারা কখনো তাঁর এবাদত করতে অহংকার করে না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না,

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢٩﴾

২০. তারা দিবানিশি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কখনো কোনো অলসতা করে না।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٣٠﴾

২১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার বদলে) যমীনের কোনো কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিচ্ছে- যারা এদের পুনরুত্থান ঘটাবে?

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾

২২. যদি (আসমান যমীন) এ দুয়ের মাঝে আল্লাহ তায়ালার ব্যতীত আরো অনেক মাবুদ থাকতো, তাহলে (কবেই এর) উভয়টাই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো, এরা যা কিছু বলে, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার সেসব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান!

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরই (তাদের নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে।

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. এরা কি আল্লাহ তায়ালার ছাড়া (অন্যদের) মাবুদ বানিয়ে রেখেছে? (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা তোমাদের দলীল প্রমাণ উপস্থিত করো, (এটা হচ্ছে) আমার সাথে যে আছে তার কিতাব, (এটা হচ্ছে) আমার আগে যে ছিলো তার কিতাব, (পারলে এখন থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো, আসলে); এদের অধিকাংশই (প্রকৃত সত্য) জানে না, এরা (সত্য থেকেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই এবাদাত করো।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

২৬. (এ মূর্ত্য) লোকেরা বলে, দয়াবান আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতাদের (নিজের) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন; (মূলত) তিনি (এসব কথাবার্তা থেকে) অনেক পবিত্র; বরং তারা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সম্মানিত বান্দা,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তারা (কখনো) তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে।

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, তারা আল্লাহ তায়ালার সমীপে সেসব লোক ছাড়া অন্য কারো জন্যেই সুপারিশ করে না যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন, তারা (নিজেরাও সব সময়) তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকে)।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. (যারা অহংকারী) তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলে যে, আল্লাহ তায়ালার বদলে আমিই হচ্ছে মাবুদ, তাহলে তাকে আমি এ জন্যে জাহান্নামের (কঠিন) শাস্তি দেবো; (মূলত) আমি যালেমদের এভাবেই শাস্তি দেই।

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَلِئَلَّ نَجْزِيَهُ جَهَنَّمَ ۚ كُنَّا لَكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. যারা (আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে) অস্বীকার করে তারা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এই সত্যের পরও) কি তারা ঈমান আনবে না?

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. আমি যমীনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে, আমি ওতে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি যাতে করে তারা (তা দিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে) পৌছতে পারে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ
بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২. আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে স্থাপন করেছি, কিন্তু এ (নির্বোধ) ব্যক্তির তর নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ
عَنِ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আল্লাহ তায়ালাই রাত, দিন, সুরূজ ও চাঁদ পয়দা করেছেন; এরা প্রত্যেকেই (মহাকাশের) কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. (হে নবী,) আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানব সন্তানকে অনন্ত জীবন দান করিনি; (আজ) তুমি মরে গেলে (তুমি কি মনে করো) তারা এখানে চিরজীবী হয়ে থাকবে?

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ
أَفَأَنْتَ مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ,) আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি; অতপর (তোমাদের) আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالْشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল তাদের বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; তারা (তোমার দিকে ইশারা করে) বলে, এ কি সে ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের (মন্দভাবে) স্মরণ করে, আসলে এরা (নিজেরাই) দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় স্মরণকে অস্বীকার করে।

وَإِذْ أَرَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَخَذُوا وَثَكَ
الْأَهْزَاءِ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْمُتَكِمِينَ
وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ هُمْ كُفَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাড়াহুড়ো (করার প্রকৃতি) দিয়ে, অচিরেই আমি তোমাদের আমার (কুদরতের) নিদর্শনগুলো দেখিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাড়াহুড়ো কামনা করো না।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ
آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কেয়ামতের এ ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে?

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. যদি কাফেররা (সে ক্ষণটির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

তারা তাদের সামনে ও তাদের পেছন থেকে আসা আগুন কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না, (সে সময়) তাদের (কোনো রকম) সাহায্যও করা হবে না।

لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٠﴾

৪০. (মূলত কেয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেয়া হবে!

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٥٠﴾

৪১. (হে নবী,) তোমার আগেও অনেক রসূলকে (এভাবে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, পরে (দেখা গেলো) তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলো তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥١﴾

৪২. (হে নবী,) তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (আযাব) থেকে রক্ষা করবে- তা রাতের বেলায় আসুক কিংবা দিনের বেলায় আসুক, কিন্তু এরা নিজেদের মালিকের স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

قُلْ مَن يَكْلُو كُفْرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُم عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٥٢﴾

৪৩. তবে কি তাদের আরো কোনো মাবুদ আছে যারা আমার (আযাব) থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে; তারা তো নিজেদেরই কোনো সাহায্য করতে পারবে না, না তারা আমার (আযাব) থেকে নিরাপদ!

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٥٣﴾

৪৪ কিন্তু আমি এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের যাবতীয় ভোগসম্ভার দান করে যাচ্ছিলাম এবং এভাবে এদের ওপর দিয়ে (সমৃদ্ধির) এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; তারা কি দেখতে পাচ্ছে না, আমি যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি, তারপরও কি তারা বিজয়ী হবে (বলে আশা করে)?

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٤﴾

৪৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি শুধু ওহী দিয়েই তোমাদের (জাহান্নামের) ভয় দেখাই, কিন্তু এ বধিররা কোনো ডাকই শুনতে পায় না, তাদের সতর্ক করা হলেও (তারা কিছুই শুনতে পায় না)।

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ﴿٥٥﴾

৪৬. (অথচ) তোমার মালিকের আযাবের সামান্য কিছু অংশও যদি এদের স্পর্শ করে অবশ্যই তখন এরা বলবে, হয় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!

وَلَكِنَّهُمْ مُسْتَهْزَءُونَ ۚ نَفَخَ مِن عَذَابِ رَبِّكَ لِقَوْلَيْهِ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥٦﴾

৪৭. কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের জন্যে কিছু মানদণ্ড স্থাপন করবো,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

অতপর সেদিন কারো ওপরই কোনো রকম যুলুম হবে না; যদি একটি শস্য দানা পরিমাণ কোনো আমলও (তার কোথাও লুকিয়ে) থাকে, (হিসাবের সময়) তাকে আমি (যথার্থই) এনে হাযির করবো, হিসাব নেয়ার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٩٩﴾

৪৮. নিসন্দেহে আমি মূসা ও হারুনকে (ন্যায় অন্যায়ের) ফয়সালাকারী একটি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তাকওয়া অবলম্বনকারী লোকদের জন্যে দিয়েছিলাম (আঁধারে চলার) আলো ও (জীবনে চলার) উপদেশ,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٩٨﴾

৪৯. (এটা তাদের জন্যে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে গায়ব থেকে ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٩٩﴾

৫০. আর এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ উপদেশ, আমিই এটি নাযিল করেছি, তোমরা কি এর অস্বীকারকারী হতে চাও ?

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكَ أَنزَلْنَاهُ ءَفَأَتَّخِذُوهُ مُنْكَرُونَ ﴿٩٩﴾

৫১. (এর) আগে আমি ইবরাহীমকে তাঁর ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম। আমি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٩٩﴾

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, এ মূর্তিগুলো আসলে কি- যার (এবাদাতের) জন্যে তোমরা শক্ত হয়ে বসে আছো।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٩٨﴾

৫৩. তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর এবাদাত করতে দেখেছি।

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٩٩﴾

৫৪. সে বললো, (এগুলো করে) তোমরা নিজেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হচ্ছে, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও (এ গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো)।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٩﴾

৫৫. তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে কোনো সত্য নিয়ে এসেছো, না অযথাই তুমি (আমাদের সাথে) তামাশা করছো।

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿٩٩﴾

৫৬. সে বললো (না, এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়), বরং তোমাদের রব যিনি, তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের রব, তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমি নিজেই হচ্ছি এর সাক্ষীদের একজন।

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِ مِنَ الشُّهُدَاءِ ﴿٩٩﴾

৫৭. আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (এখান থেকে) পেছনে সরে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কৌশল অবলম্বন করবো।

وَتَاللَّهِ لَآكِيدَنَّ إِنَّمَا كُفِّرُ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٩٩﴾

৫৮. অতপর (তারা চলে গেলে) ওদের বড়োটি ছাড়া অন্য মূর্তিগুলোকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, যাতে করে তারা (ঘটনা জানার জন্যে) তার দিকেই ধাবিত হতে পারে।

فَجَعَلَهُمْ جُنُذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. (মূর্তিদের এ দুরবস্থা দেখে) তারা বললো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ আচরণ করলো কে? যে-ই করেছে নিসন্দেহে সে যালেমদেরই একজন।

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَظَالِمٌ ﴿٥٩﴾

৬০. লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি এক যুবক ওদের (কথা) আলোচনা করছিলো, (হ্যাঁ) সে যুবককে বলা হয় ইবরাহীম;

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

৬১. তারা বললো, (যাও) তাকে সব মানুষের চোখের সামনে এনে হাযির করো, যাতে করে তারা (তার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে।

قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

৬২. (ইবরাহীমকে আনার পর) তারা (তাকে) জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের মারদুগলোর সাথে এ আচরণ করেছো;

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾

৬৩. সে বললো, বরং ওদের বড়োটিই সম্ভবত এসব (কিছু) ঘটিয়েছে, তোমরা তাদেরই জিজ্ঞেস করো না, তারা যদি কথা বলতে পারে!

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. (ইবরাহীমের যুক্তি শুনে) তারা নিজেদের দিকেই ফিরে এলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো (যালেম তো সে নয়, যে ওটা ভেংগেছে), যালেম তো হচ্ছে তোমরা- (যারা এর পূজা করো),

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّهُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. অতপর (লজ্জায়) ওদের মাথা অবনত হয়ে গেলো, ওরা বললো (হে ইবরাহীম), তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না।

ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. সে বললো, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর পূজা করো যারা (কথা বলতে পারে না) তোমাদের উপকার করতে পারে না, তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴿٦٦﴾

৬৭. ধিক তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করো তাদের জন্যেও; তোমরা কি (কিছুই) বুঝতে পারছো না।

أَن لَّكُمْ وَلِيًّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (এ সময় রাজার) লোকেরা বললো, একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে (তার থেকে) তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فُعَلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (অপরদিকে) আমিও (আগুনকে) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও,

قُلْنَا يٰنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

৭০. ওরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইলো, আর আমি (উল্টো) তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত (ও ব্যর্থ) করে দিলাম,

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

৭১. অতপর আমি তাঁকে এবং (নবী) লূতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সৃষ্টিকূলের জন্যে অনেক কল্যাণ রেখেছি।

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

৭২. অতপর আমি ইবরাহীমকে (তার ছেলে হিসেবে) ইসহাক দান করলাম; তার ওপর আরো দান করলাম (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব; এদের সবাইকেই আমি ভালো (মানুষ) বানিয়েছিলাম,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষদের) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সুপথ দেখাতো, নেক কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, তারা (সর্বত্রই) আমার আনুগত্য করতো।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۚ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর (ইবরাহীমের মতো) আমি লূতকেও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান করেছিলাম, তাকে আমি এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যে জনপদ শুধু অশীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গুনাহগার জাতি,

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرَيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আমি তাকে আমার (অপরিসীম) অনুগ্রহের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি; নিসন্দেহে সে ছিলো একজন সৎকর্মশীল (নবী)।

وَادْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. (নবী,) নূহ যখন আমাকে ডেকেছিলো, (ডেকেছিলো ইবরাহীমেরও) আগে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

৭৭. আমি তাঁকে এমন এক জাতির মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো; তারা ছিলো খারাপ জাতের লোক, অতপর আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্রাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি।

وَنَصْرَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. দাউদ ও সোলায়মানের ঘটনাও (তাদের শোনাও), যখন তারা দু'জন একটি ক্ষেতের ফসলের (মোকদ্দমায়) রায় প্রদান করছিলো— (মোকদ্দমাটা ছিলো এমন), রাতের বেলায় কিছু মেঘ (মানুষদের ক্ষেতে ঢুকে) তা তছনছ করে দিলো,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ

আমি নিজেও তাদের সাথে এ বিচারপর্ব পর্যবেক্ষণ করছিলাম,

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯. অতপর আমি (সঠিক রায় যা-) তা সোলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, (অবশ্য) আমি তাদের (উভয়কেই) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আমি পাহাড় পর্বত এবং পাখ-পাখালিকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম যেন তারাও (তাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারে; আর (এ সব কিছু) আমিই ঘটাইছিলাম।

فَفَهَّمَهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكَلَّأْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٨٠﴾

৮০. আমি তাকে তোমাদের (যুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো, তোমরা কি (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) শোকর আদায় করবে না?

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحَصِّنَكُمْ مِنَ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨١﴾

৮১. আমি প্রবল হাওয়াকে সোলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সে দেশের দিকে ধাবিত হতো যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছি; (মূলত) আমি (এর) প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারেই সম্যক অবগত আছি।

وَلَسَلِمِينَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨٢﴾

৮২. শয়তানদের মাঝে (তার) কিছু কিছু (জ্বিন অনুসারী) তার জন্যে (সমুদ্রে) ডুবুরীর কাজ করতো, এ ছাড়াও এরা তার জন্যে (আরো) বহু কাজ আঞ্জাম দিতো, (আসলে) তাদের সবার রক্ষক তো আমিই ছিলাম,

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِيهِمْ لِيَبْغُوا صَوْنَ لَهُ ۖ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. (স্মরণ করো,) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে বলেছিলো, (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (তুমি আমায়) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছে (নিরাময়কারী) সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু,

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَتَىٰ مَسْنَىٰ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিলো তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۚ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا وَذِكْرًا لِلْعَبِيدِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল কিফলের (কথাও স্মরণ করো), এরা সবাই ছিলো (আমার) ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত,

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করলাম, কেননা তারা ছিলো নেককার মানুষদের দলভুক্ত।

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. (স্মরণ করো) 'যুনূন' (-মাছের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নবীর কথা), যখন সে রাগ করে নিজের লোকজনদের ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো, সে মনে করেছিলো আমি (বুঝি) তাকে ধরতে পারবো না, (একপর্যায়ে আমি যখন তাকে ধরে ফেললাম), তখন সে (মাছের পেটের) অন্ধকারে বসে আমাকে (এই বলে) ডাকলো, (হে আল্লাহ), তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি,

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে (তাঁর মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মোমেন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯. (স্মরণ করো,) যাকারিয়া (-র কথা), যখন সে তাঁর মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আমার রব, তুমি আমাকে একা (নিসন্তান করে) রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছে উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

৯০. অতপর আমি তাঁর জন্যেও সাড়া দিয়েছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম (নেক সন্তান) ইয়াহইয়া এবং তাঁর (আশা পূরণের) জন্যে আমি তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; এ লোকগুলো সৎকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করতে, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো; তারা সবাই ছিলো আমার অনুগত (বান্দা)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. (স্মরণ করো সেই পুণ্যবতী নারীকে,) যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, অতপর তার মধ্যে আমি আমার পক্ষ থেকে এক (বিশেষ সম্মানী) আত্মা ফুঁকে দিলাম, এভাবে আমি তাকে এবং তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্যে এক নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছিলাম।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

৯২. এ হচ্ছে তোমাদেরই জাতি, এরা সবাই একই জাতি, আর আমি তোমাদের সবাইর রব, অতএব তোমরা আমারই গোলামী করো।

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

৯৩. (কিন্তু পরবর্তী সময়ে) তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে নিজেদের (দ্বীনের) বিষয়কে টুকরো টুকরো করে ফেললো; এদের সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَجِعون ﴿٩٣﴾

৯৪. কোনো ব্যক্তি যদি মোমেন অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে তাহলে তার (সৎপথে চলার) প্রচেষ্টাকে কিছুতেই অস্বীকার করা হয় না, অবশ্যই আমি তার জন্যে (তার প্রতিটি কাজ) লিখে রাখি।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ أُنْ لِسَعِيهِ ؕ وَأَنَا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. এটা কখনো সম্ভব নয় যে, যে জাতিকে আমি একবার ধ্বংস করে দিয়েছি তারা আবার (তাদের ধ্বংস পূর্ব অবস্থায়) ফিরে আসবে।

وَحَرَّأَمْ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَتُّمَّرَ لَا
يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. এমনকি যখন (কেয়ামতের নির্দশন হিসেবে) ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ওরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ
وَهُم مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. (যখন কেয়ামতের) অমোঘ প্রতিশ্রুতি আসন্ন হয়ে আসবে, (তখন) তাকে আসতে দেখে যারা একে অস্বীকার করেছিলো তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে; (তারা বলবে) হায়, কতোই না দুর্ভোগ আমাদের, আমরা এ (দিন) সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!

وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا فِي
غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. (তখন তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সেসব কিছু, যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে মাবুদ বানাতো, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে; (আজ) তোমাদের সবাইকেই সেখানে পৌছতে হবে।

إِن كُفِّرُوا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
جَهَنَّمَ ۚ أَتُنْتَمِرُ لَهَا وَرُدُّونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তারা যদি সত্যি সত্যি মাবুদ হতো, তাহলে আজ তারা কিছুতেই সেখানে পৌছতো না; (উপাস্য উপাসক) সবাই তাতে চিরকাল ধরে অবস্থান করবে।

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ إِلَٰهَةً مَا وَرَدُّوهَا ۚ وَكُلٌّ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. এদের জন্যে সেখানে শুধু শাস্তির ভয়াবহ আত্ননাদই (শুধু অবশিষ্ট) থাকবে, (এ চীৎকার ছাড়া) তারা সেখানে (অন্য) কিছুই শুনতে পাবে না।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. (অপরদিকে) যাদের জন্যে আমার কাছ থেকে (অনন্ত) কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, অবশ্যই তাদের (জাহান্নাম ও) তার (আযাব) থেকে (অনেক) দূরে রাখা হবে,

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ ۖ
أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. তারা (সেখানে ভয়াবহ চীৎকারের) ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না, তাদের জন্যে তো (বরং) থাকবে তাদের মন যা চায় তাই, (তাও থাকবে আবার) চিরকাল ধরে,

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي
مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. (জাহান্নামের) বড়ো ভীতি তাদের (সেদিন মনে) কোনো রকম দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করতে পারবে না, (সেদিন) ফেরেশতারা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবে; (হাঁ) তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিলো— এ হচ্ছে তোমাদের সে (ওয়াদা পূরণের) দিন।

لَا يَكْزِبُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ ۚ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. (এটা হবে এমন একদিনের ঘটনা) যেদিন আমি আসমানসমূহ গুটিয়ে নেবো, ঠিক যেভাবে কিতাবসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়; যেভাবে আমি একদিন এ সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, এটা (এমন এক) ওয়াদা, (যা) পালন করা আমার ওপর জরুরী; আর এ কাজ তো আমি করবোই।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ ۖ
وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّ كُنَّا فَعِيلِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আমি যবুর কিতাবেও এ উপদেশ উল্লেখের পর (দুনিয়ার কর্তৃত্বের ব্যাপারে) এ কথা লিখে দিয়েছি, আমার যোগ্য ও নেক বান্দারাই (এ) যমীনের উত্তরাধিকার হবে।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. এ (কথার) মধ্যে (আমার) অনুগত বান্দাদের জন্যে একটি ঘোষণা আছে;

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عِدَّةٍ ﴿١٠٦﴾

১০৭. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তুমি বলো, আমার ওপর এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ একজনই, তোমরা কি (তাঁর) অনুগত হবে না?

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهُ
وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. (হ্যাঁ,) তারা যদি (তোমার কথা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তোমাদের (জান্নাতের সুখবরের পাশাপাশি আযাবের ব্যাপারেও) একই পরিমাণ সতর্ক করেছি, আমি একথা জানি না, যে (আযাবের) ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হচ্ছে তা কি খুব কাছে, নাকি (অনেক) দূরে?

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ
وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبَ أَمْ بَعِيدٌ مَّا
تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০. একমাত্র তিনিই জানেন যা কিছু উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনিই জানেন যা কিছু তোমরা (অন্তরে) গোপন করো।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. আমি জানি না, (অবকাশের) এ (সময়টুকু) হতে পারে তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা (মাত্র, কিংবা হতে পারে) সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে (তোমাদের) কিছু মাল সম্পদ (দান করা)।

وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ
حِينٍ ﴿١١١﴾

১১২. সে বললো, হে আমার রব, তুমি (এদের বিষয়টি) ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও (হে মানুষ); তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যা কথা বানাচ্ছে, সেসব (অনিষ্টের) ব্যাপারে একমাত্র আমাদের রব দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় কাছেই আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে।

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

আয়াত ৭৮
রুকু ১০بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল হাজ্জ
মদীনায় অবতীর্ণ

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, অবশ্যই কেয়ামতের কম্পন (হবে) একটি ভয়ংকর ঘটনা।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

২. সেদিন তোমরা তা নিজেরা দেখতে পাবে, (দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতংকে) তার দুগ্ধপোষ্যকে ভুলে যাবে, প্রতিটি গর্ভবতী (জন্তু) তার (গর্ভস্থিত বস্তুর) বোঝা ফেলে দেবে, মানুষকে (যখন) তুমি দেখবে (তখন তোমার মনে হবে) তারা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটা এক ধরনের আযাব,) আল্লাহ তায়ালা আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

৩. মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা না জেনে (না বুঝে) আল্লাহ তায়ালা (শক্তি ক্ষমতা) সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে এবং (সে) প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তানের আনুগত্য করে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ③

৪. (অথচ) তার ওপর (আল্লাহ তায়ালা এ) ফয়সালা তো হয়েই আছে, যে কেউই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে গোমরাহ হয়ে যাবে, আর (এ গোমরাহীই) তাকে প্রজ্বলিত (আগুনের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④

৫. হে মানুষ, পুনরুত্থান (দিবস) সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (তোমরা মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটা ভেবে দেখো—) আমি তোমাদের (প্রথমত) মাটি থেকে, অতপর শুক্ক থেকে, অতপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতিবিশিষ্ট (হয়ে সন্তানে পরিণত) হয়েছে কিংবা আকৃতিবিশিষ্ট না হয়ে (নষ্ট হয়ে) গেছে যেন আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি কৌশল) প্রকাশ করে দিতে পারি, (অতপর আরো লক্ষ্য করো); আমি (শুক্কবিন্দুসমূহের মাঝে) যাকে (পূর্ণ মানুষ বানাতে) চাই তাকে জরায়ুতে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই, অতপর আমি তোমাদের একটি শিশু হিসেবে (সেখান থেকে) বের করে আনি, অতপর তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো, তোমাদের মধ্যে কাউকে (বয়োপ্রাপ্তির আগেই) মৃত্যু দেয়া হয়, আবার তোমাদের কাউকে অকর্মণ্য (বৃদ্ধ) বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, যেন কিছু জানার পরও (তার অবস্থা এমন হয়,) সে কিছুই (বুঝি এখন আর) জানে না; (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে) তুমি দেখতে পাচ্ছো শুক্ক ভূমি,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرِّفِي الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرد إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً

অতপর আমি যখন তার ওপর (আসমান থেকে) পানি বর্ষণ করি তখন তা সরস ফলে ফুলে তাজা হয়ে ওঠে, (অতপর) তা সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করে।

فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤

৬. এগুলো এ জন্যই (ঘাটে) যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অমোঘ সত্য, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সব কিছুর ওপর তিনিই একক ক্ষমতাবান,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي
الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

৭. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, যারা কবরে (শুয়ে) আছে আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۖ وَأَنَّ
اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦

৮. (তারপরও) মানুষদের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ব্যক্তি কোনোরকম জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কিতাব (প্রদত্ত তথ্য) ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা ব্যাপারে (ধৃষ্টতাপূর্ণ) বিতর্ক শুরু করে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑧

৯. (অহংকারবশত) সত্যবিমুখ হয়ে- যাতে মানুষদের সে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিতে পারে; যে ব্যক্তি এমন করে তার জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে অপমান লাঞ্ছনা, (শুধু তাই নয়) কেয়ামতের দিন আমি তাকে (জাহান্নামের) আগুনের কঠিন শাস্তিও আশ্বাদন করাবো।

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَهُ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُزِيلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑨

১০. (আমি তাকে বলবো,) এ হচ্ছে তোমার সেই কর্মফল যা তোমার হাত দুটো (অর্জন করে আগেই এখানে) পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের প্রতি কখনো (এতো) বড়ো যালেম নন।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ⑩

১১. মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ঈমানের প্রান্তসীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তায়ালা ব্যাদাত করে, যদি (এতে) তার কোনো (পার্থিব) উপকার হয় তাহলে সে (ঈমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোনো দুঃখ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়, (এভাবে) সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়, আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ نَحْسُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمَبِيتُونَ ⑪

১২. এ (নির্বোধ) ব্যক্তির আল্লাহর বদলে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোনো অপকারও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটা হচ্ছে (আসলেই এক) চরমতম গোমরাহী,

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا
يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑫

১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশী কাছে; কতো নিকৃষ্ট (এদের) অভিভাবক, কতো নিকৃষ্ট (সে অভিভাবকের) সহচর!

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ
لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ⑬

১৪. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালার অবশ্যই তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার যা চান তাই করেন।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

১৫. যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ তায়ালার (যাকে নবুওত দিয়েছেন) তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো সাহায্যই করবেন না, সে যেন নিজে আসমান পর্যন্ত একটি রশি ঝুলিয়ে নেয়, অতপর (আসমানে গিয়ে) যেন সে (ওহী আগমনের ধারা) কেটে দিয়ে আসে, তারপর নিজেই যেন দেখে নেয়, যে জিনিসের প্রতি তার এতো আক্রোশ, এ কৌশল তা দূর করতে পারে কিনা!

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمِذْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শন (সম্বলিত) এ (কোরআন)-টি নাযিল করেছি, আল্লাহ তায়ালার যাকে চান সঠিক পথের হেদায়াত দান করেন।

وَكُنْ لَكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৭. অবশ্যই যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যারা (প্রাচীনধর্ম বিশ্বাসী) 'সাবেয়ী', (যারা) খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক, (সর্বোপরি) যারা (আল্লাহর সাথে) শেরেক করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার অবশ্যই এদের সবার (জান্নাত ও দোষখের) ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক বস্তুর ওপর একক পর্যবেক্ষক।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

১৮. তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহে আছে, যতো (সৃষ্টি) আছে যমীনে-সবকিছুই আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে, সাজদা করছে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃক্ষলতা, যমীনের ওপর বিচরণশীল সব জীবজন্তুও, মানুষের মধ্যেও অনেকে (আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে); এ মানুষদের অনেকের ওপর (আবার না-ফরমানীর কারণে আল্লাহর) আযাব অবধারিত হয়ে আছে; আসলে আল্লাহ তায়ালার যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউই নেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার তাই করেন যা তিনি এরা দা করেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

১৯. এ হচ্ছে (বিপরীতমুখী) দুটো দল, যারা নিজেদের মালিকের ব্যাপারে (একে অন্যের সাথে) বিতর্ক করলো, অতপর এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের (গায়ে পরিধান করানোর) জন্যে আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে;

هَذَانِ حَصْنٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ

(শুধু তাই নয়,) তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচন্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে,

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿٣٧﴾

২০. তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়াগুলো গলে যাবে;

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٣٨﴾

২১. তাদের (শাস্তির) জন্যে সেখানে আরো থাকবে (বড়ো বড়ো) লোহার গদা।

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٣٩﴾

২২. যখনই তারা (দোষখের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থির হয়ে) তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদের পুনরায় (ধাক্কা দিয়ে) তাতে ঠেলে দেয়া হবে, (বলা হবে), আজ তোমরা জ্বলনের প্রচন্ড যন্ত্রণা আশ্বাদন করো।

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْكَرِيمِ ﴿٤٠﴾

২
ককু

২৩. (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে (অমিয়) ঋণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা (দিয়ে বানানো মালা) দ্বারা অলংকৃত করা হবে; উপরন্তু সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَكُونُونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٤١﴾

২৪. (দুনিয়ায়) তাদের ভালো কথার দিকে হেদায়াত করা হয়েছিলো এবং মহাপ্রশংসিত আল্লাহ তায়ালা পথ তাদের দেখানো হয়েছিলো (এবং তারা তা মেনেও নিয়েছিলো)।

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ كَامٍ ﴿٤٢﴾

২৫. অবশ্যই যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্যদেরও) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, (বাধা দেয়) মানুষদের মাসজিদুল হারাম (এর তাওয়াফ ও য়েয়ারত) থেকে— যাকে আমি স্থানীয় অস্থানীয় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য একই রকম (মর্যাদার স্থান) বানিয়েছি (এমন লোকদের মনে রাখতে হবে); যারা তাতে ইচ্ছাপূর্বক (আল্লাহ) বিরোধী কাজ করবে, আমি তাদের (সবাইকে) কঠিন আযাব আশ্বাদন করাবো।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَزَّاهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِينِ ﴿٤٣﴾

৩
ককু

২৬. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি ইববরাহীমকে এ (কাবা) ঘর নির্মাণের জন্যে স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম, (তখন তাকে আদেশ দিয়েছিলাম), আমার সাথে তুমি অন্য কিছুকে শরীক করো না, আমার (এ) ঘর তাদের জন্যে পবিত্র রেখো যারা (এর) তাওয়াফ করবে, যারা (এখানে নামাযের জন্যে) দাঁড়াবে, ককু করবে, সাজদা করবে।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٤٤﴾

২৭. (তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম,) তুমি মানুষদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা (প্রচার করে) দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে দূর দূর থেকে পায়ে হেঁটে এবং দুর্বল ও সবল উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

২৮. যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ফায়দার জন্যে (সময়মতো) এখানে এসে হাযির হয় এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে (কোরবানী করার সময়) তার ওপর আল্লাহ তায়ালা নাম নেয়, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুর্দশ জন্তুগুলো থেকে, অতপর (কোরবানীর) এ গোশত থেকে (কিছু) তোমরা (নিজেরা) খাবে, দুস্থ অভাবগ্রস্তদেরও তার কিছু অংশ দিয়ে আহার করাবে,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا أَلْهَاهُمُ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَاثِمَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

২৯. অতপর তারা যেন (এখানে এসে) তাদের (যাবতীয়) ময়লা কালিমা দূর করে, নিজেদের মানতসমূহ পুরো করে, (বিশেষ করে) তারা যেন এ প্রাচীন ঘরটির তাওয়াফ করে।

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَهُمْ وَلِيَطَّوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

৩০. এ হচ্ছে (কাবা ঘর বানানোর উদ্দেশ্য), যে কেউই আল্লাহ তায়ালা (নির্ধারিত) পবিত্র অনুষ্ঠানমালার সম্মান করে, এটা তার জন্যে তার মালিকের কাছে (একটি) উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হবে, একথাও মনে রেখো, সেসব জন্তু ছাড়া-সেগুলোর কথা তোমাদের জন্যে (কোরআনে) পাঠ করা হয়েছে, অন্য সব চতুর্দশ জন্তুই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, অতএব তোমরা মূর্তি (পূজা)-র অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকো এবং বেঁচে থেকো (সব ধরনের) মিথ্যা থেকে,

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِرْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّهِ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

৩১. আল্লাহ তায়ালা প্রতি নিষ্ঠাবান (হও), তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করে, তার অবস্থা হচ্ছে, সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়লো, অতপর (মাঝ পথে) কোনো পাখী যেন তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা (যমীনে পড়ার আগেই) বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে কোনো (অজ্ঞাতনামা) স্থানে ফেলে দিলো।

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

৩২. এ হলো (মোশরেকদের পরিণাম, অপর দিকে) কেউ আল্লাহ তায়ালা নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তার অন্তরের তাকওয়ার মধ্যেই (শামিল) হবে।

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِرْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

৩৩. (হে মানুষ,) এসব (পশু) থেকে তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নানাবিধ উপকার (গ্রহণ করার ব্যবস্থা) রয়েছে, অতপর (মনে রেখো,)

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

তাদের (কোরবানীর) স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির সন্নিহিতে!

مَحَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿৩৩﴾

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (পশু) কোরবানীর এ নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে করে (সেই) লোকেরা সেসব পশুর ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে পারে, যা তিনি তাদের দান করেছেন; তোমাদের মাদুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমরা তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথা নত করো; (হে নবী,) তুমি (আমার) বিনীত বান্দাদের (সাফল্যের) সুসংবাদ দাও,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ ۚ إِنَّنَا بَالِغُ الْأُمُورِ ۖ فَالْهَمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿৩৪﴾

৩৫. (এ বিনীত বান্দা হচ্ছে তারা,) যাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা হলে (ভয়ে) তাদের অন্তরাশ্মা কেঁপে ওঠে, যতো বিপদ (মসিবত তাদের ওপর) আসুক না কেন যারা তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, (সর্বোপরি) আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে।

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿৩৫﴾

৩৬. আমি তোমাদের জন্যে (কোরবানীর) উটগুলোকে আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) নিদর্শনসমূহের মধ্যে (শামিল) করেছি, এতে তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রয়েছে, অতএব সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় (যবাই করার সময়) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নাও, অতপর (যবাই শেষে) তা যখন একদিকে পড়ে যায় তখন তোমরা তার (গোশত) থেকে নিজেরা খাও, যারা এমনিই (আল্লাহর রেযেকে) সন্তুষ্ট আছে তাদের এবং যারা (তোমার কাছে) সাহায্যপ্রার্থী হয়, এদের সবাইকে খাওয়াও; এভাবেই আমি এ (জন্তু)-দের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) শৌকর আদায় করতে পারো।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كُنْ لَّكَ سَخِرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿৩৬﴾

৩৭. (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালার কাছে (কিছু) কখনো (কোরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়াটুকুই; এভাবে তিনি এ (জন্তু)-দের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে যে (দ্বীনের) পথ তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন তার (সে অনুগ্রহের) জন্যে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারো; (হে নবী,) নিষ্ঠার সাথে যারা নেক কাজ করে তুমি তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও।

لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كُنْ لَّكَ سَخِرَهَا لَكُمْ لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿৩৭﴾

৩৮. আল্লাহ তায়ালাই সে সব লোকদেরকে (যালেমদের থেকে) রক্ষা করেন, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে; আল্লাহ তায়ালা কোনো বিশ্বাসঘাতক ও না-শৌকর বান্দাকে ভালোবাসেন না।

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿৩৮﴾

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিলো, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হয়েছিলো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ (মাযলুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম,

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتِهِمْ ظُلُمًا ۖ
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে- শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে ধ্বংস না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃষ্টানদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদীদের) এবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মাসজিদ সমূহও- যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালা নাম নেয়া হয়; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (দ্বিনের) সাহায্য করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُتِدَتْ
صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

৪১. আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, (তৃতীয়ত) আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দেবে (চতুর্থত) তারা মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে, তবে সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালাই এখতিয়ারভুক্ত।

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

৪২. (হে নবী,) এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে (তাতে তোমার উদ্বেগের কিছুই নেই), এদের আগে নূহের জাতি, আদ ও সামুদের লোকেরাও (তাদের নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,

وَإِنْ يَكُنْ بُوكُ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. ইবরাহীমের জাতি এবং লুতের জাতিও (তাই করেছিলো),

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. (আরো করেছে) মাদইয়ানের অধিবাসীরা, মুসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তারপরও আমি কাফেরদের ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অতপর (সময় এসে গেলে) আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করেছি, কি ভয়ংকর ছিলো আমার (সে) আযাব!

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُرًا أَخَذَتْهُمْ ۚ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

৪৫. আমি ধ্বংস করেছি (আরো) অনেক জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, অতপর তা (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ খুবড়ে পড়ে থাকলো, (কতো) কৃপ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, (কতো) শখের সুন্দর প্রাসাদ বিরান হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে!

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ
وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. এরা কি যমীনে ঘুরে ফিরে (এগুলো পর্যবেক্ষণ) করেনি? (পর্যবেক্ষণ করলে) এদের অন্তর এমন হবে যা দ্বারা এরা তা বুঝতে পারবে, তাদের কান এমন হবে যা দ্বারা তারা শুনতে পারবে, আসলে (এদের) চোখ তো কখনো অন্ধ হয়ে যায় না, অন্ধ হয়ে যায় সে অন্তর, যা মনের ভেতর (লুকিয়ে) থাকে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে, (তুমি বলো) আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না; তোমার মালিকের কাছে যা একদিন, তা তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আরো কতো জনপদ! তাদেরও আমি (প্রথম দিকে) ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অথচ তারা ছিলো যালেম, অতপর আমি তাদের (কঠিনভাবে) পাকড়াও করেছি, (পরিশেষে সবাইকে তো) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে (আযাবের) সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

৫০. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালা) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫১. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারা এমন সব লোক (যারা) জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

৫২. (হে নবী,) আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী কিংবা রসূলই পাঠাইনি যে, যখন সে (নবী আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ার) আগ্রহ প্রকাশ করেছে তখন শয়তান তার সে আগ্রহের কাজে (কাফেরদের মনে) সন্দেহ ঢেলে দেয়নি, অতপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানের নিক্ষিপ্ত (সন্দেহগুলো) মিটিয়ে দেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের আয়াতসমূহকে (আরো) ময়বুত করে দেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. তিনি যেন (এর মাধ্যমে) শয়তানের প্রক্ষিপ্ত (সন্দেহ)-গুলোকে সেসব মানুষের পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ

অন্তরে (আগে থেকেই মোনাফেকীর) ব্যাধি আছে, উপরন্তু যারা একান্ত পাষণ্ড হৃদয়; অবশ্যই (এ) যালেমরা অনেক মতবিরোধ ও সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে,

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالنَّفْسَانِيَّةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٤٥﴾

৫৪. যাদের (আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটাই তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, অতপর তারা যেন তাতে (পুরোপুরি) ঈমান আনে এবং তাদের মন যেন সে দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যারা ঈমান এনেছে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٥﴾

৫৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা এ (কোরআনের) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা থেকে কখনো বিরত হবে না, যতোক্ষণ না একদিন আকস্মিকভাবে তাদের ওপর কেয়ামত এসে পড়বে, অথবা তাদের ওপর ভয়ংকর দিনের আযাব এসে পড়বে।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٤٥﴾

৫৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা; তিনি তাদের সবার মাঝে ফয়সালা করবেন; যারা (তাঁর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।

أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٦﴾

৫৭. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের জন্যে অপমানজনক আযাবের ব্যবস্থা থাকবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٤٧﴾

৫৮. যারা আল্লাহ তায়ালায় পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়েছে, পরে (আল্লাহর পথে) নিহত হয়েছে, কিংবা (এমনিই) মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাদের উত্তম রেযেক দান করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٤٨﴾

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা (খুবই) পছন্দ করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞাময় ও একান্ত সহনশীল।

لَيُدْخِلَنَّهُمُ اللَّهُ مَدِينًا يَرْضَوْنَهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

৬০. এ হচ্ছে (প্রকৃত অবস্থা, অপরদিকে) কোনো ব্যক্তি যদি (দুশমনকে) ততোটুকুই কষ্ট দেয়, যতোটুকু কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছিলো, অতপর তার ওপর (যদি) বাড়াবাড়ি করা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ (মযলুম) ব্যক্তির সাহায্য করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ

ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

لَعَفُوْ غُفُوْر ﴿٦٠﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُؤَلِّجُ النّٰلَ فِى النّٰهَارِ
وَيُؤَلِّجُ النّٰهَارَ فِى النّٰلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٥٦﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا
يَدَّعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٥٦﴾

الْكَرْتَرَانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَتَصْبَحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ
اللَّهَ لَهُ الْغِنَى الْحَمِيدُ ﴿٩٨﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ
وَالْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيَسِّرُ
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَازِئُهُ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧٩﴾

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٥٠﴾

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۖ

অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছে।

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٩﴾

৬৮. (তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতণ্ডা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) মতবিরোধ করছিলে, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন।

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. তুমি কি জানো না, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, এর সবকিছুই একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, এ (প্রক্রিয়া)-টা আল্লাহ তায়ালায় কাছে অবশ্যই সহজ একটি কাজ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧০﴾

৭১. (তারপরও) তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছুর গোলামী করে, যার সমর্থনে তিনি কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও কোনো জ্ঞান নেই; বস্তুত (কেয়ামতের দিন) যালেমদের কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧১﴾

৭২. (হে নবী,) যখন এদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফেরদের চেহারা (তীব্র) অসন্তোষ দেখতে পাবে; অবস্থা দেখে মনে হয়, যারা তাদের সামনে আমার আয়াত তেলাওয়াত করছে- এরা বুঝি এখন তাদের ওপর হামলা করবে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর সংবাদ দেবো? (এবং তা হচ্ছে জাহান্নামের) আগুন; আল্লাহ তায়ালা এর ওয়াদা করেছেন- (ওয়াদা করেছেন) তাদের সাথে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, আবাসস্থল হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلِ أَفَأَنْتُمْ بُشْرٌ مِّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧২﴾

৭৩. হে মানুষ, (তোমাদের জন্যে এখানে) একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, কান পেতে তা শোনো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো কখনো (ক্ষুদ্র) একটি মাছিও তৈরী করে দেখাতে পারবে না, যদি এ (কাজের) জন্যে তারা সবাই একত্রিতও হয় (তবুও নয়); (এমনকি) যদি সে (মাছি) তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা তার কাছ থেকে তাও ছাড়িয়ে নিতে

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلَ مَا سَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا

পারবে না; কতো দুর্বল যারা (এদের কাছে সাহায্য) প্রার্থনা করে; কতো দুর্বল তারা যাদের কাছে (এ সাহায্য) প্রত্যাশা করা হয়।

لَا يَسْتَنْقِذُ وَهُ مِنْهُ ۖ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمُطْلُوبُ ﴿٩٥﴾

৭৪. (আসলে) এ (মুর্থ) ব্যক্তির আত্মা তায়ালকে কোনো মূল্যায়নই করতে পারেনি, ঠিক যেভাবে (তাঁর ক্ষমতার) মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো; আত্মা তায়াল নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী।

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٩٥﴾

৭৫. আত্মা তায়াল ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর থেকেও (তিনি বাণীর গ্রহীতা বাছাই করেন); অবশ্যই আত্মা তায়াল সবকিছু শোনে ও সব কিছু দেখেন।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ
النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٩٦﴾

৭৬. তাদের সামনে যা আছে তা (যেমন) তিনি জানেন, (তেমনি) জানেন তাদের পেছনে যা আছে তাও; (কেননা) আত্মা তায়াল কাছেই সবকিছুকে ফিরে যেতে হবে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٩٦﴾

৭৭. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (আত্মা তায়াল সামনে) রুকু করো, সাজদা করো এবং তোমাদের মালিকের যথাযথ এবাদাত করো, নেক কাজ করতে থাকো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٧﴾

৭৮. তোমরা আত্মা তায়াল পথে জেহাদ করো, যেমন তাঁর জন্যে জেহাদ করা (তোমাদের) উচিত, তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই মনোনীত করেছেন এবং (এ) জীবনবিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, তোমরা তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর (প্রতিষ্ঠিত থেকে); সে আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এর (কোরআনের) মধ্যেও (তোমাদের এ নামই দেয়া হয়েছে), (তোমাদের) রসূল যেন তোমাদের (মুসলিম হবার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে, আর তোমরাও (গোটা) মানব জাতির ওপর (আত্মাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মা তায়াল রশি শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক (তিনি), কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ
هُوَ سَمِعُكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي
هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
النَّصِيرُ ﴿٩٨﴾

আয়াত ১১৮
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোমেনুন
মকায় অবতীর্ণ

১. নিসন্দেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে গেছে-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ①

২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ানবনত থাকে,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ②

৩. যারা অর্থহীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③

৪. যারা (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④

৫. যারা তাদের যৌন অংগসমূহের হেফায়ত করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حِفْظُونَ ⑤

৬. তবে নিজেদের স্বামী-স্ত্রী, কিংবা (পুরুষদের বেলায়) নিজেদের অধিকারভুক্ত (দাসী)-দের ওপর (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়, (এখানে যৌন অংগসমূহের হেফায়ত না করলে) কখনো তারা তিরস্কৃত হবে না,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥

৭. অতপর এ (বিধিবদ্ধ উপায়) ছাড়া কেউ যদি অন্য কোনো (পন্থায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে) চায়, তাহলে তারা হবে সীমালংঘনকারী,

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦

৮. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) প্রতিশ্রুতিসমূহের হেফায়ত করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْلِهِمْ رِعُونَ ⑧

৯. যারা নিজেদের নামাযসমূহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয়;

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨

১০. এ লোকগুলোই (হচ্ছে মূলত যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী,

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩

১১. যারা হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

১২. আমি অবশ্যই মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে পয়দা করেছি,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْتٍ مِّنْ طِينٍ ⑫

১৩. অতপর তাকে আমি গুরুকীট হিসেবে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে) রেখে দিয়েছি,

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ⑬

১৪. এরপর এ গুরুবিন্দুকে আমি এক ফোঁটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতপর এ জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি, (কিছুদিন পর) এ পিণ্ডকে অস্থি পাঁজরে পরিণত করি, তারপর (এক সময়) এ অস্থি পাঁজরকে আমি গোশরের পোশাক পরিয়ে দেই, অতপর (বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি- (পূর্ণাঙ্গ মানুষ) পয়দা করি; আল্লাহ তায়ালার কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা (কতো নিপুণ তাঁর সৃষ্টি);

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ⑭ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ⑮ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ⑯

১৫. এরপর (এক সময়) তোমরা অবশ্যই মৃত্যু মুখে পতিত হবে;

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

১৭. আমি তোমাদের ওপর সাত আসমান বানিয়েছি। আমি কখনো আমার সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন নই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ﴿١٧﴾

১৮. আমি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছি এবং সে পানি যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি, আবার (সেখান থেকে) তা (উড়িয়ে) নিয়ে যাবার ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقُدْرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তারপর (সংরক্ষিত সেই পানি) দিয়ে আমি তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্যে তাতে প্রচুর ফল পাকড়াও (উৎপাদিত) হয়, আর তা থেকে তোমরা (পর্যাপ্ত) আহার গ্রহণ করো,

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

২০. সিনাই পাহাড়ে তেল (এর উপাদান) নিয়ে এক প্রকার গাছ জন্ম লাভ করে, খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্যে তা ব্যঞ্জন (হিসেবেও ব্যবহৃত) হয়।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. অবশ্যই তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তার পেটের ভেতরে (দুধের) যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান করাই, (এ ছাড়াও) তোমাদের জন্যে তাতে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তার (গোশত) থেকে তোমরা তো আহারও গ্রহণ করো।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

২২. (আবার কিছু আছে) তার ওপর তোমরা আরোহণ করো, (অবশ্য) নৌ-যানেও তোমাদের (মাঝে মাঝে) আরোহণ করানো হয়।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি নূহকে তার জাতির কাছে (হেদায়াত নিয়ে) পাঠিয়েছিলাম, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. তার জাতির মোড়লরা, যারা (আগে থেকেই) কুফরী করছিলো— (একে অন্যকে) বললো, এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়; আল্লাহ তায়ালা যদি (নবী পাঠাতেই) চাইতেন তাহলে ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, আমরা তো এমন কোনো ঘটনা আমাদের পূর্বপুরুষদের যমানায়ও (ঘটেছে বলে) শুনি নি।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. এ এমন একজন মানুষ, যার মধ্যে (মনে হয় কিছু) পাগলামী এসে গেছে, (তোমরা তার কথায় কান দিয়ো না), বরং এর ব্যাপারে কয়টা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬. সে (নূহ) বললো, হে আমার রব, এরা যেহেতু আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তুমি (তাই তাদের মোকাবেলায়) আমাকে সাহায্য করো।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

২৭. অতপর আমি তার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো, তারপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসবে এবং (যমীনের) চুল্লি প্রাণিত হয়ে যাবে, তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেবে, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (উঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে যার (শাস্তির) ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত এসে গেছে তার কথা আলাদা, যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরমি পেশ করো না, অবশ্যই (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই।

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَّوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তুমি এবং তোমার সাথীরা যখন (নৌকায়) আরোহণ করো তখন বলো, সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের (একটি) অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন।

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. তুমি আরো বলো, হে আমার রব, তুমি আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে নামিয়ে দাও, একমাত্র তুমিই পারো আমাকে ভালোভাবে নামিয়ে দিতে।

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. নিসন্দেহে এ (কাহিনীর) মধ্যে আমার (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে, অবশ্যই আমি (মানুষদের) পরীক্ষা নিয়ে থাকি।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. অতপর এদের পরে আমি আরেক জাতি পয়দা করেছি,

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আমি তাদের কাছে তাদেরই একজনকে নবী করে পাঠিয়েছি (যেন), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; তোমরা কি (সে আযাব দেখেও) সাবধান হবে না?

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. (এর জবাবে) তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে পরকালে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) সাক্ষাতের বিষয়টিকেও,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ

(সর্বোপরি) যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগসামগ্রী দিয়ে রেখেছিলাম— তারা বললো, এ ব্যক্তিটি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা কিছু পান করো সেও তা পান করে,

وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৪. তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে (নবী হিসেবে) মেনে চলো; তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে,

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخُسْرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৫. (এ) ব্যক্তিটি কি তোমাদের সাথে এই ওয়াদা করছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে, যখন তোমরা মাটি ও হাড়িডতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে আবার) উঠিয়ে আনা হবে?

أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٧﴾

৩৬. (আসলে) তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা অসম্ভব অসম্ভব।

هِيَ هَاتِ هِيَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৭. (তারা বললো, কিসের আবার পুনরুত্থান?) দুনিয়ার জীবনই হচ্ছে আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা (এখানে) মরবো, (এখানেই) বাঁচবো, আমাদের কখনোই পুনরুত্থিত করা হবে না।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَكُنْ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٩﴾

৩৮. (নবুওতের দাবীদার) এ ব্যক্তিটি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তার ওপর ঈমান আনবো না।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَكُنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾

৩৯. সে আল্লাহ তায়ালাকে বললো, হে আমার রব, এরা যেহেতু আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, (তাই) তুমি আমাকে সাহায্য করো।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٤١﴾

৪০. আল্লাহ তায়ালার বললেন, অচিরেই এরা (নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্যে) অনুতপ্ত হবে।

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٢﴾

৪১. অতপর (একদিন) এক মহাতাশ্ব এসে তাদের ওপর আঘাত হানলো এবং আমি তাদের সবাইকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার স্তূপ সদৃশ (বস্তুতে) পরিণত করে দিলাম, যালেম সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হোক।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِأَحْقٍ فَجَعَلْنَاهُمْ عِتَاءً ۖ فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾

৪২. তাদের (ধ্বংসের) পর আমি (আরো) অনেক জাতিকে সৃষ্টি করেছি;

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أُخَرَ ۖ ﴿٤٤﴾

৪৩. কোনো জাতিই তার নির্দিষ্ট কাল (যেমন) ভুরাম্বিত করতে পারেনি, (তেমনি) তাকে কেউ বিলম্বিতও করতে পারেনি;

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৪. অতপর আমি একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি, যখন কোনো জাতির কাছে তার রসূল এসেছে, (তখনই) তাকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ

অতপর আমিও ধ্বংস করার জন্যে তাদের এক এক জনকে একেক জনের পেছনে (ক্রমিক নম্বর) লাগিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের (ইতিহাসের) কাহিনী বানিয়ে দিয়েছি, ধ্বংস হোক সে জাতি, যারা (আব্রাহাম তায়ালার ওপর) ঈমান আনে না।

بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبِعَدَّ الْقَوْمِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৪৫. তারপর আমি আমার আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মূসা এবং তাঁর ভাই হারুনকে পাঠিয়েছি,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٨٩﴾

৪৬. (তাদের আমি পাঠিয়েছি) ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে, কিন্তু তারা অহংকার করলো, তারা ছিলো একটি না-ফরমান জাতি,

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا عَالِينَ ﴿٩٠﴾

৪৭. তারা বললো, আমরা কি আমাদের মতোই দু'জন মানুষের ওপর ঈমান আনবো, (অথচ) তাদের জাতি হচ্ছে (বংশানুক্রমে) আমাদের সেবাদাস,

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا
لَنَا عِيدُونَ ﴿٩١﴾

৪৮. তারা তাদের উভয়কেই মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষদের দলভুক্ত হয়ে গেলো।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٩٢﴾

৪৯. আমি মূসাকে (আমার) কিতাব দান করেছিলাম, আশা ছিলো যে, তারা (তা থেকে) হেদায়াত লাভ করবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿٩٣﴾

৫০. আমি মারইয়াম পুত্র (ঈসা) ও তার মাকে (আমার কুদরতের) নিদর্শন বানিয়েছি এবং আমি তাদের এক নিরাপদ ও প্রসবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছি।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَهُ آيَةً ۖ وَأَوَيْنَهُمَا
إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٩٤﴾

৫১. হে রসূলরা, তোমরা পাক পবিত্র জিনিসসমূহ খাও, (সব সময়) নেক আমল করো, তোমরা যা কিছু করো অবশ্যই আমি সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছি।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

৫২. অবশ্যই তোমাদের জাতি (কিন্তু দ্বীনের বন্ধনে) একই জাতি, আর আমি হচ্ছি তোমাদের একমাত্র রব, তোমরা আমাকেই ভয় করো।

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ ﴿٩٦﴾

৫৩. কিন্তু লোকেরা নিজেদের মাঝে বিষয়টাকে বিভক্ত করে দিয়েছে; আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা খুশী।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ
بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٩٧﴾

৫৪. (হে নবী), তুমি তাদের একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (নিজ নিজ) বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দাও,

فَذَرْهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

৫৫. তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আমি তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়াতেই থাকবো?

أَيَحْسَبُونَ أَنَّنَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّا
لَهُمْ وَبَنِينَ ﴿٩٩﴾

৫৬. আমি (সব সময়ই) তাদের জন্যে সকল প্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করেই যাবো? (আসলে) এরা কিছুই বোঝে না।

نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. নিসন্দেহে যারা নিজেদের মালিকের ভয়ে সদা ভীত সজ্জস্ত থাকে,

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. যারা তাদের মালিকের (নাযিল করা) আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে,

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যারা তাদের মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না,

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. যারা (তাঁর পথে) যা কিছু দিতে পারে (মুক্তহস্তে) দান করে, (তারপরও) তাদের মন ভীত কম্পিত থাকে, কেননা তারা অবশ্যই একদিন তাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবে,

وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা নেকীর কাজে সদা তৎপর থাকে, (এই কাজে) তারা (অন্যদের তুলনায়) অগ্রগামীও।

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আমি কারো ওপরই তার সাধ্যাতিত বোঝা চাপাই না, (এমন) একটি গ্রন্থ আমার কাছে (সংরক্ষিত) আছে, যা (তাদের কথা ঠিক) ঠিক বলে দেবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।

وَلَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ ছাড়াও তাদের (জীবনে) আরো বহুতরো (খারাপ) কাজ আছে যা তারা (সব সময়ই) করে থাকে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. (এরা এ থেকে কখনো বিরত হবে না) যতক্ষণ না আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে নানা শাস্তি দ্বারা আঘাত করবো, (এমন হলে) তারা সাথে সাথেই আতর্জনাদ করে ওঠবে;

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আজ আর আতর্জনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।

لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. যখন আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হতো, তখন তোমরা উল্টো দিকে সরে পড়তে,

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. (সরে পড়তে) নেহায়াত দৃষ্টভরে, (পরে সেখানে) অর্থহীন গল্প-গুজব জুড়ে দিতে।

مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سِيرَاتُ مَهْجَرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. এরা কি (কোরআনের) কথার ওপর চিন্তা গবেষণা করে না, কিংবা তাদের কাছে (নতুন

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ

কিছু একটা) এসেছে যা তাদের বাপ দাদাদের কাছে আসেনি,

مَا لَكُمْ يٰٓاَبَآءَهُمُ الْاَوَّلِينَ ﴿٥٧﴾

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনতেই পারেনি— (যে জন্যেই) তারা তাকে অস্বীকার করছে?

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৭০. কিংবা তারা কি একথা বলে যে, তার সাথে (কোনো রকম) পাগলামী রয়েছে; বরং (আসল কথা হচ্ছে,) রসূল তাদের কাছে সত্য (বাণী) নিয়ে হাযির হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্যকে অপছন্দ করে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُوْنَ ﴿٥٩﴾

৭১. যদি 'সত্য' তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করতো, তাহলে আসমানসমূহ ও যমীন এবং আরো যা কিছু এ উভয়ের মাঝে আছে, অবশ্যই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো; পক্ষান্তরে আমি তাদের কাছে তাদের (নিজেদের) কাহিনী নিয়েই এসেছি, কিন্তু (আশ্চর্য), তারা (এখন) তাদের নিজেদের কথাবার্তা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَاَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٦٠﴾

৭২. তবে কি (এরা মনে করে) তুমি এদের কাছে (দ্বীন পৌঁছানোর জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছো, (অথচ তোমার জন্যে) তোমার মালিকের দেয়া পারিশ্রমিকই উত্তম, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ﴿٦١﴾

৭৩. অবশ্যই তুমি তাদের সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছো।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٢﴾

৭৪. যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না তারা অবশ্যই (হেদায়াতের) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنَنَّ ﴿٦٣﴾

৭৫. যদি আমি এদের ওপর দয়া করি এবং যে বিপদ মসিবত তাদের ওপর আপতিত হয়েছে তা যদি দূর করে দেই, তাহলেও এরা নিজেদের না-ফরমানীতে শক্তভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوْا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٦٤﴾

৭৬. (অতপর) আমি এদের কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও এরা নিজেদের মালিকের প্রতি নত হলো না এবং কাতর প্রার্থনা পর্যন্ত (আমার কাছে) পেশ করলো না।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٦٥﴾

৭৭. এমন করতে করতে যেদিন (সত্যি সত্যিই) আমি এদের ওপর কঠোর আযাবের দুয়ার খুলে দেবো তখন তুমি দেখাবে, এরা তাতে কতো হতাশ (হয়ে পড়বে)!

حَتَّىٰ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ ۖ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٦٦﴾

৭৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের (শোনার জন্যে) কান. (দেখার জন্যে) চোখ (ও চিন্তা গবেষণার জন্যে) মন দিয়েছেন, কিন্তু তোমাদের খুব অল্পই (এসব দানের) শোকর আদায় করে।

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَأَكُمْ السَّعِىَّ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৭৯. তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করে যমীনে ছড়িয়ে রেখেছেন, (একদিন) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৮০. (তিনিই আল্লাহ) যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান, রাতদিনের আবর্তনও তাঁর (ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, এসব দেখেও) তোমরা কি (সত্য) অনুধাবন করবে না?

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. (নবীদের সামনে) এরাও কিন্তু সে ধরনের (অর্থহীন) কথাই বলে, যেমনি করে তাদের আগের লোকেরা বলেছে।

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

৮২. তারা বলেছে, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড়িতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

قَالُوا إِذَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. (তারা আরো বলেছে, এভাবে) আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও (পুনরুত্থানের) এই ওয়াদা দেয়া হয়েছে, (মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভের) এ কথাগুলো (আসলে) অতীত দিনের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

لَقَدْ وَعَدْنَا نَكْحًا وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِن
قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. (হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করো, এ যমীনে এবং যমীনের মাঝে যা (কিছু সৃষ্টি) আছে তা কার (মালিকানাধীন)?

قُلْ لِّسَيِّدِ الْأَرْضِ وَمَن فِيهَا إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. ওরা বলবে (হাঁ), সব কিছুই আল্লাহর; (তুমি) বলো, এরপরও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, এ সাত আসমানের রব কে? মহান আরশের অধিপতিই বা কে?

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৭. ওরা বলবে, (এসব কিছুই) আল্লাহর; তুমি বলো, তারপরও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. তুমি জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা (সত্যি সত্যিই) জানো তাহলে বলো, কার হাতে রয়েছে (আসমান যমীন) সবকিছুর একক সার্বভৌমত্ব? (হাঁ,) তিনিই সবাইকে আশ্রয় দেন, কিন্তু তার ওপর কারো আশ্রয় চলে না।

قُلْ مَن بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. ওরা বলবে, (হ্যাঁ) মহান আল্লাহ তায়ালা; তুমি বলো, তাহলে কোন দিক থেকে তোমাদের ওপর যাদু করা হচ্ছে।

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

৯০. আমি তো বরং (এই) সত্য কথাটিই এদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী!

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ﴿٩٠﴾

৯১. আল্লাহ তায়ালা (কাউকেই) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি- না তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ রয়েছে, যদি (তাঁর সাথে অন্য কোনো মাবুদ) থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং (এ মাবুদরা) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো। এরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা বলে তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র ও মহান।

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ
مِن إِلَهٍ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

৯২. দৃশ্য অদৃশ্য, জানা অজানা সবকিছুর সম্যক ওয়াক্কেফহাল তিনি, এরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের) যেভাবে শরীক করে তিনি সে থেকে (অনেক) পবিত্র, অনেক মহান।

عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার রব, যে (আযাবের) ওয়াদা (এ কাফেরদের) সাথে করা হচ্ছে, তা যদি তুমি আমাকে দেখাতেই চাও—

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. (তাহলে) হে আমার রব, তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল (করে এ আযাব প্রত্যক্ষ) করায়ো না।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. (হে নবী,) আমি তাদের কাছে যে (আযাবের) ওয়াদা করেছি তা অবশ্যই তোমাকে দেখাতে সক্ষম।

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. (হে নবী,) কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তুমি এমন পন্থায় তা দূর করার চেষ্টা করো, যা হবে নিতান্ত উত্তম (পন্থা); আমি ভালো করেই জানি ওরা তোমার ব্যাপারে কি বলে।

إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السِّيَرَةِ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. (হে নবী) তুমি বলো, হে আমার রব, শয়তানদের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই,

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾

৯৮. হে আমার রব, আমি এ থেকেও তোমার আশ্রয় চাই যে, শয়তান আমার (ধারে) কাছে যেঁষবে।

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

৯৯. এমনকি (এ অবস্থায় যখন) এদের কারো মৃত্যু এসে হাযির হবে, তখন সে বলবে, হে আমার রব, তুমি আমাকে (আরেকবার পৃথিবীতে) ফেরত পাঠাও,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

১০০. যাতে করে (সেখানে গিয়ে) এমন কিছু নেক কাজ আমি করে আসতে পারি, যা আমি (আগে) ছেড়ে এসেছি, (তখন বলা হবে), না, তা আর কখনো হবার নয়; (মূলত) সেটা হচ্ছে এক (অসম্ভব) কথা, যা শুধু বলার জন্যেই সে বলবে, এদের সামনে থাকবে একটি যবনিকা সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হবে!

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. অতপর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন (বলতে কিছুই অবশিষ্ট) থাকবে না, না তারা একজন আরেকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে!

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. (সেদিন) যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ যারা মুক্তিপ্রাপ্ত।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেসব (ব্যর্থ) মানুষ— যারা নিজেদের জীবনকে (মিথ্যার পেছনে) বিনষ্ট করে দিয়েছে, তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. (জাহান্নামের) আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে, তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বলে) বীভৎস হয়ে যাবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. (তাদের জিজ্ঞেস করা হবে,) এমন অবস্থা কি হয়নি যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছিলো এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে!

أَلَمْ تَكُنْ أَيْتَىٰ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের (চারদিক থেকে) ঘিরে ধরেছিলো এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম গোমরাহ সম্প্রদায়।

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ (আগুন) থেকে বের করে নাও, আমরা যদি দ্বিতীয় বারও (দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমালংঘন করি, তাহলে অবশ্যই আমরা যালেম হিসেবে পরিগণিত হবো।

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা অপমানিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকো, (আজ) কোনো কথাই তোমরা আমাকে বলো না।

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৯. অবশ্যই আমার বান্দাদের মধ্যে একদল আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর তুমি আমাদের (দোষ ক্রটিসমূহ) মাফ করে দাও, তুমি আমাদের ওপর দয়া করো, তুমিই হচ্ছে সর্বোত্তম দয়ালু।

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১১০. তোমরা এ লোকদেরই উপহাসের বস্তু বানিয়ে রেখেছিলে, এমনকি তা তোমাদের আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি তামাশাই করতে।

فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمْ سَخِرَ بِهَا حَتَّىٰ أَنسَوهُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَكَّكُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. তাদের সে ধৈর্যের কারণেই আজ আমি তাদের (এই) প্রতিফল দিলাম, (মূলত) তারাই হচ্ছে (সত্যিকার) সফল মানুষ।

إِنِّي جَزَيْتُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۖ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

১১২. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (বলো), তোমরা পৃথিবীতে কতো বছর কাটিয়ে এসেছো?

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা বলবে, আমরা (সেখানে) অবস্থান করেছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো যারা হিসাব রেখেছে।

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে) তোমরা পৃথিবীতে খুব সামান্য সময়ই কাটিয়ে এসেছো, কতো ভালো হতো যদি তোমরা (এ কথাটা) জানতে।

قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫. তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছিলে যে, আমি তোমাদের এমনই অনর্থক পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত করা হবে না,

أَفَكَسَبَتُمْ أَنَّا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

১১৬. (না, তা কখনো নয়,) মহিমাম্বিত আল্লাহ তায়াল্লা, তিনিই সব কিছুর যথার্থ রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতি তিনি।

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়াল্লাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, তার কাছে যার কোনো রকম দলিল প্রমাণ নেই, (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে; সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার রব, তুমি (আমায়) ক্ষমা করো এবং তুমি হচ্ছে দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু।

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

আয়াত ৬৪
রুকু ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়াল্লা নামে-

সূরা আন নূর
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (এটি একটি) সূরা, তা আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই (এতে বর্ণিত বিধানসমূহ) ফরয করেছি, আমিই এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আশা করা যায় তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

২. (এ বিধানসমূহের একটি হচ্ছে,) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (সংক্রান্ত, এদের ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে), তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ'টি করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর দ্বীনের (এ আদেশ প্রয়োগের) ব্যাপারে ওদের প্রতি কোনো রকম দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়াল্লা ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো! মোমেনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে (সেখানে মজুদ) থাকে।

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ بَهُمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

৩. (আল্লাহর হুকুম হচ্ছে,) একজন ব্যভিচারী পুরুষ কোনো ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোনো মোশরেক নারী ছাড়া (অন্য কোনো ভালো নারীকে) বিয়ে করবে না, অপরদিকে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা কোনো ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোনো মোশরেক পুরুষ ছাড়া (অন্য কোনো ভালো পুরুষকে) বিয়ে করবে না, (সাধারণ) মোমেনদের জন্যে এ (বিয়ে)-কে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

৪. (অপরদিকে) যারা (খামাখা) সতী সাক্ষী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করবে অতপর এর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী হাযির করতে পারবে না, তাদেরও আশিতি বেত্রাঘাত করবে এবং (ভবিষ্যতে) আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা এরা হচ্ছে বড়োই গুনাহগার,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

৫. অবশ্য যেসব ব্যক্তি এরপর তাওবা করে এবং (নিজেদের) গুণে নেয় (আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে (অপবাদের পক্ষে) অন্য কোনো সাক্ষীও মজুদ থাকে না, সে অবস্থায় এটাই হবে তাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে, অবশ্যই (এ অভিযোগের ব্যাপারে) সে সত্যবাদী।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

৭. (এরপর) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ তায়ালা লানত (নাযিল) হয়।

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦

৮. কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও (এভাবে আনীত অভিযোগের) শাস্তি রহিত করা হবে— যদি সেও চার বার আল্লাহর নামে কসম করে বলে, এ (পুরুষ) ব্যক্তিটি আসলেই মিথ্যাবাদী,

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑧

৯. (অতপর সেও) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে, সে (অভিযোগকারী ব্যক্তিটি) সত্যবাদী হলে তার (অভিযুক্তের) ওপরও আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক!

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨

১০. তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকতো (তাহলে অপবাদকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহান তাওবা গ্রহণকারী প্রবল প্রজ্ঞাময়!

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

১১. যারা (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা (ছিলো) তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল; এ (বিষয়টি)-কে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ ভেবো না; বরং (তা) তোমাদের জন্যে (একান্ত) কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতোটুকু গুনাহ করেছে সে ততোটুকুই (তার ফল) পাবে, আর তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী (এ গর্হিত কাজে) অংশ গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও থাকবে অনেক বড়ো।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪

১২. যদি সে (মিথ্যা ঘটনা)-টি শোনার পর মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা পোষণ করতো! (কতো ভালো হতো) যদি তারা বলতো, এটা হচ্ছে এক নির্জলা অপবাদমাত্র!

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ⑫

১৩. (যারা অপবাদ রটালো) তারাই বা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করলো না,

لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

যেহেতু তারা (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী হাযির করতে পারেনি, তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা এমনই মিথ্যাবাদী।

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿٥٧﴾

১৪. (হে মোমেনরা,) যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (একজন নবীপত্নীর) যে বিষয়টির তোমরা চর্চা করছিলে, তার জন্যে এক বড়ো ধরনের আযাব এসে তোমাদের স্পর্শ করতো,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

১৫. (যখন) তোমরা এ (মিথ্যা)-কে নিজেদের মুখে মুখে প্রচার করছিলে, (তখন) নিজেদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না, তোমরা একে তুচ্ছ বিষয় মনে করছিলে, কিন্তু তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি গুরুতর বিষয়।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَآفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

১৬. তোমরা যখন ব্যাপারটা শুনলে তখন সাথে সাথেই কেন বললে না, আমাদের এটা মোটেই সাজে না যে, আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো, (হে) আল্লাহ তুমি অনেক পবিত্র, অনেক মহান, সত্যিই (এ ছিলো) এক গুরুতর অপবাদ!

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿٦٠﴾

১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মোমেন হও তাহলে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا ۖ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

১৮. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন বিজ্ঞ, কুশলী।

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٢﴾

১৯. যারা মোমেনদের মাঝে (মিছে) অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মভুদ শাস্তি; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা (কিছুই) জানো না।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

২০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো (তাহলে মোনাফেকদের এ রচনার ফলে একটা বড়ো বিপর্যয় ঘটে যেতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ !

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٤﴾

২১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; তোমাদের মধ্যে যে কেউই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে (সে যেন জেনে রাখে), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ

যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পাক পবিত্র হতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

২২. তোমাদের মধ্যে যারা (দ্বীনী) মর্যাদা ও (পার্শ্ব) ঐশ্বর্যের অধিকারী, তারা যেন (কখনো এ মর্মে) শপথ না করে যে, তারা (তাদের গরীব) আত্মীয় স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং যারা আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় হিজরত করেছে— তাদের কোনোরকম সাহায্য করবে না, বরং তাদের উচিত তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি এটা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মার্ফ করে দিন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾

২৩. অবশ্যই যারা (এমন সব) সতী-সাদ্বী মোমেন নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, যারা (এ অপবাদের ব্যাপারে) কোনো খবরই রাখে না, এসব মানুষদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানেই অভিশাপ দেয়া হয়েছে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

২৪. তারা (দুনিয়ার জীবনে) যা করতো সে ব্যাপারে সেদিন তাদের ওপর তাদের জিহ্বাসমূহ, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো (ইনসাফের সাথে) সাক্ষ্য দেবে।

يَوْمَآ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেবেন এবং তারা জেনে নেবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুস্পষ্ট সত্য।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٦١﴾

২৬. (জেনে রেখো,) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষদের জন্যে, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্যে, (আবার) ভালো নারীরা হচ্ছে ভালো পুরুষদের জন্যে, ভালো পুরুষরা হচ্ছে ভালো নারীদের জন্যে, (মোনাফেক) লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা থেকে পাক পবিত্র; (আখেরাতে) এদের জন্যেই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٢﴾

২৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে— (সে ঘরের লোকদের) অনুমতি না চেয়ে ও তার বাশিন্দাদের প্রতি সালাম না করে প্রবেশ করা না; এটা তোমাদের জন্যে উত্তম, আশা করা যায়, তোমরা (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

২৮. যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দেয়া হবে, যদি (কোনো কারণে) তোমাদের বলা হয়, তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম; তোমরা যা করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকেন।

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯. তবে যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না, (অথচ) যেখানে তোমাদের কোনো মাল সামান্য রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী (ও সংযত) করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হেফাযত করে; এটা তাদের জন্যে উত্তম পন্থা; (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাংগভাবে অবহিত রয়েছেন।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. (হে নবী, একইভাবে) তুমি মোমেন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়, তবে তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিহ) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের ওড়নাগুলোকে তাদের বক্ষদেশের ওপর দিয়ে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের স্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইর ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজেদের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্থ (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অংগ সম্পর্কে কিছুই জানে না- (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে- যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিলো তা (পায়ের আওয়াযে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়; হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (আগের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে।

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ وَأَوْ عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী নেই, তোমরা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো, (একইভাবে) তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরও (বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করো); যদি তারা অভাবী হয়, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা (অচিরেই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. যাদের বিয়ে (করে ব্যয়ভার বহন) করার সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে; তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের ভেতর যারা (মুক্তির কোনো অগ্রিম) চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে দাও, যদি তোমরা তাদের (এ চুক্তির) মধ্যে কোনো ভালো (সম্ভাবনা) বুঝতে পারো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদের (মুক্তির সময় তোমরা মুক্তহস্তে) দান করবে; তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের যারা সতী সাধী থাকতে চায়, নিছক পার্থিব ধন সম্পদের আশায় কখনো তাদের ব্যভিচারের জন্যে বাধ্য করো না; যদি তোমাদের কেউ তাদের (এ ব্যাপারে) বাধ্য করে, (তাহলে তারা যেন আল্লাহ তায়ালায় কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ) তাদের এ বাধ্য করার পরেও (তাওবাকারীদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدَنْ تَحَصَّنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهْنِ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. (হে মোমেনরা,) আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, (আরো) উদাহরণ (হিসেবে) পেশ করেছি তোমাদের আগে যারা (দুনিয়া থেকে) চলে গেছে তাদের (ঘটনাগুলো), আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে (এ হচ্ছে শিক্ষণীয়) উপদেশ।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের নূর; তাঁর এ নূরের উদাহরণ হচ্ছে— তা যেমন একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) আছে; প্রদীপটি (আবার) স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ একটি) কাচের আবরণের ভেতর; কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো— তা প্রজ্বলিত করা হয় পবিত্র যয়তুন গাছ (নিসৃত তেল) দ্বারা, যা (শুধু) পূর্ব দিকের নয়, পশ্চিম দিকেরও নয়, (এটি আলোকপ্রাপ্ত সকল দিকের); আবার এর তেল এতো পরিষ্কার যে, (দেখলে) মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদি আগুন তাকে (ততোক্ষণে) স্পর্শও না করে থাকে; (আর আগুন স্পর্শ করলে তা হবে) নূরের ওপর (আরো) নূর; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর এ নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন; আল্লাহ তায়ালা (এভাবে) মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে নানা উপমা পেশ করে থাকেন;

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُّورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত আছেন,

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿৩৬﴾

৩৬. সে ঘরসমূহে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন যেন তার সম্মান মর্যাদা উন্নীত করা এবং (তাতে) তাঁর নিজের (পবিত্র) নাম স্মরণ করা হয়, সেসব জায়গাসমূহে সকাল সন্ধ্যা (এরা) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿৩৬﴾

৩৭. (তারা) এমন লোক- ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো (আল্লাহ তায়ালায় স্মরণ থেকে) গাফেল করে দেয় না- না বেচাকেনা তাদের আল্লাহ তায়ালায় স্মরণ, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে, তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।

رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿৩৭﴾

৩৮. যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তায়ালা যেন (এর মাধ্যমে) তাদের উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তাদের যা পাওনা তার চাইতেও বেশী দান করবেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অপরিমিত রেযেক দান করেন।

لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿৩৮﴾

৩৯. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে- তাদের (দৈনন্দিন) কার্যকলাপ যেন মরণভূমিতে মরীচিকা- পিপাসার্ত মানুষ (দূরে থেকে) তাকে পানি বলে মনে করলো; পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির কিছুই সে পেলো না, (এই মরীচিকার জীবন শেষ হয়ে গেলে) সে শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তার পাশে পাবে, অতপর তিনি তার পাওনা পূর্ণমাত্রায় আদায় করে দেবেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ত্বরিত হিসাব গ্রহণে সক্ষম।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿৩৯﴾

৪০. কিংবা (তাদের কর্মকাণ্ডের উদাহরণ হচ্ছে) অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, অতপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে (আরো অন্ধকার করে) দিলো, তার ওপর আরো একটি ঢেউ (এলো), তার ওপর (ছেয়ে গেলো) কিছু ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের ওপর (এলো) আরেক অন্ধকার; যদি কেউ (এ অবস্থায়) তার হাত বার করে, (আঁধারের কারণে) তার তা দেখার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না; বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে কোনো আলো বানাননি তার জন্যে তো (কোথাও থেকে) আলো থাকবে না।

أَوْ كُظُمْتُ فِي بَحْرٍ لَّجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرُهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿৪০﴾

৪১. (হে মানুষ,) তুমি কি (ভেবে) দেখেনি, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে আছে, তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

আর পাখীকুল- যারা পাখা বিস্তার করে (আকাশে উড়ে চলেছে), তারাও সবাই (আল্লাহর তাসবীহ করছে), প্রত্যেকেই তার তার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে; এরা যে যা করছে আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত রয়েছেন।

وَالطَّيْرِ صَفِيرًا ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿৪২﴾

৪২. (মূলত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে, (সব কিছুকে) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿৪৩﴾

৪৩. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালাই মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুকরোগুলোর) সাথে জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে (পুঞ্জীভূত করে রাখেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফেঁটাসমূহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে, (আরো দেখবে) আসমানের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপর তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুত ঝলক (চোখে ঝাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্সপ্লোজিভ করে দিয়ে যাবে;

الْمُرْتَرِ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ ۚ يَكَادُ سَنَاقِرُهُ يَنْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿৪৪﴾

৪৪. আল্লাহ তায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান; অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে এর মাঝে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿৪৫﴾

৪৫. (যমীনের ওপর) বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই আল্লাহ তায়ালা পানি থেকে পয়দা করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু চলে তার বৃকের ওপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দু'পায়ের ওপর, (আবার) কিছু চলে চার (পা)-এর ওপর (ভর করে); আল্লাহ তায়ালা (যখন) যা চান (তখন) তাই পয়দা করেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿৪৬﴾

৪৬. আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿৪৭﴾

৪৭. (যারা মোনাফেক) তারা বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর আনুগত্য করেছি, (অথচ) এর একটু পরেই তাদের একটি দল (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়; ওরা আসলে মোমেনই নয়।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿৪৮﴾

৪৮. যখন ওদের আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে (আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের পারস্পরিক (বিরোধের) মীমাংসা করা যায়, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে।

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٧﴾

৪৯. যদি এ (বিচার ফয়সালার) বিষয়টা তাদের সপক্ষে যায়, তাহলে তারা একান্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে;

وَأَن يَّكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذِئِبِينَ ﴿٨٨﴾

৫০. এদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি আছে, না এরা (রসূলের নবুওতের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে, অথবা এরা কি ভয় করে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি কোনো রকম অবিচার করবেন? (আসলে) তারা নিজেরাই হচ্ছে যালেম।

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٨٩﴾

৫১. (অপর দিকে) ঈমানদার লোকদের কথা (তো এমনি) হয়— যখন তাদের পারস্পরিক বিচার ফয়সালার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ) শুনলাম এবং তা (যথাযথ) মেনেও নিলাম; বস্তুত এরাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

৫২. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং তাঁর (নাফরমানী থেকে) বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٩١﴾

৫৩. (হে নবী,) এ (মোনাফেক) লোকেরা আল্লাহ তায়ালা নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে (হে নবী,) তুমি যদি আদেশ করো তাহলে তারা (ঘরবাড়ী ছেড়ে) অবশ্যই তোমার সাথে বেরিয়ে যাবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তোমরা (বেশী বেশী) শপথ করো না, (তোমাদের) আনুগত্য (আমার) জানা (আছে); তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা ভালো করেই জানেন।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أُمِرُوا لَيُخْرِجَنَّ قُلٌ لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾

৫৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (হ্যাঁ) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা দ্বীন পৌছানোর) যে দায়িত্ব তাঁর ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে সে দায়ী, (অপরদিকে আনুগত্যের) যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে তোমরা দায়ী; যদি তোমরা তাঁর কথামতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; রসূলের কাজ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালা কথামতো) ঠিক ঠিকমতো পৌছে দেয়া।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে,

وَعَلَى اللَّهِ الدِّينُ الْأَمْنُ ۚ وَكَمَلُوا الصَّلَاةَ

তাদের সাথে আল্লাহ তায়াল্লা ওয়াদা করেছেন, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন—যেমনভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবনবিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থা (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দেবেন, (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে (এবং যারা তাঁর নেয়ামতের) নাফরমানী করবে তারাই গুনাহগার (বলে পরিগণিত হবে)।

لَيْسْتَخْلَفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٩٥﴾

৫৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য করো, আশাকরা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٦﴾

৫৭. কাফেরদের ব্যাপারে কখনো একথা ভেবো না যে, তারা (আমার) যমীনে (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে, তাদের ঠিকানা তো হচ্ছে জাহান্নাম; (আর) কতো নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْبَصِيرَةُ ﴿٩٧﴾

৫৮. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো (মনে রেখো), তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তিন সময় তোমাদের (কাছে আসার জন্যে) অনুমতি চেয়ে নেয় (সে সময়গুলো হচ্ছে); ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা (কিছুটা আরাম করার জন্যে) নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র (শিথিল করে) রাখো এবং এশার নামাযের পর। (মূলত) এ তিনটি (সময়) হচ্ছে তোমাদের পর্দা অবলম্বনের (সময়), এগুলোর পর (অন্য সময়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই, না এতে তাদের জন্যে কোনো রকমের দোষ আছে; (কেননা) তোমরা তো সব সময়ই একে অপরের কাছে আসা যাওয়া করো, আল্লাহ তায়াল্লা এভাবেই (নিজের) নির্দেশগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; (বস্তৃত) আল্লাহ তায়াল্লা মহাজ্ঞানী, প্রবল প্রজ্ঞাবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ فِيكُمْ أَيَّمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۚ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كُنْ لَكَ يَبِينُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٨﴾

৫৯. তোমাদের (নিজেদের) সন্তানরাও যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তারাও যেন (তোমাদের কামরায় প্রবেশের আগে) সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেভাবে তাদের আগে (বড়োরা) অনুমতি নিতো; আল্লাহ তায়াল্লা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে খুলে খুলে বর্ণনা করেন; আল্লাহ তায়াল্লা (সব কিছু) জানেন, তিনি পরম কুশলী বটে।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كُنْ لَكَ يَبِينُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٩﴾

৬০. বৃদ্ধা নারী যাদের (এখন আর) কারো বিয়ের (বন্ধনে আসার) আশা নেই, তাদের ওপর কোনো দোষ নেই, যদি তারা তাদের (শরীর থেকে অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, (তবে শর্ত হচ্ছে) তারা সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী হবে না; (অবশ্য) এ (অতিরিক্ত কাপড় খোলা) থেকেও যদি তারা বিরত থাকতে পারে তা (তাদের জন্যে) ভালো; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬১. যে ব্যক্তি অন্ধ- তার ওপর কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে পঙ্গু তার ওপরও কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে ব্যক্তি অসুস্থ তার ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তোমাদের নিজেদের ওপরও কোনো দোষ নেই- যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কিছু খেয়ে নাও, একইভাবে এটাও তোমাদের জন্যে দূষণীয় হবে না, যদি তোমরা তোমাদের পিতা (পিতামহের) ঘরে, মায়ের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে, (আবার) এমন সব ঘরে- যার চাবি তোমাদের অধিকারে রয়েছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে (কিছু খাও); অতপর এতেও কোনো দোষ নেই, (এসব জায়গায়) তোমরা সবাই একত্রে খাবে কিংবা আলাদা আলাদা খাবে, তবে যখন (এসব) ঘরে প্রবেশ করবে তখন একে অপরের প্রতি সালাম করবে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে (তাঁরই নির্ধারিত) কল্যাণময় এক পবিত্র অভিবাদন; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তোমরা (এসব বিধিনিষেধের মর্ম) অনুধাবন করতে পারবে।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ مِنْ يُقْكُمُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كُنْ لِلَّكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

৬২. (খাঁটি ঈমানদার তো হচ্ছে তারা,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান আনে, কখনো যদি তারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে তাঁর সাথে একত্রিত হয় তাহলে যতোক্ষণ তারা তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চাইবে না, ততোক্ষণ তারা (সেখান থেকে) কেউ সরে যাবে না; (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস করে, যদি তারা কখনো তাদের নিজেদের কোনো কাজে (বাইরে যাবার জন্যে) তোমার কাছে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিয়ো এবং আল্লাহ তায়ালায় কাছে এদের গুনাহ মাফের জন্যে দোয়া করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা রসূলের ডাককে পারস্পরিক ডাকের মতো মনে করো না; আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকদের ভালো করেই জানেন যারা (নিজেদের) আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজুহাতে) সরে যায়, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের (এ ব্যাপারে) ভয় করা উচিত, (এ বিরুদ্ধাচরণের জন্যে) তাদের ওপর (এ দুনিয়ায়) কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে, কিংবা (পরকালে) কোনো কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٧

৬৪. জেনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালায় জন্যে (নিবেদিত), তোমরা যে (অবস্থার) ওপর আছো; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই (তা) জানেন; যেদিন মানুষ সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যবর্তিত হবে, অতপর তিনি তাদের সবকিছুই জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করতো; আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই ওয়াকৈফহাল।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَآ تِرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥٨

৬৮

আয়াত ৭৭
রুকু ৬بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে-সূরা আল ফোরকান
মক্কায় অবতীর্ণ

১. কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর (সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী) ‘ফোরকান’ নাযিল করেছেন, যাতে করে সে (নবী) সৃষ্টিকুলের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে,

تَبَرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۚ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥٩

২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা-) যাঁর জন্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব, তিনি কখনো কাউকে (নিজের) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি-না (তাঁর এ) সার্বভৌমত্বে অন্য কারো কোনো অংশ আছে, তিনিই প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন এবং তিনি তাঁর (প্রত্যেকটি সৃষ্টির) জন্যে (আলাদা আলাদা) পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ٦٠

৩. (এ সত্ত্বো) এ (মোশরেক) লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে) তারা (যেমন) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, তেমনি নিজেরা নিজেদের কোনো উপকারও করতে সক্ষম নয়, তারা কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না- কাউকে জীবনও দিতে পারে না, পারে না (কাউকে) পুনরায় (কবর থেকে) উঠিয়ে আনতে।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ٦١

৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অবিশ্বাস করে, তারা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এ তো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা এ ব্যক্তি নিজে থেকে বানিয়ে নিয়েছে

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَنْفُكَ ۖ فَاتَّبِعْهُ

এবং (এ কাজে) অন্য জাতির লোকেরা তার ওপর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, (মূলত এসব বলে) এরা (এক জঘন্য) যুলুম ও (নির্জলা) মিথ্যা নিয়ে হাযির হয়েছে।

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝٨

৫. তারা বলে, এ (কোরআন) হচ্ছে সেকালের উপকথা, যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে এগুলো পড়া হয়।

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٩

৬. (হে নবী,) তুমি বলো, এ (কোরআন) তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আকাশসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٠

৭. ওরা বলে, এ আবার কেমন (ধরনের) রসূল- যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে; কেন তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে তার সাথে (আযাবের) সতর্ককারী হয়ে থাকতো,

وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝١١

৮. কিংবা (গায়ব থেকে) তার কাছে কোনো ধনভান্ডার এসে পড়লো না কেন, অথবা তার কাছে একটি বাগানই না হয় থাকতো, যা থেকে সে (খাবার) খেতো; এ যালেম লোকেরা (মুসলমানদের) বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْكُورًا ۝١٢

৯. (হে নবী,) চেয়ে দেখো, ওরা তোমার সম্পর্কে কি ধরনের কথা বানাচ্ছে, এরা (আসলেই) গোমরাহ হয়ে গেছে, তারা আর কখনো সঠিক পথ পাবে না।

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝١٣

১০. (হে নবী, তুমি বলো,) আল্লাহ তায়ালা এমন এক মহান সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগানসমূহও দান করতে পারেন, যার নিম্নদেশে (অমিয়) বর্ণধারা প্রবাহিত হবে, তিনি (তোমাদের আরো) দিতে পারেন (সুরম্য) প্রাসাদসমূহ!

تَبَرَّكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝١٤

১১. এরা মূলত কেয়ামতের দিনকেই অস্বীকার করে; আর যারাই কেয়ামত অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١٥

১২. তারা যখন দূর থেকে তাদের (জাহান্নামীদের) দেখবে, তখন (স্পষ্টত) তার গর্জন ও চীৎকার তারা শুনতে পাবে।

إِذَا رَأَوْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيٓظًا وَزَفِيرًا ۝١٦

১৩. অতপর হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় যখন তাদের জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেয়া হবে,

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ ۚ

তখন সেখানে তারা শুধু (মৃত্যুর) ধ্বংসকেই ডাকতে থাকবে;

دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝۳۹

১৪. (তখন তাদের বলা হবে,) আজ তোমরা ধ্বংস হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং ডাকো বহুবার— (কোনো ডাকই আজ কাজে আসবে না)।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا ۝۴০

১৫. (হে নবী,) তুমি বলো, (জাহান্নামের) এ (কঠোর আযাব) শ্রেয়— না সেই স্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা মোতাকীদের (আগেই) দিয়ে রাখা হয়েছে; এ (জান্নাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরস্কার ও (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তনের স্থান!

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ
مَصِيرًا ۝৪১

১৬. সেখানে তারা যা কিছু পেতে চাইবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে, (তাও আবার) থাকবে স্থায়ীভাবে; এ প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন তোমার মালিকেরই দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٍ ۚ يَنْ كَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعْدًا مُسْتَوْلاً ۝৪২

১৭. যেদিন তিনি এ (মোশরেক) ব্যক্তিদের এবং তাদের ও তাদের (মাবুদদের)— যাদের এরা আল্লাহর বদলে এবাদাত করতো, (সবাইকে) একত্রিত করবেন, অতপর তিনি (সে মাবুদদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছো, না তারা নিজেরাই (সত্য থেকে) বিচ্যুত হয়ে গেছে;

وَيَوْمَ يَكْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَقُولُ ۖ أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي
هَؤُلَاءِ ۖ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝৪৩

১৮. ওরা বলবে (হে আল্লাহ), তুমি পবিত্র, তুমি মহান, তোমার বদলে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে শোভনীয় ছিলো না, তুমি তো এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের (নানা) ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে, (এগুলো পেয়ে) তারা এমনকি (তোমার) স্মরণকেও ভুলে বসেছে এবং তারা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ
نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝৪৪

১৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আজ) তোমরা যা বলছো এ (মাবুদ)-রা তো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতএব (এখন আর) তোমরা (আমার আযাব) সরাতে পারবে না, না (তোমরা আজ) কারো সাহায্য পাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (আমার আনুগত্যের) সীমালংঘন করে তাহলে তাকে আমি কঠোর আযাব আশ্বাদন করাবো।

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ
فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ
يُظْلِمِ مِنْكُمْ نَفْسَهُ عَنْ آبَا كَبِيرًا ۝৪৫

২০. (হে নবী,) তোমার আগে আমি আরো যতো রসূল পাঠিয়েছি, তারা (মানুষের মতোই) আহার করতো, (মানুষদের মতোই) তারা হাটে বাজারে যেতো (আসল কথা হচ্ছে); মানুষদের মধ্য থেকে রসূল পাঠিয়ে আমি তোমাদের একজনকে আরেকজনের জন্যে পরীক্ষা (-র উপকরণ) বানিয়েছি; (এ পরীক্ষায়) তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে না? তোমার রব (কিছু) সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ ۚ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝৪৬



২১. যারা আমার সাথে (তাদের) সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, কতো ভালো হতো যদি আমাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালা) কোনো ফেরেশতা নাথিল করা হতো, অথবা আমরা যদি আমাদের মালিককে দেখতে পেতাম! তারা নিজেদের বড়ো (অহংকারী) মনে করলো এবং তারা (আল্লাহর নাফরমানীতেও) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন করে ফেললো।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُتُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۖ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْهُ عُتْوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

২২. যেদিন (সত্যিই) তারা সে ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন (কিছু) অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবে না, (বরং) তারা বলবে, (হে আল্লাহ, এদের থেকে) আমরা (তোমার কাছে) আশ্রয় চাই- আশ্রয় চাই। (কারণ ফেরেশতারা হবে আযাবের প্রতীক)।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

২৩. (এবার) আমি তাদের সে সব কর্মকাণ্ডের দিকে মনোনিবেশ করবো, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে, আমি তাকে উড়ন্ত ধূলিকণার মতোই (নিষ্ফল) করে দেবো।

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন জান্নাতের অধিবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অত্যন্ত মনোরম।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

২৫. (সেদিনকে স্মরণ করো,) যেদিন আসমান তার মেঘমালা নিয়ে ফেটে পড়বে, আর দলে দলে ফেরেশতারা (যমীনে) নেমে আসবে।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

২৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তায়ালা জন্যে; যারা তাকে অস্বীকার করেছে তাদের ওপর সেদিনটি হবে (বড়োই) কঠিন!

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

২৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষোভে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রসূলের সাথে (দ্বীনের) পথ অবলম্বন করতাম!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ ۖ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

২৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুক লোকটিকে আমার বন্ধু না বানাতাম!

يُوَلِّتُنِي لِئَتْنِي لِمَ اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

২৯. আমার কাছে (দ্বীনের) উপদেশ আসার পর সে লোকটি আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলো; আর শয়তান তো (সব সময়ই) মানুষকে (পথভ্রষ্ট করে) কেটে পড়ে।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

৩০. রসূল বলবে, হে আমার রব, অবশ্যই আমার জাতি কোরআনকে (একটি) পরিত্যাজ্য (বিষয়) মনে করেছিলো।

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

৩১. (হে নবী,) এভাবেই আমি (প্রত্যেক যুগের) অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে থাকি; (অবশ্য) তোমার পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করার জন্যে তোমার রব একাই যথেষ্ট!

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

৩২. যারা (কোরআন) অস্বীকার করে তারা বলে, (এ) পুরো কোরআনটা তার ওপর একবারে নাযিল করা হলো না কেন? (আসলে কোরআন তো) এভাবেই (নাযিল হয়েছে), যাতে করে এ (ওহী) দ্বারা আমি তোমার অন্তর ময়বুত করে দিতে পারি, (আর এ কারণেই) আমি একে থেমে থেমে নাযিল করেছি।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ
لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

৩৩. ওরা তোমার কাছে যে কোনো ধরনের বিষয় নিয়েই আসুক না কেন, আমি (সাথে সাথেই) তোমার কাছে (এর একটা) যথার্থ (সমাধান) এনে হাযির করি এবং (তার) একটা সুন্দর ব্যাখ্যাও (তোমাকে বলে দেই),

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের (কেয়ামতের দিন) মুখের ওপর ভর দিয়ে জাহান্নামের সামনে জড়ো করা হবে, ওদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট, আর ওরা নিজেরাও হবে অতিশয় পথভ্রষ্ট।

الَّذِينَ يُكْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

৩৫. অবশ্যই আমি মূসাকে (তাওরাত) কিতাব দান করেছি এবং তাঁর ভাই হারুনকে আমি তাঁর সাথে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়েছি,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ
أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা উভয়েই (আমার হেদায়াত নিয়ে) এমন এক জাতির কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে; অতপর (আমাকে অস্বীকার করায়) আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিয়েছি;

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا ۖ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

৩৭. (একইভাবে) যখন নূহের সম্প্রদায়ও আমার রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তখন আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি এবং আমি ওদেরকে (পরবর্তী) মানুষদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় করে রেখেছি; আমি যালেমদের জন্যে মর্মভুদ আযাব ঠিক করে রেখেছি,

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَاعْتَدْنَا
لِظَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

৩৮. (একই নিয়মে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি 'আদ, সামুদ ও 'রাস'-এর অধিবাসীদের এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালীন আরো বহু সম্প্রদায়কেও,

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا
بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

৩৯. (তাদের) প্রত্যেকের কাছেই আমি (আগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের) নিদর্শনসমূহ উপস্থাপন করেছি, (সতর্কবাণী না শোনার কারণে) আমি সবাইকে নির্মূল করে দিয়েছি।

وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا
تَتَبِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০. এরা তো সে জনপদ দিয়ে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে, যার ওপর আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো; ওরা কি এসব দেখছিলেন না? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (পুনরায়) জীবিত হওয়ার কোনো আশাই পোষণ করে না।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْفَرِيقَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مِنْ السَّمَاءِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرَءُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

৪১. (হে নবী,) এরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রোপের পাত্ররূপেই গণ্য করে (এবং বলে); এই কি সে লোক, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল করে পাঠিয়েছেন!

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْتَحِذُوا مِنْكَ إِلَّا هُزُوعًا ۚ هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪২. এ ব্যক্তি তো আমাদের দেবতাদের (এবাদাত) থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতই করে দিতো যদি আমরা তাদের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকতাম; (হ্যাঁ,) তারা যখন আযাবকে (স্বচক্ষে) দেখতে পাবে তখন ভালো করেই জানতে পারবে, কে তোমাদের মাঝে বেশী পথভ্রষ্ট ছিলো।

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهِتَمِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে; তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) অভিভাবক হতে পারো?

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে; (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (তার চাইতেও) বেশী পথভ্রষ্ট।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

৪৫. (হে নবী,) তুমি কি তোমার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখো না? কি ভাবে তিনি ছায়াকে বিস্তার করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে তার ওপর একটি স্থায়ী নিষর্গ বানিয়ে রেখেছি,

الَّذِي رَفَعَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدِّ الظِّلِّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۖ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

৪৬. অতপর আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকে গুটিয়ে আনবো।

ثُمَّ قَبْضُنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৭. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি তোমাদের জন্যে রাতকে আবরণ, ঘুমকে আরাম ও দিনকে জেগে ওঠার সময় করে বানিয়ে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

৪৮. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) রহমতের সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর আসমান থেকে (তার মাধ্যমে) বিস্কৃত পানি বর্ষণ করেন,

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

৪৯. তিনি যেন তা দিয়ে মৃত ভূখণ্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে আমি আমার সৃষ্টি করা অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করাতে পারি।

لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا ۖ بَلَدًا مَيِّتًا ۚ وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا ۚ وَأَنَاسِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

৫০. আমি বার বার এ (ঘটনা)-টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু স্বীকারই করলো না।

وَلَقَدْ مَرَرْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ فَنَاءٍ
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

৫১. আমি চাইলে প্রতিটি জনপদে এক একজন সতর্ককারী (নবী) পাঠাতাম,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾

৫২. অতএব, তুমি কাফেরদের পেছনে পড়ো না, তুমি (বরং) এ (কোরআন) দিয়ে তাদের সাথে বড়ো ধরনের জেহাদ করো।

فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

৫৩. তিনি আল্লাহ তায়ালা- যিনি (একই জায়গায়) দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন, একটি হচ্ছে মিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও ক্ষারবিশিষ্ট, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা বানিয়ে রেখেছেন, এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

৫৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষকে (এক বিন্দু) পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তাকে (রক্ত সম্পর্ক দ্বারা) পরিবার (বন্ধন) ও (বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা) শ্বশুরালয়ে পরিণত করেছেন; তোমার রব প্রভূত ক্ষমতাবান,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৫. তারা আল্লাহর বদলে এমন সবকিছুর এবাদাত করে যা- না তাদের কোনো উপকার করতে পারে, না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে; (আসলে) কাফের ব্যক্তি নিজের মালিকের মোকাবেলায় (বিদ্রোহীদেরই বেশী) সাহায্যকারী (হয়)।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا
يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. (হে নবী), আমি তো তোমাকে কেবল (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৭. তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের কাছ থেকে এ জন্যে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, (হাঁ, আমি চাই) প্রতিটি ব্যক্তিই যেন তার রব পর্যন্ত পৌছার (সঠিক) রাস্তা অবলম্বন করে।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِلَّا مِن شَاءِ
أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. (হে নবী,) তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর নির্ভর করো, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তুমি তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো; তাঁর বান্দাদের গুনাহখাতা সম্পর্কে তাঁর অবগত হওয়াই যথেষ্ট,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بُذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৯. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (তাঁর) আরশে সমাসীন হন, (তিনি) অতি দয়াবান, তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে সে লোককে তুমি জিজ্ঞেস করো যে (এ সম্পর্কে) অবগত আছে।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ ۚ ۚ الرَّحْمَنُ فَسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

৬০. যখন ওদের বলা হয়, তোমরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি সাজদাবনত হও, তখন তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ তায়ালার আবার) কে? যাকেই তুমি সাজদা করতে বলবে তাকেই কি আমরা সাজদা করবো? (বস্তৃত তোমার এ আহ্বান) তাদের বিদ্রোহকে বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

সাজদা

৬১. কতো মহান সেই সত্তা, যিনি আসমানে অসংখ্য গল্পজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি (আবার) পয়দা করেছেন প্রদীপ (-সম একটি সূর্য) এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ।

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

৬২. তিনি রাত ও দিনকে (পরস্পরের) অনুগামী করেছেন, (এসব আয়োজন তাদের জন্যে) যারা এসব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কিংবা (সে জন্যে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ لَّيۡنٌ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

৬৩. দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা যমীনে নেহায়াত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তির (খরাপভাবে) তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা (বলে, তোমাদের ওপর) শাস্তি (বর্ষিত হোক)।

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

৬৪. যারা তাদের মালিকের উদ্দেশে সাজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে (তাদের) রাতগুলো কাটিয়ে দেয়।

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬৫. যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আযাবকে সরিয়ে নাও, অবশ্যই তার আযাব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

৬৬. আশ্রয় ও থাকার জন্যে তা (আসলেই) একটি নিকষ্ট জায়গা!

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৭. তারা যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না, (আবার কোনো প্রকার) কার্পণ্যও তারা করে না; বরং তাদের ব্যয় (সব সময় এ দুয়ের) মধ্যবর্তী (একটি ভারসাম্যমূলক) অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৮. যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার হারাম করেছেন তাকে তারা হত্যা করে না, যারা ব্যভিচার করে না, (তারা ই মূলত আল্লাহর নেক বান্দা, অপরদিকে) যে ব্যক্তি এসব (অপরাধ) করবে সে (তার গুনাহের) শাস্তি ভোগ করবে,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৯. কেয়ামতের দিন তার জন্যে এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবে,

يُضَعَّفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلَلُ فِيهِ مِهْنًا ﴿٦٩﴾

৭০. কিন্তু যারা (এসব কিছু থেকে) তাওবা করেছে, (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের গুনাহসমূহকে তাদের নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٠﴾

৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং নেক আমল করে, সে আল্লাহ তায়ালায় কাছেই তাওবা করে যেমন তাওবা করা উচিত।

وَمَنْ تَابَ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٩١﴾

৭২. (দয়াময় আল্লাহ তায়ালায় নেক বান্দা তারাও-) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, (ঘটনাচক্রে) যদি কোনো অযথা বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে একান্ত ভদ্রতার সাথে (সেখান থেকে) সরে পড়ে।

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِالْغَوْرِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٩٢﴾

৭৩. (এরা হচ্ছে এমন লোক,) তাদের কাছে যখন তাদের মালিকের কোনো আয়াত পড়ে (কিছু) স্মরণ করানো হয়, তখন তারা তার ওপর অন্ধ ও বর্ধির হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকে না।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٩٣﴾

৭৪. (নেক বান্দা তারাও) যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো, (উপরন্তু) তুমি আমাদের মোত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٩٤﴾

৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ সেদিন যাদের (সুরম্য) বালাখানা দেয়া হবে, (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের অভিবাদন ও সালামসহ অভ্যর্থনা জানানো হবে,

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٩٥﴾

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; কতো উৎকৃষ্ট সে জায়গা আশ্রয় নেয়ার জন্যে, (কতো সুন্দর সে জায়গা) থাকার জন্যে!

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٩٦﴾

৭৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি (তাঁকে) না ডাকো তাতে আমার রব তোমাদের মোটেই পরোয়া করবেন না, তোমরা (যে তাঁকে) অস্বীকার করো, (তাই) অচিরেই তোমাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে।

قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُرْبِ رَبِّي لَوْ لَدَعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزِمَامًا ﴿٩٧﴾

আয়াত ২২৭
রুকু ১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে-

সূরা আশ শোয়ারা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. ত্বা-সীম, মীম।

طسمر ﴿١﴾

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গ্রন্থের (কতিপয়) আয়াত।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

৩. (হে নবী,) তারা যে ঈমান আনছে না (সে দুঃখে) মনে হচ্ছে তুমি তোমার জীবনটাই ধ্বংস করে দেবে।	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ۖ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝
৪. আমি চাইলে এদের ওপর আসমান থেকে (এমন) নিদর্শন নাযিল করতে পারি, (ফলে) তাদের গর্দান তার সামনে ঝুঁকে যাবে।	إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً ۖ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضُعِينَ ۝
৫. এমন হয়নি যে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে থেকে এদের কাছে কোনো (নতুন) উপদেশ এসেছে; কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ ۖ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝
৬. এরা যেহেতু (আল্লাহর আযাবকে) অস্বীকার করেছে, (তাই) অচিরেই তাদের কাছে সে খবর এসে হাযির হবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো!	فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝
৭. এরা কি যমীনের দিকে নয়র করে দেখে না! আমি কতো কতো ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিসপত্র তাতে উৎপাদন করাই।	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا ۖ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝
৮. নিশ্চয়ই এর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে (আমার সৃষ্টি কৌশলের নানা) নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসী নয়।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
৯. অবশ্যই তোমার রব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
১০. (হে নবী, তুমি তাদের সে কাহিনী শোনাও,) যখন তোমার রব মূসাকে ডাকলেন, সে যেন (দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে) যালেম জাতির কাছে যায়—	وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝
১১. ফেরাউনের জাতির কাছে; তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করবে না?	قَوْمًا فَرَعُونَ ۖ لَا يَتَّقُونَ ۝
১২. সে বললো, হে আমার রব, আমি আশংকা করছি— তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে;	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝
১৩. (এ আশংকায়) আমার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আমার জিহ্বাও তো (ভালো করে) কথা বলতে পারে না, (আমার সাহায্যের জন্যে) তুমি হারুনের কাছেও নবুওত পাঠাও।	وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ۖ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝
১৪. (তা ছাড়া) আমার ওপর তাদের (আগে থেকেই একটা) অপরাধ (—জনিত অভিযোগ) আছে, তাই আমি ভয় করছি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে,	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝
১৫. আল্লাহ তায়াল বলালেন, না, (তা) কখনো হবে না, আমার আয়াত নিয়ে তোমরা উভয়েই (তার কাছে) যাও, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, আমি সবকিছুই শুনতে পাই।	قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ۝

১৬. তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও, তোমরা তাকে বলো, আমরা সৃষ্টিকুলের রব (আল্লাহ তায়ালার) প্রেরিত রসূল,

فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৭. (তাকে আরো বলো) তুমি বনী ইসরাঈলদের আমাদের সাথে যেতে দাও!

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾

১৮. (ফেরাউন এসব শুনে) বললো, (হে মূসা,) আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে লালন পালন করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছরই আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছে।

قَالَ الرَّبُّ رَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

১৯. (তখন) তোমার যা কিছু করার ছিলো তা তুমি করেছে, তুমি তো (দেখছি ভারী) অকৃতজ্ঞ মানুষ!

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

২০. সে বললো (হ্যাঁ), আমি তখন সে কাজটি একান্ত না জানা অবস্থায় করে ফেলেছি;

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

২১. অতপর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে (প্রতিশোধের ব্যাপারে) ভয় পেয়ে গোলাম তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গোলাম, তারপর আমার রব আমাকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে তিনি রসূলদের দলে शामिल করলেন।

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২২. আর তোমার (রাজপরিবারের) সে অনুগ্রহ, যে কথা বলে তুমি আমাকে খোটা দিলে (তার মূল কারণ ছিলো), তুমি বনী ইসরাঈলদের নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে;

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾

২৩. ফেরাউন বললো, সৃষ্টিকুলের রব (আবার) কে?

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. সে বললো, তিনি হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর রব; যদি তোমরা (এ কথাটা) বিশ্বাস করতে!

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা (বসা) ছিলো তাদের বললো, তোমরা কি শুনছো- (মূসা কি বলছে)?

قَالَ لِمَنِ حَوْلَهُ ۖ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. সে বললো, তিনি তোমাদের রব এবং রব তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও।

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. ফেরাউন (তার দলবলকে) বললো, তোমাদের কাছে পাঠানো তোমাদের এ রসূল হচ্ছে (আসলেই) এক বদ্ধ পাগল।

قَالَ إِنَّ رَسُولَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجُنُونٌ ﴿٢٧﴾

২৮. সে বললো, তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকের রব, আরো (রব) এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেসব কিছুরও; যদি তোমরা অনুধাবন করতে!

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. সে বললো (হে মূসা), যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে জেলে ভরবো।

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. সে বললো, আমি যদি তোমার সামনে (নবুওতের) সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ হাযির করি তবুও কি (তুমি এমনটি করবে)?	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝
৩১. সে বললো, (যাও) নিয়ে এসো সে দলীল প্রমাণ, যদি তুমি সত্যবাদী হও!	قَالَ فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
৩২. অতপর সে তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, তৎক্ষণাৎ তা একটি দৃশ্যমান অজগর হয়ে গেলো।	فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝
৩৩. (দ্বিতীয় নিদর্শন হিসেবে) সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, (সাথে সাথেই) তা দর্শকদের সামনে চমকতে লাগলো।	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّظَرِيْنَ ۝
৩৪. (ফেরাউন) তার আশেপাশে উপবিষ্ট দরবারের বড়ো আমলাদের বললো, এ তো (দেখছি) আসলেই একজন সুদক্ষ যাদুকর!	قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ۝
৩৫. সে তার যাদু (-র শক্তি) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরই বের করে দিতে চায়, বলো, এখন তোমরা আমাদের (এ ব্যাপারে) কি পরামর্শ দেবে?	يُرِيدُ أَنْ يَبْخِرَ كُفْرًا مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝
৩৬. তারা বললো, তুমি তাকে ও তার ভাইকে (কিছু) অবকাশ দাও এবং (এ সুযোগে) তুমি শহরে বন্দরে (যাদুকরদের নিয়ে আসার ফরমান দিয়ে) সংগ্রাহকদের পাঠিয়ে দাও।	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝
৩৭. তারা যেন প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার সামনে এনে হাযির করে।	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيمٍ ۝
৩৮. অতপর এক নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট সময়ে (সতি সতিই দেশের) সব যাদুকরদের একত্রিত করা হলো,	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِيَقَابِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝
৩৯. সাধারণ মানুষদের বলা হলো, তোমরাও কি (সেখানে) একত্রিত হবে?	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝
৪০. আমাদের আশা, যদি যাদুকররা (আজ) বিজয়ী হয় তাহলে আমরা (মুসাকে বাদ দিয়ে) তাদের অনুসরণ করতে পারবো।	لَعَلَّنَا تَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝
৪১. অতপর যাদুকররা এসে যখন ফেরাউনকে বললো, আমরা যদি (আজ) জয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্যে (পর্যাপ্ত) পুরস্কার থাকবে তো?	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِن لَّنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَكْهُنُ الْغَالِبِينَ ۝
৪২. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই), তেমন অবস্থায় তোমরাই তো (হবে) আমার ঘনিষ্ঠ জন!	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَئِن الْمُقَرَّبِينَ ۝
৪৩. (মোকাবেলা শুরু হয়ে গেলে) মুসা তাদের বললো (হাঁ), তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে!	قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مَلْعُونُونَ ۝
৪৪. অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি (মাটিতে) ফেললো এবং তারা বললো, ফেরাউনের ইযযতের কসম, অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো।	فَالْقُوا جِبَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَكْهُنُ الْغَالِبُونَ ۝

৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, সহসা তা (অজগর হয়ে) তাদের (যাদুর) অলীক সৃষ্টিগুলো গ্রাস করতে লাগলো,

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অতপর (ঘটনার আকস্মিকতা) যাদুকরদের সাজদাবনত করে দিলো,

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. তারা বললো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

قَالُوا إِنَّا بربِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. (ঈমান আনলাম) মূসা ও হারুনের মালিকের ওপর।

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (ক্রোধান্বিত হয়ে) সে (ফেরাউন) বললো, (একি!) আমি তোমাদের (কোনো রকম) অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার (মালিকের) ওপর ঈমান এনে ফেললে! (বুঝতে পারছি, আসলে) এই হচ্ছে তোমাদের বড়ো (গুরু), এ-ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতিসত্ত্বর তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে; আমি তোমাদের হাত ও পা-বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো, অতপর আমি তোমাদের সবাইকেই শূলে চড়াবো,

قَالَ امْتَرُوا لَهٗ قَبْلَ أَن أَذْنَكُمُ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَا تَقْطَعُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وُصْلَبْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা বললো, (এতে) আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই, অবশ্যই আমরা আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবো,

قَالُوا لَا ضَرَرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. আমরা আশা করবো আমাদের রব আমাদের (যাদু সংক্রান্ত) সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন, কেননা আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ۚ إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

৫২. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠিয়ে বললাম, রাত থাকতে থাকতেই তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে যাও, (সাবধান থেকে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিছু) তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা হবে।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي ۖ إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. ইতিমধ্যে ফেরাউন (সৈন্য জড়ো করার জন্যে) শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো,

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. (সে বললো,) এরা তো হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র,

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. এরা আমাদের (অনেক) ক্রোধের উদ্বেগ ঘটিয়েছে,

وَأَنهَمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. (এদের মোকাবেলায়) আমরা হচ্ছি একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী;

وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حٰزِمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি (ধীরে ধীরে) তাদেরকে উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারাসমূহ থেকে বের করে আনলাম,

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ جَنَّتٍ وَعَيْونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. (বের করে আনলাম) তাদের (সম্ভ্রান্ত) ধনভান্ডারসমূহ ও সুরম্য প্রাসাদ থেকে—

وَكُنُوزٍ وَمَقَآئِرَ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِي اِسْرَءٰٓءِيْلَ ﴿٢٥﴾

فَاتَّبِعُوهُمْ مَشْرِقِينَ ﴿٥٥﴾

فَلَمَّا تَرَأَ الْجُمُعِیْنَ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى
إِنَّا لَنَرُکُمْ نَکُونُ ۝۵۵

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٥٢﴾

فَآوِجَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الْعَظِيمِ ﴿٥٥﴾

وَأَزَلَفْنَا ثَمَرَ الْآخِرِينَ ﴿٥٨﴾

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٤﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرَيْنَ ﴿٦٠﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾

وَأَنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥٦﴾

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٩٥﴾

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عُكْفَيْنِ ﴿٩٥﴾

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُفْرًا أَذْ تَعُونَ ﴿٩٢﴾

أَوْ يَنْفَعُوا نَكْمَرُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٩٥﴾

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَنُ لَكَ يَفْعَلُونَ ﴿٩٨﴾

৭৫. সে বললো, তোমরা কি কখনো তাদের ব্যাপারটা চিন্তা ভাবনা করে দেখেছো—যাদের তোমরা এবাদাত করো,

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. তোমরা নিজেরা (যেমনি করছো)— তোমাদের আগের লোকেরাও (তেমনি করেছে),

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. (এভাবে যাদের এবাদাত করা হচ্ছে,) তারা সবাই হচ্ছে আমার দুশমন। সৃষ্টিকুলের মালিকের কথা আলাদা—

فَانْهَرُوا لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ ﴿٧٧﴾

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর যিনি আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন,

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

৭৯. তিনিই আমাকে আহাৰ্য্য দেন, তিনিই (আমার) পানীয় যোগান,

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

৮০. আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন,

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আমাকে আবার (নতুন) জীবন দেবেন,

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

৮২. শেষ বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকেই আমি এ আশা করবো, তিনি আমার গুনাহসমূহ মার্ফ করে দেবেন;

وَالَّذِي آتَىٰ أَطْعَمَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

৮৩. (অতপর ইবরাহীম দোয়া করলো,) হে আমার রব, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো—

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. এবং পরবর্তীদের মাঝে তুমি আমার উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখো,

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আমাকে তুমি (তোমার) নেয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ে,

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

৮৬. আমার পিতাকে (হেদায়াতের তাওফীক দিয়ে) তুমি মার্ফ করে দাও, কেননা সে পথভ্রষ্টদের একজন,

وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. (যেদিন সব মানুষদের) পুনরায় জীবন দেয়া হবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করো না।

وَلَا تُكْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. সেদিন (কারো) ধন সম্পদ কাজে লাগবে না— না সন্তান সন্ততি (কোনো কাজে আসবে),

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. অবশ্য যে আল্লাহর কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাযির হবে তার কথা আলাদা;

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

৯০. (সেদিন) জান্নাতকে মোত্তাকীদের একান্ত কাছে নিয়ে আসা হবে—

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. এবং জাহান্নামকে গুনাহগারদের জন্যে উন্মোচিত করে দেয়া হবে,

وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِيں ﴿٩١﴾

৯২. (তখন) তাদের বলা হবে, (বলো) এখন কোথায় তারা, (দুনিয়ার জীবনে) যাদের তোমরা এবাদাত করত?

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (তোমরা যাদের) ডাকতে, আজ তারা কি তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে? না তারা নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচাতে পারবে?

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكَ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. অতপর (যাদের তারা পূজা করতো) তারা এবং পথভ্রষ্ট মানুষ (যারা তাদের এবাদাত করতো), সবাইকে সেখানে অধোমুখী করে নিষ্ক্ষেপ করা হবে,

فَكَبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. (নিষ্ক্ষেপ করা হবে) ইবলীসের সমুদয় বাহিনীকেও;

وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. সেখানে (গিয়ে) তারা নিজেরা এক (মহা) বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং (প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাবুদদের) বলবে—

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম,

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾

৯৮. (বিশেষ করে) যখন আমরা সৃষ্টিকুলের রব (আল্লাহ)-এর সাথে তোমাদেরও (তাঁর) সমকক্ষ মনে করতাম।

إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. (আসলে) কতিপয় অপরাধী ব্যক্তিই আমাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. (হায়! আজ) আমাদের (পক্ষে কথা বলার) জন্যে কেউই রইলো না,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾

১০১. না আছে (এমন) কোনো সুহৃদ বন্ধু (যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ পেশ করবে)

وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. কতো ভালো হতো যদি আমাদের আরেকবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. নিসন্দেহে এ (ঘটনার) মাঝে (শিক্ষার) নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. নিশ্চয়ই তোমার রব পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫. নূহের জাতির লোকেরাও (আমার) রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. যখন তাদেরই ভাই নূহ তাদের বললো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. আমি এ (দাওয়াত পৌছানোর) জন্যে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করি না,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ

আমার যা পারিশ্রমিক তা তো রাব্বুল আলামীনের কাছেই (মজুদ) রয়েছে,

إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

১১১. তারা বললো, আমরা কিভাবে তোমার ওপর ঈমান আনবো— (আমরা দেখতে পাচ্ছি) কতিপয় নীচু লোক তোমার অনুসরণ করছে;

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ۝

১১২. সে বললো, ওরা (কে) কি কাজ করে তা আমার জানার (বিষয়) নয়।

قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১১৩. তাদের (কাজের) হিসাবের বিষয় সম্পূর্ণ আমার মালিকের, (কতো ভালো হতো এ কথাটা) যদি তোমরাও বুঝতে পারতে!

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ۝

১১৪. এটা আমার কাজ নয় যে, যারা ঈমান আনবে (সামাজিক মানের কারণে) আমি তাদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবো,

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১৫. (উঁচু নীচু সবার জন্যেই—) আমি একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই;

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مَّبِينٌ ۝

১১৬. তারা বললো, হে নূহ, যদি তুমি (এ কাজ থেকে) ফিরে না আসো, তাহলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَرْتُدْ عَنْ يَمِينِكَ يَتَّبِعُكَ يَنْبُوحٌ لَّتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝

১১৭. সে বললো, হে আমার রব, আমার জাতি অবশ্যই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে!

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝

১১৮. তুমি আমার এবং তাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দাও, তুমি আমাকে এবং আমার সাথে যেসব ঈমানদার মানুষরা আছে তাদের (সবাইকে) এদের (ফেতনা) থেকে উদ্ধার করো।

فَاتَّخَذَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১৯. আমি তাকে এবং তার সংগী সাথী যারা—ভরা নৌকায় (তার সাথে) আরোহী ছিলো, তাদের (মহাপ্লাবন থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْبَاشِكُونَ ۝

১২০. অতপর অবশিষ্ট লোকদের আমি (মহা প্লাবনে) ডুবিয়ে দিলাম;

ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْلَ الْبَقِيَّةِ ۝

১২১. এ ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয়) নিদর্শন আছে; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

১২২. অবশ্যই তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১২৩. আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝

১২৪. যখন তাদেরই একজন ভাই তাদের বললো, এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

১২৫. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার পাঠানো) একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢٥﴾

১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٢٦﴾

১২৭. আমি তো এ জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান রয়েছে রাক্বুল আলামীন (আল্লাহ তায়াল)-এর কাছেই;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (-সৌধ হিসেবে বড়ো বড়ো ঘর) বানিয়ে নিচ্ছে! এগুলো তোমরা (কিছু) অপচয় (হিসেবেই) করছো,

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿٢٨﴾

১২৯. এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছে, (দেখে মনে হয়) তোমরা বুঝি এখানে চিরদিন থাকবে,

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿٢٩﴾

১৩০. তোমরা যখন কারও ওপর আঘাত হানো, সে আঘাত হানো অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বৈচ্ছাচারী হিসেবে,

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿٣٠﴾

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٣١﴾

১৩২. তোমরা ভয় করো তাঁকে- যিনি তোমাদের এমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা ভালো করেই জানো,

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

১৩৩. তিনি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন,

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾

১৩৪. (সাহায্য করেছেন সুরম্য) উদ্যানমালা ও ঝর্ণাধারা দিয়ে,

وَجَنِّتٍ وَعيونٍ ﴿٣٤﴾

১৩৫. সত্যিই আমি (এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে) তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি,

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

১৩৬. তারা বললো (হে নবী), তুমি আমাদের কোনো উপদেশ দাও কিংবা না দাও; উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান,

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿٣٦﴾

১৩৭. (তোমার) এ সব কথা আগের লোকদের কিছু নিয়মনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়,

إِنَّ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾

১৩৮. (আসলে) আমাদের কখনো আযাব দেয়া হবে না,

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾

১৩৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, আমিও তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম, (মূলত) এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (শিক্ষণীয়) নির্দশন,

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ

(তা সত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾

১৪০. অবশ্যই তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦০﴾

১৪১. (এভাবে) সামুদ্র জাতিও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦١﴾

১৪২. যখন তাদেরই ভাই সালেহ তাদের বলেছিলো (তোমাদের এ কি হলো), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَاتْتَقُونَ ﴿٦٢﴾

১৪৩. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٦٣﴾

১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٤﴾

১৪৫. আমি তো তোমাদের কাছে এ কাজের ওপর কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার পারিশ্রমিক তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ)-এর কাছেই (মজুদ) রয়েছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

১৪৬. (তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে,) এ (দুনিয়া)-র মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার মধ্যে নিরাপদে (বাস করার জন্যে) তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে,

أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿٦٦﴾

১৪৭. নিরাপদ থাকবে (তোমরা) উদ্যানমালা ও ঋণাধারার মধ্যে?

فِي جَنَّتٍ وَعَيْونٍ ﴿٦٧﴾

১৪৮. শস্যক্ষেত্র, নায়ক ও ঘন গোছাবিশিষ্ট খেজুর বাগিচার মধ্যে (কি তোমরা নিরাপদ?)

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿٦٨﴾

১৪৯. তোমরা যে নিপুণ শিল্প দ্বারা পাহাড় কেটে রং চং করে বাড়ী বানাও (তাতে কি তোমরা নিরাপদ?)

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿٦٩﴾

১৫০. (অতএব) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٧০﴾

১৫১. (সেসব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না—

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧١﴾

১৫২. যারা (আল্লাহর) যমীনে শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং কখনো (সমাজের) সংশোধন করে না।

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٧٢﴾

১৫৩. (এসব শুনে) তারা বললো (হে সালেহ), আসলেই তুমি হচ্ছে একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি,

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿٧٣﴾

১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো!

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَآتِ بَايَةَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٤﴾

১৫৫. সে বললো- এ উষ্ট্রীই (হচ্ছে আমার প্রমাণ), এর জন্যে (কুয়ার) পানি পান করার (নির্দিষ্ট) পালা থাকবে, আর একটি নির্দিষ্ট দিনের পালা থাকবে তোমাদের (পশুদের পানি) পান করার জন্যে,	قَالَ هِيَ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿٥٥﴾
১৫৬. কখনো একে কোনো রকম খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না, নতুবা বড়ো (কঠিন) দিনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।	وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿٥٦﴾
১৫৭. তারা (পায়ের নলি কেটে দিয়ে) সেটিকে হত্যা করলো, অতপর (কঠিন শাস্তি দেখে) তারা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলো,	فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيبِينَ ﴿٥٧﴾
১৫৮. এরপর (আল্লাহ তায়ালা) শাস্তি এসে তাদের গ্রাস করলো, এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (আল্লাহ তায়ালা)র বিশেষ নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ তো ঈমানই আনে না।	فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾
১৫৯. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥٩﴾
১৬০. (একইভাবে) লূতের জাতিও (আল্লাহর) রসূলদের অস্বীকার করেছে,	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٠﴾
১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদের বললো (এ কি হলো তোমাদের), তোমরা কি (আল্লাহর আযাবকে) ভয় করবে না?	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾
১৬২. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٦٢﴾
১৬৩. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرًا
১৬৪. আমি এ জন্যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর দরবারেই (মজুদ) রয়েছে;	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾
১৬৫. (এ কি! জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে) তোমরা দুনিয়ার পুরুষগুলোর কাছে যাও!	أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
১৬৬. (অথচ) তোমাদের রব তোমাদের (এ প্রয়োজনের) জন্যে তোমাদের স্ত্রী সাথীদের পয়দা করে রেখেছেন, (আর) তাদেরই তোমরা পরিহার করো, তোমরা (আসলেই) সীমালংঘনকারী জাতি।	وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٦٥﴾
১৬৭. তারা বললো, হে লূত, যদি তুমি তোমার এসব (ওয়ায নসীহত) থেকে নিবৃত্ত না হও, তাহলে তোমাকে বহিস্কার করে দেয়া হবে।	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرُجِينَ ﴿٦٦﴾
১৬৮. সে বললো, আমি তোমাদের এ নোংরা কাজের বড়ো দুষমন;	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿٦٧﴾

১৬৯. (লূত বললো,) হে আমার রব, তারা যা কিছু করে তুমি আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে সেসব (ঘৃণিত কাজ) থেকে বাঁচাও।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

১৭০. অতপর আমি (সত্যি সত্যিই) লূত ও তার পরিবার পরিজনদের সকলকে উদ্ধার করলাম।

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. এক (পাপী) বৃদ্ধাকে বাদ দিয়ে, সে পেছনে থেকে (আযাবে নিমজ্জিত হয়ে) গেলো,

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغُبَرِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২. অতপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলাম,

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. তাদের ওপর আমি (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট ছিলো সেই (আযাবের) বৃষ্টি!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (রয়েছে শিক্ষণীয়) নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. আইকা'র অধিবাসীরাও রসূলদের অস্বীকার করেছিলো,

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যখন শোয়ায়ব তাদের বলেছিলো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نِعَمٌ ﴿١٧٩﴾

১৮০. এ জন্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার পারিশ্রমিক তো সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালায় আছেই মজুদ রয়েছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. (হে মানুষ, মাপের সময়) তোমরা পুরোপুরি মাপে দেবে, (মাপে কম দিয়ে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ো না।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২. (ওযন করার সময়) পাল্লা ঠিক রেখে ওযন করবে,

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. মানুষদের জিনিসপত্রে কখনো কম দেবে না এবং দুনিয়ায় (খামাখা) ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. ভয় করবে তাঁকে— যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন;

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَأَجْبَلَهُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. তারা বললো (হে শোয়ায়ব), তুমি তো যাদুগ্রন্থ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত,

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. তুমি তো আমাদেরই মতো মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই অন্তর্ভুক্ত,

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. (হ্যাঁ,) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যাও, আসমান (ভেংগে) এর একটি টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও।

فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. সে বললো, যা কিছু (উদ্ভট দাবী) তোমরা করছো— আমার রব তা ভালো করেই জানেন,

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের এক ভীষণ আযাব তাদের পাকড়াও করলো, এ ছিলো সত্যিই এক কঠিন দিনের আযাব।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

১৯০. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (শিক্ষার) নিদর্শন আছে; (কিন্তু) তাদের অনেকেই (এর ওপর) ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯১. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

১৯২. (হে নবী,) অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা (একটি গ্রন্থ);

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতা এটা নাযিল করেছে,

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. (নাযিল করেছে) তোমারই মনের ওপর যাতে করে তুমিও সতর্ককারী (নবী)-দের একজন হতে পারো,

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. (একে নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়;

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. আগের (উদ্ভূতদের কাছে) নাযিল করা কিতাবসমূহে অবশ্যই এটি (উল্লিখিত) আছে।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. এটা কি এদের জন্যে দলিল নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরাও এর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছে;

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. যদি আমি এ (কোরআন)-কে (আরবীর বদলে অন্য) কোনো অনারবের ওপর (তার ভাষায়) নাযিল করতাম,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. তারপর সে (অনারব) ব্যক্তি তাদের কাছে এসে (কিতাব) পাঠ করতো, অতপর (ভাষার অজুহাত তুলে) তারা এর ওপর (মোটাই) ঈমান আনতো না;

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

২০০. এভাবেই আমি এ (মিথ্যা)-কে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি;

كَانَ لَكَ سُلْكَهُ فِي قُلُوبِ الْمَجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০১. তারা কখনো এর ওপর ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা কোনো কঠিন আযাব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

২০২. আর সে (আযাব কিন্তু) তাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই, তারা কিছুই টের পাবে না,

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদের কি (কিছু সময়ের জন্যেও) অবকাশ দেয়া হবে?

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪. (অথচ) সে লোকগুলোই (এক সময়) আমার আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলো!

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. তুমি চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি আমি তাদের অনেক দিন ধরে (পার্থিব) ভোগবিলাস ভোগ করতেও দিই,

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬. তারপর যে (আযাব) সম্পর্কে তাদের ওয়াদা করা হয়েছিলো তা (যদি সত্যিই) তাদের কাছে এসে পড়ে,

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭. তাহলে যে বৈষয়িক বিলাস তাদের ভোগ করানো হচ্ছিলো তা তাদের কোন্ কাজে লাগবে?

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾

২০৮. আমি (কাফেরদের) কোনো জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী (নবীরা) মজুদ ছিলো না,

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

২০৯. (এ হচ্ছে মূলত সুস্পষ্ট) উপদেশ, আর আমি তো যালেম নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের ধ্বংস করে দেবো)।

ذِكْرِي ۚ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

২১০. এ (কোরআন)-টি কোনো শয়তান নাযিল করেনি।

وَمَا تَنْزِيلُ بِهِ الشَّيْطَانِ ﴿٢١٠﴾

২১১. ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন কোনো ক্ষমতা রাখে;

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾

২১২. তাদের তো (ওহী) শোনা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে;

إِنْهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

২১৩. অতএব তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালা সাথে অন্য কোনো মারুদকে ডেকো না, নতুবা তুমিও শান্তিযোগ্য লোকদের দুলভুক্ত হয়ে যাবে।

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

২১৪. (হে নবী,) তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের (আল্লাহ তায়ালা আযাব থেকে) ভয় দেখাও,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

২১৫. যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে তোমার অনুবর্তন করবে তুমি তার প্রতি স্নেহের আচরণ করো,

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

২১৬. যদি কেউ তোমার নাফরমানী করে তাহলে তুমি তাকে বলে দাও, তোমরা (আল্লাহ তায়ালা সাথে) যে আচরণ করছো তার (পরিণামের) জন্যে আমি কিন্তু (মোটাই) দায়ী নই,

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৭. (তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী, দয়ালু সত্তা (আল্লাহ তায়ালা)-এর ওপরই ভরসা করো,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

২১৮. যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন, যখন তুমি (নামাযে) দাঁড়াও,

الَّذِي يَرُكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

২১৯. এবং সাজদাকারীদের মাঝে তোমার ওঠা বসাও (তিনি প্রত্যক্ষ করেন)।

وَتَقَلَّبَكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾

২২০. অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছুই) জানেন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

২২১. (হে নবী.) আমি কি তোমাকে বলে দেবো, শয়তান কার ওপর (বেশী) সওয়ার হয়?

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢١﴾

২২২. (শয়তান সওয়ার হয়) প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপী মানুষের ওপর,

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

২২৩. ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট) মিথ্যাবাদী;

يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

২২৪. আর (ভোগবাদী) কবিরা! গোমরাহ ব্যক্তিরাই তাদের অনুসরণ করে;

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

২২৫. তুমি কি দেখতে পাও না, ওরা (কল্পনার হাওয়ায় চড়ে) প্রতিটি ময়দানে উদ্ভাস্তের মতো ঘুরে বেড়ায়,

الَّذِينَ أَنْهَرُوا فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

২২৬. এরা এমন কথা বলে যা তারা নিজেরাও করে না,

وَأَنْهَرُوا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

২২৭. তবে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, নেক কাজ করে এবং বেশী করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, তাদের কথা আলাদা। তাদের ওপর যুলুম করার পরই কেবল তারা (আত্মরক্ষামূলক) প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর যুলুম যারা করে তারা অচিরেই জানতে পারবে তাদের ফিরে যাবার জায়গা কোন্টি যেখানে তারা ফিরে যাবে?

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

আয়াত ৯৩
রুকু ৭بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আন নামল
মক্কায় অবতীর্ণ

১. ত্বা-সীন। এগুলো কোরআনেরই আয়াত এবং এগুলো সুস্পষ্ট কিতাব (-এর অংশ),

طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ①

২. ঈমানদারদের জন্যে (এটা হচ্ছে) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী (গ্রন্থ),

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ②

৩. (ঈমানদার হচ্ছে তারা) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কেয়ামত দিবসের ওপর যারা শক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③

৪. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে আমি (সুন্দর) শোভন করে রেখেছি, ফলে তারা উদ্ধাস্তের মতো (আপন কর্মকাণ্ডের চারপাশে) ঘুরে বেড়াচ্ছে;

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتُنَا لَكُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④

৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠিন আযাব রয়েছে, আর পরকালে এরা (এমন) ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ⑤

৬. (হে নবী,) অবশ্যই তোমাকে প্রবল প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ (আল্লাহ তায়ালা)-এর পক্ষ থেকে (এ) কোরআন দেয়া হয়েছে।

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

৭. (স্মরণ করো,) মূসা যখন তার পরিবারের লোকজনদের বলেছিলো, অবশ্যই আমি আগুন (সদৃশ কিছু) দেখতে পেয়েছি; সেখান থেকে আমি এক্ষুণি তোমাদের কাছে— হয় (পথঘাটের ব্যাপারে) কোনো খোঁজ খবর কিংবা একটি অংগার নিয়ে আসবো, যাতে করে তোমরা (ঠান্ডার সময়) আগুন পোহাতে পারো।

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦

৮. অতপর সে যখন (আগুনের) কাছে পৌঁছলো, তখন তাকে (অদৃশ্য থেকে) আওয়ায দেয়া হলো, বরকতময় হোক সে (জায়গা), যা এ আগুনের ভেতর (আলোকিত হয়ে) আছে, বরকতময় হোক সে (মানুষ) যে এর আশেপাশে রয়েছে; সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালা কতো পবিত্র প্রশংসিত।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَسَبَّحَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ⑧

৯. (আওয়ায এলো,) হে মূসা, আমিই হছি আল্লাহ তায়ালা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

يُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨

১০. হে মূসা, তুমি তোমার (হাতের) লাঠিটা (যমীনে) নিক্ষেপ করো; অতপর সে যখন তাকে দেখলো, তা যমীনে সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, তখন সে (কিছুটা ভীত হয়ে) উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগলো, পেছনের দিকে ফিরেও তাকালো না (তখন আমি বললাম);

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَسَ يُعَقِّبُ ⑩

হে মূসা তুমি ভয় পেয়ো না, আমার সামনে (আমার নবী) রসূলরা কখনো ভয় পায় না,

يَمْوُئِي لَا تَخَفْ ۖ إِنِّي لَا يَخَافُ
لَدَى الْمَرْسُولِ ۝٥٠

১১. (হ্যাঁ, যদি) কেউ কখনো কোনো অন্যায় করে (তাহলে) তা ভিন্ন কথা, অতপর সে যদি অন্যায়ের পর তার বদলে (পুনরায়) নেক আমল করে, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ
فَأَنِّي غُفُورٌ رَحِيمٌ ۝٥١

১২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাত দুটো তোমার জামার (বুক) পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দাও, (দেখবে) কোনো রকম দোষত্রুটি ব্যতিরেকেই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। (এ মোজেরাগুলো হচ্ছে সে) নয়টি নিদর্শনেরই অন্তর্গত, যা ফেরাউন ও তার জাতির জন্যে (আমি পাঠিয়েছিলাম;) ওরা অবশ্যই ছিলো গুনাহগার জাতি।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا
مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ إِنِّي تُسِعُ آيَاتِي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۝٥٢

১৩. অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ হাযির হলো তখন তারা বললো, এ তো হচ্ছে স্পষ্ট যাদু,

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٥٣

১৪. তারা যুলুম ও ঔদ্ধত্যের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এসব (নিদর্শন) সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলো; অতপর (হে নবী), তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কি পরিণাম হয়েছিলো!

وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا
وَعُلُوًّا ۖ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۝٥٤

১৫. আমি অবশ্যই দাউদ এবং সোলায়মানকে (দ্বীন দুনিয়ার) জ্ঞান দান করেছিলাম; তারা উভয়েই বললো, যাবতীয় তারীফ আল্লাহ তায়ালায়, যিনি তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝٥٥

১৬. সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো, সে বললো হে মানুষ, আমাদেরকে (আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে) পাখীদের বুলি (পর্যন্ত) শেখানো হয়েছে, প্রতিটি জিনিসই আমাদের দেয়া হয়েছে; এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালায়) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
عُلِّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝٥٦

১৭. সোলায়মানের (কাজ করে দেয়ার) জন্যে মানুষ, জ্বীন ও পাখীদের মধ্য থেকে এক (বিশাল) বাহিনী সমবেত করা হয়েছিলো, এরা আবার বিভিন্ন ব্যূহে সুবিন্যস্ত ছিলো।

وَحْشِرَ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودٌ مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝٥٧

১৮. (সোলায়মান একবার অভিযানে বের হলো,) তারা যখন পিপীলিকা (অধ্যুষিত) উপত্যকায় পৌছালো, তখন একটি স্ত্রী পিপীলিকা (তার স্বজনদের) বললো, হে পিপীলিকার দল, তোমরা (দ্রুত) নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো, (দেখো) এমন যেন না হয়, সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পায়ের নীচে পিষে ফেলবে তারা (হয়তো) টেরও পারবে না।

حَتَّىٰ إِذَا اتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ۖ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

১৯. তার কথা শুনে সোলায়মান মৃদু হাসি হাসলো এবং বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে তাওফীক দাও যাতে করে (এ পিপীলিকাটির ব্যাপারেও আমি অমনোযোগী না হই এবং) আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যেসব নেয়ামত দান করেছো, আমি যেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, আমি যেন এমন সব নেক কাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো, (অতপর) তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

فَتَبَسَّرَ مَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِي ۖ أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعْمَلَ مَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾

২০. (একবার) সে তার পাখী (বাহিনী) পর্যবেক্ষণ করলো এবং বললো কি ব্যাপার, 'হুদহুদ' (পাখীটাকে) দেখছি না যে! না সে (আজ) অনুপস্থিত?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ ۖ إِنَّمَا كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٩﴾

২১. হয় সে (এ অনুপস্থিতির) কোনো পরিষ্কার ও সংঘত কারণ নিয়ে আমার কাছে হাযির হবে, না হয় তাকে আমি (অবহেলার জন্যে) কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা (বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে) তাকে আমি হত্যাই করে ফেলবো।

لَا عِلَّ بَنَنَّهُ عَنْ أَبَا شَيْدٍ ۖ أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي بَسُلْطَنٍ مِّبْيَنٍ ﴿٣٠﴾

২২. (এ খোঁজাখুঁজির পর) বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, সে (পাখীটি ছুটে এসে) বললো (হে বাদশাহ), আমি এমন এক খবর জেনেছি, যা তুমি এখনো অবগত হওনি, আমি তোমার কাছে 'সাবা' (জাতি)-র একটি নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি, (আর এটাই হচ্ছে আমার অনুপস্থিতির কারণ)।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٣١﴾

২৩. আমি সেখানে এক রমণীকে দেখেছি, তাদের ওপর সে রাজত্ব করছে, (দেখে মনে হলো), তাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি জিনিসই (বুঝি) দেয়া হয়েছে, (তদুপরি) তার রয়েছে বিরাট এক সিংহাসন।

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾

২৪. আমি তাকে এবং তার জাতিকে (এমন অবস্থায়) পেলাম যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে সূর্যকে সাজদা করছে, (মূলত) শয়তান তাদের (পার্শ্বব) কর্মকাণ্ড তাদের জন্যে শোভন করে রেখেছে এবং সে (শয়তান) তাদের (সৎ) পথ থেকেও নিবৃত্ত করেছে, ফলে ওরা হেদায়াত লাভ করতে পারছে না,

وَجَدْتَهُمَا وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَلَ هُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٣٣﴾

২৫. (শয়তান তাদের বাধা দিয়েছে,) যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করতে না পারে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (উজ্জিদসহ সব) গোপন জিনিস বের করে আনেন,

أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

(তিনি জানেন) তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো।

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٩﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের অধিপতি।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾

২৭. (এটা শুনে) সে বললো, (হ্যাঁ,) আমি এক্ষুণি দেখছি, তুমি কি সত্য কথা বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন!

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣١﴾

২৮. তুমি আমার এ চিঠিটা নিয়ে যাও, এটা তাদের কাছে রেখে এসো, তারপর তাদের কাছ থেকে (কিছুক্ষণের জন্যে) সরে থেকো— দেখো তারা এর কি উত্তর দেয়?

إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾

২৯. (সোলায়মানের চিঠি পেয়ে সাবা জাতির) সম্রাজ্ঞী (তার পারিষদদের ডেকে) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে,

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِ إِنِّي أَلقَى إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩০. তা (এসেছে) সোলায়মানের কাছ থেকে এবং তা (লেখা হয়েছে) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٤﴾

৩১. (চিঠির বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আমার অবাধ্যতা করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা আমার কাছে আসো।

أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مَسْلُومِينَ ﴿٣٥﴾

৩২. (চিঠি পড়ে) সে (রাণী) বললো, হে আমার পারিষদরা, আমার (এ) বিষয়ে তোমরা আমাকে একটা অভিমত দাও, আমি তো কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত কোনো আদেশ দেই না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে থাকো (এবং আমাকে পরামর্শ না দাও)।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٦﴾

৩৩. তারা বললো (একথা ঠিক) যে, আমরা অনেক শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু (সোলায়মানের সাথে বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তো তোমারই হাতে, অতএব চিন্তা করে দেখো, (এ পরিস্থিতিতে) তুমি আমাদের কি আদেশ দেবে?

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْئَرِ شَيْءٍ ۖ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৪. সে (রাণী) বললো, (আসলে) রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে (বিজয়ীর বেশে) প্রবেশ করে তখন তারা তা তছনছ করে দেয়, সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে ছাড়ে, এরাও (হয়তো) তাই করবে।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٨﴾

৩৫. আমি (বরং সরাসরি হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই না বলে) তার কাছে কিছু তোহফা পাঠিয়ে দেখি দূতেরা কি (জবাব) নিয়ে আসে!

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَ ۚ بَرَ ۚ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٩﴾

৩৬. সে (দূত হাদিয়া নিয়ে) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তখন সে বললো, তোমরা কি ধন সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও?

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمُ ۖ قَالَ أَتُمِدُّونِي بِمَالٍ ۚ

(অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আমাকে দিয়েছেন তা- (তিনি) তোমাদের যা দিয়েছেন তার তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, (তোমরা দেখছি) তোমরা তোমাদের এ উপটোকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছো!

فَمَا أَتَيْنِي اللَّهُ خَيْرَ مِمَّا أَتَيْتُمُ بَلْ أَتَيْتُمُ بِهِمْ يَتَكَبَّرُونَ ﴿٧٠﴾

৩৭. তোমরা (বরং) তাদের কাছেই ফিরে যাও (যারা এগুলো তোমাদের পাঠিয়েছে), আমি অবশ্যই ওদের মোকাবেলায় এমন এক বাহিনী নিয়ে হাযির হবো, (তাদের যা আছে) তা দিয়ে যার প্রতিরোধ করার শক্তি ওদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদের সে জনপদ থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো, (পরিণামে) ওরা সবাই অপমানিত হবে।

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٧١﴾

৩৮. সে (নিজের) পারিষদদের বললো, হে আমার পারিষদরা, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার আগেই তার (গোটা) সিংহাসনটাই আমার কাছে (তুলে) নিয়ে আসতে পারে এমন কে (এখানে) আছে?

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيَكُمُ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৩৯. বিশাল (বপুর্বিশিষ্ট) এক জ্বিন দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা তোমাদের বর্তমান স্থান থেকে উঠার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো, এ বিষয়ের ওপর আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ক্ষমতাবান।

قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوءَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٍّ أَمِينٌ ﴿٧٣﴾

৪০. (আরেক জ্বিন-) যার কাছে (আল্লাহ তায়ালা) কিতাবের (কিছু) জ্ঞান ছিলো, সে বললো (হে বাদশাহ), তোমার চোখের (পরবর্তী) পলক তোমার দিকে ফেলার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো; (কথা শেষ না হতেই) সে যখন দেখলো- (সিংহাসন সহ) তা তার সামনেই দাঁড়ানো, তখন সে বললো, এ তো হচ্ছে (আসলেই) আমার মালিকের অনুগ্রহ; এর মাধ্যমে তিনি আমার পরীক্ষা নিতে চান (তিনি দেখতে চান), আমি কি শোকর আদায় করি, না না-শোকরী করি; (মূলত) যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালা) কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে (তো) করে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (তা) অস্বীকার করে (সে যেন জেনে রাখে), তোমার রব সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত, একান্ত মহানুভব।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

৪১. সে বললো, তোমরা (এবার) তার সিংহাসনের আকৃতিটা একটু বদলে দাও, আমরা দেখি সে সত্যিই তা টের পায় কিনা, না সেও তাদের দলে शामिल হয়ে যায়, যারা (কখনো সঠিক) পথের দিশা পায় না।

قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرْشًا نَنْظُرُ أَتَمْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٧٥﴾

৪২. অতপর সে (রাণী যখন) এলো (তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো), তোমার সিংহাসন কি (দেখতে) এমন ধরনের (ছিলো)? সে বললো হ্যাঁ, (মনে হয়) তা এ ধরনেরই (ছিলো, আসলে) এ ঘটনার আগেই আমাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে গেছে এবং আমরা

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ ؕ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ؕ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا

(তোমার) আনুগত্যও মেনে নিয়েছি।

مُسْلِمِينَ ﴿٨٣﴾

৪৩. তাকে যে জিনিসটি (ঈমান আনতে এ যাবত) বাধা দিয়ে রেখেছিলো; তা ছিলো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যের গোলামী করা; তাই (এতো দিন পর্যন্ত) সে ছিলো কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كُفْرِينَ ﴿٨٣﴾

৪৪. (অতপর) তাকে বলা হলো, যাও, এবার তুমি প্রাসাদে প্রবেশ করো, সে যখন (প্রাসাদের আয়নাশম বারান্দাসহ) সব দেখলো তখন তার মনে হলো, এ যেন (স্বচ্ছ জলাশয়) এবং (এটা মনে করে) সে তার উভয় হাঁটু পর্যন্ত কাপড় টেনে তুলে ধরলো; (তার এ আচরণ দেখে) সে (বাদশাহ) বললো, এটি হচ্ছে স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ; সে (মহিলা) বললো, হে আমার রব, আমি অবশ্যই (এতোদিন) আমার নিজের ওপর যুলুম করে এসেছি, (আজ) আমি সোলায়মানের সাথে আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলাম।

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَسْرُودٌ ۚ قَالَتْ رَبِّ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۖ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾

৪৫. আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম (সে বলেছিলো), তোমরা আল্লাহ তায়ালায় এবাদাত করো, (এ আহ্বানের সাথে সাথে) তার (জাতির) লোকেরা (মোমেন ও কাফের) দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলো।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٨٥﴾

৪৬. (সে বললো,) তোমরা কেন (ঈমানের) কল্যাণের পরিবর্তে (আযাবের) অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাইছো, কেন তোমরা আল্লাহ তায়ালায় কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে।

قَالَ يَقُولُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٨٦﴾

৪৭. তারা বললো, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের সবাইকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবেই (দেখতে) পেয়েছি; (এটা শুনে) সে বললো, তোমাদের শুভাশুভ সবই তো আল্লাহ তায়ালায় এখতিয়ারে; (মূলত) তোমরা এমন এক দল যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পরীক্ষা করা হচ্ছে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٨٧﴾

৪৮. সে শহরে ছিলো (নেতা গোছের) এমন নয় জন লোক, যারা আমার যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতে, সংশোধনমূলক কোনো কাজই তারা করতো না।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৪৯. (একদিন) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, তোমরা আল্লাহর নামে সবাই কসম করো, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার (ঈমানদার) সাথীদের মেরে ফেলবো, অতপর তার উত্তরাধিকারীকে আমরা বলবো, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা (সেখানে) উপস্থিতই ছিলাম না, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٩﴾

৫০. তারা (যখন সালেহকে মারার) চক্রান্ত করছিলো, (তখন) আমিও (তাকে রক্ষা করার এমন এক) কৌশল (বের) করলাম, যা তারা (বিন্দুমাত্রও) বুঝতে পারেনি।

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (হে নবী,) অতপর তুমি দেখো, তাদের চক্রান্তের কী পরিণাম হয়েছে, আমি তাদের এবং তাদের জাতির সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

৫২. (চেয়ে দেখো,) এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী, তাদেরই যুলুমের কারণে তা (আজ) মুখ খুবড়ে পড়ে আছে; অবশ্য এ (ঘটনার) মাঝে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) নিদর্শন রয়েছে।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, আমি তাদের (আযাব থেকে) মুক্তি দিয়েছি।

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর (এক নবী ছিলো) লূত, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছো, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছে (এটা কতো জঘন্য)!

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. তোমরা কি (তোমাদের) যৌনতৃপ্তির জন্যে নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছেই আসবে? (আসলেই) তোমরা হচ্ছে একটা মূর্খ জাতি।

أَتَنْكُرُ لِمَ تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তার জাতির লোকদের এছাড়া আর কোনো উত্তরই ছিলো না যে, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা কয়েকজন (আসলেই একটু) বেশী ভালো মানুষ।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْهُ أَلْ لَّوِطُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ تُنَاسُّ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. (পরিশেষে) আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, তাকে আমি পেছনে পড়ে থাকা (আযাবে নিমজ্জিত) মানুষদের সাথে शामिल করে দিয়েছিলাম।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. অতপর তাদের ওপর আমি (গযবের) বৃষ্টি নাযিল করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্য এ বৃষ্টি কতোই না নিকৃষ্ট ছিলো!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. (হে নবী,) তুমি বলো, সব তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং (যাবতীয়) শান্তি তাঁর সেসব নেক বান্দার জন্যে, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন; (আসলে) কে উত্তম- আল্লাহ তায়ালার? না এরা (তাঁর সাথে) যাদের শরীক করে (তারা)?

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন, (আবার) তা দিয়ে (যমীনে) মনোরম উদ্যান তৈরী করেছেন, অথচ তার (একটি ক্ষুদ্র) বৃক্ষ পয়দা করারও তোমাদের ক্ষমতা নেই; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (অন্যকে আল্লাহ তায়ালার) সমকক্ষ সাব্যস্ত করছে!

أَمْ نَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَانْزِلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنْ يَكُنْ مَعِ اللَّهِ بَلٌّ لَّهُمْ قَوْاً يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি যমীনকে (সৃষ্টিকুলের) বসবাসের উপযোগী করেছেন, (আবার) তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা, (যমীনকে সুদৃঢ় করার জন্যে) তার মধ্যে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, দুই সাগরের মাঝে (মিষ্টি ও লোনা পানির) সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ আছে কি? কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এ সত্যটুকুও) জানে না;

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْ خِلْمًا أَنْهْرًا وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنْ يَكُنْ مَعِ اللَّهِ بَلٌّ لَّهُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬২. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরুপায় হয়ে) সে তাঁকে ডাকতে থাকে, তখন (তার) বিপদ আপদ তিনি দূরীভূত করে দেন এবং তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মাবুদ কি আছে? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো;

أَمْ يَحِيبُ الْمُنْظَرُ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؕ إِنْ يَكُنْ مَعِ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি তোমাদের জলে স্থলের (গহীন) অন্ধকারে পথ দেখান, যিনি তাঁর অনুগ্রহ (-সম বৃষ্টি) বর্ষণের আগে তার সুসংবাদ বহন করার জন্যে বাতাস প্রেরণ করেন; (এ সব কাজে) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ কি আছে? আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, ওরা যা কিছু তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে;

أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنْ يَكُنْ مَعِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি সৃষ্টিকে (প্রথম বার) অস্তিত্বে আনয়ন করে (মৃত্যুর পর) তা আবার সৃষ্টি করবেন, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করছেন? আছে কি কোনো মাবুদ আল্লাহর সাথে (এসব কাজে)? তাদের তুমি বলো (হে নবী), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে (তার সপক্ষে) তোমাদের কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো।

أَمْ نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ نُعِيدُهُ وَمِنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنْ يَكُنْ مَعِ اللَّهِ قُلٌ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানে না; তারা এও জানে না, কবে তাদের আবার (কবর থেকে) উঠানো হবে!

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. বরং (মনে হচ্ছে,) আখেরাত সম্পর্কে এদের জ্ঞান নিশেষ হয়ে গেছে। (না, আসলে তা নয়,) বরং তারা (এ ব্যাপারে) সন্দেহে (নিমজ্জিত হয়ে) আছে, কিন্তু তারা তো সে সম্পর্কে (জেনে বুঝেই) অন্ধ হয়ে আছে।

بَلْ اَدْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ تَذٰبُلٌ ۚ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ ۝۬

৫
৫৫

৬৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা ও আমাদের বাপদাদারা (মৃত্যুর পর) যখন মাটি হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (কবর থেকে) বের করা হবে!

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّ اٰبَاؤُنَا اِنَّا لَخُرَجُوْنَ ۝ۭ

৬৮. এমন ওয়াদা তো আমাদের সাথে এবং এর আগে আমাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছিলো, (আসলে) এগুলো পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়!।

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا اَنَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ۭ

৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে সফর করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে?

قُلْ سَيُرَوُّا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ۭ

৭০. তুমি ওদের (কোনো কাজের) ওপর দৃষ্টি করো না, যা কিছু ষড়যন্ত্র ওরা তোমার বিরুদ্ধে করুক না কেন (তাতে) মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না!

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ۭ

৭১. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (আযাবের) ওয়াদা কখন আসবে!

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ۭ

৭২. (হে নবী,) তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টি তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে তার কিছু অংশ সম্ভবত তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েও আছে!

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدْفٌ لِّكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ۭ

৭৩. অবশ্যই তোমার মালিক মানুষদের ওপর অত্যন্ত দয়াবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহ তায়ালার এই অনুগ্রহের) শোকর আদায় করে না।

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ۭ

৭৪. তোমার রব তা ভালো করেই জেনেন, যা কিছু তাদের মন গোপন করে, আর যা কিছু তারা বাইরে প্রকাশ করে।

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝ۭ

৭৫. আসমান ও যমীনে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা (আমার) সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ۭ

৭৬. অবশ্যই এ কোরআন বনী ইসরাঈলদের ওপর তাদের এমন অনেক কথা প্রকাশ করে দেয়, যার ব্যাপারে তারা (একে অপরের সাথে) মতভেদ করে।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ۭ

৭৭. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) হেদায়াত ও রহমত।

وَ اِنَّهٗ لَهْدٰى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ۭ

৭৮. (হে নবী,) তোমার রব নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ীই এদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বজ্ঞ,

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

৭৯. অতপর (সর্বাবস্থায়ই) তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করো; নিসন্দেহে তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

৮০. তুমি মৃত লোকদের (কিছু) শোনাতে পারবে না, বর্ধিরকেও তোমার আওয়ায শোনাতে পারবে না- (বিশেষ করে) যখন তারা (তোমাকে দেখে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

৮১. (একইভাবে) তুমি অন্ধদেরও (তাদের) গোমরাহী থেকে হেদায়াতের পথে আনতে পারবে না; তুমি তো শুধু তাদেরই (তোমার কথা) শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, অতপর তারা (আমার কাছে) আত্মসমর্পণ করে।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِيَ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّكَ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

৮২. (শুনে রাখো,) যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় তাদের ওপর এসে পড়বে, তখন আমি মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্যে এক (অদ্ভুত) জীব বের করে আনবো, যা (অলৌকিকভাবে) তাদের সাথে কথা বলবে। মানুষরা (অনেকেই) আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. (সেদিনের কথা ভাবো,) যেদিন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে এক একটি দলকে এনে জড়ো করবো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতপর তাদের বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ করে দেয়া হবে।

وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪. এমনি করে ওরা যখন (আল্লাহ তায়ালা সামনে) হাযির হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহ (শুধু এ কারণেই) অস্বীকার করেছিলে এবং তোমাদের (সীমিত) জ্ঞান দিয়ে তোমরা সে (আয়াতের মর্ম) পর্যন্ত পৌছতে পারোনি, (বলো, আমার আয়াতের সাথে) তোমরা (এ) কি আচরণ করছিলে?

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. যেহেতু এরা (দুনিয়ার জীবনে) যুলুম করেছে, (তাই আজ) এদের ওপর (আযাবের) প্রতিশ্রুতি পুরো হয়ে যাবে, অতপর এরা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করতে পারবে না।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. এরা কি (এ কথা) চিন্তা করেনি যে, আমি রাতকে এ জন্যেই তৈরী করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে, (অপরদিকে জীবিকার প্রয়োজনে) দিনকে বানিয়েছি আলোকোজ্জ্বল; অবশ্যই এর মাঝে সে জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান আনে।

الَّذِينَ إِذَا جَاءَهُمُ اللَّيْلُ سَكَنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

সেদিন যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা যমীনে আছে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে (তাদের কথা) আলাদা যাদের আল্লাহ তায়ালা (এ থেকে বাঁচাতে) চাইবেন; সবাই সেদিন তাঁর সামনে অবনমিত অবস্থায় হাযির হবে।

فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دُخْرَيْنَ ۝

৮৮. (হে মানুষ, আজ) তুমি পাহাড় দেখতে পাচ্ছে, তুমি মনে করছো তা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; (কিন্তু কেয়ামতের দিন) এ পাহাড়গুলোই মেঘের মতো উড়তে থাকবে, এটা আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টির শৈল্পিক নিপুণতা, যিনি প্রতিটি জিনিসকে মযবুত করে বানিয়ে রেখেছেন; তোমরা যা কিছু করছো অবশ্যই তিনি সেসব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ
تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنَعَ اللَّهُ الَّذِي
أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَفْعَلُونَ ۝

৮৯. (সেদিন) যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হবে তাকে তার চাইতে আরো উৎকৃষ্ট (প্রতিফল) দেয়া হবে, এমন ধরনের লোকেরা সেদিন ভীতিকর অবস্থা থেকেও নিরাপদ থাকবে।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَهُوَ
مَنْ فَزَعَ يَوْمَئِذٍ أُمْنُونَ ۝

৯০. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি কোনোরকম মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের (সেদিন) উল্টো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়); তোমরা যা কিছু করতে তার বিনিময় এ ছাড়া আর কি তোমাদের দেয়া যাবে?

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي
النَّارِ ۚ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৯১. (হে নবী, তুমি বলো,) আমাকে তো শুধু এটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ (মক্কা) নগরীর মালিকের এবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, সব কিছু তাঁর জন্যই (নিবেদিত), আমাকে (এও) হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি (তাঁরই আদেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করি,

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ ۚ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৯২. (আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) আমি যেন কোরআন তেলাওয়াত করি, অতপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করবে সে তো তা করবে তার নিজের (মুক্তির) জন্যেই, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ থেকে যাবে, (তাকে) তুমি বলো, আমি তো কেবল (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র!

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَى
فَأَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ
إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

৯৩. তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, অচিরেই তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, অতপর তোমরা সহজেই তা চিনে নেবে; তোমরা যা কিছু আচরণ করছো সে সম্পর্কে তোমাদের রব মোটেই বেখবর নন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرِّ يُكْرِمُ آيَتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ۝

আয়াত ৮৮
রুকু ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে—

সূরা আল কাছাছ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. ত্বা-সীম-মীম।

ط س م

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①

৩. (হে নবী, এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে) আমি তোমাকে মুসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা ঠিক ঠিক করে বলে দিতে চাই, (এটা) সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে।

نَتْلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبَاِ مُّوسٰی وَفِرْعَوْنَ
بِاَحْقَ لِقَآءِ یَّوْمِنُوْنَ ۝

৪. (ঘটনাটা ছিলো এই,) ফেরাউন (আল্লাহর) যমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো, সে তার (দেশের) অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো, সে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিলো, সে তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রেখে দিতো; অবশ্যই সে ছিলো (যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের একজন।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ وَجَعَ اٰهْلَهَا
شِیْعًا یَّسْتَضَعُّ طَآئِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحْ
اَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْفٰسِدِیْنَ ۝

৫. (সে) যমীনে যাদের হীনবল করে রাখা হয়েছিলো আমি তাদের ওপর (কিছুটা) অনুগ্রহ করতে চাইলাম, আমি তাদের (ফেরাউনের সেবাদাস থেকে উঠিয়ে দেশের) নেতা বানিয়ে দিতে চাইলাম এবং তাদের আমি (এ যমীনের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়ার এরাদা করলাম;

وَنُرِیْدُ اَنْ نَّمْسَکَ الْذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا
فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اٰیَةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَرٰثِیْنَ ۝

৬. আমি চাইলাম তাদের (সে) দেশে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউন, হামান ও তার লয় লশকরদের সে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেবো, যে ব্যাপারে তারা আশংকা করছিলো।

وَنُمِکِّنْ لَهُمْ فِی الْاَرْضِ وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوْا
یَحْذَرُوْنَ ۝

৭. (এমনি এক সময়ে যখন মূসার জন্ম হলো, তখন) আমি মূসার মায়ের কাছে এ আদেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে বুকের দুধ খাওয়াও, যদি কখনো তার (নিরাপত্তার) ব্যাপারে তোমার ভয় হয় তাহলে তাকে (বাক্সে ভরে) নদীতে ফেলে দিয়ো, কোনো রকম ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, অবশ্যই আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেবো, আমি তাকে রসূলদের মধ্যে शामिल করবো।

وَاَوْحِیْنَا اِلٰی اُمِّ مُّوسٰی اَنْ اَرْضِعِیْهِ
فَاِذَا خَفِیْتَ عَلَیْهِ فَالْقِیْهِ فِی الْیَمِّ وَلَا
تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِیْ ۚ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَیْكَ
وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۙ

৮. (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী মূসার মা তাকে বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলো,) অতপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিলো, যেন সে তাদের জন্যে দুশমনী ও দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো ভয়ানক অপরাধী।

فَالْتَقَطَهُ الْاُلُ فِرْعَوْنَ لَیْکُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا
وَّحَزَنًا ۗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا
کَانُوْا خٰطِیِّیْنَ ۝

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (শিশুটিকে দেখে তার স্বামীকে) বললো, এ শিশুটি আমার এবং তোমার জন্যে চক্ষু শীতলকারী (হবে), একে হত্যা করো না, হয় তো একদিন এ আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তারা (তখন আল্লাহ তায়ালায় পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই) বুঝতে পারেনি।

وَقَالَتْ اِمْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَیْنِیْ ۙ
وَلٰکَ لَا تَقْتُلُوْهُ ۙ عَسٰی اَنْ یَّنْفَعَنَا اَوْ
نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝

১০. (ওদিকে) মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিলো,

وَاصْبَحَ نُوَّادٍ اُمِّ مُّوسٰی فِرْعَآءَ

(আমার প্রতি) আস্থাশীল থাকার জন্যে যদি আমি তার মনকে দৃঢ় না করে দিতাম, তাহলে সে তো (দুশমনদের কাছে) তার খবর প্রায় প্রকাশ করেই দিচ্ছিলো!

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْ أَنَّ رَبَّنَا
عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

১১. সে মূসার বোনকে বললো, তুমি (নদীর পাড় ধরে) এর পেছনে পেছনে যাও, (কথানুযায়ী) সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো, যাতে ফেরাউনের লোকেরা টের করতে পারলো না।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ذَبَّرْتِ بِهِ عَنْ
جُنُبٍ وَهَرٍ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

১২. (ওদিকে) আগে থেকেই আমি তার ওপর (ধাত্রীদের) স্তনের দুধ খাওয়ানো নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম, (এ অবস্থা দেখে) সে (বোনটি) বললো, আমি কি তোমাদের এমন একটি পরিবারের নাম (ঠিকানা) বলে দেবো, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন পালন করবে, (সাথে সাথে) তারা এর শুভানুযায়ীও হবে।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
هَلْ أَدْأَلَكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿٥٧﴾

১৩. (এভাবেই) আমি তাকে (আবার) তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে (নিজের সন্তানকে দেখে) তার চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সে কোনো রকম দুঃখ না পায়, সে (একথাও যেন ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যদিও অধিকাংশ লোক এটা জানে না।

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

১৪. যখন সে (পূর্ণ) যৌবনে উপনীত হলো এবং (শারীরিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, (তখন) আমি তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলাম; আমি নেককার লোকদের এভাবেই প্রতিফল দান করি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

১৫. (একদিন) সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন (সেখানে) নগরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় (আরাম কর-) ছিলো, অতপর সে সেখানে দু'জন মানুষকে মারামারি করতে দেখলো, এদের একজন ছিলো তার নিজ জাতি (বনী ইসরাঈলের) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো তার শত্রু দলের (লোক), যে ব্যক্তি ছিলো তার দলের, সে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির মোকাবেলায় তার সাহায্য চাইলো— যে ছিলো তার শত্রু দলের, তখন মূসা তাকে একটি ঘুষি মারলো, এভাবে সে তাকে হত্যা করে ফেললো, (সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে) সে বললো, এ তো একটা শয়তানী কাজ; অবশ্যই সে (হচ্ছে মানুষের) দুশমন এবং প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ
شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي
مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ
مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالِ هَذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

১৬. সে বললো, হে আমার রব, (অনিচ্ছাকৃত এ কাজটি করে) আমি আমার নিজের ওপর যুলুম করে ফেলেছি (হে আল্লাহ), তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন, অবশ্যই তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦١﴾

১৭. সে বললো, হে আমার রব, তুমি যেহেতু আমার ওপর মেহেরবানী করেছো, (তাই আমিও তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,) আমি আর কখনো কোনো অপরাধী ব্যক্তির জন্যে সাহায্যকারী হবো না।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ
ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٦٢﴾

১৮. অতপর ভীত শংকিত অবস্থায় সে নগরীতেই তার ভোর হলো, হঠাৎ সে দেখতে পেলো, আগের দিন যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, সে (আবারও তার) সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে; মুসা (এবার) তাকে বললো, তুমি তো দেখছি ভারী ভেজালে লোক !

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَأَدَّى
الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ ﴿١٨﴾

১৯. (তারপরও) যখন সে (ও ফরিয়াদী ব্যক্তিটি) তাদের উভয়ের শত্রুর ওপর হাত উঠাতে চাইলো (তখন এ ফরিয়াদী ব্যক্তিটি মনে করলো, মুসা বুঝি তাকে মেরেই ফেলবে), তাই সে বললো, হে মুসা, তুমি কি আজ আমাকে সেভাবেই হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, তুমি তো দেখছি যমীনে দারুণ স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছো, তুমি কি শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُ لَهُمَا قَالَ يَمْوسَى أَتَرِيدُ أَنْ
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ
تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

২০. (এর কিছুক্ষণ পরই) এক ব্যক্তি নগরীর (আরেক) প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে বললো, হে মুসা (আমি এ মাত্র শুনে এলাম), ফেরাউনের দরবারীরা তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ করছে, অতএব তুমি এফুগি (এই শহর থেকে) বের হয়ে যাও, অবশ্যই আমি তোমার একজন শুভাকাংখী (বন্ধু)!

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ
يَمْوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ﴿٢٠﴾

২১. অতপর সে ভীত আতংকিত অবস্থায় নগরী থেকে বের হয়ে গেলো এবং (যেতে যেতে) বললো, হে রব, তুমি আমাকে যালেম জাতি (-র হাত) থেকে রক্ষা করো।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২২. (মিসর ছেড়ে) যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আমি আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى
رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

২৩. (অবশেষে) যখন সে মাদইয়ানের (একটি) পানির (কূপের) কাছে পৌছলো, তখন সে দেখলো তার পাশে অনেক মানুষ, (নিজ নিজ পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে সে দু'জন রমণীকে (দেখতে) পেলো, যারা (নিজ নিজ পশুদের) আগল রাখছে, সে (তাদের) জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের কি হলো (তোমরা পশুদের পানি খাওয়াচ্ছে না যে)? তারা বললো, আমরা (পশুদের) পানি খাওয়াতে পারবো না, যতোকক্ষণ না রাখালদের (এখান থেকে) সরিয়ে না নেয়া হবে। আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ (তাই আমরাই পশুদের নিয়ে এসেছি)।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً
مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ
أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৪. (একথা শুনে) সে এদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিলো, তারপর সে (গাছের) ছায়ার দিকে গেলো এবং (আল্লাহকে) বললো, হে আমার রব, (নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে) তুমি যে নেয়ামতই আমার ওপর নাযিল করবে, আমি একান্তভাবে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো।

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৫. (একটু পরেই সে দেখলো,) সে দুই রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে তার কাছে ডেকেছেন, তুমি যে আমাদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিয়েছিলে তার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চান; অতপর সে তার (পিতার) কাছে এলো এবং (নিজের) কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলো, (সব শুনে) সে (মূসাকে) বললো, তুমি কোনো ভয় করো না। তুমি যালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছো।

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمِشًا عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ
مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. সে দুই (রমণীর) একজন তার (পিতাকে) বললো, হে (আমার) পিতা, একে বরং তুমি (তোমার) কাজে নিয়োগ করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে (ব্যক্তিই) উত্তম হবে, যে (শারীরিক দিক থেকে) শক্তিশালী এবং (চরিত্রের দিক থেকে) বিশ্বস্ত।

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ
خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

২৭. (এরপর রমণীদের) পিতা (তাকে) বললো, আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, (তবে তা হবে) এ কথার ওপর যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি (আট বছরের জায়গায়) দশ বছর পুরো করতে চাও, তবে তা হবে একান্ত তোমার ব্যাপার, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট (-কর শর্ত) আরোপ করতে চাই না; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. সে বললো, আমার এবং আপনার মাঝে এ চুক্তিই (পাকা হয়ে) থাকলো; আপনার দেয়া দু'টো মেয়েদের যে কোনো একটি যদি আমি পূরণ করি, তাহলে আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করা হবে না (এ নিশ্চয়তাত্ত্বিক আমি চাই); আমাদের এ কথার ওপর আল্লাহ তায়ালাই (আমাদের) সাক্ষী।

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا
الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ
عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

২৯. অতপর মূসা যখন (চুক্তির) মেয়াদ পূর্ণ করে নিলো, তখন সপরিবারে সে (নিজ দেশের দিকে) রওনা করলো। (পশ্চিমদিকে যখন) সে তুর পাহাড়ের পাশে আগুন দেখতে পেলো, (তখন) সে তার পরিবারের লোকদের বললো, তোমরা (এখানে) অপেক্ষা করো, অবশ্যই আমি কিছু আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করা যায় আমি সেখান থেকে (রাস্তাঘাট সম্পর্কিত) কোনো খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা জ্বলন্ত আগুনের কিছু টুকরো নিয়ে আসতে পারবো, যেন তোমরা আগুন পোহাতে পারো।

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ
آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ
لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي
آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছালো, তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিস্থিত একটি গাছ থেকে (গায়বী) আওয়াজ এলো, হে মূসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ- সৃষ্টিকুলের (একমাত্র) রব,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَنْ يُّوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. (হে মুসা,) তুমি তোমার হাতের লাঠিটি যমীনে নিক্ষেপ করো; যখন সে তাকে দেখলো, তা (জীবন্ত) সাপের মতোই ছুটাছুটি করছে, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগলো, পেছনের দিকে তাকিয়েও দেখলো না (আল্লাহ তায়ালা বললেন); হে মুসা, তুমি এগিয়ে এসো, ভয় পেয়ো না। অবশ্যই তুমি হচ্ছে নিরাপদ (ও বিশ্বস্ত মানুষ)-দেইরই একজন।

وَأَن آتَىٰ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّا يَعْقِبُ ۚ يَمْوَسِي آقِبُلَ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩২. তুমি তোমার হাত তোমার পকেটের ভেতরে রাখো (দেখবে), কোনো রকম অসুস্থতা ছাড়াই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসছে, ভয় (দূরীভূত) করার জন্যে তোমার হাতের বাজু তোমার (বুকের) সাথে মিলিয়ে রাখো, এ হচ্ছে ফেরাউন ও তার দলীয় প্রধানদের কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) দুটো প্রমাণ; তারা আসলেই ছিলো গুনাহগার জাতি।

أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِ سَوَاءٍ ۚ وَاضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذُنُوكَ بِرَهَانِي ۖ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সে বললো, হে আমার রব, আমি (কিশোর বয়সে ভুলবশত) তাদের একজন মানুষকে হত্যা করেছি, তাই আমার ভয় হচ্ছে (প্রতিশোধ নিতে গিয়ে) তারা আমাকে মেরে ফেলবে!

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমার ভাই হারুন, সে আমার চাইতে ভালো করে কথা বলতে পারে, অতএব তুমি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, যাতে করে সে আমাকে সমর্থন করতে পারে, আমার ভয় হচ্ছে, (আমি একা গেলে) তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

وَإِخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

৩৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্তিশালী করবো এবং আমার আয়াতসমূহ দিয়ে আমি তোমাদের (এমন) শক্তি যোগাবো, অতপর তারা (আর) কখনো তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না, (পরিশেষে) তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতপর মুসা যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নিয়ে ওদের কাছে হাযির হলো, তখন তারা বললো, এ তো কতিপয় অলীক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বাবা-দাদাদের যমানায়ও তো এমন কিছু (ঘটতে) শুনি নি!

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. মুসা বললো, আমার রব ভালো করেই জানেন কে তাঁর কাছ থেকে সঠিক হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং (সেদিন) কার পরিণাম কি হবে? (তবে একথা ঠিক,) যালেমরা কখনোই সফল হয় না।

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِن عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদরা, আমি তো জানি না, আমি ছাড়া তোমাদের আরও কোনো মাবুদ আছে (অতপর সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বললো), হে হামান (যাও), আমার জন্যে (ইট তৈরী করার জন্যে) মাটি আণ্ডনে পোড়াও এবং (তা দিয়ে) আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি (তাতে উঠে) মূসার মাবুদদের খবর নিতে পারি, আমি অবশ্য তাকে মিথ্যাই মনে করি!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي مَرَحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٧﴾

৩৯. সে এবং তার বাহিনীর লোকেরা অন্যায়ভাবেই (আল্লাহর) যমীনে অহংকার করলো, ওরা ধরে নিয়েছিলো যে, ওদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না!

وَاسْتَكْبَرُوا وَجُودَةً فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٨﴾

৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার গোটা বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, এরপর তাদের আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, অতএব (হে নবী), তুমি দেখো, (বিদ্রোহ করলে) যালেমদের কি ভয়াবহ পরিণাম হয়!

فَاخْذْنِهُ وَجُودَةً فَنَبِّذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

৪১. আমি ওদের (এমন সব লোকদের) নেতা বানিয়েছি যারা (তাদের জাহান্নামের) আগুনের দিকে ডাকবে, কেয়ামতের দিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে না।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤٠﴾

৪২. দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে আমার লানত লাগিয়ে রেখেছি, কেয়ামতের দিনও তারা নিতান্ত ঘৃণিত লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤١﴾

৪৩. আগের বহু মানবগোষ্ঠীকে (বিদ্রোহী আচরণের জন্যে) ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে (তাওরাত) কিতাব দান করেছি, এ কিতাব ছিলো মানুষদের জন্যে জ্ঞান ও তত্ত্বকথার সমাহার, (সর্বোপরি) এ (কিতাব ছিলো) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

৪৪. (হে নবী,) মূসাকে যখন আমি (নবুওতের) বিধান দিয়েছিলাম, তখন (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম পাশে (সে বিশেষ স্থানটিতে) তুমি (উপস্থিত) ছিলে না, না তুমি এ ঘটনার (প্রত্যক্ষদর্শীদের) দলে শামিল ছিলে!

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرُبَىٰ إِذْ قُضِيَٰنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٣﴾

৪৫. কিন্তু (তারপর) আমি (এই দুনিয়ায়) আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতপর তাদের ওপরও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে পড়ে শোনাবে, কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٤﴾

৪৬. (মুসাকে) যখন আমি (প্রথম বার) আওয়ায দিয়েছিলাম, তখনও তুমি তুর পাহাড়ের (কোনো) দিকে মজুদ ছিলে না, কিন্তু এটা হচ্ছে (তোমার প্রতি) তোমার মালিকের রহমত (তিনি তোমাকে এ সব অবহিত করেছেন), যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার আগে (এভাবে) কোনো সতর্ককারী আসেনি যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. এমন যেন না হয় যে, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে এবং (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠালে না কেন? রসূল পাঠালে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা ঈমানদারদের দলে शामिल হয়ে যেতাম।

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এ (নবী)-কে সে ধরনের কিছু (কিতাব) দেয়া হলো না কেন, যা মুসাকে দেয়া হয়েছিলো (কিন্তু তুমি বলো); মুসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তাকে কি ইতিপূর্বে এরা অস্বীকার করেনি? তারা তো (এও) বলেছে যে, এ উভয়টিই হচ্ছে যাদু, এর একটি আরেকটির সমর্থক এবং তারা বলেছে, আমরা (এর) কোনোটাই মানি না।

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرِنَ تَظْهَرُ ﴿٤٨﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি (উভয়টিই মিথ্যা হয় এবং) তোমরা (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে অন্য কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা এ দু'টোর তুলনায় ভালো হবে, (তাহলে) আমিও তার অনুসরণ করবো।

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. যদি এরা তোমার এ কথার কোনো জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এরা (আসলে) নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেই (এসব বলে); তার চাইতে বেশী গোমরাহ ব্যক্তি আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত (পাওয়া) ছাড়া কেবল নিজের খেয়াল খুশী মতোই চলে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম জাতিকে পথ দেখান না।

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ أَضَلِّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

৫১. আমি ক্রমাগত (কোরআনের এ) কথা তাদের জন্যে পাঠিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫২. এর আগে আমি যাদের আমার কিতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. যখন তাদের সামনে এ কিতাব তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, (কেননা), এটাই সত্য, এটা আমাদের মালিকের কাছ থেকেই এসেছে, আমরা এর আগেও (আল্লাহর কিতাব) মানতাম।

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্যে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূর করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. এরা যখন কোনো বাজে কথা শুনে তখন তা পরিহার করে চলে এবং (ওদের) বলে, আমাদের (কাজের) দায়িত্ব আমাদের, আর তোমাদের (কাজের) দায়িত্ব তোমাদের, তোমাদের ওপর সালাম। আমরা জাহেলদের (সাথে বিতর্ক) চাই না!

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ذَلَّا نَبْتَغِيَ الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে (এ ভালোবাসার কারণেই) তুমি হেদায়াত করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই তিনি হেদায়াত দান করেন, তিনি ভালো করেই জানেন কারা এ হেদায়াতের অনুসারী (হবে)।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. (হে নবী,) এরা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে (মিলে) হেদায়াতের পথে চলি তাহলে (অবিলম্বে) আমাদের এ যমীন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে; (তুমি বলো,) আমি কি তাদের (বসবাসের) জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রেযেকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমূল আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (শোকর করতে) জানে না।

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَرِئْمِكِنَّ لَهُمْ حَرَمًا أَمْنًا يَجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আমি এমন অসংখ্য জনপদ নির্মূল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদের তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মদমত্ত করে রেখেছিলো, (অথচ) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ীগুলো (আর এ হচ্ছে তার ধ্বংসাবশেষ), এদের (ধ্বংসের) পর (এসব জায়গায়) সামান্যই কোনো মানুষের বসতি ছিলো; (শেষ পর্যন্ত) আমিই (সব কিছু) মালিক হলাম।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكَنُهُم لَّسْتَ تَسْكُنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. (হে নবী,) তোমার রব কোনো জনপদকেই ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ না সে (জনপদের) কেন্দ্রস্থলে তিনি কোনো নবী না পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, আমি জনপদসমূহকে কখনো বরবাদ করি না, যতোক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা যালেম (হিসেবে পরিগণিত) হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ۖ أَيْنَئِنَّا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. তোমাদের যা দেয়া হয়েছে তা কেবল এ (অস্থায়ী) পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস ও তার শোভাসামগ্রী মাত্র, (মনে রাখবে) যা কিছু আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তা (এর চাইতে) অনেক উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী, তোমরা কি বুঝতে পারো না?

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. যাকে আমি (জান্নাতের) উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি এবং যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) তা পেয়েও যাবে, সে ব্যক্তি কি করে তার মতো হবে যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছু ভোগসম্ভার দিয়ে রেখেছি, অতপর যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য হবে যাদের কেয়ামতের দিন (হিসাবের জন্যে) আমার সম্মুখে তলব করা হবে।

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

৬২. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, আজ কোথায় আমার (সেসব) শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে অংশীদার) মনে করত!

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ يَنُودُونَ ۖ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. (আযাবের) এ বিধান যাদের ওপর কার্যকর হবে তারা (তখন) বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যাদের আমরা গোমরাহ করেছিলাম, আমরা যেমনি এদের গোমরাহ করেছিলাম, তেমনি আমরা নিজেরাও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলাম, (আজ) আমরা তোমার দরবারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছি, এরা কেবল আমাদেরই গোলামী করতো না (এরা নিজেদের প্রবৃত্তির গোলামীও করতো)।

قَالَ الَّذِينَ يَنُودُونَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. অতপর (মোশরেকদের) বলা হবে, ডাকো আজ তোমাদের শরীকদের, তারপর তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের (ডাকের) কোনো জবাবই দিতে পারবে না, (ইতিমধ্যে) মোশরকেরা নিজের চোখেই (নিজেদের) আযাব দেখতে পাবে, কতো ভালো হতো যদি এরা সঠিক পথের সন্ধান পেতো!

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (পুনরায়) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, (আমার) নবীদের তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. সেদিন তাদের (মনের) ওপর (থেকে) সব বিষয়ই হারিয়ে যাবে, তারা একে অপরের কাছে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে (তার কথা আলাদা), আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে शामिल হবে!

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (হে নবী,) তোমার রব যা চান তাই তিনি পয়দা করেন এবং যা তিনি পছন্দ করেন (তাই তিনি জারি করেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ

এ ব্যাপারে) তাদের কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়ালা মহান, ওদের শেরেক থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

مَا كَانَ لَهمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমার রব জানেন, যা কিছু এদের অন্তর গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ করে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; সমস্ত তারীফ তাঁর জন্যে— দুনিয়াতে (যেমন) এবং আখেরাতেও (তেমনি), আইন ও বিধান তাঁর জন্যেই, তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْحُدُودُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧١﴾

৭১. (হে নবী,) তুমি এদের বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের একটুখানি আলো এনে দিতে পারবে; (তারপরও) তোমরা কি কর্ণপাত করবে না?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّيْلِ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. তুমি বলো, তোমরা কখনো একথা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকে (রোয) কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী করে) তোমাদের ওপর বসিয়ে দেন, তাহলে (বলো) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের (জন্যে) রাত এনে দিতে পারবে, যেখানে তোমরা এতোটুকু বিশ্রাম নেবে, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালায় এ নেয়ামত) দেখতে পাও না?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهَارِ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ ۖ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এটা তো তাঁরই রহমত, তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পারো এবং (দিনের বেলায়) তাঁর (জীবিকার) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা তাঁর শোকর আদায় করবে!

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (আবার) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, কোথায় (আজ) আমার সেসব শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে!

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝ থেকে এক একজন সাক্ষী বের করে আনবো, অতপর আমি (তাদের) বলবো, তোমরা (আজ তোমাদের পক্ষে) দলীল প্রমাণ হাযির করো, (সেদিন) ওরা সবাই বুঝতে পারবে, (সত্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই নির্ধারিত, তারা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব কথা উদ্ভাবন করতো তা নিমিষেই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. নিসন্দেহে কারুন ছিলো মূসার জাতির লোক, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে তাদের ওপর ভারী যুলুম করেছিলো, (অথচ) আমি তাকে (এতো) বিশাল পরিমাণ ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, তার (ভা ভারের) চাবিগুলো (বহন করা) একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তার জাতির লোকেরা তাকে বললো, (ধন সম্পদ নিয়ে) দষ্ট করো না, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা দাষ্টিকদের পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ۖ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. যা কিছু সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে তুমি পরকালের কল্যাণ তলাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) অংশ তোমার (পরকালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রয়েছে) তা ভুলে যেয়ো না এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার ওপর মেহেরবানী করেছেন, তুমিও তেমনি (তাঁ পথে তা ব্যয় করে তাঁর বান্দাদের ওপর) দয়া করো, (সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদী লোকদের ভালোবাসেন না।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. (কারুন একথা শুনে) বললো, এ (বিশাল) ধন সম্পদ আমার জ্ঞান (ও যোগ্যতা)-বলেই আমাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এ (মুর্থ) লোকটা কি জানতো না, আল্লাহ তায়ালা তার আগে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তি সামর্থে তার চাইতে ছিলো অনেক প্রবল এবং তাদের জমা মূলধনও (তার তুলনায়) ছিলো অনেক বেশী; (কেয়ামতের দিন) অপরাধীদের তাদের অপরাধ (-জনিত অজুহাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَكَثُرَ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنِ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. অতপর (একদিন) সে তার লোকদের সামনে (নিজের শান শওকতের প্রদর্শনী করার জন্যে) জাঁকজমকের সাথে বের হলো; (মানুষদের মাঝে) যারা পার্থিব জীবনের (ভোগবিলাস) কামনা করতো তখন তারা বললো, আহা! (কতো ভালো হতো) কারুনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকতো, আসলেই সে একজন মহাভাগ্যবান ব্যক্তি!

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ ۖ إِنَّهُ لَكَدُوحٌ عَظِيمٌ ﴿٧٩﴾

৮০. (অপরদিকে) যাদের (আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললো, ষিক তোমাদের (সম্পদের) ওপর, (বস্তুত) যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর তা শুধু ধৈর্যশীলরাই পেতে পারে।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. পরিশেষে আমি তার (ঐশ্বর্যে ভরা) প্রাসাদসহ তাকে যমীনে গেড়ে দিলাম।

فَكَسَفْنَا بِهٖ وَبَنَآءِهَا الْأَرْضَ ۚ

তখন এমন কোনো দলই (সেখানে মজুদ) ছিলো না, যারা আল্লাহ তায়ালা (গযবের) মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে পারলো, না সে নিজে নিজেকে (গযব থেকে) রক্ষা করতে পারলো!

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٣٥﴾

৮২. মাত্র গতকাল (সন্ধ্যা) পর্যন্ত যারা তার জায়গায় পৌঁছার কামনা পোষণ করছিলো, তারা আজ সকাল বেলায়ই বলতে লাগলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান (তার জন্যে) রেযেক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে চান (তার জন্যে) তা সংকীর্ণ করে দেন, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরও তিনি (আজ) যমীনের ভেতর পুঁতে দিতেন; হায় দুর্ভাগ! (নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞরা কখনোই সফলকাম হয় না।

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
يَقُولُونَ وَيَ كَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مِّن
اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءُ وَيَ كَانَ لَهُ لَا يَفْلَحُ
الْكُفْرُونَ ﴿٣٦﴾

৮৩. এটা হচ্ছে আখেরাতের (চির শান্তির) ঘর, আমি এটা তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছি যারা দুনিয়ায় (কোনো রকম) প্রাধান্য (বিস্তার করতে) চায় না- না তারা (যমীনে) কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, শুভ পরিণাম তো (এই) আল্লাহভীরু মানুষদের জন্যেই রয়েছে।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٧﴾

৮৪. যে ব্যক্তিই নেকী নিয়ে হাযির হবে, তাকে তার (পাওনার) চাইতে বেশী পুরস্কার দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (সে যেন জেনে রাখে), যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদের কেবল সেটুকু পরিমাণ শাস্তিই দেয়া হবে, যে পরিমাণ (মন্দ নিয়ে তারা) হাযির হবে।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

৮৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এ কোরআনকে তোমার ওপর নাযিল করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার (কাংখিত) গন্তব্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন; তুমি (তাদের) বলো, আমার রব এটা ভালো করেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছে।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ
إِلَىٰ مَعَادٍ ۖ قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ مَن جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾

৮৬. (হে নবী,) তুমি (তো কখনো) এ আশা করোনি যে, তোমার ওপর কোনো কিতাব নাযিল হবে, (হাঁ, এটা ছিলো) তোমার মালিকের একান্ত মেহেরবানী (যে, তিনি তোমাকে কিতাব দান করেছেন), সুতরাং তুমি কখনো (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) যালেমদের পক্ষ নেবে না।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ
الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٤٠﴾

৮৭. এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালা আয়াতসমূহ নাযিল হবার পর তারা তোমাকে (এর অনুসরণ থেকে) বিরত রাখবে, তুমি মানুষদের তোমার মালিকের দিকে আহ্বান করো

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ
أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ

এবং তুমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٩﴾

৮৮. তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। তাঁর মহান সত্তা ছাড়া (এখানে) প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল; যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَدْعُ كُلُّ شَيْءٍ هَٰذَا لَكَ الْآوَجْهَةُ ۖ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٩﴾

আয়াত ৬৯
রুকু ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আল আনকাবুত
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম,

الْمُرَّ

২. মানুষরা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি (এটুকু) বলার কারণেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং (ঈমানের দাবীতে) তাদের (কোনো রকম) পরীক্ষা করা হবে না।

أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٧٠﴾

৩. আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালার নিশ্চয়ই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী, (আবার ঈমানের) মিথ্যা দাবীদারদেরও তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٧١﴾

৪. যারা গুনাহের কাজ করে তারা কি এটা ধরে নিয়েছে যে, তারা আমার (হাত) থেকে বেঁচে যাবে, (এটা তাদের) একটা মন্দ সিদ্ধান্ত, যা তারা করলো।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٧٢﴾

৫. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ আশা করে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সামনাসামনি হবে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সময়টা অবশ্যই আসবে; তিনি সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٣﴾

৬. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার পথে) সৎগ্রাম সাধনা করে, সে তো (আসলে) তা করে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾

৭. যারা ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের থেকে তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেবো এবং (দুনিয়ায়) তারা যেসব নেক আমল করে আসছিলো আমি অবশ্যই তাদের সেসব কর্মের উত্তম ফল দেবো।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾

৮. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি; (কিন্তু) যদি কখনো

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ

তারা তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে জবরদস্তি করে, (যেহেতু) এ ব্যাপারে তোমার কাছে (সঠিক কোনো) জ্ঞান নেই, তাই তুমি তাদের কোনো আনুগত্য করো না; (কেননা) তোমাদের তো ফিরে যাবার জায়গা আমার কাছেই, আর তখন আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে!

جَاهِدْكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَّآ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

৯. যারা (আল্লাহ তায়ালা) ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদের নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾

১০. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তাদের আল্লাহর পথে (চলার কারণে) কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের এ পীড়নকে আল্লাহ তায়ালা আযাবের মতোই মনে করে; আবার যখন তোমার মালিকের কোনো সাহায্য আসে তখন তারা (মুসলমানদের) বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম; (এরা কি মনে করে-) আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে মোটেই অবগত নন?

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا
أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ
كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ
لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ اللَّهُ
بَآعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

১১. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা ঈমান এনেছে, আবার তিনি মোনাফেকদেরও ভালো করে জেনে নেবেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنَافِقِينَ ﴿١٠﴾

১২. কাফেররা ঈমানদারদের বলে, তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ করো, আমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের গুনাহসমূহের বোঝা তুলে নেবো; (অথচ) তারা (সেদিন) তাদের নিজেদের গুনাহসমূহের কোনো বোঝাও উঠাতে পারবে না; অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا
هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

১৩. (কেয়ামতের দিন) এরা অবশ্যই তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা উঠাবে, (তারপর) তাদের এ বোঝার সাথে (থাকবে তোমাদের) বোঝাও, (দুনিয়ার জীবনে) যতো মিথ্যা কথা তারা উদ্ভাবন করেছে, অবশ্যই সে ব্যাপারে তাদের সেদিন প্রশ্ন করা হবে।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ
أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢﴾

১৪. আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে ওদের মাঝে অবস্থান করলো পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর, (তারা তার কথা না শোনায়) অতপর মহাপ্লাবন এসে তাদের পাকড়াও করলো, তারা ছিলো (আসলেই বড়ো) যালেম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾

১৫. (এ মহাপ্লাবন থেকে) আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকার আরোহীদের রক্ষা করেছি,

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

আর আমি এ (ঘটনা)-কে সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি,

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾

১৬. আর যখন ইবরাহীম তার জাতিকে বললো, তোমরা আল্লাহ তায়ালায় এবাদাত করো এবং তাঁকেই ভয় করো; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো- যদি তোমরা বুঝতে পারো।

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

১৭. তোমরা তো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে কেবল মূর্তিসমূহেরই পূজা করো এবং (স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেও) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করো; আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যেসব মূর্তির তোমরা পূজা করো, তারা তোমাদের কোনোরকম রেযেকের মালিক নয়, অতপর তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় কাছেই রেযেক চাও, শুধু তাঁরই এবাদাত করো এবং তাঁর (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٨﴾

১৮. যদি তোমরা (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো (তাহলে জেনে রেখো), তোমাদের আগের জাতির লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; (মূলত) সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর কথা) পৌছে দেয়াই হচ্ছে রসূলের কাজ।

وَإِن تَكْذِبُوا فَعِدَّ كَذِبَ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٣٩﴾

১৯. এ লোকেরা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমবার তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করলেন, অতপর কিভাবে তাকে আবার (আগের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনবেন; অবশ্যই এ কাজটা আল্লাহ তায়ালায় কাছে নিতান্ত সহজ।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤٠﴾

২০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো এবং (এর সর্বত্র) দেখো, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে প্রথম বার অস্তিত্বে আনলেন এবং (একবার ধ্বংস হয়ে গেলে) কিভাবে আবার আল্লাহ তায়ালা তা পুনর্বীর পয়দা করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

২১. তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি দেন আবার যাকে চান তাকে (ক্ষমা করে তার ওপর) অনুগ্রহ করেন; (সর্বাবস্থায়) তোমাদের তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٤٢﴾

২২. তোমরা যমীনে (আল্লাহ তায়ালাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না এবং (পারবে না) আসমানেও, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও!

وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٣﴾

২৩. যারা আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ ও তাঁর সামান্যসামান্য হওয়াকে অস্বীকার করে, (মূলত) সেসব লোক আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের জন্যে রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. অতপর তাদের কাছে এ ছাড়া (আর কোনো) জবাব থাকলো না যে, তারা বলতে লাগলো, একে মেরেই ফেলো কিংবা একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, (তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর) আল্লাহ তায়ালা তাকে (জ্বলন্ত) আগুন থেকে উদ্ধার করলেন; অবশ্যই মোমেনদের জন্যে এ (ঘটনা)-র মাঝে (আল্লাহ তায়ালায় কুদরতের) অনেক নিদর্শন মজুদ রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার খাতিরে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে (নিজেদের মাবুদ) ধরে নিয়েছো, অথচ কেয়ামতের দিন তোমাদের (এ ভালোবাসার) একজন ব্যক্তি আরেকজনকে (চিনতেও) অস্বীকার করবে, তারা তখন একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে থাকবে, (পরিশেষে) তোমাদের সবার (চূড়ান্ত) ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর সেদিন কেউই তোমাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ بَعْضٌ يَّوْلِعُ بِبَعْضٍ كُفْرًا وَكَرْهًُا ۚ وَالنَّارُ أَوْلَىٰ لَّكُم مِّن نُّصْرَتِي ۚ ﴿٢٥﴾

২৬. অতপর লূত তাঁর (নবী ইবরাহীমের) ওপর ঈমান আনলো। সে বললো, আমি (এবার) আমার মালিকের (বলে দেয়া স্থানের) দিকে হিজরত করছি; অবশ্যই তিনি মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

২৭. অতপর আমি তাকে (ছেলে হিসেবে) ইসহাক ও (নাতি হিসেবে) ইয়াকুব দান করলাম, তার বংশধারায় আমি নবুওত ও কিতাব (নাযিলের ধারা অব্যাহত) রাখলাম, (নবুওত দ্বারা) আমি দুনিয়াতেও তাকে পুরস্কৃত করলাম, আর আখেরাতে সে অবশ্যই আমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হবে।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. আর (আমি) লূতকে (তার লোকদের কাছে) পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ নিয়ে এসেছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কোনো মানুষই করেনি।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. তোমরা কি (তোমাদের দৈহিক প্রয়োজনের জন্যে মহিলাদের বদলে) পুরুষদের কাছে গিয়ে হাযির হচ্ছেো এবং (তোমরা তো আল্লাহ তায়ালায় নির্ধারিত যৌন সম্পর্কের মূল) পথটাই কেটে দিচ্ছে

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ

এবং তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসেও এ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছে; তাদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিলো না যে, তারা বলল (হাঁ, যাও), নিয়ে এসো আমাদের ওপর আল্লাহর আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٣٩﴾

৩০. সে (আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে) বললো, হে আমার রব, (এই) ফাসাদী জাতির মোকাবেলায় তুমি আমায় সাহায্য করো।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِیْنَ ﴿٤٠﴾

৩১. অতপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা একটা সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা (লূতের) এ জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করবো, কেননা তার অধিবাসীরা বড়ো যালেম হয়ে গেছে।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرِیْ
قَالُوْۤا اِنَّا مَهْلِكُوْۤا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ ۚ اِنَّ
اَهْلَهَا كَانُوْۤا ظٰلِمِیْنَ ﴿٤١﴾

৩২. সে বললো, সেখানে তো (নবী) লূতও রয়েছে; তারা বললো, আমরা জানি সেখানে কে আছে, আমরা লূত এবং তার পরিবারের লোকজনদের অবশ্যই রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়— সে আযাবে পড়ে থাকা লোকদের দলে शामिल হবে।

قَالَ اِنَّ فِیْهَا لُوْطًا ۚ قَالُوْۤا نَحْنُ اَعْلَمُ
بِمَنْ فِیْهَا ۗ لَنَنْجِیْهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرًاۙ تَهُۥ
كَانَتْ مِنَ الْغٰیْبِیْنَ ﴿٤٢﴾

৩৩. তারপর যখন (সত্যি) আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে এলো, তখন (তাদের আগমন) লূতের কাছে খারাপ লাগলো, এদের কারণে তার মন ভেংগে গেলো, ফেরেশতারা বললো, তুমি ভয় পেয়ো না, (তুমি) দুষ্টভাষী হও না। আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করবো, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়— সে তো আযাবে পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরই একজন।

وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْۤءَ بِهٖمْ
وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا وَقَالُوْۤا لَا تَخَفْ وَلَا
تَحْزَنْ ۚ اِنَّا مُنْجُوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا
اَمْرًاۙ تَكَّ كَانَتْ مِنَ الْغٰیْبِیْنَ ﴿٤٣﴾

৩৪. আমরা এ জনপদের (বাকী) অধিবাসীদের ওপর আসমান থেকে এক (ভীতিকর) আযাব নাযিল করবো, কেননা এরা জঘন্য গুনাহর কাজ করছিলো।

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْۤا یَفْسُقُوْنَ ﴿٤٤﴾

৩৫. (এক সময় সত্যি সত্যিই আমি এ জনপদকে উল্টে দিয়েছি) আমি তাকে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন করে রেখে দিয়েছি।

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰیَةًۢ بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ
یَعْقِلُوْنَ ﴿٤٥﴾

৩৬. আমি মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে পাঠিয়েছি, তখন সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং পরকাল দিবসের (পুরস্কারের) আশা পোষণ করো, (আল্লাহর) যমীনে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

وَ اِلٰی مَدَیْنٍ اٰخَاھُرْ شُعَیْبًا ۚ فَقَالَ یُقُوْۤمُ
اَعْبُدُوْۤا اللّٰهَ وَارْجُوْۤا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا
تَعْتَوُوْۤا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿٤٦﴾

৩৭. তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. আ'দ এবং সামুদকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি), তাদের (সে ধ্বংসপ্রাপ্ত) বসতি থেকেই তো তোমাদের কাছে (আযাবের সত্যতা) প্রমাণিত হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের সামনে শোভন করে রেখেছিলো এবং সে তাদের (সঠিক) রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, অথচ তারা ছিলো (অন্য সব ব্যাপারে) দারুণ বিচক্ষণ!

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ^{٣٨} وَرَيْنَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَلَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. কারুন, ফেরাউন এবং হামানকেও (আমি ধ্বংস করেছি), মুসা তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে এসেছিলো, তারা যমীনে বড়ো বেশী অহংকার করেছিলো এবং তারা কোনো অবস্থায় (আমার আযাব থেকে পালিয়ে) আগে চলে যেতে পারতো না।

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ تَذَلَّلُوا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. অতপর এদের সবাইকেই আমি নিজ নিজ গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি, এদের কারো ওপর আমি প্রচণ্ড ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে মহাগর্জন এসে আঘাত হেনেছে, কাউকে আমি যমীনের নীচে গেড়ে দিয়েছি, আবার কাউকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা এমন ছিলেন না যে, তিনি এদের ওপর কোনো যুলুম করেছেন, যুলুম তো বরং (আল্লাহর আযাবকে অস্বীকার করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. যেসব লোক আল্লাহ তায়ালা বদলে অন্যকে (নিজেদের) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার মতো, তারা (নিজেরাও এক ধরনের) ঘর বানায়; আর (দুনিয়ার) দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। কতো ভালো হতো যদি তারা বুঝতে পারতো।

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪২. এরা আল্লাহর পরিবর্তে যেসব কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রবল প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪৩. এ হচ্ছে (সেই) উদাহরণ, যা আমি মানুষদের জন্যেই পেশ করি, জ্ঞানী ব্যক্তির ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারে না।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) এতে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্বের) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾



৪৫. (হে নবী,) যে কিতাব তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা তেলাওয়াত করো এবং নামায প্রতিষ্ঠা করো; নিসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; পরন্তু আল্লাহ তায়ালার স্মরণ একটি মহান কাজ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা আলাদা, আর (তোমরা) বলো, আমরা ঈমান এনেছি (কিতাবের) যা কিছু আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপর), আরো ঈমান এনেছি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (তার ওপরও, আসলে) আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. এভাবেই আমি তোমার ওপর (এ) কিতাব নাযিল করেছি, আমি (আগে) যাদের কিতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, (পরবর্তী) লোকদের মাঝেও (কিছু ভালো মানুষ আছে) যারা এর ওপর ঈমান এনেছে; (আসলে) কাফেররা ছাড়া কেউই আমার আয়াতের সাথে বিদ্রোহ করে না।

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি তো এ (কোরআন নাযিল হওয়ার) আগে কোনো বই পুস্তক পাঠ করোনি, না তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখে রেখেছো যে, (তা দেখে) অসত্যের পূজারীরা (আজ) সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ছে!

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. বরং এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন; (আসলে) কতিপয় যালেম ব্যক্তি ছাড়া আমার (এ সুস্পষ্ট) নিদর্শনের সাথে কেউই পোড়ামি করে না।

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, এ ব্যক্তির কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (নরুওতের) কোনো প্রমাণ নাযিল হয় না কেন? (হে নবী,) তুমি বলো, যাবতীয় নিদর্শন তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; আমি তো (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র!

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫১. (হে নবী,) এদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি,

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

যা (প্রতিনিয়ত) তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হচ্ছে; অবশ্যই ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে এতে (আল্লাহ তায়ালা)র অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِن فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ ۖ
وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে (তার) সবকিছু তিনি জানেন; যারা বাতিলের ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারাই হচ্ছে সেসব মানুষ যারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; যদি (আল্লাহ তায়ালা)র কাছে) এদের (শাস্তি দেয়ার) জন্যে একটি দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট না থাকতো, তাহলে (এতোদিনে) তাদের ওপর আযাব এসেই যেতো! অবশ্যই এদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসবে এবং তারা জানতেও পারবে না।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْ لَا أَجَلٌ
مَّسَىٰ لَجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমার কাছে এরা আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলে; অবশ্যই জাহান্নাম কাকেরদের পরিবেষ্টন করে নেবে।

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَهِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যেদিন তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব তাদের গ্রাস করবে, (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা (তাদের) বলবেন, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে (এখন তার) স্বাদ উপভোগ করো।

يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছো, (জেনে রেখো) আমার যমীন অনেক প্রশস্ত, অতপর তোমরা একমাত্র আমারই এবাদাত করো।

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَرْضِي وَإِسِعَّةٌ
فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾

৫৭. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا
تَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতে (সুরম্য) কোঠায় জায়গা দেবো, যার পাদদেশ দিয়ে ঋণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; কতো উত্তম পুরস্কার এ নেককার (মানুষ)গুলোর!

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. কতো (ধরনের) বিচরণশীল জীব (এ দুনিয়ায়) রয়েছে, যারা কেউই নিজদের রেযেক (নিজেরা কাঁধে) বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের এবং তোমাদের (নিত্যদিনের) রেযেক সরবরাহ করেন, তিনি সবকিছু শোনে এবং সবকিছু জানেন।

وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رَزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

৬১. (হে নবী,) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে কে বশীভূত করে রেখেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালা, (কিন্তু তারপরও) এদের কোথায় কোথায় ঠাকর খাওয়ানো হচ্ছে ?

وَلَّيْنِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَسْخَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِيَقُوْلَ ۙ اللَّهُ ۚ فَاَنۢى يُّؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার জন্যে রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (আবার যাকে চান) তার জন্যে তা সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنۢ يَّشَآءُ مِّنۢ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. (হে নবী,) তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো, আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর যমীন একবার মরে যাওয়ার পর সে (পানি) দ্বারা কে তাতে জীবন সঞ্চার করেছেন, অবশ্যই সে বলবে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই; তুমি বলো, যাবতীয় তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় জন্যে; কিন্তু ওদের অধিকাংশ মানুষই (তা) অনুধাবন করে না।

وَلَّيْنِ سَأَلْتَهُم مِّنۢ نَّزْلِ السَّمَاءِ مَآءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضُ مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا ۚ لَيَقُوْلُنَّ ۙ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلۡ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. এ পার্থিব জীবন অর্থহীন কতিপয় খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; নিসন্দেহে আখেরাতের জীবনই হচ্ছে সত্যিকারের জীবন। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ বিষয়টা) জানতো!

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۗ وَالْاٰخِرَةُ لَهٰى الْحَيٰوةِ ۗ لَمۡ يَلُوْا كَآنُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. যখন এরা জলখানে আরোহণ করে (বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়), তখন তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকে, জীবনবিধানকে একমাত্র তার জন্যে (নিবেদন করেই ডাকে), কিন্তু তিনি যখন তাদের (বিপদ থেকে) মুক্তি দিয়ে স্থলে নামিয়ে নিরাপদ করে দেন, তখন তারা সাথে সাথে (আল্লাহ তায়ালায় সাথে) শরীক করতে শুরু করে,

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا ۙ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْوٰتِنِ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يَّشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. যেন আমি তাদের (ওপর) যা কিছু অনুগ্রহ করেছি তা তারা অস্বীকার করতে পারে এবং (এভাবেই এরা) কয়টা দিন (দুনিয়ায়) ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দিতে পারে। অচিরেই এরা (আসল ঘটনা) জানতে পারবে।

لَيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنَاهُمۡ ۖ وَلَيَسْتَمْتَعُوْا ۚ فَسَوَفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না, (কিভাবে) আমি 'হারাম (মক্কা)-কে' শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছি, অথচ তার চারপাশে মানুষদের (প্রতিনিয়ত জোর করে) ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; এরপরও কি তারা বাতিলের ওপর ঈমান আনবে

اَوَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنۡ اَمْنًا وَيَتَخَفُّ ۙ النَّاسُ مِّنۢ حَوْلِهِمْ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ

এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥٩﴾

৬৮. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন সে তাকে অস্বীকার করে; (হে নবী,) জাহান্নামের মধ্যেই কি (এ) কাফেরদের আশ্রয়স্থল (হওয়া উচিত) নয় ?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾

৬৯. (অপরদিকে) যারা আমার পথে জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদের সাথে রয়েছেন।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحَسَنِينَ ﴿٦١﴾

৭
রুকু

আয়াত ৬০
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আর রোম
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম,

الْمُرَّ

২. রোম (জাতি) পরাজিত হয়ে গেছে,

غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿١﴾

৩. (পরাজিত হয়েছে) ভূমন্ডলের নিম্নতম অঞ্চলে, তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা (আবার) বিজয় লাভ করবে,

فِي آذُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيُغْلِبُونَ ﴿٢﴾

৪. (এ ঘটনা ঘটবে তিন থেকে নয়- এ) বিজোড় বছরের মাঝে, এর আগেও (চূড়ান্ত) ক্ষমতা ছিলো আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং (এ ঘটনার) পরেও (সে চাবিকাঠি থাকবে) তাঁরই হাতে; (রোমকদের বিজয়ে) সেদিন ঈমানদার ব্যক্তির আশীর্বাদ হইবে,

فِي بَضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ
بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

৫. (এটা ঘটবে) আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই, তিনি যাকে চান তাকে (বিজয় দিয়ে) সাহায্য করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿٤﴾

৬. (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালারই ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা (কখনো) তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

৭. তারা তো পার্থিব জীবনের (শুধু) বাইরের দিকটিই জানে, কিন্তু আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা (সম্পূর্ণই) গাফেল।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ
عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٦﴾

৮. এ মানুষগুলো কি নিজেদের মনে (এ কথা) চিন্তা করে না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমানসমূহ, যমীন ও অন্য সব কিছুকে যথাযথ উদ্দেশ্যে এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে পয়দা করেছেন;

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

কিন্তু মানুষদের মাঝে অধিকাংশই (এসব কিছুর শেষে) তাদের মালিকের সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করে।

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ ﴿٧﴾

৯. এরা কি (আমার) যমীনে ভ্রমণ করে না, করলে তারা দেখবে তাদের আগের লোকদের পরিণাম কেমন ছিলো? অথচ তারা শক্তিতে এদের চাইতে ছিলো অনেক প্রবল, তারা এ যমীনে অনেক চাষবাস করেছে, (আজ) এরা যেমন একে আবাদ করছে, তাদের চাইতে (বরং) তারা বেশী পরিমাণেই একে আবাদ করেছিলো, (অতপর) তাদের কাছে তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে হাযির হয়েছিলো (কিন্তু রসূলদের মানতে অস্বীকার করায়); আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর (গযব পাঠিয়ে) কোনো যুলুম করেননি, বরং (কুফরী করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا
أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

১০. অতপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দই হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে!

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا السُّؤَى
أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

১১. আল্লাহ তায়ালা (নিজেই তাঁর) সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, আবার তিনিই তাকে (তার পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে দেবেন, অতপর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

১২. যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন (এর ভয়াবহতা দেখে) অপরাধী ব্যক্তিরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

১৩. (সেদিন) তাদের শরীকদের কেউই তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো থাকবে না, তারা (বরং) তাদের শরীকদের (তখন) অস্বীকার করবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاوُا
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

১৪. যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষরা (ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে) আলাদা হয়ে পড়বে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِنُ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾

১৫. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন জান্নাতের) বাগিচায় থাকবে, তাদের (সেখানে প্রাচুর্যপূর্ণ) সুখে শান্তিতে রাখা হবে।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

১৬. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (অস্বীকার করেছে) শেষ (বিচারের দিনে আমার) সামনাসামনি হওয়ার ঘটনাকে, তাদের (ভয়াবহ) আযাবের সম্মুখীন করা হবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُكْضَرُونَ ﴿١٦﴾

১৭. অতএব (দিবাশেষে) যখন তোমরা সন্ধ্যা করো তখন আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, (ঘোষণা করো) যখন সকাল (বেলার মাধ্যমে তোমরা দিনের শুরু) করো তখনও।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

১৮. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যে, (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো) যখন তোমরা (দিনের) দ্বিতীয় প্রহর (শুরু) করো, আবার যখন (দিনের) তৃতীয় প্রহর (শুরু) করো (তখনো তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবন্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটান, একইভাবে জীবন্ত কিছু থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই (সেই সত্তা, যিনি এ) যমীনকে তার নিজীব অবস্থার পর পুনরায় জীবন দান করেন; (ঠিক) এভাবেই তোমাদের (একদিন) পুনরুত্থিত করা হবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

২০. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে (একটি) হচ্ছে, (শুরুতে) তিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তোমরা মানুষ হিসেবে যমীনে ছড়িয়ে পড়েছো।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের (মাঝে) এও (একটি যে), তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সংগী সংগিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

২২. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশমালা ও যমীনের সৃষ্টিও— রয়েছে তোমাদের পারস্পরিক ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র; অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْأَلْسِنَاتِ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. তোমাদের রাত ও দিনের ঘুম, (এতে) তোমাদের তাঁর দেয়া রেযেক তালাশ করা তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত; অবশ্য এসব কিছুর মাঝে যে জাতি (আল্লাহর কথা) শোনে— তাদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে এও একটি, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ (ও তার চমক) দেখান— ভয় এবং আশা সঞ্চারের মাঝ দিয়ে (তা প্রতিভাত হয়), তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তা দিয়ে যমীন একবার নিজীব হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও

وَمِنْ آيَاتِهِ يَرْيَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ

বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣৪﴾

২৫. তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তাঁর আদেশেই আসমান যমীন (নিজ নিজ অবস্থানের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে; অতপর যখন তিনি (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার জন্যে ডাক দেবেন, তখন মাটির (ভেতর) থেকে তোমরা বেরিয়ে আসবে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٣٥﴾

২৬. (এ) আকাশমালা ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে তা তো (একান্তভাবে) তাঁর জন্যেই; সবকিছু তাঁর (আদেশের) অনুগত।

وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قِنْتُونَ ﴿٣٦﴾

২৭. (তিনিই সেই মহান সত্তা) যিনি সৃষ্টি (জগত)-কে প্রথমবার পয়দা করেছেন, অতপর তাকে আবার তিনিই আবর্তিত করবেন, (সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়) সে (কাজ)-টি তাঁর জন্যে খুবই সহজ; (কেননা) আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তাঁর জন্যেই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

২৮. (হে মানুষরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বুঝার) জন্যে তোমাদের (নিতাদিনের ঘটনা) থেকে উদাহরণ পেশ করছেন, (বলতে পারো,) আমি তোমাদের যে রেযেক দান করেছি তাতে কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা সমভাবে অংশীদার? (এমন অংশীদার)-যাতে করে তোমরা (এবং তারা) সমান হয়ে যেতে পারো- তোমরা কি তাদের (ব্যাপারে) ততোটুকু ভয় করো, যতোটুকু ভয় নিজেদের ব্যাপারে করো; (বস্তুত) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে (আমার কথাগুলো) খুলে খুলে বর্ণনা করি।

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾

২৯. কিন্তু যারা সীমালংঘনকারী, তারা অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে রেখেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে কে হেদায়াতের পথ দেখাতে পারে? এমন সব লোকদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٣٩﴾

৩০. অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দ্বীনের জন্যে কায়েম রাখো; আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতি হচ্ছে, যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন; (মনে রেখো:) আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এই হচ্ছে সহজ (সরল) জীবনবিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৩১. তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী হও এবং শুধু তাঁকেই ভয় করো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত হয়ো না,

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৩২. তাদের মাঝে (এমনও আছে) যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফেরকায় পরিণত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে খুশী।

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

৩৩. মানুষদের যখন কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহর দিকে বিনীত হয়ে তাদের মালিককে ডাকতে থাকে, অতপর যখন তিনি তাদের তাঁর দয়া (ও নেয়ামতের স্বাদ) উপভোগ করান, তখন সাথে সাথে তাদের একদল লোক তাদের মালিকের সাথে (অন্যদের) শরীক করতে শুরু করে,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرِكُونَ ۝

৩৪. যেন যা কিছু (অনুগ্রহ) আমি তাদের দান করেছি তার সাথে তারা অকৃতজ্ঞতার আচরণ করতে পারে, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (তোমাদের কুফরীর ফলাফল) জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا ثُمَّ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۝

৩৫. কিংবা আমি কি তাদের ওপর এমন কোনো দলীল প্রমাণ পাঠিয়েছি যে, ওরা (যেভাবে) শেরেক করছে তা তাকে সঠিক বলে!

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْتَكِرُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۝

৩৬. আমি যখন মানুষদের অনুগ্রহ আশ্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (ভীষণ) খুশী হয়; আবার যখন তাদেরই অর্জিত কাজের কারণে তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন তারা সাথে সাথেই নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۝

৩৭. এরা কি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে চান তার রেযেক প্রসারিত করে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন; নিসন্দেহে এতে ঈমানদার জাতির জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৩৮. অতএব (হে ঈমানদার ব্যক্তি), তুমি আত্মীয় স্বজনকে তার অধিকার আদায় করে দাও, অভাবগ্রস্ত ও মোসাফেরদেরও (নিজ নিজ পাওনা বুঝিয়ে দাও) এটি তাদের জন্যে ভালো কাজ যারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি কামনা করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সফলকাম।

فَاتِ بِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৩৯. যা (কিছু ধন সম্পদ) তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যেই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বৃদ্ধি পায়, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিতে তা (কিন্তু মোটেই) বাড়ে না,

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّرَبُّوَا فِي ٓأَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوَا عِنْدَ اللَّهِ ۝

অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু) আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান করো, (তাই) বরং বেশী বৃদ্ধি পায়, এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (আল্লাহর দরবারে) নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়।

وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبُذْعُونَ ﴿٩٠﴾

৪০. আল্লাহ তায়ালা (সেই পরাক্রমশালী সত্তা)– যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের রেযেক দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদের মৃত্যু দেবেন, (কেয়ামতের দিন) তিনি তোমাদের (আবার) জীবন দেবেন; তোমরা যাদের (আল্লাহর সাথে) শরীক করে নিয়েছো তাদের কেউ কি এমন আছে, যে এর কোনো একটি কাজও করতে পারবে? (মূলত) তারা (আল্লাহর সাথে) যাদের শরীক বানায়, তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র, অনেক মহান।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٠﴾

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে স্থলে (সর্বত্র) বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আশ্বাদন করাতে চান, আশা করা যায় (এর ফলে) তারা (সেসব কাজ থেকে) ফিরে আসবে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٩١﴾

৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে ভ্রমণ করো এবং যারা আগে (এখানে মজুদ) ছিলো, (আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করায়) তাদের কি (পরিণতি) হয়েছে তা অবলোকন করো; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো মোশরেক।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٩٢﴾

৪৩. অতএব (হে নবী), তুমি তোমার নিজেস্ব সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখো– আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে সে (ভয়াবহ) দিনটি আসার আগে যাকে কেউই ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সেদিন যখন আসবে তখন (মোমেন ও কাফের) সবাই আলাদা হয়ে যাবে।

فَاقْرَأْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلُ ۚ إِنَّ يَأْتِيكَ يَوْمَ ٱلْمَرَدِّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَعُونَ ﴿٩٣﴾

৪৪. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করলো, তার (এ) কুফরী– (আযাব হিসেবে একদিন) তার ওপরই (এসে পড়বে, অপর দিকে) যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, তারা (এর মাধ্যমে) নিজেদের জন্যে (সুখ) শান্তির রাস্তাই বানিয়ে নিলো,

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٩٤﴾

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান আনবে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করবে, তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের (যথোপযুক্ত) বিনিময় দান করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কখনো পছন্দ করেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٩٥﴾

৪৬. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ

وَمِن آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ

করেন, যাতে করে তিনি তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আশ্বাদন করতে পারেন, (উপরন্তু) তাঁর আদেশে (সমুদ্রে) জলযানগুলো যেন চলতে পারে এবং তোমরাও (যেন এর মাধ্যমে) তাঁর রেযেক তালাশ করতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

وَلِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

৪৭. (হে রসূল,) আমি তোমার আগে আরো রসূল তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (নবুওতের) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, অতপর যারা (একে অস্বীকার করে) মারাত্মক অপরাধ করেছে আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি; (কেননা,) ঈমানদারদের সাহায্য করা ছিলো আমার ওপর কর্তব্য।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٠﴾

৪৮. আল্লাহ তায়ালা (সেই মহান সত্তা) যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, (এক পর্যায়ে) তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার ওপর তা পৌছে দেন, তখন তারা (এটা দেখে) ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়,

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُمْسِكُ فِي السَّيَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٩١﴾

৪৯. অথচ (একটু আগে) এরাই তাদের ওপর (বৃষ্টি) নাযিল হবে- এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলো!

وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمُبْشِرِينَ ﴿٩٢﴾

৫০. তাকিয়ে দেখো আল্লাহ তায়ালা রহমতের প্রভাবের দিকে, কিভাবে তিনি যমীনকে একবার মরে যাওয়ার পর পুনরায় জীবন্ত করে তোলেন; অবশ্যই তিনি (কেয়ামতের দিন) সব মৃতকে জীবন দান করবেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩٣﴾

৫১. যদি আমি কখনো এমন বায়ু পাঠাতে শুরু করি, (যার ফলে) তারা ফসলকে হলুদ রঙের দেখতে পায়, তখন তারা আমার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শুরু করে।

وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٩٤﴾

৫২. (হে নবী,) অবশ্যই মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, (বিশেষ করে) যখন ওরা (তোমাকে দেখেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٩٥﴾

৫৩. তুমি অন্ধদের তাদের গোমরাহী থেকে (বের করে) সঠিক পথ দেখাতে পারবে না, তুমি তো কেবল এমন লোকদেরই (আমার কথা) শোনাতে পারবে

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَلَتِهِمْ ۖ إِنَّكَ تَسْمَعُ

৫
রুকু

যে আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে,
(আসলে) এরাই হচ্ছে (নিবেদিত) মুসলমান।

إِلَّا مَنِ يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ ۝

৫৪. আল্লাহ তায়ালাই (সেই মহান সত্তা)- যিনি তোমাদের দুর্বল করে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি দুর্বলতার পর (তোমাদের দেহে) শক্তি সৃষ্টি করেছেন, আবার (তিনি এ) শক্তির পর (পুনরায়) দুর্বলতা ও বার্বাক্য সৃষ্টি করবেন; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞ।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

৫৫. যেদিন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধী ব্যক্তির কসম খেয়ে বলবে, তারা তো (দুনিয়ায়) মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি; (আসলে) এভাবেই এদের (সত্যবিমুখ রেখে) দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كُنْ لَكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝

৫৬. (কিন্তু) যাদের যথার্থ জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে- (না), তোমরা তো আল্লাহ তায়ালায় হিসাবমতো (কবরে) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই অবস্থান করে এসেছো, আর আজকের দিনটিই হচ্ছে (সেই প্রতিশ্রুত) পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিনটাকেই সঠিক বলে) জানতে না।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৫৭. সেদিন যালেমদের ওয়র আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, না তাদের (তখন) তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنِ رَثْمٍ وَلَا هُمْ يَسْتَعْجِلُونَ ۝

৫৮. (হে নবী), আমি মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে এ কোরআনে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি; (তারপরও) যদি তুমি এদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে হাযির হও, তাহলে এ কাফেররা বলবে, তোমরা (তো কতিপয়) বাতিলপন্থী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নও।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جِئْتُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝

৫৯. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যারা (সত্য সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

كُنْ لَكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৬০. অতএব (হে নবী), তুমি ধৈর্য ধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালায় ওয়াদা সত্য, যাদের (শেষ বিচার দিনের ওপর) আস্থা নেই, তারা যেন তোমাকে কখনোই (সত্য দ্বীন থেকে) বিচলিত করতে না পারে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

৬
রুকু

২. এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ③

৩. নেক মানুষদের জন্যে (এ হচ্ছে) হেদায়াত ও রহমত,

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ④

৪. (নেক মানুষ তারা-) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আখেরাতের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ⑤

৫. এ (নেক) লোকগুলোই তাদের মালিকের (যথার্থ) হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥

৬. মানুষদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছে যে অর্থহীন বেহুদা গল্প কাহিনী খরিদ করে, যাতে করে সে (এ দিয়ে মানুষদের) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একে হাসি, বিদ্রূপ, তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑦

৭. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে আদৌ তা শুনতেই পায়নি, তার কান দুটিতে যেন বধিরতা রয়েছে, তাকে তুমি কঠোর আযাবের সুসংবাদ দাও!

وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِيّ أُذُنِيهِ وَقْرًا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑧

৮. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতের (সমাহার) জান্নাতসমূহ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
جَنَّاتُ النَّعِيمِ ⑨

৯. সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ⑩

১০. তিনি আসমানসমূহকে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছে। তিনি যমীনে পাহাড়সমূহ স্থাপন করে রেখেছেন যাতে করে তা তোমাদের নিয়ে কখনো (একদিকে) ঢলে না পড়ে, (আবার) তাতে প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল জন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন; (হাঁ, আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর (সে পানি দিয়ে) সেখানে আমি সব ধরনের সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র উৎপাদন করিয়েছি।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَقَىٰ
فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ
فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑪

১১. এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, অতপর তোমরা আমাকে দেখাও তো, তাঁকে বাদ দিয়ে (যাদের তারা উপাসনা করে) তারা কি সৃষ্টি করেছে? (আসলেই) যালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

هَٰذَا خَلَقَ اللَّهُ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن
دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ⑫

১২. আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছি, (আমি তাকে বলেছি) তুমি আল্লাহ তায়ালায় (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) যে ব্যক্তি (নেয়ামতের) শোকর আদায় করে সে তা করে তার নিজের (ভালোর) জন্যেই, (আর) যদি কেউ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾

১৩. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন লোকমান তার ছেলেকে নসীহত করতে গিয়ে বললো, হে প্রিয় বৎস, তুমি আল্লাহ তায়ালায় সাথে শেরেক করো না; (অবশ্যই) শেরেক হচ্ছে সবচাইতে বড়ো যুলুম।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣٨﴾

১৪. আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সে (সন্তান) বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (তোমার নিজের সৃষ্টির জন্যে) আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার (লালন পালনের জন্যে) পিতা- মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো; (পরিশেষে তোমাদের) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿٣٩﴾

১৫. যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শেরেক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দু'জনের (কারোই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি কথা তো শুধু তারই মেনে নেবে যে ব্যক্তি (পুরোপুরি) আমার অভিযুক্তী হয়েছে, অতপর আমার কাছেই তোমাদের আসতে হবে, তখন আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি কাজ করতে।

وَأَن جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَن تَشْرِكَ بِي ۖ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

১৬. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, যদি (তোমার) কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ (ছোটোও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতর কিংবা আসমানসমূহেও (লুকিয়ে) থাকে, অথবা (যদি তা থাকে) যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ তায়ালা (সেদিন সামনে) এনে হাযির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٤١﴾

১৭. হে বৎস, তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখো, তোমার ওপর কোনো বিপদ মসিবত এলে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো;

يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ

এটি নিসন্দেহে বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ,

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَامِ الْأُمُورِ ٢٩

১৮. (হে বৎস,) কখনো অহংকারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না এবং (আল্লাহর) যমীনে কখনো উদ্ধতপূর্ণ বিচরণ করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকেই অপছন্দ করেন।

وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٢٩

১৯. (হে বৎস, যমীনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পস্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, অবশ্যই আওয়াযসমূহের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ٣٠

২০. তোমরা কি (একথা কখনো) চিন্তা করে দেখিনি, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছুকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি তাঁর দেখা অদেখা যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন; (কিন্তু এ সত্ত্বেও) মানুষের মাঝে কিছু এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (অর্থহীন) তর্ক করে, (তাদের কাছে) না আছে (তর্ক করার মতো) কোনো জ্ঞান, না আছে দীপ্তিমান কোনো গ্রন্থ!

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمُوتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ٣١

২১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাখিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, (তখন) তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি; (কিন্তু) শয়তান যদি তাদের (বাপদাদাদের) জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে (তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ٣٢

২২. যদি কোনো ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ তায়ালায় কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সঁপে দেয়, (তাহলে) সে (যেন এর দ্বারা) একটা মযবুত হাতল ধরেছে; (আসলে) যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ তায়ালায় কাছে।

وَمَن يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٣٣

২৩. (হে নবী,) যদি কেউ কুফরী করে তবে তার কুফরী যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে; (কারণ) তাদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তারা কি আমল করে এসেছে; মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকায়িত আছে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন।

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٣٤

২৪. আমি তাদের স্বল্প (সময়ের জন্যে) কিছু জীবনোপকরণ দিয়ে রাখবো, অতপর আমি তাদের কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

نُتَبِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٣٥

২৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়দা করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে (হাঁ), আল্লাহ তায়ালাই (সৃষ্টি করেছেন); তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।

وَلَعِنَ سَالَتَهُمْ مِّنْ خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আকাশমালা ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সবই) আল্লাহ তায়ালায় জন্যে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) অভাবমুক্ত এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

২৭. যমীনের যতো গাছ আছে তা যদি কলম হয় এবং মহাসমুদ্রগুলোর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে তা কালি হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ তায়ালায় গুণাবলী সম্পর্কিত কথাগুলো (লিখে) শেষ হবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدَةٌ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبْحَرٍ مَا نَفَدْتَ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের সৃষ্টি করা, তোমাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করা (মূলত আল্লাহ তায়ালায় কাছে) একজন মানুষের সৃষ্টি ও তার পুনরুত্থানের মতোই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনে এবং দেখেন।

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

২৯. তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, (কিভাবে) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তাঁর হুকুমের) অধীন করে রাখেন, সব কয়টি (গ্রহ উপগ্রহই আপন কক্ষপথে) এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

৩০. এটাই (চূড়ান্ত), যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সত্য, (তাই) তাঁকে ছাড়া এরা অন্য যা কিছুকেই ডাকুক না কেন তা বাতিল (বলে গণ্য হবে), মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি সুউচ্চ, অতি মহান।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

৩১. তুমি কি (এটা) লক্ষ্য করোনি যে, (উত্তাল) সাগরে (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহেই জলযানগুলো ভেসে চলেছে, যাতে করে তিনি (এর মাধ্যমে) তোমাদের তাঁর (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারেন; অবশ্যই প্রতিটি ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ مَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

৩২. যখন (সমুদ্রের) তরঙ্গমালা চাঁদোয়ার মতো হয়ে তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে— দ্বীন একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদন করে, অতপর যখন আমি তাদের ভূখণ্ডে এনে উদ্ধার করি তখন তাদের কিছু লোক প্রতিশ্রুতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে (মূলত) বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউই আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে না!

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো এবং এমন একটি দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে না, না কোনো সন্তান তার পিতার পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, সুতরাং (হে মানুষ,) এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কোনোরকম প্রতারণিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে কোনো ধোকা দিতে না পারে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَتَنْسُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

৩৪. অবশ্যই কেয়ামতের সব জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (সন্তানের) শুক্রকীটের মাঝে (তার ভবিষ্যত জীবনের ভাগ্যলিপি সক্রান্ত) যা কিছু (মজুদ) রয়েছে তা তিনিই জানেন, কোনো মানুষই বলতে পারে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে; না কেউ এ কথা বলতে পারে যে, কোন্ যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে; নিসন্দেহে (এগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

৪
ককুআয়াত ৩০
ককু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আস সাজদা
মকায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম,

الْم

২. সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালার)-এর কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই;

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾

৩. তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ (কিতাব)-টা সে (ব্যক্তিই) রচনা করে নিয়েছে? (না)- বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (আসা) সত্য (কিতাব, এ জন্যে যে), এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দেবে—

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি, আশা করা যায় তারা হেদায়াত লাভ করবে।

مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

৪. পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা— যিনি আকাশমালা, যমীন ও উভয়ের মাঝে অবস্থিত (সবকিছু) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হন; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক কিংবা সুপারিশকারী নেই; (এর পরও) কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ কবে না!

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

৫. আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সবকিছু তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর (সবকিছুকে) তিনি তাঁর দিকে (উঠিয়ে) নিয়ে যাবেন— (এমন) একদিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

يَذَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٣٢﴾

৬. এই হচ্ছেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٣٣﴾

৭. যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর (ও নিখুঁত) করেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে,

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٣٤﴾

৮. অতপর তিনি তার বংশধরদের তুচ্ছ তরল একটি পদার্থের নির্যাস থেকে বানিয়েছেন,

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٣٥﴾

৯. পরে তিনি তাকে ঠিকঠাক করলেন এবং তার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের কাছ থেকে ‘রুহ’ ফুঁকে দিলেন এবং তোমাদের জন্যে (তাতে) কান, চোখ ও অন্তরকরণ দান করলেন; তোমরা খুব কমই (কিন্তু এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা) শোকর আদায় করো।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

১০. তারা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) যখন মাটিতে মিশে যাবো (তারপর কি) আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে? (একথা বলে আসলে) এরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়টা অস্বীকার করে।

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كُفْرُونَ ﴿٣٧﴾

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, জীবন হরণের ফেরেশতা— যাকে তোমাদের (মৃত্যুর) ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান কবয় করে নেবে, অতপর তোমাদের সবাইকেই তোমাদের মালিকের দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٣٨﴾

১২. (হে নবী,) যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে- যখন অপরাধীরা নিজেদের মালিকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে (বলতে) থাকবে, হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শুনলাম, অতএব তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, নিশ্চয়ই আমরা (এখন) পূর্ণ বিশ্বাসী।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُكَرَّمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٣٢﴾

১৩. আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হেদায়াত দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সে ঘোষণা আজ সত্য প্রমাণিত হলো, আমি মানুষ ও জ্বিনদের মধ্য থেকে (এদের) সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾

১৪. অতপর (বলা হবে,) যাও, তোমরা শান্তি আবাদন করো, যেভাবে তোমরা আজকের এ সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও (আজ তেমনি) তোমাদের ভুলে গেলাম, যাও- তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে (জাহান্নামের) চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করো।

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

১৫. আমার আয়াতসমূহের ওপর তারাই ঈমান আনে, যাদের যখন সে (আয়াত দ্বারা) উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সাথে সাথেই সাজদাবনত হয়ে পড়ে, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং নিজেরা কখনো অহংকার করে না।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ (রাতের বেলায়) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা (নিশ্চিতি রাতে আযাবের) ভয়ে এবং (জান্নাতের) আশায় তাদের মালিককে ডাকে, তদুপরি আমি তাদের যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٦﴾

১৭. কোনো মানুষই জানে না, কি ধরনের নয়ন প্রীতিকর (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মূলত) তাই হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরস্কার।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾

১৮. যে ব্যক্তি মোমেন, সে কি না-ফরমান ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে? (না,) এরা কখনো এক সমান হতে পারে না।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿٣٨﴾

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে (সুরম্য) জান্নাতে বাসস্থান হবে, এ মেহমানদারী হবে তাদের (নেক) কাজের পুরস্কার, যা তারা (দুনিয়ায়) করছিলো।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ ذُنُوبًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালার) নাফরমানী করেছে তাদের বাসস্থান হবে (জাহান্নামের) আগুন; যখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে, তখন তাদের (ধাক্কা দিয়ে) তার ভেতরে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, যাও, আগুনের সে আযাব ভোগ করে নাও, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে!

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

২১. (জাহান্নামের) বড়ো আযাবের আগে আমি অবশ্যই তাদের (দুনিয়ার) ছোটোখাটো আযাবও আশ্বাদন করাবো— আশা করা যায়, তারা (আমার দিকে) ফিরে আসবে।

وَلَنْذِرُ يَوْمَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

২২. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে ব্যক্তিকে তার মালিকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অবশ্যই আমি না-ফরমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. (হে নবী,) আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে কোনোরকম সন্দেহ করো না, (আমি যে কিতাব দিয়েছি) তাকে আমি বনী ইসরাঈলদের জন্যে পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার আদেশে মানুষদের হেদায়াত করতো, যখন তারা (অত্যাচারের সামনে) ধৈর্য ধারণ করেছে, (সর্বোপরি) তারা আমার আয়াতের ওপর বিশ্বাস করতো।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَهَا صَبْرًا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. অবশ্যই (হে নবী), তোমার মালিক কেয়ামতের দিন সেসব কিছু ফয়সালা করে দেবেন যেসব বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. (হে নবী,) তাদের কি এ থেকেও হেদায়াত আসেনি, আমি তাদের আগে কতো জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমূহের মাঝ দিয়ে তারা চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও চেনার) অনেক নিদর্শন রয়েছে; এরপরও কি এরা শুনবে না!

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُرْهُهُنَا أَنْ يَمْلِكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. ওরা কি লক্ষ্য করেনি, আমি (কিভাবে) উর্বর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করি এবং তারই সাহায্যে আমি সে ভূমি থেকে ফসল বের করে আনি, যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো যেমনি খাবার গ্রহণ করে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ

তেমনি খায় তারা নিজেরাও, এ সত্ত্বেও এরা কি (আল্লাহ তায়ালায় কুদরতের চিহ্ন) দেখতে পায় না?

وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٩﴾

২৮. তারা বলে, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (বলো) সে বিজয় কখন আসবে (যার ভয় তোমরা দেখাচ্ছে)।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা কুফরী করেছে, বিজয়ের দিন তাদের ঈমান কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের সেদিন কোনো রকম অবকাশ দেয়া হবে!

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣١﴾

৩০. অতএব (হে নবী,) তুমি এদের (এসব কথাবার্তা) থেকে বিমুখ থাকো এবং তুমি (শেষ দিনের) অপেক্ষা করো, নিসন্দেহে তারাও (সেদিনের) অপেক্ষা করছে।

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩
ককু

আয়াত ৭৩
ককু ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে—

সূরা আল আহযাব
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কাফের ও মোনাফেকদের অনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

২. তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু ওহী নাযিল করা হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াক্ফহাল রয়েছেন,

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

৩. (হে নবী,) তুমি (শুধু) আল্লাহ তায়ালায় ওপরই নির্ভর করো; চড়াভুত কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই (তোমার জন্যে) যথেষ্ট।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

৪. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের জন্যে তার বৃকে দুটো অন্তর পয়দা করেননি, না তিনি তোমাদের স্ত্রীদের, যাদের সাথে তোমরা (তোমাদের মায়েদের তুলনা করে) 'যেহার' করো, তাদের সতি সতি তোমাদের মা বানিয়েছেন, (একইভাবে) তিনি তোমাদের পালক পুত্রদেরও তোমাদের পুত্র বানাননি; (আসলে) এগুলো হচ্ছে (নিছক) তোমাদের মুখেরই কথা; সত্য কথা তো আল্লাহ তায়ালাই বলেন এবং তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন।

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

৫. (হে ঈমানদাররা,) তোমরা (যাদের পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছো) তাদের পিতার পরিচয়েই ডাকো, এটাই আল্লাহ তায়ালায় দৃষ্টিতে অধিক ন্যায্যসংগত, যদি তোমরা তাদের পিতাদের না জানো, তাহলে (এটাই মনে করবে যে,) তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও তোমাদের (দ্বীনী) বন্ধু;

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাতে তোমাদের জন্যে কোনো গুনাহ নেই, তবে তোমাদের মন যদি সেচ্ছায় এমন কিছু করে (তাহলে তোমরা গুনাহগার হবে); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤﴾

৬. (আল্লাহর) নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী অধিকার রাখে এবং নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মা (সমান, কিন্তু); আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী (যারা) আত্মীয় স্বজন (তারা) সব মোমেন মোহাজের ব্যক্তির চাইতে একজন আরেকজনের বেশী নিকটতর, অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিছু সদাচরণ করতে চাও সেটা আলাদা; এ সব (আল্লাহ তায়ালা) কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَٰئِ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥﴾

৭. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি নবী রসুলদের কাছ থেকে (আমার বিধান পৌছে দেয়ার) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, (প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম) তোমার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও, এদের কাছ থেকে আমি (দ্বীন পৌছানোর) পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছিলাম,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ۚ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦﴾

৮. যাতে করে (আল্লাহ তায়ালা) এসব সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٧﴾

৯. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু সৈন্য তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, অতপর আমি তাদের ওপর এক প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেছি এবং (তাদের কাছে) আমি পাঠিয়েছি এমন সব সৈন্য, যাদের তোমরা কখনো দেখতে পাওনি; তোমরা তখন যা কিছু করছিলো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা দেখছিলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٨﴾

১০. যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নীচ থেকে তোমাদের ওপর (হামলা করার জন্যে) আসছিলো, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিলো, প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকমের ধারণা করতে লাগলে!

إِذْ جَاءَتْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۖ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿٩﴾

১১. এ (কঠিন) সময়ে ঈমানদাররা চরমভাবে পরীক্ষিত এবং মারাত্মকভাবে কম্পিত হয়ে পড়েছিলো।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١٠﴾

১২. সে সময় মোনাফেক এবং যাদের মনে (সন্দেহের) ব্যাধি ছিলো তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা (মূলত) প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিলো না।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

১৩. যখন তাদের একটি দল বললো, হে ইয়াসরেবের অধিবাসীরা, (আজ শত্রুদের সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই, অতএব তোমরা ফিরে যাও, (এমনকি) তাদের একাংশ নবীর কাছে (এই বলে ফিরে যাবার) অনুমতিও চাইছিলো যে, আমাদের বাড়ীঘরগুলো সবই অরক্ষিত, অথচ (আল্লাহ তায়ালা জানেন) তা মোটেই অরক্ষিত ছিলো না; এরা আসলে (ময়দান থেকে) পালাতে চেয়েছিলো।

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنَ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنْ يَأْمُرُنا بِغَوْرَةٍ وَمَا هِيَ بِغَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝

১৪. যদি শত্রু দল নগরীর চারপাশ থেকে ওদের ওপর চড়াও হতো এবং (যারা মোনাফেক) তাদের যদি (বিদ্রোহের) ফেতনা খাড়া করার জন্যে বলা হতো, তবে তারা নির্দ্ধিধায় তাতে ঝাপিয়ে পড়তো, এ ব্যাপারে তারা মোটেই বিলম্ব করতো না।

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝

১৫. (অথচ) এ লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালায় সাথে ওয়াদা করেছিলো যে, তারা (ময়দান থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, আল্লাহ তায়ালায় (সাথে সম্পাদন করা) ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই (তাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝

১৬. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও অথবা (কেউ তোমাদের) হত্যা করবে) এ কারণে সরে পড়তে চাও, তাহলে এই পালাতো তোমাদের কোনোই উপকার দেবে না, তেমন অবস্থায় মাত্র সামান্য কয়দিনের ভোগই তোমাদের করতে দেয়া হবে।

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৭. (হে নবী,) এমন কে আছে যে তোমাদের আল্লাহ তায়ালা (-র সিদ্ধান্ত) থেকে বাঁচাতে পারবে, যদি তিনি তোমাদের কোনো অমংগল করতে চান অথবা চান তোমাদের ওপর দয়া করতে, তাহলে তুমি বলো, (এ উভয় অবস্থায়) এরা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো অভিভাবক পাবে না, না পাবে কোনো সাহায্যকারী;

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهْمِ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

১৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব (মোনাফেক) লোকদের চেনেন, যারা (জেহাদ থেকে অন্যদের বাধা দেয় এবং) তাদের ভাই বন্ধুদের বলে, তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও, (আসলে) ওদের অল্পসংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে!

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هُلْمْ إِيْنَاءَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৯. (যে কয়জন অংশ নিয়েছে তারাও) তোমাদের (বিজয়ের) ওপর কুষ্ঠিত থাকে, অতপর যখন (তোমাদের ওপর) কোনো বিপদ আসে, তখন তুমি তাদের দেখবে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তার ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অতপর ভয় যখন দূরীভূত হয়ে যায় তখন এরাই (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের ওপর লোভী হয়ে তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে; (আসলে) এ লোকগুলো কখনোই ঈমান আনেনি, আল্লাহ তায়ালা ওদের সব কাজই বিনষ্ট করে দিয়েছেন; আর এ কাজটা তো আল্লাহ তায়ালায় জন্যে অত্যন্ত সহজ।

أَشْحَةً عَلَيْهِمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٩﴾

২০. (অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) এরা মনে করে (এখনো) শত্রুবাহিনী চলে যায়নি এবং শত্রুপক্ষ যদি (আবার) এসে চড়াও হয়, তখন এরা মনে করবে, কতো ভালো হতো যদি তারা (মরুভূমির) বেদুঈনদের সাথে (ওখানেই) থেকে যেতে পারতো এবং (সেখানে বসেই ফিরে আসা নিরাপদ কিনা) তোমাদের এ খবর নিতে পারতো, যদিও এরা (এখনও) তোমাদের মাঝে আছে, (কিন্তু) এরা খুব কম লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٠﴾

২১. (হে মুসলমানরা,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে— এটা এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালায় সাক্ষাৎ এবং পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣١﴾

২২. ঈমানদাররা যখন (শত্রু) বাহিনীকে দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো হচ্ছে তাই, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে (আগেই) করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন, (এ ঘটনার ফলে) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেলো;

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٣٢﴾

২৩. ঈমানদারদের মাঝে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালায় সাথে (জীবনবাজির) যে ওয়াদা করেছিলো তা সত্য প্রমাণ করলো, তাদের কিছুসংখ্যক (মানুষ) তো নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ (করে শাহাদাত লাভ) করলো, আর কেউ এখনো (শাহাদাতের) অপেক্ষা করছে, তারা কখনো (তাদের আসল লক্ষ্য) পরিবর্তন করেনি,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٣٣﴾

২৪. (যুদ্ধ তো এ জন্যেই যে,) এতে করে সত্যবাদীদের আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতার দ্বারা পুরস্কার দেবেন, আর মোনাফেকদের তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন কিংবা তিনি তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٨﴾

২৫. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের তাদের (যাবতীয়) ক্রোধসহ (এমনিই মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন, (এ অভিযানে) তারা কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারেনি; আল্লাহ তায়ালাই (এ) যুদ্ধে মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী,

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٣٩﴾

২৬. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদের সাহায্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অন্তরে (মুসলমানদের সম্পর্কে এমন) ভীতির সঞ্চার করালেন যে, (আজ) তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করছো, আরেক দলকে বন্দী করছো,

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ مَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٤٠﴾

২৭. তিনি তোমাদের তাদের যমীন, বাড়ীঘর ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন, (তিনি তোমাদের) এমন সব ভূখন্ডেরও (অধিকারী বানিয়ে দিলেন) যেখানে তোমরা এখনো কোনো (সামরিক) অভিযান পরিচালনাই করেনি; (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (একক) ক্ষমতাবান।

وَأَوْزَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٤١﴾

২৮. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভোগবিলাস কামনা করো তাহলে এসো, আমি তোমাদের (তার কিছু অংশ) অবশ্যই দিয়ে দেবো এবং সৌজন্মের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেবো।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٢﴾

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা করো তাহলে (জেনে রেখো), তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذِّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٣﴾

৩০. হে নবীপত্নীরা, তোমাদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কোনো অশ্লীল কাজ করবে, তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; আর এ কাজ আল্লাহ তায়ালায় জন্যে অত্যন্ত সহজ।

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٤٤﴾



৩১. (হে নবীপত্নীরা,) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাকে দু'বার তার কাজের পুরস্কার দান করবো, আমি তো (পরকালে) তার জন্যে সম্মানজনক রেয়েক প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعِبَلْ
صَالِحًا نَّوْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

৩২. হে নবীপত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো (সাধারণ নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সর্বদাই) ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে,

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ
اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

৩৩. তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেরকার জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো কখনো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না, তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে; আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার (তথা) তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে দেবেন এবং তিনি (তোমাদের) ভালো করে পাক সাফ করে দিতে চান,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَ كُفْرًا تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহ তায়ালায় কিতাবের আয়াত ও তাঁর জ্ঞান কৌশলের যেসব কথা তেলাওয়াত করা হয়— তোমরা তা স্মরণ রেখো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. অবশ্যই মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মোমেন পুরুষ মোমেন নারী, ফরমাবর্দার পুরুষ ফরমাবর্দার নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ রোযাদার নারী, যৌন অংগসমূহের হেফাযতকারী পুরুষ (এ অংগসমূহের) হেফাযতকারী নারী, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ স্মরণকারী নারী— এদের সবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصِدِّقِينَ وَالْمُتَصِدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মোমেন পুরুষ ও কোনো মোমেন নারীর তাদের সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম এখতিয়ার থাকবে না

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

(যে, তারা তাতে কোনো রদবদল করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নাক্ষরমানী করবে, সে নিসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে;

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٩﴾

৩৭. (হে নবী, স্মরণ করো), যখন তুমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছিলে— যার ওপর আল্লাহ তায়ালা (বিরাত) অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও (নিজের পুত্র বানিয়ে) যার ওপর অনুগ্রহ করেছো— (তুমি তাকে বলেছিলে), তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, (কিন্তু এ পর্যায়ে) তোমার মনের ভেতরে যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ তায়ালা পরে তা প্রকাশ করে দেন, (আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) তুমি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশী হকদার; অতপর (এক সময়) যখন যায়দ তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে (তাকে তালাক দিয়ে) দিলো, তখন আমি তোমার সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলাম, যাতে করে (ভবিষ্যতে) মোমেনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ের মাঝে (আর) কোনো সংকীর্ণতা না থাকে, (বিশেষ করে) তারা যখন তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে (তাদের তালাক দিয়ে) দেয়, (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালাই আদেশই (সর্বত্র) কার্যকর হবে।

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِيهِ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٩﴾

৩৮. আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্যে যে সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন, সে (ব্যাপারে) নবীর ওপর কোনো বিধি নিষেধের সংকীর্ণতা নেই; আগের (নবীদের) ক্ষেত্রেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালায় বিধান; আর আল্লাহ তায়ালায় বিধান তো (আগে থেকেই) নির্ধারিত হয়ে আছে,

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٤٠﴾

৩৯. যারা (মানুষদের কাছে) আল্লাহ তায়ালায় বাণী পৌছে দিতো, তারা তাঁকেই ভয় করতো, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতো না; (কেননা মানুষের) হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ
وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ
حَسِيبًا ﴿٤٠﴾

৪০. (হে মানুষ তোমরা জেনে রেখো), মোহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং (সে হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালায় রসূল এবং নবীদের সিলমোহর (শেষনবী), আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤١﴾

৪১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

৪২. সকাল সন্ধ্যায় তোমরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৩. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা, যিনি) তোমাদের ওপর অনুগ্রহ (বর্ষণ) করেন, তাঁর ফেরেশতাও (আল্লাহ তায়ালায় ক্ষমা চেয়ে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করে), যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্ধকার থেকে (ইসলামের) আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন; (বস্তুত) তিনি হচ্ছেন মোমেনদের জন্যে পরম দয়ালু।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালায় সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাঁর দরবারে তাদের সালাম (দ্বারা অভিবাদন) করা হবে, তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে (হেদায়াতের) সাক্ষী (বানিয়ে) পাঠিয়েছি, আরো বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. আল্লাহ তায়ালায় অনুমতিক্রমে (তোমাকে) তাঁর দিকে আহবানকারী ও (হেদায়াতের) এক সুস্পষ্ট প্রদীপ বানিয়েছি।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৭. তুমি মোমেনদের (এই মর্মে) সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে এক মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

৪৮. তুমি কখনো কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করো না, তাদের যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে চলো, আল্লাহ তায়ালায় ওপর ভরসা করো; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذُنَهُمْ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৯. হে মোমেনরা, যখন তোমরা মোমেন রমণীদের বিয়ে করো, অতপর তাদের স্পর্শ করার আগেই (যদি) তাদের তালাক দাও, তাহলে (এ অবস্থায়) তাদের ওপর (বাধ্যতামূলক) কোনো ইদত নেই যে, তোমরা তা গুনতে শুরু করবে, তবু তোমরা তাদের কিছু ভরণ পোষণ দেবে এবং (সৌজন্যের সাথেই) তাদের বিদায় করে দেবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدْنَ وَنَهَايَ فَمِتَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

৫০. হে নবী, আমি তোমার জন্যে সেসব স্ত্রীদের হালাল করেছি, যাদের তুমি (যথার্থ) মোহর আদায় করে দিয়েছো, (সেসব মহিলাদেরও তোমার জন্যে আমি হালাল করেছি) যারা তোমার অধিকারভুক্ত, যাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দান করেছেন- আরো রয়েছে তোমার চাচাতো বোন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ

ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, (তাদের মধ্য থেকেও তুমি চাইলে কাউকে বিয়ে করতে পারো, তা ছাড়া) যদি কোনো মোমেন নারী নিজেকে নবীর জন্যে নিবেদন করে তাহলে নবী চাইলে তাকে বিয়ে করতে পারবে। এ বিশেষ (অনুমতি শুধু) তোমার জন্যে, অন্য মোমেনদের জন্যে নয়; (সাধারণ) মোমেনদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের ওপর যে বিধি বিধান নির্ধারণ করেছি, তা আমি (ভালো করেই) জানি, (তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এ জন্যেই দিয়েছি) যেন তোমার ওপর কোনো ধরনের সংকীর্ণতা না থাকে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٥﴾

৫১. তুমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে (নিজের কাছ থেকে) দূরে রাখতে পারো, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের কাছেও রাখতে পারো; যাকে তুমি দূরে রেখেছো তাকে যদি (পুনরায়) তুমি (নিজের কাছে) রাখতে চাও, তাতেও তোমার ওপর কোনো গুনাহ নেই; এ (বিশেষ সুযোগ তোমাকে) এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যেন ওদের চক্ষু শীতল থাকে, তারাও (অযথা) দুঃখ না পায় এবং তুমি ওদের যা দেবে তাতেই যেন ওরা সবাই সন্তুষ্ট থাকতে পারে; তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা (ভালো করেই) জানেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও পরম সহনশীল।

تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَتَوَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ ۖ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ تَقْرَرَ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٤٥﴾

৫২. (হে নবী, এর বাইরে) তোমার জন্যে বৈধ নয় যে, তুমি তোমার (বর্তমান) স্ত্রীদের বদলে (অন্য নারীদের স্ত্রীরূপে) গ্রহণ করবে, যদিও সেসব নারীর সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে, অবশ্য তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের কথা আলাদা, স্বরণ রাখবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٤٦﴾

৫৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, অবশ্য যখন তোমাদের খাওয়ার জন্যে (আসার) অনুমতি দেয়া হয়, তখন এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রবেশ করো, যাতে তোমাদের (খাওয়ার জন্যে) অপেক্ষা করতে না হয়, কিছু কখনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তাহলে (সময়মতোই) প্রবেশ করো, অতপর যখন খাবার শেষ করে ফেলবে তখন সাথে সাথে (সেখান থেকে) চলে যেয়ো

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نِظْرَيْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

এবং (সেখানে কোনো অর্থহীন) কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ো না; তোমাদের এ বিষয়টি নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের (এ কথা বলতে) লজ্জা বোধ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলা থেকে মোটেই লজ্জা বোধ করেন না; (হ্যাঁ,) তোমাদের যদি নবীপত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিয়ো, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার জন্যে অধিকতর উপযোগী; তোমাদের কারো জন্যেই এটা বৈধ নয়, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে- (না এটা তোমাদের জন্যে বৈধ যে,) তোমরা তাঁর পরে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করবে, নিসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালায় কাছে একটি বড়ো (অপরাধের) বিষয়।

وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٧﴾

৫৪. তোমরা কোনো জিনিস প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো- অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তা) সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।

إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾

৫৫. নবীপত্নীদের ওপর তাদের পিতা, ছেলে, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, (সব সময়ে আসা যাওয়া করা) মহিলা এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (সামনে আসা ও তাদের কাছ থেকে পর্দা না করার) ব্যাপারে কোনো অপরাধ নেই, (হে নবীপত্নীরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٩﴾

৫৬. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠান; (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরাও তাঁর ওপর দরুদ পাঠাতে থাকো এবং (তাকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٠﴾

৫৭. নিসন্দেহে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের ওপর তিনি দুনিয়া আখেরাত (উভয় জায়গায়ই) অভিশাপ বর্ষণ করেন, তিনি তাদের জন্যে অপমানজনক আযাব ঠিক করে রেখেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٦١﴾

৫৮. যারা মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট দেয়- তেমন ধরনের কিছু (দোষ) তারা না করা সত্ত্বেও (যারা এমনটি করে) তারা (মূলত) অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝাই বহন করে চলে।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٦٢﴾

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, মেয়ে ও সাধারণ মোমেন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের নিজেদের ওপর তাদের চাদরের কিয়দাংশ টেনে দেয়, এতে করে তাদের (পরিচয়) চেনা সহজ হবে এবং তাদের কোনোরকম উদ্ভ্রান্ত করা হবে না, (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

৬০. মোনাফেক দল, (তাদের সাথে) যাদের অন্তরে কুফরীর ব্যাধি রয়েছে ও যারা মদীনায় (তোমার বিরুদ্ধে) গুজব রটনা করে, তারা যদি (তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে (হে নবী), আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের ওপর প্রবল করে (বসিয়ে) দেবো, অতপর এরা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য কিছু দিনই থাকতে পারবে,

لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

৬১. তারা থাকবে অভিযুক্ত হয়ে, অতপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং (বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে) তাদের মৃতদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

مَلْعُونِينَ ۖ إِنَّمَا تُعْطُوا أُخْدُؤًا وَقَتِيلًا
تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

৬২. (তোমার) আগে যারা (বিশ্বাসঘাতক ছিলো, তারা) অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালায় নিয়ম, আল্লাহ তায়ালায় নিয়মে তুমি কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

৬৩. মানুষ তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি (তাদের) বলো, তার জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় কাছেই রয়েছে; (হে নবী,) তুমি এ বিষয়টি কি করে জানবে- সম্ভবত কেয়ামত খুব নিকটেই (এসে গেছে)!

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةِ
تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের ওপর অভিযাপ দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির জন্যে প্রজ্বলিত আগুনের শিখাও তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَاعْدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾

৬৫. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে) তারা কোনো রকম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না,

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

৬৬. সেদিন তাদের (চেহারা সমূহ) ওলট পালট করে (প্রজ্বলিত) আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করতাম!

يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তারা বলবে, হে আমাদের রব, (দুনিয়ার জীবনে) আমরা আমাদের নেতা ও বড়োদের কথাই মেনে

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দিয়েছে।

فَاضْلُوْنَا السَّبِيلَا ۝٦٩

৬৮. হে আমাদের রব, ওদের তুমি (আজ) দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের অভিশাপ পাঠাও।

رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝٧٠

৬৯. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (নানাভাবে) মুসাকে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেসব কিছু থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন, যা তারা (তার বিরুদ্ধে) বলেছে, সে ছিলো আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিতে বড়ো মর্যাদাবান ব্যক্তি;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝٧١

৭০. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٢

৭১. (তাহলে) তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকান্ড শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে।

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٧٣

৭২. অবশ্যই আমি (কোরআনের এ) আমানত আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিসন্দেহে সে (মানুষ ছিলো) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার গুরুত্ব সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝٧٤

৭৩. আল্লাহ তায়ালা যেন মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক নারী, মোশরেক পুরুষ, মোশরেক নারীদের (এ আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেন পুরুষ মোমেন নারীদের ওপর (আমানতের দায়িত্ব পালনে ভুল ত্রুটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হতে পারেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٥

আয়াত ৫৪
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা সাবা
মকায় অবতীর্ণ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালা জন্যে, আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে সবই যার একক মালিকানাধীন এবং পরকালেও সব প্রশংসা থাকবে একমাত্র তাঁর জন্যে; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সব খবর রাখেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهٗ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٧٦

২. তিনি জানেন যা কিছু যমীনের ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু তা থেকে উদগত হয়, যা কিছু আসমান থেকে বর্ষিত হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয় (এর প্রতিটি বিষয় তিনিই জানেন); তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ②

৩. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারা বলে, আমাদের কাছে কেয়ামত আসবে না; (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিকের কসম, হ্যাঁ, অবশ্যই তা তোমাদের কাছে আসবে, (আমার রব) অদৃশ্য (ও অদেখা জগত) সম্পর্কে অবহিত, এ আকাশমন্ডলী ও যমীনের অণু পরমাণু- তার চাইতেও ক্ষুদ্র কিংবা বড়ো- এর কোনো কিছুই তাঁর (জ্ঞানের) অগোচরে নয়, এমন কিছু নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) নেই!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۖ عِلْمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ③

৪. যেন (এর ভিত্তিতে) তিনি এমন লোকদের পুরস্কার দিতে পারেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (বস্তুত) তারাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালা) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

৫. যারা (এ যমীনে) প্রাধান্য পাবার জন্যে আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের জন্যে (পরকালে) ভয়ংকর শাস্তি রয়েছে।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ⑤

৬. (হে নবী,) যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে, এটি তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সঠিক (কিতাব), এটি তাদের পরাক্রমশালী প্রশংসিত (আল্লাহ তায়ালা)-এর দিকেই পথনির্দেশ করে।

وَيَرَىٰ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑥

৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারা বলে (হে সাথীরা), আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির কথা বলবো, যে তোমাদের এই মর্মে খবর দেবে যে, (মৃত্যুর পর) যখন তোমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন (পুনরায়) তোমরা নতুন সৃষ্টিক্রমে উত্থিত হবে,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبِئُكُمْ إِذَا مَزَقْتُمْ كُلَّ مَرْجٍ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑦

৮. (আমরা জানি না) এ ব্যক্তি কি আল্লাহ তায়ালা ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, না তার সাথে কোনো রকম উন্মাদনা রয়েছে; বরং (আসল ব্যাপার হচ্ছে,) যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তারাই (সেখানকার) আযাব ও (দুনিয়ার) ঘোর গোমরাহীতে নিমজ্জিত আছে।

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ⑧

৯. তারা কি তাদের সামনে পেছনে যে আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে (তাদের স্রষ্টাকে খুঁজে) দেখে না? আমি চাইলে ভূমিকে তাদের নিজেদেরসহ ধসিয়ে দিতে পারি, কিংবা পারি তাদের ওপর কোনো আকাশ খন্ডের পতন ঘটাতে; এতে অবশ্যই এমন প্রতিটি বান্দার জন্যে কিছু নিদর্শন রয়েছে যারা একান্তভাবে (আল্লাহ তায়ালার) অভিমুখী হয়।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَآبَيْنِ آيِنِ يَهُرُّ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءِ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝ۙ

১০. আমি (নবী) দাউদকে আমার কাছ থেকে (অনেকগুলো) অনুগ্রহ দান করেছিলাম (আমি পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম যে), হে পর্বতমালা, তোমরাও তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করো, (একই আদেশ আমি) দিয়েছিলাম পাখীকুলকেও, আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرِ ۖ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ ۝ۙ

১১. (আমি তাকে বলেছিলাম, বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করো, তোমরা নেক কাজ করো; তোমরা যা কিছু করো, আমি তা পর্যবেক্ষণ করি।

إِن أَعْمَلْ سِغِيَّتٍ وَوَدَّ رُفِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ۙ

১২. আমি সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে (তার) অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রাতকালীন ভ্রমণ ছিলো এক মাসের (পথ), আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণও ছিলো এক মাসের (পথ), আমি তার জন্যে (গলিত) তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম; তার মালিকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কিছুসংখ্যক (কর্মী) তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো, (আমি বলেছিলাম) তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আন্বাদন করাবো।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجَبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِيقُهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ۙ

১৩. সোলায়মান যা কিছু চাইতো তারা তার জন্যে তাই তৈরী করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরনের) ছবি, পুকুরের ন্যায় (বড়ো বড়ো) খালা ও (জন্তু-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী) চুলার ওপর স্থাপন করার বৃহদাকারের ডেগ; (আমি বলেছি,) হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা (আমার) শোকর আদায় করতে নেক কাজ করো; (আসলে) আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই শোকর আদায় করে।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّكَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُّسِيَّتٍ ۖ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝ۙ

১৪. যখন আমি তার ওপর মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম, তখন তাদের (জ্বিন ও মানুষ কর্মীবাহিনীর) কেউই বাইরের লোকদের তার মৃত্যুর খবর দেখায়নি, (দেখিয়েছে) কেবল একটি (ক্ষুদ্র) ঘুন পোকা, যা (তখনো) তার লাঠিটি খেয়ে যাচ্ছিলো, (সোলায়মানের লাঠি পোকায় খাওয়ায়) যখন সে (মাটিতে) পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো (সোলায়মান জীবিত নেই),

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ۖ فَلَمَّا خِرَّ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ

তারা যদি গায়বের বিষয় জানতো, তাহলে তাদের (এতো সময়) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো না;

أَن لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٥٨﴾

১৫. ‘সাবা’ (নগরের) অধিবাসীদের জন্যে তাদের (স্বীয়) বাসভূমিতে (আল্লাহর কুদরতের) নিদর্শন (মজুদ) ছিলো- দুই (সারি) উদ্যান- একটি ডান দিকে আরেকটি বাঁ দিকে, (আমি বলেছিলাম, তোমরা) তোমাদের মালিকের দেয়া রেযেক খাও এবং তাঁর শোকর আদায় করো; (কতো) সুন্দর নগরী এটা! কতো ক্ষমাশীল (এ নগরীর) রব (আল্লাহ তায়াল্লা)!

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿٥٩﴾

১৬. (কিন্তু পরে) ওরা (আমার আদেশ থেকে) ফিরে গেলো, ফলে আমি তাদের ওপর এক বাঁধভাংগা বন্যা প্রবাহিত করে দিলাম, তাদের সে (সুফলা) উদ্যান দু’টোও এমন দু’টো উদ্যান দ্বারা বদলে দিলাম, যাতে থেকে গেলো বিশ্বাস ফল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল (বৃক্ষ)।

فَاَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِّ ۖ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكْلِ خَمِطٍ وَأَثَلٍ ۚ وَشَىٰءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿٦٠﴾

১৭. আমিই তাদের এ (শাস্তি) দিয়েছিলাম, কেননা তারা (নেয়ামতকে) অস্বীকার করেছে; আমি কি অকৃতজ্ঞ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেই?

ذَٰلِكَ جَزَايَنَّهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿٦١﴾

১৮. আমি (সাবা) নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেসব জনপদের ওপরও বরকত দান করেছিলাম, উভয়ের মাঝে আরো কিছু দৃশ্যমান জনবসতি আমি স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে আমি (সফরের) মনযিলও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (আমি বলেছিলাম) তোমরা সেখানে দিনে কিংবা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً ۚ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿٦٢﴾

১৯. তারা বললো, হে আমাদের রব, আমাদের সফরে তুমি দূরত্ব স্থাপন করো, তারা নিজেদের ওপর যুলুম করলো, ফলে আমিও (শাস্তি দিয়ে) তাদেরকে (অন্যান্য মানুষদের জন্যে) একটি কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করে দিলাম, আমি ওদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে (তছনছ করে) দিলাম, অবশ্যই এতে প্রত্যেকটি ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্যেই (শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٦٣﴾

২০. ইবলীস তাদের ব্যাপারে নিজের ধারণাকে সত্য পেয়েছে, অতপর তারা তারই আনুগত্য করেছে, অবশ্য ঈমানদারদের একটি দল ছাড়া,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

২১. (অথচ) তাদের ওপর শয়তানের কোনোরকম আধিপত্য ছিলো না, (আসলে) আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের মাঝে কে আখেরাতের ওপর ঈমান আনে, আর কে সে ব্যাপারে সন্দিহান;

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ

২২. তোমার রব তো সবকিছুর ওপরই নেগাহবান!

وَرَبِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٢٢﴾

২২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে শরীক মনে করো তাদের ডাকো, তারা আসমানসমূহ ও যমীনের এক অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে সে ব্যাপারেও তাদের কোনো অংশ নেই, না তাঁর জন্যে তাদের কোনো সাহায্যকারী রয়েছে।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. (কেয়ামতের দিন) তাঁর সামনে কারো সুপারিশ কাজে আসবে না, অবশ্য তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যক্তির কথা আলাদা, এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত করে দেয়া হবে, তখন তারা (একে অপরকে) বলবে (কি ব্যাপার), তোমাদের রব (কি) বলেছেন, তারা বলবে, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সমুচ্চ, তিনি মহান।

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৪. (হে নবী,) তুমি জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আসমানসমূহ ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা। অবশ্যই আমরা কিংবা তোমরা- হয় হেদায়াতের ওপর আছি না হয় উভয়ে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে আছি।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. তুমি বলো, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না, আবার তোমরা যা (অপরাধ) করছো সে ব্যাপারেও আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. তুমি বলো, (কেয়ামতের দিন) আমাদের মালিক আমাদের সবাইকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে (হেদায়াত ও গোমরাহীর) যথার্থ ফয়সালা করে দেবেন; তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

২৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা আমাকে তাদের দেখাও, যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালা সাথে) শরীক বানিয়ে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছো, জেনে রেখো; (তাঁর কোনো শরীক নেই) বরং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন পরাক্রমশালী, কুশলী।

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَيْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৮. (হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা বলে (হে মুসলমানরা), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (তোমাদের) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমাদের জন্যে যে দিনের ওয়াদা করা হয়েছে তোমরা তার থেকে এক মুহূর্ত (যেমনি) পিছিয়ে থাকতে পারবে না, (তেমনি) তোমরা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসতে পারবে না।

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. কাফেররা বলে, আমরা কোনোদিনই এ কোরআনের ওপর ঈমান আনবো না এবং আগের কিতাবগুলোর ওপরও (ঈমান আনবো না, হে নবী, সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালেমদের তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের ওপর (অভিযোগ) চাপাতে থাকবে, যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো তারা অহংকারীদের বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন হতাম!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۖ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩২. (এ কথার জবাবে) অহংকারী লোকেরা- যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো তাদের বলবে, আমরা কি তোমাদের হেদায়াতের (পথে চলা) থেকে জন্যে বাধ্য করেছিলাম? (বিশেষ করে) যখন হেদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, আসলে তোমরা নিজেরাই ছিলে না-ফরমান।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا إِنَّهُمْ سَاءُ دُكْمٌ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مَجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো, এবার তারা অহংকারী নেতাদের বলবে, (তোমাদের) রাত দিনের চক্রান্ত আমাদের (নাফরমানী করতে) বাধ্য করেছিলো, (বিশেষ করে) যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং অন্যদের তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই; (এভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে করতে) যখন তারা (ভয়াবহ) আযাব দেখতে পাবে; তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুতাপ করতে থাকবে; (সেদিন) যারা (আমাকে) অস্বীকার করেছে আমি তাদের গলদেশে শেল পরিয়ে দেবো; (তুমিই বলো,) স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে এদের (এর চাইতে ভালো) কোনো বিনিময় কি দেয়া যাবে?

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۖ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ ۖ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. (কখনো এমন হয়নি যে,) আমি কোনো জনপদে (জাহান্নামের) সতর্ককারী (-রূপে কোনো নবী) পাঠিয়েছি, অথচ তাদের বিত্তশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমাদের যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে- আমরা তা অস্বীকার করি।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۖ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. তারা (আরো) বলেছে, আমরা (এ দুনিয়ায়) ধনে জনে (তোমাদের চাইতে) সমৃদ্ধশালী এবং (পরকালে) আমাদের কখনোই আযাব দেয়া হবে না।

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব যাকে ইচ্ছা করেন তার রেযেক প্রশস্ত করে দেন, (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) জানে না।

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (হে মানুষ,) তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সম্ভান-সম্মতি এমন (কোনো বিষয়) নয় যে, এগুলো তোমাদের আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায়ক হবে, তবে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে (তার কথা আলাদা), এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) বালাখানায় নিরাপদে অবস্থান করবে, কেননা তারা নেক আমল করেছে।

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. যারা (নানা কৌশলে) আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে, তারাই হচ্ছে ওসব লোক যারা আযাবেই পড়ে থাকবে।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, (আবার যার প্রতি ইচ্ছা) তার জন্যে (তা) সংকুচিত করে দেন; তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) খরচ করবে, তিনি (অবশ্যই) তার প্রতিদান দেবেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. একদিন তিনি এদের সকলকে (হাশরের ময়দানে) একত্রিত করবেন, অতপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলবেন, এ (মানুষ)-রা কি (দুনিয়াতে) শুধু তোমাদেরই এবাদাত করতো?

وَيَوْمَآ يَكْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. ফেরেশতারা বলবে (হে আমাদের রব), তুমি মহান, তাদের বদলে তুমিই আমাদের অভিভাবক, ওরা তো বরং জ্বিনদেরও এবাদাত করতো এবং এদের অধিকাংশ লোক তাদের ওপর বিশ্বাসও করতো।

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই; (সেদিন) যালেমদের আমি (আরো) বলবো, যে আগুনের আযাবকে তোমরা অস্বীকার করত, (আজ) তারই মজা উপভোগ করো।

فَأَيُّوَمَآ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি (আমাদের মতো) একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করতো, সে তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং (কোরআন সম্পর্কে) তারা বলতো, এটা তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এ কাফেররা সত্য (দ্বীন) সম্পর্কে— যখন কোনো সত্য এসে তাদের কাছে হাযির হয়— তখন তারা বলে, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَإِذْ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجَلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَهَا جَاءَ هُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴿٩٥﴾

৪৪. (অথচ) আমি এদের কখনো কোনো (আসমানী) কিতাব দেইনি যা তারা পড়তে (পড়াতে পারে), না আমি তোমার আগে এদের কাছে অন্য কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি;

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٩٦﴾

৪৫. এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (অথচ) আমি তাদের যা কিছু দান করেছিলাম তার এক দশমাংশ পর্যন্তও এরা পৌঁছুতে পারেনি, অতপর (যখন) তারা আমার নবীদের অস্বীকার করেছে, (তখন তুমি দেখেছো) আমার আযাব কতো ভয়ংকর ছিলো!

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٩٧﴾

৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো (এসো), আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিচ্ছি, তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে (সত্যের ওপর) দাঁড়িয়ে যাও, দু'দুজন করে— (কিংবা) একা একা, অতপর ভালো করে চিন্তা করো, তোমাদের সাথী (মোহাম্মদ) পাগল নয়; সে তো হচ্ছে তোমাদের জন্যে আসন্ন ভয়াবহ আযাবের একজন সতর্ককারী মাত্র।

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَىٰ تُسَرِّتُمْ فَتُفَكَّرُوا ۚ وَمَا بَصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٩٨﴾

৪৭. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের কাছে (হেদায়াত পৌছাবার জন্য) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি, (এ কাজের যা কল্যাণ) তা তো তোমাদেরই জন্যে, আমার পাওনা আল্লাহ তায়ালায় কাছেই, তিনি (মানুষের) প্রতিটি বিষয়ের ওপরই সাক্ষী।

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩٩﴾

৪৮. তুমি বলো, আমার মালিক সত্য দিয়ে বাতিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন, যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَفْظِنُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٠﴾

৪৯. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে, বাতিল না প্রথমবার প্রসারিত হয়েছে, না পুনরায় প্রসারিত হবে।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿١٠١﴾

৫০. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি যদি (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যাই, তাহলে আমার এ বিচ্যুতির পরিণাম আমার ওপরই বর্তাবে, আর যদি আমি হেদায়াতের ওপর থাকি তবে তা শুধু এ জন্যে, আমার রব সেটা আমার প্রতি ওহী করেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (সবার) একান্ত নিকটে অবস্থান করছেন।

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ۖ وَإِن اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

৫১. (হে নবী,) যদি তুমি (সেদিনটি) দেখতে পেতে, যখন এরা ভীতবিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং তাদের জন্যে পালানোর পথ থাকবে না- একান্ত কাছ থেকেই (সেদিন) তাদের পাকড়াও করা হবে,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا نُفُوتَ وَأَخِذُوا ۖ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

৫২. (এ সময়) তারা বলতে থাকবে (হ্যাঁ), আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনলাম, কিন্তু এখন (এতো) দূর থেকে (ঈমানের) নাগাল তারা (কিভাবে) পাবে?

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ وَأَنَّىٰ لَهمُ التَّنَافُثُ ۖ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. অথচ এরাই ইতিপূর্বে তাকে অস্বীকার করেছে, দূর থেকে (ভালো করে) না দেখে (শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই) কথা বলছে।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪. (আজ) তাদের মাঝে ও তাদের (জান্নাত পাওয়ার) কামনা-বাসনার মাঝে একটি দেয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেয়া হবে, যেমনি করা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী (মোশরেক) সাথীদের বেলায়, (মূলত) ওরা সবাই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান ছিলো।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

আয়াত ৪৫
রুকু ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা ফাতের
মক্কায় অবতীর্ণ

১. সব তারিফ আল্লাহ তায়ালা জন্মে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি (স্বীয়) বাণীবাহক (ফেরেশতা)-দের সৃষ্টিকর্তা, (যারা) দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট (শক্তির প্রতীক); তিনি চাইলে সৃষ্টির মাঝে (তাদের ক্ষমতা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের ওপর সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِثْنَىٰ وَتِلْكَ رُبعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

২. আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে কোনো অনুগ্রহের পথ খুলতে চাইলে কেউই তার পথরোধকারী নেই, (আবার) তিনি যা বন্ধ করে রাখেন তারপর তা কেউই তার জন্যে পাঠাতে পারে না, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مَرْسَلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্রষ্টা আছে- যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেযেক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই, তারপরও তোমাদের কোথায় কোথায় ঠাকর খাওয়ানো হচ্ছে?

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَانْتَهُ تَوْفُكُونَ ﴿٣﴾

৪. (হে নবী,) যদি এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তাহলে তুমি উদ্ভিগ্ন হয়ো না, কেননা), তোমার আগেও নবীদের (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিলো; আর সব কিছু তো (একদিন) আল্লাহ তায়ালায় কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَإِنْ يَكُنْ بِكَ بُدْهٌ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

৫. হে মানুষ, আল্লাহ তায়ালায় ওয়াদা অবশ্যই সত্য, অতপর দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে। কোনো প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো ধোকায় না ফেলে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

৬. শয়তান হচ্ছে তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো; সে তার দলবলদের এ জন্যেই আহ্বান করে যেন তারা (তার আনুগত্য করে) জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারে;

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে এক কঠিন শাস্তি রয়েছে, (অপরদিকে) যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

৮. অতপর সে ব্যক্তি- যার খারাপ কর্মকান্ড তার জন্যে শোভন করে রাখা হয়েছে, সে অবশ্য তাকে উত্তম (কাজ) হিসেবেই দেখতে পায়; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তাকে) গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান (তাকে) তিনি হেদায়াত দান করেন, তাই (হে নবী,) তাদের ওপর আক্ষেপ করতে গিয়ে (দেখো,) তোমার জীবন যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়; ওরা যা কিছু করে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَاتَتَّخِذْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

পরে তাকে আমি (এক) নির্জীব ভূখন্ডের দিকে (উড়িয়ে) নিয়ে যাই, এরপর (এক পর্যায়ে) তা দিয়ে যমীনকে তার নির্জীব হওয়ার পর পুনরায় আমি জীবন্ত করে তুলি; ঠিক এভাবেই (একদিন মানুষেরও) পুনরুত্থান হবে।

فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاحْيَيْنَاهُ إِلَى الْأَرْضِ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٣٥﴾

১০. যদি কেউ মান মর্যাদা কামনা করে (তার জানা উচিত), যাবতীয় মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তাঁর দিকে শুধু পবিত্র বাক্যই উঠে আসতে পারে, আর নেক কাজই তাকে (উদ্ধাসনে) ওঠায়; যারা (সত্যের বিরুদ্ধে) নানা ধরনের মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব; তাদের সব চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবে।

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ
السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ
أُولَئِكَ هُوَ يُبْورُ ﴿٣٦﴾

১১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর একবিন্দু শুক্র থেকে (তিনি জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন), এরপর তোমাদের তিনি (নর নারীর) জোড় বানিয়েছেন; (এখানে) কোনো নারীই গর্ভবতী হয় না এবং সে কোনো সন্তানও প্রসব করে না, যার জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (পূর্বাঙ্কেই মজুদ) থাকে না; (আবার) কারো বয়স একটু বাড়ানো হয় না এবং একটু কমানোও হয় না, যা কোনো গ্রন্থে (সংরক্ষিত) নেই; অবশ্যই এটা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সহজ ব্যাপার।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ
جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى
وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ عُمُرٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٣٧﴾

১২. দুটো (পানির) সমুদ্র এক সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি হচ্ছে লোনা ও বিষাদ; তোমরা (এর) প্রত্যেকটি থেকেই (মাছ শিকার করে তার) তাজা গোশত আহার করো এবং (মাঝে মাঝে মুজার) অলংকার বের করে আনো (অতপর) তোমরা তা পরিধান করো, তোমরা আরও দেখতে পাও কিভাবে সেখানে জলযানসমূহ (পানি চিরে) চলাচল করে, যাতে করে তোমরা তাঁর দেয়া রেযেক অনুসন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ
وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى
الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

১৩. তিনিই রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভেতর, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এরা সবাই এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে; তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তোমাদের সবার রব,

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকো তারা তো তুচ্ছ একটি (খেজুরের) আঁটির বাইরের ঝিল্লিটির মালিকও নয়।

لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿٣٩﴾

১৪. যদি তোমরা তাদের ডাকো-(প্রথমত) তারা তো তোমাদের ডাক শুনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোনো উত্তর দেবে না; (উপরন্তু) কেয়ামতের দিন তারা (নিজেরাই) তোমাদের শেরেককে অস্বীকার করবে; (এ সম্পর্কে) একমাত্র সুবিজ্ঞ সত্তা (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না।

إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَيْرٍ ﴿٤٠﴾

১৫. হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালা সামনে অভাবগ্রস্ত, আর আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, (যাবতীয়) প্রশংসার মালিক।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٤١﴾

১৬. তিনি যদি চান তাহলে (দুনিয়ার বুক থেকে) তোমাদের (উঠিয়ে) নিয়ে যেতে পারেন এবং তোমাদের জায়গায় নতুন এক সৃষ্টিকে তিনি (এখানে) নিয়ে আসতে পারেন,

إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٤٢﴾

১৭. আর এ (কাজ)-টি আল্লাহ তায়ালা জন্মে মোটেই কঠিন নয়।

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٤٣﴾

১৮. (কেয়ামতের দিন) কেউ কারো (গুনাহের) বোঝা বহিবে না, কোনো ব্যক্তির ওপর (গুনাহের) বোঝা ভারী হলে সে যদি তা বহিবার জন্যে (অন্য কাউকে) ডাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও তা সরানো হবে না, (যাকে সে ডাকলো-) সে (তার) নিকটাত্মীয় হলেও নয়; (হে নবী,) তুমি তো কেবল সে লোকদেরই (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করতে পারো যারা গায়ব থেকে তাদের মালিককে ভয় করে, (উপরন্তু) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে; কেউ নিজের পরিশুদ্ধি সাধন করতে চাইলে সে তা করবে সম্পূর্ণ তার (নিজের কল্যাণের) জন্যে; চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের জায়গা তো আল্লাহ তায়ালা কাছেই।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ
مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ
لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَمِنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٤﴾

১৯. একজন চক্ষুন্মান ব্যক্তি ও একজন অন্ধ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না-

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٤٥﴾

২০. না আঁধার ও আলো (কখনো সমান হতে পারে),

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٤٦﴾

২১. ছায়া এবং রোদও (তো সমান) নয়,

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٤٧﴾

২২. (একইভাবে) একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষও সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (ভালো কথা) শোনান, তুমি এমন মানুষকে কিছু শোনাতে পারবে না— যে কবরের অধিবাসী (হয়ে গেছে)।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

২৩. (আসলে) তুমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নও।

إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৪. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দীন)-সহ (জাহান্নামের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি; কখনো কোনো উম্মত এমন ছিলো না, যার জন্যে কোনো সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি!

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে (এর জন্যে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ো না,) এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (যদিও) তাদের নবীরা তাদের কাছে (নবুওতের) দীপ্তিমান গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলো!

وَأَن يَكْذِبُواْ فَكُذِّبَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

২৬. অতপর যারা (নবীদের) অস্বীকার করেছে, আমি তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি, কতো ভয়ংকর ছিলো আমার আযাব!

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

২৭. (হে মানুষ,) তুমি কি (এ বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর এ (পানি) দ্বারা আমি (যমীনের বুকে) রং-বেরংয়ের ফলমূল উদগত করি, পাহাড়সমূহও রয়েছে (নানা রংয়ের, কোনোটা) সাদা (কোনোটা) লাল, এর রংও বিচিত্র রকমের, কোনোটা আবার নিকষ কালো।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَآخَرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

২৮. একইভাবে মানুষ, (যমীনের ওপর) বিচরণশীল জীবজন্তু এবং পশুসমূহও রয়েছে নানা রংয়ের; আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর বান্দাদের মাঝে সেসব লোকেরাই বেশী ভয় করে যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে) জানে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমশীল।

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

২৯. যারা আল্লাহ তায়ালায় কিতাব পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদের যে রেযেক দিয়েছি তা থেকে যারা (আমারই উদ্দেশ্যে) গোপনে কিংবা

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

প্রকাশ্যে দান করে, (মূলত) তারা এমন এক ব্যবসার আশায় আছে যা কখনো ধ্বংস হবে না;

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝

৩০. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তিনি যেন তাদের কাজের পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

৩১. (হে নবী,) যে কিতাব আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি তাই একমাত্র সত্য, এর আগের যেসব (কিতাব) রয়েছে (এ কিতাব) তার সমর্থনকারী; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভালো করে জানেন ও দেখেন।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝

৩২. অতপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে তাদের সে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যাদের আমি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করেছি, তারপর তাদের কিছু লোক নিজেই নিজের ওপর যালেম হয়ে বসলো, তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থীও ছিলো, তাদের মাঝে আবার এমন কিছু লোক (ছিলো) যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে নেক কাজে ছিলো অগ্রগামী; এটাই হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালা) বড়ো অনুগ্রহ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

৩৩. (সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُكَلِّفُونَ فِيهَا مِّنْ أَسَاوِرَ مِّنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

৩৪. তারা বলবে, সমস্ত তারিফ আল্লাহর, যিনি (আজ) আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

৩৫. যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের (এতো সুন্দর) নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের (আর) কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)!

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝

৩৬. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের ওপর এমন আদেশ হবে না যে, তারা মরে যাবে— না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব লঘু করা হবে; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দেই।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كُلٌّ لِّكَ نَجْزِي كُلِّ كَفُورٍ ۝

৩৭. (আযাবের কষ্টে) তারা সেখানে আত্নানাদ করবে, আর বলবে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ (আযাব থেকে) বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে) যা কিছু করতাম (এবার) তার বদলে (ভিন্ন কিছু করবো); (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সেখানে সাবধান হতে পারতো না? (তাছাড়া) তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী)-ও এসেছিলো; সুতরাং (এখন) তোমরা আযাবের মজা উপভোগ করো, (মূলত) যালেমদের (সেখানে) কোনোই সাহায্যকারী নেই।

وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ
وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, (মানুষের) মনের ভেতরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কেও তিনি ভালো করে জানেন।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৯. তিনিই (এ) যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন; অতপর যে কোনো ব্যক্তিই (এখানে) কুফরী করবে, তার কুফরী (ও কুফরীর ফলাফল) তার নিজের ওপরই (পড়বে); কাফেরদের জন্যে (এ) কুফরী কেবল (তাদের প্রতি) তাদের মালিকের জ্রোধই বৃদ্ধি করে, কাফেরদের এ কুফরী (তাদের নিজেদের) বিনাশ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ
فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৪০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের (সেসব) শরীকদের কথা ভেবে দেখেছো কি? যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে ডাকো, তোমরা আমাকে দেখাও তো তারা এ যমীনের কিছু সৃষ্টি করেছে কিনা- কিংবা আকাশমন্ডল সৃষ্টির (পরিকল্পনার) মাঝে তাদের কোনো অংশ আছে কিনা- না আমি তাদের কোনো কিতাব দান করেছি যে, তার কোনো দলীল প্রমাণের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে, বরং এরা হচ্ছে যালেম, এরা একে অপরকে শুধু প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ
أَمْ آتَيْنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ
بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا
غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪১. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই আসমানসমূহ ও যমীনকে স্থির করে রেখেছেন, যাতে করে ওরা (স্বীয় কক্ষপথ থেকে) বিচ্যুত না হতে পারে, যদি (কখনো) ওরা কক্ষচ্যুত হয়েই পড়ে তাহলে (বলো), তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে এদের উভয়কে (পুনরায়) স্থির করতে পারবে, অবশ্যই তিনি মহা সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ
أَحَدٍ مِّن بَعْدِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪২. এরাই (এক সময়) আল্লাহ তায়ালা নামে সুদৃঢ় কসম করে বলতো, যদি তাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালা) কোনো সতর্ককারী (নবী) আসে, তাহলে তারা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা (তার প্রতি) অধিকতর আনুগত্যশীল হবে, অতপর (সত্যিই) যখন তাদের কাছে সতর্ককারী (নবী) এলো, তখন তার আগমন এদের (সত্য-) বিমুখতাই শুধু বাড়িয়ে দিলো,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٢٦﴾

৪৩. (বাড়িয়ে দিলো আল্লাহর) যমীনে এদের অহংকার প্রকাশ ও কুটিল যড়যন্ত্র। কুটিল যড়যন্ত্র (জাল অবশ্য) যড়যন্ত্রকারী ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করে না, তবে কি তারা অতীতে (যড়যন্ত্রকারীদের সাথে) যা কিছু ঘটেছে তেমন কিছুর প্রতীক্ষা করছে? (যদি তাই হয়, তবে শুনে রাখো,) তুমি (এদের বেলায়ও) আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন দেখবে না, না কখনো তুমি (এ ব্যাপারে) আল্লাহর বিধানকে নড়াচড়া অবস্থায় (দেখতে) পাবে।

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٢٧﴾

৪৪. তারা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি, তারা কি তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের পরিণাম দেখেনি, তা কেমন (ভয়াবহ) ছিলো! অথচ তারা এদের তুলনায় ছিলো অনেক শক্তিশালী; (কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন এলো, তখন) আসমানসমূহ ও যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যর্থ করে দিতে পারলো না; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٢٨﴾

৪৫. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার (বিদ্রোহমূলক) আচরণের জন্যে পাকড়াও করতে চাইলে ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি জীব জন্তুকেও তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন তাদের (সে নির্দিষ্ট) সময় আসবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُرِهِمْ دَابَّةً وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٢٩﴾

৫
ককু

আয়াত ৮৩ ককু ৫	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—	সূরা ইয়াসীন মক্কায় অবতীর্ণ
-------------------	--	---------------------------------

১. ইয়াসীন,

يَس ١

২. জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ,

وَالْقُرْآنِ الْكَبِيرِ ٢

৩. তুমি অবশ্যই রসূলদের একজন,

إِنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِينَ ﴿٣﴾

৪. তুমি (প্রতিষ্ঠিত রয়েছো) সরল পথের ওপর,

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

৫. পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছ থেকেই এ (কোরআনের) অবতরণ;

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

৬. যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন একটি জাতির (লোকদের) সতর্ক করে দিতে পারো, যাদের বাপদাদাদের (ঠিক এভাবে) সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল (রয়ে গেছে)।

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ﴿٦﴾

৭. তাদের অধিকাংশ লোকের ওপরই (আল্লাহ তায়ালা) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

৮. আমি ওদের গলদেশসমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, অতপর তা তাদের চিবুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَبِهِىٓ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾

৯. আমি তাদের সামনে পেছনে (অন্ধকারের) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

১০. (এ অবস্থায়) তুমি তাদের (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো বা না করো, উভয়টাই তাদের জন্যে সমান কথা, তারা ঈমান আনবে না।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

১১. তুমি তো কেবল এমন লোককেই সতর্ক করতে পারো যে (আমার) উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)কে গায়ব থেকে ভয় করে, (যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে) তাকে তুমি ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দান করো।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنََ الْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি, তারা যা কিছু আমল (আল্লাহর কাছে) পাঠিয়ে দিয়েছে সেগুলোকে আমি যথাযথ লিখে রাখি, নিজেদের (কর্মকাণ্ডের) চিহ্ন হিসেবে যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) রেখে যায় তাও আমি (লিখে রাখি); প্রতিটি জিনিসকে আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে গুনে গুনে (জমা করে) রেখেছি।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

১৩. (হে নবী,) এদের কাছে তুমি একটি জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করো, যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কয়েকজন রসূল এসেছিলো,

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٩﴾

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছি তখন তারা এদের উভয়কেই অস্বীকার করেছে, এরপর আমি তৃতীয় একজন দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলাম, অতপর তারা (তাদের কাছে এসে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿٤٠﴾

১৫. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তোমরা তো (দেখছি) আমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও, (আসলে) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে) কিছুই পাঠাননি, তোমরা (অযথাই) মিথ্যা কথা বলছো!

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿٤١﴾

১৬. তারা বললো, আমাদের রব জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে (তাঁর পাঠানো) রসূল।

قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿٤٢﴾

১৭. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٤٣﴾

১৮. তারা বললো, (কিছু) আমরা তো তোমাদেরই (আমাদের সব) অমংগলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা (এখনো এসব কাজ থেকে) ফিরে না আসো তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মারবো, (উপরন্তু) তোমাদের অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে (আরো) কঠিন শাস্তি স্পর্শ করবে।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ؕ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٤﴾

১৯. তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য (অকল্যাণ) তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে; তোমাদের (যে ভালো কাজের কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে (এটা কি অমংগলের কাজ)? আসলে তোমরা হচ্ছে একটি সীমালংঘনকারী জাতি।

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ؕ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٤٥﴾

২০. (এমন সময়) নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো এবং (সে এসে সবাইকে) বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা (আল্লাহর) রসূলদের অনুসরণ করো,

وَجَاءَ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٦﴾

২১. অনুসরণ করো এমন এক রসূলের, যে তোমাদের কাছে (হেদায়াতের) কোনো প্রতিদান চায় না, (আসলে যারা তার অনুসরণ করবে) তারা হবে হেদায়াতপ্রাপ্ত।

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٤٧﴾

২২. আমার জন্যে এমন কি (অজুহাত) থাকতে পারে যে, আমি তাঁর এবাদাত করবো না যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং যার দিকে তোমাদের সবাইকে (একদিন) ফিরে যেতে হবে!

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদ গ্রহণ করবো? (অথচ) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা) যদি (আমায়) কোনো ক্ষতি পৌছাতে চান তাহলে ওদের কোনো সুপারিশই তো আমার কোনো কাজে আসবে না, না তারা কেউ আমাকে (সে ক্ষতি থেকে) উদ্ধার করতে পারবে,

أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدِ
الرَّحْمَنُ بَضْرًا لَا تَغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يَنْقُذُونِ ﴿٢٣﴾

২৪. (আমি যদি তেমন কিছু করি) তাহলে অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবো।

إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلِيلٌ مُبِينٌ ﴿٢٤﴾

২৫. অবশ্যই আমি (এ গোমরাহীর বদলে) তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো;

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾

২৬. (মেরে ফেলার পর) তাকে বলা হলো, যাও, তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো; সে বললো, আফসোস, যদি আমার জাতি (আমার এ সৌভাগ্যের কথাটা) জানতে পারতো যে-

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلِيَتْ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. আমার রব আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত (মানুষ)-দের দলে शामिल করে নিয়েছেন।

بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. তার (হত্যাকাণ্ডের) পর (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) আমি তার জাতির ওপর আসমান থেকে কোনো বাহিনী পাঠাইনি, না আমার (তেমন) কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো!

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. (আমি যা করেছি) তা ছিলো একটিমাত্র বিকট গর্জন, (তাতেই) ওরা সবাই নিখর নিস্তক হয়ে গেলো!

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَمِيدُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. আফসোস বান্দাদের ওপর, তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যাদের সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্দাপ করেনি!

يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ
رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা কি (এ বিষয়টি) লক্ষ্য করেনি যে, তাদের আগে আমি কতো জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি, যারা (আর কোনোদিনই) তাদের কাছে ফিরে আসবে না;

الْمُرِيرَ وَآكَمَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩২. তাদের সবাইকেই (একদিন) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।

وَأَن كُلُّ لَهَا جَمِيعٌ ۖ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. তাদের জন্যে আমার (কুদরতের) একটি নিদর্শন হচ্ছে

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ

(এই) মৃত যমীন, যাকে আমি (পানি বর্ষণ করে) জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, অতপর তা থেকেই তারা (নিজ নিজ) খাবার খায়।

أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৪. আমি তাতে (আরো) সৃষ্টি করি (নানা প্রকার) খেজুর ও আংগুরের বাগান, প্রবাহিত করি অসংখ্য (নদীনালা) প্রস্রবণ,

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٨﴾

৩৫. যাতে করে তারা এর ফলমূল উপভোগ করতে পারে, (আসলে) এগুলোর কোনোটাই তো তাদের হাতের অর্জন নয়, (তারপরও) কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না?

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৬. পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, (চাই তা) যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, কিংবা (হোক) স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের (সম্পর্কে) মানুষ (এখনো) আদৌ কিছু জানেই না।

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৩৭. তাদের জন্যে (আমার আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে (এই) রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে এরা সবাই (এক সময়) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَإِذَا هُمْ فِي ظُلُمٍ ﴿٤١﴾

৩৮. সূর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গতির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই সুনির্ধারিত (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা);

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٤٢﴾

৩৯. (আরো রয়েছে) চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি, (এমনকি এক সময়) তা পুরনো খেজুরের একটি (পাতলা) ডালের মতো (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে।

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٤٣﴾

৪০. সূর্যের এ ক্ষমতা নেই, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে- না রাত (কখনো) দিনকে ডিঙিয়ে আগে চলে যেতে পারবে; (মূলত চাঁদ সুরুজসহ) প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাতার কেটে চলেছে।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي
فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴿٤٤﴾

৪১. তাদের জন্যে (আরেকটি) নিদর্শন হচ্ছে, আমি তাদের বংশধরদের (এক সময় একটি) ভরা নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম;

وَآيَةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ
الْمَشْكُونِ ﴿٤٥﴾

৪২. তাদের জন্যে আমি সে নৌকার মতো একটি যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে (মাল সামানসহ) তারা আরোহণ করছে।

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٦﴾

৪৩. (অথচ) আমি চাইলে (মাল সামানসহ) এদের সবাইকে ডুবিয়ে দিতে পারি, সে অবস্থায় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, না এদের (তখন) উদ্ধার করা হবে।

وَإِنْ نَّشَاءْ نُغَرِّقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا
هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٧﴾

৪৪. তবে (এটা) আমার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না এবং (এটা ছিলো) এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (তাদের এ বৈষয়িক) সম্পদ (উপভোগ করা)।

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা তোমাদের সামনে যে (অবশ্যম্ভাবী আযাব) রয়েছে তাকে ভয় করো, (ভয় করো) যা (কিছু) পেছনে আছে (তাকেও), আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি!

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে (কিছু অংশ) ব্যয় করো, তখন (এ) কাফেররা ঈমানদারদের বলে, আমরা কেন তাদের খাওয়াতে যাবো যাদের আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে নিজেই খাবার দিতে পারতেন (হে নবী, তুমি বলো), আসলেই তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) আছো!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ آطَعَهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে (বলো, কেয়ামতের) প্রতিশ্রুতি করে (পূর্ণ) হবে?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. যে বিষয়টির জন্যে এরা অপেক্ষা করছে, তা তো এক মহাগর্জন, (হঠাৎ করেই) তা এদের পাকড়াও করবে এবং (দেখা যাবে তখনো) তারা (এ ব্যাপারে) বাকবিতন্ডা করেছে চলেছে।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা (তখন শেষ) ওসিয়তটুকু পর্যন্ত করে যেতে সক্ষম হবে না, না তারা তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে আসবে।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (দ্বিতীয় বার) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন মানুষগুলো সব নিজেদের কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মালিকের দিকে ছুটতে থাকবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۖ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২. তারা (হতভম্ব হয়ে) বলবে, হায় (কপাল আমাদের)! কে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো (ফেরেশতারা বলবে), এ হচ্ছে (সে কেয়ামত), দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যার ওয়াদা করেছিলেন, আর নবী রসূলরাও সত্য কথা বলেছেন।

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۚ سُبْحٰنَ ٱللّٰهِ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (মূলত) এটি এক মহাগর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়, (এরপর) সাথে সাথে সবাইকে (হাশরের ময়দানে) আমার সামনে এনে হাযির করা হবে।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّنَّا ۚ مَكْضُوفُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতপর আজ কারও প্রতি (বিন্দুমাত্রও) যুলুম করা হবে না, তোমাদের শুধু সেটুকুই প্রতিদান দেয়া হবে যা তোমরা (দুনিয়ায়) করছিলে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৫. অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসীরা সেদিন এক মহা আনন্দে থাকবে,

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فُكُوهَ ﴿٥٩﴾

৫৬. তারা এবং তাদের সংগী-সংগিনীরা (আরশের) সুশীতল ছায়ায় (সুসজ্জিত) আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِّئُونَ ﴿٦٠﴾

৫৭. সেখানে তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে (নানা প্রকারের) ফলমূল, তাদের জন্যে (আরো থাকবে) এমন সব কিছু, যা তারা কামনা করবে।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٦١﴾

৫৮. পরম দয়ালু মালিকের পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে, (তোমাদের ওপর) সালাম (বর্ষিত হোক)।

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٦٢﴾

৫৯. (অপরদিকে পাপীদের বলা হবে,) হে অপরাধীরা, তোমরা (আজ আমার ঈমানদার বান্দাদের কাছ থেকে) আলাদা হয়ে যাও।

وَأَمَّا زُورَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٦٣﴾

৬০. হে আদমের সন্তানরা, আমি কি তোমাদের (এ মর্মে) নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের গোলামী করো না, অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন,

أَلَمْ أَعِظْ الْيَكْمُرَ بَنِيَّ إِذْ آءَانٌ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْءٌ وَدَّ مِيقِينَ ﴿٦٤﴾

৬১. তোমরা শুধু আমারই এবাদাত করো, এটিই হচ্ছে সহজ সরল পথ।

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٥﴾

৬২. (আর শয়তান)- সে তো (আগেও) অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে; (তা দেখেও) কি তোমরা বুঝতে পারছো না?

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৩. (হ্যাঁ,) এ (হচ্ছে) সেই জাহান্নাম, তোমাদের সাথে যার ওয়াদা করা হচ্ছিলো।

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٧﴾

৬৪. আজ তোমরা তাতে গিয়েই প্রবেশ করো, যাকে (দুনিয়ায়) তোমরা অস্বীকার করছিলে!

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৫. আজ আমি তাদের মুখের ওপর মোহর মেরে দেবো, তাদের হাতগুলো (এখন) আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা-গুলো সাক্ষ্য দেবে- (দুনিয়ায়) তারা যা কিছু অর্জন করছিলো।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٩﴾

৬৬. আমি যদি চাইতাম, আমি এদের (চোখ থেকে) দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করে দিতাম, (সে অবস্থায়) এরা কিভাবে (চলার পথ) দেখে নিতো!

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٧٠﴾

৬৭. (তাছাড়া) আমি যদি চাইতাম তাহলে তাদের নিজ নিজ জায়গায়ই তাদের আকৃতি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম,

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ

সে অবস্থায় এরা সামনের দিকেও যেতে পারতো না, আবার পেছনেও ফিরে আসতে পারতো না!

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. যাকেই আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকেই আমি সৃষ্টিগত (দিক থেকে) তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই; তারা কি (কিছুই) বুঝতে পারে না?

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (জেনে রেখো,) আমি এ (রসূল)-কে কাব্য (রচনা) শেখাইনি এবং এটা তার (নবী মর্যাদার) পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (তার আনীত গ্রন্থ) একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

৭০. যাতে করে সে তার দ্বারা যে (অন্তর) জীবিত-তাকে (জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং (যার দ্বারা) কাকেরদের ওপর শাস্তির ঘোষণাও সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

৭১. এরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমার নিজের হাত দিয়ে বানানো সৃষ্টির মাঝে আমি তাদের (বহুবিধ কল্যাণের) জন্যে পশু পয়দা করেছি, আর (এখন) তারা (নিজেরাই) এগুলোর মালিক হয়ে বসেছে!

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আমিই এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, এর কিছু হচ্ছে তাদের বাহন, আর কিছু এমন যার (গোশত) থেকে তারা (নিজেদের) খাদ্য গ্রহণ করে।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. তার মধ্যে তাদের জন্যে (আরো) উপকারিতা রয়েছে। রয়েছে পানীয় বস্তু; তবুও কি তারা (তাঁর) শোকর আদায় করবে না!

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের মাবুদ বানায়, (তাও) এ আশায় যে, তাদের সাহায্য করা হবে!

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. (অথচ) তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করার ক্ষমতাই রাখে না, বরং (কেয়ামতের দিন তাদের) সবাই দলবদ্ধভাবে (জাহান্নামে এসে) জড়ো হবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. (হে নবী,) এদের (এসব) কথাবার্তা যেন তোমাকে উদ্ভিগ্ন না করে। অবশ্যই আমি জানি যা কিছু এরা গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ্যে বলে।

فَلَا يَحِزُّكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. এ মানুষগুলো কি দেখে না যে, আমি তাদের একটি (ক্ষুদ্র) শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছি, অথচ (ক্ষুদ্র কীটের) সে (ক্ষুদ্র মানুষটিই একদিন আমার সৃষ্টির ব্যাপারে) খোলাখুলি বিতর্ভাকারী হয়ে পড়লো!

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. সে আমার সম্পর্কে (নানা) কথা রচনা (করতে শুরু) করলো (এবং) সে লোকটি তার নিজ সৃষ্টিটাকেই ভুলে গেলো; সে বললো, কে (মানুষের) হাড়গুলোকে পুনরায় জীবিত করবে যখন তা পচে গলে যাবে!

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَاآ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হ্যাঁ, তাতে প্রাণ সঞ্চার তিনিই করবেন যিনি প্রথম বার এতে জীবন দিয়েছিলেন; তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি (কৌশল) সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন,

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৮০. যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন করেছেন এবং তা দ্বারাই তোমরা (আজ) আগুন জ্বালাচ্ছে।

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. যিনি নিজের ক্ষমতাবলে আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (পুনরায়) তাদেরই মতো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? (হ্যাঁ) নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

৮২. তিনি যখন কিছু একটা (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল এটুকুই বলেন- ‘হও’, অতপর সাথে সাথেই তা (তৈরী) হয়ে যায়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

৮৩. পবিত্র ও মহান সে সত্তা আল্লাহ তায়ালা, প্রত্যেক বিষয়ের ওপর একক সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর হাতে এবং তাঁর কাছেই (একদিন) তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৫ রকু



১. শপথ (সে সব ফেরেশতার) যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝

২. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা সজোরে ধমক দেয়,

فَالزُّجُرِجَاتِ زَجْرًا ۝

৩. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা (সদা) আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে,

فَالتَّلَاتِجَاتِ ذِكْرًا ۝

৪. অবশ্যই তোমাদের মাবুদ হচ্ছে একজন;

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝

৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুরও রব, (তিনি) রব (সূর্যোদয়ের স্থান) পূর্বাচলের;

رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ ۝

৬. অবশ্যই আমি (তোমাদের) নিকটবর্তী আসমানকে (নয়নাভিরাম) নক্ষত্রাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি;

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝

৭. (তাকে) আমি হেফায়ত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে,

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝

৮. ফলে তারা উর্ধ্বজগতের কিছুই শুনতে পায় না, (কিছু শুনতে চাইলেই) প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর (উদ্ধা) নিষ্ফিণ্ড হয়,

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْأَعْلَىٰ وَيَقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

৯. (এই) তাড়িয়ে দেয়াই (শেষ) নয়, তাদের জন্যে রয়েছে অবিরাম শাস্তি,

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾

১০. (এরপরও) যদি (শয়তান) গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জ্বলন্ত উষ্ণাপিত্ত সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

إِلَّا مِّنْ خَطِفِ الْخَطْفَةِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

১১. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন- না (আসমান যমীনসহ) অন্য সব কিছু- যা আমি পয়দা করেছি (সৃষ্টি করা বেশী কঠিন); অবশ্যই এ (মানুষ)-দের আমি (সামান্য কিছু) আঠাল মাটি দিয়ে পয়দা করেছি।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

১২. (হে নবী,) তুমি (এদের কথায়) বিশ্বয়বোধ করছো, অথচ (তোমার কথা নিয়েই) ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে,

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

১৩. এদের যখন উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা (তা) স্মরণ করে না,

وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

১৪. (তদুপরি) কোনো নিদর্শন দেখলে (তা নিয়ে) তারা উপহাস করে,

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

১৫. তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়,

وَقَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

১৬. (তারা প্রশ্ন করে, এ আবার কেমন কথা,) আমরা যখন মরে গিয়ে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (পুনরায়) জীবিত করা হবে?

ءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿١٦﴾

১৭. আমাদের পিতৃপুরুষদেরও (কি ওঠানো হবে)?

أَوَابَاؤُنَا ۖ أَلَا وَلَوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হ্যাঁ (অবশ্যই, সেদিন) তোমরা লাল্পিত হবে,

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তা হবে, একটি মাত্র প্রচণ্ড গর্জন, সাথে সাথেই এরা (কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) দেখতে পাবে।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

২০. (যারা অস্বীকার করেছিলো) তারা (সেদিন) বলবে, পোড়া কপাল আমাদের, এটাই তো হচ্ছে (শেষ) বিচারের দিন!

وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

২১. (তাদের বলা হবে) হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

২২. (ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যাও,.) তোমরা যালেমদের এবং তাদের সংগী-সংগিনীদের (ধরে ধরে) জমা করো, (জমা করো) তাদের (দোসরদের)-ও, যারা তাদের গোলামী করতো।

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (যাদের এরা মাবুদ বানাতো) তাদেরও (এদের সাথে) জাহান্নামের রাস্তা দেখিয়ে দাও।

مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

২৪. হ্যাঁ, তাদের (একটুখানি) দাঁড় করাও, অবশ্যই তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে,

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. এ কী হলো তোমাদের, (জবাব দেয়ার সময়) তোমরা আজ একে অপরকে সাহায্য করছো না যে!

مَا كُفِّرُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. বরং আজ (দেখছি) এরা সত্যি সত্যিই (এক একজন) আত্মসমর্পণকারী (বনে গেছে)!

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. (এ সময়) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. (দুর্বল দলটি শক্তিশালী দলকে) বলবে, তোমরাই তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে,

قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা বলবে (আমাদের দোষারোপ করছো কেন), তোমরা তো আদৌ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীই ছিলে না,

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তোমাদের ওপর আমাদের কোনো (জবর-দস্তিমূলক) কর্তৃত্ব তো ছিলো না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে মারাত্মক সীমালংঘনকারী।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. (এ সময় তারা বলবে,) আজ আমাদের ওপর আমাদের মালিকের ঘোষণাই সত্য হয়েছে, (আজ) আমরা (উভয়েই জাহান্নামের) শাস্তি আন্বাদনকারী (হবো)।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّنَا لَدَٰئِقِقُونَ ﴿٣١﴾

৩২. আমরা (আসলেই সেদিন) তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত!

فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غُٰوِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. অবশ্যই সেদিন তারা (সবাই) এই আযাবে সমভাগী হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমি অবশ্যই না-ফরমান লোকদের সাথে এ ধরনের আচরণ করি।

إِنَّا كُنَّا لَنَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিলো, যখন এদের বলা হতো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা অহংকার করতো,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. এরা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবিরার কথায় আমাদের মাবুদদের (আনুগত্য) ছেড়ে দেবো?

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَنَارِكُوكُمَا الْهَتَمِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. (আমার নবী কোনো কাব্য নিয়ে আসেনি,) বরং সে এসেছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এবং সে (আগের) নবীদের (সত্যতাও) স্বীকার করেছে।

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (হে অপরাধীরা,) তোমাদের (আজ) অবশ্যই (জাহান্নামের) ভয়াবহ আযাব ভোগ করতে হবে,

إِنَّا كُنَّا لَنُؤَذِّرُكُم بِالْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾

৩৯. তোমরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতে (এখানে) তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দান করা হবে,

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা,

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) সুনির্দিষ্ট রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে,

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾

৪২. (সেখানে থাকবে) রকমারি ফলমূল, (তদুপরি) তারা হবে (মহাসম্মানে) সম্মানিত,

فَوَاحٍ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতে (তারা অবস্থান করবে),

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে (মর্যাদার) আসনে সমাসীন থাকবে।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. ঘুরে ঘুরে বিস্তৃত সূরা তাদের পরিবেশন করা হবে,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ ۖ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. শুভ্র সমুজ্জ্বল- যা (হবে) পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু,

بَيَاضَ ۚ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. তাতে মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তারা মাতালও হবে না।

لَا فِيهَا غَوْلٌ ۚ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. তাদের সাথে (আরো) থাকবে সলজ্জ, নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা,

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ ۚ الطَّرَفِ عِينٍ ﴿٤٨﴾

৪৯. তারা যেন (সযত্নে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণের (সুন্দরী)।

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

৫০. অতপর এরা একজন আরেক জনের দিকে ফিরে (নিজেদের অবস্থা) জিজ্ঞেস করবে।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (এ সময়) তাদের মাঝ থেকে একজন বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে) আমার একজন সাথী ছিলো,

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾

৫২. যে (আশ্চর্য হয়েই আমাকে) বলতো, তুমিও কি (কেয়ামত) বিশ্বাসীদের একজন?

يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. (তুমিও কি বিশ্বাস করো যে,) আমরা যখন মরে যাবো এবং যখন হাড়ি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখন (আমরা পুনরুত্থিত হবো এবং) আমাদেরকে (আমাদের কাজকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে?

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَمُدِينُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. (এ সময় তাদের বলা হবে, আচ্ছা) তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে (তোমাদের সে সাথীকে এক নয়র) দেখতে চাও?

قَالَ هَلْ أُنتَرِمُ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতপর সে তাকে দেখতে পাবে, জাহান্নামের (ঠিক) মাঝখানে।

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৬. (তাকে আযাবে জ্বলতে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ তায়ালার কসম, (দুনিয়াতে) তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে,

قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾

৫৭. (আমার ওপর) আমার মালিকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আজ (তোমার মতো আযাবে) গ্রেফতার হওয়া এ (লোকদের) দলে शामिल থাকতাম।

وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. (হ্যাঁ, এখন তো) আমাদের আর মৃত্যু হবে না!

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. তবে আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা- (এখন তো) আমাদের (আর কোনো রকম) আযাব দেয়া হবে না।

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأَوَّلَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

৬০. অবশ্যই এটা হচ্ছে এক বড়ো ধরনের সাফল্য।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

৬১. এ ধরনের (মহাসাফল্যের) জন্যে কর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই কাজ করা উচিত।

لِيُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

৬২. (বলে) আল্লাহর বান্দাদের জন্যে) এ মেহমানদারী ভালো- না (আযাবের) যাক্কুম বৃক্ষ (ভালো)?

أَذَلِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ﴿٦٢﴾

৬৩. যালেমদের জন্যে আমি তাকে বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪. (মূলত) তা হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়,

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

৬৫. তার ফলগুলো এমন (বিশ্রী), মনে হবে তা বুঝি (একেকটা) শয়তানের মাথা;

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئَوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٥﴾

৬৬. (যারা জাহান্নামের অধিবাসী) তারা অবশ্যই এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তারা তাদের পেট ভর্তি করবে;

فَأَنَّهُمْ لَأَكْلُونَ مِنْهَا فَمَا لَيُّونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. অবশ্যই (পান করার জন্যে) তাদের ফুটন্ত পানি (ও পুঁজ) মিলিয়ে দেয়া হবে,

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৮. তারপর নিসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে (অতলাত) জাহান্নামের দিকে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৯. নিসন্দেহে তারা তাদের মাতাপিতাকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছে,

إِنَّهُمْ أَفْوَاهُ آبَاءُهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

৭০. (তারপরেও) তারা তাদের (গোমরাহ পিতা মাতাদের) পদাংক অনুসরণ করেছে।

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো,

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

৭২. তাদের মধ্যেও আমি সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مِّنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতএব (হে নবী), তুমি একবার (চেয়ে) দেখো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে,

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নির্ভাবন বান্দাদের কথা আলাদা (তারা আযাব থেকে নিরাপদ)।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. (নবী) নূহও আমাকে ডেকেছিলো, (তার জন্যে) কতো উত্তম সাড়া দানকারী (ছিলাম) আমি!

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি,

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

৭৭. তার বংশধরদের আমি (দুনিয়ায়) অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি,	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾
৭৮. অনাগত মানুষদের মাঝে আমি তার (উত্তম) স্মরণ অব্যাহত রেখেছি,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾
৭৯. সৃষ্টিকুলের মাঝে নূহের ওপর সালাম (বর্ষিত হোক)।	سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾
৮০. অবশ্যই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।	إِنَّا كُنَّا لَكَ نَجَازِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. নিসন্দেহে সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্যতম।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾
৮২. অতপর (তার জাতির) অবশিষ্ট সকলকে আমি (বন্যার পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾
৮৩. নূহের (পথ অনুসারী) দলের মাঝে ইবরাহীমও ছিলো একজন।	وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾
৮৪. যখন সে বিশুদ্ধ মনে তার মালিকের কাছে হাযির হয়েছিলো।	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾
৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলো (আচ্ছা)! তোমরা (সবাই এসব) কিসের পূজা করছো?	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া মাবুদদেরই পেতে চাও?	أَتِفْكَ إِلَهَهُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾
৮৭. (বলো,) এ সৃষ্টিকুলের মালিক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾
৮৮. অতপর সে একবার (সত্যের সন্ধানে) তারকারাজির দিকে তাকালো,	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾
৮৯. অতপর সে বললো, সত্যিই আমি অসুস্থ।	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾
৯০. লোকেরা (তার থেকে নিরাশ হয়ে) সবাই চলে গেলো।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾
৯১. পরে সে (চুপি চুপি) তাদের দেবতাদের (মন্দিরের) কাছে গেলো এবং (তামাশাচ্ছলে) বললো, কি ব্যাপার (এতো প্রসাদ পড়ে আছে) তোমরা খাচ্ছে না যে!	فَرَاغَ إِلَى إِلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾
৯২. এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি কথাও বলো না?	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾
৯৩. অতপর সে ডান হাত দিয়ে ওদের ওপর সবলে আঘাত হানলো।	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾
৯৪. লোকেরা তখন দৌড়াতে দৌড়াতে তার দিকে ছুটে এলো।	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾
৯৫. (তাকে জিজ্ঞেস করলে) সে বললো, তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো, যাদের তোমরা নিজেরাই খোদাই করে নির্মাণ করো,	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬. অথচ আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং (সৃষ্টি করেছেন) তোমরা যা কিছুকে (মাবুদ) বানাও তাদেরও।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করো, অতপর জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করো।

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৮. তারা (এর মাধ্যমে আসলে) তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আঁটতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তাদের (চক্রান্ত ব্যর্থ ও) হীন করে দিলাম।

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. সে বললো, আমি এবার আমার মালিকের দিকে বেরিয়ে পড়লাম, অবশ্যই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِيَنِ ﴿٩٩﴾

১০০. (অতপর সে দোয়া করলো,) হে আমার রব, তুমি আমাকে নেককারদের মধ্য থেকে একটি (সন্তান) দান করো।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. সে যখন তার (পিতার) সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মতো (বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলো, তখন সে (একদিন ছেলেকে) বললো, হে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি (যেন) তোমাকে যবাই করছি, (বলো এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? সে বললো, হে আমার (স্নেহপরায়ণ) আব্বাজান, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. অতপর যখন তারা (পিতাপুত্র) দুজনই (আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে (যবাই করার উদ্দেশ্যে) কাত করে শুইয়ে দিলো,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

১০৪. তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম,

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَٰإِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫. তুমি অবশ্যই (তোমার) স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করেছো, (তোমরা উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো) নিসন্দেহে আমি এভাবেই সংকর্মশীল মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كُنَّا لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. এটা ছিলো (তাদের উভয়ের জন্যে) একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা মাত্র!

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

১০৭. আমি (ছেলের) পরিবর্তে একটা বড়ো কোরবানী (-র জন্তু) তাকে দান করলাম।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮. (অনাগত মানুষদের মাঝে এভাবেই) তার স্মরণকে আমি অব্যাহত রেখে দিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. শান্তি (বর্ষিত হোক) ইবরাহীমের ওপর।

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

১১০. এভাবেই আমি (আমার) নেক বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১১১. অবশ্যই সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের একজন।

إِنَّهُ مِنۢ مِّنۢ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১২. (পরে) আমি তাকে (এ মর্মে) ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দান করলাম যে, সে (হবে) নবী ও আমার নেক বান্দাদের একজন।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

১১৩. আমি তার ওপর ও ইসহাকের ওপর বরকত নাযিল করেছি; তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে কিছু সৎকর্মশীল মানুষ আছে, আছে কিছু না-ফরমানও, যারা নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে স্পষ্ট অত্যাচারী (হয়ে গেছে)।

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَآلٍۭ إِسْحَاقَ وَمِنۢ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝

১১৪. আমি মূসা ও হারুনের ওপর (অনেক) অনুগ্রহ করেছি,

وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

১১৫. আমি তাদের দুজনকে ও তাদের জাতিকে বড়ো (রকমের) সংকট থেকে উদ্ধার করেছি,

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

১১৬. আমি (ফেরাউনের মোকাবেলায়) তাদের সাহায্য করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে,

وَنَصَّرْنَاهُمَا فكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

১১৭. আমি তাদের উভয়কে বিশদ গ্রন্থ (তাওরাত) দান করেছি,

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝

১১৮. তাদের উভয়কে আমি (দ্বীনের) সহজ পথ বাতলে দিয়েছি,

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

১১৯. আমি তাদের উভয়ের ওপর তাদের উত্তম স্মরণকে অব্যাহত রেখেছি,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝

১২০. সালাম (বর্ষিত হোক) মূসা ও হারুনের ওপর।

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

১২১. অবশ্যই আমি এভাবে নেককার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১২২. অবশ্যই এরা দুজন ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهُمَا مِنۢ مِّنۢ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১২৩. (আমার বান্দা) ইলিয়াসও ছিলো রসূলদের একজন;

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الرُّسُلِينَ ۝

১২৪. যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১২৫. তোমরা কি 'বা'ল' দেবতাকেই ডাকতে থাকবে, এবং (আল্লাহ তায়ালার) যিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাঁকে (এভাবেই) পরিত্যাগ করবে?

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

১২৬. আল্লাহ তায়ালা- যিনি তোমাদের রব, রব তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও।

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

১২৭. (কিন্তু) তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, অতপর তাদের অবশ্যই (দণ্ড ভোগ করার জন্যে) হাযির করা হবে,

فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَرُمْ لَهُمُ الْحُزْرُونَ ﴿٢٧﴾

১২৮. তবে আল্লাহ তায়ালায় নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٨﴾

১২৯. আমি অনাগত মানুষদের মধ্যে তার উত্তম স্মরণকে অব্যাহত রেখে দিয়েছি,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٩﴾

১৩০. সালাম (বর্ষিত হোক) ইলিয়াস (-এর অনুসারী নেক বান্দা)-দের ওপর।

سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿٣٠﴾

১৩১. আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি!

إِنَّا كُنَّا لَكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾

১৩২. অবশ্যই সে ছিলো আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾

১৩৩. নিসন্দেহে লুতও ছিলো রসূলদের একজন;

وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾

১৩৪. যখন আমি তাকে এবং তার সকল পরিবার পরিজনকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি,

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾

১৩৫. একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদে, সে ছিলো পেছনে পড়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿٣٥﴾

১৩৬. এরপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি বিনাশ করে দিয়েছি।

ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿٣٦﴾

১৩৭. তোমরা তো (প্রতিনিয়তই) তাদের সে (ধ্বংসাবশেষ)-গুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে থাকো,

وَأَنكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾

১৩৮. (অতিক্রম করো) প্রতি (সন্ধ্যা ও) রাতের বেলায়ও; তবুও কি তোমরা (এ থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

وَبَالِيلٌ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾

১৩৯. ইউনুসও ছিলো রসূলদের একজন;

وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٩﴾

১৪০. (এটা সে সময়ের কথা) যখন সে পালিয়ে গিয়ে একটি (মাল)-ভর্তি নৌযানে পৌঁছলো,

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ ﴿٤٠﴾

১৪১. (নৌকাটি অচল হয়ে যাওয়ায়) আরোহীদের মাঝে অলক্ষুণে ব্যক্তি কে, লটারির মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হলো এবং (ফলাফল অনুযায়ী) সে (ইউনুসই অলক্ষুণে) অপরাধী সাব্যস্ত হলো,

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٤١﴾

১৪২. অতপর একটি (বড়ো) মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো এবং সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٢﴾

১৪৩. যদি সে (তখন আল্লাহ তায়ালায়) পবিত্রতা ও মহাশয় ঘোষণা না করতো,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٤٣﴾

১৪৪. তাহলে সে তার পেটে কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতো!

لَكَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫. অতপর আমি তাকে (মাছের পেট থেকে বের করে) একটি গাছপালাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, (এ সময়) সে ছিলো অসুস্থ,

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৬. (সেখানে) তার ওপর আমি একটি (লতাবিশিষ্ট) লাউ গাছ উদগত করলাম,

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِئِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. তাকে আমি এক লক্ষ লোকের কিংবা আরো বেশী (জনবসতির) কাছে (নবী বানিয়ে) পাঠালাম;

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. এরপর তারা (তার ওপর) ঈমান আনলো, ফলে আমিও তাদের একটি (সুনির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করলাম;

فَأَمَّا نُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. (হে নবী,) এদের তুমি জিজ্ঞেস করো, (তারা কি মনে করে যে,) তোমার রবের জন্যে কন্যা সন্তান রয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে (সব) পুত্র সন্তান?

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. আমি কি ফেরেশতাদের মহিলা করেই বানিয়েছিলাম এবং (বানাবার সময়) তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিলো?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. জেনে রেখো, তারা কিন্তু এসব কথা নিজেরা নিজেদের মন থেকেই বানিয়ে বলে যে-

أَلَا إِنَّمِمْ مِنْ إِيكِهِمْ لَيَقُولُنَّ ﴿١٥١﴾

১৫২. আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। (আসলে) ওরা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللَّهُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. তিনি কি ছেলেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে (নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানদেরই পছন্দ করেছেন?

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. এ কি (হলো) তোমাদের? কেমন (অর্থহীন) সিদ্ধান্ত করছো তোমরা?

مَا لَكُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. তোমরা কি সদুপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. অথবা আছে কি (এর পক্ষে) তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ?

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও জ্বিন জাতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে; অথচ জ্বিনেরা জানে (তাদের মধ্যে যারা বদকার) তাদের অবশ্যই (শাস্তির জন্যে) একদিন উপস্থিত করা হবে।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব (বেহুদা) কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র ও মহান,

سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. তবে যারা আল্লাহ তায়ালায় নিষ্ঠাবান বান্দা-
তারা আলাদা।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. অতএব (হে কাফেররা), অবশ্যই তোমরা এবং
তোমরা যাদের গোলামী করো,

فَأَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

১৬২. (সবাই মিলেও) তাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে
বিভ্রান্ত করতে পারবে না,

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩. তোমরা কেবল তাদেরই গোমরাহ করতে
পারবে- যারা জাহান্নামের অধিবাসী।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. (ফেরেশতারা বলেছিলো,) আমাদের মধ্য থেকে
প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে,

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. আমরা তো (আল্লাহ তায়ালায় সামনে সদা)
সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি

وَأِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬. আমরা (সর্বদা) তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য
ঘোষণা করি।

وَأِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. এসব লোকেরা (কোরআন নাযিলের আগে)
বলতো-

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবের মতো যদি
আমাদের (কাছেও) উপদেশ (হ'ত) থাকতো,

لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯. তাহলে (তার মাধ্যমে) আমরাও আল্লাহ
তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যেতাম!

لَكِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

১৭০. অতপর (যখন তাদের কাছে সত্যি সত্যিই
আল্লাহর কিতাব এলো), তখন তারা তা অস্বীকার
করলো, অচিরেই তারা (কিন্তু এ আচরণের পরিণাম)
জানতে পারবে।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. আমার (খাস) বান্দা রসূলদের ব্যাপারে আমার
এ কথা সত্য হয়েছে যে,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২. তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে-

إِنَّمَا لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী
হবে।

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. অতএব (হে নবী), কিছু কালের জন্যে তুমি
এদের উপেক্ষা করো,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো,
অচিরেই তারা (বিদ্রোহের পরিণাম) দেখতে পাবে।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. এরা কি সত্যিই আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে
চায়?

أَفِعِذَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ يَسْتَغْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের অঙ্গিনায়
যখন শাস্তি নেমে এলো, তখন (এই গ্যবের) সকালটা
তাদের জন্যে কতো মন্দ ছিলো!

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি
এদের উপেক্ষা করো,

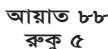
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٦٩﴾

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٧٠﴾

وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٧﴾

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٩﴾



ব্রহ্মান ব্রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা ছোয়াদ
মক্কায় অবতীর্ণ

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ٥

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادُوا
وَلَا تَحْيِيْنَا مَنَاصٍ ۝

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مِنْهُمْ رِيسٌ وَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿٨﴾

أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهَآ وَاحِدًا ۖ اِنَّ هٰذَا
لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿٤﴾

وَأَنْطَلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمُ بِأَمْرٍ وَأَصْبَحُوا عَلَى التَّكْوِينِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٥٠﴾

مَا سَمِعْنَا بِهِمْ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٩

ءَاٰتٰرَلْ عَلَیْهِ الذِّكْرُ مِّنْ بَیِّنَاتٍ ؕ بَلْ هُمْ
فِی شَكٍّ مِّنْ ذِکْرِی ؕ بَلْ لَّمَّا يَدُوقُوا
عَذَابَ ۖ

৯. (হে নবী,) তাদের কাছে কি তোমার মালিক-মহাপরাক্রমশালী ও মহান দাতার অনুগ্রহের কোনো ভান্ডার পড়ে আছে,

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ
الْوَهَّابِ ۝

১০. আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু (ওপর) আছে কি তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব থাকলে তারা সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণের ব্যবস্থা করুক।

أَمْ لَهُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝

১১. (আল্লাহর মোকাবেলায়) অন্য বহু বাহিনীর মতো এ বাহিনীও পরাজিত হবে।

جُنُودٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝

১২. এদের পূর্বেও নূহ, আদ ও কীলক বিশিষ্ট ফেরাউনের জাতি রসূলদের (এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছিলো,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
ذُو الْأَوْتَادِ ۝

১৩. সামুদ, লূত সম্প্রদায় এবং বনের অধিবাসীরাও (তাদের স্ব স্ব নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছে, প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে বড়ো) দল তো ছিলো সেগুলোই।

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ
أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۝

১৪. ওদের প্রত্যেকেই রসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, ফলে আমার (আযাবের) ফয়সালা (ওদের ওপর) প্রযোজ্য হয়ে গেছে।

إِنْ كُلِّ الْأَكْذَابِ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

১৫. এরা সবাই অপেক্ষা করছে এক মহা গর্জনের, (আর এমন অবস্থায়) কিন্তু কারোই কোনো অবকাশ থাকবে না।

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

১৬. এরা বলে, হে আমাদের রব, হিসাব কিতাবের দিনের আগেই আমাদের পাওনা তুমি মিটিয়ে দাও!

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَ قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ ۝

১৭. (হে নবী,) এরা যেসব কথাবার্তা বলে, তুমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করো এবং (ধৈর্যের প্রশীক্ষণের জন্যে) আমার শক্তিমান বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, সে ছিলো একান্ত নিবিশ্রুত।

إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ عَبْدَنَا دَاوُدَ
ذَا الْآيَاتِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

১৮. আমি অবশ্যই পর্বতমালাকে তার সাথে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, এগুলোও সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে (সাথে) আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ
بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝

১৯. পাখীকুলকেও (আমি বশীভূত করে দিয়েছিলাম), তারা (তার পাশে) জড়ো হতো, সকলেই ছিলো তার অনুসারী।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ۝

২০. আমি তার সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম এবং (সে সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে) আমি তাকে প্রজ্ঞা ও সর্বোত্তম বাগিতার শক্তি দান করেছিলাম।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ
الْخِطَابِ ۝

২১. (হে নবী,) তোমার কাছে কি (সে) বিবদমান লোকদের কাহিনী পৌছেছে? যখন ওরা (উভয়ই) প্রাচীর টপকে (তার) এবাদাতখানায় প্রবেশ করলো,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوًا الْخَصِيرُ إِذْ تَسَوَّرُوا
الْحِرَابَ ۝

২২. যখন তারা দাউদের সামনে হাযির হলো তখন সে এদের কারণে (একটু) ভীত হয়ে পড়লো, ওরা বললো (হে আল্লাহর নবী), আপনি ভীত হবেন না, (আমরা) বিবদমান দুটো দল, আমাদের একজন আরেকজনের ওপর যুলুম করেছে, অতএব আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন, (কোনো রকম) না-ইনসাফী করবেন না, আমাদের সহজ সরল পথ দেখিয়ে দিন।

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا
تَخَفْ خَصَصْنَا بِغِيٍّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
فَاكْهَمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهِدِنَا
إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

২৩. (বিবাদটি হচ্ছে এই যে,) এ আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুশ্ম আছে, আর আমার কাছে আছে (মাত্র) একটি। (এ সত্ত্বেও) সে বলে, আমাকে তোমার এ (দুশ্ম)-টিও দিয়ে দাও, সে কথায় কথায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে।

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ
أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

২৪. (বিবাদের বিবরণ শুনে) সে বললো, এ ব্যক্তি তোমার দুশ্মাটি তার দুশ্মাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার ওপর যুলুম করেছে; (আসলে) যৌথ (বিষয় আশয়ের) অংশীদাররা অনেকেই একে অন্যের ওপর (এভাবেই) যুলুম করে, (যুলুম) করে না কেবল সে সকল লোকেরা, যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, (যদিও) এদের সংখ্যা নিতান্ত কম; দাউদ বুঝতে পারলো, (তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে এ কাহিনী দ্বারা এতোক্ক্ষণ ধরে) আমি তাকে পরীক্ষা করছিলাম, (মূল ঘটনা বুঝতে পেরে) অতপর সে তার মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং সে পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং সে (আমার দিকে) ফিরে এলো।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى
نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّهُ فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۝

সাজদা

২৪

২৫. অতপর সে জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, অবশ্যই আমার কাছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দরতম আবাসস্থল রয়েছে।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى
وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

২৬. হে দাউদ, আমি তোমাকে (এই) যমীনে (আমার) খলিফা বানালাম, অতএব তুমি মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো (নিজের) খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, (তেমনটি করলে) এ বিষয়টি তোমাকে আল্লাহ তায়ালা পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে; (আর) অবশ্যই যারা আল্লাহ তায়ালা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা মহাবিচারের দিনটিকে ভুলে গেছে।

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَاكْهَمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

২৭. আমি আসমান যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি;

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۝

এটা তো সেসব (মুর্থ) লোকদের ধারণা, যারা (সৃষ্টিকর্তাকেই) অস্বীকার করে, আর যারা (সৃষ্টিকর্তাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে;

ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٣٨﴾

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি কি তাদের সেসব লোকের মতো করে দেবো যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, অথবা আমি কি পরহেযগার লোকদের গুনাহগারদের মতো (একই দলভুক্ত) করবো?

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٣٩﴾

২৯. আমি এ মোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবান লোকেরাও (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে;

كُتِبَٰٓتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّدَّبَرُوا إِلَيْهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٤٠﴾

৩০. আমি দাউদকে (ছেলে হিসেবে) সোলায়মান দান করেছি; সে ছিলো (আমার) উত্তম বান্দা; সে অবশ্যই নিষ্ঠাবান ছিলো;

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤١﴾

৩১. এক অপরাহ্নে যখন তার সামনে (দ্রুতগামী ও) উৎকৃষ্ট (কয়েকটি) ঘোড়া পেশ করা হলো,

إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفُ الْجِيَادِ ﴿٤٢﴾

৩২. (তখন) সে বললো, আমি তো আমার মালিকের স্মরণের কারণে (এদের) পছন্দ করেছিলাম, (অতপর সে তাদের চালাবার আদেশ দিলো) দেখতে দেখতে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেলো।

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۖ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٤٣﴾

৩৩. (সে বললো,) সেগুলো আমার সামনে নিয়ে এসো; অতপর সে সেগুলোর পা ও গলদেশসমূহে (স্নেহের) হাত বুলিয়ে দিলো।

رُدُّوهُنَّ إِلَىٰ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٤٤﴾

৩৪. আমি (নানাভাবেই) সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছি, (একবার) আমি তার সিংহাসনের ওপর একটি (নিষ্পাণ) দেহ রেখে দিয়েছিলাম, অতপর সে আমার দিকে ফিরে এলো।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۖ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٤٥﴾

৩৫. সে (আরো) বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভনীয় হবে না, তুমি নিশ্চয়ই মহাদাতা।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٤٦﴾

৩৬. আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিয়েছি, তা তার ইচ্ছানুযায়ী সেখানেই নিয়ে যেতো- যেখানে সে যেতে চাইতো,

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٤٧﴾

৩৭. শয়তান (জিন)-দেরও (আমি তার অনুগত বানিয়ে দিয়েছি), যারা ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও (সমুদ্রের) ডুবুরী,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٤٨﴾

৩৮. শৃংখলিত (আরো) অনেককেও (আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম)।

وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

৩৯. (আমি বললাম,) এ সবই হচ্ছে আমার দান, (এ থেকে) তুমি (অন্যদের) কিছু দাও কিংবা নিজের কাছে রাখো—(এগুলো সবই) হচ্ছে হিসাব ছাড়া।

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪০. অবশ্যই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে উঁচু মর্যাদা ও সুন্দর নিবাস।

وَأَنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝

৪১. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান আমাকে (ভীষণ) যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে (তুমি আমার কষ্ট দূর করে দাও);

وَإِذْ ذُكِّرَ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَّ الشَّيْطَانُ فَنُصِبْ وَعْثَآبٍ ۝

৪২. আমি বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো (আঘাত করার পর পানির একটি কুপ বেরিয়ে এলে আমি আইয়ুবকে বললাম), এ হচ্ছে (তোমার কষ্ট দূর করা,) গোসল করা ও পান করার (উপযোগী) পানি।

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا غُغْتَسَلَ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝

৪৩. আমি তার সাথে তার পরিবার পরিজন ও তাদের মতো লোকদের সাথে একই পরিমাণ অনুগ্রহ দান করলাম, এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে রহমত ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে উপদেশ।

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لَأُولَى الْأَلْبَابِ ۝

৪৪. আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে (শপথ পুরো করার মানসে তোমার স্ত্রীর শরীরে মৃদু) আঘাত করো, তুমি কখনো শপথ ভংগ করো না; অবশ্যই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; কতো উত্তম বান্দা ছিলো সে; সে ছিলো আমার প্রতি নিবেদিত!

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

৪৫. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের (মধ্যে) ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, ওরা (সবাই) ছিলো শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

وَإِذْ ذُكِّرَ عَبْدُنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝

৪৬. আমি একটি বিশেষ ব্যাপার— পরকাল দিবসের স্মরণ 'গুণের' কারণে তাদের (নেতৃত্বের জন্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম,

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৪৭. অবশ্যই এরা সবাই ছিলো আমার কাছে মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَأَنهَرُ عِنْدَنَا لِيِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۝

৪৮. (হে নবী,) তুমি স্মরণ করো ইসমাইল, ইয়াসা ও যুল কিফলের কথা; এরা সবাই ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলো;

وَإِذْ ذُكِّرَ إِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۝

৪৯. এ হচ্ছে (মহৎ) একটি উপদেশ; অবশ্যই পরহেযগার লোকদের জন্যে (পরকালে) উত্তম আবাসের ব্যবস্থা রয়েছে,

هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۝

৫০. (সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্নাত, যার দরজা (হামেশাই) তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে,

جَنَّاتٍ عِدْنٍ مِّن مَّفْتَحَةٍ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ۝

৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলমূল ও পানীয় সরবরাহের আদেশ দেবে।
كُثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ⑤

৫২. তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না, সমবয়স্কা তরুণীরা।
وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَرَفِ الْأَرْبَابِ ⑥

৫৩. (হে ঈমানদাররা,) এ হচ্ছে সেসব (নেয়ামত)- বিচার দিনের জন্যে তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে।
هَذَا مَاتُوعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ⑦

৫৪. অবশ্যই এ হচ্ছে আমার দেয়া রেযেক- যা কখনো নিঃশেষ হবে না,
إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ⑧

৫৫. এ হচ্ছে (নেককারদের পরিণাম, অপরদিকে) বিদ্রোহী পাপীদের জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতম ঠিকানা,
هَذَا وَانَّ لِلطَّغْيَيْنِ لَشَرَّ مَا بٍ ⑨

৫৬. আর তা হচ্ছে জাহান্নাম- যেখানে তারা গিয়ে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট নিবাস এটি!
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسَوْنَ الْبِهَادِ ⑩

৫৭. এ হচ্ছে (পাপীদের পরিণাম,) অতএব তারা তা আশ্বাদন করুক, (আশ্বাদন করুক) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ,
هَذَا فَلْيُنِمْ وَقُوْهُ حَمِيْرٌ وَغَسَقٌ ⑪

৫৮. (তাদের জন্যে) রয়েছে এ ধরনের আরো (বীভৎস শাস্তি);
وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ⑫

৫৯. এ হচ্ছে (আরেকটি) বাহিনী, (যারা) তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করার জন্যে (ধেয়ে) আসছে, তাদের জন্যে কোনো রকম অভিনন্দনের ব্যবস্থা এখানে নেই; এরা জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে।
هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِرٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ⑬

৬০. তারা বলবে, বরং তোমরাই (হচ্ছে) অভিশপ্ত, (আজ এখানে) তোমাদের জন্যেও কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের এ (মহা-) বিপদের সম্মুখীন করেছো, কতো নিকৃষ্ট (তাদের) এ আবাসস্থল!
قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوْهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ⑭

৬১. (যারা এদের অনুসরণ করেছে) তারা বলবে, হে আমাদের রব, যে ব্যক্তি (আজ) আমাদের এ দুর্গতির সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তুমি তার শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও।
قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّ لَنَا هَذَا فِرْدَوْهُ عَنِ ابَّا ضِعْفًا فِي النَّارِ ⑮

৬২. তারা (আরো) বলবে, একি হলো আমাদের, আমরা (আজ জাহান্নামে) সেসব মানুষদের দেখতে পাচ্ছি না কেন- যাদের আমরা দুনিয়ায় খারাপ লোকদের দলে শামিল করতাম;
وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ⑯

৬৩. তবে কি আমরা তাদের অহেতুকই ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, না (আমাদের) দৃষ্টিশক্তি তাদের কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না।
أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيَّ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ⑰

৬৪. জাহান্নামীদের (নিজেদের মাঝে) এ বাকবিতণ্ডা (সেদিন) হবে অবশ্যম্ভাবী।
إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَّرُ أَهْلُ النَّارِ ⑱

৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তিনি মহাপরাক্রমশালী,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৬. (তিনি) আসমানসমূহ ও যমীনের রব- (রব তিনি) এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তারও, তিনি প্রচুর ক্ষমতাশালী, মহা ক্ষমাশীল।

رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৭. তুমি বলো, এ (কেয়ামত) হচ্ছে একটি বড়ো ধরনের সংবাদ,

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর তোমরা এ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে!

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (হে নবী, তুমি বলো,) আমার তো উর্ধ্ব-জগতের ফেরেশতাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (মানুষ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালাস সাথে) বিতর্ক করছিলো।

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. (এ সব) আমার কাছে ওহী করা হয়েছে, আমি (তোমাদের জন্যে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।

إِن يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৭১. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে মানুষ বানাতে যাচ্ছি।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا
مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

৭২. যখন আমি তাকে বানিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টিম করে নেবো এবং ওতে আমার (কাছ থেকে) রুহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হবে।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতপর ফেরেশতারা সবাই (তাকে আল্লাহর হুকুমে) সাজদা করলো,

فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবলীস, তোমাকে কোন্ জিনিসটি তাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো- যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে বানিয়েছি, তুমি কি এমনিই উদ্ধত প্রকাশ করলে, না কি তুমি ছিলে কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেউ?

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ اسْتَكْبَرْتَ أََمْ كُنْتَ
مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. সে বললো (হাঁ), আমি তো তার চাইতে উত্তম; তুমি আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে এফুনি বের হয়ে যাও, অবশ্যই তুমি অভিশপ্ত,

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. তোমার ওপর আমার অভিশাপ থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।

وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

৭৯. সে বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন সব মানুষদের (দ্বিতীয় বার) জীবিত করে তোলা হবে।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾

৮১. অবধারিত সময়টি আসার সে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত (তুমি অবকাশ পাবে)।

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

৮২. সে বললো (হ্যাঁ), তোমার ইযযতের কসম, আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে ছাড়বো,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা-তাদের কথা আলাদা।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তিনি বললেন, (এ হচ্ছে) চূড়ান্ত সত্য, আর আমি সত্যই বলি,

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ ﴿٨٤﴾

৮৫. আমি অবশ্যই তোমার ও তোমার অনুসারীদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি এ কাজের ওপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, না আমি তাদের দলের লোক যারা লৌকিকতা করে!

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. সে (কোরআন)টি তো সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।

إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. আর কিছুকাল পরই (যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন) তোমরা অবশ্যই তার (সত্যতা) সম্পর্কে জানতে পারবে।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

আয়াত ৭৫
রুকু ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আৰু বুমার
মক্কায় অবতীর্ণ

১. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকেই (এই) গ্রন্থের অবতরণ।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

২. আমি এ (কিতাব) তোমার কাছে যথার্থভাবেই নায়িল করেছি, অতএব তাঁর জন্যে একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তুমি আল্লাহ তায়ালায় এবাদাত করো;

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾

৩. জেনে রেখো, একনিষ্ঠ এবাদাত আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই;

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴿٣﴾

যারা আল্লাহ তায়ালায় বদলে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের এবাদাত এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তায়ালায় নিকটবর্তী করে দেয়; কিন্তু তারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ করছে, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) অবশ্যই সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে কখনো হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ⑤

৪. আল্লাহ তায়ালা যদি সন্তান গ্রহণ করতেই চাইতেন, তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই বাছাই করতে পারতেন, তাঁর সন্তা অনেক পবিত্র; তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

৫. তিনি আসমান ও যমীন সঠিকভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপটে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপটে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমশালী।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑥

৬. তিনি তোমাদের সবাইকে (আদমের) একই সত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি সেই (সত্তা) থেকে তার যুগল বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার পশু (-এর বিধান) অবতীর্ণ করেছেন; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটে পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন- তিনটি অঙ্ককারে একের পর এক (অবয়ব দিয়ে গেছেন); এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের রব, তাঁর জন্যেই যাবতীয় সার্বভৌমত্ব, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারপরও (সত্য) থেকে তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোঁকর খাওয়ানো হচ্ছে?

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَآَنَىٰ تُصْرَفُونَ ⑦

৭. (হে মানুষ,) তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারোই মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দার এ অকৃতজ্ঞ (আচরণ) পছন্দ করেন না, তোমরা যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো তাহলে তিনি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন; (কেয়ামতে) কেউই কারো (গুনাহের) ভার ওঠাবে না: অতপর তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছে, সেদিন তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা কে কি করতে; তিনি নিশ্চয়ই জানেন যা কিছু অন্তরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑧

৮. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার মালিকের দিকে ধাবিত হয়,

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ

পরে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে নেয়ামত দিয়ে তার ওপর অনুগ্রহ করেন, তখন সে যে জন্যে আগে তাঁকে ডেকেছিলো তা ভুলে যায়, সে (অন্যকে) আল্লাহ তায়ালায় সমকক্ষ বানায়, যাতে করে সে (অন্যদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, নিজের কুফরীর সাথে (সামান্য) কয়টি দিনের জন্যে (এই) আরাম আয়েশ ভোগ করে নাও, (পরিণামে) তুমি অবশ্যই জাহান্নামী।

ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝٧

৯. যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হয়ে দাঁড়িয়ে (আল্লাহ তায়ালায়) এবাদাত করে সে পরকালের (আযাবের) ভয় করে এবং তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে; (হে নবী, তুমি) বলো, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি এক সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝٩

১০. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যারা এ দুনিয়ায় কোনো কল্যাণকর কাজ করবে তাদের জন্যে (পরকালেও) মহাকল্যাণ (থাকবে), আল্লাহ তায়ালায় যমীন অনেক প্রশস্ত; (উপরন্তু) ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝١٠

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমি যেন দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালায় জন্যে নিবেদন করে তাঁর এবাদাত করি,

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝١١

১২. আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালায় সামনে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই।

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝١٢

১৩. তুমি বলো, আমি যদি আমার মালিকের না-ফরমানী করি তাহলে আমি আমার ওপর এক মহাদিনের শাস্তির ভয় করি।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٣

১৪. তুমি বলো, আমি একান্ত নিষ্ঠাবান হয়েই আল্লাহ তায়ালায় এবাদাত করি,

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۝١٤

১৫. অতপর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যারই চাও গোলামী করো; (হে নবী,) তুমি বলো, ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা, যারা (অন্যের গোলামী করার কারণে) কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের ভীষণ ক্ষতি করবে; তোমরা জেনে রেখো, (আখেরাতের) সে ক্ষতিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخُسْرَىٰنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِلَّا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١٥

১৬. তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে (ছায়াদানকারী) আগুনের মেঘমালা থাকবে, তাদের নীচের দিক থেকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা; এ হচ্ছে সে (বীভৎস) আযাব, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন; (অতএব) হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো।

لَهُمْ مِّنَ النَّارِ ظِلٌّ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلٌّ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعْبَادُونَ ۝۳৬

১৭. যারা (আল্লাহ বিরোধী) শয়তানী শক্তির গোলামী করা থেকে বেঁচে থেকেছে এবং (একনিষ্ঠভাবে) আল্লাহ তায়ালা দিকেই ফিরে এসেছে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাসুসংবাদ, অতএব (হে নবী), তুমি আমার (এমন সব) বান্দাদের সুসংবাদ দাও—

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعَبدُوهَا وَآَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝۳৭

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে (আমার) কথা শোনে এবং তার ভালো কথার অনুসরণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ।

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَآُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝۳৮

১৯. (হে নবী,) যে ব্যক্তির ওপর (আল্লাহ তায়ালা) আযাবের হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে (তাকে কে বাঁচাবে); তুমি কি (তাকে) বাঁচাতে পারবে যে জাহান্নামে (চলে গেছে),

أَفَمَنۢ هُوَ عَلَىٰ كَلِمَةِ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنۢتَ تُنقِذُ مَنۢ فِي النَّارِ ۝۳৯

২০. তবে যারা তাদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্যে (বেহেশতে) প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ বানানো থাকবে, যার পাদদেশে বর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে; (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنۢ فَوْقَ غُرَفٍ مَّبْنِيَّةٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۝৪০

২১. (হে মানুষ,) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তিনি তা যমীনের প্রস্রবণগুলোতে প্রবেশ করান, তিনিই (আবার) তা দিয়ে (যমীন থেকে) রং বেরংয়ের ফসল বের করে আনেন, পরে তা (আবার) শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের (ফসল হিসেবে) দেখতে পাও, অতপর তিনিই তাকে আবার খড়কুটায় পরিণত করেন; অবশ্যই এতে জ্ঞানীদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِذْ يَخْرُجُ فِيهِ زُرْعًا ۖ مَّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ تُسْرِيهِمْ فُتْرُهُ مُصْفَرًّا ۖ تُسْرِيهِمْ فُتْرُهُ مُصْفَرًّا ۖ يُجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝৪১

২২. যার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) একটি (হেদায়াতের) নূরের ওপর রয়েছে; দুর্ভাগ হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালা স্বরণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে; (মূলত) এরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

أَفَمَنۢ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنۢ رَبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّنۢ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝৪২

২৩. আল্লাহ তায়ালা সর্বোৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন (উৎকৃষ্ট) কিতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও অভিন্ন, যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ (কিতাব শোনার) ফলে তাদের চামড়া কেঁপে ওঠে, অতপর তাদের দেহ ও মন বিগলিত হয়ে আল্লাহ তায়ালায় স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এ (কিতাব) হচ্ছে আল্লাহ তায়ালায় হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান; আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার আসলেই কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝۳۹

২৪. যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখকে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে, (সে কি তার মতো হবে যাকে সে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, সেদিন) যালেমদের বলা হবে, তোমরা (দুনিয়ায়) যা কামাই করছিলে আজ তারই মজা ভোগ করো!

أَفَنِي يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝৪০

২৫. তাদের আগের লোকেরাও (নবীদের ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছে, অতপর এমন দিক থেকে (আল্লাহ তায়ালায়) আযাব তাদের ওপর এসে তাদের গ্রাস করলো যে, তারা টেরই পায়নি।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاتَّخِذُوا الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝৪১

২৬. আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমানের মজা উপভোগ করালেন, (তাদের জন্যে) আখেরাতের আযাব হবে (আরো) গুরুতর। (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!

فَإِذَا قَهَرُ اللَّهُ الْحَزَنَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝৪২

২৭. আমি এ কোরআনে মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝৪৩

২৮. এ কোরআনকে (আমি বিশুদ্ধ) আরবী ভাষায় (নাযিল করেছি), এতে কোনো জটিলতা নেই, আশা করা যায় তারা (আল্লাহ তায়ালায় না-ফরমানী থেকে) বাঁচতে পারে।

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝৪৪

২৯. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, (উদাহরণটি দু'জন মানুষের, এদের) একজন (হচ্ছে গোলাম), যার বেশ ক'জন মালিক রয়েছে- যারা (আবার) পরস্পর বিরোধী- (প্রত্যেকেই গোলামটিকে নিজের দিকে টানতে চাচ্ছে), আরেক ব্যক্তি, যে কেবল একজনেরই (গোলাম); তুমিই বলো, এ দু'জন কি সমান হবে? (না, কখনো নয়), সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ أَحْمَدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝৪৫

৩০. অবশ্যই তুমি মরণশীল- তারাও নিসন্দেহে মরণশীল,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝৪৬

৩১. অতপর (নিজেদের অপরাধের জন্যে একে অপরকে দায়ী করে) তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের মালিকের সামনে বাকবিত্তা করতে থাকবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝৪৭

৩২. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে- যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং একবার তার কাছে সত্য (দ্বীন) এসে যাওয়ার পরও সে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; (এমন সব) কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামের মধ্যে (হওয়া উচিত) নয়?

فَمِنْ أَظْلَمٍ مِّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাদের (এ আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দেয়া হবে।

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে সেসব কিছুই থাকবে যা তারা (পেতে) চাইবে; (মূলত) এটাই হচ্ছে নেককার মানুষদের পুরস্কার,

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তায়ালার যেন তাদের (আমলনামা) থেকে তা মিটিয়ে দিতে পারেন, তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন।

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا
وَيَجْزِيََهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আল্লাহ তায়ালার কি তাঁর বান্দা (মোহাম্মদের হেফাযত)-এর জন্যে যথেষ্ট নন? (হে নবী,) এরা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে (অন্যদের) ভয় দেখায়; আল্লাহ তায়ালার যাকে বিভ্রান্ত করেন তার (আসলেই) কোনো পথপ্রদর্শক নেই,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ
بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. আবার যাকে আল্লাহ তায়ালার পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আল্লাহ তায়ালার কি পরাক্রমশালী (কঠোর) প্রতিশোধ গ্রহণকারী) নন?

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ
اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. (হে নবী,) যদি তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো, আকাশমালা ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, (জবাবে) অবশ্য ওরা বলবে, আল্লাহ তায়ালারই (এসব সৃষ্টি করেছেন); এবার তাদের তুমি বলো, তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ তায়ালার আমাকে কোনো কষ্ট পৌছাতে চান তাহলে আল্লাহ তায়ালার ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমার ওপর (তাঁর) অনুগ্রহ করতে চান, (তাহলে) এরা কি তাঁর সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? (হে নবী,) তুমি বলো, আমার জন্যে আল্লাহ তায়ালারই যথেষ্ট; যারা নির্ভর করতে চায় তাদের তো তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

وَلَكِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
تَدْعُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَنِيَ اللَّهُ
بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِيَ
بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتٌ رَّحْمَتَهُ ۚ قُلْ
حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে নবী) তুমি বলো, হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও, অবশ্যই আমি (আমার) কাজ করে যাচ্ছি, শীঘ্রই তোমরা (তোমাদের পরিণাম) জানতে পারবে-

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي
عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. কার ওপর (দুনিয়ায়) অপমানকর আযাব আসবে এবং (আখেরাতেই বা) কার ওপর স্থায়ী আযাব নাযিল হবে (তাও জানতে পারবে)!

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٨٠

৪১. (হে নবী,) আমি মানুষের জন্যে তোমার ওপর সত্য (দ্বীন)-সহ (এ) কিতাব নাযিল করেছি, অতপর যে কেউ হেদায়াত পেতে চাইবে সে তা করবে একান্ত তার নিজের (ভালোর) জন্যে, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যায়, তার এ গোমরাহীর ফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে, আর তুমি তো তাদের ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নও!

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ
بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ
ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ٨١

৪২. আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের) মৃত্যুর সময় তার প্রাণবায়ু বের করে নেন, আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি তাদেরও (রুহ বের করেন), অতপর যার ওপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণবায়ু তিনি (ছেড়ে না দিয়ে) রেখে দেন এবং বাকী (রুহ)-দের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেন; এর (ব্যবস্থাপনার) মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা (বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করে।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فِيمَ سَكُ
الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٨٢

৪৩. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সুপারিশকারী (হিসেবে) গ্রহণ করেছে? (হে নবী,) তুমি বলো, যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে।

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ
قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ٨٣

৪৪. বলো (হে নবী), যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জন্মেই, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই নিবেদিত; অতপর তোমাদের সবাইকে তার দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٤

৪৫. যখন তাদের কাছে এক আল্লাহ তায়ালা কথ্য বলা হয়, তখন যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের অন্তর নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে, অপরদিকে যখন (আল্লাহ তায়ালা) বদলে, অন্য (দেবতা)-গুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٨٥

৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আল্লাহ, (হে) আসমান যমীনের স্রষ্টা, (হে) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দাও, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে।

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٨٦

৪৭. যদি এ যালেমদের কাছে সেসব (সম্পদ) মজুদ থাকে, যা এ পৃথিবীর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে,

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

তার সাথে সমপরিমাণ (সম্পদ) আরো যদি তার কাছে থাকে, কেয়ামতের দিন আযাবের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সবকিছুই দিয়ে দিতে চাইবে; সে সময় আল্লাহ তায়ালা তার কাছ থেকে সে (আযাব) এসে উপস্থিত হবে, যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি।

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدٍ ۚ وَإِ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٨٩﴾

৪৮. এরা (যেভাবে) আমল করতে থাকবে, আস্তে আস্তে (সেভাবে) তার মন্দ ফলও প্রকাশ পেতে থাকবে, যেভাবে (আযাবের প্রতি) এরা হাসি বিদ্রূপ করতো তা তাদের (আমলের মতোই) তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

وَبَدَا لَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٩٠﴾

৪৯. মানুষদের (অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন (তা দূর করে) তাকে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমার জ্ঞানের (যোগ্যতার) ওপরই দেয়া হয়েছে। না (আসলে তা নয়); বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾

৫০. এদের আগের লোকেরাও এ ধরনের (কথাবার্তা) বলতো, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٢﴾

৫১. যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই; এদের মধ্যে যারা যুলুম করে তারাও (একদিন) তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে, এরা (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَٰؤُلَاءِ سَيَّصِبُ بِهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٩٣﴾

৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তার) রেযেক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্যে চান তাকে) সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদার লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٤﴾

৫৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো— আল্লাহ তায়ালা রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হওয়া না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (মানুষের) সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٥﴾

৫৪. তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো— তোমাদের ওপর আযাব আসার আগেই, (আযাব এসে গেলে) অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٩٦﴾

৫৫. তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে কোনো রকম আযাব নাযিল হবার আগেই তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট (গ্রন্থ) নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاتُّمِرَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. (এমন যেন না হয় যে,) কেউ বলবে, হায় আফসোস! আল্লাহ তায়ালায় প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আমি ছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদেরই একজন!

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَّحْسَرْتُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي حَنَبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. কিংবা (কেউ) যেন না বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই পরহেযগারদের দলে शामिल হয়ে যেতাম,

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. অথবা সে যখন (জাহান্নামের) আযাব সামনে দেখবে তখন বলবে, আহা, যদি আমার (আবার) দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে আমি নেক বান্দাদের দলে शामिल হয়ে যেতাম!

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হ্যাঁ, অবশ্যই আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসে পৌছেছিলো, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে, তুমি ছিলে অস্বীকারকারীদেরই একজন।

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٩﴾

৬০. কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ তায়ালায় ওপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব কদাকার (বিশী হয়ে গেছে), জাহান্নাম কি ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিত) নয়?

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. (অপরদিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাফল্যের সাথে (আযাব থেকে) উদ্ধার করবেন, অকল্যাণ তাদের কখনো স্পর্শ করবে না, না তারা কখনো কোনো ব্যাপারে উদ্ভিগ্ন হবে!

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِغَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর স্রষ্টা, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর ওপর তত্ত্বাবধায়ক!

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় চাবি (-কাঠি) তো তাঁর কাছেই; যারা আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে এমন লোক যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হে মূর্খ ব্যক্তিরূপে, তোমরা কি (এরপরও) আমাকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে বলবে?

قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. (অথচ হে নবী,) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও- যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ (মর্মে) ওহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি (আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের) শরীক করো তাহলে অবশ্যই তোমার (সব) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে।

وَلَقَدْ أَوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. তুমি বরং একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করো এবং শোকরগোয়ার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

بَلِ اللَّهِ فاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. (আসলে) এ (মুর্খ) লোকগুলো আল্লাহ তায়ালার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা উচিত, কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে; পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (তাঁর সাথে) যা কিছু শেরেক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (যখন প্রথমবার) শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তার (সব কিছুই) বেহুশ হয়ে যাবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালার চান (তা আলাদা); অতপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে যাবে (এবং সে বীভৎস দৃশ্য) তারা দেখতে থাকবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (এ সময়) যমীন তার মালিকের নূরের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে, মানুষের (কর্মফলের) নথিপত্র (সামনে) রাখা হবে, নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাযির করা হবে, তাদের সবার সাথেই ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের কারো ওপরই যুলুম করা হবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে, (কারণ) আল্লাহ তায়ালার সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যা কিছু তারা করতো।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে; এমনি (তাড়া খেতে খেতে) যখন তারা জাহান্নামের (দোরগোড়ায়) পৌঁছুবে তখন (সাথে সাথেই) তার (সদর) দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কিতাবের) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো; ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো, কিন্তু কান্ফেরদের ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আযাব (সম্পর্কিত) ওয়াদাই (আজ) বাস্তবায়িত হয়ে গেলো।

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

৭২. ওদের (তখন) বলা হবে, যাও, প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে, (তোমরা) সেখানেই চিরদিন থাকবে, ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা!

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيقَ فِيهَا فَيَنفَسُ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

৭৩. (অপরদিকে) যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে তারা এসে হাযির হবে (তখন দেখা যাবে) তার দরজাসমূহ (তাদের অভিভাদনের জন্যে আগেই) খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে) তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্যে তোমরা এখানে দাখিল হয়ে যাও!

وَسَيَقِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِيلِينَ ۝

৭৪. তারা (সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সব তারীফ আল্লাহ তায়ালায়, যিনি আমাদের দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমরা (এ) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করবো, (সেং) কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার কতোই না উত্তম!

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالِينَ ۝

৭৫. (হে নবী, সেদিন) তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, ওরা আরশের চারদিকে ঘিরে তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে, (সেদিন) ইনসাফের সাথে সবার বিচার (-কার্য যখন) সম্পন্ন হবে, (চারদিক থেকে) একই ঘোষণা ধ্বনিত হবে- সবটুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালায় জন্যে।

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৮
ককু

আয়াত ৮৫
রকু ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে-

সূরা আল মোমেন
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

حٰمِ ۝

২. আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকেই এই গ্রন্থের অবতরণ, তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

৩. (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, (অপরাধীদের) শাস্তিদানে (তিনি) কঠোর, (তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তাঁর দিকেই (সবার প্রত্যাবর্তনস্থল) ফিরে যেতে হবে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ۝

৪. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালায় (অবতীর্ণ এ) আয়াতসমূহ নিয়ে শুধু তারাই বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা কুফরী করে। (মনে রেখো) শহরে (বন্দরে) তাদের বিচরণ যেন (কোনোদিনই) তোমাকে প্রতারণিত করতে না পারে।

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝

৫. তাদের আগে নূহের জাতি (সে যমানার নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, আবার তাদের পর অন্যান্য দলও (নবীদের অস্বীকার করেছে), প্রত্যেক জাতিই তাদের নবীদের পাকড়াও করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি এঁটেছিলো এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে তারা অন্যায়ভাবে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, (পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করেছি। (চেয়ে দেখো), কেমন (ভীতিকর) ছিলো আমার আযাব!

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ
بَعْلِ هِرَ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
لِيَأْخُذُوا وَجَدُوا بِالْبَاطِلِ لِيَدِّ حُضُوعًا بِهِ
الْحَقُّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑤

৬. এভাবেই কাফেরদের ওপর তোমার মালিকের বাণী সত্য প্রমাণিত হলো যে, এরা সত্যি সত্যিই জাহান্নামী।

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

৭. যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার) আরশ বহন করে চলেছে এবং যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত) রয়েছে, তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে, তারা (এই বলে) ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করে, হে আমাদের রব, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সেসব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে এবং যারা তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!

الَّذِينَ يَكْمُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑦

৮. হে আমাদের রব, তুমি তাদের সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরও তুমি (জান্নাতে প্রবেশ করাও), নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ وَمِنْ مَلْعٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑧

৯. তুমি (কেয়ামতের দিন) তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করো, সেদিন তুমি যাকেই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবে, তাকে তুমি (বড়ো বেশী) দয়া করবে, আর এটাই (হবে সেদিনের) সবচাইতে বড়ো সাফল্য।

وَقِهِمُ السَّيَّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑨

১০. নিসন্দেহে যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্যে ঘোষণা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে রোষ- তার চাইতে আল্লাহ তায়ালার রোষ আরো বেশী, (বিশেষ করে), যখন তোমাদের ঈমানের দিকে ডাকা হচ্ছিলো আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ
أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ
إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩

১১. তারা বলবে, হে আমাদের রব, তুমি তো দু'বার আমাদের মৃত্যু দিলে, আবার দু'বার জীবনও দিলে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি, আমাদের জন্যে এখান থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি?

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا إِثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا
إِثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى
خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑪

১২. (তাদের বলা হবে,) তোমাদের (এ শাস্তি) তো এ জন্যে যে, যখন তোমাদের এক আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করত, যখন তাঁর সাথে শরীক করা হতো তখন তোমরা তা মনে নিতে; (আজ) সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা- তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহান।

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿٥٢﴾

১৩. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দেখান এবং আসমান থেকে তিনি তোমাদের জন্যে রেযেক পাঠান, (আসলে এ থেকে) তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা (আল্লাহ তায়ালায় দিকে) নিবিষ্ট হয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۖ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿٥٣﴾

১৪. (হে মুসলমানরা), তোমরা (তোমাদের) দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালায় জন্যে নিবেদিত করে শুধু তাঁকেই ডাকো, যদিও কাফেররা (এটা) পছন্দ করে না।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٤﴾

১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মহান অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর ইচ্ছা তাঁর আদেশসহ তার ওপর ওহী পাঠান, যাতে করে সে (রসূল আল্লাহর সাথে) সাক্ষাত লাভের দিনটির ব্যাপারে (বান্দাদের) সাবধান করে দিতে পারে,

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿٥٥﴾

১৬. সেদিন মানুষ (হাশরের ময়দানে) বেরিয়ে পড়বে, তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে গোপন থাকবে না; (বলা হবে,) আজ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার জন্যে? (জবাব আসবে,) প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালায় জন্যে।

يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٥٦﴾

১৭. আজ প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ সে (দুনিয়ায়) অর্জন করে এসেছে; আজ কারও প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণে তৎপর।

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَلَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٧﴾

১৮. (হে নবী,) তুমি তাদের আসন্ন (কেয়ামতের) দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, (চারদিক থেকে) দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে; সেদিন যালেমদের (আসলেই) কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী, যার সুপারিশ (তখন) গ্রাহ্য করা হবে;

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَافَاقِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُظْمِينَ ۖ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿٥٨﴾

১৯. তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন, (তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে রাখে (সে সব কিছুও)।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٥٩﴾

২০. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দাদের মাঝে) ন্যায়বিচার করেন; (কিন্তু) ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা কোনো রকম বিচার ফয়সালা করতে সক্ষম নয়;

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ

নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٥﴾

২১. এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে ঘোরাফেরা করে না? (ঘুরলে) তারা দেখতো এদের আগের লোকগুলোর কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে (হোক) এবং যেসব কীর্তি তারা দুনিয়ায় রেখে গেছে (সে দৃষ্টিতে হোক), যমীনে তারা ছিলো অনেক বেশী প্রবল, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করলেন; আল্লাহ তায়ালায় গয়ব থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউই ছিলো না।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢٥﴾

২২. এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে (সুস্পষ্ট) নিদর্শনসহ রসূলদের আগমন সত্ত্বেও ওরা তাদের অস্বীকার করেছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন, অবশ্যই তিনি শক্তিশালী, শাস্তিদানেও তিনি কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا ۖ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

২৩. আমি আমার আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মূসাকে পাঠিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾

২৪. (আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে, ওরা বললো, এ তো হচ্ছে এক চরম মিথ্যাবাদী যাদুকর।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَحَرٌ كَذَّابٍ ﴿٢٨﴾

২৫. অতপর যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য (দ্বীন) নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন তারা বললো, যারা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালায় ওপর) ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের তোমরা হত্যা করো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখো; (কিন্তু) কাফেরদের যড়যন্ত্র (তো) ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٩﴾

২৬. ফেরাউন (তার পারিষদদের) বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও— আমি মূসাকে হত্যা করবো, ডাকুক সে তার রবকে। আমি আশংকা করছি সে তোমাদের জীবন যাপনের পদ্ধতিকেই পাণ্টে দেবে এবং (এ) যমীনে সে (নানারকমের) বিপর্যয় ঘটাবে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي خَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٣٠﴾

২৭. মূসা বললো, প্রতিটি উদ্ধত ব্যক্তি— যে হিসাব নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না, আমি তার (অনিষ্ট) থেকে আমার রব ও তোমাদের রব-এর কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣١﴾

২৮. একজন মোমেন ব্যক্তি— যে ছিলো (স্বয়ং) ফেরাউনের গোত্রেরই লোক

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

(এবং) যে ব্যক্তি (এদিন পর্যন্ত) নিজের ঈমান গোপন করে আসছিলো, (সব শুনে) বললো (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে (শুধু এ জন্যেই) হত্যা করতে চাও, যে ব্যক্তি বলে- আমার বর হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (অথচ) সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার (এ) মিথ্যা তো তার ওপরই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে যে (আযাবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু অংশ হলেও তো তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না যে সীমালংঘনকারী, চরম মিথ্যাবাদী।

يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اتَّقُوا رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَاِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَاِنْ يَكْ صَادِقًا يَصْبِرْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٣٩﴾

২৯. (সে বললো,) হে আমার জাতি আজ (মনে হচ্ছে), তোমাদের জন্যেই এ যমীনের বাদশাহী, (কিন্তু আগামীকাল) আমাদের ওপর (আযাব) এসে গেলে কে আমাদের আল্লাহর (পাঠানো) দুর্যোগ থেকে সাহায্য করবে; ফেরাউন বললো, আমি (এ ব্যাপারে) তোমাদের সে রায়ই দেবো, যেটা আমি (ঠিক) দেখবো, আমি তোমাদের সত্য পথ ছাড়া অন্য কিছুই দেখাবো না।

يَقُولُ لَكُمْ اَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ۚ طٰهٰرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاسِ اللَّهِ اِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اَهْدٰىكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾

৩০. (যে ব্যক্তি গোপনে) ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতোই (আযাবের) দিনের আশংকা করছি,

وَقَالَ الَّذِي اٰمَنَ يَقُولُ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٤٠﴾

৩১. যেমনটি (হয়েছিলো) নূহের জাতি, আ'দ, সামূদ ও তাদের পরে যারা এসেছিলো (তাদের সবার); আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করতে চান না।

مِثْلَ دَآبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِرِيْدٍ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ﴿٤١﴾

৩২. হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে প্রচণ্ড হাঁক ডাকের (কেয়ামত) দিবসের (আযাবের) আশংকা করি,

وَيَقُولُ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٤٢﴾

৩৩. সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে, (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শনকারীই থাকে না।

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ ۚ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٤٣﴾

৩৪. এর আগে তোমাদের কাছে (নবী) ইউসুফ সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে যে বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তোমরা তাতে (শুধু) সন্দেহই পোষণ করেছে; এমনকি যখন সে মরে গেলো তখন তোমরা এও বলতে শুরু করলে যে,

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۚ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ

আল্লাহ তায়ালা তারপর আর কখনো কোনো রসূল পাঠাবেন না; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নানা বিভ্রান্তিতে ফেলে) সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের পথভ্রষ্ট করেন,

لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ رَسُولًا كُنَّا لَكَ
يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٨﴾

৩৫. যারা তাদের নিজেদের কাছে আসা দলীল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; তাদের এ আচরণ আল্লাহ তায়ালা ও ঈমানদারদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই প্রতিটি অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ওপর মোহর মেলে দেন।

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ أَتَمَّهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
الَّذِينَ آمَنُوا كُنَّا لَكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ ﴿٣٩﴾

৩৬. ফেরাউন (একদিন তার উযীর হামানকে) বললো, হে হামান, আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে করে আমি (আকাশে চড়ার) কিছু একটা অবলম্বন পেতে পারি,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَانُ ابْنِي لِي مَرْحًا
لَعَلَّيْ أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ ﴿٤٠﴾

৩৭. আকাশে চড়ার অবলম্বন (এমন হবে) যেন আমি মূসার মাবুদকে দেখে আসতে পারি, অবশ্য আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার এ নিকৃষ্ট কাজকে শোভনীয় বানিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে (এর দ্বারা সত্য থেকে) নিবৃত্ত করা হলো; (মূলত) ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاتَّلَعَ إِلَى إِلِهِ مُوسَى
وَإِنِّي لَا ظَنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا
لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٤١﴾

৩৮. যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি,

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يِقْوِمِ اتَّبِعُونِ
أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٤٢﴾

৩৯. হে আমার জাতি, অবশ্যই তোমাদের এ জীবন মাত্র কয়েকদিনের উপভোগের বস্তু মাত্র। নিসন্দেহে আখেরাত হচ্ছে (মোমেনদের) স্থায়ী নিবাস!

يَقْوِمِ إِنَّمَا هِيَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٣﴾

৪০. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তাকে সে কাজের পরিমাণের চাইতে বেশী প্রতিফল দেয়া হবে না, পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে কেউই নেক কাজ করবে সে-ই মোমেন (হিসেবে গণ্য হবে, হাঁ), এরাই হচ্ছে সে (সৌভাগ্যবান মানুষ) যারা স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের অপরিমিত রোযেক দেয়া হবে।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثْنَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَوُكِنَّا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ
فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٤﴾

৪১. হে আমার জাতি, এ কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে!

وَيَقْوِمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ
وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤٥﴾

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছো যেন আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং তাঁর (সাথে) অন্য কাউকে শরীক করি,

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ

যার (সমর্থনে) আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, (পক্ষাভারে) আমি তোমাদের ডাকছি আল্লাহ তায়ালা দিকে, যিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى
الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ৪৩

৪৩. যে বিষয়টির প্রতি তোমরা আমাকে ডাকছো, দুনিয়াতে তার দিকে ডাকা (কোনো মানুষের জন্যেই) শোভনীয় নয়, পরকালে তো (মোটাই) নয়, অবশ্যই আমাদের সবাইর ফিরে যাবার শেষ জায়গা আল্লাহ তায়ালা কাছেই, (সত্যি কথা হচ্ছে) যারা সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী।

لَا جَرَآ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ
دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَن
مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ ৪৪

৪৪. (আজ) আমি তোমাদের যা কিছু বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে, আর আমি তো আমার কাজকর্ম- (বিষয় আসয় সব) আল্লাহ তায়ালা কাছেই সোপর্দ করছি, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন।

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُصُ
أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ৪৫

৪৫. অতপর ওরা (তাঁর বিরুদ্ধে) যতো ষড়যন্ত্র করলো আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তা থেকে রক্ষা করলেন, (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিলো,

فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ
فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ৪৬

৪৬. (জাহান্নামের) আগুন, যার সামনে তাদের সকাল সন্ধ্যায় হাযির করা হবে, আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে), ফেরাউনের দলবলকে কঠিন আযাবে নিষ্ফেপ করো।

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ৪৭

৪৭. যখন এ লোকেরা জাহান্নামে বসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, অতপর (যারা) দুর্বল (ছিলো) তারা এমন সব লোকদের বলবে- যারা ছিলো অহংকারী- আমরা তো (দুনিয়ায়) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (এখন জাহান্নামের) আগুনের কিছু অংশ কি তোমরা আমাদের কাছ থেকে নিবারণ করতে পারবে?

وَإِذْ يَتَكَايُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُم بِمُعْتِقُونَ عَنَا نَصِيبًا
مِّنَ النَّارِ ৪৮

৪৮. অহংকারীরা বলবে (কিভাবে তা সম্ভব), আমরা সবাই তো নিশ্চিতভাবে তার ভেতরেই পড়ে আছি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا
إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ৪৯

৪৯. (তারপর) যারা জাহান্নামে (পড়ে) থাকবে তারা (এখানকার) প্রহরীদের বলবে, তোমরা (আমাদের জন্যে) তোমাদের মালিকের কাছে দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব কম করে দেন।

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ
الْعَذَابِ ৫০

৫০. তারা বলবে, এমনকি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো, তারা বলবে হ্যাঁ (এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি), তারা বলবে, তাহলে (তোমাদের) দোয়া তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফেরদের দোয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعْوَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার নবীদের ও (তাদের ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের এ বৈষয়িক দুনিয়ায় (যেমন) সাহায্য করি, (তেমনি সাহায্য করবো সেদিনও) যেদিন (তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে একে একে) সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝

৫২. সেদিন যালেমদের ওয়র আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْرِزَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

৫৩. আমি মুসাকে অবশ্যই হেদায়াত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদের (আমার) কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝

৫৪. জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (তা ছিলো) হেদায়াত ও (সুস্পষ্ট) উপদেশ।

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

৫৫. অতপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমার গুনাহখাতার জন্যে (আল্লাহ তায়ালায় কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

৫৬. নিজেদের কাছে কোনো দলীল প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তায়ালায় নাযিল করা আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই (ছেয়ে) থাকে, তারা কখনো সে (সাক্ষ্যের) জায়গায় পৌছবার (যোগ্য) নয়, অতএব (হে নবী), তুমি (এদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ তায়ালায় কাছে পানাহ চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

৫৭. নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করার চাইতে আরো বড়ো (বিষয়), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুস্থান ব্যক্তি (কখনো) সমান হয় না, (ঠিক তেমনি) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি (কখনো) সমান নয়;

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۝

(আসলে) তোমাদের কমসংখ্যক লোকই (আমার হেদায়াত থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

৫৯. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই (এ অমোঘ সত্য) বিশ্বাস করে না।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٨﴾

৬০. তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; নিসন্দেহে যারা অহংকারের কারণে আমার এবাদাত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ﴿٢٩﴾

৬১. আল্লাহ তায়ালা- যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٠﴾

৬২. এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তোমাদের রব, প্রত্যেকটি জিনিসের (একক) স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, অতপর তোমাদের (কোথায়) কোথায় ঠাকর খাওয়ানো হচ্ছে?

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣١﴾

৬৩. (বিভিন্ন যুগে) যারা আল্লাহ তায়ালায় আয়াত অস্বীকার করেছে তাদেরও এভাবে (দ্বারে দ্বারে) ঠাকর খাওয়ানো হয়েছিলো!

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٢﴾

৬৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে ভূমিকে বাসোপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন, আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ, তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে তিনি সুন্দর করে গঠন করেছেন এবং ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদের রেযেক দান করেছেন; এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনি তোমাদের রব, কতো মহান বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা!

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তোমরা তাঁর এবাদাত করো; সব তারীফ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালায় জন্যে!

هُوَ الْحَيُّ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

৬৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের এবাদাত না করি, যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালায় বদলে ডাকো,

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

(বিশেষ করে) যখন আমার কাছে আমার মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসে গেছে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সুষ্ঠিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর অনুগত বান্দা হয়ে যাই।

لَهَا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে (বানিয়ে) তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনেন, তারপর তোমরা যৌবনপ্রাপ্ত হও, (এক সময়) তোমরা উপনীত হও বার্ধক্যে, তোমাদের কাউকে আবার আগেই মৃত্যু দেয়া হয়, (এসব প্রক্রিয়া এ জনোই রাখা হয়েছে) যেন তোমরা (সবাই তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা) নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছুতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা বুঝতে পারবে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخَرِّجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তিনি যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু এটুকুই বলেন 'হও', অতপর তা 'হয়ে যায়'।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّا إِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٩﴾

৬৯. (হে নবী,) তুমি কি ওদের (অবস্থার) দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যারা আল্লাহ তায়ালা (নাযিল করা) আয়াত সম্পর্কে নানা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে; বলতে পারো- ওদের (আসলে) কোন দিকে ধাবিত করা হচ্ছে?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. (ওরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা (এ) কিতাব অস্বীকার করে, (অস্বীকার করে) সেসব কিতাবও, যা আমি (ইতিপূর্বে) নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অতিশীঘ্রই তারা (নিজেদের পরিণাম) জানতে পারবে,

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

৭১. যেদিন ওদের গলদেশে (আযাবের) বেড়ি ও শেকল থাকবে, (সেদিন) তাদের টেনে হেঁচড়ে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে,

إِذَا الْأَغْصُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسَحَّبُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. ফুটন্ত পানিতে (তাদের নিক্ষেপ করা হবে), অতপর তাদের আগুনে দক্ষীভূত করা হবে,

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অতপর তাদের বলা হবে, কোথায় (আজ) তারা- যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালা সাথে) শরীক করতে?

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আল্লাহ তায়ালা বদলে (যাদের তোমরা ডাকতে তারা আজ কোথায়?) তারা বলবে, তারা তো (আজ সবাই) আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, (আসলে) আমরা তো আগে (কখনো) এমন কিছুকে ডাকিনি; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাফেরদের বিভ্রান্ত করেন।

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كُنْ لَكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. (আজ) এ কারণেই তোমাদের (এ পরিণাম) হয়েছে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতে

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

এবং তোমরা (অযথা) অহংকার করতে,

وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٩٥﴾

৭৬. সুতরাং (এখন) তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে (ভেতরে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল!

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٩٦﴾

৭৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালায় ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আমি ওদের কাছে যে (শাস্তির) ওয়াদা করেছি (তার) কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মুহুত দেই (তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না), তাদের তো অতপর আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَمَا نُزِيعُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٧﴾

৭৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার আগে (অনেক) রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়েছি, (আবার এমনও আছে যে,) তাদের কথা তোমার কাছে আমি (আদৌ) বর্ণনাই করিনি; (আসলে) আল্লাহ তায়ালায় অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ নয়, আর যখন আল্লাহ তায়ালায় ফয়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুই যথাযথ মীমাংসা হয়েই যাবে, আর (তখন) একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّن قَصَصِنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٩٨﴾

৭৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই (মহান) সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার (কতক জন্তুর) ওপর আরোহণ করো, আর তার (মধ্যে কতক জন্তুর) তোমরা গোশত খাও,

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٩٩﴾

৮০. তোমাদের জন্যে তাতে (আরো) বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে, তোমরা তার ওপর আরোহণ করো, তোমাদের নিজেদের (মনের ইচ্ছা ও) প্রয়োজনের স্থানে (তাদের নিয়ে) উপনীত হতে পারো, (তোমরা) তার ওপর (যেমনি আরোহণ করো, তেমনি) নৌকার ওপরও তোমাদের আরোহণ করানো হয়;

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُكْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

৮১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে (কুদরতের আরো) নিদর্শন দেখাচ্ছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালায় কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَآيِ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿١٠١﴾

৮২. এরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি, (করলে) অতপর তারা দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিলো; তারা সংখ্যায় এদের চাইতে ছিলো অনেক বেশী, শক্তি ক্ষমতা এবং যমীনে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তারা (ছিলো) অনেক প্রবল, কিন্তু তারা যা কিছু কাজকর্ম করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٠٢﴾

৮৩. যখন তাদের নবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে হাযির হলো, তখন তাদের কাছে জ্ঞানের যা কিছু ছিলো তা নিয়ে তারা গর্ব করলো এবং (দেখতে দেখতে) সে আযাব তাদের এসে ঘিরে ফেললো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا
بِمَا عِنْدَ هُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٧﴾

৮৪. অতপর তারা যখন (সত্যি সত্যিই) আমার আযাবকে আসতে দেখলো তখন বলে উঠলো, হাঁ, আমরা এক আল্লাহ তায়ালায় ওপর ঈমান আনলাম, যাদের আমরা (আল্লাহ তায়ালায় সাথে) শরীক করতাম তাদের আমরা অস্বীকার করলাম।

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّمَا بَالِهُمُ وَحْدَهُ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٦٨﴾

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আযাব দেখলো, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারেই এলো না; আল্লাহ তায়ালায় এ নীতি (সবসময়ই) তাঁর বান্দাদের মাঝে (কার্যকর) হয়ে আসছে, আর এখানে কাকেররাই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا
بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي
عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكُفْرُونَ ﴿٦٩﴾

আয়াত ৫৪
রুকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় নামে-

হা-মীম আস সাজদা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

حٰمِٓ
﴿١﴾

২. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে (এ কিতাব-এর) অবতরণ।

تَنْزِيلٍ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾

৩. (এটি এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে, (এ) কোরআন আরবী ভাষায় এমন এক সম্প্রদায়ের জন্যে (নাযিল করা হয়েছে) যারা (এর ভাষা) জানে,

كُتِبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

৪. (এ কিতাব হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা আর (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শনকারী, (মানুষদের) অধিকাংশই (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা (এ কিতাবের কথা) শোনে না।

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾

৫. তারা বলে, যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছো তার জন্যে আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা এবং (এই কারণে) আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দেয়াল (দাঁড়িয়ে) আছে, তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ
وَفِي أَذَانِنَا وَقَرْوٍ مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ
حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٥﴾

৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, কিন্তু আমার ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একমাত্র মাবুদ, অতএব (হে মানুষ), তোমরা তাঁর এবাদাতে অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আর (যাবতীয়) দুর্ভোগ তো মোশরেকদের জন্যেই,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوا ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

৭. (দুর্ভোগ তাদের জন্যে) যারা যাকাত দেয় না এবং যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না।

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كُفْرُونَ ﴿٧﴾

৮. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? (অথচ) এই হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের (আসল) রব,

قُلْ أَتِنَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

১০. তিনি এর ওপরিভাগ থেকে এর ভেতরে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে (তাদের) আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, (এসব তিনি সম্পন্ন করেছেন) চার দিন সময়ের ভেতর; যারা জানতে চায় তাদের জন্যে (সৃষ্টির সময়ের পরিমাণ) সমান সমান (হয়ে গেলো)।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ
فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾

১১. অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা (তখন) ছিলো ধুমকুঞ্জ বিশেষ, এরপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো- ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়; তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

১২. (এই একই সময়ে) তিনি দুদিনের ভেতর এ (ধুমকুঞ্জ)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার (উপযোগী) আদেশনামা পাঠালেন; পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (তাকে শয়তান থেকে) সংরক্ষিত করে দিলাম, এটি অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা।

فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ
وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

১৩. (এর পরও) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ আযাব থেকে সতর্ক করলাম মাত্র, ঠিক যে রূপ ভয়াবহ আযাব এসেছিলো আদ ও সামুদের ওপর!

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صُعِقَةً مِّثْلَ
صُعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾

১৪. যখন তাদের কাছে ও তাদের আগের লোকদের কাছে আমার রসূলরা (এই মর্মে কথা) বলেছিলো যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করো না; তারা বলেছিলো, আমাদের রব যদি চাইতেন তাহলে তিনি ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, (অবশ্য) তোমাদের যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না কেন, আমরা তাকে অস্বীকার করি।

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا
لَوْ شَاءَ رَبَّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿١٤﴾

১৫. অতপর আ'দ (জাতির ঘটনা ছিলো), তারা (আল্লাহ তায়ালা)র যমীনে অন্যায়ভাবে দম্ভতরে ঘুরে বেড়াতো এবং বলতো, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে? ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, আল্লাহ তায়ালা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তির দিক থেকে তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রবল; (আসলে) ওরা আমার আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করতো।

فَمَا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٠﴾

১৬. অতপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচণ্ড তুফান প্রেরণ করলাম, যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বেশী অপমানকর; (সেদিন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْمَاتٍ فِي أَيَّامٍ نَحْسَبُ لِنُنْزِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿٥١﴾

১৭. আর সামুদ (জাতির অবস্থা ছিলো), আমি তাদেরও সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর অন্ধত্বকেই বেশী পছন্দ করলো, অতপর তাদের (অন্যায়) কাজকর্মের জন্যে আমি তাদের ওপর অপমানজনক শাস্তির কষাঘাত হানলাম,

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ يَنْهَرًا فَاسْتَكْبَرُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذَ تَهُمُ مِصْقَةَ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

১৮. (এ প্রলয়ংকরী) শাস্তির (কষাঘাত) থেকে আমি শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, যারা ঈমান এনেছে এবং (অপরাধ থেকে) বেঁচে থেকেছে।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

১৯. যে দিন আল্লাহ তায়ালা দুশমনদের জাহান্নামের দিকে (নিয়ে যাওয়ার জন্যে) জড়ো করা হবে, (সেদিন) তারা বিভিন্ন দলে (উপদলে) বিন্যস্ত হবে।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٥٤﴾

২০. যেতে যেতে তারা যখন তার (বিচারের পাল্লা)র কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের (যাবতীয়) কাজের ওপর সাক্ষ্য দেবে যা কিছু দুনিয়ায় তারা করছিলো।

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

২১. (তখন) তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, তোমরা (আজ) আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? (উত্তরে) তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা- যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি (আজ) আমাদেরও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

وَقَالُوا الْجُلُودُ دُهِرٌ لِّسَ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমরা (দুনিয়াতে) কোনো কিছুই (তো এদের কাছ থেকে) গোপন (করার চেষ্টা) করতে না, (এটা ভাবতেও পারোনি) তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া (কখনো) তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, বরং তোমরা তো মনে করতে, তোমরা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাও (বুঝি) জানেন না।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

২৩. তোমাদের ধারণা- যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে পোষণ করতে,

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

(মূলত) তাই তোমাদের (আজ) ভরাডুবি ঘটিয়েছে, ফলে তোমরা (মারাত্মক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

أَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ۨ৩

২৪. (আজ) যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করে তাতেও (কোনো উপকার হবে না) জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা, (আল্লাহ তায়ালার কাছে) অনুগ্রহ চাইলেও (কোনো লাভ হবে না, আজ) তারা কোনো অবস্থায়ই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না।

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَاِنَّآ لَنَارُ مَثْوٰى لَّهُمْۙ وَاِنْ يَّسْتَغِيثُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝ۨ২৪

২৫. আমি (দুনিয়ার জীবনে) তাদের ওপর এমন কিছু সংগী (সাথী) বসিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের কাজগুলোকে (তাদের সামনে) শোভনীয় (এবং লোভনীয়) করে রেখেছিলো, পরিশেষে জ্বিন ও মানুষদের সে দলের সাথে— তাদের ব্যাপারেও (আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত সত্যে পরিণত হলো, যারা তাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, নিসন্দেহে এরা ছিলো নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْ اَمْرِىْۙ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِۙ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ۨ২৫

২৬. যারা কুফরী করেছে তারা (একজন আরেকজনকে) বলে, তোমরা কখনো এ কোরআন শুনবে না, (কোরআন ও) তার (চর্চার) মাঝে শোরগোল করো, হয় তো (এ কৌশল দ্বারা) তোমরা জয়ী হতে পারবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْعَوْا لِہِذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝ۨ২৬

২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন আযাবের স্বাদ আন্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের সে কাজের প্রতিফল দেবো, যে আচরণ তারা (আমার কিতাবের সাথে) করে এসেছে।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًاۙ وَنَنۢجِزُ يَنۢهَرُھُمْ اَسْوَا الَّذِیْ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ۨ২৭

২৮. এ (জাহান্নাম)-ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের (যথার্থ) পাওনা, সেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী (আযাবের) ঘর থাকবে; তারা যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো, এটা হচ্ছে তারই প্রতিফল।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعۡدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ لَھُمْ فِيْہَا دَارٌ اٰخِلٰۤیۙ جَزَآءٌۢ بِمَا كَانُوْا بِآیٰتِنَا یُجَادُّوْنَ ۝ۨ২৮

২৯. কাফেররা (সেদিন) বলবে, হে আমাদের রব, যেসব জ্বিন ও মানুষ (দুনিয়ায়) আমাদের গোমরাহ করেছিলো, আজ তুমি তাদের (এক নম্বর) আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের (উভয়কে) আমাদের পায়ের নীচে রাখতে চাই, যাতে করে তারা (আরো বেশী) লাঞ্চিত হয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرۡنَا الَّذِیْنَ اٰضَلۡنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلُھُمَا تَحَتَّۙ اَقۡدَامِنَا لِيَكُوۡنَا مِنَ الْاَسۡفَلِیْنَ ۝ۨ২৯

৩০. (অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তায়াল্লাহ ইচ্ছেন আমাদের রব, অতপর (ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতারা নাখিল হবে এবং তাদের বলবে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো।

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسۡتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْھِمُ الْمَلٰٓئِكَةُۙ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَكۡزِبُوْاۙ وَاَبۡشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ۨ৩০

৩১. আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখেরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধু), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে

نَحْنُ اَوْ لِيُوۡكۡمُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِۙ وَلَكُمۡ فِيْہَا مَا تَشۡتَھِیۡۤ اَنۡفُسُكُمۡ

এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে থাকবে;

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٥٧﴾

৩২. পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!

نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন্ ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি মুসলমানদেরই একজন।

وَمِنَ أَحْسَنِ قَوْلٍ إِلَّا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٩﴾

৩৪. (হে নবী,) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না; তুমি ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো, তার মাঝে এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার) অন্তরংগ বন্ধু।

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٦٠﴾

৩৫. আর এটি শুধু তাদের (ভাগ্যেই) জোটে- যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٦١﴾

৩৬. যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾

৩৭. আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত দিন, সূর্য ও চন্দ্র (কয়েকটি মাত্র); অতএব তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না- চাঁদকেও নয়, বরং তোমরা সাজদা করো আল্লাহ তায়ালাকে, যিনি এর সব কয়টি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদাত করতে চাও (তাহলে তোমরা তাকেই সাজদা করো)।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

৩৮. অতপর (হে নবী), এরা যদি অহংকার করে (তাহলে তুমি ভেবো না), যারা তোমার মালিকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো রাত দিন তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা (বিন্দুমাত্রও এতে) ক্লান্ত হয় না।

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٦٤﴾

৩৯. তাঁর (কুদরতের) আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তুমি যমীনকে দেখতে পাচ্ছে- (তা) শুষ্ক অনূর্বর হয়ে পড়ে আছে, অতপর তার ওপর আমি যখন পানি বর্ষণ করি তখন সহসাই তা শস্য শ্যামল হয়ে ক্ষীত হয়ে ওঠে, অবশ্যই যে আল্লাহ তায়ালার এ (মৃত যমীন)-কে জীবন দান করেন তিনি মৃত (মানুষ)-কেও জীবিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٥﴾

৪০. যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা কিছু কেউই আমার (দৃষ্টির) অগোচরে নয়;

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ

তুমিই বলো, যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিষ্কিণ হবে সে ভালো- না যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে (আমার সামনে) হাযির হবে- সে ভালো? (এরপরও তোমাদের চৈতন্যদায় না হলে) তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, (তবে মনে রেখো,) তোমরা যাই করো আল্লাহ তায়ালা তা অবলোকন করছেন।

أَفَمَن يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّن يَّاتِي
أَمِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٨١﴾

৪১. অবশ্যই যারা (কোরআনের মতো) স্মরণিকা (গ্রন্থটি) তাদের কাছে আসার পর তা অস্বীকার করে (তারা অচিরেই এর পরিণাম টের পাবে), মূলত সেটি হচ্ছে এক সম্মানিত গ্রন্থ,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَكُتَبٌ عَزِيزٌ ﴿٨٢﴾

৪২. এতে বাতিল কিছু অনুপ্রবেশ করে না- তার সামনের দিক থেকেও নয়, তার পেছনের দিক থেকেও নয়; এটা বিজ্ঞ, কুশলী, প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে নাখিল করা হয়েছে।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٨٣﴾

৪৩. (হে নবী,) তোমার সম্পর্কে (আজ) সেসব কিছু বলা হচ্ছে যা তোমার আগে (অন্যান্য) নবীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিলো; নিসন্দেহে তোমার রব (যেমন) পরম ক্ষমাশীল, (তেমনি) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা (-ও বটে)।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ
مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو
عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

৪৪. আমি যদি এ কোরআন (আরবী ভাষার বদলে অন্যরব) আজমী (ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না, (তারা বলতো,) এটা কি আজমী (ভাষায়) (নাখিল করা হয়েছে)? অথচ (এর বাহক) আরবী; (হে রসূল,) তুমি বলো, (আসলে) তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও (যাবতীয় রোগ ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কোরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অন্ধকার (পর্দা); তাদের (যেন) অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই ওরা বুঝতে পাচ্ছে না)।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا
فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَبِي وَعَرَبِي ۚ قُلْ
هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ
مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٨٥﴾

৪৫. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মুসাকেও কিতাব দান করেছিলাম, অতপর তাতে (বহু) মতবিরোধ ঘটানো হয়েছিলো; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (কেয়ামত সংক্রান্ত) ঘোষণা যদি না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাব এসে) এদের মাঝে (চূড়ান্ত একটা) ফয়সালা করে দেয়া হতো, এরা এ সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে (নিমজ্জিত)।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ
وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٨٦﴾

৪৬. যে কোনো ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে- (মূলত) সে (তা) করবে (একান্ত) তার নিজের (কল্যাণের) জন্যে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে (তার অশুভ ফল একান্ত) তার ওপরই গিয়ে পড়বে; তোমার রব তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কখনো যালেম নন।

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ
فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾



৪৭. কেয়ামত (সংক্রান্ত) জ্ঞান (ও তথ্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালা দিকেই ফেরানো যায়, কোনো একটি ফলও নিজের খোসা ছেড়ে বাইরে বেরায় না, কোনো একটি নারীও নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করে না-না সে সন্তান প্রসব করে, যার পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা কাছে (মজুদ) থাকে না; যেদিন তিনি ওদের ডেকে বলবেন, কোথায় (আজ) আমার অংশীদাররা, তারা বলবে (হে রব), আমরা তোমার কাছে নিবেদন করছি, (আজ) আমাদের মাঝে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কেউই মজুদ নেই,

إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ أَثَرٍ مِنْ أَكْبَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ۖ قَالُوا أَدْذُكَ ۖ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۖ

৪৮. এরা আগে যাদের ডাকতো তারা (আজ) হারিয়ে যাবে, এরা বুঝতে পারবে, তাদের উদ্ধারের কোনো জায়গাই অবশিষ্ট নেই।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ۖ

৪৯. মানুষ কখনো (কোনো বৈষয়িক) কল্যাণ লাভের জন্যে দোয়া (করা) থেকে ক্লান্তি বোধ করে না, অবশ্য যখন কোনো দুঃখ দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

لَا يَسْتَمِرُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۖ

৫০. যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আশ্বাদন করাই, তখন আবার সে বলে, এ তো আমারই (প্রাপ্য), আমি এটাও মনে করি না, (সত্যি সত্যিই) কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, (আর) যদি আমাকে (একদিন) আমার মালিকের কাছে ফেরত পাঠানোই হয়, তাহলে আমার জন্যে তাঁর কাছে শুধু কল্যাণই থাকবে। আমি (সেদিন) কাফেরদের অবশ্যই বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তারা কি করতো, অতপর (সে অনুযায়ী) আমি তাদের কঠোর আযাব আশ্বাদন করাবো।

وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَه لِيَقُولَ هَذَا لِي ۖ وَمَا أَطْنِ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنْ لِيٰ عِنْدَهُ لِلْكَاسِ ۖ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَكِنْ يَقْتُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ

৫১. আমি যখন মানুষের ওপর কোনো অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উল্টো দিকে ফিরে যায়, আবার যখন তাকে কোনো অনিষ্ট এসে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দোয়া নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হয়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۖ

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো কি, যদি এ কোরআন (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালা কাছ থেকে এসে থাকে অতপর তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তার চাইতে বেশী গোমরাহ আর কে হবে- যে ব্যক্তি (এর) মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيضٍ ۖ

৫৩. অচিরেই আমি দিগন্ত বলয়ে আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দেবো), যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কোরআনই মূলত) সত্য;

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ

(হে নবী, তোমার জন্যে) একথা কি যথেষ্ট নয়, ^{৫৭} **أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ**
তোমার রব (তোমার) সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

শহীদ ৫০

৫৪. জেনে রেখো, এরা অবশ্যই এদের মালিকের
সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সন্দিহান; আরো জেনে
রেখো, (এদের) সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন
করে আছেন। ^{৫৮} **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ**

৭
ককু



১. হা-মীম,

হম ১

২. আঈন-সী-ন-কা-ফ।

এসক ২

৩. (হে নবী,) এভাবেই (কিছু বর্ণমালা দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা
তোমার ওপর (এ সূরাগুলো) নাযিল করছেন, তোমার
পূর্ববর্তী (নবী)-দের কাছেও (তিনি তা এভাবেই নাযিল
করেছেন), আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ^{৬০} **كَذَلِكَ يُوحِي إِيَّاكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ**
قَبْلِكَ ۝ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

৪. আসমানসমূহে যা কিছু আছে— যা কিছু আছে
যমীনে, সবকিছুই তাঁর জন্যে নিবেদিত; তিনি সমুন্নত,
(তিনি) মহান। ^{৬১} **لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ**
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

৫. (আল্লাহ তায়ালা ভয়ে) আসমানসমূহ তাদের
উপরিভাগ থেকে (কিছু অংশ) ফেটে পড়ার উপক্রম
হয়েছিলো, (এ সময়) ফেরেশতারা তাদের মহান
মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করতে শুরু করে, তারা
দুনিয়াবাসীদের জন্যেও (আল্লাহ তায়ালা কাছে) ক্ষমা
প্রার্থনা করে; জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ^{৬২} **تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ**
وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ إِلَّا إِنْ
أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৬. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে
অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তিনি তাদের
ওপর সদা নযর রাখছেন, তুমি তো এদের ওপর
তত্ত্বাবধায়ক নও। ^{৬৩} **وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ اللَّهُ**
حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

৭. এভাবেই (হে নবী, এ) আরবী কোরআন আমি
তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর
দ্বারা) মক্কা ও তার আশেপাশে যারা বসবাস করে
তাদের (জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে
পারো, তাদের তুমি (কেয়ামতের) মহাসমাবেশের
দিন সম্পর্কেও হুশিয়ার করতে পারো; যে দিনের
(ব্যাপারে) কোনো রকম সন্দেহ নেই, আর (সেদিনের
বিচারে) একদল লোক জান্নাতে আরেক দল লোক
জাহান্নামে (প্রবেশ করবে)। ^{৬৪} **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا**
لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ
يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

১৪. (হে নবী, ওদের কাছে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও ওরা কেবলমাত্র নিজেদের পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণেই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে; যদি এদের একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (অবকাশ দিয়ে রাখার) তোমার মালিকের ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই (আযাবের মাধ্যমে) ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যাদের আগের লোকদের পরে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা (এ ব্যাপারে) এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

وَمَا تَفْقَهُوا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَٰبٌ ۝

১৫. অতএব (হে নবী), তুমি (মানুষদের) এ (দ্বীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তুমি (এর ওপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকো, তুমি ওদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা কিতাবের যা কিছুই অবতীর্ণ করেন না কেন, আমি তার ওপরই ঈমান আনি, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায্যবিচার করি; আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব; আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে; আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই; আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে (এক জায়গায়) জড়ো করবেন, আর (সবাইকে) তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে;

فَلَنْ لَّكَ فَادَعُ ۖ وَاسْتَقِرُّ كَمَا أَمَرْتُ ۚ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۚ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ
يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

১৬. যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে, (বিশেষত আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে) তা মেনে নেয়ার পর এদের বিতর্ক তাদের মালিকের কাছে সম্পূর্ণ অসার, তাদের ওপর রয়েছে (তাঁর) গযব, তাদের জন্যে আরো রয়েছে (তাঁর) কঠিন শাস্তি।

وَالَّذِينَ يَكَا جُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

১৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি সত্য (দ্বীন)-সহ কিতাব ও (ইনসাফের) মানদণ্ড নাযিল করেছেন; (হে নবী), তুমি কি জানো, সম্ভবত কেয়ামত একান্ত কাছে (এসে গেছে)!

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

১৮. যারা সে (কেয়ামতের) বিষয়টিকে বিশ্বাস করে না, তারা কামনা করে তা ত্বরান্বিত হোক, (অপরদিকে) যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে, (কেননা) তারা জানে সে (দিন)-টি একান্ত সত্য; জেনে রেখো, অবশ্যই যারা কেয়ামত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে তারা মারাত্মক গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ
أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يِمَارُونُ فِي
السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

১৯. আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সূক্ষ্মতাসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবহিত আছেন, তিনি যাকে চান রেযেক দেন, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

২০. যে ব্যক্তি পরকালের (কল্যাণের) ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তা বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি (শুধু) দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে (অবশ্য দুনিয়ায়) তার কিছু অংশ দান করি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে (সে ফসলের) কোনো অংশ থাকে না।

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَاهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوتَتْهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝٢٠

২১. এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন জীবনবিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা কখনো দান করেননি; যদি (তাদের ওপর আযাবের) সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে কবেই তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যালেমদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

أَلَمْ يَشْرِكُوا لَكُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ هُمْ يُدْعُونَ ۚ يَدْعُونَ بِهِ اللَّهُ ۖ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهَمُّ عَذَابِ الْيَمِّ ۝٢١

২২. (হে নবী, সেদিন) তুমি (এ) যালেমদের দেখতে পাবে তারা নিজেদের কর্মকাণ্ড থেকে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকবে), কেননা (কর্মকাণ্ডের যে পরিণাম) তা তাদের ওপর পতিত হবেই; যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (তারা) জান্নাতের মনোরম উদ্যানসমূহে থাকবে, তারা যা কিছু চাইবে তাদের মালিকের কাছ থেকে তাদের জন্যে তাই (সেখানে মজুদ) থাকবে; এটা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালা) মহা অনুগ্রহ।

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ فِيهِمْ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضِ الْجَنَّةِ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝٢٢

২৩. সেটা হচ্ছে সে মহা সুসংবাদ— যা আল্লাহ তায়ালা তার সেসব বান্দাদের দান করেন, যারা (এর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে এর (দ্বীন প্রচারের) ওপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে (তোমাদের সাথে) আত্মীয়তা (সূত্রে) যে সৌহার্দ (আমার) রয়েছে সেটা আলাদা; যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করে তার জন্যে আমি তার (সে নেক) কাজে অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য যোগ করে দেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزَدْنَاهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝٢٣

২৪. (হে নবী,) তারা কি বলে এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারতেন; আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে (এমনিই) মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন; অবশ্যই (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَّشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۖ وَيَمْحِ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٢٤

২৫. তিনিই আল্লাহ তায়ালা— যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের গুনাহ খাতা তিনি ক্ষমা করে দেন, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কেও তিনি জানেন,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝٢٥

২৬. তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে তাদের (পাওনার চাইতে) বেশী (সওয়াব) দান করেন; (হ্যাঁ,) যারা (তাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সব) বান্দাদের রেযেকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, তিনি বরং পরিমাণমতো যাকে (যতোটুকু) চান তার জন্যে ততোটুকু (রেযেকই) নাযিল করেন; অবশ্য তিনি নিজের বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে পূর্ণাংগ ওয়াক্কেফহাল রয়েছেন, তিনি (তাদের প্রয়োজনের দিকেও) নয়র রাখেন।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা- তারা যখন (বৃষ্টির ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং (এভাবেই) যমীনে তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; (মূলত) তিনিই অভিভাবক, (তিনিই) প্রশংসিত।

وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৯. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝখানে যতো প্রাণী আছে তা তিনিই ছড়িয়ে রেখেছেন; তিনি যখন চাইবেন তখন (আবার) এদের সবাইকে জমা করতেও সক্ষম হবেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

৩০. (হে মানুষ,) যে বিপদ আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের অর্জন, (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনেক (অপরাধ এমনিই) ক্ষমা করে দেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

৩১. তোমরা যমীনে কখনো তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

৩২. তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে বাতাসের বেগে বয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজগুলো অন্যতম;

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে এসব (নৌযান) সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে; নিশ্চয়ই এর (প্রক্রিয়ার) মাঝে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে,

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ مَبْصَرٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. অথবা তিনি চাইলে (বাতাস তীব্র করে) তাদের কৃতকর্মের কারণে (তাদের) ধ্বংস করে দিতে পারেন, (অবশ্য) অনেক কিছু তিনি তো (আবার) ক্ষমাও করে দেন,

أَوْ يُوقِظْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. যারা আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে (খামাখা) বিতর্ক করে (তারা যেন জেনে রাখে,) তাদের কিন্তু পালানোর কোনো জায়গা নেই।

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ ﴿٣٥﴾

৩৬. তোমাদের যা কিছুই (এখানে) দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার কতিপয় (অস্থায়ী) ভোগের সামগ্রী মাত্র, কিন্তু (পুরস্কার হিসেবে) যা আল্লাহ তায়ালার কাছে আছে তাই হচ্ছে উত্তম ও স্থায়ী, আর তা হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে এবং সর্বাবস্থায়ই তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে,

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (এরা হচ্ছে সেসব মানুষ) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ করে) যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা (অন্যদের ভুলত্রুটি) ক্ষমা করে দেয়,

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়) তাদের পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম-) পস্থা, আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. যারা (এমন ধরনের মানুষ যে,) যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় (একমাত্র) তখনই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে (ব্যক্তি মন্দ না করে) ক্ষমা করে দেয় এবং আপস করে চলে, আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে) যথাযথ পুরস্কার রয়েছে; নিশ্চয়ই তিনি যালেমদের পছন্দ করেন না।

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. কোনো ব্যক্তি যদি তার সাথে যুলুম (সংঘটিত) হওয়ার পর (যালেমের কাছ থেকে সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাতে তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই;

وَلَمَنْ اِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

৪২. অভিযোগ তো হচ্ছে তাদের ওপর, যারা মানুষদের ওপর অত্যাচার করে এবং যমীনের বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়; এমন লোকদের জন্যেই রয়েছে কঠোর আযাব।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

৪৪. (হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা পথভ্রষ্ট করে দেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক থাকে না; তুমি যালেমদের দেখবে, যখন তারা (জাহান্নামের) আযাব পর্যবেক্ষণ করবে তখন বলবে, (হে আল্লাহ, আজ এখান থেকে) ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَهَا رَأْوًا الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. তুমি তাদের দেখতে পাবে (যখন) তাদের জাহান্নামের কাছে এনে হাযির করা হবে, তখন তারা অপমানে অবনত (হয়ে যাবে), ভয়ে তারা অর্ধ নির্মীলিত চোখে তাকিয়ে থাকবে; (এ অবস্থা দেখে) যারা ঈমান এনেছিলো তারা বলবে, সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত লোক তো তারা যারা (আজ) কেয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (এভাবেই) ক্ষতি সাধন করেছে; (হে নবী,) জেনে রেখো, নিসন্দেহে যালেমরা স্থায়ী আযাবে থাকবে।

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشَعَيْنَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ تَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسْرَىٰ عَلَىٰ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقْتَرٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. (আযাব এসে গেলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের এমন কোনো অভিভাবক থাকবে না, যারা (তখন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে; (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে (বাঁচার) কোনোই উপায় নেই;

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে মানুষ,) সে দিনটি আসার আগেই তোমরা তোমাদের মালিকের ডাকে সাড়া দাও, (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালায় কাছ থেকে যে দিনটির প্রতিরোধকারী কেউই থাকবে না; সেদিন তোমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না, আর না তোমাদের পক্ষে সেদিন (অপরাধ) অস্বীকার করা (সম্ভব) হবে!

اسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّ كُفْرًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّنْ مَّجَاءٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতপর যদি এরা (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তুমি জেনে রেখো), আমি তোমাকে তাদের ওপর দারোগা করে পাঠাইনি; তোমার দায়িত্ব হচ্ছে (তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালায় বাণী) শুধু পৌঁছে দেয়া; যখন আমি মানুষদের আমার রহমত (-এর স্বাদ) আহ্বাদন করাই তখন সে তাতে (ভীষণ) উল্লসিত হয়, আবার যদি তাদেরই (কোনো) কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের ওপর কোনো দুঃখ কষ্ট আসে, তখন (মনে হবে) মানুষ অবশ্যই বড়োই অকৃতজ্ঞ।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ مِّنَّا قَدَرًا يَتَذَكَّرْنَ ۚ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. আকাশমন্ডলী ও যমীনের (সমুদয়) সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালায় জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ﴿٤٩﴾

৫০. যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা (উভয়ই) দান করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বক্ষা করে দেন; নিসন্দেহে তিনি জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী রাখেন।

أَوْ يَزُوجَهُمْ ذَكَرْنَا وَإِنَّا لَنَجْعَلُ مِنْ شِئَاءٍ عَقِيبًا ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٠﴾

৫১. (আসলে) কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা (সরাসরি) তার সাথে কথা বলবেন, অবশ্য ওহী (দ্বারা) অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা তিনি কোনো দূত (তার কাছে) পাঠাবেন এবং সে (দূত) তাঁরই অনুমতিক্রমে তিনি (যখন) যেভাবে চাইবেন (বান্দার কাছে) ওহী পৌঁছে দেবে; নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময় কুশলী।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২. (হে নবী,) এমনিভাবেই আমি আমার আদেশে (দ্বীনের এ) ‘রূহ’ তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো (আদৌ) জানতেই না (আল্লাহ তায়ালা)র কিতাব কি, না (তুমি জানতে) ঈমান কি, কিন্তু আমি এ (রূহ)-কে একটি ‘নূরে’ পরিণত করে দিয়েছি, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে চাই তাকে (দ্বীনের) পথ দেখাই। অবশ্যই (আমার আদেশক্রমে) তুমি (মানুষদের) সঠিক পথ দেখিয়ে যাচ্ছে,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. (সে পথ) আল্লাহ তায়ালাই পথ, যার জন্যে আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছু; শুনে রেখো, একদিন সব কিছু আল্লাহ তায়ালা দিকেই ধাবিত হবে।

صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

আয়াত ৮৯
রুকু ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আয যোখরুফ
মকায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

هـ ميم

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾

৩. আমি একে আরবী (ভাষার) কোরআন বানিয়েছি, আশা করা যায় তোমরা (এটা) অনুধাবন করতে পারবে,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾

৪. অবশ্যই এ (মহা) গ্রন্থ (কোরআন) আমার কাছে (লগ্নেই) সমুন্নত ও অটল রয়েছে।

وَإِنَّهُ فِي أَلْأَلْكِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

৫. (হে নবী তুমি বলো,) আমি কি (সংশোধনের কর্মসূচী থেকে) সম্পর্কহীন হয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়ার কাজ (শুধু এ কারণেই) ছেড়ে দেবো যে, তোমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾

৬. আগের লোকদের মাঝে কতো নবীই না আমি পাঠিয়েছি!

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾

৭. (তাদের অবস্থা ছিলো,) যে নবীই তাদের কাছে আসতো ওরা তার সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٩﴾

৮. তাদের মধ্যে যারা শক্তি সামর্থ্যে প্রবল ছিলো আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি, (এদের) পূর্ববর্তী লোকদের উদাহরণ তো আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে।

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

৯. ভূমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে যে, এগুলো তো সবই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ সত্তা (আল্লাহ তায়ালা)-ই পয়দা করেছেন।

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾

১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, তাতে পথঘাট বানিয়েছেন আশা করা যায় তোমরা এতে করে (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছতে পারবে,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٢﴾

১১. তিনি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছেন এবং (তা দিয়ে) মৃত ভূখন্ডকে তিনি জীবন দান করেছেন, (ঠিক এভাবেই) তোমরা (একদিন) পুনরুত্থিত হবে।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كُنْ لَّكَ تَخَرُّجُونَ ﴿١٣﴾

১২. তিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছেন, যার ওপর তোমরা আরোহণ করো,

وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٤﴾

১৩. যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, তার ওপর সুস্থির হয়ে বসার পর তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা তো তা বশীভূত করার কাজে সামর্থ্যবান ছিলাম না-

لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٥﴾

১৪. এবং নিসন্দেহে আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাবো।

وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٦﴾

১৫. এরা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্যে (তাঁর সার্বভৌমত্বের) কিছু অংশ নিদৃষ্ট করে, অবশ্যই মানুষ স্পষ্টত বড়ো অকৃতজ্ঞ;

وَجَعَلُوا لَهُ مِّنْ عِبَادَةٍ جُزْءًا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مِّبِيْنٍ ﴿١٧﴾

১৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি থেকে (নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানই বাছাই করেছেন, আর তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তানদের!

اِمَّا اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৭. (অথচ) যখন এদের কাউকে (কন্যা সন্তান জন্মের) সে সুসংবাদ দেয়া হয়, যার বর্ণনা ওরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা জন্যে দিয়ে রেখেছে- তখন তার (নিজের) চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপক্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٩﴾

১৮. একি (সে কন্যা সন্তান)! যারা (সাজ) অলংকারে লালিত পালিত হয়, যারা (নিজেদের সমর্থনে) যুক্তি তর্কের বেলায়ও অগ্রণী হতে পারে না—

أَوَمِنْ نَّشَوْنَا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ
غَيْرِ مَبِينٍ ﴿١٨﴾

১৯. (শুধু তাই নয়,) এরা ফেরেশতাদেরও— যারা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা বান্দা মাত্র, নারী (বলে) স্থির করে; ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় এরা কি সেখানে মজুদ ছিলো (যে, তারা জানে— এরা নর না নারী), তাদের এ দাবীগুলো লিখে রাখা হবে এবং (অচিরেই) তাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করা হবে।

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ
الرَّحْمَنِ أَنْثًا وَأَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

২০. এরা (আরো) বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা না করলে আমরা কখনো এ (ফেরেশতা)-দের এবাদত করতাম না; এদের কাছে (আসলে) এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই নেই, এরা শুধু অনুমানের ওপরই (ভর করে) চলে;

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

২১. অথবা আমি কি এর আগে তাদের (অন্য) কোনো কিতাব দিয়েছিলাম যাকে ওরা (এখনো) আঁকড়ে ধরে আছে!

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
مُتَمَسِّكُونَ ﴿٢١﴾

২২. তারা বরং বলে, আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদের পথেই পরিচালিত হচ্ছি।

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগে যখন কোনো জনপদে এভাবে সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছি, তখন তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী।

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ
نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আমি তার চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো পথনির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছো— (তারপরও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বললো, যে (দ্বীন) দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করছি।

قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ
عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كُفْرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নিয়েছি, তুমি দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, আমি অবশ্যই তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের তোমরা পূজা করো,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي
بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. (হ্যাঁ, আমি এবাদাত শুধু তাঁরই করি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, নিসন্দেহে তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾

২৮. সে এ কথা তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে (তাওহীদের) একটি স্থায়ী ঘোষণা (হিসেবে) রেখে গেলো, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এদিকে) প্রত্যাবর্তন করবে।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. এ সত্ত্বেও আমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের (পার্থিব) সম্পদ দান (করা) অব্যাহত রেখেছি, যতোক্ষণ না তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) ও পরিষ্কার ঘোষণা নিয়ে (আরেকজন) নবী এসে হাযির হয়েছে।

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

৩০. কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য (দ্বীন) এসে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, এ তো হচ্ছে যাদু, আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি।

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা (এও) বললো, এ কোরআন (এই) দুটো জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না কেন?

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾

৩২. (হে নবী,) তারা কি (নিজেরাই) তোমার মালিকের রহমত বন্টন করছে, (অথচ) আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, আমি তাদের একজনের ওপর আরেক-জনের (বৈষয়িক) মর্যাদা সম্মুন্নত করেছি, যাতে করে তারা একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু তোমার মালিকের রহমত অনেক উৎকৃষ্ট, তারা যেসব সম্পদ জমা করে তা তার চেয়ে বড়ো।

أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যদি (এ কথার) আশংকা না থাকতো যে, (দুনিয়ার) সব মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে যারা অস্বীকার করছে তাদের ঘরের জন্যে আমি রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যার ওপর দিয়ে তারা উঠতো (নামতো),

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তাদের ঘরের জন্যে (সাজিয়ে দিতাম) রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালংক, যার ওপর তারা হেলান দিয়ে বসতো,

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَكَبُّونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (কিংবা, তা হতো) স্বর্ণ নির্মিত, (আসলে) এর সব কয়টি জিনিসই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ; আর (হে নবী,) আখেরাত (ও তার আসল সম্পদ) তোমার মালিকের কাছে রয়েছে, (তা একান্তভাবে তাদের জন্যে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে।

وَرُحْرُقًا ۖ وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার সাথী হয়ে থাকে।

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. অবশ্যই এরা তাদেরকে (আল্লাহ তায়ালার) পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (যদিও) তারা নিজেরা মনে করে তারা বুঝি সঠিক পথের ওপরই রয়েছে।

وَأَنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (এ) ব্যক্তি যখন (কেয়ামতের দিন) আমার সামনে হাথির হবে, তখন সে (তার শয়তান সাথীকে দেখে) বলবে, হায় (কতো ভালো হতো) যদি (আজ) আমার ও তোমার মাঝে দুই উদয়াচলের ব্যবধান থাকতো, কতো নিকৃষ্ট সাথী (ছিলে তুমি আমার)!

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَنَسَّ الْقَرِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (বলা হবে), তোমরা যেহেতু (শয়তানকে সাথীরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর) যুলুম করেছো, তাই তোমরা (এই) আযাবেও একজন আরেকজনের অংশীদার হয়ে থাকো। আজ এগুলো তোমাদের কোনো রকম উপকারই দেবে না।

وَلَكِنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. (হে নবী), তুমি কি বধিরকে (কিছু) শোনাতে পারবে, অথবা পারবে কি অন্ধকে পথ দেখাতে- যে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত (তাকেই কি সঠিক পথে আনতে পারবে)?

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾

৪১. অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছ থেকে অবশ্যই (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নেবো,

فَمَا نَنْزِلُ مِنْ بَيْنِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

৪২. অথবা তোমার (জীবদশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দেয়ার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি (তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর ক্ষমতাবান।

أَوُنْزِلَ يَنَّا إِلَيْهِ وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. অতএব এ গ্রন্থ, যা তোমার ওপর ওহী করে পাঠানো হয়েছে- তাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তুমি অবশ্যই সঠিক পথের ওপর রয়েছে।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে তোমার ও তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অচিরেই তোমাদের (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَإِنَّ لَكَ لَأَنْزِيلًا وَلِقَاكَ ۚ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. (হে নবী,) তোমার আগে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি কি (কখনো তাদের জন্যে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ ঠিক করে দিয়েছিলাম- যাদের (আসলেই) কোনো এবাদাত করা যেতো!

وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَعْبدُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে (তাদের) বললো, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের রসূল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এলো, তখন সাথে সাথে তারা সেসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো আগেরটার চাইতে বড়ো, (পরিশেষে) আমি তাদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম, আশা ছিলো তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (আযাব দেখলেই তারা মূসাকে বলতো,) হে যাদুকর, তোমার রব তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তাঁর ভিত্তিতে তার কাছে আমাদের জন্যে দোয়া করো, (এবার নিষ্কৃতি পেলে) আমরা অবশ্যই সঠিক পথে চলবো।

وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّحَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতপর আমি যখন তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা (মূসাকে দেয়া) অংগীকার ভঙ্গ করে বসলো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ ابْتَدَأُوا إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (একদিন) ফেরাউন তার জাতিকে ডাকলো এবং বললো, হে আমার জাতি (তোমরা কি বলো), মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদীগুলো কি আমার অধীন নয়? তোমরা কি (কিছুই) দেখতে পাচ্ছে না?

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

৫২. আমি কি এই ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে (খুব) নীচু (জাতের) এবং সে তো কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُكَ ۚ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾

৫৩. (তাছাড়া নবী হলে) তাকে সোনার কংকণ পরানো হলো না কেন, কিংবা তার সাথে দল বেঁধে (আসমানের) ফেরেশতারা ই বা কেন এলো না?

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ ۖ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. (এসব বলে) সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে দিলো, (এক পর্যায়ে) তারা তার কথা মেনেও নিলো; নিসন্দেহে ওরা ছিলো এক নাফরমান সম্প্রদায়ের লোক!

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫. (এসব করে) তারা যখন আমাকে দারুণভাবে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমিও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম।

فَلَمَّا أَسْفُونَا ائْتَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তাদেরকে ইতিহাসের (উল্লেখযোগ্য) ঘটনা ও (শিক্ষণীয়) একটা দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلَاٰخِرِيْنَ ۝۫

৫৭. (হে নবী, তাদের কাছে) যখনই মারইয়াম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা সে কারণে (খুশীতে) চীৎকার করে উঠে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُوْنَ ۝۫

৫৮. তারা বললো, আমাদের মাবুদরা ভালো না- সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা ভালো, আসলে); এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই এসব কথা উপস্থাপন করে; বরং এরা হচ্ছে ভীষণ কলহপরায়ণ জাতি।

وَقَالُوْا اَلِهَتُنَا خَيْرٌۭ اٰهُوَۥ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدْلًاۙ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيْصُوْنَ ۝۫

৫৯. (মূলত) সে (ঈসা) ছিলো আমারই একজন বান্দা, যার ওপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্যে আমি (আমার কুদরতের) একটা আদর্শ বানিয়েছিলাম;

اِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌۭ اٰنَعَمْنَا عَلَيْهِۙ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًاۙ لِّبَنِيۡۤ اِسْرَآءِيْلَ ۝۫

৬০. আমি চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে আমি ফেরেশতাদের বানিয়ে দিতাম, (সে অবস্থায়) তারাই (দুনিয়ায়) প্রতিনিধিত্ব করতো!

وَلَوْ نَشَاءُ لَّجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ۝۫

৬১. সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা) হবে (মূলত) কেয়ামতের একটি নিদর্শন (হে নবী, তুমি বলো), তোমরা সে (কেয়ামতের) ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করো না, তোমরা আমার আনুগত্য করো; (কেননা) এটাই (তোমাদের জন্যে) সহজ সরল পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌۭ لِّلْاَسَآءَةِۙ فَلَا تَمْتَرْنَۙ بِهَاۙ وَاتَّبِعُوْنَۙ هٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝۫

৬২. শয়তান যেন কোনো অবস্থায়ই তোমাদের (এ পথ থেকে) বিচ্যুত করতে না পারে, নিসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন!

وَلَا يَصْدُقُ نَكْرُ الشَّيْطٰنِۙ اِنَّهٗ لَكُرْۢمٌۭ عَدُوٌّۭ مُّبِيْنٌ ۝۫

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এলো তখন সে (তার লোকদের) বললো, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা (আমাকে নিয়ে আজ) নানা মতবিরোধ করছো (একদিন) আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দেবো, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَلَمَّا جَآءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِۙ وَلَا بُيِّنَ لَكُمْۙ بَعْضُ الَّذِیۡ تَخْتَلِفُوْنَ فِیْهِۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ۝۫

৬৪. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমার রব, তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; এটাই হচ্ছে সরল পথ।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّیۡ وَرَبُّكُمْۙ فَاعْبُدُوْهُۙ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۫

৬৫. (এ সত্ত্বেও) তাদের বিভিন্ন দল (তাকে নিয়ে) নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর দুর্ভাগ ও কঠিন দিনের আযাব তাদের জন্যেই (নির্ধারিত থাকলো) যারা (অযথা) বাড়াবাড়ি করলো।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْۙ فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِیۡنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابٍۭ یَّوْمَ الْاَلَمِیۡ ۝۫

৬৬. তারা কি (এ ফয়সালার জন্যে) কেয়ামতের অপেক্ষা করছে, তা (কিন্তু একদিন) আকস্মিকভাবেই তাদের ওপর এসে পড়বে এবং তারা টেরও পাবে না।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. (সেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের বলবেন,) হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, না তোমরা আজ দৃষ্টিস্তগ্রস্ত হবে,

يُعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَكْزُبُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (এরা হচ্ছে সেসব লোক,) যারা (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে, এবং যারা ছিলো (আমার) অনুগত বান্দা।

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

৭০. (তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সংগী সংগিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমাদের (সম্মানজনক) মেহমানদারী করা হবে!

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. সেখানে তাদের ওপর সোনার থালা ও পানপাত্রের প্রচুর আনাগোনা চলবে, যা কিছুই (তাদের) মন চাইবে এবং যা কিছুই তাদের (দৃষ্টিতে) ভালো লাগবে তা সবই (সেখানে মজুদ) থাকবে (উপরন্তু তাদের বলা হবে), তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আর এটা হচ্ছে সেই (চিরস্থায়ী) জান্নাত, যার (আজ) তোমরা উত্তরাধিকারী হলে, এটা হচ্ছে তোমাদের সে (নেক) আমলের বিনিময় যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছো।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. (এখানে) তোমাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ফল-মূল (মজুদ) থাকবে, যা থেকে তোমরা (প্রাণভরে) খেতে পারবে,

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. (অপরদিকে) অপরাধীরা নিসন্দেহে থাকবে জাহান্নামে, সেখানে তারা থাকবে চিরদিন,

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. (মুহূর্তের জন্যেও) তাদের থেকে (শাস্তি) লঘু করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে,

لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. (আযাব দিয়ে) আমি তাদের ওপর মোটেই যুলুম করিনি, বরং (বিদ্রোহ করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. ওরা (জাহান্নামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, ওহে প্রহরী, (আজ) তোমার রব (যদি মৃত্যুর মাধ্যমে) আমাদের শেষ করে দিতেন (তাহলেই ভালো হতো); সে (প্রহরী) বলবে, (না,) তোমরা (এখানে) চিরকাল পড়ে থাকবে।

وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. (নবীরা বলবে,) আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য (দ্বীন) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করেছে।

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তারা কি (নবীকে কষ্ট দেয়ার) পরিকল্পনা করেই ফেলেছে? (তাহলে তারা শুনে রাখুক), আমিও (নবীকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর) আমার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছি,

أَمْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও সলাপামার্মশসমূহ শুনতে পাই না, অবশ্যই (আমি তা শুনতে পাই, তাছাড়া) আমার পাঠানো (ফেরেশতা)– যারা তাদের (ঘাড়ের) পাশে আছে, তারাও সব লিখে রাখছে।

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আমিই তার প্রথম এবাদাত করতাম!

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِبَادِينَ ﴿٨١﴾

৮২. তিনি অনেক পবিত্র, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব, মহান আরশের তিনি অধিপতি, এরা যা কিছু তাঁর সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র।

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতএব (হে নবী), তুমি এদের (সেদিন পর্যন্ত) অর্থহীন কথাবার্তা ও খেলাধুলায় (মত্ত) থাকতে দাও, (এমনি করে) দেখতে দেখতে তারা সে দিনটির সম্মুখীন হবে, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছে।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তিনিই হচ্ছেন (আল্লাহ তায়ালা) যিনি আসমানে মাবুদ, যমীনেও মাবুদ; তিনি বিজ্ঞ, কুশলী, সর্বজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

৮৫. (প্রভুত) বরকতময় তিনি, যার জন্যে আসমানসমূহ, যমীন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার একক সার্বভৌমত্ব নিবেদিত, কেয়ামতের সঠিক খবর তাঁর কাছেই রয়েছে, পরিশেষে তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَتَبَرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এরা অন্য যাদের ডাকে, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার কাছে) সুপারিশের (কোনো) ক্ষমতাই রাখে না, তবে যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং (সত্য) জানবে (তাদের কথা আলাদা)।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭. (হে নবী, তুমি) যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা বলবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, (তাহলে বলো) তারপরও তাদের কোথায় ঠাকর খাওয়ানো হচ্ছে?

وَلَكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর (রসূলের) এ বক্তব্য (সম্পর্কেও জানেন), হে আমার রব, এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা ঈমান আনবে না।

وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ لَآيُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. (হে রসূল,) অতপর তুমি এদের থেকে বিমুখ থাকো, (এদের) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো এবং (তাদের উদ্দেশ্যে) সালাম বলো; অচিরেই ওরা (সত্য মিথ্যা) জানতে পারবে।

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾



আয়াত ৫৯
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আদ দোখান
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

حٰمِٓ ﴿١﴾

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

৩. আমি একে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি, অবশ্যই আমি (জাহান্নাম থেকে) সতর্ককারী!

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكََةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾

৪. তার (নাযিলের রাতের) মধ্যে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা হয়—

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

৫. (তা স্থিরীকৃত হয়) আমারই আদেশক্রমে, অবশ্যই আমি (আমার) দূত পাঠাই,

أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾

৬. (দূত পাঠানো হয়) তোমার মালিকের একান্ত অনুগ্রহে; অবশ্যই তিনি (সবকিছু) শোনেন, (সবকিছু) জানেন।

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾

৭. তিনি আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর রব। যদি তোমরা ঈমানদার হও (তাহলে তাঁর এ সত্য থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না)।

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾

৮. তিনি ছাড়া আর কোনোই মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও রব।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

৯. (এ সত্ত্বেও) তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে (এর সাথে) খেল তামাশা করে চলেছে।

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾

১০. অতএব (হে নবী), তুমি সেদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া ছেড়ে দেবে,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾

১১. তা মানুষদের দ্রুত গ্রাস করে ফেলবে; এটা হবে এক কঠিন শাস্তি।

يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

১২. (তখন তারা বলবে,) হে আমাদের রব, আমাদের কাছ থেকে এ আযাব সরিয়ে নাও, অকশ্যই আমরা ঈমানদার।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿٣٥﴾

১৩. (কিন্তু এখন) আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ কোথায়, তাদের কাছে সুস্পষ্ট রসূল তো আগেই এসে গেছে,

أَنَّى لَّهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٣٦﴾

১৪. (তা সত্ত্বেও) তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা বলেছে, (এগুলো হচ্ছে) পাগল ব্যক্তির শেখানো কতিপয় বুলি মাত্র!

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْنُونَ ﴿٣٧﴾

১৫. আমি (যদি) কিছু সময়ের জন্যে আযাব সরিয়েও দেই (তাতে কি লাভ?) তোমরা তো নিসন্দেহে আবারও তাই করবে।

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿٣٨﴾

১৬. একদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করবো (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবো।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ؕ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿٣٩﴾

১৭. এদের আগে আমি ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করেছি, তাদের কাছে আমার একজন সম্মানিত রসূল (মূসা) এসেছিলো,

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوًّا فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

১৮. (মূসা ফেরাউনকে বললো,) আল্লাহ তায়ালা (এই) বান্দাদের তোমরা আমার কাছে দিয়ে দাও; অবশ্যই আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত নবী,

أَن آدُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ ؕ إِنِّي لَكُ مَرْسُولٌ أَمِينٌ ﴿٤١﴾

১৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালা সাথে বিদ্রোহ করো না, অবশ্যই আমি (নবুওতের) সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি;

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ؕ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿٤٢﴾

২০. তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি,

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٤٣﴾

২১. যদি তোমরা আমার ওপর ঈমান না আনো তাহলে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।

وَإِن لَّمْ تَتُومِنُوا إِلَيَّ فَاعْتَرِلُونِ ﴿٤٤﴾

২২. অতপর সে তার মালিকের কাছে দোয়া করলো (হে আমার রব), এরা হচ্ছে একটি না-ফরমান জাতি (তুমি আমাকে এদের কাছ থেকে মুক্তি দাও)।

فَدَعَا رَبَّهُ أَن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٤٥﴾

২৩. (আমি বললাম,) তুমি আমার বান্দাদের সাথে করে রাতে রাতেই (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো, (সাবধান থেকে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে,

فَاسْرِعْ بِعِبَادِي لِئَلَّا يَكُونُوا مُتَعَبُونَ ﴿٤٦﴾

২৪. সমুদ্রকে শান্ত রেখে তুমি (পার হয়ে) যেও; নিসন্দেহে তারা হবে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত বাহিনী।

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. (যাবার সময়) ওরা নিজেদের পেছনে কতো উদ্যান, কতো ঝর্ণা ফেলে গেছে,

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

২৬. (ফেলে গেছে) কতো ক্ষেতের ফসল, কতো সুরম্য প্রাসাদ,

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৭. কতো (বিলাস) সামগ্রী, যাতে ওরা (সব সময়) নিমগ্ন থাকতো,

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فِكْهِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এভাবেই আমি আরেক জাতিকে এসব কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

كَذَلِكَ ۖ وَآوَرْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. (এ ঘটনায়) ওদের ওপর না আসমান কোনো রকম কান্নাকাটি করলো- না যমীন (কাঁদলো, আযাব আসার পর) তাদের তো কোনো অবকাশই দেয়া হলো না।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলদের অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি-

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

৩১. (উদ্ধার করেছি) ফেরাউন (ও তার গোলামীর শৃংখল) থেকে, অবশ্যই সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩২. অবশ্যই আমি জ্ঞানের ওপর তাদের (জাতি বনী ইসরাঈলদের) দুনিয়ার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি,

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِي ۖ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আমি তাদের (এমন কতিপয়) নিদর্শন দিয়েছি, যাতে (তাদের জন্যে) সুস্পষ্ট পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।

وَأَتَيْنَاهُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. অবশ্যই এ (মুর্খ) লোকেরা বলতো-

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু, আমরা (আর) কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. (তারা আরো বলতো) তোমরা যদি (পুনরুত্থান সম্পর্কে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে উঠিয়ে) নিয়ে এসো!

فَاتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে) কি তারা বড়ো, না 'তুকা' জাতি ও তাদের আগে যারা ছিলো তারা (বড়ো); আমি তাদের (মতো) শক্তিশালীদেরও ধ্বংস করে দিয়েছি, (কেননা) তারা ছিলো না-ফরমান জাতি।

أَهْمَرْ خَيْرًا ۖ أَفَوَاتَيْعُ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনোটাই খেল তামাশাচ্ছলে পয়দা করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. এগুলো আমি যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়াও সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সম্পর্কে) জানে না।

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. অবশ্যই এদের (সবার পুনরুত্থান ও) বিচার ফয়সালার দিনক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. সেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের (সেদিন কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!

يَوْمًا لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

৪২. অবশ্য যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (তার কথা আলাদা); নিসন্দেহে তিনি মহাপরাক্রমশালী, দয়ালু।

إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

৪৩. নিসন্দেহে (জাহান্নামে) যাক্কুম (নামের একটি) গাছ থাকবে,

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوَمِ ﴿٤٣﴾

৪৪. (তা হবে) পাপীদের (জন্মে সেখানকার) খাদ্য,

طَعَامُ الْآثِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. গলিত তামার মতো তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে,

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

৪৬. (তা হবে) ফুটন্ত গরম পানির মতো!

كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৭. (ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে,) ধরো একে-অতপর হেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যস্থলের দিকে নিয়ে যাও,

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আঘাব ঢেলে দাও;

ثُمَّ صَبُّوا نُوحًا رَّاسَهُ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৯. (তাকে বলা হবে, আঘাবের) স্বাদ আঘাদন করো, তুমি অবশ্যই ছিলে শক্তিশালী একজন অভিজাত মানুষ!

نُقُ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

৫০. এ (শাস্তি) সম্পর্কে তোমরা (অভিজাত লোকগুলোই) ছিলে বেশী সন্দিহান!

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (অপরদিকে) আল্লাহভীরু লোকেরা নিরাপদ (অনাবিল) শান্তির জায়গায় থাকবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

৫২. (থাকবে মনোরম) উদ্যানে ও (অমিয়) বর্ণাধারায়,

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এরা (একে অপরের) সামনাসামনি হয়ে বসবে,

يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এমনই হবে (তাদের পুরস্কার, উপরত্তু) তাদের আমি দেবো আয়তলাচনা (পরমা সুন্দরী) হর;

كَذَلِكَ تَدُورُ جُحُورٌ عَيْنٍ ۝۵৪

৫৫. তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল ফলারির অর্ডার দিতে থাকবে,

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۝۵৫

৫৬. প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে (তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের রব) তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَّهُمْ عَنْ أَبِ الْجَحِيمِ ۝۵৬

৫৭. (হে নবী, এ হচ্ছে মোমেনদের প্রতি) তোমার মালিকের দয়া অনুগ্রহ; এটাই হচ্ছে (সেদিনের) মহাসাফল্য।

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۵৭

৫৮. (হে নবী), আমি এ (কোরআন)-কে তোমার (মাতৃ)-ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা (এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

فَأَنبَأَ يَسْرَنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۵৮

৫৯. সুতরাং তুমি (এদের পরিণাম দেখার জন্যে) অপেক্ষা করতে থাকো, আর ওরা তো প্রতীক্ষা করেই যাচ্ছে!

فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مَّرْتَقِبُونَ ۝۵৯

৩
ককু



১. হা-মী-ম,

حٰمٓ ۝

২. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ।

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِّنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

৩. নিসন্দেহে আকাশমালা ও যমীনে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানার অগণিত) নিদর্শন রয়েছে;

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪. নিদর্শন রয়েছে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং যমীনে বিচরণশীল জীবজন্তুর মাঝেও, যাদের তিনি (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে।

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

৫. (নিদর্শন রয়েছে) রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে, যে রেখেক আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পাঠান, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে তোলেন (তার মাঝেও! এ) বায়ুর পরিবর্তনও (তাঁর কুদরতের) নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা (গবেষণা) করে।

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

৬. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা আয়াতসমূহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি,

تِلْكَ آيٰتُ اللَّهِ نَتْلُوہَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ

অতপর (তুমি কি বলতে পারো) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর এ নিদর্শনের পর আর কোন্ কথার ওপর তারা ঈমান আনবে?

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

৭. দুর্ভোগ প্রতিটি মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্যে,

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٦﴾

৮. আল্লাহ তায়ালায় আয়াত যখন তার ওপর তোলাওয়াত করা হয় তখন সে (তা) শোনে, (কিন্তু) একটু পরেই সে অহংকারী হয়ে এমনভাবে জেদ ধরে যেন সে তা শুনেতেই পায়নি, সুতরাং তুমি তাকে এক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও!

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

৯. যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে একে পরিহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে; এমন ধরনের লোকদের জন্যে অপমানজনক আযাব রয়েছে;

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هُزُوًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينٌ ﴿٨﴾

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং সেসব জিনিস যা তারা (দুনিয়া থেকে) অর্জন করে এনেছে তা তাদের কোনো কাজেই এলো না, না সেসব (মাবুদ তাদের কোনো কাজে এলো)– যাদের তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (নিজেদের) অভিভাবক বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের সবার জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠোর শাস্তি;

مِن دَرَاهِمٍ جَهَنَّمَ ۚ وَلَا يَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

১১. এ (কোরআন) হচ্ছে (সম্পূর্ণত) হেদায়াত, (তা সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে অতিশয় নিকৃষ্ট ও কঠোরতর আযাব রয়েছে।

هَٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

১২. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁরই আদেশক্রমে নৌযানসমূহে (আরোহণ করে) তাতে চলতে পারো, এবং এর দ্বারা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা (এজন্যে) তাঁর শোকর আদায় করবে,

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

১৩. (একইভাবে) তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

১৪. (হে নবী,) ঈমানদারদের তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালায় (অমোঘ বিচারের) দিনগুলো থেকে কিছুই আশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা এ (বিশেষ) দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে (পরকালে) পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন।

قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾

১৫. (তোমাদের মাঝে) কেউ যদি কোনো নেক কাজ করে, তা সে করে তার নিজের ভালোর জন্যেই, (আবার) কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে, তার (প্রতিফল কিন্তু) তার ওপরই (পড়বে) অতপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

১৬. আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, রাষ্ট্রক্ষমতা ও নবুওত দান করেছিলাম, আমি তাদের উৎকৃষ্ট রেষেক দিয়েছিলাম, (এসব কিছু মধ্যমে) আমি তাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম,

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৭. দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের বিশদভাবে দান করেছি, অতপর যে মতবিরোধ তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে (তা তারা করেছে) তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর, (করেছে) তাদের পারস্পরিক জেদের কারণে; (হে নবী,) কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমার মালিক তাদের মধ্যে সেসব (বিষয়ের) ফয়সালা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়ায়) মতবিরোধ করেছে।

وَأَتَيْنَاهُم بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا، بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

১৮. অতপর (হে নবী,) আমি তোমাকে দ্বীনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরীয়তের ব্যাপারে) সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা (আখেরাত সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

১৯. আল্লাহ তায়ালা মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না; যালেমরা অবশ্যই একজন আরেকজনের বন্ধু, আর পরহেযগার লোকদের (আসল) বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)।

إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

২০. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট দলীল, (সর্বোপরি) বিশ্বাসীদের জন্যে তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।

هَذِهِ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

২১. যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে নিয়েছে, আমি কি তাদের (পরিণতি) সে লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জীবন ও তাদের মরণও কি একই ধরণের হবে? কতো নিম্মমানের ধারণা পোষণ করছে এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে)!

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ « سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ » سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

২২. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন,

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

যাতে করে (এ দু'য়ের মাঝে বসবাসরত) প্রতিটি বাসিন্দার কাজ কর্মের ঠিক ঠিক বিনিময় দেয়া যেতে পারে, (কেয়ামতের দিন) তাদের কারো প্রতি যুলুম করা হবে না।

وَلِتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

২৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছো- যে নিজের খেয়াল খুশীকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন, তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন, তার চোখে তিনি পর্দা এঁটে দিয়েছেন; এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা তার পর কে পথনির্দেশ দেবে? তারপরও কি তোমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

২৪. এ (মূর্খ) লোকেরা এও বলে, এ দুনিয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো জীবনই নেই, আমরা (এখানেই) মরি বাঁচি, কালের আবর্তন ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ধ্বংসও করেনা। (মূলত) এদের এ ব্যাপারে কোনোই জ্ঞান নেই, এরা শুধু আন্দায় অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿٣٧﴾

২৫. যখন এদের কাছে আমার (কিতাবের) সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পড়া হয়- তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তারা বলে, তোমরা যদি (মৃত্যুপরবর্তী জীবনের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

২৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলা, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন, এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) জানে না।

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ جَمْعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

২৭. আকাশমন্ডলী ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালা তার জন্যেই, যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন এ বাতিলপন্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْسِرُ الْمُبِطُونَ ﴿٤٠﴾

২৮. (হে নবী, সেদিন) তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে (মহাবিচারকের সামনে) তারা ভয়ে আতংকে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমলনামার দিকে ডাক দেয়া হবে; (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার (যথাযথ) প্রতিফল দেয়া হবে।

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِعَةٍ تُدْعَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

২৯. (বলা হবে) এ হচ্ছে আমার (কাছে সংরক্ষিত তোমাদের) নথিপত্র, যা তোমাদের (কর্মকাণ্ডের) ওপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে; তোমরা যখন যা করতে আমি তা লিখে রাখছিলাম।

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, (আজ) তাদের রব তাদের তাঁর অনুগ্রহে (জান্নাতে) দাখিল করাবেন; আর এটাই হবে (সেদিনের) সুস্পষ্ট সাফল্য।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَإِنَّ خَلْمَهُ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ
الْقَوْرُ الْمُبِينُ ۝

৩১. অপরদিকে যারা কুফরী অবলম্বন করেছে (আমি তাদের বলবো), তোমাদের সামনে কখনো কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হতো না? অতপর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে, (মূলত) তোমরা ছিলে নাফরমান জাতি!

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَفَرُوا وَتُكُنْ آيَتِي
تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مَّجْرِمِينَ ۝

৩২. যখন (তোমাদের) বলা হতো, আল্লাহ তায়ালায় ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত (সংঘটিত হবে) এর মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (অহংকার করে) বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত (আবার) কি, আমরা (এ ব্যাপারে) আন্দায় অনুমান ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, আমরা (তাতে) বিশ্বাসীও নই!

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا
رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ
نُظِنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِقِّينَ ۝

৩৩. (সেদিন) তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবেষ্টন করে নেবে— যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াতো।

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

৩৪. বলা হবে, আজ আমি তোমাদের (সেভাবে) ভুলে যাবো, যেভাবে তোমরা (দুনিয়ায় থাকতে) এ দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে, (আজ) তোমাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন, (এখানে) তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ
نَّصِيرِينَ ۝

৩৫. এটা এ কারণে, তোমরা আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে এবং পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, (সুতরাং) আজ তাদের সেখান থেকে বের করা হবে না— না (আল্লাহ তায়ালায় দরবারে) তাদের কোনো রকম অজুহাত পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَّغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا
يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৩৬. সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, যিনি আসমানসমূহের রব, তিনি যমীনের রব, তিনি রব গোটা সৃষ্টিকুলের!

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৩৭. আকাশমন্ডলী এবং যমীনের সব গৌরব মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

আয়াত ৩৫
রুকু ৪بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল আহকাফ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হা, মী-ম,

حمر

২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ, (তিনি) মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ③

৩. আকাশমন্ডলী, যমীন ও তাদের উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলো আমি যথাযথ (লক্ষ্য) ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং (আমি এগুলোকে) এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (পয়দা করেছি), (কিন্তু) যারা অস্বীকার করে- তারা যে যে জিনিস দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তার থেকেই মুখ ফিড়িয়ে নেয়।

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ④

৪. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কি কখনো (ভেবে) দেখেছো, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকছো- আমাকে একটু দেখাও তো, তারা এ যমীনের কোনো অংশও কি বানিয়েছে, অথবা এ আকাশমন্ডলী বানানোর কাজে তাদের কি কোনো অংশ আছে? এর আগের কিতাবপত্র কিংবা সে সূত্র ধরে চলে আসা জ্ঞানের (অন্য) কোনো অবশিষ্ট প্রমাণ (যদি তোমাদের হাতে মজুদ থাকে,) তাহলে তাও এনে আমাকে দাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ ائْتُونَنِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑤

৫. তার চাইতে বেশী বিভ্রান্ত ব্যক্তি কে হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কেরামত পর্যন্ত (ডাকলেও) তার ডাকে সাড়া দেবে না, তারা তো তাদের (ভক্তদের) ডাক থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لََّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ⑥

৬. যখন গোটা মানব জাতিকে জড়ো করা হবে, তখন এরা তাদের দুষ্মনে পরিণত হয়ে যাবে এবং এরা তাদের এবাদাতকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرًا ⑦

৭. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়- (তখন) কাফেররা সে সত্য সম্পর্কে বলে, যা (ইতিমধ্যেই) তাদের সামনে এসে গেছে- এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَهَا جَاءَ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑧

৮. তারা কি একথা বলে যে, সে (রসূল) নিজেই তা বানিয়ে নিয়েছে; তুমি তাদের বলো, সত্যিই যদি এমন কিছু আমি (আল্লাহর নামে) বানিয়ে পেশ করি, তাহলে আল্লাহ (-র ক্রোধ) থেকে আমার (বাঁচানোর) জন্যে তোমরা তো কোনো ক্ষমতাই রাখো না; তিনি ভালো করেই জানেন তোমরা তার মধ্যে কি কি কথা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বলছো

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ⑨

এবং তোমাদের ও আমার মাঝে (কে কথা বানাচ্ছে; এ কথার) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট; আর তিনি একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾

৯. তুমি বলো, রসূলদের মাঝে আমি তো নতুন নই, আমি এও জানি না, আমার সাথে কি (ধরনের আচরণ) করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী (ব্যবহার করা) হবে; আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়, আর আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, এ (মহাগ্রন্থ)-টা যদি আল্লাহর কাছ থেকে (নাযিল) হয়ে থাকে এবং তোমরা যদি তা অস্বীকার করো (তাহলে এর পরিণাম কি হবে)-এবং এর ওপর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী যেখানে সাক্ষ্য প্রদান করে তার ওপর ঈমানও এনেছে, (তারপরও) তোমরা অহংকার করলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوَّاءِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

১১. যারা কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে, যদি (ঈমান আনার মাঝে) সত্যিই কোনো কল্যাণ থাকতো তাহলে (সমাজের সাধারণ মানুষরা) আমাদের আগে তার দিকে এগিয়ে যেতো না, যেহেতু এরা নিজেরা কখনো পথের কোনো দিশা পায়নি, তাই অচিরেই তারা বলতে শুরু করবে, এ তো হচ্ছে একটি পুরনো (ও মিথ্যা) অপবাদ!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْ أَفَّاكَ قَدِ يَمُرُّ ﴿١١﴾

১২. এর আগে (মানুষদের) পথপ্রদর্শক ও (আল্লাহর) রহমত হিসেবে মূসার কিতাব (তাদের কাছে মজদু) ছিলো; আর এ কিতাব তো (পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যতা স্বীকার করে, (এটা এসেছে) আরবী ভাষায়, যেন তা সীমালংঘনকারীদের সাবধান করা এবং ন্যায়বানদের জন্যে সুসংবাদ হতে পারে।

وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كُتِبَ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّبَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبَشْرًا لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

১৩. অবশ্যই যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের রব, অতপর তারা (এর ওপর) অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের জন্যে কোনো ভয় শংকা নেই এবং তাদের (কখনো) উদ্ভিগ্নও হতে হবে না,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ۖ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

১৪. তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, এ হচ্ছে তাদের সেই কাজের পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে; (কেননা) তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ

(এভাবে) তার গর্ভধারণ ও (জন্মের পর) তাকে দুধ পান করানোর সময় হচ্ছে তিরিশ মাস; অতপর সে তার পূর্ণ শক্তি (অর্জনের বয়স) পর্যন্ত পৌঁছায় এবং (একদিন) সে চল্লিশ বছরে এসে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, এবার তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও— তুমি আমার ওপর (গুরু থেকে) যেসব অনুগ্রহ করে এসেছো এবং আমার পিতা মাতার ওপর যে অনুগ্রহ তুমি করেছো, আমি যেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, (সর্বোপরি) আমি যেন (এমন সব) ভালো কাজ করতে পারি যার ফলে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে, আমার সন্তান-সন্ততিদের মাঝেও তুমি সংশোধন এনে দাও; অবশ্যই আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি, অবশ্যই আমি তোমার অনুগত বান্দাদের একজন।

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾

১৬. (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা (দুনিয়ায়) যেসব ভালো কাজ করে তাদের কাছ থেকে তা আমি (যথাযথভাবে) গ্রহণ করি, আর তাদের মন্দ কাজগুলো আমি উপেক্ষা করি, (এরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত,) এদের কাছে প্রদত্ত (আল্লাহর) ওয়াদা, যা সত্য প্রমাণিত হবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٥٧﴾

১৭. (তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা,) যে ব্যক্তি (নিজ) পিতা মাতাকে বলে, ধিক তোমাদের প্রতি, তোমরা কি আমাকে (এই বলে) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করে আনা হবে, অথচ আমার আগে বহু সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদের একজনকেও কবর থেকে বের করে আনা হয়নি, এ কথা শুনে) পিতা মাতা উভয়েই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং (সন্তানকে) বলে, ওহে, তোমার দুর্ভোগ হোক! (তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য (তারপরও) সে হতভাগা বলে, (হাঁ, তোমাদের) এসব কথা তো অতীতকালের কিছু উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়!

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعِدْتُمْنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ ۖ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَ يَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٨﴾

১৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর মানুষ ও জ্বিনদের পূর্ববর্তী দলের মতো (আল্লাহর) শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, এরা তাদের দলে शामिल হয়ে যাবে, আর এরা হচ্ছে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتِ مِنْ قَبْلِهِمُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٥٩﴾

১৯. (এদের) প্রত্যেকের জন্যেই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী (মান) মর্যাদা রয়েছে, এভাবেই আল্লাহ তায়াল্লা তাদের কাজের যথার্থ বিনিময় দেবেন, আর তাদের ওপর (সেদিন কোনো) অবিচার করা হবে না।

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَكَيفِ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

২০. যেদিন কাফেরদের (জাহান্নামের) আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); তোমরা তো তোমাদের (ভাগের) যাবতীয় নেয়ামত (দুনিয়াতেই) বিনষ্ট করে এসেছো এবং তোমাদের পার্থিব জীবনে তা দিয়ে (নানা) ফায়দাও তোমরা হাসিল করে নিয়েছো, আজ তোমাদের এক চরম অপমানকর আযাব দেয়া হবে, আর তা হচ্ছে (আল্লাহর) যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং (আল্লাহর সাথে) তোমাদের বিদ্রোহমূলক কাজের শাস্তি।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّيْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

২০

২১. হে নবী, (এদের) তুমি আ'দ (সম্প্রদায়)-এর ভাই (হুদ নবী)-র কাহিনী শোনাও; যে 'আহকাফ' উপত্যকায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের (আল্লাহর আযাবের) ভয় দেখিয়েছিলো, তার আগে পরে আরো বহু সতর্ককারী (নবী) এসেছিলো, (তাদের মতো) সেও বলেছিলো (হে মানুষ), তোমরা এক আল্লাহ তায়লা ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না; আমি অবশ্যই তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَابِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

২২. তারা বললো, আমাদের মাবুদদের বন্দেগী থেকে আমাদের ভিন্ন পথে চালিত করার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছো? যাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে সেই আযাব নিয়ে এসো যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের দিচ্ছে।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهِتَانِ ۖ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. সে বললো, সব জ্ঞান তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়লার কাছেই, আমি তো শুধু সে কথাটুকুই তোমাদের কাছে পৌছে দিতে চাই- (ঠিক) যেটুকু দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমরা হচ্ছেো এক নির্বোধ জাতি।

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. অতপর যখন তারা দেখতে পেলো, (বড়ো) একটি মেঘখন্ড তাদের জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা (সমস্বরে) বলে ওঠলো, এ তো এক খন্ড মেঘ মাত্র! (সম্ভবত) আমাদের ওপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করবে; (হুদ বললো, না,) এ হচ্ছে সে (আযাব), যা তোমরা তুরান্নিত করতে চেয়েছিলে, (মূলত) এ হচ্ছে এক (প্রলয়ংকরী) ঝড়, যার মাঝে রয়েছে ভয়াবহ আযাব।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُسْطَرٌّ عَلَيْنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৫. এ (ঝড়) তার মালিকের নির্দেশে সব কিছুই ধ্বংস করে দেবে, তারপর তাদের অবস্থা (সত্যিই) এমন হলো যে, তাদের বসতবাড়ী (ও তার ধ্বংসলীলা) ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না; আমি এভাবেই অপরাধী জাতিসমূহকে (তাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. (এ যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে) তাদের যা যা আমি দিয়েছিলাম তা (অনেক কিছুই) তোমাদের দেইনি; (শোনার জন্যে) আমি তাদের কান, (দেখার জন্যে) চোখ ও (অনুধাবনের জন্যে) হৃদয় দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তাদের সে কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনোই কাজে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকলো, যে (আযাবের) বিষয় নিয়ে তারা হাসি তামাশা করতো, একদিন সত্যি সত্যিই তা তাদের ওপর এসে পড়লো।

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّكُمْ فِيهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۚ
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِذْ كَانُوا
يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তোমাদের চারপাশের অনেকগুলো জনপদকে আমি (এ কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি (ওদের কাছে) আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তারা (আমার দিকে) ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ
وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তারা কেন (সেদিন) তাদের সাহায্য করতে পারলো না, যাদের তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নৈকট্য হাসিলের জন্যে ‘মাবুদ’ বানিয়ে নিয়েছিলো; বরং (আযাব দেখে) তারাও তাদের ছেড়ে উধাও হয়ে গেলো, (মূলত) এ হচ্ছে তাদের (আল্লাহ তায়াল্লা সম্পর্কে) তাদের মিথ্যা ও যাবতীয় অলীক ধারণা, যা তারা পোষণ করতো!

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۚ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ
وَذَلِكَ أَفْكَهَرُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. যখন একদল জ্বিনকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (তোমার) কোরআন (পাঠ) শুনছিলো, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগলো, সবাই চূপ হয়ে যাও, অতপর যখন (কোরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেলো তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আযাব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেলো।

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا
أَنْصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
مُنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তারা বললো, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (ও তার তেলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

قَالُوا يَقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ
بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

৩১. হে আমাদের জাতি, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো, (তাহলে) তিনি তোমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

يَقَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ
يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

৩২. আর যদি কেউ আল্লাহর পথের এ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় (তবে তার জানা উচিত),

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ

এ যমীনে (আল্লাহকে) বার্থ করে দেয়ার কোনো রকম ক্ষমতাই সে রাখে না, (বরং) এ আচরণের জন্যে সে (আল্লাহর কাছে) তার কোনোই সাহায্যকারী পাবে না; এ ধরনের লোকেরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾

৩৩. এরা কি এটা বুঝতে পারে না যে, যে মহান আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন বানিয়েছেন এবং এ সব কিছুই সৃষ্টি যাকে সামান্যতম ক্লান্তও করতে পারেনি, তিনি কি মৃতকে পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি সব কিছুই ওপর ক্ষমতাবান!

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَلْقُهُمْ بَقْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৪. সেসব কাফেরদের যখন (জ্বলন্ত) আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে; আযাবের) এ (প্রতিশ্রুতি) কি সত্য (ছিলো?) তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের মালিকের শপথ (এটা অবশ্যই সত্য); আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এবার (তোমরা) শাস্তি উপভোগ করো, (এ হচ্ছে সে আযাব) যাকে তোমরা অস্বীকার করত!

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٤٠﴾

৩৫. অতপর (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো— (ঠিক) যেমন করে ধৈর্য ধারণ করেছিলো আমার (আগের) নবীরা, এ (নির্বোধ) ব্যক্তিদের ব্যাপারে তুমি কখনো তাড়াহুড়ো করো না; যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে— যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর কাউকে কি সেদিন ধ্বংস করা হবে?

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلَّغْ ۚ فَمَلْ يُهْمُكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

আয়াত ৩৮
রুকু ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা মোহাম্মদ
মদীনায অবতীর্ণ

১. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (সব) কর্মই বিনষ্ট করে দেবেন।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

২. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, মোহাম্মদ-এর ওপর যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছে যা একান্তভাবে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

৩. (এগুলো) এ জন্যে যে, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তারা মূলত মিথ্যারই অনুসরণ করে, (অপর দিকে) যারা ঈমান আনে তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে পাওয়া সত্যের অনুসরণ করে; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا
الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

৪. (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা যখন কাফেরদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো, অতপর (এভাবে) তাদের যখন তোমরা হত্যা করবে তখন (বন্দীদের) তোমরা শক্ত করে বেঁধে রাখো, এরপর বন্দীদের মুক্ত করবে- না তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে (এটা একান্তই তোমাদের ব্যাপার), তবে যতোক্ষণ যুদ্ধ তার (অস্ত্রের) বোঝা ফেলে না দেবে (ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও অস্ত্র সংবরণ করো না), অথচ আল্লাহ তায়ালা এটা চাইলে (যুদ্ধ ছাড়াই) তাদের পরাজয়ের শাস্তি দিতে পারতেন, তিনি একদলকে দিয়ে আরেক দলের পরীক্ষা নিতে চাইলেন; যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তিনি তাদের কর্ম কখনো বিনষ্ট করবেন না।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوُثُقَ ۖ فَمَا مِمَّا بَعْدَ ۚ وَمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَئِنَّ أَفْعَالَهُمْ ۝

৫. তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের (সার্বিক) অবস্থাও তিনি শুধরে দেবেন,

سَيَمِيزُهُمْ وَيُصْلِحُ بِأَلَمِهِ ۝

৬. তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের কাছে (আগেই) করিয়ে রেখেছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۝

৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও (দুনিয়া আখেরাতে) তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায়) তিনি তোমাদের পা-সমূহকে ময়বুত রাখবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ
يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَيْدِيَ الْأَعْدَاءِ ۝

৮. যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে (রয়েছে) নিশ্চিত ধ্বংস, তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ
أَعْمَالَهُمْ ۝

৯. এটা (এ জন্যে যে,)- আল্লাহ তায়ালা (তাদের জন্যে) যা কিছু পাঠিয়েছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনিও তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ
أَعْمَالَهُمْ ۝

১০. এ লোকগুলো কি (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করে দেখতে পারে না যে, (বিদ্রোহের পরিণামে) তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি অবস্থা হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ধ্বংস (-কর আযাব) পাঠিয়েছেন, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যেও সেই একই ধরনের (আযাব) রয়েছে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۝

১১. এটা (এ জন্য)- যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে- আল্লাহই হন তাদের (একমাত্র) রক্ষক, (প্রকারান্তরে) যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাদের (কোথাও) কোনো সাহায্যকারী থাকে না।

ذَٰلِكَ بَانَ لِلَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝

১২. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহর তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে; অপরদিকে যারা কুফরী করেছে তারা জীবনের ভোগবিলাসে মত্ত থাকে, জন্তু জানোয়ারদের মতো তারা নিজেদের উদর পূর্তি করে, (পরিশেষে) জাহান্নামই হবে তাদের (চূড়ান্ত) নিবাস!

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝

১৩. (হে নবী,) তোমার (এই) জনপদ- যারা (এক সময়) তোমাকে বের করে দিয়েছিলো, তার চাইতে অনেক শক্তিশালী বহু জনপদ ছিলো, সেগুলোকেও আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, (সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারী ছিলো না।

وَكَايْنٍ مِنَ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۖ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

১৪. যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল নিদর্শনের ওপর রয়েছে, তার সাথে এমন ব্যক্তির তুলনা কি ভাবে হবে যার (চোখে তার) মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের যে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে; সেখানে নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না, পানকারীদের জন্যে রয়েছে সুধার (সুপেয়) নহরসমূহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) রয়েছে সব ধরনের ফলমূল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা, সর্বোপরি), সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ থেকে (পাওয়া) ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো- যে ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে থাকবে এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুড়ি কেটে (ছিঁচিঁ বিচ্ছিন্ন করে) দেবে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّرِبِ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ۝

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা তোমার দিকে কান পাতে, কিন্তু যখন তারা তোমার কাছ থেকে বাইরে যায় তখন যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এমন সব লোকদের কাছে এসে বলে- ‘এ মাত্র কি (যেন) বললো লোকটি?’ (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং (এ কারণেই) এরা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে।

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاكَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

১৭. যারা সৎপথে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (এই) সৎপথে চলা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদের (অন্তরে) তিনি তাঁর ভয় দান করেন।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُم تَقْوَاهُمْ ۝

১৮. হঠাৎ করে কেয়ামতের ক্ষণ তাদের ওপর এসে পড়ুক তারা কি সে অপেক্ষায় দিন গুনছে? অথচ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, আর একবার যখন কেয়ামত এসে পড়বে তখন তারা কিভাবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে!

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝

১৯. অতপর তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মারুদ নেই, তাঁর কাছেই তুমি নিজের ভুলত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, (ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার সাথে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (যেমন) তোমাদের গতিবিধির খবর রাখেন, (তেমনি তিনি) তোমাদের নিবাস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকুফহাল রয়েছেন!

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

২০. যারা ঈমান এনেছে তারা (অত্যন্ত উৎসাহের সাথেই) বলে, কতো ভালো হতো যদি (আমাদের প্রতি জেহাদের আদেশ সম্বলিত) কোনো সূরা নাযিল করা হতো, অতপর (সত্যি সত্যিই) যখন সেই (যুদ্ধের আদেশ সম্বলিত সূরাটি নাযিল করা হলো, তখন যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে (তারা এটা শুনে) তোমার দিকে মৃত্যুর ভয় ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো; তাদের জন্যেই রয়েছে শোচনীয় পরিণাম,

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذِكْرُ فِيهَا الْقِتَالِ ۖ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ۝

২১. (অথচ প্রদত্ত) আদেশের আনুগত্য করা এবং সুন্দর কথা বলাই (ছিলো তাদের কর্তব্য।) যখন (জেহাদের) সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে তখন তাদের জন্যে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অংগীকার পূরণ করাই ছিলো উত্তম,

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَا أَلَمْرُ ۖ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝

২২. তোমাদের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কি প্রত্যাশা করা যাবে যে, তোমরা (একবার) যদি (এখানে) শাসন ক্ষমতায় বসতে পারো তাহলে (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং যাবতীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝

২৩. এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, তিনি তাদের বোবা করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কথা বলতে পারে না) এবং তাদের তিনি অন্ধ করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কি তা দেখতেও পায় না)।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۝

২৪. তবে কি এরা কোরআন সম্পর্কে (কোনোরকম চিন্তা) গবেষণা করে না! না কি এদের অন্তরসমূহের ওপর তালা (বুলে) আছে।

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝

২৫. যাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের (মন্দ কাজগুলো) শোভনীয় করে দেয় এবং তাদের নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে।

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۝

২৬. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না- এরা তাদের বলে, আমরা (ঈমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তায়ালা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۝

২৭. কেমন হবে (সেদিনটি)- যেদিন (আল্লাহর) ফেরেশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানতে হানতে তাদের মৃত্যু ঘটাবে।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝

২৮. এটা এ জন্যে যে, তারা এমন সব পথের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করেছে, তাঁর সন্তুষ্টি তারা কখনো পছন্দ করেনি, এ কারণেই তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَبَ أَعْمَالَهُمْ ۝

২৯. যেসব মানুষের মনে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তারা কি এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিদ্রোহজনিত আচরণ (অন্যদের সামনে) বের করে দেবেন না!

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝

৩০. আমি তো ইচ্ছা করলেই তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারি, অতপর তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনে নিতে পারবে, তুমি তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে তাদের অবশ্যই চিনে নিতে পারবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকফহাল রয়েছেন।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِهِمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করে যাবো- যতোক্ষণ না আমি একথা জেনে নেবো যে, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথের) মোজাহেদ- আর কে (জেহাদের ময়দানে) ধৈর্য ধারণকারী এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের খোঁজ খবর যাচাই বাছাই করে না নেবো।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۖ وَنَبْلُوًا أَخْبَارَكُمْ ۝

৩২. যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের কাছে হেদায়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও যারা (আল্লাহর) রসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনো আল্লাহ তায়ালায় ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না; আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَنَ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَسَيُحِبِّطُ أَعْمَالَهُمْ ۝

৩৩. হে (মানুষ), যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, কখনো তোমরা নিজেদের কাজকর্ম বিনষ্ট করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

৩৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

অতপর এ কাফের অবস্থায়ই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আল্লাহ তায়ালা এসব লোকদের কখনো ক্ষমা করবেন না।

ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٥٨﴾

৩৫. অতএব তোমরা কখনো হতোদ্যম হয়ো না এবং (গায়ে পড়ে কাফেরদের) সন্ধির দিকে ডেকো না, (কেননা) বিজয়ী তো তোমরাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالُكُمْ ﴿٥٩﴾

৩৬. অবশ্যই এ দুনিয়ার জীবন হচ্ছে খেলাধুলা ও হাসি তামাশামাত্র, (এতে মত্ত না হয়ে) তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো এবং (সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে) ভয় করো, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের (যথার্থ) বিনিময় প্রদান করবেন, (এর বদলে) তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কোনো) ধন সম্পদ চাইবেন না।

إِنَّهَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٦٠﴾

৩৭. যদি (কখনো) তিনি (তোমাদেরই কল্যাণের জন্যে) তোমাদের ধন-সম্পদ (-এর কিছু অংশ) দাবী করেন এবং এর জন্যে তিনি যদি তোমাদের ওপর প্রবল চাপও প্রদান করেন, তাহলেও তোমরা তা দিতে গিয়ে কার্পণ্য করবে, (এক সময়) তোমাদের বিদ্রোহ (-জনিত আচরণ)-গুলো তিনি বের করে দেবেন।

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيَكْفُرْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٦١﴾

৩৮. হাঁ, এ হচ্ছে তোমরা! তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার জন্যে, (আর এখনই) তোমাদের একদল লোক কার্পণ্য করতে শুরু করলে, অথচ যারা কার্পণ্য করে তারা (প্রকারান্তরে) নিজেদের সাথেই কার্পণ্য করে; কারণ আল্লাহ তায়ালা (এমনিই যাবতীয়) প্রয়োজনমুক্ত এবং তোমরাই হচ্ছে অভাবগ্রস্ত, (এরপরও) যদি তোমরা (আল্লাহর পথে) ফিরে না আসো, তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য (কোনো) এক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতপর তারা (কখনো) তোমাদের মতো হবে না।

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لَتُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٦٢﴾

আয়াত ২৯
রুকু ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আল ফাতাহ
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝

২. যাতে করে (এর দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমার আগে পরের যাবতীয় ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তোমার ওপর তাঁর (যাবতীয়) অনুদানও তিনি পূরণ করে দিতে পারেন এবং তোমাকে সরল অবিচল পথে পরিচালিত করতে পারেন,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

৩. আর (এ ঘটনার মধ্য দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বড়ো রকমের একটা সাহায্যও করবেন।

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ঈমানদারদের মনে গভীর প্রশান্তি দান করেছেন, যাতে করে তাদের (বাইরের) ঈমান তাদের (ভেতরের) ঈমানের সাথে মিলে তা আরও বৃদ্ধি পায়; (আসলে) আসমান যমীনের সমুদয় সৈন্য সামন্ত তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময়

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑧

৫. (এর মাধ্যমে) তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন এক (স্থায়ী) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, তিনি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন; আর আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের) এটা হচ্ছে মহাসাফল্য,

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ⑨

৬. (এর দ্বারা) তিনি মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, (আল্লাহর সাথে) যারা শেরেক করে এমন পুরুষ ও নারী এবং আরো যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানাবিধ খারাপ ধারণা পোষণ করে— তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করবেন; (আসলে) খারাপ পরিণাম তো ওদের চারদিক থেকে ঘিরেই আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর গযব পাঠিয়েছেন, তাদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর তাদের জন্যে তিনি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন; আর জাহান্নাম (হচ্ছে একটি) নিকৃষ্ট ঠিকানা!

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ ۚ بَاءُ اللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ⑩

৭. আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় বাহিনী আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑪

৮. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে (মানুষের কাছে) সত্যের সাক্ষী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑫

৯. যাতে করে তোমরা আল্লাহর ওপর এবং তাঁর নবীর ওপর ঈমান আনো, (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) তাঁকে সাহায্য করো, (আল্লাহর নবী হিসেবে) তাঁকে সম্মান করো; (সর্বোপরি) সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَمِيلًا ⑬

১০. নিসন্দেহে যারা (আজ) তোমার কাছে বায়াত করছে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই বায়াত করলো; (কেননা) আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের ওপর, তাদের কেউ যদি এ বায়াত ভংগ করে তাহলে এর (ভয়াবহ) পরিণাম তার নিজের ওপরই এসে পড়বে, আর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করে, তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ⑭

১১. বেদুঈনদের যেসব লোক (তোমার সাথে যোগ না দিয়ে) পেছনে পড়ে থেকেছে, তারা অচিরেই তোমার কাছে এসে বলবে (হে নবী), আমাদের মাল সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব তুমি আমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, (হে নবী, তুমি এদের কথায় প্রতারিত হয়ে না), এরা মুখে এমন সব কথা বলে যার কিছুই তাদের অন্তরে নেই; বরং তুমি (এদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তাহলে কে তোমাদের ব্যাপারে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে; বরং তোমরা যা যা করছো আল্লাহ তায়ালা কিন্তু সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকুফহাল রয়েছেন।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۖ يَقُولُونَ بِالسَّتِينَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥١﴾

১২. তোমরা মনে করেছিলে, রসূল ও (তাঁর সাথী) মোমেনরা কোনো দিনই (এ অভিযান থেকে) নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে (জীবিত) ফিরে আসতে পারবে না, আর এ ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লেগেছিলো এবং তোমরা (তাদের সম্পর্কে) খুব খারাপ ধারণা করে রেখেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছেো একটি নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুক্ত জাতি!

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَٰ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿٥٢﴾

১৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর কখনো বিশ্বাস করেনি, আমি অবশ্যই (সে) অবিশ্বাসীদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿٥٣﴾

১৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব (এককভাবে) আল্লাহর জন্যে (নির্দিষ্ট, অতএব); তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন; আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের প্রতি) একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿٥٤﴾

১৫. (অতপর) যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হাসিল করতে যাবে তখন পেছনে পড়ে থাকা এ লোকগুলো (তোমাকে) বলবে, আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও, (এভাবে) তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে চায়; তুমি বলে দাও, তোমরা কিছুতেই (এখন) আমাদের সাথে চলতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা তো আগেই তোমাদের ব্যাপারে অনুরূপ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, (একথা শুনে) তারা বলবে, তোমরা আসলে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো, কিন্তু এ লোকগুলো বুঝে নিতান্ত কম।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَازِمَ لِّتَاْخُذُوهَا ذُرُوءًا نَّتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ۖ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكَ كَرَّمَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٥﴾

১৬. পেছনে পড়ে থাকা (আরব) বেদুঈনদের তুমি (আরো) বলো, অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হবে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَىٰ قَوِّ أَوَّلِي بَاسٍ شِدِّ يَدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ

অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, (তোমরা যদি) এ নির্দেশ মেনে চলো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন, আর তোমরা যদি তখনও আগের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, তাহলে জেনে রেখো, তিনি তোমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন।

أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٦﴾

১৭. (তবে) অন্ধ লোকের ওপর কোনো গুনাহ নেই—না আছে কোনো গুনাহ পংক্তি কিংবা রুগ্ন ব্যক্তির ওপর, (জেহাদের ময়দানে না এলে) এদের কোনো গুনাহ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে তিনি তাকে মর্মভুদ শাস্তি দেবেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٧﴾

২ ককু

১৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা যখন গাছের নীচে বসে তোমার হাতে (আনুগত্যের) বায়াত করছিলো, (তখন) আল্লাহ তায়ালা (তাদের ওপর) সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি তাদের মনের (উদ্বেগজনিত) অবস্থার কথা ভালো করেই জানতেন, তাই তিনি (তা দূর করার জন্যে) তাদের ওপর মানসিক প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং আসন্ন বিজয় দিয়ে তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٥٨﴾

১৯. (তাদের জন্যে আরো রয়েছে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে; আল্লাহ তায়ালা অনেক শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٩﴾

২০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (আরো) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, (আগামীতেও) তোমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে; এরপর তিনি এ (বিজয়)—কে তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করেছেন এবং মানুষদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন যাতে করে এটা মোমেনদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালা) একটা নিদর্শন হতে পারে এবং এর দ্বারা তিনি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন,

وَعَدَ كُفْرُ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ۚ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٠﴾

২১. এছাড়াও অনেক (সম্পদ) রয়েছে, যার ওপর এখনও তোমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি; (আসমান যমীনের সমুদয় সম্পদ,) তা তো আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিবেষ্টন করে আছেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٦١﴾

২২. (সেদিন) যদি কাফেররা তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যেতো, অতপর তারা কোনো সাহায্যকারী ও বন্ধু পেতো না।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٢﴾

২৩. (এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালায় নিয়ম, যা আগে থেকে (একই ধারায়) চলে আসছে, তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালায় নিয়মের কোনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

২৪. (তিনিই মহান আল্লাহ,) যিনি মক্কা নগরীর অদূরে তাদের ওপর তোমাদের নিশ্চিত বিজয়দানের পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন; আর তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছিলেন।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

২৫. তারা হচ্ছে সেসব (অপরাধী) মানুষ, যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করেছে এবং (আল্লাহর ঘর) মাসজিদে হারাম (-এর তাওয়াফ করা) থেকে তোমাদের বাধা দিয়েছে এবং কোরবানীর পশুগুলোকে তাদের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিয়েছে; যদি (সেদিন মক্কা নগরিতে) এমন সব মোমেন পুরুষ ও নারী অবস্থান না করতো- যাদের অনেককেই তোমরা জানতে না, (তাছাড়া যদি এ আশংকাও না থাকতো, একান্ত অজান্তে) তোমরা তাদের পদদলিত করে দেবে এবং এ জন্যে তোমরা (পরে হয়তো) অনুতপ্তও হবে (তাহলে এ যুদ্ধ বন্ধ করা হতো না- যুদ্ধ তো এ কারণেই বন্ধ করা হয়েছিলো), এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে আসেন, যদি (সেদিন) তারা (কাফেরদের থেকে) পৃথক হয়ে যেতো তাহলে (মক্কায় অবশিষ্ট) যারা কাফের ছিলো তাদের আমি কঠিন ও মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرِةٌ ۚ بَغِيرَ عَلَيْهِمْ ۚ لَيْدٌ خَلَّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

২৬. যখন এ কাফেররা নিজেদের মনে জাহেলিয়াতের ঔদ্ধত্য জমিয়ে নিয়েছিলো, তখন (তাদের মোকাবেলায়) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর ও (তাঁর সাথী) মোমেনদের ওপর এক মানসিক প্রশান্তি নাযিল করে দিলেন এবং (এ অবস্থায়ও) তিনি (আল্লাহকে) ভয় করে চলার (নীতির) ওপর তাদের কায়ম রাখলেন, (মূলত) তারাই ছিলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার) অধিকতর যোগ্য ও হকদার ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই যথার্থ জ্ঞান রাখেন।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

২৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, (রসূল স্বপ্নে দেখেছিলো, একদিন) অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছায় নিরাপদে 'মাসজিদুল হারামে' প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ (তখন) থাকবে মাথা মুগুন করা অবস্থায় আবার কেউ থাকবে মাথার চুল কাটা অবস্থায়, তোমরা (তখন) আর কাউকে ভয় করবে না, (স্বপ্নের) এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন, যার কিছুই তোমাদের জানা ছিলো না, অতপর এ (বড়ো বিজয়) টা আসার আগেই তিনি তোমাদের আশু বিজয় দান করেছেন।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ ۖ مُخْلَقِينَ رِءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۚ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

২৮. তিনিই হচ্ছেন মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবনবিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারেন, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

২৯. মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালা রসূল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রুকু ও সাজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারাও (এ আনুগত্যের) সাজদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের এ উদাহরণ যেমন (বর্ণিত রয়েছে) তাওরাত, (তেমনি) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ- যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট) কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কান্ডের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারা গাছটির এ অবস্থা তখন) চাষীর মনকে খুশীতে উৎফুল্ল করে তোলে, (এভাবে একটি মোমেন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
 سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْقًا
 سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ عَصَى
 الْإِسْحَاقَ إِذْ كَرَعَ إِخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ
 الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهَمِّ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

৪
ককুআয়াত ১৮
ককু ২بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-সূরা আল হুজুরাত
মদীনা অবতীর্ণ

১. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে (কখনো) অগ্রণী হতে যেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُبُوا بَيْنَ
يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কখনো নিজেদের আওয়াযকে নবীর আওয়াযের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু আওয়ায ব্যবহার করো- নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াযে কথা বলো না, এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমাদের সব কাজকর্ম (এ কারণেই) বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

৩. যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের গলার আওয়ায নিম্নগামী করে রাখে,

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَسْوَأَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

তারা হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের মন (মগয)-কে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে যাচাই বাছাই করে নিয়েছেন; এমন ধরনের লোকদের জন্যেই রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও অসীম পুরস্কার।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوَى ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑤

৪. (হে নবী,) যারা (সময় অসময়) তোমাকে তোমার কক্ষের বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান রাখে না।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ
الْحُجُرَيْتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑥

৫. যতোকক্ষণ তুমি তাদের কাছে বের হয়ে না আসো, ততোকক্ষণ পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো, তাহলে এটা তাদের জন্যে হতো খুবই উত্তম; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑦

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তির, যদি কোনো দুষ্ট (প্রকৃতির) লোক তোমাদের কাছে কোনো তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরখ করে দেখবে, (কখনো যেন আবার এমন না হয়), না জেনে তোমরা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে, অতপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হলো!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ⑧

৭. তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রসূল মজুদ রয়েছে; (আর) সে যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় বিষয় করে দিয়েছেন; এ লোকগুলোই সঠিক পথের অনুসারী,

وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ
فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الرُّشْدُونَ ⑨

৮. (আসলে এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালায় এক মহা অনুগ্রহ ও নেয়ামত, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩

৯. মোমেনদের দুটো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের এক দল যদি আরেক দলের ওপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা লড়াই করো- যতোকক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হাঁ,) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটো দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
 عَلَى الْأُخْرَىٰ فَتَأْتِلُوا إِلَيْهَا تَبْغِي حَتَّى
تَفْسِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑪

১০. মোমেনরা (একে অপরের) ভাই, অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ وَأْتُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑫

১১. হে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে (নিয়ে) কোনো উপহাস না করে, (কেননা) এমনও তো হতে পারে, (যাদের আজ উপহাস করা হচ্ছে) তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চাইতে অনেক ভালো, একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, (কারণ) ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড়ো ধরনের অপরাধ, যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা যালেম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٩﴾

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো, কিছু কিছু অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না; তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে— (অবশ্যই) তোমরা এটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করো; আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুল করেন তিনি একান্ত দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٠﴾

১৩. হে মানব সম্প্রদায়, অবশ্যই আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বেশী ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٦١﴾

১৪. (আরব) বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি; তুমি বলো, না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান আনোনি, তোমরা (বরং) বলো, আমরা (তোমাদের রাজনৈতিক) বশ্যতা স্বীকার করেছি মাত্র, (কারণ যথার্থ) ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি; যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মফলের সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না; আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে পরম ক্ষমাশীল, একান্ত দয়ালু।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۚ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُوُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

১৫. সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহ তায়ালা বিধানের) সামান্যতম সন্দেহও তারা পোষণ করে না

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا

এবং তারা তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ।

وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٥﴾

১৬. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের 'দ্বীন' সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করতে চাও; অথচ এই আকাশমন্ডলী এবং এ যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জানেন; আল্লাহ তায়ালার সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

১৭. এরা তোমার কাছে প্রতিদান চায় এ জন্যে, তারা (তোমার) বশ্যতা স্বীকার করেছে; তুমি (তাদের) বলো, তোমরা তোমাদের এ বশ্যতা স্বীকার করার প্রতিদান আমার কাছে চেয়ে না, বরং যদি তোমরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়লাই তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত (করে তোমাদের ধন্য) করেছেন।

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمْنُوا
عَلَيَّ إِلَّا سَلَامُكُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়লা এ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় 'গায়ব' সম্পর্কে অবগত আছেন, (এ যমীনে) তোমরা যা করো তার সব কিছুই আল্লাহ তায়লা পর্যবেক্ষণ করেন।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

আয়াত ৪৫
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়লার নামে-

সূরা কাফ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. কা'ফ, মর্যাদাসম্পন্ন কোরআনের শপথ (অবশ্যই তুমি আল্লাহর রসূল),

قُلْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

২. (এ কথা অনুধাবন না করে) বরং তারা বিশ্বয়বোধ করে যে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে (কি করে) একজন সতর্ককারী (নবী) তাদের কাছে এলো, কাফেররা বলে, এ তো (আসলেই) একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার,

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ
فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾

৩. আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো (তখন আমাদের জীবন দেয়া), এ তো সত্যিই এক সুদূরপরাহত ব্যাপার!

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾

৪. আমি জানি, (মৃত্যুর পর) তাদের (দেহ) থেকে কতোটুকু অংশ যমীন বিনষ্ট করে, আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে (যেখানে এ সব বিবরণ) সংরক্ষিত রয়েছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ
وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿٤﴾

৫. উপরন্তু এদের কাছে যখনি সত্য এসে হাযির হয়েছে, তখনি তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতপর তারা সংশয়ে দোদুল্যমান (থাকে)।

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي
أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴿٥﴾

৬. এ লোকগুলো কি কখনো তাদের ওপরে (ভাসমান) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি, কিভাবে

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

তা আমি বানিয়ে রেখেছি এবং কিভাবে আমি তাকে সাজিয়ে রেখেছি, কই, এর কোথাও তো কোনো ফাটল নেই!

بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝

৭. আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (নড়াচড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে) আমি তার মধ্যে ময়বুত (অনড়) পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছি, আবার এ যমীনে আমি উদগত করেছি সব ধরনের চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

৮. প্রতিটি মানুষ- যে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে চায়, (এগুলো) তার চোখ খুলে দেবে এবং তাকে (আল্লাহর কথা) মনে করিয়ে দেবে।

تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

৯. আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যরাজি পয়দা করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়;

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَّكًَا فَأَنْبَتْنَا
بِهِ جَنَّتٍ وَحَبِّ الْكَصِيدِ ۝

১০. (আরো পয়দা করেছি) উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ, যার গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে,

وَالنَّخْلَ خَلَّ بِسِقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝

১১. (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে) দান করেছি এবং আমি তা দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন দান করি; এমনি করেই (মৃত মানুষদের কবর থেকে) বেরিয়ে আসার ঘটনাও (সংঘটিত হবে)।

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا
كُنْ لَكَ الْخُرُوجُ ۝

১২. এর আগেও নূহের জাতি, রাস্-এর অধিবাসী ও সামুদ্র জাতির লোকেরা (তাদের নবীদের) অস্বীকার করেছে,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝

১৩. (অস্বীকার করেছে) আ'দ, ফেরাউন ও লূতের ভাই বন্ধুরাও,

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

১৪. বনের অধিবাসী এবং তুর্কা সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাই করেছে); এরা সবাই (আল্লাহর) রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর তাদের ওপর (আমার) প্রতিশ্রুত আযাব আপতিত হয়েছে।

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ
الرَّسْلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝

১৫. আমি কি মানুষদের প্রথমবার সৃষ্টি করতে গিয়ে (এতোই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এরা আমার নতুন সৃষ্টি করার কাজে সন্দেহ পোষণ করেছে!

أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي
لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১৬. নিসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি, (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا
تُوَسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

১৭. (আমার এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) সেখানে আরো দু'জন (ফেরেশতা)- একজন তার ডানে আরেকজন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত) আছে।

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

১৮. (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না!

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্তটি (যখন) এসে হাযির হবে (তখন তাকে বলা হবে,) এ হচ্ছে সে (মুহূর্ত)-টা, যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে!

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝

২০. অতপর (সবাইকে একত্রিত করার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে (তখন বলা হবে), এ হচ্ছে সেই (প্রতিশ্রুত) শাস্তির দিন!

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۝

২১. (সেদিন) প্রতিটি মানুষ (আল্লাহর আদালতে এমনভাবে) হাযির হবে, তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সাথে একজন (ফেরেশতা) থাকবে, অপরজন হবে (তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ) সাক্ষী।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

২২. (একজন বলবে, এ হচ্ছে সেদিন,) যে (দিন) সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে, এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ) তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে প্রখর (সবকিছুই তুমি দেখতে পাবে)।

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

২৩. তার (অপর) সাথী (ফেরেশতা) বলবে (হে মালিক), এ হচ্ছে (আসামী, আর এ হচ্ছে) আমার কাছে রক্ষিত (তার জীবনের) নথিপত্র;

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ۝

২৪. (অতপর উভয় ফেরেশতাকে বলা হবে,) তোমরা দু'জন মিলে (একে এবং এর সাথে) প্রতিটি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী কাফেরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,

الْقِيَافَىٰ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

২৫. এরা ভালো কাজে বাধা দিতো, সীমালংঘনকারী (স্বয়ং আল্লাহর ব্যাপারেও) এরা সন্দেহ পোষণকারী, সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,

مِّنَ اللَّخِيرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۝

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাস সাথে অন্য কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিতো, তাকেও (আজ) জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝

২৭. (এ সময়) তার সহচর (শয়তান) বলে উঠবে, হে আমাদের রব, আমি (কিছু) এ ব্যক্তিটিকে (তোমার) বিদ্রোহী বানাইনি, (বস্তৃত) সে নিজেই (ঘোর) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

২৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এখন তোমরা আমার সামনে বাকবিত্তা করো না, আমি তো আগেই তোমাদের (এ দিনের আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىٰ وَقْدٍ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعْدِ ۝

২৯. আমার এখানে কোনো কথারই রদবদল হয় না, আমি বান্দাদের ব্যাপারে অবিচারক নই (যে, সতর্ক না করেই তাদের আযাব দেবো)!

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْبَعِيدِ ۝

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে (লক্ষ্য করে বলবো, তুমি কি সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়ে গেছো? জাহান্নাম বলবে, (হে রব, এখানে আসার মতো) আরো কেউ আছে কি?

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝

৩১. (অপরদিকে) জান্নাতকে মোত্তাকীদের কাছে নিয়ে আসা হবে, (সেদিন তাদের জন্যে তা) মোটেই দূরে থাকবে না।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

৩২. (বলা হবে,) এ হচ্ছে সে জায়গা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিলো, (এটি) এমন প্রতিটি মানুষের জন্যে, যে (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে এবং (তা) হেফাযত করে।

هٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝

৩৩. (এবং তার জন্যেও) যে 'গায়ব' থেকে পরম দয়ালু (আল্লাহ)-কে ভয় করেছে এবং বিনয় চিন্তে (আল্লাহ তায়ালার কাছে) হাযির হয়েছে,

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝

৩৪. (সেদিন তাদের বলা হবে, হাঁ, আজ) তোমরা প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও; এ হচ্ছে (তোমাদের) অনন্ত যাত্রার দিন।

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝

৩৫. সেখানে তারা যা যা পেতে চাইবে তার সবই থাকবে, আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে (অপ্রত্যাশিত পুরস্কার)।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

৩৬. আমি তাদের আগেও অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিলো শক্তি সামর্থে এদের চাইতে অনেক বড়ো, (দুনিয়ার) শহর বন্দরগুলো তারা চম্বে বেড়িয়েছে; কিন্তু (আল্লাহর আযাব থেকে তাদের) পলায়নের কোনো জায়গা কি ছিলো?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ۝

৩৭. এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে (প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যার (কাছে একটি জীবন্ত) মন রয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি একাগ্রচিন্তে (সে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ) শুনতে চায়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَإِنْ كُرِيَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَمِيعٌ ۝

৩৮. আমি আকাশমালা, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, (এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়) কোনো ক্লাস্তিই আমাকে স্পর্শ করেনি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

৩৯. অতএব (হে নবী,) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের পবিত্রতা ও মহাত্ম্য ঘোষণা করো- সূর্য উদয়ের আগে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে,

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

৪০. রাতের একাংশেও তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা করো এবং সাজদা আদায় করে (পুনরায়) তাঁর তাসবীহ পাঠ করো।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

৪১. কান পেতে শোনো, যেদিন একজন আহ্বানকারী একান্ত কাছে থেকে (সবাইকে) ডাকতে থাকবে,

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

৪২. সেদিন তারা কেয়ামতের মহাগর্জন ঠিকমতোই শুনতে পাবে; সে দিনটিই (হবে কবর থেকে) বের হবার দিন।

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝

৪৩. আমিই (সবার) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই (সবার) প্রত্যাবর্তনস্থল।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝

৪৪. সেদিন তাদের ওপর থেকে (কবরের) মাটি ফেটে যাবে, মানুষরা (দ্রুত হাশরের মাঠের দিকে) দৌড়াতে

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ

থাকবে; (বলা হবে,) এ হচ্ছে হাশরের দিন, (মূলত) আমার জন্যে এটি (ঘটানো) একটি সহজ কাজ।

حٰشَرَ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٨٨

৪৫. (হে নবী,) এরা যা কথাবার্তা বলে তার সব কিছুই আমি জানি, (আসলে) তুমি তো তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করার কেউ নও। অতপর এ কোরআন দিয়ে তুমি সে ব্যক্তিকে সদুপদেশ দাও, যে (আমার) শাস্তিকে ভয় করে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ٨٩

আয়াত ৬০
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আয যারিয়াত
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (ঝঞ্ঝাঝিঁঝুঝ) বাতাসের শপথ, যা ধুলাবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়,

وَالذُّرِّيَّتِ ذُرَّوَا ٩٠

২. (মেঘমালার) শপথ যা পানির বোঝা বয়ে চলে,

فَالْحَمِلِ وَقُرَّا ٩١

৩. (জলযানসমূহের) শপথ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে,

فَالْجُرِّيَّتِ يُسْرًا ٩٢

৪. ফেরেশতাদের শপথ, যারা (আল্লাহর) আদেশ মোতাবেক প্রত্যেক বস্তু বন্টন করে,

فَالْمَقْسَمِتِ أَمْرًا ٩٣

৫. (কেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্যজ্ঞাবী) সত্য,

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ ٩٤

৬. অবশ্যই বিচারের দিনটি সংঘটিত হবে;

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ٩٥

৭. বহু কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের শপথ,

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ٩٦

৮. অবশ্যই তোমরা (এ দিনটির ব্যাপারে) নানা রকম কথাবার্তার মধ্যে (নিমজ্জিত) রয়েছে;

إِنْ كُنْتُمْ لِفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ٩٧

৯. (মূলত) যে ব্যক্তিকে সত্যভ্রষ্ট করা হয়েছে তাকে যাবতীয় (কল্যাণ) থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে;

يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أُفْكَ ٩٨

১০. ধ্বংস হোক, যারা শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে),

قُتِلَ الْخَرُصُونَ ٩٩

১১. যারা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে (সত্য থেকে) উদাসীন হয়ে পড়েছে,

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١٠٠

১২. এরা (হাসি তামাশার ছলে) জিজ্ঞেস করে, বিচারের দিনটি কবে আসবে?

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ١٠١

১৩. (তুমি বলো,) যেদিন তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে (সেদিন কেয়ামত হবে)।

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ١٠٢

১৪. (সেদিন বলা হবে,) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে থাকো; এই হচ্ছে (সেদিন) যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে!

ذُوقُوا فَتَنْتِكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٣

১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তারা জান্নাতে ও বর্ণাধারায় (চির শান্তিতে) থাকবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠٤

১৬. সেদিন তাদের রব তাদের যা (যা পুরস্কার) দেবেন, তা সবই তারা (সানন্দ চিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; নিসন্দেহে এরা আগে সৎকর্মশীল ছিলো;

أَخَذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

১৭. তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাতো।

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা (আল্লাহর কাছে ক্ষমা) প্রার্থনা করতো।

وَبِالْأَسْكَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. (এরা বিশ্বাস করতো,) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَكْرُورِ ﴿١٩﴾

২০. যারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো, তাদের জন্যে পৃথিবীর মাঝে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নিদর্শন (ছড়িয়ে) রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

২১. তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেও তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে; তোমরা কি দেখতে পাও না?

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২২. আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রেযেক এবং তোমাদের দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. অতএব আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এ (গ্রন্থ)-টা নির্ভুল, ঠিক যেমনি তোমরা (এখন) একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছো।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. (হে নবী,) তোমার কাছে ইবরাহীমের (সেই) সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌছেছে কি?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. যখন (ফেরেশতাদের বেশে) তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা (তাকে) 'সালাম' পেশ করলো; সেও (উত্তরে) বললো সালাম, (কিন্তু তার কাছে এদের একটি) অপরিচিত দল বলে মনে হলো,

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمًا مُّكَرَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. এরপর (চুপে চুপে) সে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (ভুনা করা) মোটা তাজা বাছুরসহ (তাদের কাছে ফিরে) এলো,

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

২৭. অতপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছে না যে!

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. (তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় পেলো, তারা বললো, তুমি ভয় করো না; (ইতিমধ্যেই) তারা তাকে জ্ঞানবান একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بَغُلٍّ عَلَيْهِمْ

২৯. (এটা শুনে) তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব), আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা।

فَأَقْبَلَتْ أَمْرًا ثُمَّ فِي مَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

৩০. (তারা বললো,) হাঁ এভাবেই হবে, তোমার রব বলেছেন। অবশ্যই তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন।

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

৩১. সে বললো, হে প্রেরিত (মেহমান)-রা, বলো, তোমাদের (এখানে আসার) ব্যাপারটা কি?

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বললো, আমাদের একটি অপরাধী জাতির কাছে (তাদের শাস্তি করার জন্যে) পাঠানো হয়েছে,

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. (বলা হয়েছে,) আমরা যেন মাটির (শক্ত) পাথর তাদের ওপর বর্ষণ করি,

لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. (সেখানে তাদের নামধাম) তোমার মালিকের কাছ থেকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, (এটা হচ্ছে) সীমালংঘনকারী যালেমদের শাস্তি।

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. অতপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো,

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. (আসলে) সেখানে মুসলমানদের একটি বসতি ছাড়া (উদ্ধার করার মতো) কোনো ঘরই আমি পাইনি,

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. (অতপর) আমি এমন সব (পরবর্তী) মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করে;

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (নিদর্শন রেখেছি) মূসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. সে তার দলবলসহ (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সে বললো, (এ তো হচ্ছে) যাদুকার কিংবা পাগল।

فَتَوَلَّىٰ بَرَكْنَهُ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার লয় লশকরদের (এ বিদ্রোহের জন্যে) চরমভাবে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, (আসলেই) সে ছিলো এক ভয়ংকর অপরাধী ব্যক্তি,

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْرِ وَهُمْ مُّسْمِرُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. আদ জাতির (ঘটনার) মাঝেও (শিক্ষণীয়) উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাদের ওপর এক সর্ববিশ্বংসী (ঝড়) বাতাস পাঠিয়েছিলাম,

وَفِي آدٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

৪২. এ (বিশ্বংসী) বাতাস যা কিছুই ওপর দিয়ে (ধেয়ে) এসেছে, তাকেই পচা হাড়ের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে;

مَا تَذُرُّ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪৩. (নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা (আমার নেয়ামত) ভোগ করতে থাকো।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. (কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতপর এক প্রচণ্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা (অসহায়ের মতো) চেয়েই থাকলো।

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. (আযাবের সামনে) তারা (একটুখানি) দাঁড়াবার শক্তিও পেলো না- না এ আযাব থেকে তারা নিজেদের বাঁচাতেও পারলো,

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصَرِّينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এর আগে (ধ্বংসের তালিকায় ছিলো) নূহের জাতি; নিসন্দেহে তারাও ছিলো একটি পাপী সম্প্রদায়।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি, নিসন্দেহে আমি মহাক্ষমতালী।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমি এ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের সুবিধার জন্যে) আমি একে কতো সুন্দর করেই না (সমতল) করে রেখেছি!

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمِهْدُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (সৃষ্টি জগতের) প্রত্যেকটি বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এ নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতএব তোমরা (এ সবার আসল স্রষ্টা) আল্লাহ তায়ালায় দিকেই ধাবিত হও; আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে (আগত) তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রসূল) মাত্র,

فَعِزُّوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫১. তোমরা আল্লাহ তায়ালায় সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নিয়ো না; আমি তোমাদের জন্যে তাঁর (পক্ষ) থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী (নবী) মাত্র,

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

৫২. (রসূলদের ব্যাপার!) এমনই (হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেনি, যাদের তারা যাদুকর কিংবা পাগল বলেনি,

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. (একি ব্যাপার!) এরা কি একে অপরকে এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে (যে, বংশানুক্রমে সবাই একই কথা বলছে), না, আসলে এরা ছিলো সীমালংঘনকারী জাতি,

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি এদের উপেক্ষা করো, (এ জন্যে) তুমি (কোনোক্রমেই) অভিযুক্ত হবে না,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۚ فَمَا أَنْتَ بِمُلُومٌ ﴿٥٤﴾

৫৫. তুমি (মানুষদের আল্লাহ তায়ালায় পথে চলার) উপদেশ দিতে থাকো, অবশ্যই উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করি না, তাদের কাছ থেকে আমি এও চাই না, তারা আমাকে খাবার যোগাবে।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾

৫৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

৫৯. অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আযাবের অংশ ততোটুকুই নির্দিষ্ট থাকবে- যতোটুকু তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ভোগ করেছে, অতপর (আযাবের ব্যাপারে) তারা যেন তাড়াহুড়ো না করে।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. দুর্ভোগ তো তাদের জন্যে যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের (বার বার) দেয়া হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٦٠﴾

আয়াত ৪৯
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আত তূর
মক্কায় অবতীর্ণ

১. শপথ তূর (পাহাড়)-এর,

وَالطُّورِ ﴿١﴾

২. শপথ (সে উপত্যকায় অবতীর্ণ) লিখিত গ্রন্থের,

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾

৩. (যা রক্ষিত আছে) উন্মুক্ত পত্রে।

فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ﴿٣﴾

৪. শপথ 'বায়তুল মামুর'-এর,

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾

৫. শপথ সমুন্নত ছাদ (আকাশ)-এর,

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾

৬. (আরো) শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের,

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾

৭. তোমার মালিকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে,

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

৮. তাকে প্রতিরোধ করার কেউই থাকবে না,

مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾

৯. যেদিন আসমান ভীষণভাবে আন্দোলিত হবে,

يَوْمَ أَتَمُّورُ السَّمَاءُ مَوْرَأً ﴿٩﴾

১০. পাহাড়সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে;

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾

১১. (সেদিন) দুর্ভোগ হবে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের,

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

১২. যারা (দুনিয়ায়) তামাসাচ্ছলে নানা অর্থহীন খেলাধুলা করছিলেন।

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾

১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে;

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿١٣﴾

১৪. (তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই (ভয়াবহ) আগুন, (দুনিয়ার জীবনে) যাকে তোমরা অস্বীকার করত!

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

১৫. এটাকে কি (তোমাদের কাছে আজ) যাদু (মনে হয়)? না তোমরা দেখতেই পাচ্ছে না?

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

১৬. (আজ) তোমরা এতেই জুলতে থাকো, (এখানে) তোমরা ধৈর্য ধারণ করো কিংবা না করো, (কার্যত) তা তোমাদের জন্যে সমান; তোমাদের (ঠিক) সে (ধরনের) বিনিময়ই (আজ) প্রদান করা হবে, যে (ধরনের) কাজ তোমরা করতে।

إِمْكُلُوا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা জান্নাতের (সুরম্য) উদ্যানে ও (অফুরন্ত) নেয়ামতে অবস্থান করবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮. তাদের রব তাদের যা দেবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে, তাদের রব তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।

فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهْمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৯. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যেমন আমল করতে তার বিনিময়ে (পরিতৃপ্তির সাথে আজ) পানাহার করতে থাকো,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় সমাসীন হবে, আর আমি সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হ্রের সাথে তাদের মিলন ঘটিয়ে দেবো।

مُتَكِّئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২১. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা মাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতা মাতার) পাওনার কিছুই হ্রাস করবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই (দুনিয়ায়) যা অর্জন করেছে তার হাতে বন্দী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২২. (সেখানে) আমি তাদের এমন (সব) ফলমূল ও গোশত পরিবেশন করবো যা তারা পেতে চাইবে।

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, সেখানে কোনো অর্থহীন কিছু থাকবে না এবং থাকবে না কোনো রকম গুনাহর বিষয়ও।

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيرُ ﴿٢٣﴾

২৪. তাদের চারপাশে তাদের (সেবার) জন্যে নিয়োজিত থাকবে কিশোরদের দল, তারা যেন এক একটি লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (দুনিয়ার জীবনের নানা) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. তারা বলবে (হাঁ), আমরা তো আগে আমাদের পরিবারের মাঝে (সব সময় জাহান্নামের) ভয়ে জীবন কাটাতাম।

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِيْٓ أَهْلِنا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. (এ কারণেই আজ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, (সর্বোপরি) তিনি আমাদের (জাহান্নামের) গরম আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন।

فَمِنْ اٰللّٰهِ عَلَيْنَا وَوَقِنَا عَذَابَ السَّوْمِ ﴿٢٧﴾

২৮. আমরা আগেও তাঁকেই ডাকতাম, তিনি অনুগ্রহশীল, দয়ালু।

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৯. অতএব (হে নবী, মানুষদের) তুমি (এ দিনের কথা) স্মরণ করাও, তোমার মালিকের অনুগ্রহে তুমি কোনো গণক নও, তুমি কোনো পাগলও নও;

فَذِكْرٌ لَّكَ فَمَا أَنْتَ بِنُعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০. তারা কি বলতে চায় যে, এ ব্যক্তি একজন কবি এবং সে কোনো দৈব দূর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা তো সে অপেক্ষায়ই আছি।

أَمْ يَقُولُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُوْنِ ﴿٣٠﴾

৩১. তুমি (তাদের) বলো, হাঁ, তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে (সেদিনের) অপেক্ষা করবো;

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. ওদের জ্ঞান বুদ্ধি কি ওদের এসব কথাই বলে, না (আসলে) ওরা (একটি) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. অথবা এরা কি বলতে চায় যে, সে (রসূল) নিজেই (কোরআনের) কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে, কিন্তু (সত্য কথা হচ্ছে) এরা তো ঈমানই আনে না,

أَمْ يَقُولُوْنَ تَقَوَّلَهُ ۖ بَلْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. তারা যদি (নিজেদের কথায়) সত্যবাদী হয় তবে তারাও এ (কোরআনে)-র মতো কিছু একটা (রচনা করে) নিয়ে আসুক না!

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. তারা কি কোনো কিছু ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা;

أَمْ خَلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. না কি তারা নিজেরা এ আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? (আসল কথা হচ্ছে), এরা (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাসই করে না;

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَا يُؤْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তাদের কাছে কি তোমার মালিকের (সম্পদের) ভান্ডার পড়ে আছে, না তারা নিজেরাই (সে সম্পদের) পাহারাদার;

أَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَاۓِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. অথবা তাদের কাছে কি (আসামানে উঠার) কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা (সেখানকার) কথা শুনতে পায়?

أَمْ لَهُمْ سُلٰمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ

তাহলে তারা (সেসব) শোনা বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ এনে হাযির করুক;

فَلْيَأْتِ مُسْتَبْعِمٌ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٧﴾

৩৯. অথবা (তোমরা কি আসলেই মনে করো,) সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ তায়ালায় জন্যে, আর তোমাদের ভাগে থাকবে শুধুই ছেলেগুলো!

اَمْ لَهٗ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٥٨﴾

৪০. কিংবা তুমি কি (আল্লাহর বিধানসমূহ পৌছানোর বিনিময়ে) তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো, যা তাদের কাছে (দুর্বিষহ) জরিমানা বলে মনে হচ্ছে;

اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَمِنْ مِّمَّا مَثْلُوْنَ ﴿٥٩﴾

৪১. অথবা তাদের কাছে রয়েছে গায়ব সংক্রান্ত (এমন) কিছু- যা তারা লিখে রাখছে;

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَمِهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٦٠﴾

৪২. এরা কি তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আঁটতে চায়? যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে তারাই (পরিণামে) ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়;

اَمْ يَرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَاَلَيْسَ كَفَرًا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٦١﴾

৪৩. আল্লাহ তায়ালায় বদলে এদের কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? আল্লাহ তায়ালা এদের শেরেকী কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র।

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৪৪. এরা যদি (কখনো) দেখতে পায়, আসমান থেকে (মেঘের) একটি টুকরো ভেঙে পড়ছে, তাহলে (তাকে আল্লাহর কোনো নিদর্শন মনে না করে) এরা বলবে যে, এ তো হচ্ছে পুঞ্জীভূত এক খন্ড মেঘমাত্র!

وَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُوْلُوْا سَكَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٦٣﴾

৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের ছেড়ে দাও এমন সময় পর্যন্ত- যখন তারা সে দিনটির সাক্ষাত পাবে- যেদিন তাদের বেহুশ করে দেয়া হবে,

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِى فِىْهِ يَصْعَقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৪৬. সেই (সর্বনাশা) দিনে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই কাজে লাগবে না, না সেদিন তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে।

يَوْمًا لَا يَغْنِىٰ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৪৭. যারা যুলুম করেছে অবশ্যই তাদের জন্যে এ ছাড়া আযাব রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاِنَّ لِلَّذِىْنَ ظَلَمُوْا عِندَ اٰبَا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্তের জন্যে ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (অবশ্যই) আমার চোখের সামনে আছো, তুমি যখন (শয্যা ত্যাগ করে) উঠো তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٦٧﴾

৪৯. রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ করো, (রাতের শেষে) তুমি তারাগুলো অন্তিমিত হবার পরও (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٦٨﴾

আয়াত ৬২ রুকু ৩	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-	সূরা আন নাজম মক্কায় অবতীর্ণ
১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা ডুবে যায়,	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ①	
২. তোমাদের সাথী পথ ভুলে যায়নি, সে পথভ্রষ্টও হয়নি,	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ②	
৩. না সে কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলে,	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ③	
৪. বরং (সে যা বলে) তা হচ্ছে ‘ওহী’, যা (তার কাছে) পাঠানো হয়,	إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ④	
৫. একজন তাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছে, সে প্রবল শক্তির অধিকারী (ফেরেশতা),	عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑤	
৬. (সে) সহজাত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী; অতপর সে নিজ আকৃতিতে দাঁড়ালো,	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ⑥	
৭. সে উর্ধ্বাকাশের উপরিভাগে (অধিষ্ঠিত);	وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑦	
৮. তারপর সে কাছে এলো, অতপর সে আরো কাছে এলো,	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ⑧	
৯. (এ সময়) তাদের (উভয়ের) মাঝে ব্যবধান থাকলো (মাত্র) দুই ধনুকের (সমান), কিংবা তার চাইতেও কম!	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑨	
১০. অতপর সে (আল্লাহর) বান্দার কাছে ওহী পৌছে দিলো, যা তার পৌছানোর (কথা) ছিলো;	فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑩	
১১. (বাইরের চোখ দিয়ে) সে যা কিছু দেখেছে (তার ভেতরের) অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।	مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑪	
১২. তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে যা সে নিজের চোখে দেখেছে!	أَفْتَمِرُونه عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑫	
১৩. সে (কিছু) তাকে আরেকবারও দেখেছিলো,	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ⑬	
১৪. (সে তাকে দেখেছিলো) ‘সেদরাতুল মোন্তাহা’র কাছে,	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ⑭	
১৫. যার কাছে রয়েছে (মোমেনদের) ঠিকানা জান্নাত;	عِنْدَ هَا جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ ⑮	
১৬. সে ‘সেদরাটি’ (তখন) এমন কিছু (জ্যোতি) দিয়ে আচ্ছন্ন ছিলো, যা দ্বারা তার আচ্ছন্ন হওয়া (শোভনীয়) ছিলো,	إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ⑯	
১৭. (এখানে তার) কোনোরকম দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং তার দৃষ্টিও সীমালংঘন করেনি।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ⑰	
১৮. অবশ্যই সে তার মালিকের বড়ো বড়ো নিদর্শনসমূহ দেখেছে।	لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ⑱	

১৯. তোমরা কি 'লাত' ও 'ওযযা' সম্পর্কে ভেবে দেখেছো?

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি (দেবী) 'মানাত' সম্পর্কে!

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَىٰ ۝

২১. (তোমরা কি মনে করে নিয়েছো,) পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্যে, আর কন্যা সন্তান সব আল্লাহর জন্যে?

أَكْمَرُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْآنْثَىٰ ۝

২২. (তা হলে তো) এ (বন্টন) হবে নিতান্তই একটা অসংগত বন্টন!

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝

২৩. (মূলত) এগুলো কতিপয় (দেব দেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা ঠিক করে নিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা এ (নামে)-র সমর্থনে কোনো রকম দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি; এরা (নিজেদের) আন্দায় অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাংখার ওপর চলে, অথচ তাদের কাছে (ইতিমধ্যেই) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াত এসে গেছে।

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَ هُرَيْرٌ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝

২৪. (এদের কাছ থেকে) মানুষ যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পাবে—

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْنَىٰ ۝

২৫. দুনিয়া ও আখেরাত তো আল্লাহ তায়ালায় জন্যেই।

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝

২৬. কতো ফেরেশতাই তো রয়েছে আসমানে, (কিন্তু) তাদের কোনো সুপারিশই ফলপ্রসূ হয় না—যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা এবং যাকে ভালোবাসেন তাকে তার জন্যে অনুমতি না দেন।

وَكَمِ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝

২৭. যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারাই ফেরেশতাদের (দেবী তথা) নারীবাচক নামে অভিহিত করে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْآنْثَىٰ ۝

২৮. (অথচ) এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নেই; তারা তো কেবল আন্দায় অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর সত্যের মোকাবেলায় (আন্দায়) অনুমান তো কোনো কাজেই আসে না,

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

২৯. অতএব (হে নবী), যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে সরে গেছে, তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করো না, (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না;

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় তো ওটুকুই;

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۖ

(এ কথা) একমাত্র তোমার মালিকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ۝

৩১. আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন, এতে করে যারা খারাপ কাজ করে বেড়ায় তিনি তাদের (খারাপ) প্রতিফল দান করবেন এবং যারা ভালো কাজ করে তাদের তিনি (এ জন্যে) মহাপুরস্কার প্রদান করবেন;

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝

৩২. (এই পুরস্কার তাদের জন্যে) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোখাটো গুনাহর কথা আলাদা, অবশ্যই তোমার মালিকের ক্ষমা (-র পরিধি) অনেক বিস্তৃত; তিনি তোমাদের তখন থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের (এ) যমীন থেকে পয়দা করেছেন, (তিনি তোমাদের জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভ্রূণের আকারে, অতএব কখনো নিজেদের পবিত্রতা যাহির করো না; আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কে (তাকে) বেশী ভয় করে।

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكَّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝

৩৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখোনি, যে (আল্লাহ তায়ালা পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى

৩৪. যে ব্যক্তি সামান্য কিছুই দান করলো, অতপর (নিজের) হাত গুটিয়ে নিলো।

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۝

৩৫. তার কাছে কি গায়বের কোনো জ্ঞান ছিলো (যে, তা দিয়ে) সে দেখতে পাচ্ছিলো!

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَى ۝

৩৬. তাকে কি (একথা) জানানো হয়নি যে, মূসার (কাছে পাঠানো) সহীফাসমূহে কি (কথা) আছে,

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝

৩৭. (তাকে কি) ইবরাহীমের কথা জানানো হয়নি- যে (আল্লাহর) বিধান পুরোপুরিই পালন করেছে,

وَأِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝

৩৮. (তাকে কি বলা হয়নি যে,) কোনো মানুষই অন্যের (পাপের) বোঝা উঠাবে না,

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝

৩৯. মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা করেছে,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

৪০. অবশ্যই তার কাজকর্ম অবশ্যই (পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে) দেখা হবে,

وَأَن سَعِيَّةٌ سَوْفَ يَرَى ۝

৪১. অতপর তাকে তার পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ۝

৪২. পরিশেষে (সবাইকে একদিন) তোমার মালিকের কাছেই পৌছতে হবে,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ۝

৪৩. তিনিই (সবাইকে) হাসান, তিনিই (সবাইকে) কাঁদান,

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۝

৪৪. তিনিই (মানুষকে) মারেন, তিনিই (তাদের) বাঁচান,

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝

৪৫. তিনিই নর নারীর যুগল পয়দা করেছেন,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

৪৬. (পয়দা করেছেন তাদের) এক বিন্দু (স্থলিত) শুক্র থেকে,

مِّن نَّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝

৪৭. পুনরায় এদের জীবন দান করার দায়িত্বও (কিছু) তাঁর,

وَأَن عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَىٰ ۝

৪৮. তিনিই (তাকে) ধনশালী করেন এবং তিনিই (তার পুঁজি) স্থায়ী রাখেন,

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝

৪৯. তিনি ‘শেরা’ (নামক) নক্ষত্রেরও রব,

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۝

৫০. তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন,

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝

৫১. (ধ্বংস করেছেন) সামুদ জাতিকে (এমনভাবে) যে, তাদের একজনকেও তিনি অবশিষ্ট রাখেননি,

وَتَمُودَ إِذْ أَبَىٰ ۝

৫২. এর আগে (তিনি ধ্বংস করেছেন) নূহের জাতিকে— কেননা তারা ছিলো ভীষণ যালেম ও চরম বিদ্রোহী;

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝

৫৩. তিনি একটি জনপদকে ওপরে উঠিয়ে উল্টো করে ফেলে দিয়েছেন।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝

৫৪. অতপর সে জনপদের ওপর তিনি ছেয়ে দিলেন এমন এক (ভয়ংকর) আযাব, যা (তাকে পুরোপুরিভাবে) ছেয়ে দিলো,

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۝

৫৫. তারপরও (হে নির্বোধ মানুষ,) তুমি তোমার মালিকের কোন্ কোন্ নিদর্শনে সন্দেহ প্রকাশ করো!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

৫৬. (আযাবের) সতর্ককারী (এ নবী তো) আগের সতর্ককারীদেরই (মতোই) একজন!

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝

৫৭. (ত্বরিত আগমনকারী কেয়ামতের) ক্ষণটি (আসলেই) আসন্ন হয়ে গেছে,

أَزِفَتِ الْأَازِفَةُ ۝

৫৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই সে ক্ষণটির (তথ্য) উদঘাটন করতে পারবে না;

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

৫৯. এগুলোই কি সেসব বিষয়— যার ব্যাপারে তোমরা (রীতিমতো) বিশ্বয়বোধ করছো,

أَفَبِئْذَا الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ ۝

৬০. (এসব বিষয় নিয়ে) তোমরা হাসাহাসি করছো, অথচ (পরিণামের কথা ভেবে) তোমরা মোটেই কাঁদছো না,

وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

৬১. (মনে হচ্ছে) তোমরা সবাই উদাসীন হয়ে রয়েছো।

وَأَنْتُمْ سِيدُونَ ۝

৬২. অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে
সাজদাবনত হও এবং তাঁরই এবাদাত করো।

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ
فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ ٥٤

আয়াত ৫৫
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ক্বামার
মক্কায় অবতীর্ণ

১. কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ
হয়ে গেছে !

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

২. (কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যদি কোনো
নিদর্শন দেখে তাহলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়
এবং বলে, এটা হচ্ছে এক চিরাচরিত যাদুকরী
(ব্যাপার)।

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
مُسْتَعْتَبٌ ②

৩. তারা (সত্যকে) অস্বীকার করে এবং নিজেদের
খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, (আসলে) প্রত্যেকটি
(কাজেরই) একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (-র সময়)
রয়েছে।

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ
مُسْتَقَرٌّ ③

৪. অবশ্যই এ লোকদের কাছে (অতীত জাতিসমূহের
আযাবের) সংবাদ এসেছে, (এমন সংবাদ) যাতে
(শাস্তির) হুশিয়ারী রয়েছে,

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ④

৫. এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানসমৃদ্ধ ঘটনা, যদিও
এসব সতর্কবাণী তাদের কোনোই উপকারে আসে
না,

حِكْمَةٌ بِاللِّغَةِ فَمَا تُغْنِي النَّذْرُ ⑤

৬. (হে নবী,) তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে
নাও। (যেদিন কেয়ামত হবে) সেদিন একজন
আহ্বানকারী এদের একটি অপ্রিয় বিষয়ের দিকে
আহ্বান করবে-

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى
شَيْءٍ نَكْرٍ ⑥

৭. (সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে)
কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন বিক্ষিপ্ত
পঙ্গপালের দল,

خَشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ
الْأَجَادِثِ كَانْهَمُ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ⑦

৮. তারা সবাই (তখন সেই) আহ্বানকারীর দিকে
দৌড়াতে থাকবে; যারা (এ দিনকে) অস্বীকার
করেছিলো, তারা বলবে, এ তো (আসলেই) একটি
ভয়াবহ দিন!

مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ
هَذَا يَوْمَ عَسَرٌ ⑧

৯. এদের আগে নূহের জাতিও (এসব কথা)
অস্বীকার করেছিলো, তারা আমার বান্দা (নূহ)-কে
মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকে পাগল বলে
আখ্যায়িত করেছে, তাকে (নানাভাবে) ধমকও দেয়া
হয়েছিলো।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا
وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرٌ ⑨

১০. অতপর সে তার মালিককে ডাকলো (এবং
বললো) আমি একান্ত অসহায়, অতএব তুমি (এদের
কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ⑩

১১. এরপর আমি (তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং) প্রবল বৃষ্টির পানি বর্ষণের জন্যে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম,

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّهِيرٍ ﴿٥٥﴾

১২. ভূমির স্তর (বিদীর্ণ করে তাকে পানির) প্রচণ্ড প্রস্রবণে পরিণত করলাম, অতপর (আসমান ও যমীনের) পানি এক জায়গায় মিলিত হলো এমন একটি কাজের জন্যে, যা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিলো,

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿٥٦﴾

১৩. তখন আমি তাকে কাঠ ও পেরেক (নির্মিত একটি) যানে উঠিয়ে নিলাম,

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿٥٧﴾

১৪. যা আমার (প্রত্যক্ষ) দৃষ্টির সামনে (দিয়ে) বয়ে চললো, এটি ছিলো সে ব্যক্তির জন্যে একটি (বড়ো ধরনের) পুরস্কার, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।

تَجَرَّى بِاعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿٥٨﴾

১৫. আমি (জলযানসদৃশ) সে জিনিসটিকে (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) একটি নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি, কে আছে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَّدِيرٍ ﴿٥٩﴾

১৬. (দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ﴿٦٠﴾

১৭. আমি অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَّدِيرٍ ﴿٦١﴾

১৮. আ'দ জাতির লোকেরাও (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (দেখে নাও তাদের জন্যে) আমার আযাব কেমন (কঠোর) ছিলো এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

كَلَّ بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ﴿٦٢﴾

১৯. এক স্থায়ী কুলক্ষণের দিনে আমি তাদের ওপর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مَّرْمَرًا فِي يَوْمٍ نَكَسٍ مُّسْتَبِيرٍ ﴿٦٣﴾

২০. যা মানুষদের এমনভাবে ছুঁড়ে মারছিলো, যেন তা খেজুর গাছের এক একটি উৎপাটিত কাণ্ড!

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعٍ ﴿٦٤﴾

২১. (দেখে নাও) কেমন ছিলো আমার আযাব আর (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ﴿٦٥﴾

২২. অবশ্যই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَّدِيرٍ ﴿٦٦﴾

২৩. সামুদ সম্প্রদায়ও (আযাবের) সতর্ককারী (নবী ও রসূল)-দের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝

২৪. তারা বলেছিলো, আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন লোকের কথা মেনে চলবো? তার আনুগত্য করলে আমরা গোমরাহী ও পাগলামিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো।

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا
لَفِيَ ضَلِيلٌ وَسُعُرٌ ۝

২৫. আমাদের মাঝে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি ছিলো- যার ওপর (আল্লাহর) ওহী নাযিল করা হয়েছে, (আসলে) সে হচ্ছে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি।

ءَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ
كَذَّابٌ أَشْرٌ ۝

২৬. আগামীকাল (মহাবিচারের দিন) তারা জানতে পারবে, তাদের মধ্যে কে ছিলো মিথ্যাবাদী ও অহংকারী!

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ۝

২৭. অবশ্যই আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে একটি উষ্ট্রী পাঠাবো, তুমি একান্ত কাছে থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করো এবং ধৈর্য ধরো,

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ
وَاصْطَبِرْ ۝

২৮. তাদের জানিয়ে দাও, (কুয়ার) পানি অবশ্যই তাদের (ও উষ্ট্রীর) মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সবাই (পালাক্রমে) কুয়ার পাশে হাযির হবে।

وَنَبِّئُهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ
شِرْبٍ مَّكْتَضَرٌ ۝

২৯. অতপর তারা (বিদ্রোহের জন্যে) তাদের বন্ধুকে ডাকলো, সে (উষ্ট্রিকে ছুরি দিয়ে) আক্রমণ করলো এবং (তার পায়ের) নলি কেটে ফেললো।

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝

৩০. (পরিণামে তোমরা দেখেছো) কেমন ছিলো আমার আযাব, (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

৩১. আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম মাত্র একটি গর্জন, এতেই তারা শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত জন্তু জানোয়ারদের দলিত খোঁয়াড়ের মতো হয়ে গেলো।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيَّحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا
كَهَشِيمِ الْمُكْتَظِرِ ۝

৩২. বোঝার জন্যে আমি কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছি, কে আছে (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مَّنْ ذَكِّرٍ ۝

৩৩. লূতের জাতির লোকেরাও সতর্ককারী (নবী)-দের মিথ্যাবাদী বলেছিলো।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ۝

৩৪. অবশ্যই আমি তাদের ওপর পাথর (নিষ্ক্ষেপকারী) বৃষ্টি প্রেরণ করলাম, লূতের পরিবার পরিজন ও তার অনুবর্তনকারীদের বাদে; রাতের শেষ প্রহরেই আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়েছিলাম,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ
نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَكَرٍ ۝

৩৫. এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ; যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ۖ كُنْ لِّكَ نَجْرَىٰ مِّنْ شَكَرٍ ﴿٣٥﴾

৩৬. লূত আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে তাদের ভয় দেখিয়েছিলো; কিন্তু এ সতর্কীকরণে তারা বাকবিত্তভা শুরু করে দিলো।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৭. (একপর্যায়ে) তারা তার কাছে এসে (কুমতলবের জন্যে) তার মেহমানদের (নিয়ে যাবার) দাবী করলো, আমি (তখন) তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম, (আমি তাদের বললাম), এবার তোমরা আমার আযাব উপভোগ করো এবং সতর্ককারী (নবীদের অবজ্ঞা করার পরিণামটা)-ও ভোগ করো!

وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

৩৮. প্রত্যুষেই তাদের ওপর আমার অমোঘ আযাব প্রচণ্ড আঘাত হানলো,

وَلَقَدْ صَبَحَهمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٣٨﴾

৩৯. (আমি বললাম,) অতপর তোমরা আমার এ আযাব আশ্বাদন করতে থাকো এবং (আমার) সতর্ককারীদের উপেক্ষা করার পরিণামটাও ভোগ করো।

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

৪০. আমি এ কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ (করে নাযিল) করেছি, কিন্তু কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ ﴿٤٠﴾

৪১. ফেরাউনের জাতির লোকদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছিলো,

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

৪২. (কিন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, (পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করলাম- ঠিক যেমনি করে সর্বশক্তিমান সত্তা (বিদ্রোহীদের) পাকড়াও করে থাকেন।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমাদের (সমাজের) এ কাফেররা তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের চাইতে কি (শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে) উৎকৃষ্ট? অথবা (আমার) কিতাবের কোথাও কি তোমাদের জন্যে অব্যাহতি (-মূলক কিছু) রয়েছে?

أَكْفَرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكَ ۚ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা কি বলছে যে, আমরা হচ্ছি একটি অপরাজেয় দল!

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. অচিরেই (তুমি দেখবে) এ (অপরাজেয়) দলটিই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যাবে এবং (সম্মুখসমরে) তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে।

سَيَهْزَأُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তাছাড়া তাদের (শাস্তিদানের) নির্ধারিত ক্ষণ কেয়ামত তো রয়েছেই, আর কেয়ামত হবে বড়োই কঠিন ও বড়োই তিক্ত।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدهَىٰ وَأَمَرٌ ﴿٤٦﴾

৪৭. অবশ্যই এসব অপরাধীরা (নিদারুণ) বিদ্রোহ ও বিকারহস্ততার মাঝে পড়ে আছে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلٰلٍ وَسَعٍ ﴿٨٩﴾

৪৮. যেদিন তাদের উপড় করে (জাহান্নামের) আগুনের দিকে ঠেলে নেয়া হবে (তখন তাদের বলা হবে); এবার তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ উপভোগ করো,

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٩٦﴾

৪৯. অবশ্যই আমি সব কয়টি জিনিসকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি।

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٨٥﴾

৫০. (আর) আমার হুকুম! সে তো এক নিমেষে চোখের পলকের মতোই (কার্যকর হয়)।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ۖ كَلِمَةٍ بَالْبَصَرِ ﴿٤٠﴾

৫১. তোমাদের বহু (বিদ্রোহী) জাতিকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ?

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدْرٍ ۝٥٥

৫২. তারা যা কিছু করছে (তার) সবটুকুই (তাদের আমলনামায়) সংরক্ষিত আছে।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٢٢﴾

৫৩. (সেখানে রয়েছে) প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়, লিপিবদ্ধ আছে প্রতিটি বড়ো বিষয়ও।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٧﴾

৫৪. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহকে) ভয় করেছে,
তারা অনাদিকাল (সুরম্য) জান্নাতে ও (প্রবাহমান)
বর্ণাধারায় থাকবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٢٨﴾

৫৫. (তারা অবস্থান করবে) সম্মানজনক জায়গায়,
বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ
তায়ালার সান্নিধ্যে।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٢٢﴾



১. পরম করুণাময় (আল্লাহ তায়ালা),

الرحمن ٨١٨

২. তিনি (তোমাদের) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন;

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾

৩. তিনি মানুষ বানিয়েছেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ

৪. তিনি তাকে (কথা) বলা শিখিয়েছেন।

عَلَيْهِ الْبَيَانُ ⑧

৫. সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক (তাদের কক্ষপথে) চলছে,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

৬. (যমীনে উৎপাদিত যাবতীয়) লতাপাতা ও গাছগাছড়া তাঁরই সামনে সাজদাবনত হয়,

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٥﴾

৭. আসমান- তাকে তিনি সম্মুখ করে রেখেছেন
এবং (ভারসাম্যের জন্যে) তিনি একটি মানদণ্ড স্থাপন
করেছেন,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۙ ﴿٩﴾

৮. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) যেন তোমরা কখনো মানদণ্ডে সীমা অতিক্রম না করো।

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْغِيَانِ ٧

৯. ইনসাফ মোতাবেক তোমরা ওয়ন প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওয়নে কম দিয়ে) তোমরা (এই) মানদণ্ডের ক্ষতি করো না।

وَأَقِيمُوا الزَّوْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ ٨

১০. আল্লাহ তায়ালা (ভূমণ্ডলকে) সৃষ্টিরাজির জন্যে (বিছিয়ে) রেখেছেন,

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ٩

১১. তাতে রয়েছে (অসংখ্য) ফলমূল, (রয়েছে) খেজুর, যা খোসার আবরণে (ঢাকা),

فِيهَا فَاكِهَةٌ ۚ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ١٠

১২. (রয়েছে) ভূষিযুক্ত শস্যাদানা ও সুগন্ধিযুক্ত (ফল),

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١١

১৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ١٢

১৪. তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়ামতো গুনকো ঠনঠনে এক টুকরো মাটি থেকে—

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٣

১৫. এবং জ্বিনদের বানিয়েছেন আগুন থেকে,

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ١٤

১৬. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ١٥

১৭. (তিনি দুই মওসুমের) দুই উদয়াচলের রব এবং রব দুই অন্তাচলেরও।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ١٦

১৮. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ١٧

১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে (বয়ে চলার জন্যে) ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন যেন তা একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে,

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٨

২০. (তারপরও) তাদের উভয়ের মাঝে একটি অন্তরাল (থেকে যায়)— যার সীমা তারা অতিক্রম করে না,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ١٩

২১. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ٢٠

২২. উভয় (সমুদ্র) থেকেই তিনি প্রবাল ও মুক্তা বের করে আনেন,

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ٢١

২৩. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ٢١

২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পাহাড়সম জাহাজসমূহ তো তাঁরই (ক্ষমতার প্রমাণ),

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٢٢

১
ককু

২৫. অতপর (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. (যমীন ও) তার ওপর যা কিছু আছে তা সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে,

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৭. বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্তা- যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব,

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. এই আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলে যতো কিছু আছে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছেই চায়; (আর) প্রতিদিন (প্রতি ক্ষণ) কোনো না কোনো কাজে তিনি তৎপর রয়েছেন,

يَسْأَلُهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. (এই তৎপরতার মাঝেও কিন্তু) আমি তোমাদের (হিসাবের) জন্যে সময় বের করে নেবো,

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٣١﴾

৩২. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়, যদি আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সীমারেখা অতিক্রম করার তোমাদের সাধ্য থাকে তাহলে (যাও!) তা অতিক্রম করেই দেখো; (কিন্তু আমার দেয়া) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না,

يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (কেয়ামতের দিন) তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ ও ঘোঁয়ার কুন্ডলী পাঠানো হবে, তোমরা (তা) প্রতিরোধ করতে পারবে না,

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُكَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. যখন আসমান ফেটে যাবে তখন তা (লাল) চামড়ার মতো রক্তবর্ণ হয়ে পড়বে,

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَاللِّهَانِ ﴿٣٧﴾

৩৮. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. সেদিন কোনো মানুষ ও জ্বিনের (কাছ থেকে) তার অপরাধ সম্পর্কে (কোনো কৈফিয়ত) জানতে চাওয়া হবে না,

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿٣٩﴾

৪০. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٤٠﴾

৪১. অপরাধীরা তাদের চেহারা দিয়ে (সেদিন এমনিই) চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের নথি অনুযায়ী) তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে (হেঁচড়ে) নেয়া হবে,

يُعَرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيَوْمُحَذَّنُ
بِالنَّوَامِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪২. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٤٢﴾

৪৩. (সেদিন বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো,

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. (সেদিন) তারা তার ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামের মাঝে ঘুরতে থাকবে,

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِن
﴿٤٤﴾

৪৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٤٥﴾

৪৬. যে ব্যক্তি তার নিজের মালিকের সামনে দাঁড়াবার (সময়কে) ভয় করবে, তার জন্যে থাকবে দুটো (সুরম্য) বাগিচা,

وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتِي
﴿٤٦﴾

৪৭. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٤٧﴾

৪৮. সে (বাগিচা) দুটো হবে ঘন শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট,

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতপর (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٤٩﴾

৫০. সেখানে দুটো বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে,

فِيهِمَا عَيْنِي تَجْرِي ﴿٥٠﴾

৫১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٥١﴾

৫২. সেখানে প্রতিটি ফল থাকবে দু' দু' প্রকারের,

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٥٣﴾

৫৪. (জান্নাতীরা সেখানে) রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো পুরু ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে, (এ সময়) উভয় উদ্যান (ফলসহ তাদের সামনে) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে,

مُتَكِّئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ
وَجَنَّاتُ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বীন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٥٥﴾

৫৬. সেখানে (আরো) থাকবে আয়তনয়না হ্রদ, যাদের এদের আগে কোনো মানুষ কিংবা জ্বীন কখনো স্পর্শ পর্যন্ত করেনি,

فِيهِنَّ قُصِرَتُ الطَّرْفُ لَسَرَّ يَطْمِثُهُنَّ
إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٥٦﴾

৫৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এরা যেন এক একটি প্রবাল ও পদ্মরাগ,

كَأَنَّهُمْ أَثْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

৫৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾

৬০. উত্তম (আনুগত্য)-এর বিনিময় উত্তম (পুরস্কার) ছাড়া আর কি হতে পারে (বলো)!

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

৬১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে!

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾

৬২. এ দুটো ছাড়াও (সেখানে) দুটো (ভিন্ন ধরনের) উদ্যান রয়েছে,

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾

৬৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪. সে (উদ্যান) দুটো হবে সবুজ ও ঘন,

مُدَّ هَامَتَيْنِ ﴿٦٤﴾

৬৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. সেখানে থাকবে দুটো বর্ণাধারা, ফোয়ারার মতো উচ্ছল গতিতে তা অবিরাম বইতে থাকবে,

فِيهِمَا عَيْنِيْنِ نَّضَّاجَتَيْنِ ﴿٦٦﴾

৬৭. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. সেখানে থাকবে (রং বেরংয়ের) ফল পাকড়া-খেজুর ও আনার,

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾

৭০. সেখানে থাকবে সৎ স্বভাবের সুন্দরী রমণীরা,

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

৭১. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾

৭২. হুররা তাঁবুতে (তোমাদের জন্যে) সংরক্ষিত (রয়েছে),

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. এদের আগে অন্য কোনো মানুষ কিংবা জ্বিন কখনো এদের স্পর্শ করেনি,

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾

৭৫. অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. এ ব্যক্তির সুন্দর গালিচার বিছানা ও সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে,

مُتَكِّئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. কতো মহান তোমার মালিকের নাম, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল।

تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৩ ককু

আয়াত ৯৬
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ওয়াক্কাহ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. যখন (কেয়ামতের অবশ্যম্ভাবী) ঘটনাটি সংঘটিত হবে,

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾

২. (তখন) কেউই তার সংঘটিত হওয়ার অস্বীকারকারী থাকবে না।

لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾

৩. এ (ঘটনা)-টি হবে (কারো মর্যাদা) ভুলুষ্ঠিকারী, আর (কারো মর্যাদা) সমুন্নতকারী,

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾

৪. পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে,

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾

৫. পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾

৬. অতপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে,

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾

৭. আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগ হয়ে যাবে;

وَكُنْتُمْ أَثَرًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾

৮. (প্রথমত হবে) ডান দিকের দল, (তোমরা কি জানো এ) ডান দিকের লোক কারা?

فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٨﴾

৯. (দ্বিতীয়ত হবে) বাম দিকের দল, কারা এ বাম দিকের লোক (তা কি তোমরা জানো)?

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ هُمْ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٩﴾

১০. (তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তী (ঈমান আনয়নকারী) দল, এরা (হবে) অগ্রগামী দল,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾

১১. এরা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্দা,

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾

১২. (এরা) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে (অবস্থান করবে)।

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾

১৩. (এদের) বড়ো অংশটি (হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে,

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

১৪. আর সামান্য (একটি অংশই) থাকবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকে;

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

১৫. (তারা) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর (উপবিষ্ট থাকবে),

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾

১৬. তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোমুখি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)।

مُتَقَابِلِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾

১৭. তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির
কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে,

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مَّخْلُوقُونَ ﴿٢٩﴾

১৮. পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে
(এরা প্রস্তুত থাকবে),

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

১৯. সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের
কোনো শিরপীড়া হবে না, না তারা (কোনো রকম)
নেশাগ্রস্ত হবে,

لَّا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿٣١﴾

২০. (সেখানে থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো
ফলমূল,

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٣٢﴾

২১. (থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক
(রকমারি) পাখীর গোশত;

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٣٣﴾

২২. (তাদের জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না
সাথীরা,

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٣٤﴾

২৩. তারা যেন (সযত্নে) ঢেকে রাখা এক একটি
মুজা,

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٣٥﴾

২৪. (এগুলো হচ্ছে তাদের) সে (কাজের) পুরস্কার যা
তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

২৫. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে
পাবে না, না শুনতে পাবে কোনো পাপের কথা!

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٣٧﴾

২৬. বরং বলা হবে (শুধু) শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি!

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٣٨﴾

২৭. (এরপর থাকবে) ডান পাশের লোক, আর কারা
(এ) ডান পাশের লোক; (তা কি তুমি জানো?)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾

২৮. (তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,
যেখানে থাকবে কাঁটাবিহীন বরই গাছ,

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٤٠﴾

২৯. (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা,

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٤١﴾

৩০. ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকবে,

وَطَلٌّ مَّدُودٍ ﴿٤٢﴾

৩১. আরও থাকবে প্রবাহমান (ঋণাধারার) পানি,

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٤٣﴾

৩২. পর্যাপ্ত (পরিমাণ) ফলমূল,

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٤٤﴾

৩৩. যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার
ব্যবহার কখনো) নিষিদ্ধ করা হবে না,

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٤٥﴾

৩৪. থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা;

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٤٦﴾

৩৫. আমি তাদের (সাথী হ্রদের) বানিয়েছি (-ঠিক)
বানানোর মতো (করেই),

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٤٧﴾

৩৬. (তাদের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি,

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

৩৭. তারা (হবে) সমবয়সী প্রেম সোহাগিনী,

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

৩৮. (এসব হচ্ছে প্রথম দলের) ডান পাশের লোকদের জন্যে;

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

৩৯. (এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে (কিছু) আগের লোকদের মাঝ থেকে,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. (আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও;

وَّثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. (অতপর থাকবে) বাম পাশের লোক, (তুমি কি জানো) এ বাম পাশের লোক কারা;

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ؕ هُمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

৪২. (তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে—

فِي سُمُورٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. এবং (ঘন) কালো রঙের ধোঁয়ার ছায়ায়,

وظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. (সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও নয়।

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. নিসন্দেহে এরা (সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অত্যন্ত সুখ সম্পদে কাটাতো,

إِنَّمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এরা বার বার বড়ো বড়ো পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো,

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৭. এরা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো আমরা যখন মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো— তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?

وَكَانُوا يَقُولُونَ ؕ إِذْءَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমাদের বাপদাদা এবং পূর্বপুরুষদেরও কি (জীবিত করা হবে)?

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককেই—

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. একটি নির্দিষ্ট দিনে (একটা নির্দিষ্ট সময়ে) জড়ো করা হবে!

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

৫১. অতপর (কাফেরদের বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও (এ দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তির,

تُزَكَّرُ إِنَّكَرَ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿٥١﴾

৫২. (আজ) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে ‘যাকুম’ (নামক একটি) গাছের অংশ,

لَا كُلُّونَ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. তা দিয়েই তোমরা (আজ তোমাদের) পেট ভরবে,

فَمَا لُتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি,

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

৫৫. তাও আবার পান করতে থাকবে (মরুভূমির)
তৃষ্ণার্ত উটের মতো করে;

فَشْرَبُونَ شَرَبَ الْهَمِيرِ ﴿٥٥﴾

৫৬. এই হবে (সেদিন) তাদের (যথার্থ)
মেহমানদারী;

هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি (যে) তোমাদের সবাইকে পয়দা করেছি—
(এ কথাটা) তোমরা কি স্বীকার করো না?

نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তোমরা যে (সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বিন্দু)
বীর্যপাত করে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে
দেখেছো?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. (বলো তো,) তাকে কি তোমরা (পূর্ণাংগ) মানুষ
বানিয়ে দাও- না আমিই তার স্রষ্টা?

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. তোমাদের মাঝে (সবার) মৃত্যু আমিই নির্ধারণ
করি এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে—

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ
بِمُسْبِقِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ দিয়ে
তোমাদের বদল করে দেবো এবং তোমাদেরই
(আবার) এমনভাবে তৈরী করবো যে, তোমরা কিছুই
জানতে পারবে না।

عَلَىٰ أَنْ تَبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَ فِي مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬২. তোমরা (যখন) তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ঘটনাটা
জানতে পেরেছো, (তখন দ্বিতীয় সৃষ্টির ঘটনাকে)
কেন স্মরণ করছো না?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করে আসো সে
সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছো?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. (তা থেকে) ফসলের উৎপাদন কি তোমরা
ঘটাও- না আমিই তার উৎপাদক?

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. অথচ আমি যদি চাই তাহলে (অংকুরিত সব)
বীজ খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, আর (তা
দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে,

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. (তোমরা তখন বলবে, হায়! আজ তো) আমাদের
সর্বনাশ হয়ে গেলো,

إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. আমরা তো (ফসল থেকে) বঞ্চিতই থেকে
গেলাম!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করে
দেখেছো যা তোমরা পান করো;

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. (আকাশের) মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা
নিজেরা বর্ষণ করো- না আমি এর বর্ষণকারী?

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. অথচ আমি চাইলে এ (সুপেয়) পানি লবণাক্ত
করে দিতে পারি, কতো ভালো হতো- তোমরা যদি
আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে!

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. আগুন- যা (প্রতিদিন) তোমরা প্রজ্জ্বলিত করো-
তা সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো?

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

৭২. তার (জ্বালানোর) গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি
করেছো- না আমি এর স্রষ্টা?

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. (মূলত) আমিই একে (সভ্যতার) নিদর্শন করে
রেখেছি এবং একে ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রয়োজন
পূরণের সামান বানিয়ে দিয়েছি।

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. অতপর (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের
নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

৭৫. আমি শপথ করছি তারকাগুলোর অস্তাচলের,

فَلَا أَقْسِرُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

৭৬. সত্যিই তা হচ্ছে এক মহা শপথ, যদি তোমরা
কথাটা জানতে!

وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭. অবশ্যই কোরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮. এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্নে) রক্ষিত
গ্রন্থে,

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

৭৯. যাদের পুত্র পবিত্র বানানো হয়েছে- তারা
ব্যতিরেকে তা কেউই স্পর্শ করে না;

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. (তা) নাযিল করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ
তায়ালার কাছ থেকে।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

৮১. তোমরা কি এ (গ্রন্থের) বাণীকে সাধারণ কথা
মনে করো?

أَفَبِمَا آخِذَ الْوَحْيِ أَنْتُمْ مَدَّيُونٌ ﴿٨١﴾

৮২. এবং (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই কি
তোমরা তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নেবে?

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কণ্ঠনালীতে
এসে পৌছে যায়,

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তখন তোমরা (সেখানে অসহায়ের মতো)
তাকিয়ে থাকো,

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. (এ সময় তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই
সেই (মুমূর্ষু) ব্যক্তির বেশী কাছে থাকি, (কিন্তু)
তোমরা এর কিছুই দেখতে পাও না।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا
تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. যদি তোমরা কারো অধীন ও অক্ষম না-ই হও-

فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে)
সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সে (বেরিয়ে যাওয়া)
প্রাণকে (পুনরায় তার দেহে) ফিরিয়ে আনো না!

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. (হাঁ)- যদি সে (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত (প্রথম দলের) একজন হয়,

فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তাহলে (তার জন্যে) থাকবে আরাম আয়েশ, উন্নত মানের আহাৰ্য ও নেয়ামতে ভরপুর (চিরন্তন) জান্নাত,

فَرَوْحٌ وَرَيْكَانٌ وَوَجْنَتٌ نِّعِيمٍ ﴿٨٩﴾

৯০. আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ,

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

৯১. তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে যে,) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি (আর শান্তি, কারণ), তুমি (ছিলে) ডান পাশেরই (একজন);

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

৯২. আর যদি সে হয় (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের কেউ-

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

৯৩. তাহলে ফুটন্ত পানি দ্বারা (তার) আপ্যায়ন করা হবে-

فَنَزْلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

৯৪. এবং সে জাহান্নামের (কঠিন) আগুনে উপনীত হবে।

وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ﴿٩৪﴾

৯৫. নিশ্চয়ই এ হচ্ছে একটি অমোঘ সত্য (ঘটনা)।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩৫﴾

৯৬. অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করো।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩৬﴾

আয়াত ২৯
রুকু ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হাদীদ
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি সব কিছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

৩. তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তাঁর আরশে সমাসীন হন; তিনি জানেন যা কিছু এ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে। আসমান থেকে যা অবতীর্ণ হয় (তা যেমন তিনি জানেন- আবার) আসমানের দিকে যা কিছু ওঠে (তাও তিনি অবগত আছেন);

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন; তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥﴾

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যে, প্রতিটি বিষয়কে আল্লাহ তায়ালা দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

৬. তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে, (আবার) দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে; তিনি মনের (কোণে লুকিয়ে থাকা) বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

৭. (হে মানুষ,) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ওপর, আর তিনি তোমাদের যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (তাঁরই পথে) তোমরা ব্যয় করো; অতপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করবে, জেনে রেখো, তাদের জন্যে (রয়েছে) এক মহাপুরস্কার।

أٰمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَكْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

৮. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনছো না? (অথচ) আল্লাহর রসূল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন, তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো এবং তিনি তো (এ মর্মে) তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন, যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হও (তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করো)।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

৯. তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন, যেন তিনি তোমাদের (এর দ্বারা জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু, একান্ত করুণাময়।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾

১০. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না, (অথচ) আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানেও) যুদ্ধ করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয় সাধিত হবার পর (আল্লাহর পথে) অর্থ ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন;

وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِ ۚ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ ۚ

তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে
পূর্ণাংগভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

১১. কে আছে— যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঋণ দেবে—
উত্তম ঋণ, (যার বিনিময়) তিনি (পরকালে) তাকে
কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্যে (থাকবে
আরো) বড়ো ধরনের পুরস্কার,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضِعَّ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٨﴾

১২. যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার
মহিলাদের এগিয়ে যেতে দেখতে পাবে— (দেখবে)
তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে
নূরের এক জ্যোতিও এগিয়ে চলেছে, (এ সময় তাদের
উদ্দেশ্যে বলা হবে), আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ—
(সুসংবাদ হচ্ছে) জান্নাতের, যার পাদদেশ দিয়ে
(সুপেয়) বর্ণাধারী বইতে থাকবে, সেখানে (তোমরা)
থাকবে অনন্তকাল; আর এটাই হচ্ছে চরম সাফল্য,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرًا بُشْرًا الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٩﴾

১৩. সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা
ঈমানদারদের বলবে, তোমরা আমাদের দিকে একটু
তাকাও, যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে
কিছু নিজেরা গ্রহণ করতে পারি, তাদের বলা হবে,
তোমরা (আজ) পেছনে ফিরে যাও এবং (সেখানে
গিয়ে) আলোর সন্ধান করো; অতপর এদের (উভয়ের)
মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, এতে
একটি দরজাও থাকবে; যার ভেতরের দিকে থাকবে
(আল্লাহর) রহমত, আর তার বাইরের দিকে থাকবে
(ভয়াবহ) আযাব;

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ
لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا
نُورًا فَضْرَبَ بَيْنَهُمُ بَسُورًا لَهُ بَابٌ
بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قَبْلِهِ
الْعَذَابُ ﴿٦٠﴾

১৪. তখন (যারা মোনাফেক) তারা ঈমানদারদের
ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের
সাথী ছিলাম না; তারা বলবে, হ্যাঁ (অবশ্যই ছিলে),
তবে তোমরা নিজেরাই নিজদের বিপদগ্রস্ত করে
দিয়েছো, তোমরা (সব সময় সুযোগের) অপেক্ষায়
থাকতে, (নানা রকমের) সন্দেহ পোষণ করতে,
(আসলে দুনিয়ার) মোহ তোমাদের (ভীষণভাবে)
প্রতারিত করে রেখেছিলো, আর এভাবেই (একদিন)
আল্লাহর (পক্ষ থেকে মৃত্যুর) ফয়সালা এসে হাযির
হলো এবং এভাবেই সে (শয়তান) তোমাদের আল্লাহ
তায়াল্লা সম্পর্কে ধোঁকা ফেলে রেখেছিলো।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى
وَلَكِنْ كُنْتُمْ تَنْتَرُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ
أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٦١﴾

১৫. আজ (আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তোমাদের
কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা
হবে না, আর না তাদের কাছ থেকে কোনো
রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে, যারা (আল্লাহ
তায়াল্লাকে) অস্বীকার করেছে; (আজ) তোমাদের
(উভয়ের) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন;

فَالْيَوْمَ لَا يُوَفَّى مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ

(আর তাই) হবে তোমাদের সাথী; কতো নিকৃষ্ট তোমাদের (এ) পরিণাম!

هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٦﴾

১৬. ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সে ক্ষণটি এসে পৌঁছয়নি যে, আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে— এবং তিনি যে সত্য (কিতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে। সে (কখনোই) তাদের মতো হবে না, যাদের এর আগে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলো, (ফলে) তাদের মনও কঠিন হয়ে গেলো; এদের মধ্যে এক বিরাট অংশই হচ্ছে না-ফরমান।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۖ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَنَسُوا ۚ قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

১৭. তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালাই এ ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্যই আমি (আমার) যাবতীয় নির্দেশন তোমাদের জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

১৮. যেসব পুরুষ ও নারী (আল্লাহর পথে) দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের (সে ঋণ আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে) বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে (থাকবে আরো) সম্মানজনক পুরস্কার।

إِنَّ الْمَصْصَيْنِ وَالْمَصِّصَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٩﴾

১৯. আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তাঁর রসূলদের ওপর, তারাই হচ্ছে যথার্থ সিদ্দীক (সত্যবাদী) ও শহীদ— তাদের মালিকের সামনে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী, তাদের সবার জন্যে রয়েছে তাদের (মালিকের পক্ষ থেকে) পুরস্কার এবং তাদের নিজেদের নূর (যা তাদের সাফল্যের প্রমাণ বহন করবে, অপরদিকে), যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٦٠﴾

২০. তোমরা জেনে রাখো, (তোমাদের এ) পার্থিব জীবনটা খেলাধুলা, (হাসি) তামাশা, জাঁকজমক (প্রদর্শন), পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়; (এটা) যেন (আকাশ থেকে বর্ষিত এক পশলা) বৃষ্টি, যার (উৎপাদিত) ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতপর (একদিন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ভূমি দেখতে পাও তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে, তারপর তা (অর্থহীন) খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়,

إِعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا ۖ لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۚ

(এ তো হচ্ছে তাদের দুনিয়ার জীবন); আর পরকালের জীবনে (তাদের জন্যে থাকবে) কঠোর আযাব এবং (ঈমানদারদের জন্যে থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি (সত্যি কথা হচ্ছে), দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।

وَفِي الْآخِرَةِ عَلَىٰ أَبْشَارٍ مِّن مَّغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٥٧﴾

২১. (এ সব অর্থহীন প্রতিযোগিতা পরিহার করে) তোমরা (বরং) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, (এমন জান্নাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত, তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর (পাঠানো) রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে; (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালায় এক অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাকে এ (অনুগ্রহ) প্রদান করেন; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٨﴾

২২. (সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর কোনো বিপর্যয়ই আসে না- যা সৃষ্টির (বহু) আগেই (বিস্তারিত বিবরণসহ) তা একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালায় জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ,

مَا أَصَابَ مَن مَّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٥٩﴾

২৩. (এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না- যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে,

لَّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَكُورٍ ﴿٦٠﴾

২৪. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয়; যে ব্যক্তি (আল্লাহর হুকুম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার জন্যা উচিত), আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহাপ্রশংসায় প্রশংসিত।

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦١﴾

২৫. আমি অবশ্যই আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি এক ন্যায়দণ্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়ম থাকতে পারে। তাদের জন্যে আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে (রয়েছে) বিপুল শক্তি,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

(আরো রয়েছে) মানুষের বহুবিধ উপকার, এর মাধ্যমে (মূলত) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান কে তাঁকে ও তাঁর রসূলদের না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

وَمَنَّا فَعْلُ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٢٦﴾

৩
ককু

২৬. আমি অবশ্যই নূহ ও ইবরাহীমকে (আমার রসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছি এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে আমি নবুওত ও কিতাব (প্রেরণের ব্যবস্থা করে) রেখেছি, অতপর তাদের মাঝে কিছু কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, (অবশ্য) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي
دُرِّيْهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهُتِّ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسْقُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তারপর তাদের পথ ধরে একের পর এক অনেক রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, (এক পর্যায়ে) আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (রসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি এবং তাকে আমি (হেদায়াতের গ্রন্থ) ইঞ্জিল দান করেছি, (এর প্রতিষ্ঠায়) যারা তার আনুগত্য করেছে তাদের মনে (তার প্রতি) দয়া ও করুণা দান করেছি; আর (এ) সন্যাসবাদ! এর উদ্ভব ঘটিয়েছে তারা নিজেরাই, আমি কখনো এটা তাদের জন্যে নির্ধারণ করিনি, (আমি তাদের শুধু বলেছিলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে, তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি, তারপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমি (যথার্থ) পুরস্কার দিয়েছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো গুনাহগার।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ
أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের ওপর ঈমান আনো, এর ফলে তিনি তোমাদের দ্বিগুণ অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন সেই আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মার্ফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا
بِرُسُلِهِ يُؤْتِكُمْ كُفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯. আহলে কিতাবরা যেন একথাটা (ভালো করে) জেনে নিতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহের ওপর তাদের সামান্যতম কোনো অধিকারও নেই, অবশ্যই যাবতীয় অনুগ্রহ সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালায়ই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এ (অনুগ্রহ) দান করেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সুমহান, অনুগ্রহশীল।

لَيْسَ لَكَ يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

৪
ককু

আয়াত ২২
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালায় নামে—

সূরা আল মোজাদালাহ
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (হে রসূল,) তার কথা আল্লাহ তায়ালা (যথার্থই) শুনেছেন, যে (মহিলা) তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিলো এবং (নিজের অসুবিধার জন্যে) আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথাবার্তাই শুনেছেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَكَوُّرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①

২. তোমাদের মধ্যে যারা (তাদের মায়েদের পীঠের সাথে তুলনা করে) নিজ স্ত্রীদের সাথে ‘যেহার’ করে (তাদের জেনে রাখা উচিত), তাদের স্ত্রীরা কিছু কখনো তাদের মা নয়; মা তো হচ্ছে তারা, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে; (এ কাজ করে) তারা (মূলত) অন্যায় ও মিথ্যা কথাই বলে; (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (মানুষের) গুনাহ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ②

৩. যারা (এভাবে) তাদের স্ত্রীদের সাথে ‘যেহার’ করে, অতপর (অনুতপ্ত হয়ে) যা কিছু বলে ফেলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায়— (তাদের জন্যে বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দান করা; এ (বিধানে)—র মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের করণীয় কি— তা বলে দিচ্ছেন, (কেননা) তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۚ ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③

৪. যে ব্যক্তি (মুক্তিদানের জন্যে কোনো দাস) পাবে না (তার বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একাধারে দু’মাসের রোযা পালন (করা, কোনো কারণে) যে ব্যক্তি (রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখবে না তার জন্যে ষাট জন মেসকীনকে (পেট ভরে) খাওয়ানো; এ বিধান এ জন্যেই (দেয়া হয়েছে) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো; এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, যারা (এ সীমা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④

৫. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের তেমনিভাবে অপদস্থ করা হবে, যেমনি করে তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের অপদস্থ করা হয়েছিলো, আমি তো আমার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করে নাযিল করে দিয়েছি; যারা (এসব আয়াত) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অবশ্যই অপমানকর শাস্তি রয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُكَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْتَبُوا ۚ كَمَا كُتِبَ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤

৬. যেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করবেন তখন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (কে) কি করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সে কর্মকান্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরা সে কথা ভুলে গেছে; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সব কিছুর ওপর সাক্ষী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

৭. তুমি কি কখনো এটা লক্ষ্য করোনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলা পরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে তিনি (উপস্থিত) থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয়, যেখানে) 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, (এ সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তাদের সাথেই আছেন, অতপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (দুনিয়ায়) কি কাজ করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

৮. তুমি কি তাদের লক্ষ্য করো না, যাদের (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সম্পর্কে) গোপন কানাঘুসা করতে নিষেধ করা হয়েছিলো; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিলো, তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুসা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাও কখনো তোমাকে অভিবাদন জানান না, (আর এ প্রতারণার সময়) ওরা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? (তুমি বলো,) জাহান্নামই তাদের (শাস্তির) জন্যে যথেষ্ট, তার আগুনে তারা ই দগ্ধ হবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعْوَدُونَ لَهَا أَنَّهُمْ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা যখন একে অপরের সাথে গোপনে কোনো কথা বলো, তখন কখনো কোনো পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরোধিতা সম্পর্কিত কথা বলো না; বরং গোপনে কিছু বলতে হলে একে অপরকে ভালো কাজ ও (আল্লাহকে) ভয় করার কথাই বলো; (সর্বোপরি) সে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে ভয় করো, যার সামনে তোমাদের (সবাইকেই একদিন) সমবেত করা হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُكْشَرُونَ ﴿٩﴾

১০. (আসলে এদের) গোপন সলাপারামর্শ তো হচ্ছে একটা শয়তানী প্ররোচনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকদের কষ্ট দেয়া

إِنَّهَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا

(অথচ এরা জানে না), আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা ঈমানদারদের বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (তাই) ঈমানদারদের উচিত আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

وَلَيْسَ بِضَارٍّ هُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তির, যখন মজলিসসমূহে তোমাদের (একটু নড়েচড়ে) জায়গা প্রশস্ত করে দিতে বলা হয়, তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিও, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের জন্যে (জান্নাতে) এভাবে জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন, (আবার) কখনো যদি (জায়গা ছেড়ে) ওঠে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে যেও, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের মহামর্যাদা দান করবেন; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা যদি কখনো রসূলের সাথে একাকী কোনো কথা বলতে চাও, তাহলে (অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে) তোমরা কিছু দান (সাদাকা) আদায় করে নেবে; এটা তোমাদের (সবার) জন্যে মংগলজনক ও পবিত্রতম পন্থা, অবশ্য সাদাকা আদায় করার মতো তোমরা যদি কিছু না পাও তাহলে (দুশ্চিন্তা করো না, কেননা,) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقُولُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

১৩. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সাদাকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাকো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াক্ফহাল রয়েছেন।

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تُفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

১৪. (হে নবী,) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন; এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে।

الْمُرَرِّإِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

১৫. আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে (জাহান্নামের) কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন;

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

অবশ্যই তারা যে কাজ করছিলো তা (জঘন্য) অপরাধের কাজ।

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

১৬. তারা তাদের শপথগুলোকে (স্বার্থ রক্ষার) ঢাল বানিয়ে নিতো, অতপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো, তাদের জন্যেই (রয়েছে) নানা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾

১৭. আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে (তাদের বাঁচানোর জন্যে) সেদিন তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না; (কেননা) তারা হচ্ছে দোষখেরই বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

لَنْ تَغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٨﴾

১৮. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন- (সেদিনও) তারা তাঁর সামনে (মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্বমুক্তির চেষ্টা) করবে, যেমনি করে তারা (আজ) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাবে, (সেখানেও বুঝি এর মাধ্যমে) কিছু (উপকার) পাওয়া যাবে; (জেনে রেখো) নিসন্দেহে এরা হচ্ছে মিথ্যাচারী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَكْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَكْلِفُونَ لَكُمُ وَيَكْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿٥٩﴾

১৯. (আসলে) শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর স্মরণ (সম্পূর্ণ) ভুলিয়ে দিয়েছে; এরাই হচ্ছে শয়তানের দল; জেনে রাখো, শয়তানের দল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٠﴾

২০. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অবশ্যই (সেদিন) চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي الْآذَانِ ﴿٦١﴾

২১. আল্লাহ তায়ালা (এই) সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়ী হবো,' নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ إِلَّا أَنَا وَرُسُلِي ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٦٢﴾

২২. (হে রসূল,) আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে (আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয় (তবুও নয়); এ (আপসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজস্ব (গায়বী) মদদ দিয়ে তিনি (এ দুনিয়ায়) তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم
بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ

যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও (সেদিন) তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এরাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা বাহিনী, আর হাঁ, আল্লাহর বাহিনীই (শেষতক) কামিয়াব হয়।

تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

আয়াত ২৪
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল হাশর
মদীনায অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে— সবই আল্লাহ তায়ালা (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

২. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাবদের মাঝে যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে— তাদের প্রথম নির্বাসনের দিনেই তাদের নিজ বাড়িঘর থেকে বের করে এনেছিলেন; (অথচ) তোমরা তো (কখনো) কল্পনাও করোনি যে, ওরা (কোনোদিন এ শহর থেকে) বেরিয়ে যাবে, তারা (তো বরং) ভেবেছিলো, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদের আল্লাহ তায়ালা (-র বাহিনী) থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন একদিক থেকে তাদের ধরে ফেললেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি, তাঁর সে পাকড়াও তাদের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করলো, (ফলে) তারা নিজেদের হাত দিয়ে এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মোমেনদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিলো, অতএব হে চক্ষুস্থান ব্যক্তির, (এসব ঘটনা থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ③

৩. যদি আল্লাহ তায়ালা ওদের ওপর নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না লিখে দিতেন, তাহলে (আগের জাতিসমূহের মতো) তিনি তাদের এ দুনিয়ায় (রেখে)-ই কঠোর শাস্তি দিতেন; (অবশ্য) তাদের জন্য পরকালে আগুনের আযাব তো (প্রস্তুত) রয়েছেই।

وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ②

৪. (ওটা) এজন্যই যে, তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের (সম্পৃষ্ট) বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যে কেউই আল্লাহর বিরোধিতা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ شَاقَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ④

৫. (নির্বাসনের সময়) তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা তারা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালা অনুমতিক্রমেই,

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

(আর এটা এ জন্যেই), যেন তিনি এ দ্বারা না-ফরমানদের অপমানিত করতে পারেন।

وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ④

৬. (এ ঘটনার ফলে) আল্লাহ তায়ালা যেসব ধন সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন (তা ছিলো তাঁর একান্ত অনুগ্রহ), তোমরা তো এ (গুলো পাওয়া)-র জন্যে ঘোড়ায় কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে কোনো অভিযান পরিচালনা) করোনি, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার ওপর চান তার ওপরই তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন; আর আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপরই শক্তিমান।

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤

৭. (ধন সম্পদের) যা কিছু (সেই) জনপদের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, রসূলের জন্যে, (রসূলের) আত্মীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথচারীদের জন্যে, (তোমাদের সম্পদ তোমরা এমনভাবে বন্টন করবে) যেন তা (কেবল) তোমাদের বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়। (আল্লাহর) রসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু সে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا تَكْسِرُ الرُّسُلُ فَخُذْوهَا وََمَا تَنْهَكُمْ عَنْهَا فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

৮. (এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্ত মোহাজেরদের জন্যে, যাদের (আল্লাহর ওপর ঈমানের কারণেই) নিজেদের ভিটেমাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে, অথচ এ লোকগুলো শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টিই হাসিল করতে চায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাহায্য সহযোগিতায় (সদা) তৎপর থাকে; (মূলত) এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যশ্রী,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ⑦

৯. (এ সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা এ (মোহাজের)দের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ)-কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিলো, তাদের কাছে যে হিজরত করে এসেছে তারা তাকে ভালোবাসে। (রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে অতিরিক্ত কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে না- তারা তাদের (মোহাজের সাথীদের) প্রয়োজনকে নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদেরও (অনেক) অভাবগ্রস্ততা রয়েছে, (আসলে) যাদেরকে মনের কার্পণ্য (ও সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে (সত্যিকার) সফলকাম,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفَهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧

১০. (সফলকাম তারাও-) যারা তাদের (মোহাজের ও আনসারদের) পরে (দুনিয়ায়) এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের মাফ করে দিয়ো, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের রব, তুমি অবশ্যই মেহেরবান ও পরম দয়ালু।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

১১. (হে রসূল,) তুমি কি তাদের (আচরণ) লক্ষ্য করোনি, যারা মোনাফেকী করে, যারা তাদের কাফের 'আহলে কেতাব' ভাইদের বলে, যদি তোমাদের (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে (এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনো অন্য কারো আনুগত্য করবো না, আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো; আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ﴿٦٠﴾

১২. (সত্য কথা হচ্ছে,) যদি তাদের বের করে দেয়া হয়, তাহলে এরা (কখনো) তাদের সাথে বের হবে না; আবার (যুদ্ধে) আক্রান্ত হলে এরা তাদের সাহায্যও করবে না, যদি এরা তাদের সাহায্য করেও, তবুও (এক সময়) এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতপর এ লোকদের আর কোনো সাহায্য করা হবে না।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿٦١﴾

১৩. (আসলে) এদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয়ই (থাকে) বেশী; (এর কারণ হচ্ছে,) এরা হচ্ছে এমন এক জাতি, যারা (সঠিক কথা) বুঝতে পারে না।

لَا تَنْتَرُوا اللَّهَ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٢﴾

১৪. এরা কখনো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে না, (যদি করেও তা করবে) কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতর বসে, অথবা (নিরাপদ) পাচিলের আড়ালে থেকে; এদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা খুবই মারাত্মক; তুমি তো এদের মনে করো এরা বুঝি ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু এদের অন্তরগুলো শতধা বিচ্ছিন্ন, কেননা এরা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায়,

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

১৫. এদের অবস্থাও সেই আগের লোকদের মতো; যারা মাত্র কিছু দিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে, (পরকালে) এদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে,

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

১৬. এদের (আরেকটি) উদাহরণ হচ্ছে শয়তানের মতো, শয়তান এসে যখন মানুষকে বলে, (তুমি আল্লাহকে) অস্বীকার করো, অতপর (সত্যিই) যখন সে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে তখন (মুহূর্তেই) সে (বোল পাণ্টে ফেলে) বলে, আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি (নিজেই) সৃষ্টিলোকের মালিক আল্লাহ তায়ালকে ভয় করি।

كَمَثِلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۖ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾

১৭. অতপর (শয়তান ও তার অনুসারী) এ দু'জনেরই পরিণাম হবে জাহান্নাম, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আর এটাই হচ্ছে যালেমদের শাস্তি!

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾

১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরূ, তোমরা আল্লাহ তায়ালকে ভয় করো, প্রত্যেকটি মানুষেরই লক্ষ্য করা উচিত, আগামীকাল (আল্লাহর সামনে পেশ করার) জন্যে সে কি (আমলনামা) পেশ করতে যাচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; তোমরা যা কিছু করছো, অবশ্যই আল্লাহ তায়াল তা জানেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

১৯. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং এর ফলে আল্লাহ তায়ালও তাদের ভুলিয়ে দিয়েছেন; (আসলে) এরাই হচ্ছে গুনাহগার।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٢﴾

২০. জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা (কখনো) এক হতে পারে না; জান্নাতবাসীরাই সত্যিকার (অর্থে) সফলকাম।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٦٣﴾

২১. আমি যদি এ কোরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নায়িল করতাম তাহলে তুমি (অবশ্যই) তাকে দেখতে, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে পারে।

لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٤﴾

২২. তিনিই আল্লাহ তায়াল, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٦٥﴾

২৩. তিনিই আল্লাহ তায়াল, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি শাস্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী;

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ

তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শেরেক করছে, আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে পবিত্র।

سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٩﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٠﴾

আয়াত ১৩
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল মোমতাহেনা
মদীনায় অবতীর্ণ

১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দূশমনদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, (এটা কেমন কথা,) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছে! (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করেছে, তারা (আল্লাহর) রসূল এবং তোমাদেরকে (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে, শুধু এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে (আবার) তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতে পারে! তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজ করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسْرَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٣١﴾

২. (অথচ) এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে, (শুধু তাই নয়), এরা নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, (আসলে) এরা তো এটাই চায় তোমরাও (তাদের মতো) কুফরী করো;

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَنُتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٢﴾

৩. কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন; তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

৪. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মাঝে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, আমরা

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا

তোমাদের থেকে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা করো তাদের থেকে মুক্ত, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি, (এ কারণে) আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্যে এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো—যতোদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে মারুদ (বলে) স্বীকার না করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশ্যে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম—যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্যে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা বললো,) হে আমাদের রব, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং তোমার কাছেই (আমাদের) ফিরে যাবার জায়গা।

مَرَّةً وَأَمْ نَكْمُرُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ذَكَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّثَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ⑧

৫. হে আমাদের রব, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ে না, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

৬. তাঁদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সে লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার এবং শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ (আল্লাহ তায়ালার) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার অবশ্যই কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সকল প্রশংসার মালিক।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑥

৭. আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালার তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে (একদিন) বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালার (সবই) করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালার ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ يَنَاءَدِيتُمُ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑦

৮. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তায়ালার কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑧

৯. আল্লাহ তায়ালার কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ

এবং (একই কারণে) তোমাদের তারা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, (এর পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই যালেম।

وَأَخْرَجُواكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন কোনো ঈমানদার নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের (ঈমানের ব্যাপারটা ভালো করে) পরখ করে নিয়ো; (যদিও) তাদের ঈমানের বিষয়টা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, (পরখ করার পর) যদি তোমরা জানতে পারো— তারা (আসলেই) ঈমানদার, তাহলে কোনো অবস্থায়ই তাদের তোমরা কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না; কারণ (যারা ঈমানদার নারী) তারা তাদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে (আর কোনো অবস্থায়ই) ‘হালাল’ নয় এবং (যারা কাফের) তারাও তাদের (ঈমানদার স্ত্রীদের) জন্যে হালাল নয়; (এমতাবস্থায়) তোমরা তাদের (আগের) স্বামীরা (তাদের জন্যে) যা খরচ করেছে তা ফেরত দিয়ে দিয়ো; অতপর তোমরা যখন তাদের মোহর আদায় করে দেবে তখন তোমরা (কেউ) যদি তাদের বিয়ে করো, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না; (একইভাবে) তোমরাও কাফের নারীদের সাথে (দাম্পত্য) সম্পর্ক বজায় রেখো না, (এ ক্ষেত্রে) তোমরা তাদের যে মোহর দিয়েছো তা তাদের থেকে চেয়ে নাও, একই নিয়মে (যারা কাফের স্বামী) তারা তাদের (মুসলমান স্ত্রীদের) যে মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চেয়ে নেবে; এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান; এভাবেই তিনি তোমাদের মাঝে (এ বিষয়টির) ফয়সালা করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও পরম কুশলী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هِنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصْرِ الْكَوْفِرِ وَسَلُّوْا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়— (এমতাবস্থায়) যারা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের জন্যে তারা যে পরিমাণ খরচ করেছে তোমরাও তার সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে দেবে; তোমরা সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى
الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُهُنَّ فَاتُّوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

১২. হে নবী, যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে আসবে এবং এই বলে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করবে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

নিজের হাত ও নিজের পায়ের মাঝখান সংক্রান্ত (বিষয় – তথা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের স্বামীর বলে দাবী করার) মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসবে না এবং কোনো সৎকাজে তোমার না-ফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের (আগের কার্যকলাপের) জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ
أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٨﴾

১৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরূ, আল্লাহ তায়ালা যে জাতির ওপর গযব দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সেভাবেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফেররা (তাদের) কবরের সাথীদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُوا مِنَ الْآخِرَةِ
كَمَا يَكُونُ الْكَافِرُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿٥٩﴾

২
রুকুআয়াত ১৪
রুকু ২بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-সূরা আস সাফ
মদীনায অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরূ, এমন কথা তোমরা কেন বলো যা তোমরা (নিজেরা) করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا
لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾

৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে- যা তোমরা করবে না!

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾

৪. আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ﴿٦٣﴾

৫. (স্মরণ করো,) যখন মূসা নিজের জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, অথচ তোমরা জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর (পাঠানো) একজন রসূল; অতপর লোকেরা যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের মন বাঁকা করে দিলেন; আল্লাহ তায়ালা না-ফরমান জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেন না।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقُولُ لِمَ
تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾

৬. (স্মরণ করো,) যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বনী ইসরাঈলের লোকেরা,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

আমি তোমাদের কাছে (পাঠানো) আল্লাহর রসূল, আমার আগের তাওরাত কিতাবে যা কিছু আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্যে আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদাতা, (এর একটি সুসংবাদ হচ্ছে), আমার পরে এক রসূল আসবে, তার নাম আহমদ; তাওরাতের (আজ) যখন সে (সত্যি সত্যিই) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাযির হলো তখন তারা বললো, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু!

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾

৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, (অথচ) তাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারী জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

৮. এ লোকেরা তাদের মুখের ফুৎকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ তাঁর এ নূর পরিপূর্ণ করে দিতে চান; কাফেররা তাকে যতোই অপছন্দ করুক না কেন!

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمِّتُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

৯. তিনি তাঁর রসূলকে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবনবিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে দুনিয়ার সব কয়টি জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, মোশরেকরা তাকে যতোই অপছন্দ করুক না কেন!

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরে, আমি কি তোমাদের এমন একটি (লাভজনক) ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদের (জাহান্নামের) কঠোর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

১১. (হ্যাঁ, সে ব্যবসাটি হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পারো,

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

১২. আল্লাহ তায়ালা (এর ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহ; আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড়ো সাফল্য,

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

১৩. আরো একটি (বড়ো) অনুগ্রহ (রয়েছে) যা তোমাদের একান্ত কাম্য (এ তা হচ্ছে), আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও (ময়দানের) আসন্ন বিজয়; (তোমরা মোমেনদের) সুসংবাদ দাও।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

১৪. হে ঈমানদার ব্যক্তির, তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমনি করে মারইয়াম পুত্র ঈসা (তাঁর) সংগী সাথীদের বলেছিলো, কে আছে তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) পথে আমার সাহায্যকারী হবে? (তার) সাথীরা বলেছিলো, হাঁ, আমরা আছি আল্লাহর (পথে তোমার) সাহায্যকারী, অতপর বনী ইসরাঈলের একটি দল (সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর ওপর) ঈমান আনলো, আরেক দল (তা সম্পূর্ণ) অস্বীকার করলো, অতপর তাদের (অস্বীকারকারী) দুশমনদের ওপর আমি ঈমানদারদের সাহায্য করলাম, ফলে (যারা ঈমানদার) তারা বিজয়ী হলো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيُّنَا الَّذِي آمَنُوا عَلَىٰ عَذِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهْرِينَ ﴿٥١﴾

২ রুকু

আয়াত ১১
রুকু ২بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল জুমুয়াহ
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালায় মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি মহাপরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِلَهِكَ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٢﴾

২. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (সাধারণ জনগোষ্ঠীর) নিরক্ষর (লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে পবিত্র করবে, তাদের (আসমানী) কিতাবের কথা ও (সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এ লোকগুলোই (রসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٣﴾

৩. তাদের মধ্যকার সেসব (ব্যক্তির জন্যেও)– যারা এখনো (এসে) এদের সাথে মিলিত হয়নি; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।

وَأُخْرَىٰ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا أِبْهَمَهُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٤﴾

৪. এটা (মানুষদের ওপর) আল্লাহ তায়ালায় বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٥﴾

৫. যাদের (আল্লাহর কিতাব) তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো– অতপর তারা কখনো এটা বহন করেনি, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার মতো, যে (কিতাবের) বোঝাই শুধু বহন করলো (এর থেকে কোনো কল্যাণই সে লাভ করতে পারলো না); তার চাইতেও নিকৃষ্ট উদাহরণ সে জাতির, যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করলো;

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْغِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

↓ ১৫

আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের) যালেম জাতিকে হেদায়াত করেন না।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑥

৬. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে ইহুদীরা, যদি তোমরা মনে করো, অন্য সব লোক বাদে কেবল তোমরাই হচ্ছে আলাহর বন্ধু, তাহলে (সে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো- যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥

৭. (কিছু জীবনভর) এরা নিজেদের হাত দিয়ে যা করেছে (তার পরিণাম চিন্তা করে) এরা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَن أَبْأَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦

৮. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই (তোমাদের) সে মৃত্যু যার কাছ থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে, (একদিন) তোমাদের তার সামনা সামনি হতেই হবে, তারপর তোমাদের সে মহান সত্তা আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে, যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয় কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতপর তিনি সেদিন তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার জীবনে কে কি করছিলে!

قُلْ إِنَّا الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তির, জুমুয়ার দিনে যখন তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা (নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্যে) কেনাবেচা ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা তা জানো!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨

১০. অতপর যখন (জুমুয়ার) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩

১১. (এ সত্ত্বেও) এরা যখন কোনো ব্যবসায়িক কাজকর্ম কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায়, তখন সেদিকে দ্রুত গতিতে দৌড়ায় এবং তোমাকে (নামাযে) একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালায় কাছের যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই খেলাধুলা ও বেচাকেনার চাইতে উৎকৃষ্ট, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۚ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑪

আয়াত ১১
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আল মোনাফেকুন
মদীনায অবতীর্ণ

১. মোনাফেকরা যখন তোমার কাছে আসে, (তখন) তারা বলে (হে মোহাম্মদ), আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালার জানেন তুমি নিসন্দেহে তাঁর রসূল; (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

২. এরা তাদের শপথকে (স্বার্থ উদ্ধারের একটা) ঢাল বানিয়ে রাখে এবং (এভাবেই) তারা (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ যা এরা করছিলো!

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

৩. এটা এ কারণেই যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, ওরা (আসলে) কিছুই বুঝতে পারছে না।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

৪. তুমি যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের (বাইরের) দেহাবয়ব তোমাকে খুশী করে দেবে; আবার যখন তারা তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি (আগ্রহভরে) তাদের কথা শুনবেও; (এর উদাহরণ হচ্ছে)– যেমন দেয়ালে ঠেকানো কতিপয় (নিষ্প্রাণ) কাঠের টুকরো; (শুধু তাই নয়,) প্রতিটি (বড়ো) আওয়াজকেই তারা মনে করে তাদের ওপর (আপতিত) এটা (বড়ো) বিপদ; এরা আসলেই (তোমাদের) দুশমন, এদের থেকে তোমরা হুশিয়ার থেকো; আল্লাহর মার তো তাদের জন্যেই, (বলতে পারো) কোথায় কোথায় এদের ঠেকর খাওয়ানো হচ্ছে?

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ إِنْهُمْ حُشْبٌ مِّنْ سَعْتٍ يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوِّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ذُنُوبُهُمْ يَوْمَئِذٍ يُؤَفِّكُونَ ﴿٤﴾

৫. এদের যখন বলা হয়, তোমরা এসো (আল্লাহর রসূলের কাছে), তাহলে আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞাভরে) মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

৬. (আসলে) তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো– (দুটোই) তাদের জন্যে সমান; (কারণ) আল্লাহ তায়ালার কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না; আল্লাহ তায়ালার কোনো গুনাহগার জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

৭. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (আনসারদের) বলে, আল্লাহর রসূলের (মোহাজের) সাথীদের জন্যে তোমরা অর্থ ব্যয় করো না, (তাহলে আর্থিক সংকটের কারণে) এরা (রসূলের কাছ থেকে) সরে পড়বে;

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا

অথচ (এরা জানে না,) আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় ধনভান্ডার তো আল্লাহ তায়ালারই, কিন্তু মোনাফেকরা কিছুই বুঝতে পারে না।

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ①

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল দলটি (মুসলমানদের) দুর্বল দলটিকে সে শহর থেকে অবশ্যই বের করে দেবে; (আসলে) যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও (তাঁর অনুসারী) মোমেনদের জন্যে, কিন্তু মোনাফেকরা জানে না!

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ②

৯. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো (দেখো), তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্বরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কেননা) যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ③

১০. আমি তোমাদের যা কিছু অর্থ সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই— (মৃত্যু এসে গেলে সে বলবে), হে আমার রব, তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ দিতে তাহলে আমি তোমার পথে দান করতাম এবং (এভাবেই) আমি তোমার নেক বান্দাদের দলে शामिल হয়ে যেতাম!

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصْدَقَ وَكُنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ④

১১. (কিন্তু) কারো (নির্ধারিত) ‘সময়’ যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাকে (এক মুহূর্ত) অবকাশ দেবেন না; তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑤

আয়াত ১৮
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আত্ তাগাবুন
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা তাঁর জন্যে, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের কিছু লোক (একথা বিশ্বাস করে) মোমেন হয়ে গেলো আবার কিছু লোক (অবিশ্বাস করে) কাফের থেকে গেলো; (আসলে) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑦

৩. তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের (মানুষের) আকৃতি দিয়েছেন, অতি সুন্দর করে তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তাঁর কাছেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ③

৪. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো, আর যা কিছু প্রকাশ করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের কথা জানেন।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ
مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

৫. তোমাদের কাছে কি সেসব লোকের খোঁজ খবর কিছুই পৌছেনি যারা এর আগে (বিভিন্ন নবীর সময়ে) কুফরী করেছিলো, অতপর তারা (দুনিয়াতেই) নিজেদের কর্মফল ভোগ করে নিয়েছে, তাদের জন্যে (পরকালেও) কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ⑤

৬. (এটা) এ কারণে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে যখন (আল্লাহর) কোনো রসূল আসতো তখন তারা বলতো, (কতিপয়) মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে? অতএব তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা (তাদের কাছ থেকে) কিছুই পাওয়ার ছিলো না, আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি চির প্রশংসিত।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا
فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑥

৭. কাফেররা ধারণা করে নিয়েছে যে, একবার মরে গেলে কখনো তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না; তুমি বলো, না- তা কখনো নয়; আমার মালিকের শপথ, অবশ্যই মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে) ওঠানো হবে এবং তোমাদের বলে দেয়া হবে তোমরা কি কাজ করে এসেছো; আর আল্লাহ তায়ালা পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ।

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُعْبَثُوا ۖ قُلْ
بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং আমি (কোরআনের আকারে) যে আলো (তোমাদের জন্যে) নাযিল করেছি তার ওপর ঈমান আনো; (জেনে রেখো) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي
أَنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧

৯. যেদিন তোমাদের (সবাইকে) মহাসমাবেশের দিনটির জন্যে একত্র করা হবে, (সেদিন বলা হবে), আজকের দিনটিই হচ্ছে (আসল) লাভ লোকসানের দিন; (লাভের দিন তার জন্যে) যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তিনি (আজ) তার গুনাহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে,

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ ۚ وَمِنْ يَوْمٍ بِاللَّهِ وِيعْمَلُ
صَالِحًا يَكْفُرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; (আর) এটা ই হচ্ছে (সেদিনের) পরম সাফল্য।

خَلِيلَيْن فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥١﴾

১০. (লোকসানের দিন তাদের জন্যে,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ خَلِيلَيْن فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٢﴾

১১. আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত (কারো ওপর) কোনো বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তায়ালার সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন।

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, তোমরা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমার রসূলের ওপর দায়িত্ব (হচ্ছে আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَنَّا إِلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

১৩. আল্লাহ তায়ালার (মহান), তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, অতএব ঈমানদার বান্দাদের উচিত সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

১৪. হে ঈমানদাররা, অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাঝে তোমাদের (কিছু) দুশমন রয়েছে, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকে, অবশ্য তোমরা যদি (তাদের) অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তায়ালার পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحٍ كُفْرًا وَلَا دِكْرٍ عَدُوِّ لَكُم ۖ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾

১৫. তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের সন্তান সন্ততি (তোমাদের জন্যে) পরীক্ষা মাত্র; (পরীক্ষায় সফল হতে পারলে) অবশ্যই (এর জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿٥٧﴾

১৬. অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তোমরা (রসূলের আদেশ) শোনো এবং (তাঁর) কথামতো চলো, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে (তাঁরই উদ্দেশ্যে) খরচ করো, এটি তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর; যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا ۚ لَّا تُنْفِسُكُمْ ۖ وَمَنْ يُّوقِ شَعْنَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দাও-উত্তম ঋণ, তাহলে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন

إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ

এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা বড়োই গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল,

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

১৮. তিনি জানেন দেখা-অদেখা (সব কিছুই), তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٩﴾

২
ককু

আয়াত ১২
ককু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আত্ তালাক্
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. হে নবী, (সাথীদের বলো), যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দাও (বা দিতে ইচ্ছা করো), তখন তাদের ইদ্দতের (অপেক্ষার সময়ের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিয়ো, ইদ্দতের যথার্থ হিসাব রেখো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের রব, ইদ্দতের সময় (কোনো অবস্থায়ই) তাদের নিজেদের বসতবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে না, তারা নিজেরাও যেন (এ সময়) তাদের ঘর থেকে বের হয়ে না যায়, তবে যদি তারা কোনো জঘন্য অশ্লীলতা (জনিত অপরাধে অপরাধী) হয়ে আসে (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।) এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা; যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সীমারেখা অতিক্রম করে সে (মূলত এর দ্বারা) নিজের ওপর নিজেই যুলুম করে। তুমি তো জানো না এর পর আল্লাহ তায়ালা হয়তো (পুনরায় তোমাদের মাঝে সহৃদয়তার কোনো) একটা পথ বের করে দেবেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٠﴾

২. অতপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) সে নির্ধারিত সময়ে (-র শেষ প্রান্তে) উপনীত হয়, তখন তাদের হয় সম্মানজনক পস্থায় (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দেবে, না হয় সম্মানের সাথে তাদের আলাদা করে দেবে এবং (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে, (সাক্ষীদেরও বলো) তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যেই (এ) সাক্ষ্য দান করবে; যারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনে, তাদের সবাইকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে (সংকট উত্তরণের) একটা পথ তৈরী করে দেন—

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦١﴾

৩. এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রেখে দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কাজ পূর্ণ করেই নেন; আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের জন্যেই একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٦٢﴾

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে,

وَالَّذِي يَأْتِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

তাদের (ইন্দতের) ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে (তোমরা জেনে রেখো,) তাদের ইন্দত হচ্ছে তিন মাস, (এ তিন মাসের বিধান) তাদের জন্যেও, যাদের এখনও ঋতুকাল শুরুই হয়নি; গর্ভবতী নারীর ইন্দতকাল হচ্ছে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত; (বস্তুত) কেউ যদি আল্লাহকেই ভয় করে, তাহলে (নানাভাবে) তিনি তার জন্যে তার কাজকে সহজ করে দেন।

إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ⑧

৫. (তালাক ও ইন্দতের ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালায় আদেশ, যা তিনি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার গুনাহখাতা মুছে দেবেন এবং তিনি তার পুরস্কারকেও বড়ো করে দেবেন।

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ⑨

৬. (ইন্দতের সময়ে) তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সে ধরনের বাড়িতে থাকতে দিয়ে— যে ধরনের বাড়িতে তোমরা নিজেরা থাকো, কোনো অবস্থায়ই সংকট সৃষ্টি করার মতলবে তাদের কষ্ট দিয়ো না; আর যদি তারা সন্তানসম্ভবা হয়, তাহলে (ইন্দতের নিয়ম অনুযায়ী) তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খোরপোষ দিতে থাকো, (সন্তান জন্মানোর পর) যদি তারা তোমাদের সন্তানদের (নিজেদের) বুকের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা (সে জন্যে) তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে এবং (এ ব্যাপারটা) তোমরা ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ন্যায্যসংগত পন্থায় সমাধান করে নেবে, যদি তোমরা একে অন্যের সাথে জেদ করো, তাহলে অন্য একজন (মহিলা) এ সন্তানকে দুধ খাওয়াবে;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ⑩

৭. বিতশালী ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী (স্ত্রীদের) খোরপোষ দেবে; আবার যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সংগতি সীমিত করে দেয়া হয়েছে সে ব্যক্তি ততোটুকু পরিমাণই খোরপোষ দেবে যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমাণ সামর্থ দান করেছেন তার বাইরে কখনো (কোনো) বোঝা তার ওপর তিনি চাপান না; (আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে) আল্লাহ তায়ালা (তাকে) অচিরেই অভাব অনটনের পর সচ্ছলতা দান করবেন।

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑪

৮. কতো জনপদের মানুষই তো নিজেদের রব ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (সে জন্যে) কঠিন হিসাব আদায় করে নিয়েছি এবং আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি।

وَكَايْنٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَكَأَسَبْنَاهَا حَسَابًا شَدِيدًا ۝ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَكِرًا ⑫

৯. এরপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো, (মূলত) তাদের (এ) কাজের পরিণাম ফল

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا

(ছিলো) চরম ক্ষতি।

حُسْرًا ১০

১০. আল্লাহ তায়ালা (পরকালে) তাদের জন্যে এক কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা যারা জ্ঞানসম্পন্ন, তোমরা যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছো- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে অবশ্যই (তাঁর) উপদেশবাণী নাযিল করেছেন,

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

১১. (তিনি) রসূল (পাঠিয়েছেন), যে (রসূল) তোমাদের আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, যাতে করে সে তোমাদের- যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (হেদায়াতের) আলোতে নিয়ে আসতে পারে; তোমাদের যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- (এমন এক জান্নাত)- যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; এমন লোকের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা উত্তম রেযেকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ مَعَالًا يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

১২. আল্লাহ তায়ালা- যিনি সাত আসমান ও তাদের অনুরূপ সংখ্যক যমীন সৃষ্টি করেছেন; (আবার) উভয়ের মাঝখানে (যা আছে তাদের জন্যে) তাঁর নির্দেশ জারি হয়, যাতে করে তোমরা একথা অনুধাবন করতে পারো যে, (আকাশ পাতালের) সকল কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালাই (একক) ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান (এ সৃষ্টিলোকের) প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

২
ককুআয়াত ১২
ককু ২بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-সূরা আত্ তাহরীম
মদীনায় অবতীর্ণ

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তা তুমি (কসম করে) নিজের ওপর কেন হারাম করছো, তুমি কি (এর মাধ্যমে) তোমার স্ত্রীদের খুশী কামনা করতে চাও? (আসলে) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ক্ষমার আধার, পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২. আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের শপথ থেকে রেহাই পাবার জন্যে (কাফফারার) একটা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র সহায়, তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই প্রজ্ঞাময়।

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

৩. যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে চুপিসারে কিছু একটা কথা বললো এবং সে যখন (তা অন্যদের কাছে) প্রকাশ করে দিলো,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ

তখন আল্লাহ তায়ালা তার এ বিষয়টা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলেন, রসূল কিছু কথা (গোপনীয় বিষয় প্রকাশকারী স্ত্রীকে) জানিয়ে দিলো, (আবার) কিছু কথা এড়িয়েও গেলো, অতপর নবী যখন তার সে স্ত্রীকে সে বিষয়টা জানালো, তখন সে বললো, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো; নবী বললো, আমাকে জানিয়েছেন (সেই মহান আল্লাহ তায়ালা), যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক জ্ঞাত।

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ
بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا
بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

৪. (যে দু'জন স্ত্রী এর সাথে জড়িত, নবী তাদের উভয়কে ডেকে বললো,) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো- (তাহলে তা তোমাদের জন্যে ভালো) কেননা তোমাদের উভয়ের মন অন্যায় ও বাঁকা পথের দিকে (কিছুটা) ঝুঁক পড়েছিলো, আর যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করো (তাহলে জেনে রাখো), আল্লাহ তায়ালাই তাঁর (নবীর) সহায়, তাছাড়াও তাঁর সাথে রয়েছে জিবরাঈল (ফেরেশতা) ও নেককার মুসলমানের দল, এরপরও সমগ্র ফেরেশতা তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝

৫. (আজ) নবী যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর মালিক তোমাদের বদলে এমন সব স্ত্রী তাকে দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে হবে উত্তম, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বস্ত, ফরমাবরদার, অনুশোচনাকারী, অনুগত, রোযাদার- (হতে পারে তারা) কুমারী, (হতে পারে) অকুমারী।

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يَبْدُلَهُ أَزْوَاجًا
خَيْرًا مِّنْكَ مُسْلِمٍ مَّوَدَّةً فَنَتَبَّطَّ
عِدَّتٍ سَحِطٍ ثَبَّتِ وَأَبْكَارًا ۝

৬. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহান্নামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, তার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর, (সে) জাহান্নামের (প্রহরা যাদের) ওপর (অর্পিত), সেসব ফেরেশতা সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর, তারা আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবে না, তারা তাই করবে যা তাদের করার জন্যে আদেশ করা হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ۝

৭. হে কাফেররা, আজ তোমরা (দোষ ছাড়ানোর জন্যে) কোনো রকম অজুহাত তাল্লাশ করো না; (আজ) তোমাদের সে বিনিময়ই দেয়া হবে যা তোমরা দুনিয়ায় করছিলে!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ
إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো- একান্ত খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের রব তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَّصُوحًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

এবং এর বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের এমন (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা, সেদিন আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) নবী এবং তার সাথী ঈমানদারদের অপমানিত করবেন না, (সেদিন) তাদের (ঈমানের) জ্যোতি তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে (বিচ্ছুরিত হবে,) তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্যে আমাদের (ঈমানের) জ্যোতিকে পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَيَنْ خَلِّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾

৯. হে নবী, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো; (কেননা) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা (হচ্ছে) এক নিকৃষ্ট ঠিকানা।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾

১০. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করছেন; তারা দু'জনই ছিলো আমার দু'জন নেক বান্দার অধীনস্থ স্ত্রী, কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতএব আল্লাহর (আযাব) থেকে তারা (নবী হওয়া সত্ত্বেও) কিছুই এদের বাঁচাতে পারলো না, বরং (তাদের) বলা হলো, তোমরা (আজ) প্রবেশ করো জাহান্নামের আগুনে— যারা এখানে প্রবেশ করেছে তাদের সবার সাথে।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا ۚ فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

১১. (একইভাবে) আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে ফেরাউনের স্ত্রীকে (অনুকরণযোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন, (সে প্রার্থনা করেছিলো) হে রব, জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্যে একখানা ঘর বানিয়ে দিয়ো, আর (দুনিয়ার এ ঘরে) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে এ যালেম সম্প্রদায় (-এর যাবতীয় অনাচার) থেকে উদ্ধার করো।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

১২. (আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে দৃষ্টান্ত পেশ করছেন) ইমরানের মেয়ে মারইয়ামের, যে (আজীবন) তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অতপর আমি আমার (সৃষ্ট) রূহগুলো থেকে একটি (রূহ) তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, সে তার মালিকের কথা ও তাঁর (শ্রেণিত) কিতাবসমূহের ওপর পুরোপুরিই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; (সত্যিই) সে ছিলো আমার একান্ত অনুগত বান্দাদেরই একজন!

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَوَدّعْنَاهَا بِكَلِمَاتٍ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِلَهُاتُ الْفَتَاتِ ۖ ﴿١٢﴾

আয়াত ৩০
রুকু ২بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল মুলক
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান,

تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

২. যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন যে, কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٣١﴾

৩. যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন, একটার ওপর আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও তুমি কোনো খুঁত দেখবে না; আবার (তাকিয়ে) দেখো তো, (এর) কোথাও কি তুমি কোনো রকম ফাটল দেখতে পাও?

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿٣٢﴾

৪. অতপর (তোমার) দৃষ্টি ফেরাও (নভোমন্ডলের প্রতি), আরেকবার (তোমার দৃষ্টি ফেরাও দেখবে, তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٣٣﴾

৫. নিকটবর্তী আকাশটিকে (দেখো, কিভাবে) প্রদীপমালা দিয়ে আমি তাকে সাজিয়ে রেখেছি, (উর্ধ্বলোকের দিকে গমনকারী) শয়তানদের তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে এ (প্রদীপ)-গুলোকে আমি (ক্ষিপণা স্ত্র হিসেবে) সংস্থাপন করে রেখেছি, (চূড়ান্ত বিচারের দিন) এদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডলীর ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٣٤﴾

৬. (এতো নিদর্শন সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোরতম) শাস্তি; জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম স্থান!

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٣٥﴾

৭. এর মধ্যে যখন তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে তখন (নিষ্কিণু হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট গর্জন করছে,

إِذَا الْقُتُوبُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٣٦﴾

৮. (মনে হবে) তা যেন প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, (এ আযাবের কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি?

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلُّ الْفَاقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٣٧﴾

৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে (আযাবের) সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি,

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا

আমরা (তাদের) বলেছি, (এ দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো।

وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنِ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٥٠﴾

১০. তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন) আমরা (নবী রসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম! (তাহলে আজ) আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٥١﴾

১১. অতপর তারা নিজেরাই নিজেদের (যাবতীয়) অপরাধ স্বীকার করে নেবে, ধিক্কার জাহান্নামের অধিবাসীদের ওপর!

فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ؕ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٥٢﴾

১২. (অপর দিকে) সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যারা নিজেরা গায়ব থেকে তাদের রবকে ভয় করেছে, নিসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালা) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٥٣﴾

১৩. তোমরা তোমাদের কথা লুকিয়ে রাখা কিংবা (তা) প্রকাশ করো (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই সমান); অবশ্যই তিনি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল।

وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ؕ إِنَّهُ عَالِمُ بَيْتَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٤﴾

১৪. তিনি কি (সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে) জানবেন না—যিনি (এগুলো) বানিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٥٥﴾

১৫. তিনিই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উদগত) রেযেক তোমরা উপভোগ করো; (অবশেষে) তাঁর দিকেই (হবে সবার) প্রত্যাবর্তন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٥٦﴾

১৬. তোমরা কি তাঁর কাছ থেকে নিরাপদ যিনি আকাশে (সব কিছুর মালিক)? তিনি কি তোমাদেরসহ ভূমন্ডলকে গেড়ে দেবেন না? (এমন অবস্থা যখন হবে) তখন তা (ভীষণভাবে) কম্পমান হবে,

ءَاَمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿٥٧﴾

১৭. অথবা তোমরা কি আকাশের অধিপতি আল্লাহ তায়ালা থেকে নিরাপদ যে, তিনি তোমাদের ওপর (প্রস্তর নিক্ষেপকারী) প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন না? তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কেমন (ভয়াবহ হতে পারে) আমার সাবধানবাণী!

أَمْ أَمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿٥٨﴾

১৮. তাদের আগেও যারা (আমার সাবধানবাণী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেখো, কেমন (ছিলো তাদের প্রতি) আমার আচরণ!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٥٩﴾

১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখীগুলোকে দেখে না? (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) এক সময় (তা) গুটিয়েও নেয়, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন, অবশ্যই তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোটো বড়ো) সব কিছুরই দেখেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًى وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢٥﴾

২০. (বলো তো,) তোমাদের মধ্যে এমন কে এখানে আছে যার কাছে (এমন) একটি সৈন্যবাহিনী আছে, (যা দিয়ে) তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (আসলে) এ অস্বীকারকারী ব্যক্তির (সব সময়ই) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকে,

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَنْصُرُكَ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٥﴾

২১. যদি তিনি তোমাদের রেযেক বন্ধ করে দেন, তাহলে এখানে এমন আর কে আছে যে তোমাদের (পুনরায়) রেযেক সরবরাহ করতে পারবে? (আসলে) এরা (আল্লাহ তায়ালা) বিদ্রোহ এবং গোঁড়ামিতেই (নিমজ্জিত) রয়েছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُوا فِي عَتْوٍ وَنُفُورٍ ﴿٢٦﴾

২২. যে ব্যক্তি যমীনে উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হেদায়াতপ্রাপ্ত, না যে (ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে) সঠিক পথ ধরে চলে সে (বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত)?

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٧﴾

২৩. (হে নবী,) তুমি বলো, (হাঁ), তিনিই তোমাদের পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (শোনার ও দেখার জন্যে) কান এবং চোখ দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন (চিন্তা করার মতো) একটি অন্তর; কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾

২৪. তুমি বলো, তিনি এ ভূখন্ডে তোমাদের (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার (একদিন চারদিক থেকে) তাঁরই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُكْشَرُونَ ﴿٢٩﴾

২৫. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾

২৬. তুমি বলো, (এ) তথ্য তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় আছেই রয়েছে, আমি তো একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র!

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣١﴾

২৭. যখন (সত্যি সত্যিই) এ (প্রতিশ্রুতি)-টি তারা (সংঘটিত হতে) দেখবে- যারা (দুনিয়ায় একে) অস্বীকার করেছিলো, তখন তাদের সবার মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং (তাদের তখন) বলা হবে, এ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

হচ্ছে সেই (মহাধ্বংস), যাকে তোমরা পেতে চাইতে!

تَدْعُونَ ٥٩

২৮. তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্বংস করে দেন, কিংবা (ধ্বংস না করে) তিনি যদি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (এ উভয় অবস্থায়), কিন্তু (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের এ ভয়াবহ আযাব থেকে কে বাঁচাবে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ إِلَهِمْ ٥٨

২৯. তুমি বলো (হাঁ, সেদিন বাঁচাতে পারেন একমাত্র) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-ই, তাঁর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর ওপরই নির্ভর করেছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো?

قُلْ هُوَ الرَّحِيمُ أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٥٩

৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের (এই) পানি যদি কখনো উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্যে এ (পানির) প্রবাহধারা (পুনরায়) বের করে আনবে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ٦٠

২
রুকু



১. নূ-ন-, শপথ কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে- তার,

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١

২. তোমার মালিকের দয়ায় তুমি কোনো পাগল নও,

مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢

৩. তোমার জন্যে অবশ্যই এমন পুরস্কার রয়েছে যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না,

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣

৪. নিসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে।

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

৫. অচিরেই তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে-

فَسَتَبَصِّرُ وَيُبْصِرُونَ ٥

৬. তোমাদের মধ্যে কে ছিলো বিকারগ্রস্ত (পাগল)!

بِأَبْصِرُ الْمَغْضُوتُونَ ٦

৭. অবশ্যই তোমার রব ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন্ ব্যক্তি তাঁর পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে তিনি তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াক্ফহাল রয়েছেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٧

৮. অতএব তুমি মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের অনুসরণ করো না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ٨

৯. তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায়, তুমি যদি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো অতপর তারাও (তোমার কিছু) গ্রহণ করবে।

وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيْدِ هُنُونَ ﴿٥٩﴾

১০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন সব মানুষদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না,

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّيْنِ ﴿٦٠﴾

১১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে—

هَٰذَا مِثْلُ مَا عَمِلَ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿٦١﴾

১২. যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে) সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ—

مِثْلُ مَا عَمِلَ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿٦٢﴾

১৩. যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,

عَمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ﴿٦٣﴾

১৪. যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো) সম্ভান সম্ভতির অধিকারী—

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٦٤﴾

১৫. এ লোককে যখন আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র!

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٥﴾

১৬. অচিরেই আমি তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো।

سَنَسِفُهُ عَلَىٰ الْحَرُوطِ ﴿٦٦﴾

১৭. অবশ্যই আমি এদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি (অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (তা ছিলো এমন যে, একদিন) তারা সবাই শপথ করে বলেছিলো, অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল পাড়বে,

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾

১৮. তারা (তাদের শপথে) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অভিপ্রায় (সম্মতি) কিছুই যোগ করেনি।

وَلَا يَسْتَشْنُونَ ﴿٦٨﴾

১৯. (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো (তখনো) তারা ছিলো নিদ্রামগ্ন।

فَطَانَٰ عَلَيْهِمَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٦٩﴾

২০. অতপর সকাল বেলায়ই তা মধ্যরাতের কৃষ্ণ বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٧٠﴾

২১. (এদিকে) সকাল হতেই তারা একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো—

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٧١﴾

২২. তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চলো।

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ مَّرْمِِينَ ﴿٧٢﴾

২৩. (অতপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের মধ্যে) তারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো,

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٧٣﴾

২৪. কোনো অবস্থায়ই আজ যেন কোনো (দুস্থ) মেসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্সা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে,

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা সকাল বেলায়ই সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসে হাযির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হবে।

وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدَرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. অতপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন বলতে লাগলো (একি!), আমরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট (হয়ে পড়েছি)।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. (না, আসলেই) আমরা (আজ সবকিছু থেকে) বঞ্চিত হয়ে গেছি!

بَلْ نَحْنُ مَكْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. (এ সময়) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, (সব কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আল্লাহ তায়ালার নামের) 'তাসবীহ' করতে!

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تَسْبِيحُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা বললো, আমাদের মালিক অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে) আমরা (সত্যিই) যালেম হয়ে পড়েছিলাম।

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তারা পরস্পরকে তিরস্কার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো।

فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَامَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তো (আসলেই) সীমালংঘনকারী।

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আশা করা যায় আমাদের রব (এর) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি।

عَسَىٰ رَبَّنَا أَنْ يَبْدِلَ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আযাব এভাবেই (নাযিল) হয়, আর পরকালের আযাব, তা তো অনেক গুরুতর। কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতো!

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. (অপরদিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত রয়েছে।

إِنِ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

৩৫. যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো আচরণ করবো?

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. এ কি হলো তোমাদের! (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) কি সিদ্ধান্ত করছো তোমরা?

مَا لَكُمْ رَبَّنَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে যাতে তোমরা (এটি) পড়েছো।

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে,

إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَتَخِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি— এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, (এবং) তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে,

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَنَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّ لَكُمْ لَهَا تَكْفُؤُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে,

سَلِّمُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ لَكُمْ ذِكْرًا ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক!

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۖ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

৪২. যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজদাবনত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তির (কিন্তু সেদিন সাজদা করতে) সক্ষম হবে না,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায়) যখন তাদের (আল্লাহর সম্মুখে) সাজদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (সক্ষম) ছিলো।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ (কিতাব)কে অস্বীকার করে (আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেবো), আমি ধীরে ধীরে এদের (ধ্বংসের) দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না,

فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْكِتَابِ ۖ تَسْتَنْتِنَ رُجُومُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তারা জরিমানার বোঝায় ভারী হয়ে পড়েছে।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে!

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে (আল্লাহ তায়ালাকে) ডেকেছিলো;

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো তাহলে তাকে নিন্দিত অবস্থায় সাগরের খোলা তীরে ফেলে রাখা হতো।

لَوْ لَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مِنْ مُّوَّءٍ ﴿٤٩﴾

৫০. অতপর তার রব তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তার) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন।

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

৫১. কাফেররা যখন (আল্লাহর) কিতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায়, এক্ষুণি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা (একথাও) বলে, (এই কিতাবের বাহক) সে একজন পাগল।

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

৫২. (আসলে) এ কিতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾



আয়াত ৫২
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল হাক্বাহ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. একটি অনিবার্য সত্য (ঘটনা)!

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ ﴿١﴾

২. কি (সেই) অনিবার্য সত্য (ঘটনা)?

مَا أَنشَأْنَاهُ ﴿٢﴾

৩. তুমি কি জানো (সেই) অনিবার্য সত্য ঘটনাটা কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَنشَأْنَاهُ ﴿٣﴾

৪. আ'দ ও সামুদ জাতির লোকেরা মহাপ্রলয় (সংক্রান্ত এই সত্য ঘটনা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

৫. (দাষ্টিক) সামুদ গোত্রের লোকদের (এই কারণেই) এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكَوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

৬. আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড এক ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে,

وَأَمَّا عَادٌ فَهَلَكَوْا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

৭. টানা সাত রাত ও আট দিন ধরে তিনি তাদের ওপর দিয়ে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন, (তাকালে) তুমি (সে) জাতিকে দেখতে পেতে, তারা যেন মৃত খেজুর গাছের কতিপয় অন্তসারশূন্য কাণ্ডের মতো উপড় হয়ে পড়ে আছে!

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ ۖ فَتَرَى الْقَوَّاءَ فِيهَا صَرْعَى ۖ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছে- তাদের একজনও কি এ (গযব) থেকে রক্ষা পেয়েছে?

فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

৯. (দাষ্টিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক এবং উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধ করেছিলো,

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْحَاطِئَةِ ﴿٩﴾

১০. এরা তাদের মালিকের (পক্ষ থেকে আসা) রসূলদের অবাধ্যতা করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

১১. (নবী নূহের সময়) যখন পানি (তার) সীমা অতিক্রম করলো, তখন আমি তোমাদের (বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম,	إِنَّا لَنَّا طَغَا الْهَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝
১২. যেন তোমাদের জন্যে আমি তাকে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা বানিয়ে রাখতে পারি, (তাছাড়া) উৎসাহী কানগুলো যেন এ (ঘটনা)-টা (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) স্মরণ রাখতে পারে।	لَنَجْجَعَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَآيَةٌ ۝
১৩. অতপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে— (তা হবে) একটি মাত্র ফুঁ,	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝
১৪. আর ভূমন্ডল ও পাহাড়গুলোকে (স্বস্থান থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে, তারপর উভয়টাকে একবারেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে,	وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝
১৫. (ঠিক) সেদিনই মহাঘটনাটি সংঘটিত হবে,	فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝
১৬. (সেদিন) আকাশ ফেটে পড়বে, অতপর সেদিন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে,	وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝
১৭. ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে; আর (তাদেরই) আট জন ফেরেশতা তোমার মালিকের ‘আরশ’ তাদের ওপর বহন করে রাখবে;	وَالْمَلَائِكَةُ أَرْجَاءُهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۝
১৮. সেদিন (আল্লাহ তায়ালা সামনে) তোমাদের পেশ করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই (সেদিন) গোপন থাকবে না।	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝
১৯. সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে (খুশীতে লোকজনকে ডেকে) বলবে, তোমরা (এসো)— আমার (আমলনামার) পুস্তকটি পড়ে দেখো।	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا ۖ كِتَابِيَهٗ ۝
২০. অবশ্যই আমি জানতাম আমাকে একদিন হিসাব নিকাশের সামনাসামনি হতে হবে,	إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَهٗ ۝
২১. অতপর (বেহেশতের উদ্যানে) সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে,	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝
২২. (সে উদ্যান হবে) আলীশান জান্নাতের মধ্যে,	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
২৩. এর ফলমূল (তাদের) নাগালের মধ্যেই ঝুলতে থাকবে।	قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝
২৪. (আল্লাহর ঘোষণা আসবে,) অতীতে যা তোমরা (অর্জন) করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃপ্তি সহকারে পানীয় গ্রহণ করো।	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

২৫. যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে, (দুঃখ ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামা নাই দেয়া হতো!

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ
يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ۖ

২৬. আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম,

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ۖ

২৭. হায়! (প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো!

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ

২৮. আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না,

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۖ

২৯. আমার সব কর্তৃত্ব (ও ক্ষমতা আজ) নিশেষ হয়ে গেলো,

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۖ

৩০. (এ সময় জাহান্নামের প্রহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা তাকে পাকড়াও করো, এরপর তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ

৩১. অতপর তাকে জাহান্নামের (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ

৩২. তারপর তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো; যা সত্তর গজ (লম্বা)

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
فَأَسْكُوهُ ۖ

৩৩. কেননা, সে কখনো মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি,

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ

৩৪. সে দুস্থ অসহায় লোকদের খাবার দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয়নি;

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ

৩৫. আজকের এ দিনে তার কোনো বন্ধু নেই,

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيرٌ ۖ

৩৬. (ক্ষতনিসৃত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না,

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۖ

৩৭. একান্ত অপরাধী ব্যক্তির ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ

৩৮. তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করছি,

فَلَا أَقْسِرُ بِمَا تَبْصُرُونَ ۖ

৩৯. (আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও না,

وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۖ

৪০. নিসন্দেহে এ কিতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ

৪১. এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; অবশ্য তোমরা খুবকমই (এ কথা) বিশ্বাস করো,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۖ

৪২. এটা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথাও নয়; অবশ্যই তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো;

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۖ

৪৩. (মূলত) এ কিতাব সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রসূলের ওপর) নাযিল করা হয়েছে।

تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. সে যদি এ (গ্রন্থ)-টি নিজে বানিয়ে আমার ওপর চালিয়ে দিতো,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

৪৫. তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

لَا خُلَّ نَأْمُهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

৪৬. অতপর আমি অবশ্যই তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে দিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. (সে অবস্থায়) তোমাদের কেউই তাকে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচাতে পারতো না!

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা ভয় করে, এ কিতাব তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়!

وَأَنَّهُ لَتَنَزَّلُ كِرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের একদল লোক এ (কিতাব)-কে মিথ্যা সাব্যস্তকারী হবে।

وَأَنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. এটি হবে কাফেরদের জন্যে গভীর অনুতাপ ও হতাশার কারণ,

وَأَنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫১. নিসন্দেহে এ মহাগ্রন্থ এক অমোঘ সত্য।

وَأَنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

৫২. অতপর (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

আয়াত ৪৪
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মা'যারাজ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. একজন প্রশংসকর্তা (আল্লাহ তায়ালার) অবধারিত আযাব (দ্রুত) পেতে চাইলো,

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

২. (এ আযাব হচ্ছে) কাফেরদের জন্যে, তার প্রতিরোধকারী কিছুই নেই,

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾

৩. (এ আযাব আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে;

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾

৪. ফেরেশতাকুল ও (তাদের নেতা) 'রুহ' (জিবরাঈল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ (তোমাদের) পঞ্চাশ হাজার বছর,

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

৫. অতএব (হে নবী, কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾

৬. তারা এ (অবধারিত আযাব)-কে একটি দূরের (ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়,

إِنَّمَا يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾

৭. অথচ আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি একেবারে আসন্ন;

وَنَرُّهُ قَرِيبًا ۙ

৮. যেদিন আসমান হবে গলিত আমার মতো,

يَوْمًا تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۖ

৯. আর পাহাড়গুলো হবে (রং বেরংয়ের) ধূনা পশমের মতো,

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْرِ ۝

১০. (সেদিন) এক বন্ধু আরেক বন্ধুর খবর নেবে না,

وَلَا يَسْئَلُ حِمِيرٌ حِمِيًّا ۝

১১. (অথচ) তারা একজন আরেকজনকে ঠিকই দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে,

يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزِءِ لَوْ يَفْتَدِي
مِنْ عَذَابٍ يَوْمُنِي بَنِيهِ ۝

১২. (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও—

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝

১৩. এবং নিজের পরিবার এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো,

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝

১৪. ভূমন্ডলের সবকিছুই সে (দিতে চাইবে), তারপরও সে তা থেকে বাঁচতে চাইবে,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِيهِ ۝

১৫. না (কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না); জাহান্নাম হচ্ছে একটি প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা,

كَلَّا إِنَّهَا لَأُتَّى

১৬. যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে,

نَزَاعَةً لِّلشَّوْىِ ۝

১৭. (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে তা থেকে) ফিরে গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো,

تَدْعُوهُمْ مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝

১৮. (যারা বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা আগলে রেখেছিলো।

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝

১৯. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীর্ণ জীব হিসেবে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

২০. যখন তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়,

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

২১. (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে,

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝

২২. কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে—

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝

২৩. যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে কায়ম থাকে—

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝

২৪. (যারা বিশ্বাস করে) তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে—

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝٢٤

২৫. এমন সব লোকদের জন্যে— যারা (অন্যদের কাছে কিছু) চায় এবং যারা (নানা সুবিধা) বঞ্চিত,

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝٢٥

২৬. (তারাও নয়—) যারা বিচার দিনের সত্যতা স্বীকার করে,

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ الدِّينِ ۝٢٦

২৭. (তদুপরি) যারা তাদের মালিকের আযাবকে ভয় করে,

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝٢٧

২৮. নিশ্চয়ই তাদের মালিকের আযাবের বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিন্ত (বসে) থাকা যায় না।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝٢٨

২৯. যারা নিজেদের যৌন অংগসমূহের হেফযত করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حِفْظُونَ ۝٢٩

৩০. অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের কিংবা এমন সব মহিলাদের বেলায় (এটা প্রযোজ্য) নয়, যারা (আল্লাহ তায়ালায় অনুমোদিত পন্থায়) তাদের মালিকানাধীন রয়েছে, (এখানে সংযম না করা হলে এ জন্য) কোনো অবস্থায়ই তারা তিরস্কৃত হবে না,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٣٠

৩১. (এ সীমারেখার) বাইরে যারা (যৌন সন্তোষের জন্যে) অন্য কিছু পেতে চাইবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী,

فَمَن يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٣١

৩২. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝٣٢

৩৩. যারা (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অটল থাকে,

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝٣٣

৩৪. (সর্বোপরি) যারা নিজেদের নামাযের হেফযত করে;

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٣٤

৩৫. (পরকালে) এরাই জান্নাতে মর্যাদা সহকারে অবস্থান করবে;

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝٣٥

৩৬. এ কাফেরদের (আজ) কী হলো? এরা কেন উর্ধ্বশ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে,

فَمَا لِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۝٣٦

৩৭. (ছুটে আসছে) ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, দলে দলে!

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝٣٧

৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ (মিথ্যা) আশা পোষণ করে যে, তাকে (আল্লাহর) নেয়ামতভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে!

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ۝٣٨

৩৯. না, তা কখনো নয়, আমি তাদের এমন এক (নিকৃষ্ট) জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যা তারা জানে।

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۝٣٩

৪০. আমি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি, অবশ্যই আমি (বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানে) সক্ষম,

فَلَا أَقْسِرُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٨٠﴾

৪১. (আমি সক্ষম) এদের চাইতে উৎকৃষ্ট কাউকে দিয়ে (এদের অবস্থা) বদলে দিতে এবং আমি (এতে মোটেই) অক্ষম নই।

عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٨١﴾

৪২. (হে নবী,) তুমি (বরং) এদের ছেড়ে দাও, এরা কিছুদিন খেল তামাশায় নিমগ্ন থাক- সেদিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিনের (ব্যাপারে) তাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে-

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٢﴾

৪৩. সেদিন এরা এমন দ্রুতগতিতে (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে, (দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে ছুটে চলেছে,

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَآهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِصُونَ ﴿٨٣﴾

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; (তাদের বলা হবে) এ হচ্ছে সেই দিবস, তোমাদের কাছে যেদিনের ওয়াদা করা হয়েছিলো।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُهُمْ ذُلُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٨٤﴾

২ ককু



আয়াত ২৮
ককু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা নূহ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, (তাকে বলেছিলাম, হে নূহ), তোমার জাতির ওপর এক ভয়াবহ আযাব আসার আগেই তুমি তাদের সাবধান করে দাও।

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

২. (নূহ তার জাতিকে বললো,) হে আমার জাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি,

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾

৩. তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তাঁকেই ভয় করো, তোমরা আমার আনুগত্য করো,

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

৪. (এতে করে) আল্লাহ তায়ালার তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং (এ দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; হাঁ, আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন তাকে পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কতো ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

৫. (নিরাশ হয়ে) সে বললো, হে আমার রব, আমি আমার জাতিকে দিবানিশি (ঈমানের) দাওয়াতই দিয়েছি,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾

৩ ওয়াকিফে লাবেন

৬. (কিন্তু) আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াত তাদের (সত্য থেকে) পালানো ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝

৭. যতোবার আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি— (ডেকেছি) যেন তুমি (তাদের অতীত কৃতকর্ম) ক্ষমা করে দাও, তারা (ততোবারই) কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং (অজ্ঞতার) আবরণ দিয়ে নিজেদের ঢেকে দিয়েছে, (শুধু তাই নয়), তারা জেদ ও অহমিকাও প্রদর্শন করেছে, (হেদয়াতকে অবজ্ঞা করার) উদ্ধত প্রদর্শন করেছে,

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝

৮. তারপর আমি আবারও তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে (দ্বীনের) দাওয়াত পেশ করেছি,

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝

৯. তাদের জন্যে আমি (দ্বীনের) প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে (দ্বীনের দাওয়াত) পেশ করেছি,

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

১০. পরন্তু আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে (নিজেদের অপরাধের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝

১১. (তদুপরি) তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অব্যাহার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝

১২. ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা ও উদ্যানমালা স্থাপন করবেন, (বিরান ভূমিতে) তিনি নদীনালা প্রবাহিত করবেন;

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

১৩. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে মানমর্যাদা পাওয়ার আশা করো না?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝

১৪. অথচ তিনিই পর্যায়ক্রমে তোমাদের (মানুষ) বানিয়েছেন।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালার সাত আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে (তাকে সাজিয়ে) রেখেছেন—

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝

১৬. এবং কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝

১৭. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের (একটি বিশেষ পদ্ধতিতে) মাটি থেকে উদগত করেছেন,

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝

১৮. আবার তিনি তোমাদের তার মাঝেই ফিরিয়ে
নেবেন এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের বের
করে আনবেন।

ثُمَّ يُعِيدُنَا فِيهَا وَيُخْرِجُنَا
إِخْرَاجًا ۝

১৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যমীনকে
বিছানার মতো (সমতল করে) বানিয়েছেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

২০. যাতে করে তোমরা এর উন্মুক্ত (ও প্রশস্ত) পথ
ধরে চলাফেরা করতে পারো।

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا ۝

২১. নূহ বললো, হে আমার রব, আমার জাতির
লোকেরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা এমন
কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও
সন্তান সন্ততি তাদের বিনাশ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি
করেনি,

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّمَا عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا
مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

২২. তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) সাংঘাতিক ধরনের
যড়যন্ত্র করেছে,

وَمَكُرُوا مَكْرًا جَبَّارًا ۝

২৩. তারা বলে, তোমরা তোমাদের দেবতাদের
কোনো অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না- ‘ওয়াদ’ ‘সূয়া’
(নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ে
না, ‘ইয়াগুস’ ‘ইয়াউক’ ও ‘নাছর’ নামের দেব
দেবীকেও (ছাড়বে) না,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
وَنَسْرًا ۝

২৪. (হে মালিক,) এরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে,
তুমিও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর
কিছুই বাড়িয়ে দিয়ে না।

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا
ضَلَالًا ۝

২৫. (অতপর) তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই
তাদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে,
(পরকালেও) তাদের জাহান্নামের কঠিন অনলে প্রবেশ
করানো হবে, এ (অবস্থায়) তারা আল্লাহ তায়ালা
ব্যতীত অন্য কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে
না।

مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَكَلِمًا
يَجِدْنَ آلِهَتَهُنَّ دُونَ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

২৬. নূহ বললো, হে আমার রব, এ যমীনের অধিবাসী
একজন (যালেম)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে)
রেহাই দিয়ে না,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْآرِضِ مِنَ
الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝

২৭. (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) রেহাই
দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট
করবে, (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার
পাপী কাফের ছাড়া কাউকেই জন্ম দেবে না।

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا
يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

২৮. হে আমার রব, তুমি আমাকে, আমার
পিতামাতাকে- তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার
(সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন
সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

২ ককু
যালেমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি
করো না।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

আয়াত ২৮
ককু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল জ্বিন
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার কাছে এ মর্মে ওহী
নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল (কোরআন)
শুনেছে, অতপর তারা (নিজেদের লোকদের) বলেছে,
আমরা আজ এক বিস্ময়কর কোরআন শুনে এসেছি,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

২. যা সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে, তাই
আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর
কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক
করবো না,

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَكِن
نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

৩. (আমরা বিশ্বাস করি,) আমাদের মালিকের মর্যাদা
সকল কিছুর উর্ধ্বে, তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা পুত্র
হিসেবে গ্রহণ করেননি,

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
وَلَا وَلَدًا ۝

৪. (আমরা এও জানি,) আমাদের (কতিপয়) নির্বোধ
আল্লাহ তায়ালা ওপর অসত্য ও বাড়াবাড়িমূলক
কথাবার্তা আরোপ করে,

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝

৫. আমরা মনে করেছিলাম, মানুষ ও জ্বিন (এ দুই
জাতি তো) আল্লাহ তায়ালা ওপর মিথ্যা আরোপ
করতেই পারে না,

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

৬. মানুষদের মাঝে কতিপয় (মূর্খ) লোক (বিপদে
আপদে) জ্বিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয়
চাইতো, (এতে করে) মানুষরা তাদের গুনাহকে
আরো বাড়িয়ে দিতো,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

৭. জ্বিনরা মনে করতো— যেমনি মনে করতে তোমরা
(মানুষরা)— যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তায়ালা কখনো
কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না,

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ
اللَّهُ أَحَدًا ۝

৮. (জ্বিনরা আরো বললো,) আমরা আকাশমন্ডল
ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমরা একে কঠোর
প্রহরী ও উচ্চাপিত দ্বারা পরিবেষ্টিত পেয়েছি,

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَتْ
حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

৯. আমরা আগে তার বিভিন্ন ঘাটিতে কিছু শোনার
প্রত্যাশায় বসে থাকতাম; কিন্তু এখন আমাদের
কেউ যদি (এসব ঘাটিতে বসে) কিছু শোনার
চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় তার
জন্যে (পেতে রাখা এক) একটি জ্বলন্ত উচ্চাপিত
(দেখতে) পায়,

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن
يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

১০. আমরা বুঝতে পারছিলাম না, পৃথিবীর মানুষদের
কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যেই কি এসব (উচ্চাপিত
বসিয়ে রাখা) হয়েছে?— না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক
তাদের সঠিক পথ দেখাতে চান,

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي
الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

১১. (মানুষদের মতো) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎকর্মশীল, আর কিছু আছে এর ব্যতিক্রম; (পাপ পুণ্যের দিক থেকে) আমরা ছিলাম দ্বিধাবিভক্ত,

وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ
كُنَّا طَرِيقَ قَدَدًا ۝

১২. আমরা বুঝে নিয়েছি, এ ধরার বুকে আমরা আল্লাহ তায়ালাকে কখনো অক্ষম করতে পারবো না—না আমরা (কখনো তাঁর থেকে) পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পরাভূত করতে পারবো,

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ
وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۝

১৩. আমরা যখন হেদায়াতের বাণী (সম্বলিত কোরআন) শুনলাম, তখন আমরা তার ওপর ঈমান আনলাম; (কেননা) যে ব্যক্তি তার মালিকের ওপর ঈমান আনে, তার কোনো কিছু কম পাওয়ার আশংকা থাকে না, (পরকালেও) তার লাঞ্ছনা থাকবে না,

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْحَدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمِنَ يُؤْمِنُ
بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

১৪. আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু আছে যারা সত্যবিমুখ (কাফের); যারা (আল্লাহর) অনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে তারাই হচ্ছে সেসব (ভাগ্যবান) মানুষ যারা মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে,

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

১৫. আর যারা সত্যবিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামের ইক্ষন (হবে),

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

১৬. লোকেরা যদি সত্য (ও নির্ভুল) পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো, তাহলে আমি তাদের (আসমান থেকে) প্রচুর পানি পান করাতাম,

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ
مَاءً غَدَقًا ۝

১৭. যেন আমি এর দ্বারা তাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নিতে পারি; যদি কোনো মানুষ তার মালিকের স্বরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে কঠোর আযাবে প্রবেশ করাবেন,

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

১৮. মাসজিদসমূহ আল্লাহ তায়ালায় এবাদাতের জন্যে (নির্দিষ্ট), অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
أَحَدًا ۝

১৯. যখন আল্লাহর এক বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন (মানুষ কিংবা জ্বিনের) অনেকেই তার পাশে ভীড় জমাতে লাগলো;

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

২০. (এদের) তুমি বলো, আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি, আর আমি (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝

২১. তুমি বলো, আমি তোমাদের ক্ষতিসাধনের যেমন ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না।

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

২২. তুমি বলো, আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমি কখনো তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল (খুঁজে) পাবো না,

قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۖ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৩. (আমার কাজ) এ ছাড়া আর কি (আছে) যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর বাণী ও হেদায়াত পৌঁছে দেবো, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠিন) আগুন, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে;

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً ۖ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝

২৪. এভাবে (সত্যি সত্যিই) যখন তারা (সে দিনটি) দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কতো দুর্বল এবং কার বাহিনী কতো কম!

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ ۖ مَن أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۝

২৫. তুমি বলো, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কেয়ামতের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সন্নিকটে, না আমার মালিক তার জন্যে কোনো মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন।

قُلْ إِن أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَدًا ۝

২৬. তিনি (সমগ্র) গায়বের (একক) জ্ঞানী, তাঁর (সে) অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না,

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِٗ أَحَدًا ۝

২৭. অবশ্য তাঁর রসূল ছাড়া— যাকে তিনি বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তারও আগে-পিছে তিনি (অতন্দ্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন,

إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

২৮. এ (প্রহরী) দিয়ে তিনি এ কথাটা জেনে নিতে চান, তাঁর নবী রসূলরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী (ঠিক ঠিক) পৌঁছে দিয়েছে কিনা, তিনি তো এমনই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং (এ সৃষ্টি জগতের) সবকিছুকেই তিনি গুনে রেখেছেন।

لِّيَعْلَمَٓ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

আয়াত ২০
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল মোযায্মেল
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মোহাম্মদ),

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ ۝

২. রাতে (নামাযের জন্যে উঠে) দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে—

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৩. তার অর্ধেক অংশ— অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম করো,

نِّصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

৪. কিংবা তার ওপর (আরো কিছু) বাড়িয়ে দাও, তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো থেমে থেমে;

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

৫. (হে মোহাম্মদ!) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) কিছু রাখতে যাচ্ছি।

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

৬. অবশ্যই রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর (এ সময় দোয়া ও কোরআন) পাঠেরও সুবিধা থাকে বেশী;

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

৭. অবশ্যই দিনের বেলায় তোমার প্রচুর কর্মব্যস্ততা থাকে।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَثِيْلًا ۝

৮. তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো;

وَاذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

৯. আল্লাহ তায়ালা পূর্ব পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

১০. এ (নির্বোধ) লোকেরা যেসব কথাবার্তা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করো।

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْجَرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝

১১. মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও সম্পদের অধিকারীদের (সাথে ফয়সালায়) ব্যাপারটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلُمْ قَلِيْلًا ۝

১২. অবশ্যই আমার কাছে (এদের পাকড়াও করার জন্যে) শেকল আছে, আছে (আযাব দেয়ার জন্যে) জাহান্নাম,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيْمًا ۝

১৩. (আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আযাব,

وَطَعَامًا ذَا غَصَصٍ وَعَذَابًا أَلِيْمًا ۝

১৪. (যেদিন এ ঘটনা ঘটবে) সেদিন পৃথিবী ও (তার) পাহাড়সমূহ প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং পাহাড়সমূহ হবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কতিপয় বালুর স্তূপ।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا ۝

১৫. অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফেরাউনের কাছেও আমি একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম;

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

১৬. অতপর ফেরাউন (আমার) রসূলকে অমান্য করেছে, (এর শাস্তি হিসেবে) আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْلًا ۝

১৭. তোমরা যদি (আজ) সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে (আযাব থেকে) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, (অথচ অবস্থার ভয়াবহতা) সেদিন কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে;

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
الْوَلَدَ إِن شَيْبًا ۚ

১৮. যেদিন তার সাথে আসমান ফেটে ফেটে পড়বে, (এ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আর তা সংঘটিত হবেই।

السَّمَاءِ مُنْقَطِرٍ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

১৯. এ হচ্ছে একটি উপদেশমাত্র, কোনো ব্যক্তি চাইলে (এর মাধ্যমে) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরতে পারে।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ
رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

২০. (হে নবী,) অবশ্যই তোমার মালিক (একথা) জানেন যে, তুমি এবং তোমার সাথে তোমার সাথীদের এক দল (এবাদাতের জন্যে কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক অংশ, আবার (কখনো) এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো; (মূলত) রাত দিনের এ হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করে রাখেন; তিনি (এও) জানেন, তোমরা কখনো এর সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হবে না, তাই তিনি (এ ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন, অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততোটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা জানেন, তোমাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আবার পরবর্তী কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হতে পারে, আবার একদল লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত হবে, (এ পরিপ্রেক্ষিতে) তা থেকে যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা পড়ো; তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো, (মনে রাখবে), যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ তোমরা আগেভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে, তাই তোমরা তাঁর কাছে (সংরক্ষিত দেখতে) পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতীব দয়ালু, অধিক ক্ষমাশীল।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثَةً وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
عَلِمَ أَنَّ لَكَ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ
أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ
اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَا تَقْيَمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوا ۚ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

আয়াত ৫৬
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল মোদাস্‌সের
মক্কায় অবতীর্ণ

১. হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ),

يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ ۝

২. (কঞ্চল ছেড়ে) তুমি ওঠো এবং মানুষদের
(পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো,

قُمْ فَأَنْذِرْ ۖ (৩)

৩. তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۖ (৪)

৪. তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো—

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۖ (৫)

৫. এবং মলিনতা ও অপবিত্রতা পরিহার করো,

وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ (৬)

৬. কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান
করো না,

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۖ (৭)

৭. তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ
করো;

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۖ (৮)

৮. যেদিন (সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে) শিঙ্গায়
ফুঁ দেয়া হবে,

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۖ (৯)

৯. সেদিনটি (হবে) সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক,

فَإِنَّ لَكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمًا عَسِيرٌ ۖ (১০)

১০. (এ দিনকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে
এটি মোটেই সহজ (বিষয়) হবে না।

عَلَى الْكَافِرِينَ يَوْمٌ شَدِيدٌ ۖ (১১)

১১. যাকে আমি অনন্য ধরনের (করে) পয়দা করেছি,
(তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে) তুমি আমাকেই
ছেড়ে দাও,

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ (১২)

১২. তাকে আমি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দান
করেছি,

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ (১৩)

১৩. (তাকে আরো দান করেছি) সদা সংগী (এক
দল) পুত্র সন্তান,

وَبَنِينَ شُهُودًا ۖ (১৪)

১৪. আমি তার জন্যে (সচ্ছলতার উপকরণ) সুগম
করে দিয়েছি,

وَمَهَلٌ لَهُ لَمْ يَمْهِدْ ۖ (১৫)

১৫. (তারপরও) সে লোভ করে যে, তাকে আমি
আরো অধিক দিতে থাকবো,

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۖ (১৬)

১৬. না, কখনো নয়; কেননা সে আমার আয়াতসমূহের
বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর ছিলো,

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عَنِيدًا ۖ (১৭)

১৭. অচিরেই আমি তাকে (শাস্তির) চূড়ায় আরোহণ
করাবো;

سَأَرْسِلُهُ صَاعِدًا ۖ (১৮)

১৮. সে তো (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা)
চিন্তা-ভাবনাও করেছিলো, তারপর সে (নিজের
গোঁড়ামিতে থাকার) সিদ্ধান্ত করলো,

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ (১৯)

১৯. তার ওপর অভিশাপ, (সত্য চেনার পরও) কেমন
করে সে (পুনরায় এ) সিদ্ধান্ত করলো!

فَقَتَّلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ (২০)

২০. আবারও তার ওপর অভিশাপ! কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্ত করলো,

ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَرٌ ۝

২১. সে (লোকদের প্রতি) চেয়ে দেখলো,

ثُمَّ نَظَرَ ۝

২২. (দন্তভরে) সে তার দ্রুতগতির করলো, (অবজ্ঞাভরে) মুখটাকে বিকৃত করে ফেললো,

ثُمَّ عَمَسَ وَبَسَرَ ۝

২৩. অতপর সে পিছিয়ে গেলো এবং অহংকার করলো,

ثُمَّ ادْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

২৪. সে (আরো) বললো, এ তো (আসলে) আগের লোকদের থেকে প্রাপ্ত যাদু (-বিদ্যার খেল) ছাড়া কিছুই নয়,

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝

২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া (আর কিছুও) নয়;

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝

২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝

২৭. তুমি কি জানো জাহান্নাম (-এর আগুন) কি ধরনের?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝

২৮. যা (এর অধিবাসীদের অক্ষত অবস্থায়) ফেলে রাখবে না, আবার (শাস্তি থেকে) রেহাইও দেবে না,

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝

২৯. বরং তা মানুষদের গায়ের চামড়াকে ভীষণভাবে জ্বালিয়ে দেবে,

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۝

৩০. তার ওপর (নিয়োজিত আছে) উনিশ (সদস্যের ফেরেশতাদল);

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

৩১. আমি দোষখের প্রহরী হিসেবে ফেরেশতাদের ছাড়া (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি এবং তাদের (এই উনিশ) সংখ্যাকে আমি অবিদ্বাসীদের জন্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যেন এর মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কিতাব নাযিল হয়েছে তারা (আমার কথায়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের ঈমানও এতে করে বৃদ্ধি পেতে পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলে কিতাব এবং মোমেনরাও যেন কোনোরকম সন্দেহে নিমজ্জিত না হতে পারে, (অবশ্য) যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি রয়েছে এর ফলে তারা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরা বলবে, এ (অভিনব) উক্তি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কী বুঝাতে চান? (মূলত) এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, (আবার) তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তোমার মালিকের (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না, (আর দোষখের বর্ণনা-) এ তো শুধু মানুষদের উপদেশের জন্যেই-

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنِ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝

৩২. না, তা কখনো নয়, (আমি) চাঁদের শপথ (করে বলছি),

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩৩. (আরো) শপথ (করছি) রাতের, যখন তা অবসান হতে থাকে,

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۝

৩৪. শপথ (করছি) প্রভাতকালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়,

وَالصُّبْحِ إِذَا أَفْجَرُ ۝

৩৫. নিসন্দেহে (মানুষের জন্যে) তা হবে কঠিনতম বিপদসমূহের মধ্যে একটি,

إِنَّمَا لِأَحَدَى الْكَبْرِ ۝

৩৬. মানুষের জন্যে (তা হবে) ভয় প্রদর্শনকারী,

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝

৩৭. তোমাদের সে ব্যক্তির জন্যে, যে (কল্যাণের পথে) অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথ থেকে) পিছু হটতে মনস্থ করে;

لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَ أَوْ يَتَّخِرَ ۝

৩৮. (মূলত) প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝

৩৯. অবশ্য ডান দিকে অবস্থানকারী (নেককার) লোকগুলো ছাড়া;

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝

৪০. তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জান্নাতে। (সেদিন) তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে—

فِي جَنَّتٍ تَذَّيْتَسَاءَلُونَ ۝

৪১. (জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড) পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে,

عَنِ الْمَجْرِمِينَ ۝

৪২. (হে জাহান্নামের অধিবাসীরা,) তোমাদের আজ কিসে এ আযাবে উপনীত করেছে?

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝

৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের দলে शामिल ছিলাম না,

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

৪৪. অভাবী (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না,

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝

৪৫. (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অন্যায় অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম,

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

৪৬. (সর্বোপরি) আমরা আখেরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম,

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

৪৭. এমনি (করতে করতে একদিন) চূড়ান্ত সত্য (হিসেবে মৃত্যু) আমাদের কাছে হাযির হয়ে গেলে।

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۝

৪৮. কোনো সুপারিশকারী সুপারিশই (আজ) তাদের কোনো উপকারে আসবে না;

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝

৪৯. এদের কি হয়েছে, এরা (সত্য) বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۝

৫০. এরা যেন (বনের) কতিপয় পলায়নপর (ভীত সন্ত্রস্ত) গাধা,

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝

৫১. যারা সিংহের আক্রমণ থেকে পালাতে ব্যস্ত;

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

৫২. কিন্তু তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, তাকে (আলাদা করে) উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক,

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتٰى
صُحُفًا مِّنْهُ ۝٢٢

৫৩. এটা (কখনো) সম্ভব নয়, (আসলে) এ লোকেরা শেষ বিচারের দিনকেই ভয় করে না;

كَلَّا ۚ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْاٰخِرَةَ ۝٢٣

৫৪. না, কখনো নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র,

كَلَّا اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝٢٤

৫৫. অতএব (এক্ষণে) যার ইচ্ছা সে যেন (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে;

فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ۝٢٥

৫৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না; একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ক্ষমার মালিক।

وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۚ هُوَ اَهْلُ
التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٢٦

আয়াত ৪০
রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ক্ব্যামাহ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আমি শপথ করছি কেয়ামত দিবসের,

لَا اُقْسِرُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝١

২. আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (ক্রেটি বিচ্যুতির জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়;

وَلَا اُقْسِرُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَاۡمَةِ ۝٢

৩. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, (সে মরে গেলে) আমি তার অস্থিমজ্জাগুলো আর কখনো একত্রিত করতে পারবো না;

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلْنِ نَجْمَعُ عِظَامَهٗ ۝٣

৪. হাঁ, অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাগুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো।

بَلٰی فِدْرِیۡنَ عَلٰی اَنْ نَّسَوٰی بَنَانَهٗ ۝٤

৫. এ সত্ত্বেও মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে (শুধু) পাপাচারেই লিপ্ত হতে চায়,

بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجَرُ اَمَامَهٗ ۝٥

৬. সে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কবে আসবে?

یَسۡتَلۡۤ اٰیَانَ یَوۡمِ الْقِیَمَةِ ۝٦

৭. (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধাঁধায়ুক্ত হয়ে যাবে,

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧

৮. (যেদিন) চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে,

وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨

৯. চাঁদ ও সুরজ একাকার হয়ে যাবে,

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩

১০. (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেয়ামত এসে গেছে), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)?

یَقُوۡلُ الْاِنۡسَانُ یَوْمَئِذٍ اَیۡنَ الْمَفَرُّ ۝١٠

১১. (ঘোষণা আসবে) না, (আজ পালাবার জায়গা নেই,) নেই কোনো আশ্রয়স্থলও;

كَلَّا لَا وَرَرَ ۝١١

১২. (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই আছে (একটাই এবং তা) শুধু তোমার মালিকের কাছে,

اِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢

১৩. সেদিন প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে, কি (আমল) নিয়ে সে আজ হাযির হয়েছে, আর কি (কি আমল) সে পেছনে রেখে এসেছে;

يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّ أَوَّخَرَ ۝

১৪. মানুষরা তো বরং নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই পর্যবেক্ষক,

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

১৫. যদিও সে নিজের (সপক্ষে সেদিন) নানা অজুহাত পেশ করতে চাইবে;

وَلَوْ أَتَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝

১৬. (হে নবী, ওহীর ব্যাপার,) তুমি তাতে তাড়াহুড়ো করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ে না;

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝

১৭. এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

১৮. অতএব আমি যখন (জিবরাসিলের মাধ্যমে তোমার কাছে) কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার অনুসরণ করার চেষ্টা করো,

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝

১৯. অতপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর;

ثُمَّ إِنَّا عَلَيْهِ بَيِّنَاتٌ ۝

২০. না, কক্ষণো না, তোমরা পৃথিব জগতকেই বেশী ভালোবাসো—

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

২১. এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো!

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

২২. সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে,

وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝

২৩. এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তির তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে,

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

২৪. আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বিবর্ণ,

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝

২৫. তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আযাবের) আচরণ (শুরু) করা হবে;

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

২৬. না, কখনো নয়, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যাবে,

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝

২৭. তাকে বলা হবে, (এ সময় যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুক দেয়ার মতো কেউ কি আছে?

وَقِيلَ مَنْ سَنُورَقٍ ۝

২৮. সে (তখন) বুঝে নেবে যে, অবশ্যই (পৃথিবী থেকে এটাই) তার বিদায় (নেয়ার সময়),

وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ الْفِرَاقُ ۝

২৯. (আর এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে,

وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

৩০. আর সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

৩১. (আসলে) এ (জাহান্নামী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক) সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি,

فَلَا مَدَقَ وَلَا مَلَىٰ ۝

৩২. বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾

৩৩. সে অত্যন্ত দুষ্ট ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গেলো,

ثُمَّ رَدَّاهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾

৩৪. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হাঁ, (এ পরিণাম ঠিক) তোমাকেই মানায় এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫. অতপর এ আচরণ শুধু তোমারই সাজে, (এটা) তোমার জন্যেই মানায়;

ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে;

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৭. সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্থলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না?

أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারপর তা হলো রক্তপিণ্ড, অতপর আল্লাহ তায়ালা (দেহ সৃষ্টি করে তাকে) সুবিন্যস্ত করলেন,

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯. এরপর তিনি তার থেকে নারী পুরুষের জোড়া পয়দা করেছেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০. (যিনি এদের বানিয়েছেন) তিনি কি মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

আয়াত ৩১
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আদ দাহর
মদীনায়ে অবতীর্ণ

১. কালের (পরিক্রমায়) কোনো একটি সময় মানুষের ওপর দিয়ে এসেছে কি— যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব) উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিলো না!

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (পরীক্ষার উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

৩. আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় (অকৃতজ্ঞ) কাফের হয়ে যাবে।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

৪. কাফেরদের জন্যে আমি শেকল, বেড়ি ও আগুনের লেলিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

৫. নিসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্নাতে) এমন সুরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কপূর মেশানো থাকবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

৬. এ পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

৭. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা 'মানত' পূরণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধ্বংসলীলা হবে সুদূরপ্রসারী।

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

৮. এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্ধুদ্ধ হয়েই ফকীর) মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয়।

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

৯. (এরা বলে,) আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না- না (চাই) কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَنُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

১০. আমরা সে দিনটির ব্যাপারে আমাদের মালিককে ভয় করি, যেদিনটি হবে অতীব ভয়ংকর।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوْصًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

১১. আল্লাহ তায়ালা আজ তাদের সেদিনের (ভয়ংকর আযাব ও) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন,

فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

১২. এরা যে ধৈর্য প্রদর্শন করেছে (তার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তায়ালা) তাদের জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র দান করবেন,

وَجَزَاءُ نِعْمٍ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾

১৩. (সেখানে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে সূর্যের (তাপ) যেমন তারা দেখবে না, তেমনি দেখবে না কোনো রকম শীত (এর প্রকোপও),

مَتَكئينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

১৪. তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফল-পাকড়া তাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হবে।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ﴿١٤﴾

১৫. তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ও কাঁচের পেয়ালায়, তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾

১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে।

قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

১৭. সেখানে তাদের এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে 'যানজাবীল' (নামের মূল্যবান সুগন্ধ),

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾

১৮. তাতে রয়েছে (জান্নাতের) এক (অমিয়) বর্ণা,
যার নাম রাখা হয়েছে 'সালসাবীল'।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿٣٧﴾

১৯. তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল
কিশোর বালক, যারা চিরকাল কিশোরই থাকবে,
যখন তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা
কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ﴿٣٨﴾

২০. সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু
নেয়ামতেরই সমারোহ, দেখবে (নেয়ামত উপচেপড়া)
এক বিশাল সাম্রাজ্য।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٣٩﴾

২১. বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি
সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো
হবে রূপার কংকণ, তাদের মালিক সেদিন তাদের
'শরাবান তছরা' (পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পানীয়) পান
করাবেন।

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٤٠﴾

২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আমার বান্দারা,)
এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আমার) পুরস্কার এবং
তোমাদের (যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার স্বীকৃতি!

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ﴿٤١﴾

২৩. (হে নবী,) আমি অবশ্যই (এ মহাশত্রু)
কোরআনকে তোমার ওপর ধীরে ধীরে নাখিল করেছি,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٤٢﴾

২৪. সুতরাং তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার মালিকের
নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা
পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের
আনুগত্য করবে না,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٤٣﴾

২৫. তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম
স্মরণ করতে থাকো,

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٤﴾

২৬. রাতের একাংশ তাঁর সামনে সাজদাবনত থাকো
এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা
ঘোষণা করতে থাকো।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٤٥﴾

২৭. এরা বৈষয়িক স্বার্থের পার্থিব জগতকেই বেশী
ভালোবাসে এবং পরে যে তাদের ওপর একটা কঠিন
দিন আসছে তা উপেক্ষা করে!

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٤٦﴾

২৮. আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের
জোড়াগুলো ও তার বাঁধন আমিই ময়বুত করেছি,
আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এ বাঁধন
শিথিল করে তাদের) আকৃতি বদলে দেবো।

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٤٧﴾

২৯. অবশ্যই এটি হচ্ছে একটি উপদেশ, অতএব যার
ইচ্ছা সে (একে আঁকড়ে ধরে) নিজের মালিকের কাছে
যাওয়ার পথ করে নিতে পারে।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৩০. আর আল্লাহ তায়ালা যা চান সেটা ছাড়া তোমরা তো কিছুই চাইতেও পারো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩১. তিনি যাকে চান তাকে তাঁর রহমতের মাঝে প্রবেশ করান; যালেমদের জন্যে তিনি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

২
ককুআয়াত ৫০
ককু ২بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল মোরসালাত
মক্কায় অবতীর্ণ

১. মৃদুমন্দ ও ক্রমাগতভাবে পাঠানো (কল্যাণবাহী) বাতাসের শপথ,

وَالْأَنْفُسُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَكُونَ عَرَفًا ﴿١﴾

২. প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝা বাতাসের শপথ,

فَالْعَصْفُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَكُونَ عَصْفًا ﴿٢﴾

৩. মেঘমালা বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ,

وَالنَّشْرُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَكُونَ نَشْرًا ﴿٣﴾

৪. (মেঘমালাকে) যে (বাতাস) টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয়— তার শপথ,

فَالْفُرْقُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَكُونَ فُرْقًا ﴿٤﴾

৫. (মানুষের অন্তরে) ওহী নিয়ে আসে যেসব (ফেরেশতা—) তাদের শপথ,

فَالْمَلَكُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَكُونَ مَلَكًا ﴿٥﴾

৬. (এটা মোমেনদের—) ওযর (আপত্তির সুযোগ না রাখা) কিংবা কাফেরদের সতর্ক (করার জন্যে),

عَذْرًا أَوْ تَذَرًا ﴿٦﴾

৭. নিসন্দেহে তোমাদের (পরকাল দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সংঘটিত হবে;

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٍ ﴿٧﴾

৮. যখন আকাশের তারাগুলোকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে,

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾

৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾

১০. যখন পাহাড়গুলোকে (ধুলার মতো) উড়িয়ে দেয়া হবে,

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾

১১. যখন নবী রসূলদের সবাইকে নির্ধারিত সময়ে জড়ো করা হবে;

وَإِذَا الرُّسُلُ أُمِّتَتْ ﴿١١﴾

১২. (বলতে পারো)—কোন (বিশেষ) দিনটির জন্যে (এ কাজটি) মূলতবী করে রাখা হয়েছে?

لَا يَوْمٍ أَمَّجَلَتْ ﴿١٢﴾

১৩. (হাঁ, সেটা রাখা হয়েছে) চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটির জন্যে,

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

১৪. তুমি কি জানো সে ফয়সালার দিনটি কেমন?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৫. যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেদিন তাদের ধ্বংস (অবধারিত)।

وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

১৬. আমি কি আগের (অবিশ্বাসী যালেম) লোকদের ধ্বংস করে দেইনি?	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٦﴾
১৭. অতপর আমি পরবর্তী লোকদেরও (ধ্বংসের পথে) পূর্ববর্তীদের সঙ্গী করে দেবো।	ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ ﴿٥٧﴾
১৮. (হাঁ সকল যুগের) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি এ (একই) ব্যবহার করি।	كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾
১৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!	وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾
২০. আমি কি তোমাদের (এক ফোঁটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٦٠﴾
২১. অতপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফোঁটাকেই আমি একটি সংরক্ষিত স্থানে (সযত্নে) রেখে দিয়েছি,	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٦١﴾
২২. (রেখে দিয়েছি) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত,	إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦٢﴾
২৩. তারপর (তাকে) পরিমাণমতো সব (কিছু দিয়ে আমি পূর্ণাংগ একটি মানুষ হিসেবে তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি, কতো সক্ষম (ও নিপুণ) স্রষ্টা আমি!	فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٦٣﴾
২৪. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!	وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾
২৫. আমি কি ভূমিকে (প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের) ধারণকারী করে বানিয়ে রাখিনি?	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٦٥﴾
২৬. জীবিত ব্যক্তিদের যেমনি (সে ধারণ করে আছে) তেমনি মৃত ব্যক্তিদেরও (সে ধারণ করে),	أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٦٦﴾
২৭. আমি তাতে উঁচু উঁচু পর্বতমালা সৃষ্টি করে রেখেছি এবং আমি তোমাদের সুপেয় পানি পান করিয়েছি।	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَجِيعًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٦٧﴾
২৮. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।	وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٨﴾
২৯. (চূড়ান্ত বিচারের পর বলা হবে,) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে,	إِنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٦٩﴾
৩০. চলো সেই ধূমপুঞ্জের ছায়ার দিকে, যার রয়েছে তিনটি (ভয়ংকর) শাখা,	إِنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شُعْبٍ ﴿٧٠﴾
৩১. এ ছায়া (কিছু) সুনিবিড় কিছু নয়, এটা (তাকে) আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতে পারবে না;	لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٧١﴾
৩২. (বরং) তা (তার ওপর) বৃহৎ প্রাসাদতুল্য আগুনের স্কুলিংগ নিষ্ক্ষেপ করতে থাকবে,	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٧٢﴾
৩৩. (মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল;	كَأَنَّهُ جُمِلَتِ صَفَرٌ ﴿٧٣﴾

৩৪. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এ হচ্ছে সেই (মহাবিচারের) দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না,

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. কাউকে সেদিন (নিজেদের পক্ষে) ওয়র আপত্তি (কিংবা সাফাই) পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না যে, তারা কিছু ওয়র পেশ করবে।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. (সেদিন পাপীদের বলা হবে,) আজকের দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আজ আমি (এখানে) একত্রিত করেছি।

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاهُمْ هَاهُنَا وَالْأُولَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯. আজ যদি (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করার থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করো।

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾

৪০. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. (আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে (সেদিন) তারা (সুনিবিড়) ছায়ার নীচে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে অবস্থান করবে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾

৪২. তাদের জন্যে ফলফলারির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই (সেখানে) পাবে;

وَفَوَاحِشٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃপ্তির সাথে এসব খাও ও পান করো।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অবশ্যই আমি ভালো মানুষদের এমনিভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

إِنَّا كُنَّا لَكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা,) কিছুদিন তোমরা এখানে খেয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আশ্বাদনও করে নাও, নিসন্দেহে তোমরা অপরাধী!

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এদের যখন বলা হয়, তোমরা (আল্লাহর দরবারে) নত হও, তখন তারা নত হয় না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. (তুমিই বলো,) এরপর আর এমন কোন্ কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে!

فَبِأَيِّ حَالٍ يَتَّبِعُ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ يَوْمُنَا ۚ ﴿٥٠﴾

আয়াত ৪০
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আন নাবা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾

২. (তারা কি) সেই মহাসংবাদের ব্যাপারেই (একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে)?

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾

৩. যে ব্যাপারে তারা নিজেরাও নানা মতে বিভক্ত;

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

৪. না, কখনো নয়, এরা অচিরেই (সে ঘটনাটি) জানতে পারবে,

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

৫. হাঁ, অতি সত্ত্বরই তারা (সে সম্পর্কে) জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

৬. আমি কি ভূমিকে বিছানার (মতো করে) তৈরী করিনি?

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾

৭. (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি পাহাড়সমূহকে (এর গায়ে) পেরেকের মতো গেড়ে রেখেছি,

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

৮. আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি,

وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

৯. তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি,

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

১০. আমি রাতকে (তোমাদের জন্যে) আবরণ করে দিয়েছি,

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

১১. আর দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্যে (আলোকোজ্জ্বল) করে রেখেছি,

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

১২. আমি তোমাদের ওপর সাতটি ময়বুত আসমান বানিয়েছি,

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾

১৩. (এতে) স্থাপন করেছি একটি প্রোজ্জ্বল বাতি,

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾

১৪. মেঘমালা থেকে আমি বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা,

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

১৫. যেন তা দিয়ে আমি (শ্যামল ভূমিতে) উৎপাদন করতে পারি (নানা রকমের) শস্যদানা ও তরিতরকারি—

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

১৬. এবং সুনিবিড় বাগবাগিচা;

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

১৭. নিসন্দেহে চূড়াস্ত সিদ্ধান্তের একটি দিন রয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾

১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, (সেদিন) তোমরা দলে দলে (বেরিয়ে) আসবে,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৯. (সেদিন) আসমান খুলে দেয়া হবে এবং তা অনেকগুলো খোলা দরজায় পরিণত হয়ে যাবে,

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

২০. পর্বতগুলোকে সরিয়ে দেয়া হবে অতপর তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে,	وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝
২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম হচ্ছে ফাঁদ—	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝
২২. বিদ্রোহীদের জন্যে (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল,	لِّلطَّاغِيَةِ مَأْبًا ۝
২৩. সেখানে তারা কালের পর কাল ধরে পড়ে থাকবে,	لِبِئْسَ فِيهَا أَهْقَابًا ۝
২৪. সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা ও পানীয় (জাতের) কিছুই স্বাদ ভোগ করবে না,	لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝
২৫. (সেখানে) ফুটন্ত পানি, পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া কিছুই থাকবে না,	إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝
২৬. (এই হচ্ছে তাদের) যথাযথ প্রতিফল;	جَزَاءٌ وَفَاقًا ۝
২৭. (কেননা) এরা হিসাব-নিকাশের (এ দিনটি থেকে কিছুই) আশা করেনি,	إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝
২৮. (বরং) তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে;	وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝
২৯. (অথচ) আমি (তাদের) যাবতীয় কর্মকান্ডের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রেখেছি,	وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝
৩০ অতএব তোমরা আযাব উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের জন্যে শাস্তির মাত্রা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।	فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝
৩১. (অপরদিকে) আল্লাহতীর্থ লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য,	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝
৩২. (সুসজ্জিত) বাগবাগিচা ও আংগুর (ফলের সমারোহ),	حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝
৩৩. (আরো রয়েছে) পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী—	وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ۝
৩৪. এবং উপচে পড়া পানপাত্র;	وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝
৩৫. এখানে তারা কোনো বাজে কথা ও মিথ্যা শুনতে পাবে না,	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۝
৩৬. (এটা হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের) যথাযথ পুরস্কার,	جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝
৩৭. আসমানসমূহ, যমীন ও এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার মালিক দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তাঁর সাথে কেউই বিতর্ক করার ক্ষমতা রাখে না,	رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝
৩৮. সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে) রুহ (জিবরাঈল) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝

দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যাদের অনুমতি দেবেন তারা ছাড়া অন্য কেউই কথা বলতে পারবে না এবং (অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন বলবে, তখন) সে সঠিক কথাই বলবে।

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৯. সে দিনটিই সত্য, কেউ ইচ্ছা করলে (এখনো এই সত্যের দ্বারা) নিজের মালিকের কাছে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে।

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ
رَبِّهِ مَآبًا ۝

৪০. আমি অবশ্যই আসন্ন আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি, সেদিন মানুষ দেখবে তার হাত দুটি (এ দিনের জন্যে) কী কী জিনিস পাঠিয়েছে, (এ দিনকে) অস্বীকারকারী ব্যক্তি তখন বলে উঠবে, হায়, কতো ভালো হতো যদি মানুষ (না হয়ে) আমি (আজ) মাটি হতাম!

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَبْدًا قَرِيبًا ۖ يَوْمًا يَنْظُرُ
الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

আয়াত ৪৬
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আন নাযযাত
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা নির্মমভাবে (পাপীদের আত্মা) ছিনিয়ে আনে,

وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا ۝

২. শপথ (ফেরেশতাদের) যারা সহজভাবে (নেককারদের রুহ) খুলে দেয়,

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۝

৩. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা আমার হুকুম তামিল করার জন্যে) সাঁতরে বেড়ায়,

وَالسَّابِكَاتِ سَبَكًا ۝

৪. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (হুকুম পালনে) দ্রুত এগিয়ে চলে,

فَالسَّيِّئَاتِ سَبَقًا ۝

৫. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (নিজেদের) কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে।

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝

৬. (যেদিন কেয়ামত আসবে), সেদিন ভূকম্পনের এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হবে,

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

৭. (কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি প্রচণ্ড ধাক্কা হবে;

تَتَّبِعَهَا الرِّدْفَةُ ۝

৮. সেদিন (মানুষের) অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হবে,

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

৯. তাদের সবার দৃষ্টি হবে ভীত-সম্ভ্রান্ত।

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

১০. তারা বলে, সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে?

يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝

১১. আমরা পঁচে-গলে হাড়িডতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও (কি তা ঘটবে)?

إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ۝

১২. তারা বলে, যদি আমাদের আগের জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে সেটা তো হবে খুবই লোকসানের বিষয়।

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

১৩. অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের একটি গর্জন;

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿٣٥﴾

১৪. (গর্জন শেষ না হতেই) হঠাৎ দেখা যাবে, তারা (কবর থেকে উঠে সবাই যমীনের ওপর) সমবেত হয়ে গেছে।

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿٣٦﴾

১৫. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মুসার কাহিনী পৌছেছে?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٣٧﴾

১৬. তাকে যখন তাঁর রব পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন—

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿٣٨﴾

১৭. তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, কারণ সে (তার মালিকের) বিদ্রোহ করেছে,

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٣٩﴾

১৮. তুমি (তাকে) জিজ্ঞেস করো, তুমি কি (ঈমান এনে) পবিত্র হতে চাও?

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ ﴿٤٠﴾

১৯. আমি তোমাকে তোমার মালিকের (কাছে পৌঁছার একটা) পথ দেখাতে পারি, অতপর তুমি (তাকে) ভয় করবে,

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿٤١﴾

২০. এরপর সে তাকে (আমার পক্ষ থেকে নবুওতের) বড়ো একটি নিদর্শন দেখালো,

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٤٢﴾

২১. সে (আমার নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং সে (তার) বিরুদ্ধাচরণ করলো,

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٤٣﴾

২২. অতপর (ষড়যন্ত্র করার মানসে) সে পেছনে ফিরে গেলো,

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٤٤﴾

২৩. সে লোকজন জড়ো করলো এবং তাদের ডাক দিলো—

فَكَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٤٥﴾

২৪. এবং বললো, আমি হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো 'রব',

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٤٦﴾

২৫. অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন;

فَاَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٤٧﴾

২৬. অবশ্যই এমন লোকের জন্যে এতে শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَخْشَىٰ ﴿٤٨﴾

২৭. (তোমরা বলো,) তোমাদের (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? আল্লাহ তায়ালাই তা বানিয়েছেন।

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ﴿٤٩﴾

২৮. আল্লাহ তায়ালা (শূন্যের মাঝে) তাকে উঁচু করে রেখেছেন, অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন,

رَفَعَ سِكَمَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٥٠﴾

২৯. তিনি রাতকে (অন্ধকার দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন, আবার তা থেকে দিনকে বের করে এনেছেন,

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٥١﴾

৩০. এরপর যমীনকে তিনি (বিছানার মতো করে) বিছিয়ে দিয়েছেন;

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٥٢﴾

৩১. তা থেকে তিনি তার পানি ও তার উদ্ভিদরাজি বের করেছেন,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٥٣﴾

৩২. তিনি পাহাড়সমূহকে (যমীনের গায়ে পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছেন,

وَالْجِبَالِ أَرْسَمَا ۝

৩৩. (এগুলো হচ্ছে) তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারদের (উপকারের) জন্যে;

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৩৪. তারপর যখন বড়ো বিপর্যয় (তোমাদের সামনে এসে) হাযির হবে,

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ۝

৩৫. সেদিন মানুষ একে একে সব কিছুই স্মরণ করবে যা (করার জন্যে সে দুনিয়ায়) চেষ্টা করেছে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝

৩৬. সেদিন সে ব্যক্তির জন্যে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, যে (তা) দেখতে পাবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۝

৩৭. অতপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে—

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۝

৩৮. এবং (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে,

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

৩৯. অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল;

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

৪০. (আবার) যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানো (-র দিনটিকে) ভয় করেছে এবং (এ ভয়ে) নিজের নফসকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে,

وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

৪১. অবশ্যই জান্নাত হবে তার অনন্ত ঠিকানা;

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

৪২. তারা তোমার কাছে জানতে চায় কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝

৪৩. (আসলে) সে সময়ের কথা বর্ণনা করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

فِيمَا أَنتَ مِن ذِكْرِهَا ۝

৪৪. তার (আগমনের) চূড়ান্ত (জ্ঞান একমাত্র) তোমার মালিকের কাছেই রয়েছে;

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ۝

৪৫. তুমি হচ্ছে যা সে ব্যক্তির জন্যে সাবধানকারী, যে এ (দিনটি)-কে ভয় করে;

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ مِّن يَّخْشَاهَا ۝

৪৬. যেদিন এরা কেয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন (এদের মনে হবে) তারা (দুনিয়ায়) এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময়ের চাইতে বেশী সময় অতিবাহিত করেনি।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْ وَجْهًا ۝

আয়াত ৪২
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আবাসা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. সে (নবী) ডুকুণ্ডিত করলো এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۝

২. কারণ তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে;

أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۝

৩. তুমি কি জানতে— হয়তো বা সে (অন্ধ ব্যক্তিটি) নিজেকে পরিভ্রম করে নিতো,

وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّهُ يَزْكِي ۝

৪. (কিংবা) সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতপর তা তার জন্যে উপকারী হতো;

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ٨

৫. (অপরদিকে) যে (লোকটি হেদায়াতের প্রতি) বেপরোয়াভাবে দেখালো—

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ٩

৬. তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান করলে;

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ١٠

৭. (অথচ) সে ব্যক্তি যে পরিশুদ্ধ হবে এটা তোমার দায়িত্বও নয়;

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ١١

৮. (অপর দিকে) যে ব্যক্তিটি (নিজ পরিশুদ্ধির জন্যে) তোমার কাছে দৌড়ে আসছে,

وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ١٢

৯. সে (আল্লাহকে) ভয় করে,

وَهُوَ يَخْشَى ١٣

১০. (অথচ) তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে,

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ١٤

১১. না, কখনোই (এমনটি উচিত) নয়। এ (কোরআন) হচ্ছে একটি উপদেশ,

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١٥

১২. যে চাইবে সে তা স্মরণ করবে।

فَمَن شَاءَ ذَكَّرَهُ ١٦

১৩. সম্মানিত স্থান (লওহে মাহফুয)-এটি (সংরক্ষিত) আছে,

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ١٧

১৪. উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র,

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ١٨

১৫. এটি সংরক্ষিত (থাকে) মর্যাদাবান লেখকদের হাতে,

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٩

১৬. (তারা) মহান ও পূত চরিত্রসম্পন্ন;

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ٢٠

১৭. মানুষের প্রতি অভিসম্পাত! কোন্ জিনিসটি তাকে (আল্লাহর আয়াতকে) অস্বীকার করালো;

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفَرَهُ ٢١

১৮. আল্লাহ তায়ালা কোন্ বস্তু থেকে তাকে পয়দা করেছেন; (তা কি সে দেখলো না?)

مِنَ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ٢٢

১৯. তিনি তাকে এক বিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর যথাযথ) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন,

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ٢٣

২০. অতপর তিনি (এই দুনিয়ায়) তার চলার পথ আসান করে দিয়েছেন,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ٢٤

২১. এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং তাকে কবরে রেখেছেন,

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢٥

২২. আবার তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন;

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ٢٦

২৩. না, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা সে পালন করেনি;

كَلَّا لَهَا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ٢٧

২৪. মানুষ তার খাবারের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখুক (কতোগুলো স্তর অতিক্রম করে এই খাবার তার সামনে আনা হয়েছে),	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি (শুকনো ভূমিতে) প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলেছি,	أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. এরপর আমি যমীনকে বিদীর্ণ করেছি,	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. (অতপর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা,	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. আংগুরের থোকা ও রকমারি শাকসবজি,	وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. (আরো উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর (-সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল),	وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০ (সেখানে রয়েছে) শ্যামল ঘন বাগান,	وَحَدَائقٍ غُلْبًا ﴿٣٠﴾
৩১. (আছে) ফলমূল ও ঘাস,	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. (এর সবই হচ্ছে) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের উপকার ও উপভোগের জন্যে;	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতপর যখন বিকট একটি আওয়ায আসবে (তখন সব আয়োজন শেষ হয়ে যাবে),	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে পালাতে থাকবে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾
৩৫. (পালাতে থাকবে) তার নিজের মায়ের কাছ থেকে, নিজের বাপের কাছ থেকে,	وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾
৩৬. তার সহধর্মিণী থেকে, (এমন কি) তার ছেলেমেয়েদের থেকেও;	وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই পরিস্থিতি এমন (ভয়াবহ) হবে যে, তাই তার (ভীতি ও উদ্বেগের) জন্য যথেষ্ট হবে;	لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. কিছুসংখ্যক (মানুষের) চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে,	وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে,	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. (অপর দিকে) সেদিন কিছুসংখ্যক চেহারা (কুৎসিত) হবে, তার ওপর ধূলাবালি পড়ে থাকবে,	وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. মলিনতায় তা ছেয়ে যাবে,	تَرَاهُمْ قُتِرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. এ লোকগুলোই হচ্ছে (কিতাব) অস্বীকারকারী, এরাই হচ্ছে পাপিষ্ঠ।	أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾



১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে,	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①
২. যখন তারাগুলো একে একে খসে পড়বে,	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ②
৩. যখন পর্বতমালাকে (আপন আপন স্থান থেকে) সরিয়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③
৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকে (নিজের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④
৫. যখন হিংস্র জন্তুগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে,	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤
৬. যখন সাগরসমূহকে (আগুন দ্বারা) প্রজ্বলিত করা হবে,	وَإِذَا الْبُكَارُ سُجِّرَتْ ⑥
৭. যখন (কবর থেকে উত্থিত) প্রাণসমূহকে (নিজ নিজ) দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে,	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦
৮. যখন সদ্যপ্রসূত মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হবে-	وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ⑧
৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো,	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨
১০. যখন আমলের নথিপত্র খোলা হবে,	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩
১১. যখন আসমান খুলে দেয়া হবে,	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪
১২. যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে,	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ⑫
১৩. যখন জান্নাতকে (মানুষের) কাছে নিয়ে আসা হবে,	وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬
১৪. (তখন) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কি জিনিস (আল্লাহ তায়ালা কাছে) হাযির করেছে;	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭
১৫. আমি শপথ করছি সেসব তারকাপুঞ্জের যা (চলতে চলতে) গা ঢাকা দেয়,	فَلَا أَقْسِرُ بِالْخَنَسِ ⑮
১৬. (আবার মাঝে মাঝে) যা অদৃশ্য হয়ে যায়,	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ⑯
১৭. (শপথ) রাতের যখন তা নিশেষ হয়ে যায়,	وَالَيْلِ إِذَا عَسَسَ ⑰
১৮. (শপথ) সকাল বেলার যখন তা (দিনের আলোয়) নিশ্বাস নেয়,	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱
১৯. এ (কোরআন) হচ্ছে সম্মানিত (ও মর্যাদাসম্পন্ন) বাহকের (পৌছানো) বাণী,	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑲
২০. শক্তিশালী, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালা কাছে তার অবস্থান (অনেক মর্যাদাপূর্ণ),	ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ⑳
২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, (অতপর) সে সেখানে গভীর আস্থাভাজনও;	مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ㉑

২২. তোমাদের সাথী (কিত্তু) পাগল নয়,	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝٢٢
২৩. সে তাকে স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে,	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝٢٣
২৪. অদৃশ্য জগতের (কথা পৌছানোর) ব্যাপারে সে কখনো কার্পণ্য করে না,	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍّ ۝٢٤
২৫. এটা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়,	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝٢৫
২৬. অতএব তোমরা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) কোন দিকে যাচ্ছে?	فَإِنِّي تَذَهَّبُونَ ۝٢৬
২৭. এটা সৃষ্টিকুলের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই নয়,	إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝٢৭
২৮. যে সঠিক পথ ধরে চলতে চায় (এটি শুধু) তার জন্যেই (উপদেশ);	لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝٢৮
২৯. (আসলে) তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٢৯

আয়াত ১৯
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল এনফেতার
মক্কায় অবতীর্ণ

১. যখন আসমান ফেটে পড়বে,	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١
২. যখন তারাগুলো সব ঝরে পড়বে,	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ۝٢
৩. যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে,	وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣
৪. যখন কবরগুলো উপড়ে ফেলা হবে,	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤
৫. (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে, সে (এখানকার জন্যে) কি পাঠিয়েছে এবং কি (এমন) কাজ সে রেখে এসেছিলো: (যার পাপ পুণ্য কেয়ামত পর্যন্ত তার হিসেবে জমা হয়েছে);	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥
৬. হে মানুষ, কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রাখলো?	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَرِيمُ ۝٦
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাকে সোজা সূঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস করেছেন,	إِلَّٰلِٰهُ خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَقَلَ لَكَ ۝٧
৮. তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আংগিকেই তোমাকে গঠন করেছেন;	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝٨
৯. না— (এ কি!) তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকেই অস্বীকার করছো!	كَلَّا بَلْ تَكْتَلِبُونَ بِاللَّيْلِ ۝٩
১০. অবশ্যই তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত আছে,	وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١০

১১. এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক,

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿٥٧﴾

১২. তারা জানে তোমরা যা কিছু করছো।

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٥٨﴾

১৩. নিসন্দেহে নেক লোকেরা (সেদিন আল্লাহর) অসীম নেয়ামতে (পরমানন্দে) থাকবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٥٩﴾

১৪. আর অবশ্যই পাপী-তাপীরা থাকবে জাহান্নামে,

وَأِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿٦٠﴾

১৫. শেষ বিচারের দিন তারা (সবাই ঠিকমতো) সেখানে পৌঁছে যাবে।

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦١﴾

১৬. সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনই অদৃশ্য থাকবে না;

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿٦٢﴾

১৭. তুমি কি জানো? শেষ বিচারের দিনটি কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٣﴾

১৮. তুমি কি (আসলেই) জানো, সে দিনটি কি?

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٤﴾

১৯. যেদিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের কাজে আসবে না; সেদিন ফয়সালার (চূড়ান্ত) ক্ষমতা থাকবে আল্লাহ তায়ালার হাতে।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿٦٥﴾

১
ককু



১. দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

২. যারা মানুষদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি আদায় করে,

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

৩. (আবার) নিজেরা যখন (অন্যের জন্যে) ওয়ন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়;

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

৪. এরা কি ভাবে না (বিচারের জন্যে) তাদের (একদিন কবর থেকে) তুলে আনা হবে?

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

৫. (আনা হবে) এক বড়ো দিবসের জন্যে,

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

৬. সেদিন সমগ্র মানুষ সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে;

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

৭. কখনো না, গুনাহগারদের আমলনামা থাকবে 'সিজ্জিনে';

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

৮. তুমি কি জানো (সে) সিজ্জিনটা কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾

৯. (এটা হচ্ছে) সীল করা (একটা) বই;

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

১০. (সেদিন) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত—

وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾

১১. যারা শেষ বিচারের (এ) দিনটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে;

الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٥١﴾

১২. (আসলে) প্রতিটি সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউই এ (বিচার দিনটি)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে না,

وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿٥٢﴾

১৩. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো হচ্ছে নিছক আগের কালের গল্পগাথা;

إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٣﴾

১৪. কখনো নয়, বরং এদের কৃতকর্ম এদের মনের ওপর ঝং ধরিয়ে রেখেছে।

كَلَّا بَلْ سَكَنَ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٤﴾

১৫. কখনো না, অবশ্যই এসব পাপীদের সেদিন তাদের মালিকের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হবে;

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿٥٥﴾

১৬. অতপর তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে গিয়ে প্রবেশ করবে;

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

১৭. তারপর (তাদের) বলা হবে, এ হচ্ছে (সেই জাহান্নাম) যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করত;

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٥٧﴾

১৮. কখনো না, নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত থাকবে ইল্লিয়ীনে;

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٥٨﴾

১৯. তুমি কি জানো— ‘ইল্লিয়ান’-টাই বা কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٥٩﴾

২০. (এটা হচ্ছে) একটি সীল করা বই,

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٦٠﴾

২১. (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতম ফেরেশতারা তা তদারক করেন;

يَشْهَدُهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

২২. নিসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নেয়ামতে থাকবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٦٢﴾

২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে এরা (সবকিছু) অবলোকন করবে,

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٦٣﴾

২৪. তুমি এদের চেহারা নেয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজীবতা (সহজেই) চিনতে পারবে;

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٦٤﴾

২৫. ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের (সেদিন) বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে,

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٦٥﴾

২৬. কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেয়া হয়েছে); অতএব এর জন্যে সকল উৎসাহীর উৎসাহী হওয়া উচিত;

خَتَمَهُ مَسْكَٓةً ۖ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٦٦﴾

২৭. (তাতে) তাসনীমের (ফল্লুধারার) মিশ্রণ থাকবে,

وَمِنْ أَجْهِ مِّن تَسْنِيرٍ ۝

২৮. (তাসনীম) এমন একটি বর্ণাধারা— (আল্লাহ তায়ালার) নৈকট্যলাভকারীরাই সেদিন এ (পানীয়)টা পান করবে;

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝

২৯. অবশ্যই যারা অপরাধ করেছে তারা এমন লোক যারা ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করতো,

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝

৩০. (দুনিয়ায়) তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো, তখন এরা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে চোখ টেপাটুপি করতো,

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝

৩১. যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো, তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই সেখানে ফিরতো,

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝

৩২. তারা যখন এদের দেখতো তখন একে অপরকে বলতো, এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট,

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝

৩৩. (অথচ) এদেরকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি;

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝

৩৪. আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফেরদের ওপর (নেমে আসা আযাব দেখে) হাসবে,

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝

৩৫. (উঁচু) উঁচু আসনে বসে তারা (এসব) দেখতে থাকবে;

عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ يَنْظُرُونَ ۝

৩৬. (তোমার কি মনে হয়) কাফেরদের কি তাদের কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে না?

هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

১
রুকু



১. যখন আসমান ফেটে যাবে,

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝

২. সে তার মালিকের আদেশটুকুই (তখন) পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে,

وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

৩. যখন এ ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে,

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

৪. (মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে,

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

৫. সেও (তখন) তার সৃষ্টিকর্তার আদেশটুকুই পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে;

وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

৬. হে মানুষ, তুমি (এক) কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অতপর তুমি (সত্যি সত্যিই এক সময়) তাঁর সামনাসামনি হবে,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَمَلِّقِيهِ ۝

৭. (তোমাদের মধ্যে) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ①

৮. অচিরেই একান্ত সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে,

فَسَوْفَ يُكَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ②

৯. সে খুশীতে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবে:

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ③

১০. আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে,

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ④

১১. সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে,

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑤

১২. সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে;

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ⑥

১৩. অবশ্যই সে (দুনিয়ার জীবনে) নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো;

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑦

১৪. সে ভেবেছিলো, তাকে কখনো (তার মালিকের কাছে) ফিরে যেতে হবে না,

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ⑧

১৫. হ্যাঁ, তাই (হলো), তার মালিক তার সব কার্যকলাপ (পুংখানুপুংখভাবে) দেখাছিলেন;

بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑨

১৬. শপথ সাক্ষ্যকালীন রক্তিম আভার—

فَلَا أَقْسِرُ بِالشَّقِيقِ ⑩

১৭. এবং শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে তার—

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ⑪

১৮. আরো শপথ (ওই) চাঁদটির, যখন তা (ধীরে ধীরে) পূর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়,

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ⑫

১৯. তোমাদের অবশ্যই (দুনিয়ার) একটি স্তর অতিক্রম করে (মৃত্যুর) আরেকটি স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে;

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ⑬

২০. এদের কি হয়েছে? এরা কেন (মহান আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে না,

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑭

২১. যখন এদের সামনে কোরআন পড়া হয়, তখন এরা (কেন মালিকের সামনে) সাজদাবনত হয় না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ⑮

২২. বরং যারা অস্বীকার করে, তারাই একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ⑯

২৩. আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন (আমলনামায়) তারা কি জমা করছে?

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ⑰

২৪. (হে নবী,) তাদের সবাইকে তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও, ।

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑱

২৫. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে ।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑲



১. শপথ (বিশালকায়) গম্বুজবিশিষ্ট আকাশের, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ①

২. (শপথ) সে দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ②

৩. শপথ (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, শপথ যা কিছু (তখন) ওشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ③

৪. (মোমেনদের জন্যে খোঁড়া) গর্তের লোকদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে— قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ④

৫. (ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে) আগুনের কুন্ডলী— যা জ্বালানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো, النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ ⑤

৬. (বিশেষ করে) যখন তারা নিজেরা তার পাশে বসা ছিলো, إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ⑥

৭. এ লোকেরা মোমেনদের সাথে যা করছিলো এরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো; وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهودٌ ⑦

৮. তারা এ (ঈমানদার)—দের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে, তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧

৯. (এমন এক সত্তার ওপর,) যার জন্যে (নিবেদিত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (তাদের) সকল কাজের সাক্ষী; الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ⑨
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑩

১০. অবশ্যই যারা মোমেন নর-নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে, অতপর তারা কখনো তাওবা করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্যে রয়েছে (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার ভয়ানক শাস্তি; إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ⑪
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑫

১১. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত— যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; সেটাই হচ্ছে (সেদিনের) সবচেয়ে বড় সাফল্য; إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ⑬
لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ⑭
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑮

১২. নিসন্দেহে তোমার মালিকের পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত; إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ⑯

১৩. অবশ্যই তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, (এমনি করে) তিনি আবারও সবাইকে সৃষ্টি করবেন, إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيدُ ⑰

১৪. তিনি পরম ক্ষমাশীল, (তাঁর সৃষ্টিকে) তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন, وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ⑱

১৫. মহা সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

১৬. তিনি যা চান তাই করেন;

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৭. তোমার কাছে কি কতিপয় (বিদ্রোহী) সেনাদলের কথা পৌছেছে?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

১৮. (তারা হচ্ছে) ফেরাউন ও সামুদ (-এর বাহিনী)!

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

১৯. এরা (কিছু সত্য) বিশ্বাস করেনি, (তারা) মিথ্যা সাব্যস্তকরণেই (ব্যস্ত) ছিলো,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

২০. আল্লাহ তায়ালা এদের সকল দিক থেকেই ঘিরে রেখেছেন;

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾

২১. কোরআন হচ্ছে (উন্নত ও) মহামর্যাদাসম্পন্ন (এক গ্রন্থ);

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾

২২. (সম্মানিত) ফলকে (যা) সংরক্ষিত আছে।

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

আয়াত ১৭
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আত তারেক্ব
মক্কায় অবতীর্ণ

১. শপথ আসমানের, শপথ রাতের বেলায়
আত্মপ্রকাশকারী (তারকা)-র,

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

২. তুমি কি জানো সে আত্মপ্রকাশকারী কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

৩. তা হচ্ছে (একটি) সমুজ্জ্বল তারকা,

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

৪. (যমীনের) এমন একটি প্রাণীও নেই যার ওপর
কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত (করা) হয়নি;

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لِّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

৫. মানুষ যেন তাকিয়ে দেখে— তাকে কোন্ জিনিস
দিয়ে বানানো হয়েছে;

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

৬. তাকে বানানো হয়েছে সবেগে স্থলিত (এক
ফোঁটা) পানি থেকে—

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

৭. যা বের হয়ে আসে (পুরুষদের) পিঠের মেরুদণ্ড
ও (নারীর) বুকের (পাঁজরের) মাঝখান থেকে;

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

৮. অবশ্যই তিনি তার ফেরৎ আনার ক্ষমতা রাখেন;

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

৯. সেদিন (তার) যাবতীয় গোপন বিষয় যাছাই বাছাই
করা হবে,

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾

১০. (সেদিন) তার কোনো শক্তিই থাকবে না, থাকবে
না তার কোনো সাহায্যকারীও;

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

১১. বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ,

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

১২. (বৃষ্টিধারায়) ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ,

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

১৩. অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (হক বাতিলের চূড়ান্ত) পার্থক্যকারী কথা,

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

১৪. তা অর্থহীন (কোনো কিছু) নয়;

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

১৫. নিসন্দেহে এরা (আমার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করছে,

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

১৬. আমিও (এদের ব্যাপারে) একটি কৌশল অবলম্বন করছি,

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝

১৭. অতএব তুমি (সে কৌশল দেখার জন্যে) কাফেরদের কিছু অবকাশ দাও।

فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَهْمِلْهُمْ رُودًا ۝

১
রুকু



১. (হে নবী,) তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো,

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝

২. যিনি তৈরী করেছেন (সকল কিছু), অতপর (তাকে) সুবিন্যস্ত করেছেন,

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝

৩. তিনি (সবকিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, অতপর (সবার চলার) পথ বাতলে দিয়েছেন,

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

৪. তিনি (যমীন থেকে) গাছের চারা বের করে এনেছেন,

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝

৫. অতপর তিনি (তাকে শুকনো) খড়কুটায় পরিণত করেছেন;

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝

৬. আমি (এই ওহী) তোমাকে পড়িয়ে দেবো, (অতপর) তুমি আর (তা) ভুলবে না,

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ۝

৭. অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তা ভিন্ন কথা); তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন, (জানেন) যা কিছু সে গোপন করে— তাও;

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝

৮. আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দেবো,

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۝

৯. কাজেই তুমি (তাদের আল্লাহ তায়ালায় কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যদি স্মরণ করানোটা উপকারী হয়;

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ۝

১০. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে সে (অবশ্যই) উপদেশ গ্রহণ করবে,

سَيَذَكِّرُكَ مَنْ يُخْشَى ۝

১১. আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে,

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝

১২. যে ব্যক্তি অচিরেই বিশালকায় এক আগুনে গিয়ে পড়বে,

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝٥٢

১৩. অতপর সেখানে সে মরবে না, (বাঁচার মতো করে) সে বাঁচবেও না;

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝٥٣

১৪. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝٥٤

১৫. এবং সে নিজের মালিকের নাম স্মরণ করেছে অতপর সে নামায আদায় করেছে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝٥٥

১৬. কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো,

بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝٥٦

১৭. অথচ আখেরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী;

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝٥٧

১৮. নিশ্চয়ই এ (কথা) আগের (নবীদের) কিতাবসমূহে (মজুদ) রয়েছে,

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝٥٨

১৯. (মজুদ আছে) ইবরাহীম এবং মূসার কিতাবসমূহেও।

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝٥٩

আয়াত ২৬
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল গাশিয়াহ্
মক্কায় অবতীর্ণ

১. তোমার কাছে কি (চতুর্দিক) আচ্ছন্নকারী (বিপদের) কথা পৌঁছেছে?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝١

২. (সে মহা বিপদে) কিছু লোকের চেহারা হবে নিম্নগামী,

وُجُوهُ يَوْمَئٍٍ خَاشِعَةٍ ۝٢

৩. (হবে) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

৪. তারা (সেদিন) ঝলসে যাওয়া আগুনে প্রবেশ করবে,

تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۝٤

৫. ফুটন্ত পানির (কুয়া) থেকে এদের পানি পান করানো হবে;

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۝٥

৬. খাবার হিসেবে কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া তাদের জন্যে আর কিছুই থাকবে না,

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝٦

৭. এ (খাবার)-টি (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি (তা দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না;

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝٧

৮. (অপরদিকে) কিছু চেহারা থাকবে আনন্দোজ্জ্বল,

وُجُوهُ يَوْمَئٍٍ نَّاعِمَةٍ ۝٨

৯. সে আনন্দোজ্জ্বল চেহারাগুলো তাদের চেষ্টা সাধনার জন্যে (সেদিন) ভীষণ খুশী হবে,

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩

১০. (তারা থাকবে) আলীশান জান্নাতে,

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠

১১. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শোনবে না;

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝١١

১২. তাতে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

১৩. তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন,

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝

১৪. (সাজানো থাকবে) নানা ধরনের পানপাত্র,

وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝

১৫. (থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ,

وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ۝

১৬. (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা;

وَزَرَائِبٌ مِّمَّثْلَةٌ ۝

১৭. তারা কি (মাঠের) উটনীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝

১৮. আকাশের দিকে (তাকিয়ে দেখে না)? কিভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে!

وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

১৯. পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাদের (যমীনে) পুতে রাখা হয়েছে!

وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

২০. যমীনের দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাকে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে!

وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

২১. তুমি (তাদের এগুলো) স্মরণ করাতে থাকো। তুমি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র;

فَذَكِّرْ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝

২২. তুমি তো তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী (কোনো দারোগা) নও,

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّرٍ ۝

২৩. সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং (যে আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে,

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝

২৪. আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই বড়ো রকমের শাস্তি দেবেন;

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

২৫. অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে,

إِنَّا إِلَيْنَا يَا بَهُرٌ ۝

২৬. অতপর তাদের হিসাব নেয়া (-র দায়িত্ব সম্পূর্ণত) আমার ওপর।

ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ۝



আয়াত ৩০
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আল ফজর
মক্কায় অবতীর্ণ

১. ভোরের শপথ,

وَالْفَجْرِ ۝

২. শপথ দশটি (বিশেষ) রাতের,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

৩. শপথ জোড় ও বিজোড় (সৃষ্টির),

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

৪. শপথ রাতের যখন তা সহজে বিদায় নিতে থাকে,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ۝

৫. এর মধ্যে কি বিবেকবান লোকদের জন্যে কোনো শপথ রাখা হয়েছে?

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْرٌ لِّذِي حِجْرِ ۝

৬. তুমি কি দেখোনি, তোমার মালিক আ'দ (জাতি)-এর লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?

الْمَرَّتْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

৭. 'এরাম' গোত্র (ছিলো) উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী,

إِرَامَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

৮. (স্তম্ভ ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে যাদের মতো কাউকেই (এর আগে) সৃষ্টি করা হয়নি,

الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝

৯. (উন্নত) ছিলো সামুদ, তারা (পাহাড়ের উপত্যকায়) পাথর কেটে কেটে অট্টালিকা বানাতো,

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

১০. (অত্যাচারী) ফেরাউন- যে ছিলো কীলক (গেঁথে শাস্তি) প্রদানকারী (যালেম),

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

১১. যারা দেশে দেশে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করেছে,

الَّذِينَ طَفَّوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১২. তারা তাতে বেশী মাত্রায় (বিপর্যয় ও) অশান্তি সৃষ্টি করেছে,

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝

১৩. অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কোড়ার কষাঘাত হানলেন,

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

১৪. অবশ্যই তোমার রব (এদের ধরার জন্যে) ওঁৎ পেতে রয়েছেন;

إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ صَادٍ ۝

১৫. মানুষরা এমন- যখন তার রব তাকে (অর্থ সম্পদের) নেয়ামত ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, হাঁ, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন;

فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

১৬. আবার যখন তিনি (ভিন্নভাবে) তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রেযেক সংকুচিত করে দেন, তখন সে (নাখোশ হয়ে) বলে, আমার রব আমাকে অপমান করেছে,

وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

১৭. কখনো নয়- (আসল কথা হচ্ছে), তোমরা এতীমদের সম্মান করো না,

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝

১৮. মেসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও না,

وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

১৯. তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ নিজেরাই সব কুক্ষিগত করো,

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَهَا ۝

২০. বৈষয়িক ধন-সম্পদকে তোমরা গভীরভাবে ভালোবাসো;

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

২১. কখনো (তেমনটি উচিত) নয়, (ভেবে দেখো) যেদিন এ পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২২. (সেদিন) তোমার রব স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আর ফেরেশতারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

২৩. সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে,

وَجِئْنَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝

যেদিন প্রতিটি মানুষই (তার পরিণাম) বুঝতে পারবে, কিন্তু (তখন) এ বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে?	يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ٢٧
২৪. সেদিন এ ব্যক্তি বলবে, কতো ভালো হতো যদি আমার (এ) জীবনের জন্যে (কিছুটা ভালো কাজ) আমি আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিতাম,	يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ٢٨
২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (বিদ্রোহীদের) এমন শাস্তি দেবেন— যা অন্য কেউ দিতে পারবে না—	فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَنِّ أَبِيهِ أَحَدٌ ٢٩
২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনেও কেউ (পাপীদের) বাঁধতে পারবে না;	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ٣০
২৭. (নেককারদের বলা হবে,) হে প্রশান্ত আত্মা,	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ٣১
২৮. তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টচিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে,	ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٣২
২৯. অতপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে शामिल হয়ে যাও,	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ٣৩
৩০. (আর) প্রবেশ করো আমার (অনন্ত) জান্নাতে।	وَادْخُلِي جَنَّتِي ٣৪

আয়াত ২০
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল বালাদ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. আমি শপথ করছি এ (পবিত্র) নগরীর,	لَا أَقْسِرُ بِهَذَا الْبَلَدِ ١
২. এ নগরীতে তুমি (যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা থেকে) দায়মুক্ত।	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ٢
৩. আমি শপথ করছি (আদি) পিতা ও (তার ঔরস থেকে) যাদের সে জন্ম দিয়েছে (তাদের),	وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ٣
৪. আমি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রমের মাঝে পয়দা করেছি;	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ٤
৫. এ মানুষটি কি একথা মনে করে, তার ওপর কারোই কোনো ক্ষমতা চলবে না?	أَيَحْسَبُ أَن لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ٥
৬. সে বলে, আমি তো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি;	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ٦
৭. সে কি ভেবেছে তার এসব (কর্মকাণ্ড) কেউ দেখেনি?	أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ٧
৮. আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি?	أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨
৯. আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি?	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٩
১০. আমি কি তাকে (ন্যায্য অন্যায়ের) দুটো পথ বলে দেইনি?	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ١০
১১. (কিন্তু সে তো দুর্গম পথ) পার হওয়ার হিম্মত দেখায়নি,	فَلَا اقْتَحَرَ الْعُقْبَةَ ١১

১২. তুমি কি জানো সে দুর্গম পথটি কি?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝
১৩. (তা হচ্ছে) দাসত্বের শেকল খুলে (কাউকে মুক্ত করে) দেয়া,	فَكَ رَقَبَةً ۝
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে খাবার দেয়া,	أَوْ أَطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝
১৫. নিকটতম কোনো এতীমকে আহার পৌছানো,	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝
১৬. কিংবা ধুলো লুণ্ঠিত কোনো মেসকীনকে কিছু দান করা;	أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝
১৭. অতপর তাদের দলে शामिल হয়ে যারা ঈমান আনবে, একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে;	تُزَكَّانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝
১৮. এরাই হচ্ছে ডান দিকের (সে সৌভাগ্যবান) লোক,	أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝
১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা হচ্ছে বাম দিকের (ব্যর্থ) লোক,	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝
২০. (যেখানে) তাদের ওপর ছেয়ে থাকবে আগুনের শিখা।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

আয়াত ১৫
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আশ্ শামস
মক্কায় অবতীর্ণ

১. শপথ সূর্যের এবং তার রৌদ্রছটার,	وَالشَّمْسِ وَضُكْحَهَا ۝
২. শপথ চাঁদের- যখন সে তার পেছনে পেছনে আসে,	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝
৩. শপথ দিনের- যখন সে তাকে আলোকিত করে,	وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝
৪. শপথ রাতের- যখন সে তাকে ঢেকে দেয়,	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন- তাঁর,	وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন- তাঁর,	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝
৭. শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিন্যাস স্থাপন করেছেন- তাঁর,	وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝
৮. অতপর আল্লাহ তায়ালার তাকে তার পাপ ও (পাপ থেকে) বেঁচে থাকা (-র বিশেষ জ্ঞান) প্রদান করেছেন,	فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝
৯. নিসন্দেহে মানুষের মধ্যে সে-ই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) তাকে পরিশুদ্ধ করেছে,	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

১০. আর যে (ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত হয়ে) তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে,

وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَمَاهُ ۝

১১. সামুদ জাতি তার অবাধ্যতার সাথে (আল্লাহর নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

১২. যখন তাদের বড়ো না-ফরমান ব্যক্তিটি ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠলো,

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝

১৩. অতপর আল্লাহর নবী তাদের বললো, (এ হচ্ছে) আল্লাহর পাঠানো উটনী, আর এ হচ্ছে তার পানি পান (করার জায়গা);

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

১৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতপর উটনীটিকে তারা নলি কেটে (হত্যা করে) ফেললো, তাদের এ না-ফরমানীর কারণে তাদের মালিক তাদের ওপর বিপর্যয় নাযিল করলেন, অতপর তিনি তাদের নিমূল করে দিলেন,

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝

১৫. আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যাপারে (যে পাপিষ্ঠ) তার পরিণতির পরোয়া করেন না।

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

আয়াত ২১ রুকু ১	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—	সূরা আল লায়ল মক্কায় অবতীর্ণ
--------------------	--	----------------------------------

১. রাতের শপথ— যখন তা (আঁধারে) ঢেকে যায়,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝

২. দিনের শপথ— যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়,

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝

৩. পুরুষ ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন— (তারও শপথ),

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (হবে) নানামুখী;

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝

৫. অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝

৬. এবং ভালো কথাগুলোকে যে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝

৭. অতপর আমি তার আরামের জন্যে পথ চলা সহজ করে দেবো;

فَسَنيسِرُهُ لِّلْيُسْرَى ۝

৮. যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে—

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝

৯. এবং যে ভালো কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝

১০. অতপর আমি তার দুঃখ কষ্টের জন্যে (পথ) চলা সহজ করে দেবো,

فَسَنيسِرُهُ لِّلْعُسْرَى ۝

১১. তার (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কাজে লাগবে না— যখন তার পতন হয়ে যাবে,

وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

১২. অবশ্যই (মানুষকে) সঠিক পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আমার ওপর,

إِن عَلَيْنَا لِّلْهُدَىٰ ۝١٢

১৩. দুনিয়া আখেরাতের (নিরংকুশ মালিকানা) আমারই জন্যে।

وَإِن لَّنَا لِّلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝١٣

১৪. অতএব আমি তোমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের ব্যাপারে সাবধান করছি,

فَإِنَّ زُرَّكَمَ نَارًا تَلْقَىٰ ۝١٤

১৫. নির্ধাত পাণী ছাড়া অন্য কেউই সেখানে প্রবেশ করবে না,

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْآشَقَىٰ ۝١٥

১৬. যে (এ দিনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে;

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٦

১৭. যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে তাকে অবশ্যই আমি বাঁচিয়ে দেবো,

وَسَيَجْنِبُهَا اللَّهُ ۝١٧

১৮. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করার জন্যে (আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ) ব্যয় করে,

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝١٨

১৯. (অথচ) তোমাদের কারোই তাঁর কাছে এমন (কিছু পাওনা) ছিলো না যে, তোমাদের কোনো রকম প্রতিদান দেয়া হবে,

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝١٩

২০. (হাঁ, পাওনা) এটুকুই যে, সে শুধু তার মহান মালিকের সন্তুষ্টি কামনা করবে,

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝٢٠

২১. (এ কারণে) অচিরেই তার মালিক (তার ওপর) সন্তুষ্ট হবেন।

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝٢١

আয়াত ১১
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বরহমান বরহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আদ দোহা
মক্কায় অবতীর্ণ

১. শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের,

وَالضُّحَىٰ ۝١

২. শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে) ছেয়ে যায়,

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢

৩. তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি (তোমার ওপর) অসন্তুষ্টও হননি;

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣

৪. অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম;

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤

৫. অল্পদিনের মধ্যেই তোমার রব তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (এতে) খুশী হয়ে যাবে;

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥

৬. তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি- অতপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦

৭. তিনি কি তোমাকে (সঠিক পথের সন্ধান) বিব্রত অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন,

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧

৮. তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন;

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨

৯. অতএব তুমি কখনো এতীমদের ওপর যুলুম করো না;

فَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ٩

১০. কোনো প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না;

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١٠

১১. তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١

১
ককু



১. (হে মোহাম্মদ,) আমি কি তোমার (জ্ঞান ধারণের) জন্যে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি?

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١

২. (হাঁ,) আমি তোমার (ওপর) থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٢

৩. (এমন এক বোঝা) যা তোমার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিলো,

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ٣

৪. আমি তোমার স্বরণকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি;

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤

৫. অতপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে;

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥

৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম;

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦

৭. অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি (এবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যাও-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧

৮. এবং তুমি তোমার মালিকের অভিযুক্তি হও।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨

১
ককু



১. শপথ 'তীন' ও 'যায়তুন'-এর,

وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ١

২. শপথ সিনাই উপত্যকার তুর পর্বতের,

وَطُورِ سَيْنَاءَ ٢

৩. শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) নগরীর,

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣

৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

৫. তারপর (অকৃতজ্ঞতার কারণে) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে নিষ্কেপ করবো,

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٥

৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (তাদের কথা আলাদা,) তাদের জন্যে রয়েছে এমন সব পুরস্কার, যা কোনোদিন শেষ হবে না;

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦

৭. (বলতে পারো,) এরপরও কোন জিনিস তোমাকে শেষ বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাচ্ছে?

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِاللَّيْنِ ۝٧

৮. আল্লাহ তায়ালা কি সব বিচারকের (তুলনায়) শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝٨

আয়াত ১৯
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

সূরা আল আলাক্ব
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে মোহাম্মদ) তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,

اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١

২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাতবাধা রক্ত থেকে,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

৩. তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার রব বড়ো মেহেরবান,

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣

৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান) শিখিয়েছেন,

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

৫. তিনি মানুষকে (এমন কিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতো না;

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

৬. আশ্চর্য! এ মানুষটিই (একসময়ে) বিদ্রোহে মেতে ওঠে;

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝٦

৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে,

أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ۝٧

৮. অথচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখিনি,) একদিন অবশ্যই তোমার মালিকের দিকে (তার) প্রত্যাবর্তন হবে;

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝٨

৯. তুমি কি সে (দাষ্টিক) ব্যক্তিটিকে দেখেছো যে (তাকে) বাধা দিলো—

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝٩

১০. (বাধা দিলো আল্লাহর) এক বান্দাকে— যখন সে নামায পড়লো;

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١٠

১১. তুমি কি দেখেছো, সে কি সঠিক পথের ওপর আছে?

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝١١

১২. কিংবা সে কি (অন্যদের) তাকওয়ার আদেশ দেয়?

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝١٢

১৩. সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি মনে করো যে (আল্লাহকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং (তঁার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়;

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٣

১৪. এ (দাষ্টিক) লোকটি কি জানে না আল্লাহ তায়ালা (তার সব কিছুই) পর্যবেক্ষণ করছেন;

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤

১৫. (কিছুতেই) না, যদি সে (এ থেকে) ফিরে না আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবো,

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥

১৬. এই লোকটি হচ্ছে (আমাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী না-ফরমান ব্যক্তি,

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦

১৭. অতপর (বাঁচার জন্যে আজ) সে তার সংগী-
সাথীদের ডেকে আনুক,

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۖ

১৮. আমি অচিরেই তার জন্যে (আযাবের)
ফেরেশতাদের ডাক দেবো,

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۖ

১৯. না, তুমি কিছুতেই তার অনুসরণ করো না, তুমি
(বরং) তোমার মালিকের (সামনেই) সাজদাবনত হও
এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।

সাজদা

كَلَّا لَا تَطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

১
রুকু
৯৮
জান্নাত

আয়াত ৫ রুকু ১	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে—	সূরা আল কুদর মক্কায় অবতীর্ণ
-------------------	--	---------------------------------

১. অবশ্যই আমি এ (গ্রন্থ)-টি এক মর্যাদাপূর্ণ রাতে
নামিল করেছি,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

২. তুমি কি জানো— সেই (মর্যাদাপূর্ণ) রাতটি কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

৩. মর্যাদাপূর্ণ এ রাতটি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে
উত্তম;

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

৪. এই (রাত)-এর মধ্যে ফেরেশতা ও (তাদের
সদার) ‘রূহ’ (জিবরাঈল) তাদের মালিকের সব
ধরনের আদেশ নিয়ে (যমীনে) অবতরণ করে,

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۝

৫. (সে আদেশবার্তা হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা উষার
আবির্ভাব পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

১
রুকু

আয়াত ৮ রুকু ১	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে—	সূরা আল বাইয়্যোনাহ মদীনাতে অবতীর্ণ
-------------------	--	--

১. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা
(আমার আয়াত) অস্বীকার করেছে, তাদের কাছে
সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কখনো
ফিরে আসতো না,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ۝

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (আসবে), যারা (এদের
আল্লাহর) পবিত্র কিতাব পড়ে শোনাবে,

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

৩. এতে রয়েছে উন্নত (মূল্যবোধ) ও ভারসাম্যমূলক
নির্দেশাবলী;

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝

৪. কিতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে (এই) সুস্পষ্ট
প্রমাণ এসে যাওয়ার পরই বিভেদ এবং অনৈক্যে
নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে;

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

৫. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুই আদেশ দেয়া
হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও
এবাদাত নিবেদিত করে নেবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۖ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

যাকাত দান করবে, আর এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান;

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

৬. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল, এ লোকগুলোই হচ্ছে (আল্লাহর) নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

৭. অন্যদিকে যারা সত্যিই সত্যিই ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তারা হচ্ছে গোটা সৃষ্টিকুলের (মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৮. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে, (রয়েছে এমন এক) জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা, এরা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন, তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এটা এ জন্যে যে, সে (দুনিয়ার জীবনে) তার মালিককে ভয় করেছে।

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنِ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

আয়াত ৮
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আয যেলযাল
মকায় অবতীর্ণ

১. যখন ঝাঁকুনি দিয়ে পৃথিবীকে তার (প্রবল) কম্পনে কম্পিত করা হবে-

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

২. এবং পৃথিবী যখন তার (মধ্যে রক্ষিত মানুষের কৃতকর্মের) বোঝা বের করে দেবে,

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

৩. তখন মানুষরা (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে, তার এ কী হলো (সে তো সব কিছুই উগরে দিচ্ছে)!

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

৪. সেদিন সে (তার সব কিছু) খুলে খুলে বর্ণনা করবে,

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

৫. কেননা তোমার রব তাকে এ (কাজে)-র আদেশ দেবেন;

بَانَ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

৬. সেদিন মানুষ দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে তাদের (নিজ নিজ) কর্মকাণ্ড দেখানো যায়;

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّسِرِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ ۝

৭. যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে;

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

৮. (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে, তাও (সেদিন) সে দেখতে পাবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

আয়াত ১১
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল আল আদিত
মক্কায় অবতীর্ণ১. শপথ দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা (উর্ধ্বশ্বাসে)
শব্দ করতে করতে দৌড়ায়,

وَالْعِدِيثِ ضَبًّا ①

২. শপথ সেসব সাহসী ঘোড়ার, যাদের খুরে
অগ্নিস্কুলিঙ্গ বের হয়,

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ②

৩. শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যাষে ধ্বংসলীলা
ছড়ায়,

فَالْمُغِيرِ مَبَكًّا ③

৪. অতপর তারা বিপুল পরিমাণ ধূলাও উড়ায়,

فَاتَّخَرْنَ بِهِ نَقْعًا ④

৫. শত্রু শিবিরে পৌছে তারা তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়,

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ⑤

৬. অবশ্যই মানুষ তার মালিকের ব্যাপারে বড়োই
অকৃতজ্ঞ,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥

৭. আর তার (এ অকৃতজ্ঞ আচরণ)–এর ওপর সে তো
(নিজেই) সাক্ষী,

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦

৮. অবশ্য সে (মানুষটি) ধন-দৌলতের মোহেই বেশী
মত্ত;

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧

৯. সে কি (একথা) জানে না যে, কবরের ভেতর যা
কিছু আছে তা যখন উথিত হবে—

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨

১০. এবং (মানুষের) অন্তরে যা (ছিলো তখন) তা
প্রকাশ করে দেয়া হবে,

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩

১১. এদের (সবার) সম্পর্কে অবশ্যই তাদের মালিকই
সবচেয়ে ভালো জানবেন।

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪

আয়াত ১১
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—সূরা আল ক্বারিয়াহ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. এক মহা (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) দুর্যোগ!

الْقَارِعَةُ ①

২. কি সে মহাদুর্যোগ?

مَا الْقَارِعَةُ ②

৩. তুমি কি জানো— সে মহাদুর্যোগটা কি?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③

৪. (এটা এমন বিপর্যয়) যেদিন মানুষগুলো পতংগের
মতো (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,

يَوْمَآ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④

৫. পাহাড়গুলো রঙ বেরঙের ধূলা তুলার মতো হবে;

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْيِ الْمَنْفُوشِ ⑤

৬. অতপর যার ওয়নের পাল্লা (সেদিন) ভারী হবে,

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥

৭. সে (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে;

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑦

৮. আর যার ওয়নের পাল্লা হালকা হবে,

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

৯. হাবিয়া দোযখই হবে তার ঠিকানা,

فَأَمَّهُ هَٰوِيَّةٌ ۝

১০. তুমি কি জানো সে (হাবিয়া দোযখ)-টি কি?

وَمَا أَدرُكَ مَا هِيَ ۝

১১. (হাঁ,) তা হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের এক (বিশাল) কুন্ডলী।

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

আয়াত ৮
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-সূরা আত্ তাকাসুর
মক্কায় অবতীর্ণ

১. অধিক (সম্পদ) লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে,

الْهُمُرُ التَّكَاثُرُ ۝

২. এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে;

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

৩. না, এমনটি কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে,

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৪. কখনো নয়, তোমরা অতি সত্ত্বরই (এই অবহেলার পরিণাম) জানতে পারবে;

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান কি- তা জানতে পারতে;

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

৬. অবশ্যই তোমরা (সেদিন) জাহান্নাম দেখবে,

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

৭. হাঁ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে,

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

৮. এরপর (আল্লাহ তায়ালা) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

আয়াত ৩
রুকু ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-সূরা আল আসর
মক্কায় অবতীর্ণ

১. সময়ের শপথ,

وَالْعَصْرِ ۝

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ۝

৩. সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তায়ালা ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং (এই পথে) একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝



১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (মানুষদের) নিন্দা করে, وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①
২. যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং তা গুনে রাখে, الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ②
৩. সে মনে করে, (তার এ) অর্থ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে; يَكْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③
৪. না, কখনো নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সে নির্ধাত চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④
৫. তুমি কি জানো, (এই) চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤
৬. (এ হচ্ছে সম্পদলোভীদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা প্রজ্বলিত এক আগুন, نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ⑥
৭. যা (এর দহন যন্ত্রণাসহ) মানুষের হৃদয়ের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِنَةِ ⑦
৮. (অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ⑧
৯. (তা গেড়ে) রাখা হবে উঁচু উঁচু খামের মধ্যে। فِي عِمَدٍ مُّطَّرَدَةٍ ⑨



১. তুমি কি দেখিনি তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্যে আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ①
২. তিনি কি (সেদিন) তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেননি? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ②
৩. তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে (আবাবীল) পাখী পাঠিয়েছেন, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③
৪. এ পাখীগুলো তাদের ওপর (নুড়ি) পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিলো, تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ④
৫. অতপর তিনি তাদের জন্তু জানোয়ারের চর্বিত (ঘাস পাতা)-এর মতো করে দিলেন। فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ⑤



১. (কা'বার পাহারাদার) কোরাযশ বংশের প্রতিরক্ষার জন্যে, لَا يَأْتِيهِمْ قَرْيَشٌ ①

২. তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের জন্যে—

إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

৩. তাদের এ ঘরের মালিকেরই এবাদাত করা উচিত,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝

৪. যিনি ক্ষুধায় তাদের খাবার সরবরাহ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

আয়াত ৭
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আল মাউন
মক্কায় অবতীর্ণ

১. তুমি কি সে ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছো, যে শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ ۝

২. এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (নিরীহ) এতীমকে গলাধাক্কা দেয়,

فَذُلِّكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝

৩. মেসকীনদের খাবার দিতে কখনো যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয় না;

وَلَا يَكُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

৪. (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মোনাফেক) নামাযীর জন্যে,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝

৫. যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে,

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

৬. তারা কাজকর্মে প্রদর্শনী করে—

الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ۝

৭. এবং মানুষদের ব্যবহারিক জিনিসপত্র পর্যন্ত (যারা অন্যদের) দিতে বারণ করে।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

আয়াত ৩
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আল কাওসার
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি;

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝

২. অতএব তোমার মালিকের স্বরণের জন্যে তুমি নামায পড়ো এবং (তাঁরই উদ্দেশ্যে) তুমি কোরবানী করো;

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْكُرْ ۝

৩. অবশ্যই (যে) তোমার নিন্দুক সেই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

আয়াত ৬
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

সূরা আল কাফেরন
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝

২. আমি (তাদের) এবাদাত করি না— যাদের এবাদাত তোমরা করো,

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৩. না তোমরা (তাঁর) এবাদাত করো- যার এবাদাত আমি করি-

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

৪. এবং আমি (কখনোই তাদের) এবাদাত করবো না যাদের তোমরা এবাদাত করো,

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝

৫. না তোমরা কখনো (তাঁর) এবাদাত করবে যাঁর এবাদাত আমি করি;

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

৬. (অতএব) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে, আর আমার পথ আমার জন্যে ।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

১
রুকু

আয়াত ৩ রুকু ১	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-	সূরা আন নাসর মক্কায় অবতীর্ণ
-------------------	--	---------------------------------

১. (হে নবী) যখন আল্লাহ তায়ালা সাহায্য ও বিজয় আসবে,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

২. তখন মানুষদের তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে,

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

৩. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী (পরম ক্ষমাশীল) ।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

১
রুকু

আয়াত ৫ রুকু ১	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-	সূরা লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ
-------------------	--	-------------------------------

১. (ইসলাম বিরোধিতার কারণে দুনিয়া আখেরাতে) আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক- ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও;

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

২. তার ধন সম্পদ ও আয় উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না;

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

৩. (বরং তা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে,) সে অচিরেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে,

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৪. (সাথে থাকবে) জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারী তার স্ত্রীও;

وَأُمُّهُ هَامِلَةٌ الْخَطَبِ ۝

৫. (মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত রশি জড়িয়ে আছে ।

فِي جِيدٍهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

১
রুকু

আয়াত ৪ রুকু ১	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-	সূরা আল এখলাস মক্কায় অবতীর্ণ
-------------------	--	----------------------------------

১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, (তিনি) একক,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

২. আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী,

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি,

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ⑤

৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ⑥

আয়াত ৫
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আল ফালাক
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①

২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ②

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত সব) অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③

৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④

৫. হিংসুক ব্যক্তির (হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই-) যখন সে হিংসা করে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

আয়াত ৬
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আন নাছ
মক্কায় অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের মালিকের কাছে,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ①

২. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের বাদশাহের কাছে,

مَلِكِ النَّاسِ ②

৩. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মাবুদের কাছে,

إِلَهِ النَّاسِ ③

৪. (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়ে) গা ঢাকা দেয়,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④

৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤

৬. জ্বিনদের মধ্য থেকে (হোক বা) মানুষদের মধ্য থেকে হোক (তাদের অনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয় চাই)।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

কোরআন তেলাওয়াত শেষে এই দোয়া পড়বেন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে—

اللَّهُمَّ

اِنْسِ وَحَشَتِي فِي

قَبْرِى ۝ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى بِالْقُرْآنِ

الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى

وَرَحْمَةً ۝ اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِى مِنْهُ مَا نَسِيتُ

وَعَلِّمْنِى مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِى

تِلَاوَتَهُ اِنَّاءَ اللَّيْلِ وَاِنَّاءَ النَّهَارِ

وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا رَبِّ

الْعَلِيِّنَ

হে আল্লাহ! আমার কবরে আমার একাকিত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে (কোরআনের আলো দিয়ে) প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ, কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তা তুমি আমায় জানিয়ে দিয়ো। আমাকে দিবানিশি এর তেলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের মালিক! তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে চূড়ান্ত দলীল বানিয়ে দিয়ো। আমীন! □

কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

بَلْهُوَ

قُرْآنٌ مُّجِيدٌ

فَلَوْحٌ مَّحْفُوظٌ

بِاللُّغَةِ الْبَنَغَالِيَّةِ الْمِيسَّرَةِ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন